THERAPEUTICS

BY

NIRAD BIHARI BOSE M. B.

TEACHER OF THERAPEUTICS

ALCUTIA MEDICAL SCHOOL.

FIRST EDITION

Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED BY HARI CHARAN DASS,

Elysium Press, 65/2, Beadon Street.

1896.

CONTENTS.

—oo—

দ্রষ্টব্য।

ইংরাজি চিকিৎসাশাস্ত্রে যে সকল ঔষধের ব্যবহার প্রচলিত আছে তাহাদের গুণাগুণপরিচায়ক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল, তজ্জন্য উক্তশাস্ত্রশিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ী কতিপয় ব্যক্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা এই গ্রন্থখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ইহাতে মানবদেহোপরি বিবিধ ঔষধের ক্রিয়া এবং ব্যাধিবিশেষে উহাদের প্রয়োগপ্রণালী বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থাপ্রণালী এবং বহুদর্শিতাদ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাও বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যে কেবল ছাত্রবৃন্দের পাঠোপযোগী এমত নহে, চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগেরও যে সহায়ীভূত হইবে তাহা তাঁহারা পাঠ করিলেই পরিচয় পাইবেন। এইক্ষণে এই পুস্তকখানি ছাত্র ও চিকিৎসকসমাজে আদরণীয় হইয়া আমাদের যত্ন ও পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করে ইহাই আমাদের প্রার্থণীয় ইতি।

থিরাপিউটিক্স।

COLD—কোল্ড বা শৈত্য।

ফিজি। শৈত্য শব্দের অর্থ শীতলতা। প্রকৃতির সকল পদার্থই প্রায় শীতল, তবে অবস্থা ও কারণ ভেদে এই শীতলতার ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসা সম্বন্ধে শীতলতার ফল কিম্বা গুণাগুণ আলোচনা করিতে হইলে স্বাভাবিক জল ও বায়ু, মানব শরীরে কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা পরীক্ষা করিলেই বিদিত হওয়া যায়।

বায়ু স্বভাবতঃ শীতল কিন্তু ঋতুভেদে এই শীতলতার হ্রাস ও বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। শীতঋতুর বায়ু অতিশয় শীতল কিন্তু শুষ্ক, যেহেতু শীতের বায়ুতে জলীয় বাষ্প অতি অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। গ্রীষ্মের বায়ু অপর ঋতুর বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ, কিন্তু ইহাতে জলীয় বাষ্প অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিরাজ করে। বর্ষার বায়ুতে ঐ বাষ্প সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ শীতকালে জল অতিশয় শীতল হয়; গ্রীষ্ম কিম্বা বর্ষাতে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইয়া থাকে। অতিশয় শীতপ্রধান দেশে শৈত্যাধিক্য বশতঃ জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। জল কিম্বা বায়ুর এই শৈত্যগুণ, মানবদেহের সুস্থাবস্থায় কিম্বা পীড়িতাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ করে।

মানব শরীরে শৈত্য প্রয়োগ করিলে চর্ম্ম কিম্বা আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি হইতে উত্তাপ আকৃষ্ট হয়। শীতল জলে অবগাহন করিলে কেবল যে শারীরিক নির্ম্মলতা সাধন হয় তাহা নহে, শারীরিক উত্তাপেরও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। স্নানান্তে সার্ব্বাঙ্গিক বিশেষতঃ হস্ত পদাদির শীতলতায় আমরা বুঝিতে পারি যে উত্তাপের হ্রাস হইয়াছে। যেমন বাহ্যিক চর্ম্মের উত্তাপ কমিয়া যায় সেইরূপ বক্ষঃ এবং উদর গহ্বরস্থ যন্ত্রাদিরও উত্তাপ হ্রাস হইয়া

থাকে। কিন্তু এই বাহ্যিক কিম্বা আভ্যন্তরিক শীতলতা ক্ষণস্থায়ী। স্বল্পকাল মধ্যেই দেখা যায়, স্নানজনিত শীতলতা দূরীভূত হইয়া চর্ম্মের স্বাভাবিক উত্তাপ আবির্ভূত হয়। অধিকক্ষণ শীতল জলে নিমগ্ন থাকিলে বাহ্যিক শীতলতা কিছু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

সুস্থাবস্থায় সার্ব্বাঙ্গিক কিম্বা স্থানিক শৈত্য প্রয়োগে যে উত্তাপ নষ্ট হয় তাহা অতি স্বল্পকাল মধ্যেই পরিপূরিত হয়। দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র ও টিসু (Tissue) সকল স্বকীয় স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদন করত যে উত্তাপ উৎপাদন করে, সেই উত্তাপ সার্ব্বাঙ্গিক কিম্বা স্থানিক উত্তাপের অভাব পূরণ করিয়া উষ্ণতা সাধন করে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে শৈত্য প্রয়োগের একটী গুণ উত্তাপ নাশক অর্থাৎ শৈত্যকারক।

ইহার দ্বিতীয় গুণ বলকারক। আমরা দেখিতে পাই শীতপ্রধান দেশবাসিরা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে নিরন্তর নিরতিশয় শীতল সমীরণ প্রভাবে, সতত শারীরিক উত্তাপ যেরূপ অধিক পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহার পূরণ জন্য দেহাভ্যন্তরে সেইরূপ অধিক পরিমাণে উত্তাপেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে, নতুবা উত্তাপের সামঞ্জস্য সম্পাদন হইত না। এই উত্তাপ উৎপাদনের জন্য শরীর মধ্যস্থ সমস্ত টিসুতে (Tissue) অধিক পরিমাণে কম্বাচ্সন্ (Combustion) আবশ্যক, অর্থাৎ আমাদের শরীরে কার্বন (Carbon) নামক যে পদার্থ আছে উহার সহিত অম্লযান (Oxygen) বাষ্প রাসায়নিক ভাবে (Chemically) মিশ্রিত হইয়া কার্বনিক এসিড বাষ্প উৎপাদন করে। যে সময়ে উপরোক্ত উভয় পদার্থ মিলিত হইয়া কার্বনিক এসিড (Carbonic Acid) বাষ্পে পরিণত হয়, সেই সময়েই উত্তাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং এই মিলনকে কম্বাচ্সন্ (Combustion) কহে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, শৈত্য প্রভাবে যে এইরূপ কম্বাচ্সন্ (Combustion) অধিক হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে গ্রীষ্ম অপেক্ষা শীতঋতুতে, কিম্বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশনিবাসিরা শীতপ্রধান দেশে গমন করিলে, প্রশ্বাসের সহিত অধিক পরিমাণে কার্বনিক এসিড (Carbonic Acid) বাষ্প নির্গত হয়।

যেমন অধিক কার্বনিক এসিড বাষ্প উৎপাদনের জন্য অধিক কম্বাচ্সন্ আবশ্যক তেমনি অধিক কম্বাচ্সনের জন্য অধিক অম্লযানেরও প্রয়োজন।

এই অম্লযান আমাদের নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত লাংসের (Lungs) মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে শোণিতের লোহিত কনিকা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শরীরের সমস্ত টিসুতে সঞ্চালিত ও তথায় কার্বনের (Carbon) সহিত মিলিত হয়। এই মিলনে কার্বনিক-এসিড (Carbonic-Acid) ও উত্তাপের সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু টিসুরও ধ্বংস হইয়া থাকে। যে টিসুর ধ্বংস হয় তাহার পূরণার্থ নূতন টিসুরও সৃষ্টি হয়। যে সকল পদার্থের দ্বারা ঐ সকল টিসু নির্ম্মিত হইয়াছে, নূতন টিসুর সৃষ্টির জন্য ঐ সকল পদার্থের আবশ্যক হয়। সুতরাং আমাদের আহার্য্য দ্রব্য হইতে ঐ সকল পদার্থ সারাংশে পরিণত হইয়া শোণিত প্রবাহে মিলিত হইলে নূতন টিসুর সৃষ্টি হইয়া বিনষ্ট টিসুর অভাব পূরণ করে। এইরূপে শৈত্য প্রভাবে অধিক কম্বাচ্সন্ দ্বারা যেমন অধিক পরিমাণে টিসুর বিনাশ প্রাপ্তি হয় তেমনি অধিক পরিমাণে নূতন টিসু নির্ম্মিত হইয়া শারীরিক উত্তাপ, তেজ, বল, ক্রিয়া প্রভৃতি বৃদ্ধি করে। ইহাকেই দেহের পোষণ ক্রিয়া বলা যায়। যখন টিসুর ধ্বংস অল্প হয় তখন টিসু নির্ম্মাণও অল্প হয় অর্থাৎ পোষণ ক্রিয়ারও হ্রাস হয় সুতরাং উত্তাপ, তেজ, বল, ক্রিয়া প্রভৃতির ও হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে শৈত্য প্রয়োগে কম্বাচ্সন্ অধিক হয়, কম্বাচ্সন্ অধিক হইলে টিসু চেঞ্জ (Change of Tissue) অধিক হয় অর্থাৎ টিসুর ধ্বংস ও নির্ম্মাণ অধিক হয়, এবং টিসু চেঞ্জ অধিক হইলেই উত্তাপ, ক্রিয়া, বল, তেজ, প্রভৃতিও বৃদ্ধি হয়, সুতরাং শৈত্য প্রয়োগ বলকারক।

দীর্ঘকাল স্থানিক প্রয়োগে শৈত্যের অবসাদক ক্রিয়া লক্ষিত হয়। কারণ এতদ্বারা ধমনি সঙ্কুচিত হইয়া টিসুতে রক্ত চলাচল হ্রাস হয়, সুতরাং টিসু চেঞ্জ উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হয় না এবং টিসুর পোষণ ক্রিয়াও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এতদ্বারা স্নায়বীয় অবসাদও সাধিত হয়। ইহাই ইহার তৃতীয় ক্রিয়া।

ইহার চতুর্থ ক্রিয়া সঙ্কোচক ও রক্ত-রোধক। কিছু কাল শীতল জলে হস্ত নিমগ্ন রাখিলে দেখিতে পাওয়া যায় অঙ্গুলির চর্ম্ম কুঞ্চিত ও ঈষন্নীলাভ বর্ণ হয়। ইহাতে জানা যায় যে ইহা দ্বারা টিসু সকল ও শোণিত প্রণালী সঙ্কুচিত হইয়া অঙ্গুলিগুলিকে কুঞ্চিত ও বিবর্ণ করে। সামান্য রক্তস্রাবে সঙ্কোচক ক্রিয়া বশতঃ রক্ত-রোধক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইহার পঞ্চম ক্রিয়া অবশকারক ও স্পর্শহারক। প্রখর শৈত্য কিঞ্চিৎ

কাল কোন স্থানে প্রয়োগ করিলে সেই স্থান অবশ হইয়া যায় ও সেই স্থানের স্পর্শানুভব শক্তির হ্রাস হয়। যদি দীর্ঘকাল এইরূপে শৈত্য প্রয়োগ করা যায় তবে সে স্থানের রক্ত চলাচল রহিত হইয়া পোষণ ক্রিয়াভাবে পচন আরম্ভ হয়।

ইহার ষষ্ঠ ক্রিয়া উত্তেজক। অকস্মাৎ শীতল জল কিম্বা শীতল দ্রব্য কিম্বা অপর কোন শীতল পদার্থ যদি বক্ষঃস্থলে, মুখে কিম্বা উদরে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্বাস পেশী বা উদর প্রাচীরস্থ পেশী কিম্বা জরায়ু ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যদি মৃতপ্রায় অবস্থায় অবস্থিতি করে তাহার বক্ষঃস্থলে শীতল জল প্রয়োগ করিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই রূপ মোহ প্রাপ্ত ব্যক্তির মুখমণ্ডলে যদি শীতল জলধারা জোরে প্রক্ষেপ করা যায়, অতি স্বল্প কালের মধ্যেই তাহার চৈতন্য সম্পাদন হয়।

ইহার সপ্তম ক্রিয়া প্রদাহ-নিবারক। প্রদগ্ধ স্থানে শৈত্য প্রয়োগে ধমনী ও টিস্যু সঙ্কুচিত হইয়া রক্ত চলাচল ও উত্তাপের হ্রাস হয় এবং যন্ত্রণারও লাঘব হইয়া থাকে।

শৈত্যের যে সকল ক্রিয়া পূর্ব্বে বর্ণিত হইল উহা মানব শরীরের সুস্থ কিম্বা পীড়িত সকল অবস্থাতেই লক্ষিত হইয়া থাকে। রোগ শান্তির জন্য শৈত্য প্রয়োগ সচরাচর আবশ্যক হইলেও সুস্থাবস্থায় উহা যে নিষ্প্রয়োজন তাহা নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে শীতল জলে স্নান বিশেষ উপকারী। ইহা কেবল চর্ম্মের মলিনত্ব দূর করে তাহা নহে, এতদ্দারা শারীরিক ও মানসিক তেজ ও বলের বৃদ্ধি, চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও স্থৈর্য্য সম্পাদন, যন্ত্রাদির পুষ্টি ও ক্রিয়া বৃদ্ধি এবং ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বলবতী হয়। স্নানকালে শীতল জলে অধিকক্ষণ নিমগ্ন থাকিলে কিম্বা বরফের ন্যায় শীতল জলে অবগাহন করিলে, কিম্বা অতীব হীনবল অথবা সদ্যরোগোন্মুক্ত ব্যক্তি শীতল জলে স্নান করিলে বিপরীত ফল দৃষ্ট হয়। শৈত্য প্রয়োগের উত্তেজক ও বলকারক শক্তি তিরোহিত হইয়া অবসাদক গুণ প্রকাশিত হয়, সুতরাং শারীরিক, মানসিক ও যান্ত্রিক তেজ, বল, স্ফূর্ত্তি, ক্রিয়া, পুষ্টি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া শরীর নিস্তেজ ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অতএব যদি নিয়

মিতরূপে ও সাবধানতা সহকারে সুশীতল সলিলাবগাহন দ্বারা নির্ব্যাধি দেহে সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে শারীরিক পুষ্টি সাধন হয় তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শৈত্য সুস্থাবস্থায় স্থানিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয় না কেবল হস্ত পদাদি ধৌতির জন্যই উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

থিরা। অসুস্থাবস্থায় ব্যাধি বিশেষে স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিকরূপে শৈত্য প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। শৈত্য প্রয়োগের জন্য সচরাচর দুইটী দ্রব্য ব্যবহৃত হয় যথা শীতল জল ও বরফ। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রধান প্রধান নগর ব্যতীত অন্যত্র বরফ দুষ্প্রাপ্য এজন্য বরফাভাবে শীতল জলের ব্যবহারই সর্ব্বত্র প্রচলিত।

সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগ, উত্তাপনাশক ক্রিয়ার জন্য জ্বররোগেই প্রায় ব্যবহৃত হয়। কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহ নিবন্ধন যদি জ্বরের উত্তাপ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, কিম্বা হাম, বসন্ত, টাইফাস্ (Typhus), টাইফয়েড্, (Typhoid), স্কারলেট্ (Scarlet) ইত্যাদি সংক্রামক জ্বরে যদি র‍্যাস্ (Rash) উত্তমরূপে নির্গত না হয় এবং তন্নিমিত্ত জ্বরোত্তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহা হইলে এক খণ্ড স্থূল আস্তরণ শীতল জলে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা অৰ্দ্ধ হইতে এক ঘণ্টা কাল রোগীর সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত রাখিলে উত্তাপের হ্রাস হয় এবং চর্ম্মোপরি সত্বর র‍্যাস (Rash) বহির্গত হয়। উত্তাপ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইলে শৈত্য প্রয়োগ রহিত করা আবশ্যক। ইহার দ্বারা যদিও কিয়ৎক্ষণের জন্য জ্বরোত্তাপ লাঘব হয় বটে কিন্তু উত্তাপ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইজন্য জল সিক্ত চাদর দ্বারা রোগীকে দিবসের মধ্যে তিন কি চারি বার আবৃত করা আবশ্যক। যেমন উত্তাপের হ্রাস হইতে থাকে তদানুসঙ্গিক নাড়ী মৃদু, জিহ্বা ও চর্ম্ম সরস, এবং প্রলাপ ও হস্ত পদাদির কম্পন প্রভৃতি লাঘব হইয়া রোগী সুষুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জাগরিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছে। এইরূপ প্রণালীতে ৪।৫ বার শৈত্য প্রয়োগ করিলে দেখা যায় নাড়ীর বেগ এককালীন মৃদুভাবাপন্ন এবং জ্বরবেগও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হয়। স্কারলেট্ ফিবারে (Scarlet Fever) গলাভ্যন্তর, টনসিল (Tonsil), লেরিংস্ (Larynx) প্রভৃতির প্রদাহ সচরাচর বর্ত্তমান

থাকে, সুতরাং এইরূপ চিকিৎসার আনুসঙ্গিক আর্দ্র ছিন্নবস্ত্র ৭।৮ পুরু করিয়া গলদেশে সংলগ্ন রাখিলে এবং তিন ঘণ্টান্তর পরিবর্ত্তন করিলে উপরোক্ত স্থান সকলের প্রদাহও সত্বর প্রশমিত হয়। যদি জ্বরোত্তাপ হ্রাসান্তেও এই প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে পাঁচ ছয় ঘণ্টা অন্তর গলদেশে শৈত্য প্রয়োগ করা আবশ্যক কিম্বা দিবাভাগে না করিয়া কেবল রাত্রিকালে করিলেও প্রদাহ দূরীভূত হয়।

রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Rheumatism), গাউট (Gout), নিমোনিয়া (Pneumonia), প্লুরিসি (Pleurisy) প্রভৃতি প্রদাহ সম্ভূত জ্বরেও উত্তাপোপশমনের জন্য আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং রেমিটেন্ট ফিবারেও (Remittent Fever) এতদ্দ্বারা অনেক সময় বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এমন কি অনেক সময় অনেক রোগীকে আসন্ন কালগ্রাস হইতে রক্ষা করা যায়।

অনেক সময় অনেক চিকিৎসক শীতল বারিসিক্ত বস্ত্র দ্বারা রোগীকে আবৃত করিয়া তদুপরি প্রচুর বরফ খণ্ড সংস্থাপন করেন। এতদ্দ্বারা জ্বরোত্তাপ স্বল্পকাল মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু বরফ দ্বারা অকস্মাৎ উত্তাপের হ্রাস হওয়াতে হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়া নাড়ী সাতিশয় সূক্ষ্ম, ক্ষীণ, দ্রুত, ও কোমল হয় এবং রোগী কোলাপ্‌স্ (Collapse) অবস্থায় পতিত হয়, এমন কি সময়ে সময়ে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে দেখা যায়। এইরূপ কোলাপ্‌স্ অবস্থা কেবল যে বরফ দ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগেই ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, কখন কখন সিক্ত-বস্ত্রাবরণ দ্বারাও অকস্মাৎ জ্বরোত্তাপ হ্রাস হইয়া এরূপ অবস্থা উৎপাদন করে। শৈত্যের এইরূপ অবসাদক ক্রিয়াশঙ্কায় অপরাপর উপায়াবলম্বন দ্বারা জ্বরবেগ লাঘব করিতে পারিলে, সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগে সাহসী হওয়া উচিত নহে। অনন্যোপায় হইলে সুতরাং ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু উত্তাপ লাঘব লালসায় সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা যে বিপৎপাত সম্ভাবনা, তৎপ্রতিকার জন্য চিকিৎসকের সতর্কতা সহকারে রোগী সন্নিধানে উপবিষ্ট থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্বরবেগ লাঘব কালীন নাড়ীর দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইলে তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিবিধানে যত্নবান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। স্যালিসিলেট অব্ সোডা (Salicylate of Soda) আণ্টিপাইরিন,

(Antipyrin) আণ্টিফেব্রিন্ (Antifebrin) ফেনাসিটীন্ (Phenacetin) প্রভৃতি উত্তাপহারক ঔষধ প্রযোগে রোগী কোলাপ্‌স্ (Collapse) অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে সকল হৃৎপিণ্ড উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে ইহাতেও সেই সকল ঔষধ প্রযুজ্য। ব্রাণ্ডি, অপরাপর উত্তেজক ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা ব্রাণ্ডি ১ ড্রাম্, টীংচার ডিজিটেলিস্ (Tincture-Digitalis) ৫ মিনিম, ক্লোরিক্ ইথার (Chloric-Ether) ২০ মিনিম, স্পীট্ এমন এরোমেটীক্ (Spirit-Ammon Aromatic) ২০ মিনিম এবং জল ১ আউন্স এই মিশ্র ২ ঘণ্টা অন্তর কিম্বা রোগীর অবস্থা বিবেচনায় প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করিলে হৃৎপিণ্ড উত্তেজনাদ্বারা বিশেষ ফল দর্শে। ইহার আনুসঙ্গিক মাংসের ক্বাথ (Broth) কিম্বা দুগ্ধ ইত্যাদি বলকারক পথ্য প্রয়োগও অতীব আবশ্যকীয়; এই পথ্যের সহিত এক ড্রাম মাত্রায় ব্রাণ্ডি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে আশু উপকার প্রত্যাশা করা যায়। এইরূপ চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বনদ্বারাও যদি রোগীর নাড়ী বলবতী না হয়, কিম্বা শোণিতপ্রবাহের স্বল্পতা নিবন্ধন হস্ত পদাদি সাতিশয় শীতলভাবাপন্ন হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসার সহচরস্বরূপ হৃদ্‌পিণ্ডপ্রদেশে (Cardiac-Region) একখানি মাষ্টার্ড প্লাষ্টার (Mustard Plaster) ও হস্তপদাদিতে উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ উপাধানদ্বারা অথবা অত্যুষ্ণ জলপূর্ণ বোতলদ্বারা উত্তাপ প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; এবং পূর্ব্বোক্ত মিশ্রতে (Mixture) ও পথ্যের সহিত ব্রাণ্ডির মাত্রা দেড় কিম্বা দুই ড্রাম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

বাতজ্বরে (Rheumatic-Fever) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্যপ্রয়োগে উত্তাপ হ্রাস হয়। কিন্তু প্রদগ্ধ গ্রন্থিসমূহের সমধিক বেদনা প্রযুক্ত রোগীর পার্শ্বপরিবর্ত্তনের শক্তি না থাকাতে সতত পৃষ্ঠোপরি শায়িত থাকে। এমতাবস্থায় কেবল দেহের সম্মুখপ্রদেশে শৈত্যপ্রয়োগ করত দুই কি তিন ঘণ্টা অন্তর পরিবর্তন করিলে জ্বরোত্তাপ লাঘব হইতে থাকে। প্রদগ্ধ গ্রন্থি গুলিতে সিক্ত ছিন্নবস্ত্র দ্বারা স্থানিক শৈত্য প্রয়োগ করিলে গ্রন্থি প্রদাহেরও যথেষ্ট উপশম হয় এবং স্ফীতি বেদনা প্রভৃতিও অনেক হ্রাস হয়। সেইরূপ নিউমোনিয়া (Pneumonia) প্রভৃতি অপরাপর প্রদাহ জনিত জ্বরে সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা উত্তাপ হরণ করা যায়। অনেক চিকিৎসক

নিউমোনিয়া রোগে কেবল বক্ষঃপ্রাচীরে (Chest-wall) প্রতি ঘণ্টায় শৈত্য প্রয়োগ ব্যবস্থা করেন। এতদ্বারাও বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; পার্শ্ব বেদনা দূরীভূত হয়, জ্বরবেগ হ্রাস, নাড়ীর গতি মন্দ এবং শ্বাসক্রিয়াও মৃদুভাব ধারণ করে।

যদিও প্রাদাহিক জ্বরে প্রদাহ নিবারণার্থ শৈত্য প্রয়োগ বিশেষ ফলদায়ক তথাপি সাধারণতঃ বিশ্বাস এই যে এতদ্বারা অনিষ্ট সংঘটন হয়, অর্থাৎ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির রক্তাধিক্য ও প্রদাহ জন্মে; কিন্তু সে বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক। শিশু সন্তানগণের সামার ডায়েরিয়াতে (Summer-Diarrhœa সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগ উপকারী।

বহুদূর পদব্রজে ভ্রমণ করিলে পদদ্বয়ের তলদেশে, মাংসপেশীতে ও গ্রন্থি সকলে সাতিশয় বেদনা অনুভূত হয় এবং শারীরিক শ্রান্তিরও অভাব থাকে না। এরূপস্থলে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা হস্তপদাদি ও গাত্র কিছুকাল আবৃত রাখিয়া পরে মর্দ্দন করিলে বেদনা ও শ্রান্তির অনেক লাঘব হয়। যদি সম্পূর্ণরূপে বেদনা দূরীভূত না হয় তবে কয়েক বিন্দু টীংচার আর্ণিকা সেবনে যথেষ্ট উপকার দর্শে।

অনেকানেক বহুদর্শী চিকিৎসকেরা বলেন যে টাইফস (Typhus টাইফয়েড্ (Typhoid) প্রভৃতি সংক্রামক জ্বরে, কিম্বা নিউমোনিয়া (Pneumonia), প্লুরিসি (Pleurisy) প্রভৃতি প্রদাহ জ্বরে সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা উত্তাপ হরণ করিলে মূল রোগের কোন উপকার দর্শে না, তবে রোগীর হাইপার-পাইরেক্সিয়া (Hyperpyrexia) হইলে অর্থাৎ জ্বরোত্তাপ সাতিশয় বৃদ্ধি (যথা ১০৭, ১০৮, ১০৯ ডিগ্রী) হইলে ঐরূপ শৈত্য প্রয়োগ আবশ্যক। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে উহা অলৌকিক নহে, যেহেতু সংক্রামক কিম্বা প্রদাহ জ্বরে সচরাচর যে পরিমাণে উত্তাপ বৃদ্ধি হয় তাহা যথোপযুক্ত ঔষধাদি দ্বারা প্রশমিত হয়, কিন্তু অনেক স্থলে হাইপারপাইরেক্সিয়াতে (Hyperpyrexia) ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা কোন ফল লাভ হয় না। সুতরাং সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা উত্তাপ হ্রাস না করিলে রোগীর জীবন রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ সাধারণতঃ জ্বর মাত্রেই আমাদিগের শরীরস্থ যন্ত্রাদির সুচারুরূপ পুষ্টিসাধন হয় না, সুতরাং তাহারা হীনবল হয়, অধিকন্তু জ্বরোত্তাপ

মাতিশয বৃদ্ধি হইলে প্রথমতঃ তাহাদেব স্ব স্ব ক্রিয়া রহিত হয়, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের এবং শরীরস্থ সমস্ত টিসুর ফ্যাটি ডিজেনারেসন্ (Fatty Degeneration) ঘটে। এজন্য যে কোন পীড়াতেই হউক না কেন জ্বরোত্তাপ নিরতিশয় বৃদ্ধি হইলে সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা উত্তাপ হ্রাস করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনেক রোগে অথবা জ্বরাবস্থায় পিপাসা নিবারণার্থ শীতল জল অথবা বরফ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা বরফ খণ্ড সেবনে শীঘ্রই পিপাসার শান্তি হয়। জ্বর অথবা অন্য পীড়া বশতঃ বিবমিষা কিম্বা বমন হইলে বরফ সেবনে বিশেষ ফল দর্শে।

স্নায়বীয় অবসাদক, সঙ্কোচক ও উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য সার্ব্বাঙ্গিক ও স্থানিক এই উভয়বিধ শৈত্য-প্রয়োগই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল ক্রিয়ার জন্য স্পঞ্জদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক শৈত্য এবং ডুস (Douch) দ্বারা স্থানিক শৈত্য প্রযোজিত হয়। শীতল কিম্বা বরফ জলে স্পঞ্জ সিক্ত করতঃ সর্ব্বাঙ্গে প্রয়োগ করাকে স্পঞ্জ-বাথ (Sponge-Bath) ও শরীরের স্থান বিশেষে শীতল জলধারা নিক্ষেপ করাকে ডুস্ (Douch) কহে।

শৈত্য স্নায়বীয় অবসাদক বলিয়া যে সকল পীড়া স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ উৎপন্ন হয় সেই সকল পীড়াতে বিশেষ ফলপ্রদ; যথা লেরিঞ্জিসমস্ ষ্ট্রীডিউলস্ (Laryngismus Stridulus)। এই পীড়া সচরাচর বৎসরাধিক বয়স্ক শিশুদিগের হইতে দেখা যায় না। স্নায়বীয় উত্তেজনাই ইহার কারণ সুতরাং স্পঞ্জ-বাথ দ্বারা সেই উত্তেজনা দূরীভূত হইলে ব্যাধিরও শান্তি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নূতন পীড়া সংঘটন ভয়ে অতিশয় স্বল্প বয়স্ক শিশুদিগকে শীতল জল দ্বারা স্পঞ্জ-বাথ প্রয়োগ করিতে শিশুর পিতামাতা প্রায়ই স্বীকৃত হয়েন না। কিন্তু সে ভয় নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, এতদ্বারা উপকার ভিন্ন কোনরূপ অপকারেরই সম্ভাবনা নাই। প্রতিদিন দুই কি তিনবার স্পঞ্জ-বাথ প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র হ্রাস হইয়া দুই তিন দিবসের মধ্যেই শিশু আরোগ্য লাভ করে। অনেক সময়ে দৃষ্ট হয় যে লেরিঞ্জাইটিস (Laryngitis) পীড়া বর্ত্তমান থাকাতে লেরিঞ্জিসমস্ ষ্ট্রীডিউলস্ (Laryngismus Stridulus) পীড়ার উৎপত্তি হয়, সেস্থলে স্পঞ্জ-বাথ বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত। যেহেতু অনেকানেক স্থলে দেখা যায় যে শৈত্য

প্রয়োগ দ্বারা লেরিংসের (Larynx) প্রদাহ বৃদ্ধি হয় সুতরাং লেরিঙ্গিস্‌মস্‌-ষ্ট্রীডিউলসও (Laryngismus Stridulus) বৃদ্ধি হইতে থাকে, এমতাবস্থায় শৈত্য প্রয়োগ না করাই যুক্তি সঙ্গত। যে সকল শিশু স্বভাবতঃ অতিশয় দুর্ব্বল কিম্বা যাহাদের ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Bronchitis) থাকে তাহাদের সম্বন্ধেও স্পঞ্জ-বাথ দেওয়া বিবেচনা সাপেক্ষ্য। যদ্যপি একদিন কিম্বা দুই দিন স্পঞ্জ-বাথ প্রয়োগেও কোন ফল না দর্শে তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে শিশুর দন্তোদ্গম অথবা অন্ত্রমধ্যে কৃমির অবস্থান হেতু স্নায়বীয় উত্তেজনা সাধিত হইয়া রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। এমত স্থলে শৈত্য প্রয়োগে তাদৃশ ফললাভ প্রত্যাশা করা যায় না। দন্তমাড়ি কর্ত্তন দ্বারা দন্তোদ্গমের সাহায্য করা, এবং যথোপযুক্ত ঔষধ দ্বারা অন্ত্রস্থ কৃমি বহির্গত করাই উহার ন্যায় সঙ্গত চিকিৎসা। কোন কোন শিশুর উদরাময়, উদরাধ্মান, কিম্বা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকাতেও এই রোগের উৎপত্তি হয় সে স্থলে ঐ সকল কারণ দূরীভূত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

লেরিঙ্গিস্‌মস্‌ ষ্ট্রীডিউলস (Laryngismus Stridulus) রোগের প্রারম্ভে অর্থাৎ যে সময় লেরিংসের আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র আরম্ভ হয় সে সময়ে শীতল জল শিশুর মুখমণ্ডলে জোরে প্রক্ষেপ করিলে লেরিংসের আক্ষেপ রহিত এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রও হ্রাস হয়। ইহাতেও যদি আক্ষেপ নিবারিত না হয় তবে সর্ব্ব শরীরে শীতল জল ধারা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কখন কখন দেখা যায় কোন কোন দুর্ব্বল শিশু শ্বাস রুদ্ধতা হেতু সুপ্তাবস্থা হইতে অকস্মাৎ চীৎকার স্বরে রোদন করত জাগরিত হয়। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত পীড়ার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা ভিন্ন কারণে উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু ইহাতেও দিবসে দুই বার শীতল জলের স্পঞ্জ-বাথ প্রয়োগ করিলে অল্প দিনের মধ্যেই রোগাপনয়ন হইয়া থাকে।

কোরিয়া (Chorea) রোগেও দিবসে চারি পাঁচ বার স্পঞ্জ-বাথ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু এই রোগে শৈত্যের স্নায়বীয় অবসাদক অথবা বলকারক এই উভয়ের মধ্যে কোন ক্রিয়া দ্বারা ফললাভ হয় তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ইহার সহিত রোগের জ্বর কিম্বা বাত প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে শৈত্য প্রয়োগে বিপরীত ফল দৃষ্ট হয়।

ইহার বলকারক ক্রিয়ার জন্য শীতল জলের স্পঞ্জ-বাথ রিকেট্‌স্ (Rickets) রোগে বিশেষ উপকারক। কিন্তু রোগীর অবস্থা বিবেচনায় উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে ইতর বিশেষ করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ এই পীড়া স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের মধ্যেই সচরাচর দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ এতদ্বারা আক্রান্ত হইলে পোষণ ক্রিয়াভাবে শরীর অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ফলতঃ বয়সের স্বল্পতা ও ব্যাধিজনিত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা অনেক সময় অনিষ্ট সংঘটন হইয়া থাকে। পীড়িত শিশু সাতিশয় দুর্ব্বল কিম্বা নিতান্ত স্বল্পবয়স্ক না হইলে, কোনরূপ পাত্রে কিঞ্চিদুষ্ণ জল রাখিয়া তন্মধ্যে শিশুর পদদ্বয় মাত্র নিমগ্ন করণান্তর দণ্ডায়িত অবস্থায় মস্তক ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে দুই তিন কিম্বা পাঁচ মিনিট কাল পর্য্যন্ত শীতল জলের স্পঞ্জ-বাথ প্রয়োগ করিয়া পরিষ্কৃত শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব শরীর সুন্দররূপে মার্জ্জনা করিবে। কিন্তু হীনবল হইলে রোগীকে বাথ প্রয়োগের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কিছু আহার দেওয়া, এবং বাথ প্রয়োগের পরক্ষণেই কম্বল কিম্বা তৎসদৃশ কোন উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা ক্ষণকাল আবৃত রাখা আবশ্যক। উপরোক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের উদ্দেশ্য এই যে, অকস্মাৎ শীতল সলিলাবগাহন দ্বারা যে স্নায়বীয় অবসাদ উৎপাদিত হয় তৎপরিবর্ত্তে এতদ্বারা প্রতিক্রিয়া সাধিত হইয়া স্নায়বীয় উত্তেজনা সাধন করে। অনেক শিশুসন্তান শীতল জল স্পর্শ মাত্রেই চীৎকার স্বরে রোদন করে। এমতাবস্থায় শীতল জলের পরিবর্ত্তে ঈষদুষ্ণ জলদ্বারা প্রথমতঃ বাথ (Bath) আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শীতল জল ব্যবহার করিলে রোগীর অনিষ্ট ও রোদনাশঙ্কা উভয়েই দূরীভূত হয়। শীত ঋতুতে প্রথমতঃ ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা বাথ দেওয়া উচিত পরে রোগী সহনশীল হইলে ক্রমশঃ শীতল জল ব্যবহারেও কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

বলকারক ক্রিয়ার জন্য ইহা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের ব্যাধিতেও ফলদায়ক হয় যথা এনিমিয়া, (Anæmia), লিউকোরিয়া, (Leucorrhœa) আমেনোরিয়া (Amenorrhœ) স্পার্মেটোরিয়া (Spermatorrhœa) ইত্যাদি। সাতিশয় পরিশ্রম অথবা কার্য্যোদ্দেশে সতত সংরুদ্ধ গৃহে অবস্থান বশতঃ যে স্নায়ু দৌর্ব্বল্য সংঘটিত হয় তাহাতেও শীতল জলের স্পঞ্জ-বাথ বিশেষ ফলপ্রদ।

সান্‌ষ্ট্রোক (Sunstroke) অর্থাৎ সর্দ্দিগর্ম্মি রোগে রোগীর শিরোদেশে সুশীতল সলিলধারা বর্ষণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু শীতল বারি অপেক্ষা বরফ অধিকতর উপকারী। এতদ্দ্বারা উত্তেজক, উত্তাপহারক ও শৈত্যকারক এই কয়েকটী ক্রিয়াই সাধিত হয়। আফিম্, সুরা, প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন দ্বারা রোগী হীনচৈতন্য হইলে, তাহাকে উপবিষ্ট করাইয়া উচ্চস্থান হইতে কলসী দ্বারা শিরোভাগে শীতল জলধারা প্রক্ষেপ করিলে স্বল্পকাল মধ্যেই চৈতন্য সম্পাদন হয়। এমন কি এতদ্দ্বারা অনেক রোগীকে আসন্ন কালগ্রাস হইতে রক্ষা করা যায়। মাদকশক্তি প্রভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যে সমস্ত রোগী নাসিকাধ্বনি করিতে থাকে, মুখাভ্যন্তর হইতে ফেনা নিঃসৃত, গলাধঃকরণ শক্তি বিলুপ্ত, শ্বাসক্রিয়া ক্রমশঃ মৃদু, ও নাড়ী কোমল, দ্রুত ও ক্ষীণ হইতে থাকে, অর্থাৎ যৎকালে রোগীর জীবনাশা পরিত্যাগ করিতে হয়, তৎকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শীতল জলধারা প্রয়োগই একমাত্র জীবন রক্ষার উপায়। যদিও এবম্বিধ চিকিৎসা দ্বারা স্বল্পকাল মধ্যে আশানুরূপ ফললাভ না হয়, তথাপি শ্বাস ও হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া যাবৎ লক্ষিত হইতে থাকে তাবৎ হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে।

উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ভয়ঙ্কর প্রলাপোক্তিতে সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণ জল ও মস্তকে শীতল জলধারা প্রয়োগ করিলে প্রলাপ নিবারিত হয়। কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) রোগেও উপরোক্ত প্রকারে মস্তকে শীতল জল কিম্বা বরফ ও গাত্রে উষ্ণ জল প্রয়োগে রোগের প্রতীকার হয়। সংক্রামক জ্বর অথবা পরিপাক শক্তি হীনতা বশতঃ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে ললাট প্রদেশে স্থানিক শীতল জলধারা অথবা বরফ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে শৈত্যের পরিবর্ত্তে উষ্ণ জল দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর ফললাভ হইয়া থাকে।

উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য সচরাচর স্থানিক শৈত্য প্রয়োগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেরিষ্টল্‌টিক্ (Peristaltic) ক্রিয়াভাবে কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে উদর-প্রাচীরে শীতল জল কিম্বা কোন শীতল পদার্থ প্রয়োগ করিলে অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক্ ক্রিয়া বর্দ্ধন করতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। জরায়ুস্থিত পেশীসূত্রের সঙ্কোচনাভাবে প্রসববেদনা অন্তর্হিত হইলে নাভির নিম্ন প্রদেশে শৈত্য

প্রয়োগে বেদনার পুনরাবির্ভাব হয়। সন্তান মৃতপ্রায় অবস্থায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে তদ্বক্ষঃ প্রদেশে শীতল জলক্ষেপ কিম্বা করতল দ্বারা আঘাত করিলে, অথবা একবার শীতল পরক্ষণেই উষ্ণ জল প্রক্ষেপ করিলে শ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। কোন কারণ বশতঃ অকস্মাৎ মোহ প্রাপ্ত হইলে মুখমণ্ডলে শীতল জলক্ষেপ চৈতন্য সম্পাদনে সহায়তা করে।• এপিলেপ্সি (Epilepsy), হিষ্টিরিয়া (Hysteria), কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion), প্রভৃতিতেও এতদ্বারা ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্‌ফ্যাণ্টাইল কন্‌ভাল্‌সন্ (Infantile Convulsion) রোগে রোগীর কটীদেশ পর্য্যন্ত উষ্ণ জলে মগ্ন করতঃ স্পাইনাল কলমে (Spinal Column) উষ্ণ জলধারা ও মস্তকে শীতল জল অথবা বরফ প্রয়োগ করিলে আশু উপকার লক্ষিত হয়।

টনিক অর্থাৎ বলকারক ক্রিয়ার জন্য বিবিধ রোগে স্থানিক প্রয়োগে শীতল জল সুফল প্রদান করে। শরীরস্থ কোন গ্রন্থির আঘাত বশতঃ পুরাতন স্প্রেণ (Sprain) বর্ত্তমান থাকিলে তদ্গ্রন্থিতে ফুলা ও স্বল্প বেদনা লক্ষিত হয়। তদুপরি প্রত্যহ অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল শীতল জলধারা প্রয়োগ করিলে ক্রমশ ফুলা ও বেদনা হ্রাস হইতে থাকে। গ্রন্থির তরুণ প্রদাহে প্রথমতঃ প্রদগ্ধ গ্রন্থি অর্দ্ধঘণ্টাকাল আন্দাজ উষ্ণ জলে নিমগ্ন করতঃ তৎপরক্ষণেই তদুপরি ক্ষণকালের জন্য শীতল জলধারা প্রয়োগ করিয়া হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে প্রদাহ প্রশমিত হয়। আঘাত বশতঃ কিম্বা রিউম্যাটিজম্ (Rheumatism) গাউট (Gout) সাইনোভাইটিস্ (Synovitis) রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটীস্ (Rheumatoid Arthritis) প্রভৃতি পীড়া বশতঃ গ্রন্থির সঞ্চালন ক্রিয়া রহিত হইলে, লবণ মিশ্রিত শীতল জল প্রত্যহ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। কিন্তু পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়াতে গ্রন্থি প্রদেশ সাতিশয় বলহীন হইলে প্রথমতঃ গ্রন্থি স্থানে শৈত্য প্রয়োগ না করিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে প্রয়োগ করা উচিত। শীত ঋতুতে শীতল জলের পরিবর্ত্তে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহারেও সমান ফললাভ হইয়া থাকে।

ভ্যারিকোসিল (Varicocele) ও স্পার্মাটোরিয়া (Spermatorrhœa) রোগে প্রত্যহ পাঁচ ছয়বার পেরিনিয়ম (Perinæum) ও নিতম্ব প্রদেশে শীতল জল প্রয়োগ করিলে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বীজকোষ কিয়ৎকাল শীতল

জলে নিমগ্ন রাখিলে পীড়ার সবিশেষ প্রতিকার হয়। বিশেষতঃ স্পার্মাটোরিয়া (Spermatorrhæa) রোগে শয়নাগ্রে কটীদেশ হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত শীতল জলে ধৌত করতঃ কঠিন শয্যায় শয়ন করিলে এবং নিশাবসানের পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া পুনঃ শয়ন করিলে আশু উপকার লক্ষিত হয়। পুরাতন উদরাময়, রক্তামাশয় ও সঞ্চিত গ্রহিণী রোগে গুহ্যদ্বারে শীতল জলের পিচ্‌কারি প্রয়োগ বিশেষ ফলদায়ক। অর্শরোগে প্রত্যহ প্রাতে মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আন্দাজ দশ আউন্স শীতল জলের পিচ্‌কারি ব্যবহার করিলে রক্তস্রাব রহিত হয়। শীত ঋতুতে শয়নকালে অনেকের পদদ্বয় এতাদৃশ শীতল হয় যে তন্নিবন্ধন নিদ্রার নিরতিশয় ব্যাঘাত জন্মে। এতদবস্থায় শীতল জল পূর্ণ পাত্রে পদদ্বয় স্থাপিত করতঃ কিয়ৎকাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে ক্রমশ উষ্ণ হয়, এবং জলপাত্র হইতে পাদোত্তলন করতঃ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া মোজা পরিধান করিলে সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে।

সঙ্কোচক ও রক্ত-রোধক ক্রিয়ার জন্য ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এতদ্দেশে শীতল জলাপেক্ষা বরফ অধিকতর ফলপ্রদ। বিবিধ কারণ বশতঃ শোণিত স্রাব হইলে তন্নিবারণার্থ বরফ বিশেষ উপযোগী। প্রসবান্তে বা রজঃস্বলাবস্থায় অথবা জরায় পীড়া বশতঃ রক্তস্রাবে নিয়োদরে এবং জরায়ু গহ্বরে বরফ প্রয়োগ করিলে শোণিত প্রবাহ রহিত হয়। অর্শ জনিত রক্তস্রাব বরফ দ্বারা নিবারিত হয়। ক্ষতস্থান, দন্তমাড়ি নাসারন্ধ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে বরফ কিম্বা শীতল জল প্রয়োগে রক্ত রোধ হইয়া থাকে। ইউরিথ্রা (Urethra) কিম্বা ব্লাডার (Bladder) হইতে রক্তস্রাব হইলে বরফ জলের পিচ্‌কারি অতীব ফলপ্রদ। পাকস্থলীর ক্ষত কিম্বা ক্যান্সার (Cancer) বশতঃ রক্তবমনে বরফ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে স্থানিক রক্ত-রোধক ক্রিয়া প্রকাশ করে। মুখাভ্যন্তর টনসিল্ (Tonsils), থ্রোট (Throat) ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে বরফ সেবনে রক্ত বন্ধ হয়। হিমপ্‌টিসিস্ (Hœmoptysis) অর্থাৎ রক্তোৎকাশ রোগেও বরফ সেবনে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তস্রাব হইলে মস্তকোপরি বরফ প্রয়োগ বিশেষ উপকারক। প্রোলাপ্‌সস্ এনাই ও ইউটেরাই (Prolapsus ani and Uteri)

ও হার্ণিয়া (Hernia) রোগে স্থানিক বরফ প্রয়োগে বহির্নিস্থৃত রেক্টম্ (Rectum), ইউটেরস্ (Uterus) এবং ক্ষুদ্রান্ত্র সংকুচিত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করে।

প্রদাহ নিবারক ক্রিয়ার জন্যও শৈত্যের ব্যবহার সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেও শীতল জলাপেক্ষা বরফ অধিকতর ফলদায়ক। মস্তিষ্ক প্রদাহে মস্তকে থলি দ্বারা বরফ প্রয়োগ করিলে প্রদাহের অনেক শান্তি হয়, এজন্য সাধারণ কিম্বা টিউবারকিউলার মেনিঞ্জাইটিস্ (Tubercular Meningitis) রোগে মস্তকে বরফ প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক। কেবল মস্তিষ্কের প্রদাহ নিবারণার্থই মস্তকে বরফ প্রয়োগ করিতে হয় এমত নহে, মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তস্রাব ও রক্তাধিক্য এবং ব্যাধি বিশেষে সাতিশয় শিরঃপীড়া নিবারণার্থও ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টাইফস্ (Typhus), টাইফয়েড (Typhoid) প্রভৃতি সংক্রামক জ্বরে কিম্বা স্বল্প বিরাম জ্বরে (Remittent Fever) মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইলে মস্তকোপরি প্রতিনিয়ত বরফ প্রয়োগ করিলে সঙ্কোচক ক্রিয়া গুণে রক্তাধিক্যের লাঘব হয় এবং উত্তাপহারক ও শৈত্যকারক ক্রিয়া বশতঃ উত্তাপেরও হ্রাস হইয়া থাকে। জ্বর বিশেষে সাতিশয় শিরঃপীড়া লক্ষিত হইলে এতৎ প্রয়োগে তাহাও উপশমিত হয়। স্পাইনাল্ কর্ড্ (Spinal cord) কিম্বা তাহার মেম্ব্রেণের (Membranes) প্রদাহে স্পাইনাল্ কলমের (Spinal Column) উপর বরফ প্রয়োগ করিলে তৎপ্রদাহ হ্রাস হইতে দেখা যায়। ডিপথিরিয়া (Diphtheria), টন্সিলাইটীস্ (Tonsillitis) সোরথ্রোট (Sorethroat), প্যারটাইটিস, (Parotitis) ইত্যাদি রোগের প্রারম্ভে বরফ ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ হয়। এই সকল ব্যাধিতে বেদনা নিবন্ধন কোন দ্রব্য গলাধঃকরণে রোগী নিরতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে, সুতরাং নিরন্তর মুখমধ্যে ঘনীভূত লালা সঞ্চিত ও নিয়ত বমনোদ্রেক হওয়াতে যন্ত্রণার শতগুণ বৃদ্ধি হয়। এতদবস্থায় ক্ষুদ্র বরফ খণ্ড সতত মুখ মধ্যে স্থাপন করতঃ লেহন করিলে প্রদাহ ও যন্ত্রণা উভয়ই স্বল্পকাল মধ্যে নিবারিত হয়। টিফ্লাইটীস (Typhlitis) অথবা টাইফয়েড (Typhoid) জ্বরে সিকামের (Cæcum) প্রদাহ বশতঃ দক্ষিণ ইলিয়াক রিজনে (Iliac Region) যে বেদনা অনুভূত হয় তদুপরি বরফের পুলটীস প্রয়োগ করিলে প্রদাহও সত্বর নিবারিত হয় এবং বেদনারও শান্তি হইয়া থাকে।

পাকস্থলীর পুরাতন প্রদাহ, ক্ষত কিম্বা ক্যানসর্ (Cancer) বশতঃ এপিগ্যাষ্ট্রীয়ম্ (Epigastrium) প্রদেশে যে বেদনার উৎপত্তি হয় তন্নিবারণার্থ বরফ সেবন ও স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী। এতদ্বারা যে কেবল বেদনা নিবারিত হয় তাহা নহে, তদানুসঙ্গিক বিবমিষা ও বমনও প্রশমিত হইয়া থাকে। প্রোল্যাপসস্ এনাই ও ইউটেরাই (Prolapsus Ani and Uteri) রোগে রেকটম্ (Rectum) ও জরায়ু বহির্নিস্থত হইয়া তদবস্থায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলে তত্তৎস্থান প্রদাহিত হইয়া স্ফীত হইতে থাকে। হার্নিয়া (Hernia) রোগেও এইরূপ অবস্থা লক্ষিত হয়। ইহাতে স্থানিক বরফ প্রয়োগে প্রদাহশান্তি হইয়া স্ফীতির হ্রাস হয় এবং বহির্নিস্থত ক্ষুদ্রান্ত্র, সরলান্ত্র কিম্বা জরায়ু উদর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে। পুনর্নিঃসরণ নিবারণার্থ এই চিকিৎসার আনুসঙ্গিক লাইকর ষ্ট্রীকনিয়া (Liquor Strychnia) চারি কি পাঁচ ফোটা মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করা উচিত। চক্ষুঃ প্রদাহে (Ophthalmia) শীতল জল কিম্বা বরফ প্রয়োগে প্রদাহ নিবারণ হয়। বিবিধ আঘাত জনিত প্রদাহে শীতল জল অথবা বরফ প্রয়োগ করিলে প্রদাহ ও বেদনা উভয়ই সত্বর নিবারিত হয়। বাগী, আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি রোগে প্রদাহের প্রারম্ভে বরফ প্রয়োগ করিলে, অনেক সময় উহা দূরীভূত হয়। যদিও এককালীন আরোগ্য না হয় তথাপি যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইয়া থাকে। গ্লাণ্ডের প্রদাহে (Glandular Inflammation) প্রথমাবস্থায় বরফ প্রয়োগ করিলে প্রায়ই উহার শান্তি হয়। অর্শ প্রদাহ অথবা গুহ্যদ্বারের ফিসারের (Fissures of the anus) বেদনা নিবারণার্থ বরফ স্থানিক প্রয়োগে বিশেষ ফলদায়ক। অর্কাইটিস্ রোগে (Orchitis) অথবা বীজকোষের নিউরাল্‌জিয়াতে (Neuralgia) নিরতিশয় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। বরফ খণ্ড পূর্ণ রবারের থলি বীজকোষের উপরে ও নিম্নদেশে ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা যাবৎ প্রয়োগ করিলে বেদনার শান্তি এবং প্রদাহও নিবারিত হয়। বরফ প্রয়োগ রহিত করাতে যদি বেদনা পুনরাবির্ভূত হয় তবে তিন চারি কি পাঁচ দিন যাবৎ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রয়োগ করতঃ পরে বরফের পরিবর্ত্তে শীতল জল সিক্ত বস্ত্র দ্বারা প্রদাহিত বীজকোষ একদিন যাবৎ আবৃত রাখিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শৈত্যের অবশকারক ও স্পর্শ হারক ক্রিয়ার জন্য বরফ সচরাচর ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। বরফের সহিত লবণ মিশ্রিত করিলে উহার শীতলতাগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য শরীরস্থ কোন স্থানের স্পর্শশক্তি বিলুপ্ত করিতে হইলে দুইভাগ বরফ ও একভাগ লবণ একত্র মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে আশু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী চর্ম্মের থলি এই মিশ্রদ্বারা পরিপূরিত করিয়া কিছুকাল প্রয়োগ করা আবশ্যক। যদি দীর্ঘকাল উহা চর্ম্মোপরি স্থাপন করা যায় তাহা হইলে স্ফোটকাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। সামান্য স্ফোটকাদি পীড়াতে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হইলে এতদুপায়ে চর্ম্মের স্পর্শশক্তি অপহৃত হয়, সুতরাং অস্ত্রাঘাতেও কোনরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। হস্ত ও পদাঙ্গুলির নখরোন্মোচনার্থ এতদ্দ্বারা স্পর্শাপহরণ সংঘটিত হয়। এতদ্দ্বারা এতদূর স্পর্শানুভবশক্তির হ্রাস হয় যে চর্ম্মোপরি ক্লোরাইড অব্ জিঙ্কের (Chloride of Zinc) প্রলেপ প্রয়োগে টিস্থর (Tissue) ধ্বংস হইলেও কোনরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং প্রদাহও জন্মে না। বহুবিধ বেদনাদায়ক ব্যাধিতেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক। পুরাতন বাতরোগজনিত গ্রন্থিপ্রদাহে ইহা প্রয়োগ করিলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে; কিন্তু উপরোক্ত মিশ্র পাঁচ, সাত, কি দশ মিনিট কাল প্রয়োগ করতঃ পরে কেবল মাত্র বরফখণ্ড কিয়ৎকাল প্রয়োগ করা আবশ্যক, নতুবা অকস্মাৎ রক্তচলাচল ও উত্তাপের বৃদ্ধি হওয়াতে নূতন প্রদাহ উৎপন্ন হয়। লাম্বেগো (Lumbago) রোগেও বেদনাস্থানাবরক চর্ম্মোপরি উপরোক্ত মিশ্র প্রয়োগ করিলে বেদনার লাঘব হয়।

কোনরূপ আঘাতদ্বারা ক্ষত হইলে তদুপরি উক্ত মিশ্র প্রয়োগে আঘাত জনিত প্রদাহ নিবারণ হয়, কিন্তু ফার্ষ্ট ইণ্টেন্সন্ (First Intention) দ্বারা ক্ষতপার্শ্বস্থিত টিস্থসংযোগের কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে না। ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) রোগের জ্বালা ও বেদনা এতদ্দ্বারা প্রশমিত হয়। সায়েটিকা (Sciatica), ফ্রণ্ট্যাল্ হেডেক্ (Frontal Headache) প্রভৃতির যন্ত্রণা এতদ্দ্বারা নিবারিত হয়। যদিও বরফের এই অবশকারক এবং স্পর্শহারক গুণ দৃষ্ট হয়, তথাপি ইথার-স্প্রে (Ether Spray) এতদপেক্ষা অধিকতর উপকারী। সায়েটিকা (Sciatica), লাম্বেগো (Lumbago) প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক পীড়াতে ইথার স্প্রে (Ether Spray) একবার কি দুইবার মাত্র প্রয়োগেই যন্ত্রণা তিরোহিত হইয়া থাকে। সায়েটিকা কিম্বা লাম্বেগো রোগে বরফ কিম্বা ইথার-স্প্রে

অপেক্ষা বেদনাস্থানে সূচিকাসঞ্চালন অধিকতর উপকারী। লাম্বেগো রোগে মেরুদণ্ডের পার্শ্বস্থিত বেদনাস্থানে একটী সূচিকা এক ইঞ্চি পরিমাণে কিম্বা তদধিক বিদ্ধ করিলে আশু বেদনার লাঘব হয়। তদ্রূপ সায়েটিকা রোগে সায়েটিক্ নার্ভের উপর সূচিকা বিদ্ধ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার দৃষ্ট হয়। তালু, টন্‌সিল্ (Tonsil) প্রভৃতির প্রদাহেও ইথার-স্প্রে (Ether Spray) প্রয়োগ করিলে সদ্য যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে।

ব্যাধিবিশেষে মেরুদণ্ডের স্থানে স্থানে বরফ প্রয়োগেও বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দ্বারা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) অবসাদবশতঃ পেশীসমূহের আক্ষেপ নিবারিত হয়; সুতরাং উদরাময় কিম্বা বিসূচিকা রোগে স্থানিক পেশীর আক্ষেপ (Cramps) নিবারণ জন্য ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। লেরিঞ্জিস্‌মাস্ ষ্ট্রিডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus), কোরিয়া (Chorea), ধনুষ্টঙ্কার, রসতড়্কা, মৃগি প্রভৃতি আক্ষেপজনক পীড়াতে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) উপর ইহার অবশকারক ও স্পর্শহারক ক্রিয়ার জন্য নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia) পীড়াতে এতদ্ব্যবহারে যন্ত্রণার লাঘব হয়। এতদ্দ্বারা ঘর্ম্ম, শ্লেষ্মা, মূত্র, শুক্র প্রভৃতির স্রাবণক্রিয়ার (Secretion) হ্রাস হইয়া থাকে, তজ্জন্য সাতিশয় ঘর্ম্মনিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। পাকস্থলী, অন্ত্র, ব্রঙ্কিয়াল্ টিউব্ (Bronchial Tube) প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বহুল শ্লেষ্মাক্ষরণ (Mucous Secretion) নিবারণ করে বলিয়া উদরাময়, ব্রঙ্কোরিয়া (Bronchorrhœa) ইত্যাদি রোগে ইহা ফলদায়ক। তদ্রূপ লিউকোরিয়া (Leucorrhœa), স্পার্মেটোরিয়া (Spermatorrhœa) প্রভৃতি রোগেও এতদ্দ্বারা উপকার লাভ করা যায়। এতৎপ্রয়োগে সর্ব্বশরীরস্থ ধমনী সমূহ প্রসারিত হইয়া তন্মধ্যে সমধিক পরিমাণে শোণিত প্রবাহিত হয় এবং ধমনীমধ্যে রক্তের আধিক্যবশতঃ শারীরিক উত্তাপও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য যে সকল ব্যক্তির হস্ত পদাদি কি শীত কি গ্রীষ্ম সকলঋতুতেই সাতিশয় শীতল হয় তাহাদের পক্ষে মেরুদণ্ডে বরফপ্রয়োগ বিশেষ ফলদায়ক। কোন কারণবশতঃ স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হইলে কিম্বা ঋতুকালীন রক্তস্রাব স্বল্প হইলে মেরুদণ্ডে বরফ প্রয়োগে স্রাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা মাইগ্রেন্ (Migraine) রোগের উপশম এবং গর্ভিকালীন বমনও নিবারিত হয়।

উপরোক্ত পীড়াসকলে মেরুদণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বরফ প্রয়োগ করা আবশ্যক। যথা গ্রীবাদেশে এবং স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রয়োগ করিলে মুখমণ্ডল, গলাভ্যন্তর, ও মস্তকের পীড়াতে উপকার দর্শে। পৃষ্ঠদেশের উপবিভাগস্থিত মেরুদণ্ডে প্রয়োগ করিলে হস্তদ্বয় ও বক্ষঃপ্রদেশের পীড়াতে, এবং পৃষ্ঠদেশের নিম্নভাগে প্রয়োগে উদর, পেলভিস (Pelvis) ও পদদ্বয়ের পীড়াতে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

HEAT—হিট্ বা উত্তাপ।

ফিজি। মানবশরীরে শৈত্যের যে সকল ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে উত্তাপ প্রয়োগে তাহার বিপরীত ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু সার্ব্বাঙ্গিক ও স্থানিক উত্তাপের ফল ভিন্নরূপ। উষ্ণ বায়ু, বাষ্প, অথবা সলিলদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ, এবং পুলটীস (Poultice) ও সেক (Fomentation) দ্বারা স্থানিক উত্তাপ প্রযোজিত হইয়া থাকে। দেহাভ্যন্তরস্থ উত্তাপ অপেক্ষা বায়ুর উত্তাপ অধিক হইলে শরীরস্থ টিস্থসমূহের অক্‌সাইডেসন্ (Oxidation) অর্থাৎ অম্লজান বাষ্পের সহিত উহাদের সম্মিলনের হ্রাস হয়, সুতরাং টিস্থধ্বংসও স্বল্প হইয়া থাকে। বাহ্যিক উত্তাপের যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই স্নায়ুসূত্রের বৈদ্যুতিক প্রবাহবহনশক্তি হ্রাস হইতে দেখা যায়, সুতরাং শারীরিক তেজেরও হ্রাস হইতে থাকে।

শীতপ্রধান দেশে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান সতীব প্রীতিকর বটে, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা নহে। স্নানার্থ অধিকক্ষণ উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বলবতী হয়, শোণিতপ্রবাহ বেগবান হয়, এবং ক্রমশঃ শিরঃপীড়া ও শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। এই দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে হইতে শরীর এককালীন নিস্তেজ ও আক্রান্ত হইয়া পড়ে, নাড়ী সাতিশয় দুর্ব্বল ও দ্রুতগামিনী হয়, এবং শারীরিক উত্তাপও যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যদি শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয় তবে উপরোক্ত লক্ষণসকল ক্রমশঃ তিরোহিত হয়। জল কিম্বা বায়ুদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক অথবা স্থানিক উত্তাপ প্রয়োগে চর্ম্মস্থিত ধমনীশাখাসকল বিস্তারিত হইয়া চর্ম্মে রক্তচলাচল বৃদ্ধি হইয়া

থাকে। চর্ম্মে রক্তাধিক্য হইলে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদিতে শোণিতপ্রবাহের হ্রাস এবং চর্ম্ম হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, সুতরাং ইহা ঘর্ম্মকারক।

স্বল্পকাল সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ প্রয়োগে ঘর্ম্মনিঃসরণ হওয়াতে শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হয়, সুতরাং ইহা উত্তাপনাশক।

শৈত্যের ন্যায় ইহার প্রদাহ, বেদনা ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়াসকল লক্ষিত হইয়া থাকে।

থিরা। ঘর্ম্মকারক ক্রিয়ার জন্য সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। জ্বরকালীন শারীরিক উত্তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে উষ্ণ সলিলে স্নান অথবা উষ্ণ বাষ্প সেবনে শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়াতে জ্বরোত্তাপ প্রশমিত হয়। উষ্ণ সলিল অথবা বাষ্পের পরিবর্ত্তে কম্বল বা অন্য কোন উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা কিয়ৎক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিলেও ঘর্ম্মনিঃসরণ হইয়া জ্বরোত্তাপের হ্রাস হয়। সর্দ্দিবশতঃ শিরঃপীড়া, সার্ব্বাঙ্গিক বেদনা, আলস্য, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, রুচিহীনতা, কখন কখন বিবমিষা, জ্বরভাব ইত্যাদিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ প্রয়োগে স্বেদক্ষরণ বশতঃ বিশেষ উপকার দর্শে।

কোন কারণবশতঃ শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থদ্বারা শোণিতরাশি দূষিত বা বিষাক্ত হইলে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ প্রয়োগে ঘর্ম্মের সহিত ঐ সকল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। নিফ্রাইটীস্ (Nephritis) রোগে অর্থাৎ কিড্নির (Kidney) প্রদাহে মূত্রের পরিমাণ হ্রাস হয়, এবং শোণিতপ্রবাহে যে সকল দূষিত পদার্থ (ইউরিয়া প্রভৃতি) মিশ্রিত থাকে, কিড্নি (Kidney) সেই সকল পদার্থকে শোণিত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূত্রের সহিত বহির্নিঃসারিত করিতে অক্ষম হয়; সুতরাং রক্তের জলীয়াংশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে শোথ (Dropsy) রোগের আবির্ভাব হয়, এবং ইউরিয়া প্রভৃতি দূষিত পদার্থসকল সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হইয়া বিষবৎ কার্য্য করতঃ ইউরিমিয়া (Uræmia) রোগ উৎপাদন করে। এই শোথ কিম্বা ইউরিমিয়া রোগে স্বেদনিঃসরণদ্বারা বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু শোথরোগে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ প্রয়োগদ্বারা পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্মক্ষরণ করিলে রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে, সুতরাং তাহাতে রোগের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য

শোথরোগে এবম্বিধ উপায় বারম্বার অবলম্বন করা অনুচিত। নিফ্রাইটিস্ রোগে (Nephritis) যৎকালীন ইউরিমিয়ার লক্ষণসকল লক্ষিত হয়, কেবল তৎকালীন সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ প্রয়োগদ্বারা স্বেদনিঃসারণে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

শোথরোগপ্রশমনার্থ পুনঃ পুনঃ স্বেদজনক ঔষধ, অথবা উত্তাপ প্রভৃতি যে সকল উপায়দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হয় তাহার আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা মূত্রকারক এবং মধ্যে মধ্যে জলবৎ বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যদি এম্ববিধ ঔষধদ্বারা বিশেষ উপকার দৃষ্ট না হয়, এবং উত্তরোত্তর স্ফীতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উপরোক্ত চিকিৎসার আনু-সঙ্গিক পদদ্বয়ের বাহ্য মেলিওলাসের (Malliolus) নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এক্স্প্লোরিং ট্রোকার (Exploring Trochar) দ্বারা ছিদ্র করিলে অবিরত রস নির্গত হইয়া স্ফীতির লাঘব হয়, এবং উক্ত রসের সহিত যে ইউরিয়া মিশ্রিত থাকে তাহাও বাহিগত হওয়াতে ভবিষ্যতে ইউরিমিয়া রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

কোন কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে পেরিটোনিয়ম্, (Peritonœum) পেরিকার্ডিয়ম্ (Pericardium) কিম্বা প্লুরা (Pleura) প্রভৃতির গহ্বরে জল সঞ্চিত হইলে রোগীকে পানার্থ সলিলের পরিবর্ত্তে স্বল্প পরিমাণে দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে, এবং তিন চারি দিবস ব্যবধানে অর্দ্ধ আউন্স সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নিসিয়া (Mag. Sulph) এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এতদ্দ্বারা বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। কারণ রোগীর পানীয় জল বন্ধ করিলে এবং উপরোক্ত বিরেচক ঔষধদ্বারা জলবৎ ভেদ হইতে আরম্ভ হইলে শোণিতের সলিলাংশের হ্রাস হয়, সুতরাং তৎপূরণার্থ উপরোল্লিখিত ঝিল্লীগহ্বরস্থ জলরাশি শোষিত হইয়া রক্ত প্রবাহে মিলিত হইতে থাকে। এইরূপে সঞ্চিত জল ক্রমাগত শোষিত হইলে ড্রপ্‌সি (Dropsy) উত্তরোত্তর তিরোহিত হয়। সেইরূপ পানীয় জল বন্ধ করিয়া রোগীকে মূত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে রক্তের জলীয়াংশ হ্রাস হয়, সুতরাং তৎপূরণার্থ সঞ্চিত জল ক্রমশঃ শোষিত হওয়াতে শোথরোগের লাঘব হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে শোথরোগাপেক্ষা ইউরিমিয়াতে সার্ব্বাঙ্গিক

উত্তাপ প্রয়োগদ্বারা ঘর্ম্মনিঃসারণ করিলে অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবম্বিধ প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ঘর্ম্মের সহিত ইউরিয়া নিঃসারিত করা। ফলতঃ ইহা কার্য্যে কতদূর পরিণত হয় তাহা স্থির করা দুরূহ। কারণ সকল সময়ে ঘর্ম্মের সহিত ইউরিয়া নির্গত হয় না, যদিও তাহা হয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি ইউরিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে যে ইউরিমিয়া রোগের উৎপত্তি হয় ইহা এখনও অনেক চিকিৎসক স্বীকার করেন না। তবে সাধারণের বিশ্বাস এই যে, যখন ইউরিয়া কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়াতে (Carbonate of Ammonia) পরিণত হয় তখন ইউরিমিয়ার লক্ষণ আবির্ভূত হয়। যাহা হউক ঘর্ম্মের সহিত শরীর হইতে ইউরিয়া নির্গত হউক বা না হউক, সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ প্রয়োগদ্বারা স্বেদক্ষরণ হইলে ইউরিমিয়ার অনেক লক্ষণ দূরীভূত হইয়া রোগী যে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতা লাভ করে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যেমন ইউরিমিয়ারোগে রক্ত দূষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কোলিমিয়া (Cholœmia), পাইমিয়া (Pyœmia), সেপ্টিসিমিয়া (Septicœmia) প্রভৃতি পীড়াতেও রক্ত দূষিত হয়। সুতরাং ঐ সকল ব্যাধিতেও সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ঘর্ম্মের সহিত দূষিত পদার্থ সকল নিঃসৃত হওয়াতে পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্বেদক্ষরণার্থ পুনঃ পুনঃ এবম্বিধ উপায় অবলম্বন করিলে রোগীর দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অতএব তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া চিকিৎসকের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

রক্ত বিষাক্ত হইলে দেহ হইতে বিষ বহির্গত করিবার একটী প্রধান উপায় ঘর্ম্ম। সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে সর্পবিষে শরীর জর্জ্জরিত হইলে দেহাভ্যন্তর হইতে বিষ বহিষ্করণার্থ রোগীর সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণ বাষ্প প্রয়োজিত করা হয়। এতদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়াতে বিষের তেজ কমিয়া যায় এবং রোগী ক্রমশঃ আরোগ্যোন্মুখ হইয়া উঠে।

উত্তপ্ত সলিলদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ প্রয়োগে ইণ্টেষ্টাইনাল্ (Intestinal), রেনাল্ (Renal), কিম্বা বিলিয়ারি কলিক (Biliary Colic) রোগের বেদনা উপশমিত হইয়া থাকে। সেক কিম্বা পলটীসদ্বারা স্থানিক উত্তাপ প্রয়োগেও এই সকল রোগে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সোরাইসিস (Psoriasis)

একজেমা (Eczema), আর্টিকেরিয়া (Urticaria), প্রুরাইগো (Prurigo), স্কেবিজ্ (Scabies) প্রভৃতি বহুবিধ চর্ম্মরোগে উষ্ণ সলিলাবগাহনদ্বারা বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। স্নান না করিয়া অন্ততঃ উষ্ণ জলে পীড়িত স্থান ধৌত করিলেও যথেষ্ট ফললাভ হয়। এতদ্দ্বারা প্রদাহ, কণ্ডূয়ন, জ্বলন, বেদনা প্রভৃতি সমস্তই সত্বর প্রশমিত হয়।

ব্যাধিবিশেষে উষ্ণ সলিল অথবা অত্যুত্তপ্ত পুলটীসদ্বারা স্থানিক উত্তাপ প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। সিষ্টাইটিস্ (Cystitis), ডিস্‌মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa), রেনাল্ কলিক্ (Renal Colic) ইত্যাদি রোগে উষ্ণ সলিলপূর্ণ বোতলদ্বারা পুনঃ পুনঃ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে আশু যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে। এতৎপরিবর্ত্তে উত্তপ্ত ভূষির দ্বারা সেক অথবা পুলটীস প্রয়োগেও অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপরোক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে উত্তপ্ত সলিলমধ্যে কটীদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল যাবৎ উপবিষ্ট রাখিলে অধিকতর ফললাভ হয়। কোন কারণবশতঃ অকস্মাৎ স্ত্রীলোকদিগের ঋতু বন্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা ফলদায়ক; বিশেষতঃ রজঃকৃচ্ছ্র রোগে নির্দ্ধারিত ঋতুকালের চারি পাঁচ দিবস পূর্ব্ব হইতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণ সলিলমধ্যে কিয়ৎকাল উপবেশন করিলে যন্ত্রণার লাঘব এবং শোণিতস্রাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তরুণ সর্দ্দি অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) পীড়াবশতঃ শিরঃপীড়া, শারীরিক আলস্য, জ্বরভাব প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হইলে উষ্ণ জলে কিয়ৎকাল পদদ্বয় নিমগ্ন রাখিলে তথায় রক্তাধিক্য হওয়াতে উপরোক্ত লক্ষণসকল দূরীভূত হইতে থাকে এবং সর্দ্দিরও লাঘব হয়। কোন গ্রন্থির স্প্রেণ্ (Sprain) হইলে প্রাথমাবস্থায় উষ্ণ জলে পীড়িত গ্রন্থি নিমগ্ন রাখিলে বেদনা ও প্রদাহ প্রশমিত হয়। শিরঃপীড়া রোগে মুখমণ্ডল ও ললাট প্রদেশ উষ্ণ সলিলদ্বারা ধৌত করিলে উহা এতন্নিবারণে সহায়তা করে। ক্ষয়কাশরোগে অত্যুত্তপ্ত জলদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ স্পঞ্জ করিলে কখন কখন কিছুকালের জন্য ঘর্ম্ম নিবারণ হইয়া থাকে।

অত্যুষ্ণ সলিল কিম্বা পুলটীসদ্বারা স্থানিক উত্তাপপ্রয়োগ প্রদাহ নিবারণে বিশেষ উপযোগী; কিন্তু প্রদাহের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ না করিলে তাদৃশ উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। স্ফোটক, বিস্ফোটক,

ব্রণ, কার্ব্বঙ্কল্ (Carbuncle), হার্পিজ্ (Herpes) ইত্যাদি পীড়ার প্রারম্ভে পুলটীস কিম্বা অত্যুষ্ণ জলের সেক প্রয়োগ করিলে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে এবং স্ফীতিও ক্রমশঃ তিরোহিত হয়। কিন্তু প্রদাহ দীর্ঘকালস্থায়ী এবং বিস্তৃত হইলে উহা পূয়োৎপত্তির সহায়তা করে। একজেমা (Eczema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগের প্রদাহাবস্থায় পুলটীস প্রয়োগ করিলে উহা সত্বর নিবারিত হয়। স্ফোটকাদি পীড়ায় প্রদাহনিবারণার্থ পুলটীসের সহিত প্রদগ্ধ স্থানে এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna) এবং গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) উভয় মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিলে আশু বেদনার উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু স্ফোটকাদিজনিত প্রদাহের প্রথমাবস্থায় এবং পক্কাবস্থায় পুলটীস প্রয়োগের প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন।

স্ফোটকপ্রদাহের সূত্রপাত হইলে প্রথমতঃ বেলেডনা ও গ্লিসিরিণ্‌মিশ্র প্রদগ্ধ স্থানে প্রলেপস্বরূপ প্রয়োগ করিয়া তিসি, ময়দা কিম্বা পাঁউরুটীর অত্যুত্তপ্ত পুলটীস তদুপরি স্থাপন করতঃ উহা দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা অন্তর পরিবর্ত্তন করিবে। পুলটীসের আকার এতাদৃশ বৃহৎ হওয়া আবশ্যক, যে প্রদগ্ধ স্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অন্ততঃ দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থান উহাদ্বারা আবৃত হইতে পারে। এতদ্দ্বারা সত্বর প্রদাহ প্রশমিত হয়, অথবা স্ফোটকমধ্যে আশু পূয়সঞ্চার সংলক্ষিত হয়। স্ফোটক পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুলটীসের আকার ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যক। এতদবস্থায় কেবল স্ফোটকের পূয়নির্গমনছিদ্রের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পুলটীসদ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। উত্তপ্ত পুলটীস দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ নির্গত হইয়া থাকে, অতএব তন্নিবারণার্থ স্ফোটকছিদ্রের পার্শ্বস্থিত স্থান ওপিয়ম্ প্লাষ্টার (Opium Plaster) অথবা জিঙ্ক্ অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ (Zinc Ointment) দ্বারা আবৃত করতঃ তদুপরি পুলটীসপ্রয়োগ বিধেয়।

স্ফোটকাদিজনিত চর্ম্মপ্রদাহে সেক কিম্বা পুলটীস যেরূপ উপকারী, গাণ্ডের প্রদাহেও (Glandular Inflammation) উহা তদনুরূপ। পেরটিড্ (Parotid), সব্‌ম্যাগ্‌জিলারি (Submaxillary) প্রভৃতি গাণ্ডসমূহের এবং লিম্ফ্যাটিক্ গাণ্ডের (Lymphatic Gland) প্রদাহে বেলেডনা প্রয়োগ করতঃ তদুপরি পুলটীস প্রয়োগ করিলে সত্বর প্রদাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

বাতরোগ জনিত গ্রন্থি প্রদাহে কিম্বা সাইনোভাইটিস্ (Synovitis) রোগে বেলেডনা ও পুলটীস প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয়, কিন্তু তরুণ প্রদাহাবস্থায় ব্লিষ্টার (Blister) দ্বারা অধিকতর উপকার প্রত্যাশা করা যায়। ব্লিষ্টার জনিত ফোস্কা কর্ত্তন করতঃ ক্ষতোপরি মর্ফিয়া (Morphia) প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ স্ফীতি ও বেদনার শান্তি হইতে থাকে। এবম্বিধ প্রদাহ পুরাতন হইলে লিনিমেণ্ট বেলেডনা ও লিনিমেণ্ট আইডিন (Liniment Belladonna and Iodine) সমভাগে অর্থাৎ প্রত্যেক অর্দ্ধ ঔন্স এবং মর্ফিয়া দশ গ্রেণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া গ্রন্থির চতুষ্পার্শ্বে প্রত্যহ একবার প্রয়োগ করিলে আশাতীত ফললাভ হইয়া থাকে। বিউবো (Bubo) প্রদাহের প্রথমাবস্থায় উপরোক্ত লিনিমেণ্ট বিশেষ ফলদায়ক বলিয়া পরিগণিত।

সায়েটিকা (Sciatica), মাইয়াল্জিয়া (Myalgia), লাম্বেগো (Lumbago), প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) প্রভৃতি পীড়াতেও পুলটীস সচরাচর ব্যবহৃত হয়। লাম্বেগো (Lumbago) রোগে এতদ্দ্বারা যথেষ্ট উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুই তিন ঘণ্টা কাল অত্যুষ্ণ পুলটীস প্রয়োগ করতঃ পরে ফ্লানেল (Flannel) দ্বারা আবৃত রাখিলে অতি শীঘ্র বেদনা দূরীভূত হয়। কিন্তু সায়েটিকা (Sciatica) রোগে এতদ্দ্বারা অভিলষিত ফললাভ হয় না। মাইয়াল্জিয়া (Myalgia) এবং প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) রোগে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় বটে কিন্তু বেলেডনা লিনিমেণ্ট দ্বারা এতাদৃশ উপকার দর্শে, যে পুলটীস প্রয়োগ অনাবশ্যক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এতদ্ব্যতিরেকে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি প্রদাহেও সেক ও পুলটীস সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিউমোনিয়া (Pneumonia), ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া (Broncho-Pneumonia), ব্রঙ্কাইটীস্ (Bronchitis), প্লুরিসি (Pleurisy), পেরিটোনাইটীস্ (Peritonitis) পেরিকার্ডাইটীস্ (Pericarditis) ইত্যাদি রোগে বক্ষঃ অথবা উদর প্রাচীরে অত্যুষ্ণ পুলটীস প্রয়োগ করিলে প্রদাহের উপশম লক্ষিত হয় এবং তদানুষঙ্গিক জ্বরোত্তাপও হ্রাস হইতে থাকে। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের ব্রঙ্কাইটীস্ (Bronchitis), ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটীস্ (Capillary Bronchitis) ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া (Broncho Pneumonia) কিম্বা লোবার-

নিউমোনিয়া (Lobar-Pneumonia) রোগে বক্ষঃ-প্রাচীরের চতুর্দ্দিক জ্যাকেট পুলটীস দ্বারা আবৃত রাখিলে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। যেহেতু প্রথমতঃ বালকেরা স্বভাবতঃ চঞ্চল, দ্বিতীয়তঃ এতাদৃশ কঠিন পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইলে অধিকতর অস্থির হইয়া উঠে; এমতাবস্থায় অন্যান্য উপায় অবলম্বনাপেক্ষা বক্ষঃ প্রদেশ নিরন্তর পুলটীস দ্বারা আবৃত রাখিলে সমধিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করতঃ সুখে নিদ্রা যাইতে পারে। যদিও এই সকল পীড়ার প্রথমাবস্থায় পুলটীস অপেক্ষা ব্লিষ্টার (Blister) দ্বারা অধিকতর ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি শিশুদিগের টিস্থ সকলের স্বভাব সুলভ কোমলতা নিবন্ধন ব্লিষ্টার জনিত ক্ষত নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই সকল পীড়া দ্বারা যখন উভয় লাংস্ (Lungs) আক্রান্ত হয় তখন বক্ষঃ-প্রাচীরের উভয় পার্শ্বে ব্লিষ্টার প্রয়োগ করিলে রোগীর শয়নাবস্থায় থাকা নিতান্ত ক্লেশকর, এমন কি অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব বালকদিগের এতাদৃশ পীড়াতে ব্লিষ্টার অপেক্ষা পুলটীস প্রয়োগই যুক্তি সঙ্গত। তবে পীড়ার প্রাবল্য বশতঃ যেস্থলে রোগীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় সে স্থলে আশু প্রতিকার লালসায় ব্লিষ্টার প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে নিউমোনিয়া রোগের প্রারম্ভে ব্লিষ্টার প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। কিন্তু কোন কোন চিকিৎসকের তাহা অভিমত নহে। তাঁহারা পীড়ার শেষাবস্থায় অর্থাৎ গ্রে হিপাটাইজেসন্ ষ্টেজে (Grey Hepatization Stage) ব্লিষ্টার প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহা হউক এই রোগের প্রারম্ভে ব্লিষ্টার প্রয়োগ করিলে যে অসীম ফললাভ হয় তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত পীড়াসমূহে শিশুদিগের পক্ষে ব্লিষ্টারের পরিবর্ত্তে পুলটীস সচরাচর প্রযোজ্য; কিন্তু উহার সহিত উগ্র লিনিমেণ্ট ব্যবহারে অধিকতর ফল লাভ হইয়া থাকে। লিনিমেণ্ট এমোনিয়া ও লিনিমেণ্ট সিনাপিস্ কোঃ (Liniment Sinapis Co.) সমভাগে মিশ্রিত করতঃ উক্ত লিনিমেণ্টে বস্ত্র খণ্ড সিক্ত করিয়া পীড়িত শিশুর পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব দেশে সংস্থাপন করতঃ তদুপরি উত্তপ্ত পুলটীস প্রয়োগ করিলে আশু প্রদাহ প্রশমিত হয়। এইরূপ প্রণালীতে প্রতিবার পুলটীস পরিবর্ত্তন কালে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লিনিমেণ্ট প্রয়োগ করা

উচিত। পুলটীসের উত্তাপ দীর্ঘকাল স্থায়ী করণাভিলাষে তদুপরি তুলা সংস্থাপন করতঃ পুলটীস বন্ধন করা নিতান্ত আবশ্যক।

প্লুরিসি, (Pleurisy) পেরিকার্ডাইটীস্ (Pericarditis), পেরিটোনাইটীস্ (Peritonitis) প্রভৃতি রোগেও পুলটীস বিশেষ উপকারী। কিন্তু এতৎ পরিবর্ত্তে উষ্ণ সলিল সেকও তদনুরূপ। প্লুরিসি রোগে সেক অথবা পুলটীস দ্বারা যদিও উপকার দর্শে বটে, কিন্তু ব্লিষ্টার কিম্বা মাষ্টার্ড-প্লাষ্টার দ্বারা অধিকতর ফল লাভ হয়, এমন কি অনতিকাল মধ্যে বেদনা তিরোহিত হইয়া থাকে। পেরিকার্ডাইটীস্ (Pericarditis) ও পেরিটোনাইটীস্ (Peritonitis) রোগে সেক অপেক্ষা পুলটীসই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পেরিকার্ডাইটীস্ পীড়াতে যদি রোগী অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে এবং সাতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র লক্ষিত হয় তবে মাষ্টার্ড-প্লাষ্টার প্রয়োগ দ্বারা আশু যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে। পেরিটোনাইটীস্ পীড়াতে উদর মধ্যে সাতিশয় বেদনা বর্ত্তমান থাকাতে কোন ভারি পদার্থ উদরোপরি সংস্থাপন করিলে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে, অতএব এই রোগে পুলটীস পাতলা করিয়া প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক। পুলটীস প্রয়োগের পূর্ব্বে সমগ্র উদর প্রাচীরে গ্লিসিরিণ ও বেলেডনা মিশ্র প্রলেপ স্বরূপ প্রয়োগ করিলে সত্বর বেদনা ও প্রদাহের শান্তি হইয়া থাকে।

আক্ষেপ জনিত বেদনা নিবারণার্থ পুলটীস ও সেক এই উভয়ই উপযোগী কিন্তু পুলটীসাপেক্ষা সেক অধিকতর উপকারী বলিয়া লক্ষিত হয়। বিসূচিকা রোগে হস্তপদাদির আক্ষেপ আরম্ভ হইলে সেকদ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার সহিত জায়ফল মিশ্রিত তৈল অথবা গোলমরিচ চূর্ণ মিশ্রিত টার্পিণ তৈল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মর্দ্দন করিলে আক্ষেপ নিবারিত হয়। ইণ্টেষ্টাইনাল্ (Intestinal), বিলিয়ারি (Biliary) এবং রেনাল্ কলিক্ (Renal Colic) রোগে উত্তপ্ত জল পূর্ণ বোতল দ্বারা সেক দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে উপরোক্ত প্রকারের কলিক্ বেদনা উপস্থিত হইলে, রোগীকে কিয়ৎ কাল উষ্ণ সলিল মধ্যে বেদনা স্থান পর্যান্ত নিমগ্ন করতঃ উপবেশিত করিলে সত্বর বেদনার লাঘব হয়। উপরোক্ত পীড়া সকলে পুলটীস তাদৃশ ফলদায়ক নহে। তদ্রূপ ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas)

রোগে পুলটীসাপেক্ষা সেক দ্বারা অধিকতর ফললাভ হইয়া থাকে। বদন-মণ্ডলস্থ চর্ম্মোপরি ব্রণের আবির্ভাব হইলে উষ্ণজল সেচন দ্বারা প্রদাহ প্রশমিত হয় অথবা ব্রণ মধ্যে পূযোৎপাদন করতঃ সত্বর আরোগ্যোন্মুখ করে। আহতাঙ্গের প্রদাহ ও বেদনা নিবারণার্থ পুলটীস অথবা সেক বিশেষ উপকারী বটে কিন্তু বরফ অথবা শীতল জল দ্বারা শৈত্যপ্রয়োগেও তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক সময় সেকার্থ যে উষ্ণ সলিল প্রস্তুত করা যায় তৎসহিত পোস্তঢেড়ি অথবা আফিং মিশ্রিত করিলে সেই জলের সেক বেদনা নিবারণার্থ অধিকতর উপযোগী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জলের সেক কঞ্জাংটিভাইটীস্ (Conjunctivitis), আইরাইটীস (Iritis) প্রভৃতি চক্ষুঃ প্রদাহে অথবা অর্কাইটীস্ (Orchitis), পেরটাইটীস্ (Parotitis), হাইড্রো-সিল্ প্রদাহ (Inflamed Hydrocele) অর্শবলি প্রদাহ (Inflamed Piles) ইত্যাদি রোগের প্রদাহ প্রশমনার্থ বিশেষ উপকারী। কখন কখন উষ্ণ সলিলের পরিবর্ত্তে কোন কোন পদার্থ অগ্নোত্তপ্ত করতঃ তদ্দ্বারা সেকের ব্যবস্থা হইয়া থাকে যথা বালুকা, ভূষী, লবণ, গাজা, মাসকলাই, ইষ্টক, বস্ত্র অথবা ফ্লানেল খণ্ড ইত্যাদি।

CHARCOAL—চারকোল বা অঙ্গার।

থিরা। অঙ্গার দ্বিবিধ কাষ্ঠাঙ্গার (Wood Charcoal) ও জান্তবা-ঙ্গার (Animal Charcoal)। এই উভয়বিধ অঙ্গারই ছিদ্রযুক্ত বটে, কিন্তু জান্তবাঙ্গারাপেক্ষা কাষ্ঠাঙ্গারের ছিদ্র অধিক। অঙ্গারের গাত্রে বহুল ছিদ্র বর্ত্তমান থাকাতে উহা বাষ্প শোষণ ক্ষমতা ধারণ করে, কিন্তু ঐ ক্ষমতা জান্তবাঙ্গারাপেক্ষা কাষ্ঠাঙ্গারের অধিক। সর্ব্ববিধ বাষ্প অঙ্গার দ্বারা সমান পরিমাণে শোষিত হয় না যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে, এতদ্দ্বারা হাইড্রোজেন্ (Hydrogen) বাষ্প অতি স্বল্প পরিমাণেই শোষিত হয় কিন্তু অক্সিজেন্ (Oxygen), সলফরেটেড্ হাইড্রোজেন (Sulphureted Hydrogen) এবং এমোনিয়া (Ammonia) বাষ্প প্রচুর পরিমাণে শোষিত হইয়া থাকে। ক্লোরিণ গ্যাস্ (Chlorine Gas) এবং ক্লোরিণেটেড্ লাইম (Chlorinated Lime)

অঙ্গারাপেক্ষা অধিকতর বাষ্প শোষক, তাহার কারণ এই যে উপরোক্ত পদার্থদ্বয় বিস্তারশীল অর্থাৎ উহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপন করিলে উহারা অতি স্বল্পকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে অতএব যতদূর পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হয় ততদূর পর্য্যন্ত দূষিত বাষ্প শোষণ করে। অঙ্গারের এতাদৃশ বিস্তারশীলতা গুণ না থাকাতে উহা কেবল মাত্র সন্নিকটবর্ত্তী দূষিত ও দুর্গন্ধময় বাষ্প আকর্ষণে সক্ষম, দূরস্থ দূষিত বাষ্প শোষণে উহার শক্তি নাই।

দূষিত বাষ্পাকর্ষণ দ্বারা দুর্গন্ধ দূরীকরণ ক্ষমতা বিদ্যমান থাকাতে হস্‌পিটালে (Hospital) সচরাচর অঙ্গারের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যে গৃহে পচনশীল দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত বিশিষ্ট রোগী অবস্থিতি করে, সেই গৃহ দুর্গন্ধময় ও দূষিত বাষ্প দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, অঙ্গার তদ্‌গৃহ মধ্যে স্থানে স্থানে সংস্থাপন করিলে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। ক্ষতস্থান হইতেও যে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, তন্নিবারণার্থও অঙ্গারচূর্ণ পুলটীসের সহিত মিশ্রিত করতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গার পুলটীসের সহিত ব্যবহারে দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে তাদৃশ সমর্থ নহে, কারণ পুলটীসের সহিত মিশ্রিত করিলে উহার ছিদ্র মধ্যে পুলটীসের জল প্রবেশ করতঃ ছিদ্রগুলি সংরুদ্ধ হওয়াতে উহার বাষ্প শোষণ শক্তি রহিত হইয়া থাকে। যদিও এবম্বিধ প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে অঙ্গার বাষ্পাকর্ষণে অসমর্থ হয় বটে, তথাপি উহার পচন নিবারক শক্তি থাকাতে ক্ষতের অবস্থার উন্নতি সাধন করে। অঙ্গার পচন নিবারণে সক্ষম তাহার প্রমাণ এই যে, উদরাধ্মান রোগে অঙ্গারচূর্ণ সেবন করিলে পাকস্থলী মধ্যে উক্ত ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ উদরস্ফীতি নিবারণ করে।

পচনশীল ও দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতে পুলটীসের সহিত অঙ্গারচূর্ণ ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমতঃ তিসি, ময়দা অথবা রুটীর পুলটীস্ প্রস্তুত করতঃ ক্ষতোপরি স্থাপন করিয়া উহাকে অঙ্গারচূর্ণ পরিপূরিত থলি দ্বারা আবৃত করিতে হয়; অথবা পুলটীসের উপর অঙ্গারচূর্ণ বিক্ষিপ্ত করতঃ ক্ষতোপরি পুলটীস সংস্থাপন করিতে হয়। এবম্বিধ প্রকারে পুলটীস প্রয়োগ করিলে ক্ষতের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গার কিরূপে দুর্গন্ধ দূরীকরণে সক্ষম তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে অঙ্গার মধ্যে যে সকল ছিদ্র বিদ্যমান থাকে তন্মধ্যে দুর্গন্ধময় বাষ্প সকল প্রবেশ করতঃ গাঢ়ীভূত হইয়া

অবস্থিতি করে; অপরাপর চিকিৎসকেরা বলেন যে অঙ্গার ছিদ্র সকল অম্লযান বাষ্প দ্বারা পরিপূরিত থাকাতে ক্ষতজাত দূষিত ও দুর্গন্ধময় বাষ্প সকল পুলটীসের মধ্য দিয়া বহির্নির্গমনকালে উক্ত অম্লযান বাষ্প সহ মিলিত ও রূপান্তরিত হইয়া নব নব বাষ্পের সৃষ্টি করে সুতরাং তাহাদের পূর্ব্বতন গুণ, গন্ধ ও ধর্ম্ম কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

অঙ্গার কিছুদিন ব্যবহৃত হইলে উহার বাষ্পাকর্ষণ শক্তি তিরোহিত হয়, সুতরাং মধ্যে মধ্যে দগ্ধ করিলে উহা স্বাভাবিক শোষণ শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রেস্পিরেটর্ (Respirator) যন্ত্র প্রস্তুত করণে অঙ্গার ব্যবহৃত হয়।

অঙ্গার বাষ্পের ন্যায় অপরাপর কতকগুলি কঠিন পদার্থ শোষণেও সক্ষম,—যথা খনিজ পদার্থ, ঔষধের বীর্য্য, কোন কোন তিক্ত দ্রব্য এবং বর্ণজনক পদার্থ (Coloring Matters) ইত্যাদি। উপরোক্ত পদার্থ মিশ্রিত সলিলোপরি অঙ্গারচূর্ণ নিক্ষেপ করিলে উহা সিক্ত হইয়া যখন জল মধ্যে নিমগ্ন হইতে থাকে, তখন ঐ সকল কঠিন পদার্থ আকৃষ্ট ও জল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে জলের নির্ম্মলতা সাধিত হয়। আমরা সচরাচর বালুকা, প্রস্তর খণ্ড, অঙ্গার প্রভৃতি দ্বারা অপবিত্র জল ফিল্টার্ (Filter) করিয়া নির্ম্মল করতঃ পানার্থ ব্যবহার করিয়া থাকি। খনিজ পদার্থ ও ঔষধের বীর্য্য আকর্ষণের ক্ষমতা থাকাতে অঙ্গার কখন কখন ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। করোসিব্ সব্লিমেট্ (Corrosive Sublimate), আর্সেনিক, মর্ফিয়া, ষ্ট্রীক্নিয়া (Strychnia), বেলেডনা প্রভৃতি ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে যখন উহাদের বিষক্রিয়া শরীর মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন অঙ্গারচূর্ণ প্রয়োগ করিলে এতদ্বারা পাকস্থলী হইতে ঐ সকল ঔষধ আকৃষ্ট হওয়াতে বিষ ক্রিয়ার লাঘব হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল বিষাক্ত ঔষধের গুণ সংহার জন্য অঙ্গার ব্যবহার করিতে হইলে, এতাদৃশ অধিক মাত্রার আবশ্যক যে সেরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে, সুতরাং ইদানীন্তন উল্লিখিত উদ্দেশে উহার ব্যবহার একপ্রকার অপ্রচলিত হইয়াছে।

কোন পাত্রস্থ মূত্রোপরি অঙ্গারচূর্ণ নিক্ষেপ করিলে মূত্রস্থিত ইউরিক-এসিড, (Uric Acid) বর্ণজনক পদার্থ (Coloring Matters) এবং কিয়ৎপরিমাণে ইউ-রিয়া (Urea) অধঃপ্রক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন অঙ্গারচূর্ণগুলি নিমগ্ন হইতে থাকে

তখন উহারা উপরোল্লিখিত পদার্থগুলিকে আকর্ষণ করতঃ প্রস্রাবরাশির তলদেশে সঞ্চিত করে, সুতরাং প্রস্রাব হইতে ঐ সকল পদার্থ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু প্রস্রাবে শর্করা বর্ত্তমান থাকিলে অঙ্গারের তদাকর্ষণে কোন শক্তি নাই। মূত্রস্থিত উল্লিখিত পদার্থ সমূহ বিচ্ছিন্ন করণে কাষ্ঠাঙ্গারাপেক্ষা জান্তবাঙ্গার অধিকতর উপযোগী।

অঙ্গারচূর্ণ ব্যাধিবিশেষে আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার সাধন করে। পাকস্থলীর পুরাতন ক্ষত এবং নিউরাল্জিয়াতে (Neuralgia) ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়; এবং পরিপাক শক্তির হ্রাস বশতঃ উদরাধ্মান রোগেও প্রযোজ্য। পাকস্থলীর উপরোক্ত পীড়াতে এবং পরিপাক শক্তির লাঘব হইলে আহার্য্য বস্তু সকল পচনশীল হয়, সুতরাং পাকস্থলী ও অন্ত্র মধ্যে সল্‌ফরেটেড্ হাইড্রোজেন্ (Sulphureted Hydrogen) প্রভৃতি দুর্গন্ধময় বাষ্পের সৃষ্টি হওয়াতে উদরাধ্মান উৎপাদন করে। ইহাতে অঙ্গারচূর্ণ প্রয়োগ করিলে আশু উপকার প্রত্যাশা করা যায়। কোন কোন স্ত্রীলোক প্রৌঢ় বা অন্তঃসত্বাবস্থায় অথবা প্রসবান্তে, উদরাধ্মান পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের পক্ষেও অঙ্গারচূর্ণ বিশেষ উপকারী। কোন কোন ব্যক্তির আহারকালে উদর মধ্যে বাষ্প সঞ্চিত হইতে থাকে, তাঁহাদের পক্ষে আহারের অনতিপূর্ব্বে অঙ্গারচূর্ণ সেবন বিধেয়। কাহার বা আহারের পরক্ষণ হইতেই উদরস্ফীতি আরম্ভ হয় তাঁহাদের আহারের পরক্ষণেই সেবন করা আবশ্যক। যক্ষারোগের উদরাধ্মানেও এতদ্বারা ফললাভ হইয়া থাকে। উপরোক্ত ব্যাধি সমূহে ইহা পাঁচ হইতে দশ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। যদি ইহা ফলদায়ক না হয়, তবে মাত্রা বৃদ্ধি না করিয়া অপর ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত,—যথা সোডা সল্‌ফো কার্বলাস্ (Soda Sulpho Carbolas) অথবা কার্বলিক্ এসিড (Acid Carbolic) ইত্যাদি।

অম্লরোগ জনিত বক্ষঃস্থলাভ্যন্তরে জ্বলন, উদ্গার, উদরস্ফীতি এবং সর্ব্বদা এপিগ্যাষ্ট্রীয়মে (Epigastrium) গুরুত্ববোধ প্রভৃতি লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইলে তন্নিবারণার্থ অঙ্গারচূর্ণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এতদপেক্ষা টীংচার নক্‌স্‌ভমিকা (Tincture Nucis Vomici) পাঁচ বিন্দু মাত্রায় আহারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে প্রয়োগ করিলে অধিকতর উপকার দর্শে। অম্ল রোগে

উল্লিখিত লক্ষণসহ উদর মধ্যে বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে অঙ্গারচূর্ণ সহযোগে বিশমথ্ (Bismuth) প্রযোগ করিলে বেদনা নিবারিত হয। অম্লরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের আহার্য্য বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। ষ্টার্চ (Starch), শর্করা, চা, অরহরডাইল, লঙ্কাবঝাল ইত্যাদি সেবনে অম্ল রোগের বৃদ্ধি হইয়াথাকে সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এ সকল নিষিদ্ধ। আহার্য্য দ্রব্যাদি লঘুপাক হওয়া উচিত, এবং আহারকালীন সুন্দররূপে চর্ব্বিত হওয়া আবশ্যক। দিবসের মধ্যে চারি পাঁচবার আহার করিলেও ক্ষতি নাই কিন্তু প্রতিবারে স্বল্প আহার করা কর্ত্তব্য এবং আহারকালে জলপান করা অবিধেয়। আহার সমাপ্ত হইলে অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মধ্যে জলপান করা এবং দুই ঘণ্টাকাল মধ্যে নিদ্রা যাওয়া অনুচিত। আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ জান্তবাঙ্গারের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠাঙ্গার সচরাচর ব্যবহৃত হয।

SULPHUR—সল্‌ফর্ বা গন্ধক।

ফিজি। অক্ষত চর্ম্মোপরি গন্ধকচূর্ণ প্রয়োগ করিলে ইহার কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয না, কিন্তু বসা অথবা কোন মলমের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মোপরি ঘর্ষণ করিলে সামান্য প্রদাহ উৎপাদিত হয। বাহ্য প্রযোগে এতদ্দ্বারা খোস পাচড়া প্রভৃতি চর্ম্ম রোগের কারণীভূত কীটানু নষ্ট হইয়া থাকে। গন্ধক দগ্ধ করিলে যে ধূম উত্থিত হয় উহা দুর্গন্ধ দূরী করণে সমর্থ।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে মুখাভ্যন্তরস্থ লালার দ্বারা ইহা দ্রবীভূত হয় না। পাকস্থলী মধ্যে প্রবেশান্তর ইহার রূপান্তর লক্ষিত হয না এবং উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না। তথা হইতে অন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে অন্ত্রস্থিত রস এবং পিত্ত দ্বারা উহা ক্রমশঃ দ্রবীভূত হইতে থাকে এবং তথায় বাষ্প ও কলিক্ (Colic) বেদনা উৎপাদন করে। গন্ধক ক্ষুদ্রান্ত্র মধ্যে পিত্তস্থিত ক্ষার পদার্থের সহিত মিলিত হইলে সল্‌ফাইডের (Sulphides) সৃষ্টি হয, ঐ সকল সল্‌ফাইডের (Sulphides) বিরেচক গুণ থাকাতে দাস্ত হইতে থাকে, সুতরাং গন্ধকের বিরেচন ক্রিয়া প্রকটিত হয়।

গন্ধক দীর্ঘকাল সেবন করিলে অন্ত্রস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্যাটার (Catarrh) উৎপাদন করে এবং পরিপাক শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে।

গন্ধক যতক্ষণ সল্ফাইডে (Sulphide) পরিণত না হয় ততক্ষণ শোণিত দ্বারা শোষিত হয় না। অন্ত্র মধ্যে সল্ফাইডে (Sulphide) পরিণত হইলে শোণিত প্রবাহে মিলিত হয়, কিন্তু শোণিতোপরি ইহা কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

গন্ধক সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তির মুখ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাল নিঃসরণ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে পারদ ব্যবহার করিয়াছেন এবং উক্ত ধাতু যাঁহাদের শরীরমধ্যে লবণাকারে বর্ত্তমান আছে, গন্ধক সেবনে তাঁহাদের শরীরস্থ উক্ত লবণ (Mercuric Salt) পারদ ও অপরাপর পদার্থে বিচ্ছিন্ন হইলে, পারদ শরীর মধ্যে স্বকীয় ধর্ম্ম প্রকাশ করাতে বদনাভ্যন্তর হইতে প্রচুর লাল নিঃসৃত হয়।

কেহ কেহ বলেন গন্ধক আভ্যন্তরিক প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বলবতী ও বেগবতী হয় কিন্তু তদ্বিষয়ে সন্তোষ জনক প্রমাণ নাই। এতদ্দ্বারা ঘর্ম্মস্রাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গন্ধক যে পরিমাণে প্রয়োগ করা যায় তাহার অধিকাংশ মলের সহিত নিঃসৃত হয়। যে স্বল্পাংশ শোণিত রাশিতে লীন হয় তাহা অম্লযান বাষ্পের সহিত মিলিত ও সল্ফেটে (Sulphates) পরিণত হইয়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইতে থাকে। গন্ধকদ্বারা শরীর মধ্যে যে সল্ফারেটেড্ হাইড্রোজেন্ (Sulphurated Hydrojen) বাষ্পের সৃষ্টি হয় উহার অধিকাংশই লাংস (Lungs) এবং চর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়, কখন কখন স্বল্প পরিমাণে স্তনদুগ্ধ ও প্রস্রাবের সহিত বহির্গত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে গন্ধক সেবন করিলে, রূপান্তরিত না হইয়া উহা সমস্তই প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় কিন্তু প্রস্রাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না কেবল মূত্রের সহিত স্বভাবতঃ যে পরিমাণে গন্ধক শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ কিঞ্চিৎ মাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

গন্ধকের ক্রিয়া; বাহ্যপ্রয়োগে চর্ম্মরোগের (খোষ পাঁচড়ার) কীটাণু নাশক, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কখন কখন লালনিঃসারক, মৃদুবিরেচক, ঘর্ম্ম-কারক, কেহ কেহ বলেন হৃৎপিণ্ড উত্তেজক। দগ্ধ গন্ধকের ধূম দুর্গন্ধ নাশক।

থিরা। বাহ্যপ্রয়োগে গন্ধক বিবিধ ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। পচনশীল দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতে গন্ধকের মলম প্রয়োগ করিলে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়, এবং ক্ষতের অবস্থা স্বাস্থ্যকর হইতে থাকে। কিন্তু এবম্বিধ ক্ষতের জন্য গন্ধকাপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ ঔষধ সকল অধুনা সচরাচর প্রচলিত। খোস পাচড়া (Scabies) রোগে গন্ধকের মলম ব্যবহৃত হয় এবং তন্নিবারণেই ইহা বিশেষ উপযোগী। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে খোস পাচড়ার কারণীভূত কীটাণু সকল গন্ধকদ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু উক্ত চর্ম্মরোগে গন্ধকের মলম প্রয়োগ করিতে হইলে একটী বিষয়ে লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ পীড়িতস্থান ঈষদুষ্ণ জল ও সাবান দ্বারা এরূপে ধৌত করা আবশ্যক যে উহা পরিস্কৃত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে, পরে তদুপরি উক্ত মলম প্রয়োগ করিলে কীটাণু সকল নষ্ট হইতে থাকে এবং ক্ষতগুলিন তিন চারি দিবসের মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়। উপরোক্ত চর্ম্ম রোগের জন্য ফার্ম্মাকোপিয়া (Pharmacopœia) মতে যে গন্ধকের মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে উহাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ উক্ত মলমের সহিত স্বল্প মাত্রায় কোন ক্ষার পদার্থ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা সোডা বাইকার্ব (SodaBicarb)। এতদ্দ্বারা ক্ষত স্থান হইতে রসস্রাব নিবারিত হয় বটে, কিন্তু কখন কখন ক্ষত সমূহের এতাদৃশ উগ্রতা সাধন করে যে উহা দ্বারা বিপরীত ফল সংঘটিত হয়। কখন কখন এতৎ প্রয়োগে ক্ষত স্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ নির্গত হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে, এমত স্থলে উহা ব্যবহার না করাই কর্ত্তব্য। সোডা বাইকার্ব প্রয়োগ করিতে হইলে এক ঔন্স গন্ধকের মলমের সহিত অর্দ্ধ ড্রাম মাত্রায় মিশ্রিত করা উচিত, কেহ কেহ এক ড্রাম পর্য্যন্তও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কখন কখন কেবল মাত্র গন্ধকের মলম প্রয়োগ করাতেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়, সে স্থলে উহা ব্যবহার না করিয়া নিম্নলিখিত মলম প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা চক অর্থাৎ খড়িমাটি এক ঔন্স, গন্ধক ও আলকাতরা (Tar) প্রত্যেক দেড় ঔন্স, এবং সাবান ও বসা প্রত্যেক চারি ঔন্স একত্রে অগ্নুত্তাপে মিশ্রিত করিয়া, ক্ষত স্থান সাবান ও উষ্ণ সলিল দ্বারা ধৌত করতঃ তিন চারি দিবস মাত্র প্রয়োগ

করিলে আরোগ্য লাভ হয়। সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি (Itches) নির্গত হইলেও উপরোক্ত মলম অতীব উপকারী। উল্লিখিত চর্ম্মরোগে নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। প্রস্তর পাত্রমধ্যে সর্ষপ তৈলে মোনছাল ঘর্ষণ করতঃ, উক্ত তৈল সূর্য্যাপক করিয়া ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিলে অতি স্বল্পকাল মধ্যে রোগ আরোগ্য হয়। নারিকেল তৈলে গাঁজা ও কুসুম পাক করতঃ, উক্ত তৈল প্রয়োগ করিলে সত্বর প্রতিকার দৃষ্ট হয়।

কখন কখন দেখা যায় যে ক্ষত গুলি আরোগ্যোন্মুখ হইলে অধিক পরিমাণে মলম প্রয়োগ করাতে ক্ষত পার্শ্বস্থিত চর্ম্মোপরি ব্রণ নির্গত হইতে থাকে, তৎকালে মলম প্রয়োগ রহিত করিলে সমস্তই আশু আরোগ্য হইয়া যায়।

কোন কোন রোগী গন্ধকের দুর্গন্ধ সহ্য করিতে অক্ষম। তাঁহাদের জন্য উক্ত মলমের সহিত অটো ডি রোজ (Otto de Rose) মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

যৌবনাবস্থায় কোন কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে ব্রণ নির্গত হয়। রজঃকৃচ্ছ্র পীড়া থাকিলে স্ত্রীলোকদিগের ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃও হইতে পারে। এইরূপ ব্রণোদ্গম আরম্ভ হইলে প্রায় উহা দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে। নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা মুখচর্ম্ম ধৌত করিলে ইহার প্রতিকার সাধিত হয়। যথা গন্ধক এক ড্রাম, গ্লিসিরিণ এক ঔন্স ও গোলাপ জল দশ ঔন্স। এতদ্বারা বিশেষ উপকার না হইলে হাইপোক্লোরাইট Hypochlorite) কিম্বা আইওডাইড্ অব্ সল্‌ফর (Iodide of Sulphur) দুই ড্রাম এবং *সিম্পল্ অয়েন্ট্‌মেন্ট্ (Simple Ointment) এক ঔন্স মিশ্রিত* করতঃ মলম প্রস্তুত করিয়া ব্রণোপরি প্রয়োগ করিলে সত্বর আরোগ্য লাভ হয়।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ও গন্ধক সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি অর্শ রোগগ্রস্ত অথবা যাঁহাদের মলদ্বারে ফিসার (Fissure) থাকে তাঁহাদের স্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হয় না। মল ত্যাগকালে তাঁহাদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে মৃদু বিরেচক ক্রিয়ার জন্য গন্ধক বিশেষ উপকারী। কন্‌ফেক্‌সন্ সেনার (Confec Senna) সহিত দশ গ্রেণ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে, অথবা জল কিম্বা

দুগ্ধের সহিত এক হইতে দুই ড্রাম মাত্রায় কম্পাউণ্ড লিকরিশ পাউডার (Pulv Glycyrrhiza Co) সেবন করিলে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূরীভূত হয় সুতরাং মলত্যাগ সময়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। প্রতিদিন রাত্রিতে এক হইতে দুই ড্রাম মাত্রায় কন্‌ফেক্‌সন্ সল্‌ফর (Confection Sulphur) দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলেও কোষ্ঠ পরিস্কার হয় এবং যন্ত্রণারও লাঘব হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে তরুণ ব্রঙ্কাইটীস্ (Bronchitis) রোগে গন্ধক বিশেষ উপকার সাধন করে। উহা পাঁচ হইতে দশ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিন চারিবার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ উক্ত পীড়া বশতঃ রোগী দুর্ব্বল হইলে এবং উহার আনুসঙ্গিক জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অতিশয় উপকারী। কিন্তু উল্লিখিত পীড়াতে এতদ্দ্বারা কতদূর সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তৎপক্ষে সন্দেহ। চর্ম্ম রোগেও গন্ধক আভ্যন্তরিকরূপে সেবনীয়।

SULPHIDE OF POT, SODA, AMMON, AND CALCIUM

সল্‌ফাইড্ অব্ পটাসিয়ম্, সোডিয়ম্, এমোনিয়ম্ এবং ক্যাল্‌সিয়ম্।

ফিজি। সল্‌ফাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ সোডিয়ম্ এবং এমোনিয়ম্ (Sulphide of Potassium Sodium and Ammonium) জলে নিক্ষেপ করিলে সহজে দ্রবীভূত হয় কিন্তু সল্‌ফাইড্ অব ক্যাল্‌সিয়ম্ (Sulphide of Calcium) তদ্রূপ নহে। ইহা অতি সামান্য পরিমাণে দ্রবনীয়। উপরোক্ত ঔষধগুলির উগ্র দ্রব অর্থাৎ ষ্ট্রং সলুসন্ (Strong Solution) চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে প্রদাহ উৎপাদন করে এবং অমুগ্রদ্রব (Weak Solution) প্রয়োগে স্থানিক রক্তাধিক্য হওয়াতে উত্তেজন এবং ঘর্ম্মনিঃসরণ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উপরোক্ত ক্ষার পদার্থগুলি পাকস্থলীতে প্রবেশ-করতঃ তত্রস্থ অম্লরসের সহিত মিলিত হইয়া সল্‌ফরেটেড্ হাইড্রোজেন (Sulphurated Hydrogen) বাষ্প উৎপাদন করে, সুতরাং উহা সেবনে দুর্গন্ধময় উদ্গার উত্থিত হয়। স্বল্প মাত্রায় সেবন করিলে এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে (Epigastric Region) উত্তাপ অনুভূত হয় এবং ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের

উগ্রতা সাধিত হইয়া দাস্ত হইয়া থাকে। গন্ধকের গুণ বর্ণণ কালে লিখিত হইয়াছে যে অন্ত্রমধ্যে গন্ধক পিত্তের ক্ষরাংশের সহিত মিলিত হইয়া সল্‌ফাইডের (Sulphides) সৃষ্টি করে। ঐ সকল সল্‌ফাইড (Sulphides) অন্য কিছুই নহে, অধুনা যে সকল ঔষধের বিষয় বর্ণিত হইতেছে উহারা তাহাই। ঐ সকল সল্‌ফাইড্ অন্ত্রমধ্যস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উগ্রতা সাধন করাতেও তথা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা (Mucus) নির্গত হওয়াতে, কঠিন মল তরল ভাবাপন্ন হয়, এবং অন্ত্র প্রাচীরস্থ (Intestinal Wall) পেশী সূত্রের (Muscular Fibres) ক্রিয়াধিক্য বশতঃ পেরিষ্টল্‌টীক্ ক্রিয়াও (Peristaltic Action) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে উহাদের মৃদু বিরেচন ক্রিয়া প্রকটিত হইয়া থাকে।

অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহারা অন্ত্র মধ্যে প্রদাহ উৎপাদন করে। এবং অন্ত্র প্রদাহের সাধারণ লক্ষণ নিচয় আবির্ভূত হয়। প্রথমতঃ সাতিশয় বিবমিষা বমন ও ভেদ হইতে থাকে; পরে উদর মধ্যে জ্বলন ও কলিক্ বেদনা উপস্থিত হয়। নিরতিশয় ঘর্ম্ম হওয়াতে হস্ত পদাদি শীতল, নাড়ী সূক্ষ্ম, ক্ষীণ, কোমল ও দ্রুতগামিনী হয় এবং ক্রমশঃ রোগী দুর্ব্বল হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়।

উপরোক্ত ঔষধ সকল অন্ত্র মধ্য হইতে শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে কি কি ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

উল্লিখিত সল্‌ফাইড্ (Sulphide) সকলের বিশেষ গুণ এই যে উহা সেবনে বিশেষতঃ সল্‌ফাইড্ অব্ ক্যাল্‌সিয়ম্ (Sulphide of Calcium) সেবনে স্ফোটক মধ্যে আশু পূয়োৎপত্তি হইয়া থাকে এবং স্ফোটকের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে পূয়োৎপত্তি নিবারিত হয়। এতদ্দ্বারা স্ফোটক মধ্যে যেমন পূয়সঞ্চার হয় সেইরূপ স্ফোটকের বিবৃদ্ধি ও বিস্তার রহিত এবং স্ফোটকস্থিত পূয় সত্বর বহির্নিসৃত হয়। স্ফোটক মধ্যস্থ কোর (Core) অর্থাৎ ভাত ও শীঘ্র তরল হইয়া বহিষ্কৃত হইয়া থাকে।

থিরা। চর্ম্মরোগে সল্‌ফাইডের বাথ (Sulphide Bath), প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। সল্‌ফাইড্ জলে দ্রবীভূত করতঃ তদ্দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও পীড়িত স্থান ধৌত করিলে চর্ম্ম রোগে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য সোরাইসিস্ (Psoriasis), এক্‌জেমা (Eczema) প্রভৃতি বিবিধ

চর্ম্মরোগে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লিখিত রোগ সমূহের তরুণাবস্থায় অর্থাৎ যখন প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে তখন প্রয়োগ করিলে পীড়া প্রশমিত না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য চর্ম্মরোগের পুরাতনাবস্থায় ইহা প্রযোজ্য ও ফলপ্রদ। পুরাতন রিউম্যাটিজম্ (Rheumatism), গাউট (Gout) ও লেড্ পয়জনিং (Lead Poisoning) রোগেও ইহার বাথ বিশিষ্ট প্রকারে উপকারী। পুরাতন রিউম্যাটয়েড্ আর্থ্রাইটীস্ (Rheumatoid Arthritis) রোগ বশতঃ গ্রন্থি সকল স্থূল, বিকল, বিরূপ ও চালনাশক্তিহীন হইলে উক্ত সল্‌ফাইড্ বাথ প্রয়োগে চালনাশক্তির পুনরাবির্ভাব হয়। উপরোক্ত পীড়া সমূহে সলফাইডের সল্যুসন্ (Solution) অর্থাৎ দ্রব প্রস্তুত করতঃ উত্তপ্তাবস্থায় উহাতে লিণ্ট (Lint) অথবা বস্ত্র খণ্ড সিক্ত করিয়া পীড়িত গ্রন্থি সমূহের উপর সংস্থাপন করিলে, উক্ত সল্‌ফাইড্ দ্রব ক্রমশঃ শোষিত হইয়া, গ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ দূর করে সুতরাং উহারা ক্রমশঃ স্বকীয় ক্রিয়া পুনঃ প্রাপ্ত হইতে থাকে। লেড্ পয়জনিং (Lead Poisoning) পীড়াতে সল্‌ফাইড্ বাথ প্রয়োগ করিলে শীশ ধাতু স্বেদ সহ শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুর ন্যায় চর্ম্মোপরি সঞ্চিত হয়, কিন্তু কিরূপে ইহা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সল্‌ফাইডের বাথ প্রয়োগ কালীন কোন রূপধাতু পাত্র ব্যবহার করা অনুচিত।

কলিচুন এবং গন্ধক জলের সহিত অনলোত্তাপে মিশ্রিত করিয়া খোস ও চুলকানিতে প্রয়োগ করিলে উহা আরোগ্য হয়। এতদর্থে এক অংশ কলিচুণ, দুই অংশ গন্ধক এবং দশাংশ জল অগ্ন্যুত্তাপ সংযোগে একত্র মিলিত করিয়া কিয়ৎকাল পাত্র মধ্যে সংস্থাপন করিলে গন্ধক ও চুণ নিম্নে পতিত হয় এবং জলীয়াংশ উপরিভাগে বর্ত্তমান থাকে; ঐ জলীয়াংশ পাত্রান্তরে ধারণ করতঃ রোগীর পীড়িত স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রয়োগ করিলে স্বল্পকাল মধ্যেই উহা আরোগ্য হয়। এই ঔষধি প্রস্তুত কালীন ধাতুনির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। উল্লিখিত সল্‌ফাইড্ সকল মুখমণ্ডলের ব্রণর জন্যও স্থানিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহাতে আইওডাইড্ অব্ সল্‌ফর (Iodide of Sulphur) অধিকতর উপকারী।

গন্ধক কোন ধাতুর সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশ্রিত হইলে যে পদার্থ

প্রস্তুত হয় উহা অদ্রবণীয়, সুতরাং কোন ধাতু অধিক মাত্রায় সেবনে শরীর মধ্যে বিষক্রিয়া প্রকাশ করিলে সলফাইড্‌ প্রয়োগ দ্বারা উক্ত বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এতদর্থে এতাদৃশ অধিক মাত্রায় প্রয়োগাবশ্যক যে তদ্দ্বারা অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ উৎপাদিত হয় তজ্জন্য উহাদের প্রয়োগ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ধাতুর বিষক্রিয়া অপনয়ন জন্য যদি সল্‌ফাইড্‌ ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে সল্‌ফাইড্‌ অব্‌ আইরন্‌ (Sulphide of Iron) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ব্রণ অথবা স্ফোটকাদিতে সল্‌ফাইডের ব্যবহার সচরাচর লক্ষিত হয় কিন্তু সল্‌ফাইড্‌ অব্‌ ক্যাল্‌সিয়ম (Sulphide of Calcium) এতদর্থে অধিকতর উপযোগী। শিশু দিগের পক্ষে দুই অথবা তিন ঘণ্টা ব্যবধানে $\frac{1}{১০}$ হইতে $\frac{1}{২}$ গ্রেণ মাত্রায় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে $\frac{1}{৪}$ হইতে ১ গ্রেণ মাত্রায় প্রযোজ্য। ব্রণ অথবা স্ফোটকোদ্গমের প্রারম্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা প্রদাহ প্রশমিত এবং পূয়োৎপত্তি নিবারিত হইয়া থাকে। স্ফোটকাদি পক্কোন্মুখ হইলে এতৎপ্রয়োগে আশু প্রদাহের শান্তি ও পূয়ের সঞ্চার হয় এবং স্ফোটকাবরণ চর্ম্মভেদ করতঃ পূয় বহির্নিঃসৃত হইতে থাকে। স্ফোটকজনিত জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে অথবা স্ফোটক হইতে দুর্গন্ধযুক্ত অস্বাস্থ্যকর পূয় নিঃসৃত হইলে এতদ্দ্বারা জ্বরের লাঘব হয় এবং অস্বাস্থ্যকর পূয় স্বাস্থ্যকর পূয়ে পরিণত হয়। স্ফোটক মধ্যস্থ কোর (Core) দ্রাত ও এতদ্দ্বারা তরলীভূত হইয়া বহির্গত হয়। কেবল ব্রণ ও স্ফোটকাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয় এমত নহে, মেমারি এব্‌সেস (Mammary abscess), ইস্কিয়োরেক্‌টাল এব্‌সেস্‌ (Ischiorectal Abscess), গ্লুটিয়াল্‌ এব্‌সেস্‌ (Glutial Abscess) কার্ব্বঙ্কল (Carbuncle) পেরটিড্‌ এবসেস্‌ (Parotid Abscess) প্রভৃতি রোগেও ইহা বিশেষ উপকারক। গ্রীষ্মকালে সর্ব্বাঙ্গে স্ফোটক নির্গত হইলে এতৎপ্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল লক্ষিত হয়। আবির্ভূত স্ফোটক সকল সত্বর শুষ্ক হইয়া যায় এবং নূতন স্ফোটকের আবির্ভাব ও আশু নিবারিত হয়। উপরোক্ত পীড়া জনিত দুর্ব্বলতা, ক্ষুধা মান্দ্য, জ্বরভাব প্রভৃতি অসুস্থতা ও এতদ্দ্বারা সত্বর দূরীভূত হইয়া রোগীর স্বাস্থ্য সম্পাদিত হয়। স্ফোটকাদিতে ইহা প্রয়োগ করিলে যতদিন পর্য্যন্ত পূয় স্রাব বর্ত্তমান থাকে ততদিন ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইণ্ডোলেন্ট বিউবো (Indolent Bubo) এবং ডায়াবিটীস্‌

(Diabetes) রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্রণ ও স্ফোটকাদিতে এতদ্বারা সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

স্বল্প বয়স্ক শিশুদিগের স্ক্রফুলা (Scrofula) রোগে সলফাইড অব ক্যালসিয়ম (Sulphide of Calcium) বিশেষ উপকারী। এই রোগের প্রারম্ভে চর্ম্ম নিম্নে প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটীকা লক্ষিত হয়; ঐ সকল গুটীকা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং উহার উপরিস্থিত চর্ম্ম উহাতে সংলগ্ন ও চতুষ্পার্শবর্ত্তী শোণিত প্রণালী সকল বর্দ্ধিত হয় ও বক্রভাব ধারণ করে। অতঃপর ঐ সকল গুটিকা মধ্যে পূযঃ সঞ্চার হইলে উহার উপরিস্থ চর্ম্ম ভেদ করতঃ একটী গোলাকার ক্ষুদ্র ছিদ্র মধ্য দিয়া পূয নিঃসৃত হইতে থাকে। ঐ পূয স্বভাবতঃ অস্বাস্থ্যকর হয়। এইরূপ ক্ষত রোগীর গাত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লক্ষিত হয় এবং পর্য্যায় ক্রমে অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গুটিকাকারে নির্গত হইয়া পরে উপরোক্ত ক্ষতে পরিণত হয়। ইহা সত্বর আরোগ্য হয় না, দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে। দুই ঘণ্টা ব্যবধানে ১/১০ অথবা ১/২ গ্রেণ মাত্রায় কিয়ৎকাল সল্‌ফাইড্ অব্ ক্যালসিয়ম (Sulphide of Calcium) প্রয়োগ করিলে পূয় স্বাস্থ্যকর হয় এবং ক্রমশ উহার পরিমাণের হ্রাস হইয়া ক্ষত আরোগ্য লাভ করে। এতদ্বারা নূতন গুটিকার আবির্ভাব নিবারিত এবং রোগীর স্বাস্থ্যের এতাদৃশ উন্নতি সাধন হয় যে কড্‌লিবর অয়েল (Codliver Oil) কিম্বা লৌহঘটিত ঔষধ দ্বারা ও সেরূপ প্রত্যাশা করা যায় না।

স্ক্রফুলা (Scrofula) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কখন কখন হস্ত পদাদির মেটা কার্পাল ও (Mitacarpal) ও মেটাটার্সাল (Mitatarsal) অস্থি সকল উক্ত পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গ্রন্থিযুক্ত (Nodose) ও স্ফীত হইয়া থাকে। অনন্তর উক্ত স্থানে পূয়োৎপত্তি হইলে উহা লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং উহার বেদনা, স্ফীতি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; ক্রমশঃ চর্ম্মোপরি একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র লক্ষিত হয় এবং ঐ ছিদ্র মধ্য হইতে নিরন্তর পূযঃ নিঃসৃত হইয়া পরে নষ্ট অস্থি খণ্ড নির্গত হইতে থাকে। স্ক্রফুলা (Scrofula) রোগের এরূপাবস্থাতেও সলফাইড অব ক্যালসিয়ম (Sulpeide of Calcium) প্রযোজ্য। পূয়োৎপত্তির পূর্ব্বে অথবা প্রারম্ভে ইহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, প্রদাহ, বেদনা, স্ফীতি প্রভৃতি নিবারিত হয়। কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পূয় সঞ্চার হইলে এবং

অভ্যন্তরস্থ অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, উহা যাবৎ কাল বহির্গত না হয় তাবৎ কাল পীড়ার প্রতিকার লক্ষিত হয় না। এতদবস্থাতেও উক্ত ঔষধি প্রয়োগ করিলে পূয় ও নষ্টাস্থি সত্বর নির্গত হয় এবং ক্ষতের অবস্থা স্বাস্থ্যকর হইয়া আশু আরোগ্য লাভ হয়। গ্রীবাদেশে স্ক্রফুলা (Scrofula) জনিত ক্ষতে এবং হস্ত পদাদিতে অথবা পৃষ্ঠদেশে ইণ্ডোলেণ্ট এব্‌সেস্ (Indolent Abscess) হইলে এতদ্বারা যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপরোক্ত ক্ষত সমূহে স্বল্প মাত্রায় তাদৃশ উপকার দৃষ্ট না হইলে ½ হইতে ১ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে পাঁচ ছয় বার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্ক্রফুলা (Scrofula) রোগে দীর্ঘকাল ইহা প্রয়োগ না করিলে কোন ফল প্রত্যাশা করা যায় না সুতরাং স্বল্পকাল ব্যবহারে হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। সল্‌ফাইড্ জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে অতি স্বল্পকাল মধ্যে উহা সল্‌ফেটে (Sulphate) পরিণত হয় সুতরাং উহার গুণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, এজন্য উহার মিশ্র সদ্য প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য ১ গ্রেণ সলফাইড্ অব ক্যাল্‌সিয়ম্ (Sulphide of Calcium) দশ আউন্স জলে দ্রবীভূত করিয়া এক ড্রাম আন্দাজ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় কিম্বা দুই ঘণ্টা ব্যবধানে প্রয়োগ করিতে হয়; কিম্বা $\frac{1}{2}$ অথবা $\frac{1}{10}$ গ্রেণ সল্‌ফাইড্ অৰ্দ্ধ অথবা এক গ্রেণ স্যাকারাম্ ল্যাক্‌টিসের (Saccharum Lactis) সহিত মিশ্রিত করতঃ দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য্য। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য ¼ হইতে ½ অথবা ১ গ্রেণ মাত্রায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ ৪। ৫ গ্রেণ স্যাকারাম্ ল্যাক্‌টিসের (Saccharum Lactis) সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করা উচিত। দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে হইলে দিবসে তিন চারি বার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট।

IODIDE OF SULPHUR—আইওডাইড্ অব্ সল্‌ফর।

থিরা। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে আইওডাইড্ অব্ সল্‌ফর (Iodide of Sulphur) দ্বারা মলম প্রস্তুত করতঃ মুখব্রণে প্রয়োগ করিলে উহা আরোগ্য হয়। এই ব্রণ দুই প্রকার, এক্‌নে ইণ্ডিউরেটা ((Acne Indurata) এবং

একনি রোজেসিয়া (Acne Rosacea); এবং এই দ্বিবিধ ব্রণেই ইহা ব্যবহার্য্য। ব্রণোদ্গমের প্রারম্ভে উক্ত মলম প্রয়োগ করিলে ইহা বর্দ্ধিত হয় না। রাত্রিকালে প্রয়োগ করিলে প্রাতে দেখা যায় ব্রণ তিরোহিত হইয়াছে। যদি পুনর্ব্বার ব্রণ আবির্ভূত হয় তবে দুই কি তিন বার প্রয়োগ করিলে পুনরাবির্ভাব রহিত হয়। ব্রণ গুলিন পক্কোন্মুখ হইলে এতৎ প্রয়োগে স্ফীতির হ্রাস হয় প্রদাহ প্রশমিত হয় এবং সত্বর ব্রণ মধ্যে পূযোৎপত্তি হয় সুতরাং ইহার ক্রিয়া সল্‌ফাইড্‌ অব্‌ ক্যাল্‌সিয়মের (Sulphide of Calcium) ক্রিয়ার ন্যায়। চর্ম্মোপরি উক্ত মলম মর্দ্দন করিলে নবব্রণোদ্গম নিবারিত হয়। ব্রোমিক একনিতেও (Bromic Acne) ইহা উপকারক।

CHLORINE GAS, CHLORINE WATER, CHLORINATED SODA AND CHLORINATED LIME.

ক্লোরিণ-বাষ্প, ক্লোরিণ দ্রব, ক্লোরিণেটেড্‌-সোডা এবং ক্লোরিণেটেড্‌লাইম।

ফিজি। উপরোক্ত পদার্থ নিচয় দুর্গন্ধনাশক, সংক্রমণহারক এবং পচননিবারক। উহাদের উল্লিখিত গুণ থাকার কারণ এই যে ক্লোরিণ বাষ্প (Chlorine Gas) অতি সহজে হাইড্রোজেন্‌ (Hydrogen) বাষ্পের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিলিত হয় সুতরাং অর্গ্যানিক ও ইনঅর্গ্যানিক (Organic and Inorganic) পদার্থ মাত্রেই যে হাইড্রোজেন্‌ (Hydrogen) বাষ্প বিদ্যমান থাকে, ক্লোরিণ উহার সহিত রাসায়নিক ভাবে মিলিত হওয়াতে ঐ অর্গ্যাণিক অথবা ইনঅর্গ্যাণিক (Organic or Inorganic) পদার্থের নির্ম্মাপক দ্রব্য গুলিন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাদের অনিষ্টকর ধর্ম্ম অথবা দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। ক্লোরিণেটেড্‌ সোডা (Chlorinated Soda) এবং ক্লোরিণেটেড্‌ লাইম্‌ (Chlorinated Lime) হইতে হাইপোক্লোরাস্‌ এসিড্‌ (Hypochlorous Acid) নির্গত হইয়া থাকে। এই এসিডের ধর্ম্ম এই যে ইহাতে যে অম্লজান বাষ্প বিদ্যমান থাকে তাহার একাংশ ইহা হইতে বহির্গত হইয়া সন্নিহিত অপর বাষ্পের সহিত মিলিত হয়। সুতরাং কোন দুর্গন্ধময় বাষ্প ইহার নিকটবর্ত্তী হইলে উক্ত এসিডের একাংশ অম্লজান বাষ্প উহার সহিত মিলিত হইয়া

উহার দুর্গন্ধ নষ্ট করে। এমোনিয়া, সল্‌ফারটেড্ হাইড্রোজেন্, সল্‌ফাইড্ অব্ এমোনিয়া (Ammonia, Sulphurated Hydrogen, Sulphide of Ammonia) প্রভৃতি দূষিত বাষ্প পীড়িত ব্যক্তির অবস্থান গৃহে সতত বিরাজমান থাকে। ক্লোরিণ উহাদের দুর্গন্ধ দূরীকরণে বিশেষ উপযোগী, যেহেতু ক্লোরিণের স্বভাবসিদ্ধ বিস্তারশীলতা গুণে উহা অতি স্বল্পকাল মধ্যে গৃহের চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইয়া গৃহস্থিত দূষিত বাষ্প দূরীভূত করে, সুতরাং ইহারা দুর্গন্ধনাশক (Deodorizer)। উহারা সংক্রমণহারক (Disinfected) ঔষধের মধ্যে পরিগণিত, যেহেতু যে সকল পদার্থ দ্বারা বিবিধ সংক্রামক পীড়ার উৎপত্তি হয় তন্মধ্যে কোন কোন পদার্থ এতদ্দারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং যদিও সর্ব্ববিধ সংক্রামক পীড়া নিবারণে উহাদের শক্তি নাই তথাপি কতকগুলিন যে নিবারিত হয় তৎপক্ষে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইহারা পচননিবারক (Antiseptic) বলিয়া চিরপরিচিত। তাহার কারণ এই যে, যে সকল কীটাণু দ্বারা পচনারম্ভ হয় অথবা যে সকল পচনকারী পদার্থ শোণিত প্রবাহে লীন হইয়া উহাকে বিষাক্ত করতঃ জ্বরোৎপাদন করে ঐ সকল কীটাণু ও পদার্থ এতদ্দারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

থিরা। ক্ষতস্থানে কিম্বা স্ফোটকগহ্বরে দুর্গন্ধযুক্ত পূয সঞ্চিত হইলে, উহাদের দ্রব (Solution) দ্বারা উক্ত স্থান ধৌত করণে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। ক্ষতস্থানে পচনারম্ভ হইলেও উক্ত দ্রব দ্বারা ধৌত করিলে পচন নিবারিত হয়। উহারা বাহ্যপ্রয়োগে সামান্য উত্তেজক বলিয়া এতদ্দারা ক্ষতের অবস্থা স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। কখন কখন স্ফোটক গহ্বরস্থিত পূয়রাশি গলিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং উহা শোষিত ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে দূষিত ও বিষাক্ত করে। শোণিতরাশি এরূপে দূষিত হইলে বিবিধ ব্যাধি উৎপাদনে সক্ষম হয় সুতরাং তন্নিবারণার্থ অনুগ্র ক্লোরিণ দ্রব (Weak Chlorine Solution) স্ফোটক গহ্বর ধৌতির জন্য ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

কখন কখন প্রসবান্তে প্রসূতির জরায়ুগহ্বরে পুষ্পাংশ (Bit of Placent) বর্ত্তমান থাকাতে ক্রমশঃ উহা গলিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সুতরাং জরায়ুগহ্বর হইতে যে শোণিত ও পূয স্রাব হয় তাহা এতাদৃশ দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে যে প্রসূতির সন্নিকটে অবস্থিতি করা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে। উক্ত গলিত

পুষ্পাংশ হইতে যে পূয় নিঃসৃত হয় উহা শোষিত হইয়া পিয়াপ্রাল পেরিটো- নাইটিস্ (Puerperal Peritonitis) এবং পিয়াপ্রাল সেপ্টিসিমিয়া (Puerperal Septicœmia) পীড়া উৎপাদন করে। এতন্নিবারণার্থ জরায়ু ও যোণিগহ্বর ঈষদুষ্ণ ক্লোরিণ দ্রব দ্বারা প্রাতঃসন্ধ্যায় ধৌত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ক্লোরিণ দ্রবাপেক্ষা কণ্ডিজ্ ফ্লুইড্ (Condy's Fluid) অধিকতর ফলপ্রদ। দুই ড্রাম কণ্ডিজ্ ফ্লুইড্ (Condy's Fluid) আন্দাজ দুইসের ঈষদুষ্ণ সলিলে মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা ধৌত করিলে স্বল্পকাল মধ্যে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং উল্লিখিত পীড়ারও তাদৃশ আশঙ্কা থাকে না।

এম্পাইমা (Empyœma) রোগে প্লুরা গহ্বরস্থ (Pleural Cavity) দুর্গন্ধ যুক্ত পূয়রাশি কখন লাংসের (Lungs) মধ্য দিয়া নির্গত হয়, কখন বক্ষঃ প্রাচীর ভেদ করতঃ স্বতঃ বহির্নিঃসৃত হয় এবং কখন বা অস্ত্রোপচার দ্বারা উক্ত প্রাচীর চ্ছেদ করতঃ উহাকে বহিস্কৃত করিতে হয়। পূয়রাশি বহির্গত হইলে পচন নিবারণার্থ প্লুরাগহ্বর পচননিবারক ঔষধের দ্রব দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক। এতদর্থে উল্লিখিত ঔষধগুলির অনুগ্র দ্রব (Weak Solution) প্রযুক্ত হয়, কিন্তু সচরাচর কুইনাইন অথবা কণ্ডিজ্ ফ্লুইড্ (Condy's Fluid) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৮ কিম্বা ১০ গ্রেণ কুইনাইন প্রতি এক আউন্স জলে দ্রবীভূত করতঃ তদ্বারা প্লুরাগহ্বর ধৌত করিলে আশানুরূপ ফললাভ হয়।

স্কার্লেট্ জ্বর (Scarlet Fever) অথবা ডিপ্থিরিয়া (Diphtheria) রোগে গলাভ্যন্তরে পচনশীল ক্ষত উৎপাদিত হইলে, উহার পচননিবারণার্থ ক্লোরিণ প্রভৃতি ঔষধের দ্রব ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন যে ডিপ্থিরিয়া (Diphtheria) রোগে ক্ষতোপরি যে একটী শুভ্রবর্ণের মেম্ব্রেণ (Membrane) অর্থাৎ ঝিল্লি দৃষ্ট হয় উহাতে ক্লোরিণেটেড্ সোডার (Chlorinated Soda) উগ্র দ্রব (Strong Solution) প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। পারদ সেবনে মুখগহ্বরের প্রদাহ বশতঃ নিরন্তর লালানিঃসরণ হয় এবং ওষ্ঠাধর,দন্তমাড়ি, জিহ্বা প্রভৃতি পচনশীল ক্ষতে পরিপূর্ণ হওয়াতে মুখাভ্যন্তর হইতে এতাদৃশ দুর্গন্ধ বহিষ্কৃত হয় যে তন্নিবারণার্থ বিবিধ পচননিবারক ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে সুতরাং ক্লোরিণাদি ঔষধ এতদর্থে সচরাচর ব্যবহার্য্য।

উল্লিখিত ঔষধ ব্যতীত আইওডিন্ (Iodine) পারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ (Permanganate of Potash) এবং কার্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid) প্রভৃতি কতিপয় ঔষধও দুর্গন্ধনাশক এবং পচননিবারক বলিয়া পরিচিত। ক্লোরিণ্, আইওডিন্ এবং কার্বলিক্ এসিডের উপরোক্ত গুণ ব্যতীত উত্তেজন এবং উগ্রতাসাধন ক্রিয়া লক্ষিত হয় কিন্তু পারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাসের (Permanganate of Potash) সে গুণ নাই উহা কেবল মাত্র পচননিবারক। কার্বলিক্ এসিড্ দুর্গন্ধ দূরীকরণে তাদৃশ উপযোগী নহে।

IODINE—আইওডিন্।

ফিজি। আইওডিনের বিশেষ গুণ এই যে উহা অর্গ্যানিক (Organic) কি ইন্অর্গ্যানিক (Inorganic) এই উভয়বিধ পদার্থের সহিত সহজে সম্মিলিত হইতে পারে। উহার বিস্তারশীলতা গুণে উহা বাহ্য প্রয়োগে চর্ম্মভেদ করতঃ অনতিবিলম্বে নিম্নস্থিত টিস্থ মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। আইওডিনের উগ্র দ্রব (Strong Solution) চর্ম্মোপরি কোন স্থানে প্রয়োগ করিলে উক্ত স্থান লোহিত বর্ণ ধারণ করে, এবং ঐ স্থানের প্রত্যুগ্রতা সাধন করতঃ উত্তাপ এবং জ্বলনোৎপাদন করে। এতৎ প্রয়োগে জ্বলন এতাদৃশ অসহ্য হইয়া উঠে যে তন্নিবারণার্থ চিকিৎসকের সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আইওডিনের জ্বলনাপনয়নে জিন (Gin), হুইস্কি (Whisky) বিশেষতঃ আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের (Iodide of Potassium) দ্রব বিশেষ উপযোগী। জ্বলন নিবারিত হইলে বেদনা দূরীকরণার্থ পুল্টীস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আইওডিন্ বাহ্য প্রয়োগে প্রদাহ এবং কখন কখন ফোস্কাও উৎপাদন করিয়া থাকে। যে স্থলে ফোস্কা না হইয়া কেবল মাত্র প্রদাহ জন্মে সে স্থলে প্রদাহ প্রশমিত হইলে কিউটিকল্ (Cuticle) স্খলিত হয়, কিন্তু যে স্থলে ফোস্কাজনিত ক্ষতোৎপাদন করে সে স্থলে ক্ষত আরোগ্য হইলে তচ্চিহ্ন যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে। অমুগ্রাবস্থায় আইওডিন্ প্রয়োগ করিলে

তিন চারি দিবস মধ্যে চুলকনার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা নির্গত হইয়া থাকে।

আইওডিনের অনুগ্র দ্রব (Weak Solution) চর্ম্ম অথবা ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিলে উত্তেজন ও শোষণ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ক্লোরিণের ন্যায় ইহাও দুর্গন্ধনাশক, সংক্রমণহারক এবং পচননিবারক বলিয়া পরিচিত।

অধিক মাত্রায় আভ্যন্তরিক সেবনে আইওডিন্ পাকস্থলীর প্রদাহ উৎপাদন করে; সুতরাং তজ্জনিত লক্ষণাবলি স্বল্প কাল মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। এপিগ্যাষ্ট্রীয়ম্ (Epigastrium) প্রদেশে নিরতিশয় বেদনা, বিবমিষা, বমন, ভেদ, স্বেদস্রাব, হস্তপদাদির শীতলতা, শারীরিক এবং হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ নিচয় প্রকাশিত হইয়া ক্রমশঃ রোগী কালকবলে নিপতিত হয়।

স্বল্পমাত্রায় সেবনান্তর আইওডিন্ পাকস্থলীতে প্রবেশ করতঃ শোষিত হইয়া শোণিত প্রবাহে লীন হয় এবং তথায় শোণিতস্থিত পটাসিয়ম্ (Potassium) এবং সোডিয়মের (Sodium) সহিত রাসায়নিক ভাবে সম্মিলিত হইয়া আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) এবং আইওডাইড্ অব্ সোডিয়মে (Iodide of Sodium) পরিণত হইয়া থাকে। রক্তরাশি মধ্যে আইওডিন্ রূপান্তরিত হইয়া উল্লিখিত পদার্থ দ্বয়ে পরিণত হইলে উহারা শরীরাভ্যন্তরে স্বকীয় গুণ ও ধর্ম্ম প্রদর্শন করে, সুতরাং বিশুদ্ধ আইওডিন্ প্রয়োগে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উপর আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) এবং আইওডাইড্ অব্ সোডিয়মের (Iodide of Sodium) ক্রিয়া লক্ষিত হয়। শোণিত মধ্যে আইওডিনের কিয়দংশ এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া এল্‌বিউমিনেট্ (Albuminate) প্রস্তুত করে। আইওডিন্ ষ্টার্চের (Starch) সহিত মিলিত হইলে নীলবর্ণের আবির্ভাব হয়।

আইওডিনের ক্রিয়া:—বাহ্য প্রয়োগে; লালকারক (Rubifacient), প্রত্যুগ্রতা সাধক (Counter iritant), প্রদাহজনক, ফোস্কাকারক, উত্তেজক, শোষক, দুর্গন্ধনাশক, সংক্রমণহারক (Disinfectant), এবং পচননিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে,—অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া জনক, এবং স্বল্প মাত্রায় শোষক ও পরিবর্ত্তক,—

থিরা। আইওডিন্‌ বিবিধ ব্যাধিতে বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয় ও তজ্জন্য ইহার লিনিমেণ্ট (Liniment), অয়েণ্টমেণ্ট (Ointment), এবং টিংচার (Tincture) সচরাচর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্লুরিসি (Pleurisy) রোগে প্লুরাগহ্বরে জল সঞ্চিত হইলে উহা শোষণ জন্য আইওডিন্‌ লিনিমেণ্ট বিশেষ উপযোগী। পুরাতন যক্ষা রোগে নিরন্তর কাশি হওয়াতে রোগী নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে এবং তিলার্দ্ধও সুস্থতা লাভ করিতে পারে না, তন্নিবারণার্থ আইওডিন্‌ লিনিমেণ্ট বক্ষঃপ্রাচীরের সম্মুখ প্রদেশে অর্থাৎ কণ্ঠাস্থির নিম্নভাগে প্রয়োজিত হয়। এতদ্বারা যে কেবল কাশির লাঘব হয় এমত নহে, ব্রঙ্কিয়াল্‌ টিউব্‌ (Bronchial Tube) হইতে এবং যক্ষা রোগজনিত ফুস্‌ফুসের গহ্বর হইতে যে শ্লেষ্মাস্রাব হইয়া থাকে তাহারও হ্রাস হয়। শ্বাসনালীর পুরাতন প্রদাহে কাশি ও শ্লেষ্মাস্রাব নিবারণার্থ উপরোক্ত প্রণালীতে বক্ষঃপ্রাচীরের সম্মুখ ও পশ্চাৎ প্রদেশে আইওডিন্‌ লিনিমেণ্ট প্রযুক্ত হয়। প্লুরোডিনিয়া রোগে বক্ষঃ প্রাচীরে নিরতিশয় বেদনা অনুভূত হইলে এতৎপ্রয়োগে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। এই রোগে স্থল বিশেষে আইওডিনাপেক্ষা মাষ্টার্ড অধিকতর ফল প্রদান করে, এবং কখন বা মাষ্টার্ডাপেক্ষা আইওডিন্‌ অধিকতর কার্য্যকারী বলিয়া প্রতীত হয়। রিউম্যাটিজ্‌ম্‌ (Rheumatism), গাউট (Gout) এবং সাইনোভাইটিস্‌ (Synovitis) ব্যাধি সম্ভূত পুরাতন প্রদাহে গ্রন্থি সমূহ স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও চালনাশক্তি হীন হয় এবং কখন কখন গ্রন্থি মধ্যে রস সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ উহা পূয়ে পরিণত হয়। সাইনোভাইটিস্‌ (Synovitis) পীড়াতেই সচরাচর গ্রন্থিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পূয়োৎপত্তি হইয়া থাকে। এবম্ভূত গ্রন্থি প্রদাহ দূরীকরণার্থ আইওডিন্‌ লিনিমেণ্ট বিশেষ উপযোগী। পীড়িত গ্রন্থির উপরিভাগে ও চতুষ্পার্শ্বে ইহা প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ স্ফীতি ও বেদনা কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয় বটে কিন্তু দুই এক দিবস মধ্যেই উহা তিরোহিত হইতে থাকে। এইরূপে কিয়দ্দিন উহা প্রয়োগ করিলে প্রদাহ প্রশমিত, বেদনার শান্তি, সঞ্চিত রস শোষিত, স্ফীতি দূরীভূত এবং চালনাশক্তি পুনরাবির্ভূত হয়। লিনিমেণ্ট আইওডিন্‌ প্রয়োগে যে স্থলে প্রথমতঃ স্ফীতির বৃদ্ধি হয় সে স্থলে পীড়ার আশু প্রতিকার লক্ষিত হইয়া থাকে সুতরাং উহা অতীব সুলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। কোন কোন চিকিৎসক লিনিমেণ্ট

আইওডিনের পরিবর্ত্তে ব্লিষ্টার প্রয়োগ করেন। এতদ্বারাও প্রথমতঃ স্ফীতির আধিক্য দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু পশ্চাতে উহা অভিলষিত ফল প্রসব করিয়া থাকে। উল্লিখিত গ্রন্থি প্রদাহে লিনিমেণ্ট আইওডিনের সহিত তুল্যাংশে লিনিমেণ্ট বেলেডোনা এবং ৮ অথবা ১০ গ্রেণ মর্ফিয়া (Morphia) মিলিত করতঃ প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফললাভ হয়। এই মিশ্র বিউবো (Bubo) প্রদাহের প্রারম্ভে প্রলেপ স্বরূপ প্রয়োগ করিলে উহা সত্বরই অপনীত হয়। বিবিধ গ্লাণ্ডের পুরাতন প্রদাহেও (Glandular Inflammation) ইহা উপকারী। ব্রঙ্কোসিল (Bronchocele) পীড়া অপনয়নে আইওডিনের ক্ষমতা অত্যাশ্চর্য্য। লিনিমেণ্ট আইওডিন্ সপ্তাহে এক অথবা দুইবার অর্ব্বুদোপরি প্রয়োগ করিলে কিয়দ্দিন মধ্যেই উহা অন্তর্হিত হয়। লুপাস (Lupus) নামক চর্ম্মরোগে ও লিনিমেণ্ট আইওডিন্ অতীব ফলপ্রদ। এই পীড়া বিস্তারশীল সুতরাং এতদ্বারা চর্ম্ম যতদূর পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় তাহার চতুস্পার্শ্বে উহা প্রয়োগ করিলে রোগের বিস্তৃতি রোধ এবং পীড়িত চর্ম্মোপরি প্রয়োগে পীড়ারও শান্তি হইয়া থাকে।

আইওডিনের লিনিমেণ্টের ন্যায় উহার অয়েণ্টমেণ্টও (Ointment) বিবিধ চর্ম্ম রোগে ব্যবহার্য্য। আইওডিন্ অয়েণ্টমেণ্ট চিল্ব্লেন (Chilblain) রোগের প্রারম্ভে অর্থাৎ চর্ম্মোপরি ক্ষতোৎপাদনের পূর্ব্বে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে সত্বর প্রতিকার লক্ষিত হয়। আইওডিনের টিংচার স্বল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিলেও ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে কিন্তু এতদপেক্ষা উহার অয়েণ্টমেণ্ট অধিকতর ফলপ্রদ। উল্লিখিত পীড়াতে বেঞ্জোয়িন (Benzoin) অথবা এমোনিয়াতে (Ammonia) আইওডিনের দ্রবও ফলদায়ক। বক্ষঃ-প্রাচীরের কোন স্থানে বেদনা উপস্থিত হইলে উহা যদি প্রদাহ জনিত না হয় তাহা হইলে আইওডিন্ অয়েণ্টমেণ্ট প্রয়োগে বেদনার লাঘব হয়। কিন্তু এবম্বিধ বেদনা কখন বা বক্ষঃপ্রাচীরের চর্ম্মে কখন বা মাংসপেশীতে সম্ভূত হইয়া থাকে। পীড়িত প্রদেশের চর্ম্ম দুই অঙ্গুলি মধ্যে ধারণ করিলে যদি বেদনা অনুভূত হয় তবে উহা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) রোগ জনিত এবং মাংসপেশীতে অবস্থিত হইলে মাইয়্যাল্জিয়া (Myalgia) পীড়া সম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে। পীড়া প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) বলিয়া স্থিরী-

ক্ষত হইলে লিনিমেণ্ট বেলেডনা দ্বারা আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু মাইয়্যাল্‌জিয়া (Myalgia) হইলে বেলেডনাপেক্ষা আইওডিন্ অয়েণ্টমেণ্ট প্রয়োগে অধিকতর উপকার লক্ষিত হয়।

মানবদেহের কোনস্থানে প্রদাহ জন্মিলে ঐ স্থান স্ফীত হইয়া থাকে। এই স্ফীতির কারণ এই যে প্রদাহকালে রক্তপ্রণালী হইতে শোণিতের জলীয়াংশ (Liquor Sanguinis) এবং অসংখ্য শ্বেত কণিকা ও কিঞ্চিৎ লোহিত কণিকা নির্গত হইয়া টিস্থমধ্যে প্রবেশ করে। প্রদাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও পুরাতন হইলে স্ফীতি ও কাঠিন্যও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; সুতরাং প্রদাহ জনিত ঐ সকল পদার্থ শোষণার্থ আইওডিনের টিংচার ও অয়েণ্টমেণ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন গ্লাণ্ডের (Glands) প্রদাহ নিবন্ধন ঐরূপ স্ফীতি ও কাঠিন্য বহুদিন বর্ত্তমান থাকিলে টিংচার অথবা লিনিমেণ্ট আইওডিন্ তদুপরি প্রায়াগে স্ফীতির হ্রাস হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ উহা স্বাভাবিক কোমলতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এতাদৃশ গ্লাণ্ডের প্রদাহ স্ক্রফুলা (Scrofula) পীড়া সম্ভূত হইলে উক্ত ঔষধি বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু এতৎ প্রয়োগে কখন কখন প্রদাহ বর্দ্ধিত হইয়া গ্লাণ্ড মধ্যে পুয় সঞ্চার হইয়া থাকে। টাক রোগে ইহার ব্যবহার সচরাচর দৃষ্ট হয়, কিন্তু আইওডিন্ আলকাতরার (Wood-Tar) সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে অধিকতর উপকার হয়। দুই ড্রাম আইওডিন্ এক আউন্স আলকাতরার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। সমস্ত মস্তক কেশশূন্য হইলে সর্ব্বস্থানে প্রয়োগ না করিয়া মস্তকের স্থানে স্থানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মস্তকের স্থানে স্থানে এ রোগের আবির্ভাব হইলে এতৎ প্রয়োগে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। আইওডিনের লিনিমেণ্ট, অয়েণ্টমেণ্ট অথবা টিংচার, হার্পিজ (Herpes) রোগে মহোপকারী। উহার লিনিমেণ্ট বারেক মাত্র প্রয়োগ করিলে রোগের শান্তি হয় কিন্তু অয়েণ্টমেণ্ট অথবা টিংচার প্রতিদিন দুই একবার করিয়া তিন চারি দিবস প্রয়োগে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) পীড়াতে যতদূর পর্য্যন্ত প্রদাহের বিস্তার লক্ষিত হয় তাহার চতুষ্পার্শ্বে আইওডিন্ দ্রব প্রয়োগ করিলে উহা নিবারিত হয়। নবজাত চর্ম্মপ্রদাহ নিবারণে আইওডিন্ সক্ষম। বাগী, স্ফোটক,

কার্ব্বঙ্কেল্ (Carbuncle) প্রভৃতি পীড়ার প্রারম্ভে, পীড়িত প্রদেশে আইওডিন্ লিনিমেণ্ট প্রয়োগ দ্বারা ফোস্কা উৎপাদন করিলে প্রদাহ প্রশমিত হয়। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে উল্লিখিত পীড়া সমূহে আইওডিন্ ও বেলডনা লিনিমেণ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধ আউন্স ও দশ গ্রেণ মর্ফিয়া (Morphia) একত্র করতঃ প্রয়োগ করিলে স্বল্পকাল মধ্যে বেদনা ও প্রদাহের লাঘব হইয়া থাকে।

একশিরা রোগে ট্রোকার (Trochar) দ্বারা টিউনিকা ভ্যাজিনেলিশ (Tunica Vaginalis) ছিদ্র করতঃ উহার গহ্বর হইতে জল বহিষ্করণান্তর তন্মধ্যে আইওডিনের টিংচার পিচ্কারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে উক্ত মেম্ব্রেণের (Membrane) প্রদাহ উৎপাদিত হয়। এই প্রদাহের নাম সংযোজক প্রদাহ (Adhesive Inflammation), কারণ প্রদাহ কালিন মেম্ব্রেণ (Membrane) হইতে আটা সংযুক্ত এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হইয়া উহার পেরাইটাল (Parietal) ও ভিসিরাল (Visceral) লেয়ারকে (Layer) পরস্পর সংযুক্ত করে সুতরাং তন্মধ্যে পুনঃ জলসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এবম্বিধ চিকিৎসাতে প্রখর প্রদাহ না জন্মিলে পীড়াবসান না হইয়া উহা পুনরাবির্ভূত হয়।

আর্থ্রাইটিস্ (Arthritis) পীড়া জনিত গ্রন্থির হোয়াইট্ সোয়েলিং (White Swelling) হইলে গ্রন্থির অভ্যন্তর প্রদেশে আইওডিন্ দ্রব প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রন্থির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী টিসুতে প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে অথবা গ্রন্থি মধ্যস্থ অস্থি ক্ষতসংযুক্ত কিম্বা বিনষ্ট হইলে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। এম্পাইমা (Empyœma) রোগেও ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। প্লুরাগহ্বরে জল সঞ্চিত হইয়া উহা দুর্গন্ধযুক্ত পূয়ে পরিণত হইয়া থাকে, অস্ত্রোপচার দ্বারা উহা বহিষ্কৃত করতঃ আইওডিনের অনুগ্র দ্রব দ্বারা উক্ত গহ্বর ধৌত করিলে পূয় সঞ্চার নিবারিত হয় এবং দুর্গন্ধও দূরীভূত হয়। এতদর্থে প্রথমতঃ চারি অথবা পাঁচ গ্রেণ আইওডিন্ কিম্বা আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) এক পাইণ্ট জলে দ্রবীভূত করতঃ তদ্দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক। কিন্তু এতদ্দ্বারা কখন কখন বিপৎপাত সম্ভাবনা। স্থল বিশেষে আইওডিন্ দ্বারা প্লুরার প্রখর প্রদাহ ও জ্বর সংঘটিত হইয়া রোগীর প্রাণ

পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে পূয়াগহ্বর এতাদৃশ দুর্গন্ধনাশক ও পচন নিবারক পদার্থ দ্বারা ধৌত করতঃ সতত পরিষ্কৃত না রাখিলেও দেহাভ্যন্তরে পূয় শোষিত হইয়া বিষময় ফল প্রসব করে; সুতরাং উহা সাতিশয় সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ কয়েকদিন যাবত নিতান্ত অনুগ্র দ্রব (Very Weak Solution) প্রয়োগ করতঃ যখন বিবেচিত হইবে যে পূয়াগহ্বর আইওডিনের ক্রিয়া সহনে সক্ষম হইয়াছে তখন উহার দ্রব ক্রমশঃ উগ্রতর করিতে হইবে, নতুবা অনভিজ্ঞতাবশতঃ অথবা অসাবধানতা নিবন্ধন প্রথমতঃ উগ্রদ্রব ব্যবহার করিলে রোগীর বিপদ সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। ওভেরিয়ন্ টিউমারে (Ovarian Tumour) ওভেরি (Ovary) মধ্য হইতে সঞ্চিত জল বহিষ্কৃত করতঃ আইওডিনের পিচ্কারী প্রয়োগ করিলে পীড়া আরোগ্য হয়। অর্ব্বুদের আকারানুসারে দুই চারি আউন্স হইতে দশ বার আউন্স পর্য্যন্ত টিংচার আইওডিন্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বৃহদাকার স্ফোটক হইলে অস্ত্রোপচার দ্বারা পূয় আকর্ষণ করতঃ টিংচার আইওডিন্ অথবা আইওডিন্ দ্রব স্ফোটক, গহ্বরে পিচ্কারী দ্বারা প্রয়োগ করিয়া পরে প্রত্যহ কণ্ডিজ্ ফ্লুইড্ (Condy's Fluid) দ্বারা ধৌত করিলে স্ফোটক মধ্যে পূয় সঞ্চার নিবারিত হয় এবং তত্রস্থ ক্ষত স্বাস্থ্যকর হইয়া গ্রানুলেসন্ (Granulation) দ্বারা সত্বর পরিপূরিত হয়। ইলিয়াক্ (Iliac) লাম্বার (Lumbar), গ্লুটিয়াল্ (Glutial), ইস্কিও রেক্টাল্ (Ischio-rectal) প্রভৃতি স্ফোটক এবম্বিধ প্রণালীতে চিকিৎসা করিলে আশু প্রতিকার লক্ষিত হয়। ব্রঙ্কোসিল রোগে (Bronchocele) পাঁচ হইতে পোনের বিন্দু মাত্রায় টিংচার আইওডিন্ চর্ম্ম নিম্নে পিচ্কারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে সত্বর আরোগ্য হয়। ব্রঙ্কোসিলের (Bronchocele) এইরূপ আধুনিক চিকিৎসা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সাতিশয় সন্তোষজনক। টন্সিলের (Tonsils) বিবৃদ্ধি অথবা গ্লাণ্ডের অর্ব্বুদ হইলে তন্মধ্যে টিংচার আইওডিন্ পিচ্কারী দ্বারা প্রযুক্ত হয়। সপ্তাহ মধ্যে এক কি দুইবার প্রয়োগ করিলে উহার আকার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে থাকে কিন্তু এই ঔষধি গ্লাণ্ড মধ্যে প্রবেশ না করিয়া যদি কনেক্টিভ্ টিসু (Connective Tissue) মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে ক্ষতোৎপাদন করিয়া থাকে সুতরাং পিচ্কারী প্রয়োগ কালে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

ব্যাধি বিশেষে টিংচার আইওডিন্ আঘ্রাণেও রোগোপশম হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শ্বাস প্রণালীর পীড়াতেই ইহা ব্যবহৃত হয় যথাঃ—

১। পুরাতন যক্ষারোগে কাশি নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইলে এবং লাংসের (Lungs) গহ্বর হইতে প্রচুর পরিমাণে পুয় নিঃসৃত হইলে এতদাঘ্রাণে উভয়ই প্রশমিত হয়।

২। হামরোগে সচরাচর শ্বাস প্রণালীর প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। এই প্রদাহ লেরিংস (Larynx), ট্রেকিয়া (Trachea) এবং প্রধান প্রধান ব্রঙ্কিয়াল্ টিউবে (Bronchial Tube) দৃষ্ট হয়। কোন কোন বালক হাম রোগগ্রস্ত হইলে উল্লিখিত প্রদাহ নিবন্ধন কাশি, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হওয়াতে নিরন্তর নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে। কোন কোন বালকের সামান্য শৈত্য প্রভাবেও এবম্বিধ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। এতন্নিবারণার্থ আইওডিন্ প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী।

৩। ডিপ্থিরিয়া রোগেও কোন কোন চিকিৎসক ঘ্রণার্থ আইওডিন্ ব্যবহার করেন। আইওডিন্ ৪ গ্রেণ, আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) ৪ গ্রেণ, এল্কোহল (Alcohol) ৪ ড্রাম, এবং জল ৪ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করতঃ উহার এক ড্রাম আন্দাজ অত্যুষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিলে ঐ জল হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয় তাহা আঘ্রাণ করা আবশ্যক। আইওডিনের বাষ্প প্রতিদিন চারি কি পাঁচ বার এবং প্রতিবারে আট হইতে বার মিনিট কাল পর্য্যন্ত সেবনীয়। প্রথমতঃ উপরোক্ত মিশ্র স্বল্প মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য যেহেতু আইওডিনের বাষ্প আঘ্রাণে সকলে সক্ষম নহে। রোগী ক্রমশঃ সহিষ্ণু হইলে উহার মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত; এমন কি প্রতিবার অর্দ্ধ-আউন্স মাত্রায়ও ব্যবহৃত হইতে পারে।

৪। কোন কোন ব্যক্তির সময়ে সময়ে নাসাভ্যন্তর ও আভ্যন্তরিক নয়নকোণ কণ্ডূয়নপর হইয়া অবিরত হাঁচি এবং নাসারন্ধ্র ও লোচনদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় রসস্রাব হইতে থাকে এবং ললাট প্রদেশে নিরতিশয় যন্ত্রনা অনুভূত হয়। কেহ কেহ প্রত্যহ চারি পাঁচ ঘণ্টাকাল এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আইওডিনের বাষ্পাঘ্রাণে উল্লিখিত লক্ষণাবলীর তিরোধান হইয়া থাকে। যদিও এতদ্বারা কখন কখন সম্পূর্ণ

আরোগ্যলাভ না হয় তথাপি যন্ত্রণার সবিশেষ লাঘব হয়। ক্রণিক ব্রঙ্কাইটীস্ রোগেও (Chronic Bronchitis) কখন কখন আইওডিন্ এইরূপে ব্যবহৃত হয়।

ঘ্রাণার্থ আইওডিন্ ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোন ক্ষুদ্রমুখ পাত্রে আন্দাজ এক পাইন্ট অত্যুষ্ণ সলিল সংস্থাপন করতঃ ২০ কি ৩০ বিন্দু টিংচার আইওডিন্ উহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে রোগীকে তন্নিকটে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তক ও জলপাত্র বস্ত্রদ্বারা আবৃত করতঃ পাত্রোত্থিত বাষ্প ৫ মিনিট কাল মুখদ্বারা আকর্ষণ করিতে হইবে। এবম্বিধ প্রণালীতে প্রাতঃসন্ধ্যায় সেবন করিলে বাষ্পমিশ্রিত আইওডিন্ শ্বাসপথে প্রবেশ করতঃ রোগের শান্তি করিয়া থাকে। কচিৎ অনবধানতা বশতঃ উত্তপ্ত জলে অধিক পরিমাণে টিংচার আইওডিন্ মিশ্রিত করিলে বক্ষঃস্থলে ও গলাভ্যন্তরে জ্বলন ও শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, নয়নদ্বয় লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং নয়ন ও নাসারন্ধ্র হইতে জলস্রাব হইতে থাকে অতএব তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। দন্তমূলে টার্টার (Tartar) নামক এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত হওয়াতে দন্তমাড়ির প্রদাহ জন্মে। মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রদাহ হইলে দন্তমাড়ি শিথিল ও দন্তমূল সকল বহির্গত হইয়া পড়ে এবং আশু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। টিংচার আইওডিন্ দন্তমাড়ির প্রান্তভাগে প্রয়োগ করিলে উহার শিথিলতা দূরীভূত হয় দন্তমূল হইতে টার্টার বিলুপ্ত হয় এবং দন্ত পংক্তির বলাধান হইয়া থাকে। গলাভ্যন্তরে সাধারণ অথবা উপদংশ পীড়াজনিত ক্ষতে টিংচার আইওডিন্ প্রযুক্ত হয়। মুখগহ্বর ধৌতির জন্যও উহা জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ ব্যবহৃত হয়। দুই হইতে চারি ড্রাম টিংচার আইওডিন্ আট আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ কুলি করিলে পারদজনিত লালক্ষরণ নিবারিত হইয়া থাকে।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আইওডিন্ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। কেবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আইওডিনের কম্পাউণ্ড টিংচার (Compound Tincture) দশ হইতে পোনের বিন্দু মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

EFFECTS OF POTASSIUM AND SODIUM SALTS.

পোটাসিয়ম্ এবং সোডিয়ম্ লবণের গুণাগুণ বর্ণন।

ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে ঔষধার্থ বহুবিধ রাসায়নিক লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia), আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) ব্রোমাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Bromide of Sodium) ইত্যাদি। প্রত্যেক লবণ দুইটী পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত একটী এসিড্ অর্থাৎ অম্ল ও একটী বেস্ (Base) অর্থাৎ ধাতু অথবা ক্ষার। কার্বনিক এসিড্ (Carbonic Acid) নামক অম্ল এমোনিয়া (Ammonia) নামক ক্ষারের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইলে কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) নামক লবণ প্রস্তুত হয়। তদ্রূপ হাইড্রিয়ডিক এসিড্ (Hydriodic Acid) পটাসিয়মের (Potassium) সহিত এবং হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড্ (Hydrobromic Acid) সোডিয়মের (Sodium) সহিত মিলিত হইলে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) এবং ব্রমাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Bromide of Sodium) প্রস্তুত হয়। এইরূপে অম্ল ও ধাতু অথবা ক্ষার রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইয়া রূপান্তরিত হয় বটে কিন্তু উহাদের স্ব স্ব ক্রিয়ার লোপ হয় না, উহাদের উভয়ের ক্রিয়া একত্রীভূত হইয়া নবজাত লবণে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। সাইট্রেট্ অব্ পটাস্ (Citrate of Potash), সাইট্রিক্ এসিড্ (Citric Acid) এবং পটাসিয়ম্ (Potassium) দ্বারা নির্ম্মিত সুতরাং উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে শরীর মধ্যে কেবল যে সাইট্রিক্ এসিড্ অথবা পটাসিয়মের গুণ লক্ষিত হয় এমত নহে উহাদের উভয়ের ক্রিয়াই প্রকটিত হয়। তদ্রূপ আইওডাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Iodide of Sodium) নামক লবণে কেবল মাত্র হাইড্রিয়ডিক্ এসিডের (Hydriodic Acid) গুণ দৃষ্ট হয় কিম্বা সোডিয়মের ক্রিয়া প্রকাশিত হয় এমত নহে, উহাদের উভয়েরই গুণ একত্রিত ভাবে বিরাজ করে। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে একটী বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষ্য ; অম্ল ও ধাতু সম্মিলনে যে লবণের উৎপত্তি হয় উহার প্রতিক্রিয়া (Reaction) অম্ল (Acid) অথবা ক্ষাররসাত্মক

(Alkaline) কিম্বা নাতিক্ষারাম্ল (Neutral) হইয়া থাকে। লবণ যদি অম্লরসাত্মক হয় যেমন এসিড্ টার্ট্রেট্ অব্ পটাস্ (Acid Tartrate of Potash) তবে ঐ লবণ যে এসিড্ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহারই গুণ সমধিক পরিমাণে প্রদর্শন করে; এবং যদি ক্ষারাত্মক হয় তবে যে ক্ষার পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। যে লবণ নাতিক্ষারাম্ল তাহাতে তাহার নির্ম্মাপক অম্ল ও ধাতু এই উভয়েরই গুণ বিরাজমান থাকে। পটাসিয়মের যে সকল লবণ নাতিক্ষারাম্ল (Neutral) তাহাদের গুণ বিষময়।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে একটী লবণ মধ্যে উহার নির্ম্মাপক অম্ল ও ধাতু অথবা ক্ষার এই উভয়েরই গুণ লক্ষিত হয়। আমরা কখন সেই লবণ নির্ম্মাপক অম্লের গুণের জন্য কখন বা ধাতু অথবা ক্ষারের গুণের জন্য ঔষধার্থ উহা ব্যবহার করিয়া থাকি। ব্রমিণ (Bromine) অথবা হাইড্রব্রমিক্ এসিডের (Hydrobromic Acid) গুণ আকাঙ্খা করিলে আমরা ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) ব্যবহার করি অথবা ব্রমাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Bromide of Sodium) কিম্বা ব্রমাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Bromide of Ammonium) প্রয়োগ করিয়া থাকি। অর্থাৎ যে সকল লবণ হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড্ (Hydrobromic Acid) দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু লবণ নির্ম্মাপক কোন ধাতু অথবা ক্ষারের (যেমন পটাসিযম্) গুণ আবশ্যক হইলে আমরা ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) ব্যবহার করিতে পারি বটে কিন্তু ব্রমাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Bromide of Sodium) কিম্বা এমোনিযম্ (Ammonium) ব্যবহার করিতে পারি না, কারণ উহারা পটাসিয়ম্ দ্বারা প্রস্তুত নহে। তদ্রূপ পটাসিয়মের ক্রিয়া আবশ্যক হইলে সাইট্রেট্, আইওডাইড্ কিম্বা কার্বনেট্ অব্ পটাস্ (Citrate, Iodide or Carbonate of Potash) প্রয়োগ করিতে পারি অর্থাৎ যে লবণে পটাসিযম্ বর্ত্তমান আছে তাহাই ব্যবহার্য্য; লবণের নির্ম্মাপক অম্লের প্রতি লক্ষ রাখিবার আবশ্যক নাই। ফলকথা এই যে যখন কোন নির্দ্দিষ্ট অম্লের গুণের জন্য লবণ ব্যবহার করিতে হয় তখন সেই অম্ল দ্বারা যে সমস্ত লবণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহারা সকলই ব্যবহার্য্য, উহাদের নির্ম্মাপক বেস্ (Base) অর্থাৎ ধাতু কিম্বা ক্ষারের প্রতি লক্ষ রাখিবার আবশ্যকতা নাই।

এবং যখন কোন নির্দ্দিষ্ট বেসের (Base) অর্থাৎ ধাতু কিম্বা ক্ষারের গুণের জন্য লবণ ব্যবহার করিতে হয় তখন সেই ধাতু কিম্বা ক্ষার দ্বারা যে সকল *লবণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাই ব্যবহার্য্য, উহাদের নির্ম্মাপক অম্লের প্রতি লক্ষ্য* রাখিবার প্রয়োজন নাই। যদিও কোন নির্দ্দিষ্ট অম্লের ক্রিয়ার জন্য উক্ত অম্লনির্ম্মিত লবণ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু লবণের পরিবর্ত্তে উক্ত অম্ল প্রয়োগেও সম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন কোন পীড়াতে সাইট্রিক্ এসিড্ প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে আমরা উহাও ব্যবহার করিতে পারি কিম্বা উহার পরিবর্ত্তে উক্ত এসিড্ নির্ম্মিত লবণ সাইট্রেট্ অব্ পটাস্‌ও (Citrate of Potash) ব্যবহার করিতে পারি এবং এতদুভয় দ্বারাই তুল্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকি। তদ্রূপ হাইড্রিয়ডিক্ এসিড্ (Hydriodic Acid) কিম্বা হাইড্রোব্রোমিক্ এসিডের (Hydrobromic Acid) প্রয়োজন হইলে আমার আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) কিম্বা ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) প্রয়োগ করিতে পারি। কিন্তু উহা তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত নহে যেহেতু উক্ত লবণদ্বয়ে পটাসিয়ম্ (Potassium) নামক যে ক্ষার পদার্থ আছে উহা হৃৎপিণ্ড, স্নায়ুমণ্ডলী, পেশীসমূহ, পরিপাকশক্তি প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ হানিজনক। অতএব কোন অম্ল প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে তৎপরিবর্ত্তে তন্নির্ম্মিত লবণ ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত অম্ল পটাসিয়মের (Potassium) ন্যায় হানিকারক কোন বেসের (Base) অর্থাৎ ধাতু কিম্বা ক্ষারের সহিত মিলিত হইয়া যে লবণ উৎপাদন করে তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। যদি একান্তই লবণ ব্যবহার করা আবশ্যক বোধ হয় তবে পটাসিয়ম্ (Potassium) দ্বারা নির্ম্মিত লবণের পরিবর্ত্তে সোডিয়ম্ (Sodium) নির্ম্মিত লবণ ব্যবহার্য্য যেহেতু সোডিয়ম্ পটাসিয়মের ন্যায় বিশিষ্ট হানিজনক নহে।

পটাসিয়ম্ ঘটিত ঔষধ মাত্রেই মানব শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্বারা স্নায়ুমণ্ডলী, মাংসপেশী, ও শরীরস্থ যাবতীয় টিস্যুর স্বাভাবিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সোডিয়ম্ ঘটিত ঔষধ নিচয় অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও তাদৃশ ক্রিয়া প্রকাশ করে না। ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) ২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শরীরস্থ টিস্যু ও যন্ত্রাদির উপর যেরূপ অবসাদন ক্রিয়া প্রকাশ করে, ব্রোমাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Bromide of

Sodium) ৪০ অথবা ৬০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও তদ্রূপ ক্রিয়া লক্ষিত হয় না, যে হেতু পটাসিয়মের ন্যায় সোডিয়ম্ হানিজনক নহে। পটাসিয়ম্ লবণসকল হৃৎপিণ্ডাবসাদক। ইহার কারণ এই যে এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডস্থিত স্নায়ু ও পেশীসূত্রের ক্রিয়ার লাঘব হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু এবং নাড়ী মৃদুগামিনী হয়, কিন্তু উহার পেশীসূত্রের সঙ্কোচন ক্ষমতার তিরোভাব হয় না। যদি পটাসিয়ম্লবণের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে পেশীসকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রহিত হয়। পটাসিয়ম্লবণ যে মাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃৎপিণ্ডের উপর এতাদৃশ অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে, সোডিয়ম্লবণ সেই মাত্রায় প্রয়োজিত হইলে উহার সঙ্কোচনশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। পটাসিয়ম্ লবণের ১৪ কিম্বা ১৫ গুণ অধিক মাত্রায় সোডিয়ম্লবণ প্রয়োগ না করিলে হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহের সঙ্কোচনশক্তির কোন ব্যাঘাত জন্মে না।

পটাসিয়ম্লবণসকল প্রথমতঃ মস্তিষ্কমধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve Centres), তৎপরে স্নায়ুমণ্ডলী এবং অবশেষে পেশীসমূহের ক্রিয়া নষ্ট করে। পটাসিয়ম্লবণগণের মধ্যে যাহাদের প্রতিক্রিয়া (Reaction) ক্ষাররসাত্মক (Alkaline) কিম্বা নাতিক্ষারাম্ল (Neutral) তাহারাই সাতিশয় বিষাক্ত। ঐ সকল পটাসিয়ম্লবণ আভ্যন্তরিক সেবনে প্রথমতঃ পাকস্থলীমধ্যে গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্ (Gastric Juice) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিঃসৃত হয়, কিন্তু যদি দীর্ঘকাল প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ সকল লবণের ক্ষারত্ব নিবন্ধন পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটাতে পরিপাকশক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং সুচারুরূপে শরীরের পুষ্টিসাধন না হওয়াতে ক্রমশঃ দেহ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইতে থাকে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে পটাসিয়ম্ কেবল যে হৃৎপিণ্ড, স্নায়ুমণ্ডলী এবং পেশী সমূহোপরি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে এমত নহে, উহা পুষ্টি সাধনের ব্যাঘাত উৎপাদন করতঃ অলক্ষিতভাবে শরীরস্থ টিসু ও যন্ত্রাদির তেজ ও ক্রিয়া বিনষ্ট করে।

পটাসিয়ম্লবণের উল্লিখিত অবসাদক ক্রিয়া কেবলমাত্র পটাসিয়ম্দ্বারাই সাধিত হয়, উক্ত লবণনির্ম্মাপক অম্লের সহিত এই ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই।

সোডিয়ম্ লবণের এবম্বিধ হানিজনক ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। পটাসিয়মের সহিত সোডিয়মের তুলনা করিতে গেলে সোডিয়ম্ বিষাক্ত পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পটাসিয়ম্লবণের উগ্র দ্রব (Strong Solution) উহার অনুগ্র-দ্রবাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর, অর্থাৎ পটাসিয়ম্লবণ কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় স্বল্প জলে দ্রবীভূত করতঃ প্রয়োগ করিলে যেরূপ বিষময় ফল প্রসব করে, সেই মাত্রা অধিক জলে মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার করিলে সেরূপ অনিষ্টকর ফল উৎপাদন করে না। কোন জন্তুর যুগুলার ভেন্ (Jugular Vein) মধ্যে অথবা হৃৎপিণ্ডসন্নিকটস্থ অন্য কোন শিরাতে কোন নির্দ্ধারিত মাত্রায় পটাসিয়ম্লবণ পিচ্কারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে উহা শোণিতসহ মিলিত ও তদ্দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া উগ্রাবস্থায় হৃৎপিণ্ডমধ্যে প্রবেশ করাতে উহার ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়, কিন্তু যদ্যপি উহা সেই মাত্রায় হৃৎপিণ্ড হইতে সুদূরাবস্থিত কোন শিরাতে পিচ্কারীদ্বারা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে রক্ত দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া অনুগ্রাবস্থায় হৃৎপিণ্ডমধ্যে প্রবেশ করে, সুতরাং তন্মধ্যে উহার অনিষ্টকর ফল উৎপাদিত হয় না। হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী শিরাতে প্রযুক্ত হওয়াতে পটাসিয়ম্লবণ স্বল্পকালমধ্যে শিরাসংস্থিত শোণিতপ্রবাহসহ হৃৎপিণ্ডমধ্যে প্রবেশ করে, সুতরাং পর্য্যাপ্তপরিমিত রক্তের সহিত মিশ্রিত না হওয়াতে উহার দ্রব উগ্রভাবাপন্ন হয় এবং হৃৎপিণ্ডের অনিষ্ট সাধন করে; কিন্তু উহা দূরস্থ কোন শিরামধ্যে প্রবেশ করিলে প্রচুর রক্তরাশিতে লীন হওয়াতে অনুগ্র দ্রবে পরিণত হয়, সুতরাং হৃৎপিণ্ডোপরি কোন প্রকার অহিতকর ফল উৎপাদন করে না।

পটাসিয়ম্লবণের মাত্রাধিক্যবশতঃ বিষক্রিয়া লক্ষিত হইলে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক, যেহেতু ঐ জল শোষিত ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে রক্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং যে পটাসিয়ম্লবণ কেবল মাত্র রক্তে বিগলিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা নবাগত জলদ্বারা অধিকতর তরলীভূত হওয়াতে আর তাহার বিষময় ফলোৎপাদনে তাদৃশ শক্তি থাকে না।

পটাসিয়ম্ এবং সোডিয়মের গুণাগুণ বিচারান্তর প্রতিপন্ন হইতেছে যে আইওডিন্ কিম্বা ব্রমিন্ঘটিত অম্ল অর্থাৎ হাইড্রিয়ডিক্ এসিড্ (Hydriodic

Acid) অথবা হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড্ (Hydrobromic Acid) ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে উহাদের সহিত পটাসিয়ম্ মিলিত হইয়া যে লবণের সৃষ্টি হয় তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; অর্থাৎ আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) কিম্বা ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) লবণের পরিবর্ত্তে উক্ত অম্লই ব্যবহৃত হইতে পারে; অথবা একান্তই যদি লবণ ব্যবহার করা অভিপ্রেত হয় তবে উক্ত অম্ল সোডিয়মের সহিত মিলিত হইয়া যে লবণ প্রস্তুত করে তাহাই ব্যবহার্য্য; অর্থাৎ আইওডাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Iodide of Sodium) এবং ব্রোমাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Bromide of Sodium)। কার্য্যকারিতাসম্বন্ধে পটাসিয়ম্লবণাপেক্ষা সোডিয়ম্লবণ কোন ক্রমেই ন্যূন নহে।

IODIDE OF POTASSIUM, SODIUM AND AMMONIUM

আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্, সোডিয়ম্ এবং এমোনিয়ম্।

ফিজি। আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) অনায়াসে জলে দ্রবণীয়। ইহা যেমন সত্বর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ শীঘ্র বিবিধ স্রাবের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া থাকে। ইহা চর্ম্মের উপর প্রয়োগ করিলে শরীরমধ্যে প্রবেশ করতঃ শোষক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ব্যক্তিবিশেষে পটাস্ আইওডাইড্ (Potash Iodide) আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অসহ্য হইয়া থাকে, সুতরাং উহার মলম শোষক ক্রিয়ার জন্য বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে স্বল্পকালমধ্যে শোষিত ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহা দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে জিহ্বা, তালু এবং গলাভ্যন্তরস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত ও লোহিত বর্ণ ধারণ করে, উল্লিখিত প্রদেশের এপিথিলিয়ম্ (Epithelium) স্খলিত হয় ও নূতন এপিথিলিয়মের সৃষ্টি হইতে থাকে, এবং মুখাভ্যন্তর হইতে প্রচুর পরিমাণে লাল নিঃসৃত হয়। যদিও কুচিৎ এই সকল

লক্ষণ লক্ষিত হয়, তথাপি সচরাচর অধিক মাত্রায় প্রয়োগে আইওডিজ্‌মের (Iodism) লক্ষণই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

অধিক মাত্রায় সেবনে পটাস্‌ আইওডাইড্‌ পাকস্থলীর উগ্রতাসাধন এবং পরিপাকশক্তির বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করে, কিন্তু এই দুইটী লক্ষণ ব্যক্তি বিশেষেই লক্ষিত হইয়া থাকে, সকলের পক্ষে সমভাবে দৃষ্ট হয় না। লোক বিশেষে এতদ্দ্বারা আইওডিজ্‌মের (Iodism) লক্ষণ প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ হাঁচি ও নাসারন্ধ্র হইতে স্রাব নির্গত হয় এবং তদানুসঙ্গিক ললাট প্রদেশে বেদনা অনুভূত হইতে থাকে, অতঃপর নয়নদ্বয় হইতে প্রভূত জলবর্ষণ হয় এবং উহা লোহিত বর্ণ ধারণ করে। অক্ষিগহ্বরের চতুষ্পার্শ্বস্থ টিসু স্ফীত, লোহিত ও জলপূর্ণ হয় এবং মুখমণ্ডলের চর্ম্মোপরি ব্রণাকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন র‍্যাস্‌ (Rash) নির্গত হইতে থাকে। ঐ সকল ব্রণ প্রথমতঃ নয়নের চতুর্দ্দিকে, তৎপরে নাসিকায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং অবশেষে চিবুকপ্রদেশে লক্ষিত হয়। কখন কখন ব্রণগুলিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাকারে অথবা স্ফোটকাকারে নির্গত হয়, এবং কখন কখন নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত ও লোহিত বর্ণ ধারণ করে ও মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তির উপরোল্লিখিত আইওডিজ্‌মের (Iodism) লক্ষণের সহিত পাকস্থলীর উগ্রতাও (Iritation) পরিদৃশ্যমান হয়, কিন্তু অনেক চিকিৎসক বলেন যে যাহাদের আইওডিজ্‌মের (Iodism) লক্ষণ আবির্ভূত হয় তাহাদের পাকস্থলীর বৈলক্ষণ্য ঘটে না, এবং যাহাদের পাকস্থলীর উগ্রতা সাধিত হয় তাহাদের আইওডিজ্‌ম (Iodism) হয় না। যাহা হউক আইওডাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়মের (Iodide of Potassium) দ্বারা পাকস্থলী আক্রান্ত হইলে বিবমিষা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য এবং জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। ব্যক্তিবিশেষে অতি স্বল্প মাত্রায় এমন কি এক কি অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগেও আইওডিজ্‌মের (Iodism) লক্ষণ প্রকাশিত হয় বা পাকস্থলীর উগ্রতা সাধিত হয়। যে স্থলে এই সকল লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয় সে স্থলে আইওডাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়ম্‌ (Iodide of Potassium) কিয়ৎকাল ব্যবহার না করিলে উহা ২৪ কিম্বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিরোহিত হইয়া থাকে। কখন কখন এই ঔষধি পুনঃপ্রয়োগে ঐ সকল লক্ষণ পুনরাবির্ভূত হয়, সে স্থলে উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ রহিত করতঃ বাহ্যপ্রয়োগে

যত্নবান্ হওয়া উচিত। আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্, সোডিয়ম্ ও এমোনিয়ম্ (Iodide of Potassium, Sodium and Ammonium) ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্ ও এমোনিয়মের (Chloride of Sodium and Ammonium) ন্যায় পাকস্থলী, অন্ত্র, ও অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা (Mucus) উৎপাদন করে, সুতরাং এতদর্থে উল্লিখিত আইওডাইড্ সকল ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাদের পরিবর্ত্তে ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Chloride of Ammonium) প্রয়োগ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

উল্লিখিত আইওডাইড্গুলির স্বভাবসিদ্ধ বিস্তারশীলতাগুণ থাকাতে উহারা পাকস্থলীতে প্রবেশান্তর স্বল্পকালমধ্যেই শোষিত ও শোণিতপ্রবাহে মিলিত হয়। অতিশয় অধিকমাত্রায় প্রয়োগ না করিলে উহাদের কিয়দংশ অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে না। যখন অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে তখন ইহাদের বিরেচক ক্রিয়া প্রকটিত হয়, কিন্তু উক্ত ক্রিয়ার জন্য এতাদৃশ অধিক মাত্রায় ইহাদের ব্যবহার প্রচলিত নহে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ পাকস্থলী মধ্যে অথবা শোণিতপ্রবাহে ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Chloride of Sodium) নামক লবণের সহিত মিলিত হইলে উহারা পরস্পরে উহাদের বেস্ (Base) অর্থাৎ নির্ম্মাপক ক্ষারপদার্থ বিনিময় করে, সুতরাং আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ হইতে পটাসিয়ম্ এবং ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্ হইতে সোডিয়ম্ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের হাইড্রিয়ডিক্ এসিড্ (Hydriodic Acid) এবং ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়মের হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ (Hydrochloric Acid) অবশিষ্ট থাকে। ঐ হাইড্রিয়ডিক্ এসিডের সহিত পূর্ব্বস্থিত পটাসিয়মের স্থলে সোডিয়ম্ মিলিত হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের সহিত পূর্ব্বস্থিত সোডিয়মের স্থলে পটাসিয়ম্ মিলিত হয়, সুতরাং আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ ও ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্ এইরূপে স্ব স্ব ক্ষারাংশ বিনিময়ে রূপান্তরিত হইয়া আইওডাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Iodide of Sodium) এবং ক্লোরাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Chloride of Potassium) লবণে পরিণত হয়। কিন্তু দেহমধ্যে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের এবম্বিধ রূপান্তর ঘটে কি না তৎপক্ষে সন্দেহ।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ সেবনে কখন কখন আইওডিজ্মের (Iodism) লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়। এতন্নিবারণে পূর্ণমাত্রায় কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) কিম্বা এরোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব্ এমোনিয়া (Aromatic Spirit of Ammonia) বিশেষ উপযোগী। যদিও এতদ্দ্বারা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না তথাপি কোন কোন স্থলে যে কথঞ্চিৎ উপকার দর্শে তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আইওডাইড্ প্রয়োগে স্থলবিশেষে মূত্রস্রাব বৃদ্ধি হয়। আইওডাইড্ সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তির হাঁটুর নিম্নপ্রদেশস্থ চর্ম্মোপরি একপ্রকার ব্রণ নির্গত হয়, উহা শরীরের অন্যত্র লক্ষিত হয় না; কদাচিৎ বাহুদ্বয়ে ও বক্ষঃ প্রাচীরে দৃষ্টিগোচর হয়। আইওডাইড্ সেবনে বিরত হইলে উহা তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু কখন কখন উক্ত ঔষধ পুনরায় ৫ গ্রেণ মাত্রায় একবার মাত্র সেবনে উহা পুনরায় বহিষ্কৃত হইতে থাকে। কখন যাবৎকাল আইওডাইড্ প্রযোজিত হয় তাবৎকাল ইহা বিরাজমান থাকে, এবং কখন বা একবার অপসারিত হইলে পুনরায় আবির্ভূত হয় না। যে স্থলে এই ব্রণ নির্গত হয় সে স্থলে ইহার আনুসঙ্গিক আইওডিজ্মের (Iodism) লক্ষণও কিয়ৎ পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ ব্রণ আইওডাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Iodide of Ammonium) সেবনেই সচরাচর বহিষ্কৃত হয়, আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ অথবা সোডিয়ম্ (Iodide of Potassium or Sodium) সেবনে তাদৃশ হয় না। ব্যক্তিবিশেষে উল্লিখিত লবণদ্বয়মধ্যে যাহাই প্রয়োগ করা যাউক না কেন ব্রণ নির্গত হয়, এই ব্রণ বহির্গত হইবার পূর্ব্বে পদদ্বয় ঈষদুত্তপ্ত ও স্বল্প বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে।*

পটাস্ আইওডাইড্ (Potash Iodide) প্রয়োগে কোন কোন ব্যক্তির এতাদৃশ শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা জন্মে যে তাহারা কোন ক্রমেই স্বল্পায়াসসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। স্বল্প পরিশ্রমে নিরতিশয় শ্রান্তি বোধ করে, এমন কি কখন কখন মোহ প্রাপ্ত হয়। তাহারা চিত্তের ধৈর্য্য সম্পাদনে অক্ষম, বিনা অথবা স্বল্প কারণে সংক্রুদ্ধ এবং নিরন্তর নিরতিশয় অলস উৎকণ্ঠিত, অনবধান ও ক্ষুৎপিপাসাশূন্য হইয়া থাকে। এবম্বিধ নিস্তেজতা অতি

স্বল্পমাত্রাতেই সংঘটিত হইতে পারে এবং ইহার সহিত আইওডিজ্‌মের (Iodism) কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এতৎসম্বন্ধে এতাদৃশ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিবার আবশ্যকতা এই যে আইওডাইড্ অব পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) প্রয়োগে যদি উল্লিখিত লক্ষণাবলী পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে যাবৎ উহা দূরীভূত না হয় তাবৎ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। অনভিজ্ঞতাবশতঃ রোগীর এরূপ অবস্থাতেও ঔষধ প্রয়োগে বিরত না হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে বিশেষ অপকার সংঘটিত হয়। দুই এক দিবস যাবৎ ঔষধ রহিত করিলেই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকল দূরীভূত হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঔষধ সেবনে বিরত না হইলেও উহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকে।

যে সকল রোগীর পক্ষে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) অসহ্য বলিয়া প্রতীত হয় তাহাদিগকে উহার পরিবর্ত্তে আইওডাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ কিম্বা সোডিয়ম্ (Iodide of Ammonium or Sodium) ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আইওডাইড্ অব পটাসিয়ম্ স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগে বলকারক। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে আইওডাইডসকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্লেষ্মা স্রাব বৃদ্ধি করে। উহার এই ক্রিয়া শ্বাসনালীর উপরই সচরাচর দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা শ্বাসপ্রণালী (Bronchial Tube) হইতে অধিক পরিমাণে কফ নিঃসৃত হয় এবং উক্ত প্রণালীমধ্যে কফ ঘনীভূতাবস্থায় অবস্থিত হইলে উহা তরলভাবাপন্ন হইয়া সহজে নির্গত হয়, সুতরাং উহারা কফনিঃসারক।

আইওডাইড্‌দিগের ক্রিয়া—বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরিক প্রয়োগে শোষক ও পরিবর্ত্তক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে—কফনিঃসারক, কখন কখন মূত্রকারক এবং স্বল্প মাত্রায় বলকারক।

থিরা। টার্সারি সিফিলিস্ (Tartiary Syphilis) রোগে অর্থাৎ উপদংশ রোগের তৃতীয়াবস্থায় অস্থি অথবা অস্থ্যাবরক ঝিল্লীর (Periosteum) প্রদাহ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) মলমাকারে বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। এই রোগে বাহ্য প্রয়োগের সহিত উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগও মহোপকারক। আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ সেবন করিলে যাহাদের পক্ষে অসহ্য বলিয়া বোধ হয় তাহাদের

পক্ষেই ইহা বাহ্যিক রূপে ব্যবহৃত হয়। কখন কখন ইহার মলম চুলকনা নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ব্রঙ্কোসিল (Bronchocele) রোগে ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে। বিবিধ ব্যাধিতে আইওডাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়মের আভ্যন্তরিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তরুণ সর্দ্দির প্রারম্ভে শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে দশ গ্রেণ মাত্রায় উক্ত ঔষধি শয়নকালে সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে; কিন্তু সর্দ্দি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) রোগ অথবা ফুস্‌ফুসের কোন পীড়াসম্ভূত হইলে এতদ্বারা কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন কোন ব্যক্তির সময়ে সময়ে অবিরত হাঁচি হইতে থাকে, তাহাতেও এই ঔষধি প্রতিদিন দশ গ্রেণ মাত্রায় তিনবার প্রয়োগ করিলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন সর্দ্দিতেও উহা স্বল্প মাত্রায় বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। চারি কিম্বা পাঁচ গ্রেণ আইওডাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়ম্‌ ৪ আউন্স জলে দ্রবীভূত করতঃ উহার আন্দাজ ১ ড্রাম প্রতি ঘণ্টায় সেবন করিলে সর্দ্দির লাঘব হয়।

কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Bronchitis), নিউমোনিয়া (Pneumonia) যক্ষা প্রভৃতি রোগে ইহা ক্লোরাইড্‌ অব্‌ এমোনিয়মের (Chloride of Ammonium) সহিত প্রয়োজিত হয়। এতদ্বারা শ্বাস প্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাক্ষরণ হয় এবং ঘনীভূত শ্লেষ্মা তরল হইয়া স্বল্পায়াসে বহির্নিঃসারিত হয়। নিউমোনিয়ার (Pneumonia) গ্রে হিপাটাইজেসন্‌ ষ্টেজে (Grey Hepatization) ইহা ব্যবহৃত হয়।

আইওডাইড্‌সকল সচরাচর উপদংশ রোগে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উহার অবস্থাবিশেষে ঔষধের গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। উপদংশ রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থাতেই উহা প্রয়োজিত হয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয়াপেক্ষা তৃতীয়াবস্থায় অধিকতর ফলদায়ক। দ্বিতীয়াবস্থায় যদিও আইওডাইড্‌ ব্যবহৃত হয়, তথাপি উহার সহিত পারদঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক ফল প্রত্যাশা করা যায়। উপদংশ রোগের যে অবস্থাতে অস্থি, অস্থ্যাবরক ঝিল্লী এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয় এবং তদানুসঙ্গিক রোগীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে, সেই অবস্থাতেই আইওডাইড্‌ আশাতীত ফল প্রদান করে; এরূপ স্থলে পারদ প্রয়োগ করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারের সম্ভাবনা। উপদংশবিষে দেহ বিষাক্ত হইয়া নোড্‌স্‌ (Nodes) আবির্ভূত হইলে তদপনয়নে

আইওডাইড্ মহোপযোগী ; এতদ্বারা প্রদাহ, স্ফীতি, বেদনা প্রভৃতি সত্বর প্রশমিত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উপদংশ রোগের দ্বিতীয়াবস্থাতে চর্ম্মোপরি চুক্কনার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা নির্গত হইলে পারদ প্রয়োগে আশু প্রতিকার লক্ষিত হয়। এতদবস্থায় যদিও পারদ বিশেষ ফলপ্রদ বটে তথাপি আইওডাইড্ দ্বারাও যে মহোপকার সাধিত হয় তৎপক্ষে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। উপদংশ জনিত আইরাইটিস্ (Iritis) রোগে অর্থাৎ আইরিসের (Iris) প্রদাহে অথবা আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি মধ্যে ফাইব্রাস্ টিস্থর (Fibrous Tissue) প্রদাহে পারদ অধিকতর সন্তোষজনক ফলোৎপাদন করে বলিয়া কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পারদঘটিত ঔষধ আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের (Iodide of Potassium) সহিত একত্র প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল প্রসব করিয়া থাকে। শিশুসন্তানগণের উপদংশ রোগে পারদই সচরাচর প্রচলিত, কিন্তু স্থল বিশেষে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিতামাতার উপদংশ রোগ থাকিলে তাহার বিষ সন্তানের শরীর মধ্যে প্রবেশ করে সুতরাং সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে কিয়ৎকাল মধ্যেই উহার শরীরে উপদংশ রোগের লক্ষণ সকল আবির্ভূত হয়। প্রথমতঃ শিশুর গুহ্যদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে ও ওষ্ঠাধরের প্রান্তভাগে চুক্কনার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ নির্গত হয়, তৎপরে পদতলে ও করতলে এবং ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে উহা বহিষ্কৃত হইতে থাকে। রোগীর শরীর স্বভাবতঃ শীর্ণ ও বিবর্ণ হয়, এবং ক্ষুধামান্দ্য ও পরিপাক শক্তি হীনতা প্রযুক্ত সম্যকপ্রকারে দেহের পুষ্টিসাধন না হওয়াতে নিরতিশয় নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যকৃতের স্বাভাবিক ক্রিয়াভাবে কখন উদরাময় ও কখন কোষ্ঠ কাঠিন্য লক্ষিত হয়, এবং মধ্যে মধ্যে নাড়ীতে জ্বরবেগও অনুমিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ লক্ষণাবলী দেদীপ্যমান হইলে পারদঘটিত ঔষধ ব্যবহার্য্য। হাইড্রার্জ্জিরম্ ক্রিটা (Hydrarg : Cum-Creta) ½ গ্রেণ এবং সোডাবাইকার্ব (Soda Bicarb) ½ গ্রেণ একত্রে মিশ্রিত করতঃ দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু স্বল্পকাল ব্যবহারে আশানুরূপ ফল উপলব্ধি হয় না ; অন্ততঃ দুই মাসকাল এই ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগাপনয়ন হইয়া থাকে। উপদংশ বিষপ্রভাবে কদাচিৎ কোন

কোন বালকের অস্থি ও অস্থ্যাবরক ঝিল্লী প্রদাহ সম্ভূত হয়। সচরাচর অস্থির প্রান্তভাগ কখন বা মধ্যস্থল আক্রান্ত হয়। প্রদাহের প্রারম্ভে অস্থি ও অস্থ্যাবরক ঝিল্লী স্ফীত হয়, পরে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে ক্রমশঃ প্রদাহ বিস্তৃত হওয়াতে অস্থির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী টিসু মধ্যে প্রদাহ সম্ভূত পদার্থ সমূহ প্রবেশ করাতে উহাও স্ফীত হইতে থাকে। এই স্ফীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে তত্রস্থ চর্ম্ম দৃঢ়, উজ্জ্বল ও লোহিত বর্ণ ধারণ করে, এবং ঐ স্থান এতাদৃশ বেদনাযুক্ত হয় যে স্পর্শ মাত্রেই রোগী চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করে। অস্থির প্রান্তভাগে এবম্বিধ প্রদাহ জন্মিলে গ্রন্থি সঞ্চালনের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না। শিশুদিগের উপদংশ জনিত এতাদৃশ অস্থি প্রদাহে পারদাপেক্ষা পটাস্ আইওডাইড্ (Potash Iodide) অধিকতর উপকারী। দীর্ঘকাল এই রোগাপনয়নে যত্নবান না হইলে অস্থির অন্তভাগের স্ফীতি ও বিবৃদ্ধি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। অনেক সময়ে বালকদিগকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদিগের মধ্যেও কখন কখন সিফিলিটিক্ আইরাইটিস্ (Syphilitic Iritis) লক্ষিত হয় বটে কিন্তু যথা সময়ে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ দ্বারা তৎপ্রতিবিধানে লব্ধপ্রযত্ন হইলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। পিতামাতার অনবধানতা অথবা তাচ্ছল্য বশতঃ কিম্বা চিকিৎসা দোষে রোগের শান্তি না হইলে রোগীকে চিরকাল অন্ধাবস্থায় কালযাপন করিতে হয়।

উপদংশ রোগজনিত পেরিয়ষ্টিয়াম্ (Periosteum) প্রদাহে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ যেরূপ ফলপ্রদ, কারণান্তর সম্ভূত উক্ত প্রদাহেও ইহা তদনুরূপ ফলদায়ক। অধিক পরিমাণে পারদ সেবনে মুখগহ্বর হইতে প্রচুর লালাক্ষরণ হইলে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ প্রয়োগে উহা নিবারিত হয়। যদিও এতদ্দ্বারা কখন কখন লালক্ষরণ বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু সচরাচর ইহা উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

পারদঘটিত ঔষধের উপর পটাস্ আইওডাইডের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, এতদ্দ্বারা পারদের বিষক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় পারদ সেবন করিলে উহা দেহাভ্যন্তরে এল্‌বিউমেনের (Albumen), সহিত মিলিত হইয়া একটী অদ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয়। ঐ পদার্থ দেহমধ্যে অবস্থিতি করে, কিন্তু ক্লোরাইড্ (Chloride), ব্রমাইড্ (Bromide), অথবা আইওডাইড্

(Iodide) অব্ পটাসিয়ম্, সোডিয়ম্ ও এমোনিয়মের (Potassium, Sodium and Ammonium) সহিত বিশেষতঃ আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের সহিত মিলিত হইলে দ্রবীভূত হয়। শীশধাতুও পারদের ন্যায় উল্লিখিত প্রকারে শরীর মধ্যে অবস্থিতি করে ও দ্রবীভূত হইয়া থাকে। পটাস্ আইওডাইড্ প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অদ্রবণীয় পদার্থ নিচয় দ্রবীভূত হওয়াতে পারদও শীশ ধাতু এল্‌বিউমেন্ (Albumen) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রক্তের সহিত পুনর্মিলিত হয়। সুতরাং উহাদের ক্রিয়া দেহমধ্যে পুনবায় লক্ষিত হইতে থাকে। এইরূপে পটাস্ আইওডাইড্ দ্বারা উল্লিখিত ধাতু দ্বয় এল্‌বিউমেন্ (Albumen) হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহারা প্রস্রাবের সহিত শরীর হইতে নির্গত হয় সুতরাং উহাদের দ্বারা আর কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটনের আশঙ্কা থাকে না।

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে পারদ এল্‌বিউমেন্ (Albumen) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শোণিত প্রবাহে মিলিত হইলে দেহমধ্যে উহার ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সুতরাং মুখগহ্বর হইতে অবিরল ধারায় লালক্ষরণ হইতে থাকে অতএব এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহারা পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে পারদ সেবন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পটাস্ আইওডাইড্ প্রযোগ করিলে পারদের লাল নিঃসারক ক্রিয়া ও অপরাপর ক্রিয়াও প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পটাস্ আইওডাইড্ দ্বারা পারদ জনিত লালস্রাব নিবারিত হয় এবং কখন কখন বর্দ্ধিতও হইয়া থাকে তাহার কারণ এই যে দীর্ঘকাল পারদ ব্যবহার করাতে যাহাদের দেহমধ্যে উহা অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে যদি কোন কারণ বশতঃ তাহাদের লালক্ষরণ হয় তন্নিবারণার্থ পটাস্ আইওডাইড্ প্রয়োগে বরং উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং যাহারা স্বল্পকাল স্বল্পমাত্রায় পারদ ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের দেহমধ্যে অত্যল্প পরিমাণে উহা সঞ্চিত থাকে সুতরাং তাঁহাদের লালক্ষরণ হইলে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ প্রয়োগে শরীরাভ্যন্তরস্থিত পারদ ধাতু বিচ্ছিন্ন হইয়া এত সত্বর মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া যায় যে উহার লালক্ষরণ ক্রিয়া বর্দ্ধিত না হইয়া বরং বিলুপ্ত হইয়া থাকে। পারদ ব্যবহার না করিলেও কোন কোন ব্যক্তির পটাস্ আইওডাইড্ দ্বারা লাল নিঃসরণ হইয়া থাকে।

আইওডাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়ম্‌ পারদের ন্যায় শীশধাতুকেও শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে, এজন্য উহার বিষময় ফল দেহমধ্যে লক্ষিত হইলে পটাস্‌ আইওডাইড্‌ দ্বারা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। পটাস্‌ আইও-ডাইডের এই গুণ থাকাতে গাউট্‌ (Gout) রোগেও ব্যবহৃত হয়।

থাইরয়েড্‌ (Thyroid) গ্লাণ্ডের (Gland) বিবৃদ্ধি বশতঃ ব্রঙ্কোসিল্‌ (Bronchocele) পীড়া উৎপাদিত হইলে আইওডাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়ম্‌ প্রয়োগে এরূপ আশ্চর্য্য ফল দৃষ্ট হয় যে অন্য কোন ঔষধ দ্বারা সেরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু উক্ত গ্লাণ্ড (Gland) মধ্যে সিষ্টের (Cyst) সৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ উহার আকার বর্দ্ধিত হইলে এতদ্দারা কোন প্রতিকার সম্ভবে না। ব্রঙ্কোসিল্‌ (Bronchocele) পীড়াতে আইও-ডাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়মের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ সহ টিংচার অথবা লিনি-মেণ্ট আইওডিন্‌ বাহ্যিক প্রয়োগে আশাতীত ফল প্রদান করিয়া থাকে। পুরাতন প্রদাহ বশতঃ স্তন, বীজকোষ প্রভৃতি অপরাপর গ্লাণ্ডের (Gland) বিবৃদ্ধিতেও উহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ব্রঙ্কোসিল্‌ (Bronchocele) পীড়াতে যতদূর ফলদায়ক ইহাতে ততদূর নহে। যন্ত্রাদির প্রদাহ বশতঃ স্ফীতি উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ এবং প্লুরিসি (Pleurisy) রোগে প্লুরা (Pleura) গহ্বর মধ্যে জল সঞ্চিত হইলে উহা শোষণার্থ ইহা প্রযুক্ত হয়। উল্লিখিত পীড়াতে উহার আনুষঙ্গিক পীড়িত স্থানে ব্লিষ্টার (Blister) অথবা লিনিমেণ্ট আইওডিন্‌ প্রয়োগ করিলে ইহাদের সাহায্যে পটাস্‌ আইও-ডাইডের ক্রিয়াও বর্দ্ধিত হয়। সায়েটিকা (Sciatica) এবং লাম্বেগো (Lumbago) রোগে আইওডাইডের ব্যবহার সচরাচর দৃষ্ট হয়। এতদ্দারা শেষোক্ত রোগে যদিও কথঞ্চিৎ প্রতিকার প্রত্যাশা করা যায় কিন্তু উহা সায়েটিকা (Sciatica) রোগের যন্ত্রণা নিবারণে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। পুরাতন রিউম্যাটিজ্‌ম্‌ (Rheumatism), রিউম্যাটিক্‌ আর্থ্রাইটিস (Rheumatic Arthritis), এবং গাউট্‌ (Gout) রোগে ইহা চিরপ্রচলিত, কিন্তু শেষোক্ত রোগে তাদৃশ ফল-দায়ক নহে। উপদংশ জনিত গাত্রবেদনা সচরাচর পুরাতন বাত রোগ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যদিও ইহা বাতরোগ নহে তথাপি ও উপদংশ সম্ভূত হওয়াতে পটাস্‌ আইওডাইড্‌ দ্বারা অতি স্বল্পকাল মধ্যেই

দূরীভূত হয়। যে সকল বাতব্যাধিতে রজনীযোগে রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় উহাতে পটাস্ আইওডাইড্ প্রযোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু গ্রন্থিবাত, উপদংশ জনিত বাত প্রভৃতি, যে সকল বেদনাজনক ব্যাধিতে নিশাযোগে যন্ত্রণার আধিক্য হয় উহাতে আইওডাইড্ প্রয়োগে আশু বেদনার লাঘব হইয়া থাকে। হাঁপানি (Asthma) রোগে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ ৫ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিনবার অথবা চারিবার প্রয়োগ করিলে সন্তোষজনক ফল প্রদান করে।

যদিও কোন কোন চিকিৎসক উল্লিখিত পীড়াতে ইহার কার্য্যকারিতা অস্বীকার করেন তথাপি সচরাচর ইহার গুণ প্রত্যক্ষ করতঃ অনেকেই ইহার পক্ষপাতী। ৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রযোগ করিলে যদি রোগের উপশম লক্ষিত না হয় তবে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। উপদংশ রোগ প্রভাবে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হইলে অথবা প্রতিনিয়ত গর্ভস্রাব হইলে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ দীর্ঘকাল প্রযোগে স্ত্রীলোক সন্তান জননক্ষম হয় এবং গর্ভস্রাবও নিবারিত হয়।

মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) পীড়া বশতঃ শোথ জন্মিলে কখন কখন আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ ব্যবহৃত হয়। নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) রোগে উত্তরোত্তর শোথের বৃদ্ধি হইতে থাকে এমন কি অতি স্বল্পকাল মধ্যে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ এতাদৃশ স্ফীত হয় যে অকস্মাৎ দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। এমতাবস্থাতেও উক্ত ঔষধ সেবনে শোথরোগ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ক্রমশঃ প্রস্রাবের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় এমন কি চারি পাঁচ আউন্স হইতে প্রত্যহ পঞ্চাশ, ষাট, আশি, বা এক শত কুড়ি আউন্স পর্য্যন্ত প্রস্রাব নির্গত হয়। এইরূপে যত প্রস্রাবের বৃদ্ধি হয় ততই রোগের শান্তি হয় এবং কিয়ৎকাল মধ্যেই উহা এককালীন দূরীভূত হয়। এতদ্বারা প্রস্রাবের বৃদ্ধি হওয়াতে শোথরোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকার দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু প্রস্রাবের সহিত প্রত্যহ যে পরিমাণে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) নির্গত হয় তাহার কিছুমাত্র হ্রাস লক্ষিত হয় না। যখন সমধিক প্রস্রাব হইতে থাকে তখন উহার পরিমাণের সহিত এল্‌বিউমেনের (Albumen) পরিমাণ তুলনা করিলে উহা অতি স্বল্প বলিয়া বোধ হয়

বটে কিন্তু পূর্ব্বে যে পরিমাণে এল্‌বিউমেন্‌ (Albumen) বহিষ্কৃত হইত তাহার কিছুমাত্র হ্রাস দেখা যায় না। সুতরাং কিড্‌নি (Kidney) হইতে এল্‌বিউমেন্‌ (Albumen) ক্ষরণ প্রতিরোধ করিতে আইওডাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়মের কোন শক্তি নাই। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে কেবলমাত্র উপদংশ রোগবশতঃ কিড্‌নির (Kidney) প্রদাহ জন্মিলে আইওডাইড্‌ অব্‌ পটাসিয়ম্‌ দ্বারা প্রতিকার প্রত্যাশা করা যায়, কিন্তু উহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; যেহেতু দেখা যায় যে শৈত্য প্রভাবে অথবা স্কারলেট্‌ (Scarlet) নামক জ্বরে এই পীড়া উৎপন্ন হইলেও পটাস্‌ আইওডাইড্‌ প্রয়োগে ফললাভ হইয়া থাকে। তবে ইহার দোষ এই যে কোপেবা (Copaiba) প্রভৃতি অন্যান্য মূত্রকারক ঔষধের ন্যায় ইহার ক্রিয়া অনিশ্চিত, সুতরাং উহা অনেক স্থলে রোগাপনয়নে অসমর্থ হয়। স্থল বিশেষে উহা পাঁচ হইতে দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদান করে, কিন্তু স্থানান্তরে উহার ত্রিগুণ অথবা চতুর্গুণ মাত্রায় ব্যবহার করিলেও কিছুমাত্র উপকার দর্শে না। ডিজিটেলিসের (Digitalis) ন্যায় উহা যাবৎ শোথরোগ বর্ত্তমান থাকে তাবৎ মূত্রকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

দেহাভ্যন্তরস্থ কোন ধমনীর এনিউরিজ্‌ম্‌ (Aneurism) হইলে তদপনয়নার্থ পটাস্‌ আইওডাইড্‌ এক মাত্র ঔষধ। পাঁচ গ্রেণ হইতে ত্রিশ গ্রেণ মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবন করিলে ক্রমশঃ অর্ব্বুদের আকার ক্ষুদ্র হইতে থাকে। এই পীড়ার আবির্ভাব হইলে রোগীর সতত শায়িতাবস্থায় থাকা এবং আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কখন কখন উল্লিখিত মাত্রায় আশানুরূপ ফল লক্ষিত হয় না, সে স্থলে প্রত্যহ এক শত কুড়ি কিম্বা এক শত ত্রিশ গ্রেণ পর্য্যন্ত সেবন করা আবশ্যক, এতদ্বারা যেমন ধমন্যর্ব্বুদ খর্ব্বাকৃত হয় তেমনি উহার বেদনাও দূরীভূত হইয়া থাকে। কখন কখন ঔষধ সেবন রহিত করিলে পুনরায় বেদনার আবির্ভাব হয় বটে কিন্তু উহা পুনর্ব্ব্যবহারে বেদনা প্রশমিত হয়।

আইওডাইড্‌ সেবনে লাল, শোণিত, স্তনদুগ্ধ ও মূত্র মধ্যে আইওডিন্‌ (Iodine) প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি প্রসূতিকে আইওডাইড্‌ প্রয়োগ করিলে উহা স্তনদুগ্ধের সহিত সন্তানোদরে প্রবেশ করতঃ তাহার মূত্রের

সহিত নির্গত হইয়া থাকে। আইওডিনের বিস্তারশীলতা নিবন্ধন উহা শরীরস্থ সমস্ত স্রাবেই সম্ভবতঃ বিরাজ করে। সেবনান্তে কিয়ৎকাল মধ্যে এমন কি ৮।১০ মিনিট মধ্যে লালের সহিত ও মূত্রের সহিত নির্গত হইতে থাকে। ইহা এত স্বল্পকাল মধ্যে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় যে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও ২৪ ঘণ্টা কালান্তে দেহাভ্যন্তরে উহার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় পটাস্ আইওডাইড্ সেবন করিলে কিড্নির (Kidney) প্রদাহ জন্মে। অপরাপর চিকিৎসকেরা বলেন যে এতদ্বারা কিড্নি (Kidney) মধ্যে অক্জেলেটের (Oxalates) সৃষ্টি হয় এবং উহা মূত্রের সহিত নির্গত হইতে থাকে। কথিত আছে যে নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে কিড্নি (Kidney) আইওডাইড্ গুলিকে শরীর হইতে পৃথক করিতে পারে না। আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের মাত্রা সচরাচর ৫ গ্রেণ এবং উহা দিবসে তিন বার সেবনীয়। ব্যাধি বিশেষে যথা রিউম্যাটয়েড্ আর্থ্রাইটিস্ (Rheumatoid Arthritis), উপদংশ, এনিউরিজম্ (Aneurism) প্রভৃতি পীড়াতে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে এতদ্বারা অভিলষিত ফললাভ হয় না। উপদংশপীড়া সম্ভূত গলিত ক্ষতে উহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সত্বর ক্ষতস্থানের পচন ও দুর্গন্ধ নিবারিত হয়, এবং উহা স্বাস্থ্যকর হইয়া আশু আরোগ্যোন্মুখ হইয়া থাকে। মস্তকাভ্যন্তরস্থ ঝিল্লীতে সিফিলিটিক্ নোড্স্(Syphilitic Nodes) আবির্ভূত হইলে পাঁচ হইতে দশ্ গ্রেণ মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার সেবনে মহোপকার সাধিত হয়। এতৎপ্রয়োগে প্রথমতঃ স্বল্প পরিমাণে বেদনার বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু পরিশেষে এত সত্বর ঐ পীড়ার শান্তি হয় যে অন্য কোন রোগে ইহার এতাদৃশ সন্তোষজনক ফল লক্ষিত হয় না। সুবিধার জন্য পটাস্ আইওডাইড্ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

BROMIDE OF POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM AND LETHIUM

ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্, সোডিয়ম্, এমোনিযম্, এবং লিথিযম্।

ফিজি। উপরোক্ত ব্রমাইড্ সকল রাসায়নিক ও দৈহিক (Physical) গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদিও ঐ সকল আইওডাইডের তুল্য তথাপি মানবদেহে প্রবেশ করিলে উহাদের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রকটিত হয়।

ব্রমাইড্ সকল দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে কখন কখন চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার ন্যায় ব্রণ অথবা স্ফোটক নির্গত হয়, কিন্তু উহা সেবনে বিরত হইলে উহা লুক্কায়িত হইয়া থাকে। কখন কখন এতদ্দ্বারা এক্জেমা (Eczema) অথবা ইরীথেমার (Erythema) ন্যায় চর্ম্মরোগ উৎপাদিত হয়, কখন বা ব্রণ গুলি স্ফোটকাকার ধারণ করিয়া অবশেষে ক্ষতে পরিণত হয়। কদাচিৎ বা উহাদের দ্বারা সাধারণ চুলকানার ন্যায় কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ব্বঙ্কলের (Carbuncle) ন্যায় ব্রণ উৎপাদিত হয় এবং কচিৎ বা চর্ম্মের বর্ণ ধূসরিত হইয়া থাকে। এইরূপ চর্ম্মরোগ সাধারণতঃ মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে লক্ষিত হয়। ঐ সকল ব্রণ মধ্যে সচরাচর পূয সঞ্চার হয় না এবং উহারা তিরোহিত হইলে চর্ম্মোপরি বিশেষ কোনরূপ চিরস্থায়ী চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ব্রমাইড্ সেবন রহিত করিলে উহারা দূরীভূত হইয়া থাকে কিন্তু যদ্যপি তাহা না হয় তবে পাঁচ হইতে দশ বিন্দু মাত্রায় লাইকার্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) দিবসে দুই তিন বার প্রয়োগ করিলে স্বল্পকাল মধ্যেই লুক্কায়িত হয়। ব্রমাইড্ জনিত উল্লিখিত চর্ম্মরোগে আইওডাইড্ অব্ সল্ফরের (Iodide of Sulphur) মলম বিশেষ উপকারী। ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়মের সহিত লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে এবম্বিধ চর্ম্মরোগের উৎপত্তি হয় না।

অল্প মাত্রায় কিয়ৎকাল অথবা অধিক মাত্রায় স্বল্পকাল সেবন করিলে ব্রমাইড্ তালু, ক্ষুদ্র জিহ্বা (আল্জিব্) এবং ফেরিংসের (Pharynx)

স্পর্শানুভব শক্তির লাঘব করে; যেহেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে যে অধিক মাত্রায় ব্রমাইড্ সেবনান্তর উল্লিখিত স্থান গুলিন অঙ্গুলি অথবা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা স্পর্শ করিলে উহারা সঞ্চালিত হয় না। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এতদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রদেশের স্পর্শানুভব শক্তির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না, কেবল মাত্র রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া থাকে। যেহেতু কোন কারণ বশতঃ গলাভ্যন্তরের উগ্রতা সাধিত হইলে গলাধঃকরণ ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা থাকে না; কিন্তু উক্ত স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ত্রিশ গ্রেণ মাত্রায় একবার মাত্র ব্রমাইড্ সেবনে উল্লিখিত ফল লক্ষিত হয়, কখন কখন দুই অথবা তিনবার প্রয়োগ করার আবশ্যক হইয়া থাকে। অন্যান্য চিকিৎসকেরা বলেন যে পটাস্ ব্রমাইডের উগ্রদ্রব গলাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকেই ব্রমাইড্ দ্বারা এবম্বিধ ফলোৎপাদিত হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না; সুতরাং গলাভ্যন্তরের স্পর্শানুভব শক্তি হরণ অথবা রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়া বিনাশন জন্য বরফ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্রমাইডের এইরূপ গুণ আছে বলিয়া যাঁহাদের প্রতীতি আছে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে লেরিংসের (Larynx) উপরেও ব্রমাইড্ ঐরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, এজন্য হুপিংকফ্ (Whooping Cough) ও লেরিঞ্জিস্মাস্ ষ্ট্রিডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus) রোগে তাঁহারা ইহা স্থানিক ও আভ্যন্তরিক রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে আইওডাইডের ন্যায় ব্রমাইড্ও সত্বর শোণিত প্রবাহে মিশ্রিত হয় এবং শরীরস্থ টিসু মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া ধমনী প্রাচীরের সঙ্কোচন উৎপাদন করে। এই ক্রিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে লক্ষিত হয় না, কেবল মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জা (Spinal Cord) মধ্যেই দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা উল্লিখিত স্থানের ধমনী প্রাচীর সঙ্কুচিত হওয়াতে উহাদের তেজের হানি হইয়া থাকে। ব্রমাইডের এই ক্রিয়া ভ্যাসোমোটার্ স্নায়ুর (Vaso-motor Nerves) উত্তেজনা দ্বারাই সাধিত হয়।

পটাস্ ব্রমাইড্ অধিক মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে মানব-দেহের রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়া এবং চর্ম্মের স্পর্শানুভব শক্তির হ্রাস হয়।

এই রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়ার লাঘব হইবার কারণ এই যে ব্রমাইড্ কশেরুকা মর্জ্জা (Spinal Cord) স্থিত রিফ্লেক্স কেন্দ্র (Reflex Centres) সকলের অবসন্নতা উৎপাদন করে, এবং সেন্সারি নার্ভের (Sensory Nerve) অবসন্নতা নিবন্ধন চর্ম্মের স্পর্শানুভব শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এতদ্বারা পেশী সমূহ অথবা মোটার্ নার্ভের (Motor Nerve) স্বাভাবিক ক্রিয়ার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। যেহেতু পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ব্রমাইড্ সেবনে রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়া সম্যক্ প্রকারে বিলুপ্ত হইলে যদি কোন মাংসপেশীর উপর বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহা সঙ্কুচিত হইতে থাকে; এবং মোটার্ নার্ভের (Motor Nerve) উপর এবম্বিধ প্রবাহ প্রযুক্ত হইলে উহা উক্ত স্নায়ুসূত্র দ্বারা পেশী মধ্যে নীত হইয়া উহার সঙ্কোচন উৎপাদন করে। অন্যবিধ পরীক্ষাতেও স্বীকৃত হইয়াছে যে পেশী ও মোটার্ নার্ভের (Motor Nerve) উপর ব্রমাইডের কোন অনিষ্টকর ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। যেহেতু দেখা যায় যে কোন জন্তুর পশ্চাতের পদদ্বয়ের রক্ত প্রণালী লিগেচার্ (Ligature) দ্বারা বন্ধন করতঃ পূর্ণ মাত্রায় ব্রমাইড্ প্রয়োগ করিলে শরীরের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পশ্চাতের পদদ্বয়েরও রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়া বিনষ্ট হয়। উক্ত পদদ্বয়ের শোণিত প্রণালী লিগেচার্ (Ligature) দ্বারা সংরুদ্ধ হওয়াতে উহার মধ্যে রক্তের গতিবিধি রহিত হয়, সুতরাং উক্ত ঔষধ পদদ্বয় মধ্যে প্রবেশ করতঃ তত্রাবস্থিত মোটার্ নার্ভ (Motor Nerve) ও পেশী সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, তথাপিও ঐ স্থানের রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়া অন্তর্হিত হইয়া থাকে। অতএব এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রমাইড্, পেশী অথবা মোটার্ নার্ভকে (Motor Nerve) বিনষ্ট করতঃ শরীরের রিফ্লেক্স্ (Reflex) ক্রিয়া বিলুপ্ত করে না; এতদ্বারা সেন্সারি নার্ভ (Sensory Nerve) অথবা কশেরুকা মর্জ্জা (Spinal Cord) স্থিত রিফ্লেক্স (Reflex) কেন্দ্রের ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়াতে উহা সংঘটিত হয়। আরও দেখা যায় যে ব্রমাইড্ দ্বারা রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়া অপনীত হইলেও পেশী সমূহের ইচ্ছানুরূপ চালনাশক্তির হ্রাস হয় না; সুতরাং কেবল যে পেশী ও মোটার্ (Motor) স্নায়ুসূত্র সকল স্বকীয় স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে এরূপ নহে, কশেরুকা মর্জ্জা (Spinal Cord)

স্থিত মোটার্ (Motor) স্নায়ুসূত্র এবং মস্তিষ্কস্থিত মোটার্ (Motor) স্নায়ুকেন্দ্র সকলও তাহাদের স্ব স্ব ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকে।

কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস এই যে ব্রমাইড্ দ্বারা কশেরুকা মর্জ্জা (Spinal Cord) স্থিত ধমনী সমূহ সঙ্কুচিত হওয়াতে মর্জ্জা মধ্যে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং উহার রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়ারও লাঘব হইতে দেখা যায়। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; যেহেতু মর্জ্জা মধ্যে রক্তের পরিমাণের ন্যূনতা বশতঃ এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইলে উহার অপরাপর ক্রিয়াবও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কশেরুকা মর্জ্জা (Spinal Cord)স্থিত মোটার্ (Motor) স্নায়ুসূত্র সমূহের ক্রিয়ার ইতব বিশেষ হয় না; সুতবাং ব্রমাইডের গুণ ধর্ম্মানুসারেই কশেরুকা মর্জ্জাব (Spinal Cord) রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়া বিনষ্ট হইযা থাকে, মর্জ্জা মধ্যে শোণিত প্রবাহের স্বল্পতানিবন্ধন উহা সংঘটিত হয় না। ব্রমাইড্ দ্বারা সেন্সারি নার্ভের (Sensory Nerve) ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, যেহেতু পূর্ণ মাত্রায় ব্রমাইড্ প্রয়োগ করিলে রোগীর স্পর্শ অথবা বেদনানুভব শক্তির এতাদৃশী লাঘব হইয়া থাকে যে গাত্র স্পর্শ অথবা তদুপরি আঘাত করিলেও জ্বালা, যন্ত্রণা অথবা বেদনা অনুভূত হয় না। হৃৎপিণ্ড, মাংসপেশী, মোটার্ (Motor) স্নায়ু অথবা কশেরুকা মর্জ্জার (Spinal Cord) উপর পটাস্ ব্রমাইড্ স্থানিক প্রয়োগ করিলে উহাদের স্ব স্ব স্বাভাবিক ক্রিয়া বিনষ্ট হয়। এতাদৃশ ফল পটাস্ দ্বারাই প্রসবিত হইয়া থাকে, যেহেতু পটাসিয়ম্ শরীরস্থ যাবতীয় টিসু ও যন্ত্রাদি সম্বন্ধে অবসাদক বলিয়া পরিচিত।

অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ দ্বারা হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন শক্তির হ্রাস হয়, এবং উহা মৃদুভাবাপন্ন হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সিষ্টোল (Systole) স্বল্পকাল স্থায়ী ও প্রত্যেক ডায়াষ্টোল (Diastole) দীর্ঘকাল ব্যাপী হইতে থাকে, সুতরাং প্রত্যেক সিষ্টোলের জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত আছে ক্রমশঃ উহার হ্রাস, এবং প্রত্যেক ডায়াষ্টোলের জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে ক্রমশঃ উহার বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ডায়াষ্টোল (Diastole) কালীন রহিত হইয়া যায়। অতএব উহা হৃৎপিণ্ডাবসাদক।

ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ একটী উৎকৃষ্ট আক্ষেপ নিবারক ঔষধ বলিয়া পরিগণিত।

ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ অধিক মাত্রায় সেবনে নিদ্রাকর্ষিত হয়। এতদ্বারা মস্তিস্ক মধ্যস্থ ধমনী সঙ্কুচিত হওয়াতে তথায় শোণিতের স্বল্পতা প্রযুক্ত উল্লিখিত ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত চলাচলের বিশিষ্ট রূপ ব্যাঘাত জন্মিলে নিদ্রাকর্ষিত না হইয়া বরং অনিদ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে। উহা সেন্সারি (Sensory) স্নায়ুর ক্রিয়া লোপ করাতে বেদনা নিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে এতদ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়। এই ক্রিয়া লবণস্থিত পটাসিয়ম্ নামক পদার্থ দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ কামরিপু দমন করে, এবং কিয়ৎকাল সেবন করিলে স্ত্রীসম্ভোগ সুখে তাদৃশ স্পৃহা থাকে না। এই ঔষধ যাবৎকাল সেবন করা যায় তাবৎকাল এই ক্রিয়া লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ঔষধ সেবন রহিত করিলে উহা পুনরুদ্দীপ্ত হইতে থাকে। আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের ন্যায় এতদ্বারাও ব্যক্তিবিশেষে শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা উৎপাদিত হয়, কিন্তু কিয়ৎ কাল ঔষধ ব্যবহারে বিরত হইলে উহা দূরীভূত হইয়া থাকে। ব্রমাইড্ সকল দেহাভ্যন্তর হইতে মূত্র, লাল, স্তনদুগ্ধ ও ঘর্ম্মের সহিত নিঃসারিত হয়। প্রয়োগান্তে ১০ মিনিট কাল মধ্যেই প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইতে থাকে, এবং দিবসৈক মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। উহা পাকস্থলী দ্বারা এত শীঘ্র শোষিত হয় যে কিড্নি (Kidney) দ্বারা ততশীঘ্র নিষ্কাষিত হয় না। উহা দীর্ঘকাল সেবন করতঃ রহিত করিলে অন্ততঃ ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইতে দেখা যায়।

ব্রমাইডের ক্রিয়াঃ—স্পর্শহারক, স্নায়বীয়অবসাদক, আক্ষেপনিবারক, হৃৎপিণ্ডঅবসাদক, নিদ্রাকারক, বেদনানিবারক এবং কামনাশক।

থিরা। ব্রমাইডের স্পর্শহারক ক্রিয়ার জন্য নিম্নলিখিত পীড়াতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক ভাগ ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ পাঁচ ভাগ গ্লিসিরিণের (Glycerine) সহিত মিশ্রিত করতঃ হিমরয়েড্ (Hæmorrhoid), গুহ্যদ্বারের ফিসার্ (Fissure), এবং ব্রণাদিতে স্থানিক প্রয়োগ করিলে বেদনা ও যন্ত্রণা নিবারিত

হইয়া থাকে। কখন কখন পটাস্ ব্রমাইডের দ্রব লেরিংসের (Larynx) অভ্যন্তর প্রদেশ পরীক্ষার জন্য গলদেশ মধ্যে প্রযুক্ত হয়; যেহেতু উহা তালু ও তন্নিকটস্থ স্থানের স্পর্শানুভব শক্তি অপহরণ করে। কিন্তু কোন কোন চিকিৎসক উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনার্থ এতদপেক্ষা বরফ অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। নিম্নলিখিত ব্যাধি সমূহে ব্রমাইডের স্নায়বীয় অবসাদক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়া লক্ষিত হয়। ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ দ্বারা তালু, লেরিংস্ (Larynx), ফেরিংস্ (Pharynx) প্রভৃতি প্রদেশের অবসন্নতা উৎপাদিত হয় বলিয়া ঐ সকল স্থান কোন কারণ বশতঃ উত্তেজিত ও আক্ষিপ্ত হইলে উহা সেবনে উত্তেজনা ও আক্ষেপ তিরোহিত হয়। এজন্য হুপিংকফ (Whooping Cough), লেরিঙ্গিস্মাস্ ষ্ট্রীডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus) প্রভৃতি শ্বাস নালীর আক্ষেপজনক পীড়াতে উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কখন কখন হুপিংকফ (Whooping Cough) রোগে এতদ্বারা অভীষ্ট সাধন হয় না। ইহার কারণ এই যে উক্ত পীড়া, জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), নিউমোনিয়া (Pneumonia), টিউবার-কিউলোসিস্ (Tuberculosis) প্রভৃতি অপরাপর পীড়ার আনুসঙ্গিক হইলে অথবা রোগীর দন্তোদ্গম সময়ে দন্তমাড়ির উগ্রতা, কিম্বা কোন কারণ বশতঃ পাকস্থলীর উগ্রতা প্রযুক্ত পীড়ার উৎপত্তি হইলে ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়মের দ্বারা প্রতিকার প্রত্যাশা করা যায় না। যাবৎকাল পর্য্যন্ত উল্লিখিত ব্যাধি সমূহ উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা অপনীত না হয়, তাবৎকাল ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ দ্বারা উক্ত রোগাপনয়নে যত্নবান হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে স্থলে অন্য কোন পীড়া, সহচর স্বরূপ উহার সহিত বর্ত্তমান না থাকে সেই স্থলেই ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্দারা কাশী, আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ সকল এবং রোগের প্রাখর্য্য সত্বর প্রশমিত হয়। গ্রীষ্ম কালে হুপিংকফ (Whooping Cough) রোগ সমদ্ভূত হইলে ব্রমাইড্ দ্বারা বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায়, যেহেতু উক্ত ঋতুতে ইহার সহিত শ্বাসনালী ও ফুস্ফুস্ প্রভৃতির পীড়া সচরাচর বর্ত্তমান থাকে না। হুপিংকফ (Whooping Cough) পীড়া দেশব্যাপক হইলে কখন কখন ব্রমাইডের দ্বারা ফল লাভ হয় এবং কোন কোন সময়ে হয় না।

হুপিং কফের (Whooping Cough) ন্যায় লেরিঞ্জিস্মাস্ ষ্ট্রীডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus) পীড়া অন্যান্য পীড়ার বশবর্ত্তী হইলে, অথবা দন্তমাড়ির উগ্রতা প্রভৃতি অন্যান্য কারণ সম্ভূত হইলে, যতক্ষণ উহার আনুসঙ্গিক পীড়া অথবা সম্ভব কারণ দূরীভূত না হয় ততক্ষন ব্রমাইড্ প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য। যদিও ব্রমাইডের দ্বারা এই রোগ চিকিৎসিত হয় বটে, তথাপি গলদেশে স্থানিক শৈত্য প্রয়োগে আশু এতাদৃশ আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে যে সচরাচর ব্রমাইডের সাহায্য গ্রহণ করা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়।

হুপিং কফ (Whooping Cough) অথবা লেরিঞ্জিস্মাস্ ষ্ট্রীডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus) পীড়ার সহিত বালকদিগের কন্ভল্সন্ (Convulsion) উপস্থিত হইলে ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ অতীব ফলপ্রদ। উল্লিখিত পীড়াদ্বয়ে শ্বাসনালীব আক্ষেপ আবদ্ধ হইলে লেরিংস্ (Larynx) সময়ে সময়ে এতদূর সঙ্কুচিত হয়, যে উহাব ছিদ্র সংরুদ্ধ হওয়াতে নিশ্বাস বায়ু অনায়াসে ফুস্ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং বোগীব শ্বাসকৃচ্ছ্র সংঘটিত হয়, এবং অম্লজান বাষ্পাভাবে দূষিত রক্ত পরিস্কৃত হয় না। এইরূপে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া ও রক্ত পবিচালনের ব্যাঘাত জন্মিলে ক্রমশঃ কন্ভল্সন্ (Convulsion) রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কখন কখন শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত না হইলেও উহা ঘটিয়া থাকে। যাহাহউক যে কোন কারণে কন্ভল্সন্ (Convulsion) হউক না কেন ব্রমাইডেব দ্বাবা উহা নিবারিত হয়। অনেক সময়ে কেবলমাত্র স্পঞ্জের (Sponge) দ্বারা শৈত্য প্রয়োগেই উপকাব প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু যদি অন্য কোন কারণ বশতঃ শৈত্য প্রয়োগেও উহা দূরীভূত না হয় তবে ব্রমাইড্ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের কখন কখন নিম্নলিখিত পীড়া লক্ষিত হয়। শিশুকে কোন কঠিন আহার্য্য পদার্থ প্রদান কবিলে সে অনায়াসে গলাধঃকবণ করিতে পারে বটে, কিন্তু কোন তরল পদার্থ পান কবিতে চেষ্টা করিলে উহার শ্বাসবোধ হইবার উপক্রম হয়। এই আশ্চর্য্য পীড়ার সহিত গলাভ্যন্তরের প্রদাহ প্রভৃতি অন্য কোন পীড়া দৃষ্ট হয় না। ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ প্রয়োগ করিলে উহা সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

দুই তিন মাস হইতে এক অথবা দুই বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের কখন কখন

আর একটী নূতনপ্রকার পীড়া দৃষ্ট হয়। তাহাদের উদর প্রাচীর কুঞ্চিত ও কঠিন হয়। সময়ে সময়ে উদর মধ্যে অন্ত্রাদির সঙ্কোচন বশতঃ উহা একটী গোলাকার পদার্থের ন্যায় উদরের একস্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন অন্ত্র সঙ্কুচিত হইতে থাকে তখন রোগী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। এই সকল লক্ষণাবলীর কারণ সচরাচর অনুমিত হয় না। কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময়, উদরাধ্মান প্রভৃতি যে সকল কারণে উহা উৎপাদিত হইতে পারে তাহার কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না। কোন কোন সময়ে কেবলমাত্র রোগীর মুখমধ্যে পুরাতন ক্ষত দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাহউক যে কোন কারণে এই রোগ সম্ভূত হউক না কেন ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ দ্বারা ইহার নিবৃত্তি হয় না।

অন্যান্য বিবিধ ব্যাধিতে পটাস্ ব্রমাইড্ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার কন্‌ভল্‌সন্ (Convulsion) অর্থাৎ পেশী আক্ষেপ, যথা এপিলেপ্সি (Epilepsy), এল্‌বিউমিনিউরিয়া (Albuminuria), রসতড়্‌কা প্রভৃতি রোগের পেশী আক্ষেপ নিবারণার্থ উহা মহোপযোগী। কন্‌ভল্‌সন্ (Convulsion) রোগ ভিন্ন ভিন্ন কারণে উৎপাদিত হয় যথার্থ বটে, কিন্তু যে কোন কারণে হউক না কেন এই রোগ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে স্নায়ুকেন্দ্র সকলের সকল সময়েই সমভাবে একরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে যাহা ব্রমাইড্ দ্বারা সত্বর সংশোধিত হয়।

এপিলেপ্সি (Epilepsy) রোগে ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ অত্যন্ত ফলপ্রদ। কিন্তু উহার পেটিট্‌মাল্ (Petitmal) নামক যে একটী রূপ আছে তন্নিবারণে ব্রমাইড্ সমর্থ নহে। উক্ত পীড়াতে যে স্থলে অত্যন্ত আক্ষেপ হইতে থাকে উহা তৎপক্ষে বিশেষ উপযোগী। ব্রমাইড্ প্রয়োগে ক্রমশঃ আক্ষেপের হ্রাস এবং উহা স্বল্পকালস্থায়ী হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে যদিও এককালীন রোগের শান্তি না হয়, তথাপি বহুদিন যাবৎ রোগের পুনরাবির্ভাব হয় না। কোন কোন সময়ে এপিলেপ্সি রোগের (Epilepsy) আক্ষেপ নিবারণে ব্রমাইড্ অসমর্থ হয় এবং কখন কখন এতদ্বারা রোগী স্ফূর্ত্তিবিহীন, ক্রোধস্বভাব ও বিবেচনা শক্তি শূন্য হইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত পীড়ার পুনরাবির্ভাব হইলে এতাদৃশ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করে। কখন কখন ইহা

প্রয়োগে পীড়ার প্রাখর্য্য খর্ব্ব হইয়া পেটিট্মাল্ (Petitmal) আকারে পরিণত হয় ও পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। অতএব ব্রমাইড্ দ্বারা ফললাভ হইবে কিনা তাহা স্থির করা নিতান্ত দুরূহ, তবে পীড়া স্বল্পকাল স্থায়ী হইলে এতদ্বারা বিশিষ্ট উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

কোন্ কোন চিকিৎসক এপিলেপ্সি রোগে (Epilepsy) ব্রমাইড্ অব্ লিথিয়ম্ (Bromide of Lethium) ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহবা ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্, কেহ বা সোডিয়ম্, কেহ বা এমোনিয়ম্ এবং কেহ কেহ লিথিয়ম্ ব্যবহার করেন। অতএব ইহাদিগের মধ্যে কোনটি অধিকতর ফলদায়ক তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই।

এপিলেপ্সি পীড়া (Epilepsy) মৃদুভাবে আবির্ভূত হইলে ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ দশগ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু যে স্থলে উহা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে সে স্থলে ব্রমাইড্ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে কোন ফল দর্শে না; এমন কি কোন কোন স্থলে প্রতি মাত্রায় ত্রিশ গ্রেণ পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন রোগী কেবল মাত্র নিশা-কালেই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় সে স্থলে শয়ন কালে ত্রিশ গ্রেণ মাত্রায় ব্রমাইড্ প্রয়োগ করিলে রোগী রোগমুক্ত হইয়া সুনিদ্রায় রজনী যাপন করে। এই রোগ নিবারণার্থ সচরাচর প্রতিদিন একড্রাম ব্রমাইড্ প্রয়োগ করা আবশ্যক, কিন্তু রোগের প্রাখর্য্য বিবেচনায় অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। ব্রমাইড্ দীর্ঘকাল অর্থাৎ কয়েক মাস অথবা বৎসর যাবৎ ব্যবহার না করিলে এই পীড়া প্রশমিত হয় না। কিন্তু এতাদৃশ অধিক দিন প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইলে উহা সপ্তাহ অথবা দশদিনে এক দিন কাল, কিম্বা সপ্তাহ মধ্যে দুই দিন কাল রহিত করা আবশ্যক; যেহেতু অপ্রতিহত ভাবে উহা প্রয়োগ করিলে রোগী অভ্যস্থ হওয়াতে অবশেষে উহা দ্বারা আর কোন প্রতিকার সাধিত হয় না।

ব্রমাইড্ সর্ব্ব প্রকার কন্ভল্সন্ (Convulsion) পীড়াতেই অত্যন্ত উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। মেনিঞ্জাইটিস্ (Meningitis), শিশু দিগের দন্তোদগম প্রভৃতি বহুবিধ কারণে কন্ভল্সন্ (Convulsion) রোগের

উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যে কোন কারণে হউক না কেন এতদ্দ্বারা বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; কেবল অন্ত্রমধ্যে ক্রিমির অবস্থান হেতু রোগের উৎপত্তি হইলে ব্রমাইড্ দ্বারা কোন ফল দর্শে না। সে স্থলে কৃমিনাশক ঔষধের ব্যবস্থাই যুক্তি সঙ্গত। শিশুদিগের কন্‌ভল্‌সন্ (Convulsion) রোগেও ইহা মহোপকারী; বিশেষতঃ এসাফিটিডার (Assafœtida) সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে ব্রমাইডের গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ এই যে এসাফিটিডা (Assafætida) দ্বারা কেবল যে উহার আক্ষেপ নিবারক ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় এমত নহে, বালকদিগের এই পীড়া উপস্থিত হইলে সচরাচর উদরাধ্মান লক্ষিত হয়, সুতরাং এতদ্দ্বারা উহাও নিবারিত হইয়া থাকে।

টেটানিক্ কন্‌ভল্‌সন্ (Tetanic Convulsion), সাধারণ ধনুষ্টঙ্কার, এবং নবজাত শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কার রোগেও ব্রমাইড্ মহোপকার সাধন করে বটে, কিন্তু উহার সহিত ক্লোরাল্ হাইড্রেট্ (Chloral Hydrate) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে উভয়েই উভয়ের গুণ বর্দ্ধনে সহায়তা করে। ধনুষ্টঙ্কার পীড়াতে উহাদের সহিত টিংচার ক্যানাবিস্ (Tincture Cannabis) সচরাচর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নবজাত শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কারে উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সহিত এক্‌ষ্ট্রাক্ট ক্যানাবিস্ (Extract Cannabis) গ্লিসিরিণের সহিত (Glycerine) মিশ্রিত করতঃ শিশুর নাভীস্থলে প্রলেপ স্বরূপ প্রয়োগ করিলে সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। বালকদিগের পক্ষে ব্রমাইড্ নিম্ন লিখিত মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রোগীর বয়স তিনমাসের অনধিক হইলে ¼ গ্রেণ, তিনমাস হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ গ্রেণ, ছয়মাসহইতে নয়মাস পর্য্যন্ত ¾ গ্রেণ, নয়মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত এক গ্রেণ, এবং তৎপরে ৪, ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর এক গ্রেণ করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়।

চর্ম্মাভ্যন্তরস্থ সেন্‌সারি নার্ভের (Sensory Nerve) উগ্রতা প্রযুক্ত তদুপরি জ্বলন ও স্পর্শমাত্রেই বেদনা অনুভূত হয়, এবং কখন কখন বিবেচিত হয় যে চর্ম্মনিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট চলাচল করিতেছে। ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ স্নায়ুসূত্রের উগ্রতা অপহরণ করতঃ উহা দূরীভূত করে। নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য চিকিৎসক মাত্রেই ব্রমাইডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উহা মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত চলাচলের লাঘব করে বলিয়া নিদ্রাকর্ষিত হইয়া থাকে। অধিক পরিশ্রম অথবা প্রগাঢ় চিন্তা বশতঃ মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তাধিক্য হইলে মনুষ্য মাত্রেরই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, সুতরাং ব্রমাইড্ প্রয়োগে উহা নিবারিত হওয়াতে রোগী সহসা সুষুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর নিরতিশয় পরিশ্রম প্রযুক্ত শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইলে মস্তিষ্ক মধ্যে শোণিত প্রবাহের ন্যূনতা লক্ষিত হয়, তজ্জন্যও রোগীর অনিদ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপাবস্থায় ব্রমাইড্ সেবন করিলে মস্তিষ্কের রক্তহীনতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে নিদ্রাকর্ষিত না হইয়া বরং জাগ্রতাবস্থায় রোগীকে যামিনী যাপন করিতে হয়। কোন কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবার সময়, অথবা রিউম্যাটিজম্ (Rheumatism), নিউমোনিয়া (Pneumonia), টাইফয়েড্ (Typhoid), স্কার্লেট্ (Scarlet), প্রভৃতি প্রদাহ জনিত জ্বরে, কিম্বা স্বল্প বিরাম জ্বরে (Remittent Fever), অনিদ্রাবশতঃ রোগী বিশেষ কষ্টানুভব করিলে নিদ্রোৎপাদনার্থ ব্রমাইড্ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উল্লিখিত পীড়া সমূহে রোগীর মুখ হইতে অস্পষ্ট ও মৃদু প্রলাপোক্তি নির্গত হইলে, এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ জন্য জিহ্বা ও হস্ত পদাদির কম্পন, ও তদানুসঙ্গিক হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইলে, নিদ্রার্থ ব্রমাইড্ প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু উল্লিখিত লক্ষণাবলী মস্তিষ্কের রক্ত-হীনতা এবং হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুমণ্ডলীর নিস্তেজতা প্রযুক্তই উদ্ভাবিত হয়, সুতরাং ব্রমাইড্ প্রয়োগে উক্তাবস্থা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হইয়া থাকে। কোন পীড়াতে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ প্রচণ্ড প্রলাপ ও অনিদ্রা উপস্থিত হইলে ব্রমাইড্ দ্বারা আশাতীত ফল উৎপাদিত হয়। অত্যধিক সুরাপান করিলে ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) নামক পীড়া সমুদ্ভূত হয়। এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ অনিদ্রা। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া ৭।৮ দিবস যাবৎ নিদ্রা সুখে বঞ্চিত থাকেন। এই পীড়াতে রোগীর নিদ্রানয়ন জন্য ব্রমাইড্ অতীব উপযোগী; কিন্তু উহার সহিত ক্লোরাল্ হাইড্রেট্ (Chloral Hydrate) মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে উভয় দ্বারা উভয়ের ক্রিয়া এতাদৃশ বর্দ্ধিত হয় যে একবার মাত্র সেবনেই রোগী সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, বারান্তর প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। শারীরিক ও

মানসিক শ্রান্তি, চিন্তা, শোক, পরিপাকশক্তি হীনতা, হিষ্টিরিয়া (Hysteria) এবং অন্তঃসত্বাবস্থা প্রযুক্ত অনিদ্রা উপস্থিত হইলে ব্রমাইড্ দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য উহা ২০ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় শয়নকালে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু একবার সেবনে যদি নিদ্রাকর্ষণ না হয় তবে দুই অথবা তিন ঘণ্টা পরে পুনঃ প্রযোগ আবশ্যক। আফিং, মর্ফিয়া (Morphia), বেলেডনা (Belladonna), হাইয়োসায়েমস্ (Hyoscyamus), ক্লোরোফরম্ (Chloroform), ক্যানাবিস্ (Cannabis) এবং ক্লোরাল্ হাইড্রেট্ (Chloral Hydrate) প্রভৃতি নিদ্রাজনক ঔষধের সহিত ব্রমাইড্ ব্যবহার করিলে উহার নিদ্রাকারক ক্রিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কখন কখন উল্লিখিত উদ্দেশে উহার পরিবর্ত্তে আফিং ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ কোন যন্ত্রণাদায়ক পীড়া বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিলে আফিং প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রমাইড্ এবং আফিং কখন কিরূপ ফল প্রদান করে তাহার স্থিরতা নাই। কখন কখন আফিং অপেক্ষা ব্রমাইড্ দ্বারা অধিকতর ফললাভ হয়, কখন বা ব্রমাইড্ অপেক্ষা আফিং অধিকতর ফলপ্রদান করিয়া থাকে।

দীর্ঘকাল পাঠাভ্যাসে প্রগাঢ়রূপে মনঃ সংযোগ করিলে, অথবা কোন কার্য্যোদ্দেশে মানসিক প্রবৃত্তির সমধিক পরিচালনা করিলে কোন কোন ব্যক্তির শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়, এবং কর্ণকুহর মধ্যে কীট পতঙ্গের ডাকের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হয়, ব্রমাইড্ সেবনে নিদ্রাকর্ষণ হইলে এই সকল লক্ষণ সত্বর দূরীভূত হয়, এবং জাগরিত হইবামাত্র রোগী সম্যক্ প্রকারে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া থাকে।

রাজধানী অথবা নগরবাসিদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি, ও দীর্ঘকাল নগর মধ্যে অবস্থান প্রযুক্ত সর্ব্ববিষয়ে হতাশ্বাস, ক্রুদ্ধপ্রকৃতি, বিষয় কার্য্যে অমনোযোগী, এবংঅনিদ্রা হেতু সতত অলস, দুর্ব্বল ও মানসিক স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া থাকেন। ব্রমাইড্ সেবনে এই সকল লক্ষণ স্বল্পকাল মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। যদি উহাদের সহিত মাইগ্রেন্ (Migraine), অথবা পিত্তাধিক্য বশতঃ শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে, কিম্বা স্ত্রীলোকদিগের ঋতুরোধ সময়ে, অর্থাৎ যে বয়সে স্ত্রীলোকদিগের রজঃস্রবণের তিরোভাব হয়

সেই সময়ে ঐ সকল লক্ষণ পরিদৃশ্যমান হয়, তাহা হইলে ব্রমাইড্ দ্বারা মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডাবসাদক ক্রিয়ার জন্য উহা সচরাচর জ্বর রোগে ব্যবহৃত হয়। জ্বর প্রকোপ বৃদ্ধি হইলে কখন কখন মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ শিরঃপীড়া ও প্রচণ্ড প্রলাপ (Active Delirium) উপস্থিত হয়; নয়নদ্বয় লোহিত বর্ণ ধারণ করে, মস্তক ও ললাট প্রদেশের শিরা সকল সহজেই নয়নগোচর হয়, এবং মস্তকোপরি উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। ব্রমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ সেবনের সহিত মস্তকে শৈত্য প্রয়োগ করিলে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অপনীত হইয়া উল্লিখিত লক্ষণ সকল ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। সেরিব্রোস্পাইনাল্ মেনিঞ্জাইটিস্ (Cerebro-spinal Meningitis) পীড়ার প্রথমাবস্থায় ব্রমাইড্ অত্যাশ্চর্য্য ফলদায়ক। স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রযুক্ত, অথবা হিষ্টিরিয়া (Hysteria), ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) প্রভৃতি পীড়া বশতঃ হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation) উপস্থিত হইলে ব্রমাইড্ উহা দমন করিয়া থাকে; কিন্তু মানবদেহের রক্তহীনতা নিবন্ধন প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation) উদ্ভূত হইলে অথবা স্ত্রীলোকদিগের রজোলোপ কালে উহা লক্ষিত হইলে এতদ্বারা কোন ফল দর্শে না। এরূপস্থলে কোন সঙ্কোচক লৌহঘটিত ঔষধ যথা টিংচার ষ্টীল্ (Tincture Steel) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নারিজাতির চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে রজোলোপ (Menopause) হইয়া থাকে। ঐ সময়ে সচরাচর তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এবং মধ্যে মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণাবলী আবির্ভূত হয়; যথা দেহাভ্যন্তরে উত্তাপবৃদ্ধি, গাত্রদাহ, অনিদ্রা, শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, শিরোদাহ, ঘর্ম্মনিঃসরণ এবং মুখবর্ণের আরক্তিমতা ইত্যাদি। এই সকল লক্ষণ দূরীকরণার্থ ব্রমাইড্ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু যে স্থলে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি, মুখবর্ণের আরক্তিমতা ও ঘর্ম্মনিঃসরণ এই তিনটী লক্ষণ অপরাপর স্নায়বীয় লক্ষণাপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাত হয়, সে স্থলে ব্রমাইডের পরিবর্ত্তে স্বল্পমাত্রায় নাইট্রেট্ অব্ এমিল্ (Nitrate of Amyle) ব্যবস্থা করিলে প্রভূত হিতসাধন হয়। উহা দ্বারা কেবল যে ঐ তিনটী লক্ষণ দূরীকৃত হয় এমত নহে, মানসিক নিস্তেজতা, শিরঃপীড়া, অনিদ্রা প্রভৃতি অন্যান্য

স্নায়বীয় লক্ষণ ও উপশমিত হইয়া থাকে। কখন কখন চিকিৎসা গুণে উল্লিখিত লক্ষণাবলী কিয়ৎকালের জন্য লুক্কায়িত হয় বটে, কিন্তু পুনরায় এতাদৃশ প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়, যে কোনরূপ চিকিৎসা দ্বারাই আশানুরূপ ফললাভ হয় না, সুতরাং সে স্থলে বায়ু ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন জন্য রোগীকে স্থল অথবা জলপথে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিতে উপদেশ দেওয়া ব্যতীত চিকিৎসার উপায়ান্তর নাই।

মাইগ্রেণ (Migraine) নামক পীড়াতে ব্রমাইড্ ফলদায়ক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এই রোগে শিরঃপীড়া ও তদানুসঙ্গিক বিবমিষা ও বমন লক্ষিত হয়। নারিজাতি এই ব্যাধির বশবর্ত্তিনী হইলে রজোলোপ সময়ে উহাদ্বারা নিরতিশয় যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে। মেনোপজের (Menopause) সময় শিরঃপীড়া, স্নায়বীয় নিস্তেজতা, অনিদ্রা প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণমণ্ডলী এতাদৃশ ভীষণাকার ধারণ করে ও শীঘ্র শীঘ্র আবির্ভূত হয়, যে তন্নিবন্ধন রোগীর ক্ষণকালের জন্যও মনঃস্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয় না। ব্রমাইড্ সেবন করিলে সুখময়ী নিদ্রাপ্রভাবে তাবৎলক্ষণরাজি দূরীভূত হয়। কখন কখন মেনোরাজিয়া (Menorrhagia) অথবা ডিস্মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa) পীড়া বশতঃ উপরোক্ত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাও ব্রমাইড্ দূরীকরণে সমর্থ। কিন্তু জরায়ুমুখে অথবা উহার গলদেশে প্রদাহ অথবা ক্ষতের অবস্থান প্রযুক্ত ঐ সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে, ব্রমাইড্ হিতসাধনে অসমর্থ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত জরায়ুর পীড়ার শান্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত রোগিণীর যন্ত্রণার লাঘব হয় না। মাইগ্রেণ (Migraine) রোগে ব্রমাইড্ ১৫ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে বারত্রয় ব্যবহার্য্য।

অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় কখন কখন কোন কোন স্ত্রীলোকের চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। মনোমধ্যে ধারণা হয় যে সে তাহার স্বামী অথবা গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করতঃ নরহত্যাপরাধে অপরাধিনী হইয়াছে। ব্রমাইডের সহায়তায় কিয়ৎকাল নিদ্রিতাবস্থায় কাল যাপন করিলেই এতাদৃশ চিত্তবিকার তিরোহিত হইয়া চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়, এবং রোগিণীও প্রকৃতিস্থা হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় বমন নিবারণার্থ ব্রমাইড্ উপযোগী। এতদর্থে উহা ১৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রযোজ্য।

স্বল্পবয়স্ক বালকেরা কখন কখন যামিনী যোগে অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠে, এবং দুই এক সেকেণ্ড মধ্যেই নীরব হইয়া পুনরায় নিদ্রিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ সপ্তাহমধ্যে এক অথবা দুইবার, কেহবা প্রতিদিন নিশাকালে এক অথবা একাধিকবার এইরূপে চীৎকার করে। কোন কোন বালক সুপ্তাবস্থায় শয্যাত্যাগ করতঃ অকারণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে। বালকদিগের সুপ্তাবস্থায় এবম্বিধ চীৎকার ও ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ব্রমাইড্ দ্বারা নিবারিত হয়; যেহেতু উহা সেবনে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে রোগীর চীৎকার অথবা ভ্রমণ শক্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। কখন কখন পরিপাক-শক্তির ন্যূনতা নিবন্ধন উল্লিখিত ঘটনা সংঘটিত হয়। সেস্থলে যাহাতে উহার বৃদ্ধি হয় সেরূপ উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ব্রমাইড্ প্রয়োগে ক্ষান্ত হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি-সঙ্গত নহে; যেহেতু যে কোন কারণে উল্লিখিত লক্ষণদ্বয় আবির্ভূত হউক না কেন সর্ব্বত্রই উহা তুল্য ফল প্রসব করে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের নাইট্‌মেয়ার (Nightmare) রোগে ব্রমাইড্ সচরাচর ব্যবহার্য্য।

হিষ্টিরিয়া (Hysteria) রোগে ব্রমাইড্ প্রয়োগ করিলে উহা দ্বারা স্নায়বীয় লক্ষণাদি অপনীত হয়, এবং রোগী চিত্তসংযমে ও আত্মশাসনে সমর্থ হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এজ্‌মা (Asthma) ও ডায়াবিটিস্ (Diabetes) পীড়াতে ব্রমাইড্ বহুল ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে। সাধারণ উন্মাদ, প্রসবান্তে উন্মাদ, এবং কামোন্মাদ পীড়ার শান্তি জন্য উহা মহোপযোগী। ব্রমাইডের কামনাশক গুণ থাকাতে কামোন্মাদ রোগে প্রয়োগ করিলে রিপু দমন করতঃ সুফল প্রসব করে। এতদর্থে কুড়ি গ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিনবার প্রযোজ্য। বেদনা নিবারক ক্রিয়ার জন্য স্নায়ুশূল (Neuralgia) এবং পুরাতন আর্থ্রাইটীস্ (Arthritis) রোগে উহা সচরাচর প্রযুক্ত হয়।

জননেন্দ্রিয়গণের কার্য্যগত বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইলে এতদ্দ্বারা প্রতিকার সাধিত হয়। ঋতুকালীন প্রচুর পরিমিত রক্তস্রাবে, কিম্বা মেনোরাজিয়া (Menorrhagia) পীড়া সম্ভূত প্রভূত শোণিত ক্ষরণে, রক্তরোধার্থ অপরাপর সুপ্রসিদ্ধ ঔষধাপেক্ষা ব্রমাইড্ কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। উহা বৃদ্ধাপেক্ষা যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রক্তস্রাব নিবারণার্থ অধিকতর উপযোগী। অনেক স্ত্রীলোক

যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে মাসেক মধ্যে দুইবার রজঃস্বলা হইয়া থাকে ; কাহারও বা কখন স্বল্পদিন, কখন অধিকদিন ব্যবধানে ঋতুর আবির্ভাব হয়, এবং ঋতু কালীন অপরিমিত শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। ব্রমাইড্ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ ঋতুর কাল বৈলক্ষণ্য সংশোধিত হইয়া নির্দ্দিষ্টকাল ব্যবধানে রজঃসঞ্চার হয় ; অতঃপর স্রাবের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে দেখা যায়। রজোলোপ কালে শীঘ্র শীঘ্র ঋতুর আবির্ভাব ও প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব নিবারণেও ব্রমাইড্ অসমর্থ নহে, বরং উহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য লক্ষণাদি দূরীকরণে সক্ষম ; কেবল জরায়ু মধ্যে অর্ব্বুদের অবস্থান প্রযুক্ত শোণিতস্রাব হইলে তন্নিবারণে তাদৃশ পারদর্শী নহে। প্রভূত রজঃস্রাব নিবারণার্থ বিশেষ বিবেচনার সহিত উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি কেবলমাত্র ঋতুকালে রক্তস্রাবের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহার এক সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতে ঔষধ সেবন আরব্ধ করতঃ যাবৎ রজোরহিত না হয়, তাবৎ সেবন করা কর্ত্তব্য ; এইরূপে প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট ঋতুকালের পূর্ব্বে উহা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যদি ঋতুর সময় নির্দ্ধারিত না থাকে, অর্থাৎ কখন বা দুই সপ্তাহ, কখন বা তিন সপ্তাহ পরে ঋতুর আবির্ভাব হয়, তবে উহা মধ্যে মধ্যে বহিত না করিয়া যাবৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রজঃপ্রকাশ, এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রক্তস্রাব নিবারিত না হয়, তাবৎ অবিরতভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সময় নির্দ্ধারিত ও স্রাব প্রশমিত হইলেও প্রত্যেক ঋতুকালের পূর্ব্বে কয়েক মাত্রা ব্রমাইড্ প্রয়োগ করিলে পুনর্ব্বার ঋতুবিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা থাকে না। এই রোগে সচরাচর যুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলেই শোণিতস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে। যদি এতদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি না হয় তাহা হইলে মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

কামনাশক ক্রিয়ার জন্য পটাস্ ব্রমাইড্ স্পার্মেটোরিয়া (Spermatorrhæa) রোগে হিতকর বলিয়া বিবেচিত হয়। উক্ত পীড়াতে এই ঔষধ ব্যবহারের আনুসঙ্গিক নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে স্বল্পকাল মধ্যেই সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যায় স্ক্রোটাম্ (Scrotum) ও পেরিনিয়াম্ (Perinæum) প্রদেশে শৈত্য প্রয়োগ করা এবং অণ্ডকোষ স্বল্পকালের জন্য শীতল জলে নিমগ্ন রাখা আবশ্যক। নিতান্ত কোমল শয্যায় শয়ন করতঃ

রাত্রিযাপন করিলে এই রোগের বৃদ্ধি হয় বলিয়া কঠিন শয্যায় শয়ন করা, এবং নিশাকাল অনশনে অতিবাহিত করা উচিত। সচরাচর প্রথম কয়েক-ঘণ্টা নিদ্রার পর স্বপ্নদোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, এজন্য রজনীর শেষভাগে নিদ্রাবসান হইবামাত্রই প্রস্রাব ত্যাগ করতঃ পুনরায় শয়ন করা বিধেয় নহে। শয়নকালে কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত শীতল জলে প্রক্ষালন করা অতীব আবশ্যক। এবম্বিধ উপায়াবলম্বনে কৃতযত্ন হইলে স্বল্পকাল মধ্যেই পীড়ার উপশম লক্ষিত হয়।

সমুদ্র যাত্রাকালে কোন কোন ব্যক্তির নিরতিশয় বমন হইতে থাকে। যাত্রা-কালের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে দিবসে তিনবার ব্রমাইড্ সেবন করিলে উহা নিবারিত হয়। আফিং সেবনে বিবমিষা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয় ব্রমাইড্ দ্বারা উহা দূরীভূত হইয়া থাকে। এজন্য যাঁহারা আফিং সেবনে অভ্যস্ত, তাঁহারা যদ্যপি নির্দ্দিষ্ট সেবন কালের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে এবং দুই ঘণ্টা পরে কুড়ি, ত্রিশ অথবা চল্লিশ গ্রেণ মাত্রায় ব্রমাইড্ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আফিং জনিত যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয় না ব্রমাইডের এই ক্রিয়া লডেনামের (Laudanum) উপরেই বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়; কোডিয়া (Codia) কিম্বা মর্ফিয়ার (Morphia) উপর তাদৃশ হয় না।

ACTION OF ACID AND ALKALIES ON THE DIFFERENT SECRETIONS OE THE BODY,

মানবদেহের বিবিধ রসস্রাব সম্বন্ধে অম্ল ও ক্ষার পদার্থের ক্রিয়া নির্ণয়।

অম্ল রসাত্মক পদার্থ মাত্রেই স্যালিভারি গ্লাণ্ডের (Salivary Glands) স্রাব বৃদ্ধি করে। এই ক্রিয়া রিফ্লেক্স (Reflex) ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ঐরূপ কোন পদার্থ মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেই উহার উত্তেজনা শক্তি (Stimulus) সেন্সারি (Sensory) স্নায়ু দ্বারা কশেরুকা মজ্জায় নীত হয়, এবং তথা হইতে সেরিব্রোস্পাইনাল্ (Cerebro-spinal) স্নায়ুসূত্র দ্বারা স্যালিভারি গ্লাণ্ডে (Salivary Gland) আনীত হইয়া উহাকে উত্তেজিত করতঃ লালস্রাব

বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যদ্যপি সেরিব্রোস্পাইনাল্ (Cerebro-spinal) স্নায়ু বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে অম্ল দ্বারা বহুল লালক্ষরণ হয় না।

ঔষধার্থ যে সকল জলমিশ্রিত অম্ল অর্থাৎ ডাইলিউট্ এসিড্ (Dilute Acid) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহাদের মধ্যে কোন একটী সেবন করিলে উহা পাকস্থলী মধ্যে প্রবেশ করতঃ গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্রাব রহিত করে। কোনরূপ ক্ষার পদার্থ সেবন করিলে উহা পাকস্থলীমধ্যে উক্ত যুসের (Juice) স্রাব বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

এসিড্ (Acid) এবং এল্ক্যালি (Alkali) গ্লাণ্ডের (Gland) উপর স্থানিক প্রয়োগ করিলে পরস্পরের বিপরীত ক্রিয়া লক্ষিত হয়। মানবদেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন গ্লাণ্ড (Gland) হইতে যে রসস্রাব হয় তাহাদের প্রতিক্রিয়া (Reaction) ভিন্ন ভিন্নরূপ। কতকগুলির প্রতিক্রিয়া (Reaction) অম্ল ও কতক গুলির প্রতিক্রিয়া ক্ষাররসাত্মক। ঐ সকল রসের প্রতিক্রিয়া (Reaction) অনুসারে গ্লাণ্ড দিগের (Glands) উপর অম্ল অথবা ক্ষার পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। যে সকল গ্লাণ্ড হইতে অম্লাস্বাদনবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হয়, তদুপরি কোন এসিড্ (Acid) স্থানিক প্রয়োগ করিলে উহাদের স্রাব বিলুপ্ত হয়, এবং কোনরূপ ক্ষার পদার্থ স্থানিক প্রয়োগে উহাদের স্রাব বর্দ্ধিত হয়। তদনুরূপ যে সকল গ্লাণ্ড হইতে ক্ষাররসাত্মক স্রাব নির্গত হয়, তাহাদের উপর কোন এসিড্ স্থানিক প্রয়োগ করিলে উক্ত স্রাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং কোন ক্ষার পদার্থ স্থানিক প্রয়োগে উক্ত স্রাবের লোপ হইয়া থাকে। অতএব এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্থানিক অথবা আভ্যন্তরিক যে ভাবেই প্রয়োগ করা যাউক না কেন, এসিড্ দ্বারা অম্লরসস্রাব বিলুপ্ত ও ক্ষাররসস্রাব বর্দ্ধিত হয়, এবং এল্ক্যালি (Alkali) অর্থাৎ ক্ষার পদার্থ দ্বারা অম্লরসস্রাব বর্দ্ধিত ও ক্ষাররসস্রাব বিলুপ্ত হয়।

মানবদেহ হইতে যে ঘর্ম্ম নির্গত হয় উহা অম্লরসাত্মক, সুতরাং জলের সহিত স্বল্প পরিমাণে কোন এসিড (Acid) মিশ্রিত করতঃ তদ্দারা সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালন করিলে ঘর্ম্মস্রাব নিবারিত হয়।

এসিডের এই গুণ বিদ্যমান থাকাতে উহা পিপাসাপ্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। পিপাসাতুর ব্যক্তির মুখগহ্বর স্বভাবতঃ শুষ্ক হয়, সুতরাং এসিড্

সেবনে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষাররসাত্মক লাল নিঃসৃত হওয়াতে মুখের শুষ্কতা দূরীভূত হইয়া পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। আহারের প্রাক্কালে এসিড্ সেবন করিলে অম্লরোগ বিনষ্ট হয়; যেহেতু উহা পাকস্থলীর গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্রাবন রহিত করতঃ ক্ষাররসস্রাব বর্দ্ধন করে, সুতরাং পাকস্থলী মধ্যে যে অম্লরসের আধিক্য বশতঃ অম্লরোগের উৎপত্তি হয়, সেই অম্লরস ক্ষার রসদ্বারা বিনষ্ট হওয়াতে উক্ত পীড়া ও প্রশমিত হয়। এইরূপে আহারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কোন ক্ষার পদার্থ সেবন করিলে গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্রাবন বর্দ্ধিত হওয়াতে পরিপাকশক্তি বলবতী হয়। একৃজেমা (Eczema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগে পীড়িত স্থান হইতে যে রস নির্গত হয় উহা ক্ষাররসাত্মক, সুতরাং জলের সহিত স্বল্প পরিমাণে কোন ক্ষার পদার্থ মিশ্রিত করতঃ তদ্দারা উল্লিখিত স্থান ধৌত করিলে চর্ম্মরোগের রসস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ যে কোন পীড়াতে অথবা যন্ত্র হইতে ক্ষাররস নিঃসৃত হয়, তাহাতেই কোন ক্ষাররসাত্মক ঔষধের অম্লদ্রব স্থানিক প্রয়োগ করিলে উক্ত রসস্রাবের লাঘব হয়। পিত্ত এবং প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যুসের (Pancreatic Juice) প্রতিক্রিয়া (Reaction) ক্ষার, সুতরাং কোন অম্লৌষধ সেবন করিলে যকৃৎ এবং প্যান্‌ক্রিয়ার (Pancrceas) স্রাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সব্‌ম্যাগ্‌জিলারি (Submaxillary) নামক গ্ল্যাণ্ডের (Gland) রসস্রাব, অম্ল এবং ক্ষার এই উভয়বিধ ঔষধ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোন এসিড্ সেবন করিলে উহা সেরিব্রোস্পাইনাল্ (Cerebro-spinal) স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করতঃ উক্ত গ্ল্যাণ্ডের স্রাব বৃদ্ধি করে; পক্ষান্তরে কোন ক্ষার ঔষধ সেবনে সিম্‌প্যাথেটিক্ (Sympathetic) স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা নিবন্ধনও উক্ত গ্ল্যাণ্ডের স্রাবনাধিক্য লক্ষিত হয়। অম্লদ্বারা যে রস নিঃসারিত হয় উহা অতীব তরল ও ক্ষাররসাত্মক, এবং উহা দ্বারা ষ্টার্চ (Starch) গ্রেপ্ সুগারে (Grape-sugar) পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষার দ্বারা যাহা নিঃসারিত হয় তাহা গাঢ়, এবং ষ্টার্চকে (Starch) গ্রেপ্ সুগারে (Grape-sugar) পরিণত করিতে অক্ষম; সুতরাং এতদ্দারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে অম্ল সেবনে উক্ত গ্ল্যাণ্ড (Gland) হইতে যে রসস্রাব লক্ষিত হয় উহাই যথার্থ লাল; কেননা উহাতে

লালের গুণ ও ধর্ম্ম বিরাজ করে। ক্ষার সেবনে যে রস ক্ষরিত হয় উহাতে লালের কোন গুণ ধর্ম্ম বর্ত্তমান না থাকাতে উহা লাল বলিয়া বিবেচিত হয় না; উহা কেবলমাত্র গ্লাণ্ডের ডিজেনারেসন্ (Degeneration) প্রযুক্ত উৎপাদিত হয়, এবং এল্‌বিউমেন্ (Albumen) ও মিউসিন্ (Mucin) সম্মিলনে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

SULPHURIC, HYDROCHLORIC, NITRIC, PHOSPHORIC AND ACETIC ACIDS.

সল্‌ফিউরিক্, হাইড্রোক্লোরিক্, নাইট্রিক্, ফস্ফরিক্ ও এসেটিক্ এসিড্।

ফিজি। উল্লিখিত অম্লরসাত্মক ঔষধগুলিন সাতিশয়-তীক্ষ্ণপ্রকৃতি। উহারা ধাতু অথবা ক্ষার পদার্থের সহিত মিলিত হইতে একান্ত তৎপর। সল্‌ফিউরিক্ ও ফস্ফরিক্ এসিডের (Sulphuric and Phosphoric Acids) সলিলাকর্ষণক্ষমতা অতীব বলবতী। উহারা সকলেই বিস্তারশীল, সুতরাং শরীরের কোনস্থানে সংলগ্ন হইলে স্বল্পকাল মধ্যেই টিস্যু মধ্যে প্রবেশ করতঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ঝিল্লী অথবা চর্ম্মের উপর স্থানিক প্রয়োগ করিলে উহারা উক্ত স্থলাবস্থিত জল ও বেস্ (Base) আকর্ষণ করিয়া, এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঐ সকল টিস্যুর নির্ম্মাপক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া উহাদের বিনাশ সাধন করে। উহাদের বিস্তারশীলতাগুণ থাকাতে উহারা চর্ম্ম এবং ঝিল্লীর বহুদূর নিম্নস্থিত টিস্যু মধ্যে অনায়াসেই প্রবেশ করে, এবং এইরূপে যতদূর পর্য্যন্ত দেহ মধ্যে সঞ্চালিত হয় ততদূর পর্য্যন্ত টিস্যু সকল ধ্বংস করিতে থাকে। অতঃপর টিস্যুস্থিত জলরাশি ও ক্ষার পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ তরলীভূত ও হীনবল হইলে উহাদের বিনাশ শক্তি বিলুপ্ত হয়। অন্যান্য এসিডাপেক্ষা সল্‌ফিউরিক্ ও ফস্ফরিক্ এসিডের (Sulphuric and Phosphoric) জলাকর্ষণশক্তি বলবতী বলিয়া উহারা অন্যাপেক্ষা অধিকতর ধ্বংসকারী। উহারা টিস্যু সমূহের জলীয়াংশ হরণ করতঃ উহাদিগকে এরূপে বিনষ্ট করে, যে তাহারা

রূপান্তরিত হইয়া দগ্ধ পদার্থের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। নাইট্রিক্, (Nitric), হাইড্রোক্লোরিক্ (Hydrochloric) এবং এসেটিক্ (Acetic) এসিড্ জলাকর্ষণে তাদৃশ সমর্থ নহে, সুতরাং উহারা উপরোক্ত দুইটী এসিডের ন্যায় সর্ব্ববিনাশক নহে, কেবলমাত্র উপবিষ্ট টিস্যু নষ্ট করিতে সক্ষম।

নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক্ এবং এসেটিক্ এসিড্ উগ্রাবস্থায় প্রয়োগ করিলে কখন কখন ফোস্কা উৎপাদন করে। চর্ম্মে নাইট্রিক্ এসিড্ সংলগ্ন হইলে উহা হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। এই এসিড্ত্রয় বিনাশকারক ক্রিয়ার জন্যও স্থল বিশেষে উগ্রাবস্থায় ব্যবহৃত হয়; কিন্তু সল্‌ফিউরিক্ ও ফস্ফরিক এসিড্ অতীব ধ্বংসকারী বলিয়া এরূপাবস্থায় কখন প্রযুক্ত হয় না। উগ্রাবস্থায় সেবন করিলে এসিড্ সকল দাহক বিষের ক্রিয়া প্রকাশ করে।

উল্লিখিত এসিড্ সকল জলসংযোগে তরলীভূত হইলে উহারা স্থানিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর স্থানিক প্রয়োগে উহারা উত্তেজক ও সঙ্কোচক, এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কেবল মাত্র সঙ্কোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ঐ সকল জল মিশ্রিত এসিড্, এবং টার্টারিক্ ও সাইট্রিক্ এসিড্ (Tartaric and Citric Acid) শৈত্যকারক এবং পিপাসা নিবারক। জ্বর রোগে মুখের শুষ্কতা নিবন্ধন পিপাসা জন্মিয়া থাকে, সুতরাং উল্লিখিত ঔষধ সকল মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা মাত্রই লালাক্ষরণ হওয়াতে মুখের শুষ্কতা দূরীভূত হয় এবং পিপাসারও শান্তি হইয়া থাকে। নাইট্রিক্ এসিড্ (Nitric Acid) এল্‌বিউমেন্ (Albumen) পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric Acid) ব্যতীত অপরাপর এসিড্গুলি পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি করে; তাহার কারণ এই যে, আহার্য্য পদার্থ মধ্যে যে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) বর্ত্তমান থাকে, ঐ সকল ঔষধ উহাকে দ্রবীভূত করতঃ পরিপাকক্রিয়ার সহায়তা করে। এই ক্রিয়া সাধন জন্য হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ (Hydrochloric Acid) এবং ল্যাক্টিক্ এসিড্ই (Lactic Acid) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric Acid) দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিপাক শক্তির লাঘব হয়; যেহেতু উহা এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে অদ্রবণীয়াবস্থায় পরিণত করে। এল্‌বিউমেন্‌সংযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যের উপর

এসিড্‌দিগের এবম্বিধ ক্রিয়া পেপ্‌সিন্ (Pepsine) দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। দীর্ঘকাল সেবন করিলে ঐ সকল এসিড্ পাকস্থলী এবং অন্ত্র মধ্যস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করতঃ শ্লেষ্মাস্রাব বৃদ্ধি করে, এবং উহার আনুসঙ্গিক উদরাময় ও শারীরিক শীর্ণতা উৎপাদন করিয়া থাকে। উহাদের দ্বারা এতাদৃশ অনিষ্টকর ক্রিয়া সাধিত হয় বলিয়া, নিরতিশয় স্থূলকায় ব্যক্তিরা ক্ষীণকায় হইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপে এসেটিক্ এসিড্ (Acetic Acid) সেবন করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত এসিড্‌দিগের শোণিতসংযমনের শক্তি থাকাতে উহারা রক্তরোধক বলিয়া পরিচিত। সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric Acid) এই ক্রিয়া সাধনে অতীব উপযোগী, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উহার ক্রিয়া অনিশ্চিত।

বিস্তারশীলতাগুণ থাকাতে উহারা স্বল্পকাল মধ্যেই পাকস্থলী হইতে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিলিত হয়। যে স্বল্পাংশ অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে, উহা তত্রস্থ পিত্ত ও প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যুসস্থিত (Pancreatic Juice) ক্ষার পদার্থের সহিত সম্মিলিত হওয়াতে অম্লত্ববিহীন হইয়া অন্ত্রের মধ্য ও নিম্নাংশের উপর স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু উল্লিখিত এসিড্ এবং পিত্ত ও প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যুসের (Pancreatic Juice) ক্ষারাংশ একত্রে মিলিত হওয়াতে, পিত্ত হইতে কতকগুলি এসিড্ পৃথক্ হইয়া অন্ত্র মধ্যস্থিত পদার্থসমূহের অম্লত্ব কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করে।

এসিড্‌দিগের ক্ষাররসস্রাব সংবর্দ্ধনের ক্ষমতা থাকাতে উহারা পিত্ত ও প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যুসের (Pancreatic Juice) স্রাব বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু পিত্তনিঃসারণার্থ নাইট্রোমিউরিয়াটিক্ এসিড্ (Nitromuriatic Acid) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নাইট্রিক্ (Nitric) এবং মিউরিয়াটিক্ এসিড্ (Muriatic Acid) পৃথক্‌রূপে প্রয়োগ করিলেও পিত্তনিঃসারণে অসমর্থ হয় না।

পাকস্থলী হইতে রুধির প্রবাহে নীত হইলে, এসিড্ সকল শোণিতস্থিত ক্ষার পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া লবণোৎপাদন করে, সুতরাং এতদ্বারা শোণিতের ক্ষারত্ব কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। এবম্বিধ সম্মিলনে কোন

কোন অমুগ্র (Weak) এসিড্‌ পৃথগ্‌ভূত হয়। যদ্যপি অধিক পরিমাণে এসিড্‌ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে রক্তের ক্ষারত্ব দূরীভূত হইয়া উহার প্রতিক্রিয়া (Reaction) নক্ষারাম্ল (Neutral) অথবা অম্লরসাত্মক হইয়া থাকে। রক্তের প্রতিক্রিয়া (Reaction) নক্ষারাম্ল হইলে মানবদেহের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করে না বটে, কিন্তু অম্লরসাত্মক হইলে শরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া বিলুপ্তা হয়। অতএব এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে রক্তের ক্ষারত্বের হ্রাস হইলেও টিস্থ ও যন্ত্রাদিব কোনরূপ ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য ঘটে না। মানবদেহস্থ পেশীসমূহের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন কালে অম্লের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ঐ অম্ল রক্তের ক্ষার পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

প্রসূতি অধিক পরিমাণে অম্ল সেবন করিলে উহা স্তনদুগ্ধের সহিত সন্তানোদরে প্রবেশ করতঃ উদরাময়, বমন এবং কলিক্‌ (Colic) বেদনা উৎপাদন করে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে ফস্ফরিক্‌ এসিড্‌ (Phosphoric Acid) বহুমূত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

এসিড্‌ সেবন করিলে মূত্রের অম্লত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং উহা বিরেচক ঔষধের সহিত প্রয়োগ করিলে তাহাদের ক্রিয়াধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সল্‌ফিউরিক্‌ (Sulphuric) এসিড্‌ সঙ্কোচক বলিয়া পরিচিত, এজন্য উদরাময় নিবারণার্থ উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। চর্ম্ম অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর স্থানিক প্রয়োগ করিলে উহারা সঙ্কোচক ক্রিয়া সাধন করে, যেহেতু উহারা টিস্থ মধ্যস্থিত বেসের (Base) সহিত মিলিত হওয়াতে, এবং তথা হইতে এল্‌বিউমেন্‌ (Albumen) বিচ্ছিন্ন করাতে টিস্থ সকল সঙ্কুচিত হইতে থাকে।

এসিড্‌দিগের ক্রিয়া—ফস্ফরিক্‌ ও সল্‌ফিউরিক এসিড্‌ (Phosphoric and Sulphuric Acid) উগ্রাবস্থায় স্থানিক প্রয়োগে দাহক ও ধ্বংস কারক। নাইট্রিক্‌, মিউরিয়াটিক্‌ এবং এসেটিক্‌ এসিড্‌ (Nitric, Muriatic and Acetic Acid) এরূপাবস্থায় স্বল্প পরিমাণে দাহক এবং ফোস্কাকারক। ডাইলিউট্‌ (Dilute) অর্থৎ তরলাবস্থায় সকলেই বাহ্য প্রয়োগে, উত্তেজক

ও সঙ্কোচক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সঙ্কোচক, রক্তরোধক, ক্ষারনাশক, শৈত্য-কারক, পিপাসা নিবারক, আগ্নেয়, লালনিঃসারক ও পিত্তনিঃসারক।

সল্‌ফিউরিক এসিডের (Sulphuric Acid) আগ্নেয় ক্রিয়া নাই। উহা অধিকতর সঙ্কোচক ও রক্তরোধক। মিউরিয়াটিক্‌ (Muriatic) ও নাইট্রোমিউরিয়াটিক্‌ এসিড (Nitromuriatic Acid) অধিকতর পিত্ত নিঃসারক।

থিরা। ক্ষতোপরি গলিত ও দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ সঞ্চিত হইলে উগ্র নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ (Strong Nitric Acid) প্রয়োগে উহা বিচ্ছিন্ন হয়, এবং ক্ষতের অবস্থা স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। উহার দাহিকা শক্তির জন্য সফ্‌ট্‌ সেঙ্কার (Soft Chancre) এবং বিউবো (Bubo) রোগের, অর্থাৎ বাগীর গলিত ক্ষতে প্রযুক্ত হইলে, উহা ক্ষতোপরিস্থ গলিত পদার্থ দূরীভূত করতঃ উহার অবস্থার উন্নতিসাধন করে। নাইট্রিক্‌ এসেটিক্‌ ও মিউরিয়াটিক্‌ এসিড্‌ (Nitric, Acetic and Muriatic Acid) প্রদাহোৎপাদন জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বভাবের নিয়মানুসারে মানবদেহের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুইটী প্রদাহ এককালীন বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, সুতরাং কোনরূপ চর্ম্মরোগের আবির্ভাব বশতঃ স্থানিক প্রদাহ লক্ষিত হইলে, উল্লিখিত নাইট্রিক্‌ অথবা এসেটিক্‌ এসিড্‌ (Nitric or Acetic Acid) প্রয়োগ দ্বারা নূতন প্রদাহ সম্ভূত হওয়াতে পীড়া জনিত চর্ম্মপ্রদাহ আশু প্রশমিত হয়। এইরূপে পচনশীল ক্ষতের বিস্তাররোধমানসে উগ্র নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ (Strong Nitric Acid) ব্যবহার্য্য। এসেটিক্‌ (Acetic) অথবা ঈষৎ তরলীভূত নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ (Nitric Acid), আঁচীল কিম্বা ক্ষুদ্রার্ব্বুদ বিনাশনার্থ সচরাচর প্রযুক্ত হয়। উহা আঁচীল কিম্বা অর্ব্বুদস্থিত বেসের (Base) সহিত মিলিত হইয়া, অথবা উহাদের মধ্যস্থিত টিসুগুলিকে দ্রবীভূত করিয়া উহাদের বিনাশ সাধন করে। কিন্তু কখন কখন এতদ্বারা চর্ম্মোপরি নূতন ব্রণোদ্গম হইয়া থাকে, আবার উহা স্বল্পকালমধ্যেই স্বতঃ তিরোহিত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বিবেচনা করেন যে আঁচীলাদির অপনয়ন জন্য গ্লেসিয়াল্‌ এসেটিক্‌ এসিড্‌ (Glacial Acetic Acid) মহোপযোগী। স্বল্প পরিমিত নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ (Nitric Acid) অধিক জলে মিশ্রিত করতঃ তদ্দারা উপদংশ রোগ সম্ভূত

কোন বিবর্দ্ধন অথবা কণ্ডিলোমেটা (Condylomata) নিরন্তর সিক্ত করিয়া রাখিলে উহা সত্বর দূরীভূত হয়। এই নাইট্রিক্ এসিডের দ্রব প্রস্তুত করণ জন্য এক অথবা দুই ড্রাম্ ডাইলিউট্ এসিড্ (Dilute Acid) এক পাইণ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করা আবশ্যক।

উল্লিখিত এসিড্ সকল অনুগ্রাবস্থাতেই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপাবস্থায় উহারা উগ্রতাসাধক ও উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করণার্থ আর্টি-কেরিয়া (Urticaria) রোগে কণ্ডুয়নাদি প্রশমন জন্য প্রযুক্ত হয়।

নাইট্রিক্ ও মিউরিয়াটিক এসিড্ (Nitric and Muriatic Acid) কখন কখন জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ অঙ্গাদি প্রক্ষালনার্থ ব্যবহৃত হয়। দুই হইতে আট আউন্স এসিড্ এতদর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ধৌত করিলে চর্ম্ম পরিষ্কৃত ও উহার ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উপর কোনরূপ ক্রিয়া প্রকাশিত হয় কিনা তাহার স্থিরতা নাই। শরীর হইতে অবিরল ধারায় ঘর্ম্ম নির্গত হইলে স্বল্প পরিমাণে এসিড্ জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা স্পঞ্জ্ (Sponge) সহযোগে চর্ম্ম প্রক্ষালন করিলে উহা নিবারিত হয়। জলমিশ্রিত এসিডের উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য নাইট্রিক্ এসিডের দ্রব অস্বাস্থ্যকর ও বেদনা জনক ক্ষতোপরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এসিড্দিগের সঙ্কোচক গুণ বর্ত্তমান থাকাতে নাইট্রিক্ এসিডের দ্রব ক্ষতস্থান হইতে প্রভূত রস অথবা পূয়ক্ষরণ নিবারণার্থ প্রযুক্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা অথবা ধমনী হইতে শোণিত স্রাব হইলে এতৎ প্রয়োগে টিস্থ ও ধমনী প্রাচীরস্থিত পেশীসূত্রসমূহ সঙ্কুচিত হওয়াতে, এবং ধমনী অথবা শিরার ছিন্নমুখে শোণিত সংযত হওয়াতে স্রাব রহিত হইয়া থাকে। এসেটিক্ এসিডের (Acetic Acid) দ্রবও এতদর্থে উপযোগী। উগ্র নাইট্রিক্ এসিড্ চর্ম্ম ক্ষতের গলিত টিস্থ দূরীকরণার্থ যেরূপ ব্যবহৃত হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীস্থিত ক্ষতোপরি ও তদুদ্দেশ্যসাধনার্থ তদ্রূপ প্রযুক্ত হয়। গলাভ্যন্তরস্থ দূষিত ক্ষতে অনেক চিকিৎসক উহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মুখ গহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শিথিল কিম্বা তদুপরি ক্ষতোৎপন্ন হইলে, অথবা মুখ হইতে প্রভূত লালনিঃসরণ হইলে ডাইলিউট্ এসিড্ (Dilute Acid) প্রয়োগে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু উহার

পরিবর্ত্তে অপরাপর সঙ্কোচক ঔষধই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদর্থে এসিড্ স্থানিক প্রয়োগ করিতে হইলে কাচের নল দ্বারা কেবলমাত্র ক্ষতোপরি প্রয়োগ করা আবশ্যক, নতুবা উহা দন্তপংক্তিতে লাগিয়া উহাদের মৃণ্ময় পদার্থের ধ্বংস সাধন করে। মুখাভ্যন্তরস্থ ক্ষতে উগ্র নাইট্রিক্ এসিড্ (Strong Nitric Acid) প্রয়োগ করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, কেহ কেহ বলেন যে ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) রোগে মিউরিয়াটিক্ এসিড্ (Muriatic Acid) প্রয়োগ করিলেও তদনুরূপ অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ এসিড্ উগ্রাবস্থায় অথবা তুল্যাংশে মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার করিলে গাঢ়ত্ববশতঃ ক্ষতোপরি সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। উহা বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা আবশ্যক, যেহেতু ক্ষতের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে সংলগ্ন হইলে প্রদাহোৎপাদন করতঃ ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) ক্ষতের বৃদ্ধি করিতে থাকে। অনেকানেক চিকিৎসক এই রোগে, ক্ষতোপরিস্থ মেম্ব্রেণ্ (Membrane) ধ্বংসকরণার্থ ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ (Lactic Acid) স্থানিক প্রয়োগ করেন। উহা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় এক আউন্স জলের সহিত প্রতি ঘণ্টায় স্প্রে (Spray) দ্বারা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গুহ্যদ্বারের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশস্থ শিরার বিবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি বশতঃ অর্শ-রোগের উৎপত্তি হয়। উক্ত শিরা হইতে শোণিতস্রাব, অথবা উহার প্রদাহ সংঘটিত হইলে, কিম্বা উহা ক্ষতবিশিষ্ট হইলে, নাইট্রিক্ এসিড্ উগ্রাবস্থায় প্রয়োগে রক্তক্ষরণ, প্রদাহ, বেদনা প্রভৃতি অনতিবিলম্বেই নিবারিত হয়। উক্ত এসিড্ শিরার সর্ব্বাঙ্গে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই, দুই এক স্থানে সংলগ্ন হইলেই তথায় ক্ষতোৎপাদন করে, এবং সেই ক্ষত ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিলে বিবর্দ্ধিত ও বিস্তৃত শিরা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। অর্শের বলী বিনাশার্থ উহা এবম্বিধ প্রণালীতে প্রয়োগ করিলেও ফললাভ হয়। উক্ত রোগে রক্তস্রাব এবং প্রদাহ নিবারণার্থ নাইট্রিক্ এসিডের অনুগ্রদ্রব বিশেষ উপযোগী। এক অথবা অর্দ্ধ ড্রাম ডাইলিউট্ (Dilute) নাইট্রিক্ এসিড্ দশ আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ মলদ্বারে প্রতিনিয়ত প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব, প্রদাহ, স্ফীতি, বেদনা প্রভৃতি স্বল্পকাল মধ্যেই প্রশমিত হয়।

উল্লিখিত এসিড্ সকল জল মিশ্রিত না করিয়া উগ্রাবস্থায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয় না। মুখগহ্বরস্থ ক্ষতে, কিংবা পারদ সেবন বশতঃ প্রভৃত লালক্ষরণ ও দন্তমাড়ি, জিহ্বা প্রভৃতির প্রদাহে, অথবা পরিপাক যন্ত্রাদির উগ্রতা নিবন্ধন মুখাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর লোহিতবর্ণ, প্রদাহ ও মসৃণতা লক্ষিত হইলে, ডাইলিউট্ নাইট্রিক্ এসিড্ (Dilute Nitric Acid) স্বল্প মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার সাধন করে। শৈত্যকারক ও পিপাসানিবারক গুণ থাকাতে উল্লিখিত এসিড্ সকল এবং সাইট্রিক্ ও টার্টারিক্ এসিড্ (Citric and Tartaric Acid) জ্বর রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। অরেঞ্জপিল (Orange Peel) অথবা ক্যাস্‌ক্যারিলা (Cascarilla) প্রভৃতি স্বল্প তিক্তাস্বাদ বিশিষ্ট ঔষধ সকল মিশ্রিত করিলে উহাদের ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্বারা পিপাসা প্রশমিত হওয়াতে রোগী স্বচ্ছন্দতা লাভ করে, শরীর প্রকৃতিস্থ হয়, অনিদ্রা দূরীভূত হয়, নাড়ী মৃদুভাব ধারণ করে, এবং জ্বরোত্তাপ খর্ব্বীভূত হয়। এই রোগে সাইট্রিক্ ও টার্টারিক্ এসিড্ (Citric and Tartaric Acid) সচরাচর ব্যবহার্য্য।

এসিড্‌দিগের আগ্নেয় ক্রিয়ার বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। পাকস্থলী হইতে গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্ (Gastric Juice) স্বল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইলে পরিপাক শক্তির লাঘব হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল ঔষধ গ্যাষ্ট্রিক্ যুস (Gastric Juice) উৎপাদনে অথবা তাহার ন্যায় ক্রিয়া সাধনে সক্ষম, তাহারা আগ্নেয় বলিয়া পরিচিত। ডাইলিউট্ মিউরিয়াটিক্ এসিড্ই (Dilute Muriatic Acid) এতদর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্যাষ্ট্রিক্ যুসে (Gastric Juice) ঐ এসিড্ বর্ত্তমান থাকাতে উহার পরিপাক শক্তি প্রত্যক্ষীভূত হয়, সুতরাং গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের ন্যূনতা বশতঃ অজীর্ণ রোগ ও তদানুসঙ্গিক উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণাবলী আবির্ভূত হইলে উল্লিখিত এসিড্ প্রয়োগে উহা দূরীভূত হয়। এতদ্বারা গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্রাব নিবারিত হওয়াতে উহা আহারের প্রাক্কালে সেবন করিলে ভুক্তদ্রব্য সুচারুরূপে পরিপাচিত হয় না। কিন্তু আহারান্তে সেবনে উহা স্বকীয় পাচকশক্তিপ্রভাবে ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ করিয়া থাকে। ক্ষারৌষধ স্বভাবতঃ অম্লরসস্রাব বৃদ্ধি করে, সুতরাং উহা দ্বারা গ্যাষ্ট্রিক যুস (Gastric Juice) অধিক পরিমাণে নিঃসারিত হওয়াতে

উল্লিখিত রোগে এতৎপ্রয়োগেও উপকার দর্শে। আহারের কিয়ৎপূর্ব্বে কোন ক্ষার পদার্থ সেবন করিলে অম্লরসাত্মক গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্রাব বর্দ্ধিত হওয়াতে অজীর্ণতা দূরীভূত হয়; কিন্তু উহার কিয়ৎকাল পরে প্রয়োগ করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকার্থ পাকস্থলী মধ্যে যে গ্যাষ্ট্রিক্ যুস (Gastric Juice) নিঃসৃত হয়, উহা তন্মধ্যস্থিত মিউরিয়াটিক্ এসিডের (Muriatic Acid) সহিত মিলিত হইয়া তাহার পাচকশক্তি বিনষ্ট করতঃ রোগের বৃদ্ধি সাধন করে। অতএব এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) হীনতা বশতঃ অজীর্ণ রোগ সমুৎপন্ন হইলে, অম্ল অথবা ক্ষার এই উভয়বিধ ঔষধই ফলদায়ক। এসিড্ প্রয়োগে বাসনা হইলে ডাইলিউট্ মিউরিয়াটিক্ এসিড্ (Dilute Muriatic Acid) আহারান্তে, এবং ক্ষারৌষধ প্রয়োগে মনস্থ করিলে উহা আহারের কিয়ৎ-কাল পূর্ব্বে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এটনিক্ ডিস্পেপ্সিয়া (Atonic Dyspepsia) রোগেও কোন কোন চিকিৎসক উক্ত এসিড্ ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু উক্ত পীড়াতে আহারের প্রাক্কালে কোন ক্ষারৌষধ প্রয়োগে অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন স্থলে ক্ষারের পরিবর্ত্তে এসিড্ প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়; যেহেতু প্রতিনিয়ত গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন, ও অবিরত অপরিমিত সুরাপান করতঃ পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিস্থিত গ্লাণ্ড (Gland) সমূহ এতাদৃশ বিকৃতভাবাপন্ন হয়, যে ক্ষারাদি কোনরূপ ঔষধদ্বারাই তথা হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাষ্ট্রিক্ যুস (Gastric Juice) নিঃসারিত হয় না।

ডাইলিউট্ হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ (Dilute Hydrochloric Acid) অম্লরোগ নিবারণার্থ বিশেষ উপযোগী। এই রোগ দ্বিবিধ কারণে সমুদ্ভূত হয়। প্রথমতঃ পাকস্থলী মধ্যে প্রভূত পরিমাণে গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের সঞ্চার, দ্বিতীয়তঃ তন্মধ্যে ভুক্ত দ্রব্যের মাতন বশতঃ এসেটিক্ (Acetic), বিউটিরিক্ (Butyric) এবং ল্যাক্টিক্ (Lactic) এসিডের উৎপত্তি হয়। মিউরিয়াটিক্ এসিড্ অম্লোৎ-পাদনের এই উভয় কারণই দূরীকরণে সমর্থ। এসিডের অম্লরসস্রাব নিবা-রণের শক্তি থাকাতে প্রথম কারণ, এবং পাচক ক্রিয়া সম্পাদনে সামর্থ্য থাকাতে দ্বিতীয় কারণ অপনীত হইয়া থাকে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থা, জরায়ু পীড়া, কিড্নি

(Kidney) মধ্যে প্রস্তরাবস্থান প্রভৃতি যে কোন কারণে এই রোগের উৎপত্তি হউক না কেন মিউরিয়াটিক্ এসিড্ সেবনে আশু উপকার লক্ষিত হয়। অজীর্ণদোষ সংসোধনার্থ উক্ত এসিড্ আহারান্তেই প্রযোজ্য; কিন্তু অম্লরোগ প্রশমনার্থ তাহা নহে, তজ্জন্য উহা আহারের অনতিপূর্ব্বে সেবন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু অভুক্তাবস্থায় সেবন করিলে এতদ্বারা দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। প্রথমতঃ পাকস্থলী মধ্যে গ্যাষ্ট্রিক্ যুস স্রাবের লাঘব হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ উহার স্বভাবসিদ্ধ আগ্নেয় গুণে ভুক্ত দ্রব্যাদি স্বল্পকাল মধ্যেই জীর্ণ হওয়াতে উহাদের মাতন জন্য অন্যান্য এসিডের উৎপত্তি হয় না। উক্ত পীড়াতে যদ্যপি আহারের কিয়ৎকাল পরে উহা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে পাকস্থলী মধ্যে পূর্ব্বসঞ্চিত অম্লরাশির সহিত মিলিত হইয়া অম্লত্ব বৃদ্ধি করতঃ রোগীর পক্ষে অপকার সাধন করে। আহারান্তে প্রযোগ করিতে হইলে অম্লনাশক ক্ষারৌষধের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অপরিপাক বশতঃ উদরস্থ আহার্য্য পদার্থের পচনারব্ধ হইলে, সল্‌ফরেটেড্ হাইড্রোজেন (Sulphurated Hydrogen) বাষ্প উৎপাদিত হওয়াতে উদর স্ফীত ও দুর্গন্ধময় উদ্গারোত্থিত হয়, এবং প্রস্রাবের সহিত অক্জালিক্ (Oxalic) এসিড্ নির্গত হইতে থাকে। নাইট্রিক্ (Nitric) অথবা মিউরিয়াটিক্ (Muriatic) এসিড্ সেবনে উদরাধ্মান, বাষ্পোদ্গার এবং মূত্রস্থিত অক্জালিক্ (Oxalic) এসিড্ তিরোহিত হয়। কোন কোন ব্যক্তির প্রস্রাবের সহিত অক্জালিক্ (Oxalic) এসিড্ নির্গত হওয়াতে সাতিশয় মানসিক দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়, তন্নিবারণার্থ নাইট্রিক (Nitric) এসিড্ ব্যবহার্য্য। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়া নিবন্ধন কখন কখন ব্যক্তি বিশেষের আহারের অব্যবহিত পরেই বমন হয়। যে সকল পদার্থ বমন দ্বারা নির্গত হয়, উহা অম্লরসাত্মক হইলে নাইট্রিক্ (Nitric) অথবা মিউরিয়াটিক্ (Muriatic) এসিড্ আহারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, এবং উহার প্রতিক্রিয়া (Reaction) ক্ষাররসাত্মক হইলে উল্লিখিত ঔষধ আহারের অব্যবহিত পরে প্রয়োগ করিলে অসীম ফল প্রদান করে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ক্ষারৌষধ দ্বারা ক্ষাররসস্রাব নিবারিত হয়। অতএব ক্ষারপদার্থ বমনে যদিও আহারের পূর্ব্বে ক্ষারাত্মক ঔষধ প্রয়োগে উপকার সম্ভাবনা বটে, তথাপি অভিজ্ঞতা

দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে এতদর্থে আহারান্তে এসিড্ সেবনেই আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

এসিড্‌দিগের ক্ষারনাশক গুণ থাকাতে, অধিক মাত্রায় ক্ষারৌষধ সেবনে দেহমধ্যে বিষক্রিয়া প্রকাশিত হইলে এসিড্ প্রয়োগে ক্ষারবিষ বিনষ্ট হয়। যকৃতের বিবিধ পীড়াতে এসিডগুলি পিত্তনিঃসারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার জন্য ডাইলিউট্ নাইট্রিক (Nitric) এবং নাইট্রোমিউরিয়াটিক্ (Nitro-muriatic) এসিড্ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। যকৃতের রক্তাধিক্য দীর্ঘ-কালস্থায়ী হইলে, অথবা উহার সিরোসিস্ (Cirrhosis) পীড়াতে, নাইট্রিক্ (Nitric) এসিড্ পিত্তনিঃসারণ করতঃ হিতসাধন করে। উহার তরুণ প্রদাহে অথবা রক্তাধিক্য হইলে, কিম্বা কোন কারণ বশতঃ উহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার খর্ব্বতা লক্ষিত হইলে নাইট্রোমিউরিয়াটিক্ (Nitromuriatic) এসিড্ দ্বারা পিত্তস্রাব বর্দ্ধিত হওয়াতে পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

ডাইলিউট্ এসিড্ সকল সঙ্কোচক বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, কিন্তু এবম্বিধ ক্রিয়া সাধনে সল্‌ফিউরিক্ (Sulphuric) এসিড্‌ই বিশেষ তৎপর। উদরাময় রোগে, আফিম্ ও বায়ুনাশক ঔষধের সহিত উক্ত এসিড্ মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে স্বল্পকাল মধ্যেই পীড়ার উপশম লক্ষিত হয়। এই সঙ্কোচক ক্রিয়া দুই প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে। প্রথমতঃ উহার স্থানিক ক্রিয়া বশতঃ নিম্নান্ত্রের অম্লরসস্রাব বিলুপ্ত হওয়াতে বিরেচন রহিত হয়, দ্বিতীয়তঃ উহা পাকস্থলী হইতে দেহমধ্যে শোষিত হইয়া দূরস্থ যন্ত্রাদির উপর সঙ্কোচক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে পীড়ার শান্তি হয়। কিন্তু বহুদর্শিতা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে উক্ত রোগাপনয়নের সহিত উহার প্রথম অর্থাৎ স্থানিক ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই। যেহেতু উক্ত এসিড্ সেবনান্তে উহা ডিয়োডিনাম্ (Deodenum) মধ্যে নীত হইলে, তথায় পিত্ত এবং প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যুস (Pancreatic Juice) নামক ক্ষার রসের সহিত মিলিত হওয়াতে উহার অম্লত্ব নষ্ট হয় এবং বহুবিধ লবণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে রূপান্তরিত হওয়াতে উহার অম্ল রসস্রাব নিবারণের শক্তি দূরীভূত হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে তাবৎ এসিড্ ডিয়োডিনাম্ (Deodenum) মধ্যে উল্লিখিত ক্ষাররস সংযোগে রূপান্তরিত না হওয়াতে যে কিয়দংশ নিম্নান্ত্রমধ্যে প্রবেশ

করে, উহা উক্ত স্থানের অম্লত্ব বৃদ্ধি করিয়া বরং রোগের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অতএত সল্ফিউরিক্ (Sulphuric) এসিডের দূরস্থ যন্ত্রাদির উপর ক্রিয়াই এই রোগনাশনে সক্ষম। ঊর্দ্ধান্ত্র মধ্যে উহার অম্লত্ব নষ্ট হওয়াতে নিম্নান্ত্রে স্থানিক সঙ্কোচক ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ এবম্বিধ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। অন্ত্রের ঊর্দ্ধাংশ হইতে নিম্নাংশ যদিও সুদূরাবস্থিত, তথাপি স্নায়ুসূত্রদ্বারা উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এরূপে সম্বদ্ধ যে পাকস্থলী ও ডিয়োডিনাম্ (Deodenum) মধ্যে উল্লিখিত ক্রিয়া প্রকাশিত হইলে উহা নিম্নান্ত্রের উপরও লক্ষিত হওয়াতে অনায়াসেই পীড়ার প্রতিকার সাধন হয়। পুরাতন উদরাময় রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন রূপ সাংঘাতিক পীড়া বশতঃ রোগী হীনবল হইলে কখন কখন উহার শেষাবস্থায় সাতিশয় ঘর্ম্মস্রাব অথবা উদরাময় উপস্থিত হয়; তন্নিবারণার্থও উহা বিশেষ উপযোগী। বিসূচিকা রোগের বিরেচন ও স্বেদক্ষরণ নিবারণ জন্য অনেকে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সফল মনোরথ হইয়া থাকেন। আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি হইতে শোণিত স্রাব প্রশমনেও ইহা অসমর্থ নহে; কিন্তু এতদপেক্ষা আর্গট্ (Ergot), টার্পিন তৈল, ট্যানিক্ ও গ্যালিক্ এসিড্ (Tannic and Gallic Acid) প্রভৃতি অন্যান্য রক্তরোধক ঔষধ অধিকতর ফলপ্রদ।

স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের অন্ত্রমধ্যে অম্লরসের আধিক্য হইলে উদরাময় রোগ জন্মে। ইহাতে দাস্ত তরল ও সবুজবর্ণ হয়, এবং কখন কখন উহার সহিত পীত দুগ্ধ অজীর্ণাবস্থায় নির্গত হয়। এই পীড়াতে সল্ফিউরিক্ (Sulphuric) এসিড্ প্রয়োগ করিলে স্বল্পকাল মধ্যেই উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশুদিগের পুরাতন উদরাময় রোগে দাস্ত তরল, শুভ্রবর্ণ ও অম্লাঘ্রাণ বিশিষ্ট হইলে কোন কোন চিকিৎসক নাইট্রিক্ এসিডের সহিত পেপ্সিন্ (Pepsine) মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার করেন।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে সল্ফিউরিক্ এসিড্ বিরেচক ঔষধের সহিত প্রয়োগ করিলে উহাদের বিরেচক ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। এজন্য উহা এলোজের (Aloes) সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন কখন উহা বলকারক ক্রিয়ার জন্য সল্ফেট্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়ার (Sulphate of Magnesia)

সহিত প্রযুক্ত হয়। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের এনিমিয়া (Anæmia) রোগে উহা এইরূপে সচরাচর সেবনীয়।

অনেকানেক চিকিৎসক, জ্বররোগে টাইফয়েড্‌ (Typhoid) অবস্থা উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ হস্তপদাদির কম্পন, মৃদু প্রলাপ, নাড়ীর ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা, দন্ত, দন্তমাড়ি, জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরোপরি সোর্ডিস্‌ (Sordes) সঞ্চয়, জিহ্বাকম্পন, রোগীর অর্দ্ধজ্ঞানাবস্থা ইত্যাদি লক্ষণ অবিভূর্ত হইলে ডাইলিউট্‌ মিউরিয়াটিক্‌ এসিড্‌ (Dilute Muriatic Acid) প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

স্নায়বীয় দুর্ব্বলতায় ফস্ফরিক্‌ (Phosphoric) এসিড্‌ ব্যবহৃত হয়, এবং কেহ কেহ বহুমূত্র রোগের পিপাসা নিবারণার্থও উহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এতদ্বারা মূত্রে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তরুণ বাতরোগে কথন কথন লেবুর রস ফলপ্রদ; এমনকি অনেকে উহা প্রত্যহ ৮ আউন্স করিয়া প্রয়োগ করেন। যদিও উহার পরিবর্ত্তে সাইট্রিক্‌ অথবা টার্টারিক্‌ এসিড্‌ (Citric or Tartaric Acid) ব্যবহৃত হয় না, তথাপি কোন কোন স্থলে সাইট্রিক্‌ এসিড্‌ প্রয়োগে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক উপদংশ রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন। এতৎ প্রয়োগে উহার লালানিঃসারক ক্রিয়ার জন্য প্রভূত লালা ক্ষরণ হয়। জ্বররোগে কথন কথন রোগী এতাদৃশ পিপাসাতুর হয়, যে কিছুতেই স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে না। ডাইলিউট্‌ এসিড্‌ প্রয়োগ করিলে পিপাসার শান্তি হয়, এবং তদানুসঙ্গিক নাড়ী মৃদুভাব ধারণ করে। যদিও এসিড্‌দিগের হৃৎপিণ্ড অথবা স্নায়ুমণ্ডলীর উপর কোন ক্রিয়া নাই তথাপি নিরতিশয় পিপাসায় রোগী নিতান্ত অস্থির হইলে নাড়ী স্বভাবতঃই দ্রুতগামিনী হয়; সুতরাং পিপাসার শান্তি হইলেই নাড়ীর গতি মৃদুভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ঘর্ম্মনিবারণ ও রক্তরোধার্থ সল্‌-ফিউরিক্‌ এসিড্‌ (Sulphuric Acid) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। যক্ষা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের চরমাবস্থায় সাতিশয় স্বেদক্ষরণ হইলে, সলফেট্‌ অব্‌ জিঙ্ক

(Sulphate of Zinc) সহযোগে অনেকে সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ প্রয়োগ করেন। এতদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা বটে, কিন্তু উহার সহিত টিংচার বেলেডনা (Tincture Belladonna) অথবা লাইকার এট্রোপিয়া সালফ্ (Liquor Atropiæ Sulph) মিশ্রিত করিলে উহা আশাতীত ফলোৎপাদন করে। জরায়ু, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থলী, অন্ত্র, নাশারন্ধ্র প্রভৃতি স্থান হইতে শোণিত স্রাব হইলে তন্নিবারণার্থ অনেকে স্বল্পমাত্রায় উক্ত এসিড্ প্রয়োগ করেন; কিন্তু উল্লিখিত ব্যাধি সমূহে উহা কিরূপে হিতসাধনে সমর্থ হয় তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। যেহেতু উক্ত এসিড্ অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিলে অথবা রক্ত প্রবাহে মিলিত হইলেই উহা পিত্ত, প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ রস (Pancreatic Juice) ও শোণিতস্থিত ক্ষার পদার্থের সহিত রাসায়নিক ভাবে সম্মিলিত হইয়া সল্‌ফেট্ অব্ পটাস্ (Sulphate of Potash), সল্‌ফেট্ অব্ সোডা (Sulphate of Soda) প্রভৃতি লবণের সৃষ্টি করে। এসিড্ মাত্রেই যেরূপ স্থানিক রক্তরোধক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে পূর্ব্বোক্ত লবণাকারে পরিণত হইলেও দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির শোণিত স্রাবে তদ্রূপ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল সল্‌ফেট্ (Sulphate) দেহমধ্যে সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ হইতে উৎপন্ন হইয়া রক্তরোধে সমর্থ হয় ঐ সকল সল্‌ফেট্ (Sulphate) উক্ত কার্য্যোদ্দেশে সেবন করিলে কদাচ এবম্বিধ ক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম হয় না।

এসিড্ সেবনে মূত্রের অম্লত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তজ্জন্য কিড্‌নি (Kidney) ও ব্লাডার (Bladder) মধ্যে ফস্‌ফেট্ (Phosphate) নির্ম্মিত প্রস্তরের আবির্ভাব হইলে, উহাকে দ্রবীভূত করণোদ্দেশে এসিড্ আভ্যন্তরিক সেবনে বিহিত হয়, কিন্তু মূত্রের অম্লত্ব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত ও প্রস্তরাকার খর্ব্ব করিতে হইলে উহা এতাদৃশ অধিক মাত্রায় এবং দীর্ঘকাল ব্যবহারের প্রয়োজন, যে তদ্দ্বারা পাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিকৃতি উৎপাদিত হওয়াতে অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। উক্ত পীড়াতে আভ্যন্তরিক সেবনের পরিবর্ত্তে নাইট্রিক্ (Nitric) এসিডের অনুগ্র দ্রব ব্লাডার (Bladder) মধ্যে পিচ্‌কারীর দ্বারা প্রয়োগ করিলে উপকার সম্ভবিত হয়। অধিকন্তু কখন কখন প্রস্রাব ক্ষাররসাত্মক হওয়াতে উহা তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতা সাধন করে, সুতরাং

নাইট্রিক্ এসিড্ দ্রব প্রয়োগে মূত্রের ক্ষারত্ব দূরীভূত হওয়াতে ব্লাডারের উগ্রতা ও প্রদাহ এবং প্রস্রাবের দুর্গন্ধ নিবারীত হয়।

SULPHUROUS ACID, SULPHITES AND HYPOSULPHITES

সল্‌ফিউরাস্ এসিড্‌, সল্‌ফাইট্‌স্ ও হাইপোসল্‌ফাইট্‌স্।

ক্রিয়া। উপরোক্ত ঔষধ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক কীটাণু ধ্বংস করণে অতীব উপযোগী। উহারা পচননিবারক, দুর্গন্ধনাশক ও সংক্রমণহারক। কোন স্থানের পচন আরব্ধ হইলে সাল্‌ফারেটেড্ হাইড্রোজেন্ (Sulphurated Hydrogen), সাল্‌ফাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Sulphide of Ammonium) প্রভৃতি বাষ্পের সৃষ্টি হওয়াতে গলিত স্থান হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। উহাদের পচননিবারক গুণ থাকাতে ঐ সকল বাষ্পের সৃষ্টি হয় না, সুতরাং কোনরূপ দুর্গন্ধও বহিস্কৃত হয় না। এইরূপে উহারা দুর্গন্ধনাশক বলিয়া পরিচিত; নতুবা উহারা ক্লোরিণ্ (Chloine) বাষ্পের ন্যায় উল্লিখিত বাষ্পদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নির্ম্মাপক পদার্থে বিচ্ছিন্ন করতঃ দুর্গন্ধাপনয়নে সক্ষম নহে। যে সকল কীটাণু দ্বারা সংক্রামক পীড়ার উৎপত্তি হয়, এতদ্বারা তাহা বিনষ্ট হওয়াতে উহারা সংক্রমণহারক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। উহাদিগকে মৃণ্ময় অথবা কাচনির্ম্মিত পাত্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু উহারা কোনরূপ ধাতব পদার্থে সংলগ্ন হইলে তাহার ক্ষয়সাধন করিয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে ক্লোরিণ্ (Chlorine) অথবা কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid) অপেক্ষা উহাদের ভ্যাক্‌সিন্ ভিরাস্ (Vaccine Virus অর্থাৎ বসন্তরোগ নিবারণার্থ যে বিষ টীকা দিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা), বিনষ্ট করিবার শক্তি অধিকতর বলবতী। উল্লিখিত ক্রিয়া সাধনে সল্‌ফিউরাস্ এসিড্ (Sulphurous Acid) যেরূপ পারদর্শী, সাল্‌ফাইট্ ও হাইপোসাল্‌ফাইট্ (Sulphite and Hyposulphite) সকল তদ্রূপ নহে। সাল্‌ফাইট্ (Sulphite) আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্লাডার (Bladder) স্থিত মূত্ররাশির পচন ও দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

উহাদের ক্রিযা পচন নিবারক, দুর্গন্ধনাশক ও সংক্রমণহাবক।

থিরা। সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি যে গৃহে অবস্থিতি করে, সংক্রমণ হবণার্থ তদ্গৃহমধ্যে গন্ধক দগ্ধ কবিলে সল্‌ফিউবাস্ (Sulphurous) এসিডের সৃষ্টি হওযাতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। গন্ধক দাহনের পূর্ব্বে গৃহস্থিত দ্বার গবাক্ষাদি সংরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু উহা প্রজ্বলিত হইলে যে ধূম ও বাষ্প উত্থিত হয় তাহা কিয়ৎকাল গৃহ মধ্যে অবস্থিতি না কবিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। গৃহের আকাবানুসারে গন্ধকের পবিমাণ স্থিব কবা আবশ্যক। সংক্রমণনাশার্থ শতৈক কিউবিক ফিটের (Cubic Feet) জন্য ত্রক আউন্স গন্ধকের প্রযোজন হইযা থাকে। এইরূপে তিন চারি দিবস যাবৎ প্রত্যহ গৃহের পরিসবানুসাবে উপযুক্ত পবিমাণে গন্ধক দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। শয্যা অথবা বস্ত্রাদি শোধন কবিতে হইলে কোন লৌহপাত্রস্থিত জ্বলিতাঙ্গারে গন্ধক নিক্ষেপ কবতঃ উহাকে উক্ত বস্ত্রাদি দ্বাবা বেষ্টিত কবা বিধেয়। গন্ধক দাহন সময়ে পাত্রোত্থিত ধূমবাশি বস্ত্রাদি মধ্য দিযা যেমন নির্গত হইতে থাকে, অমনি তচ্ছিন্নিবেশিত সংক্রামক পদার্থ সকলের বিনাশ সাধন করে। প্রকারান্তরেও এতাদৃশ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পাবে। কোন গৃহ মধ্যে গন্ধক দাহন দ্বারা ধূমোৎপাদন কবতঃ দুইশত পঞ্চাশ হইতে তিন শত ডিগ্রি পবিমিত অগ্ন্যুত্তাপে শয্যাদি কিয়ৎকাল স্থাপন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

চুলকণা নিবারণার্থ সল্‌ফিউরাস্ (Sulphurous) এসিডের বাষ্প বিশেষ উপযোগী। কোন পাত্র মধ্যে ১২ ড্রাম গন্ধক দগ্ধীভূত কবিলে যে বাষ্পোত্থিত হয় উহা মস্তক ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে প্রযোগ কবা কর্ত্তব্য। এইরূপে স্বল্পকাল মধ্যেই রোগেব শান্তি হয় বটে, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র উক্ত বাষ্প দ্বাবা সংশোধিত না করিলে পীডা পুনরাবির্ভূত হইবাব বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অন্যান্য চর্ম্ম বোগেও উক্ত এসিড্ বিশেষ উপকারী। ক্লোয়াজ্‌মা (Chloasma) নামক চর্ম্ম পীড়ায় প্রপীড়িত হইলে রোগীব পীডিত স্থান উত্তপ্ত সলিল দ্বাবা সুচারুরূপে প্রক্ষালন করতঃ গ্লিসিবিণ্ (Glycerine) ও সল্‌ফিউরাস্ এসিড্ (Sulphurous Acid) তুল্যাংশে মিশ্রিত কবিয়া প্রয়োগ করিলে অনতি-বিলম্বেই কীটানুসকল বিনষ্ট হওয়াতে রোগী বোগোন্মুক্ত হইয়া থাকে।

ফেভাস্ (Favus) এবং টীনিয়া টন্‌সুরান্‌স্ (Tenia Tonsurans) নামক রোগাপহরণেও ইহা অসমর্থ নহে।

ব্যাধিবিশেষে ইহা বিবিধ প্রকারে ব্যবহৃত হয়; কখন দ্রবাকারে, কখন বাষ্পাকারে এবং কখন বা স্প্রে (Spray) দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চিল্‌ব্লেন্ (Chilblains) রোগে, অথবা করতলস্থ চর্ম্ম ফাটিয়া গেলে, কিম্বা স্তনবৃন্তে ক্ষতোৎপাদিত হইলে উহার দ্রব প্রয়োগে সত্বর আরোগ্য লাভ হয়। ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) রোগের বিস্তার ও জ্বলন নিবারণার্থ উহা সমভাগে গ্লিসিরিণের (Glycerine) সহিত মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার্য্য।

অনেকানেক চিকিৎসক গলদেশাভ্যন্তরস্থ ক্ষত অথবা প্রদাহের জন্য উহা বাষ্পাকারে, কিম্বা উহার দ্রব স্প্রে (Spray) দ্বারা প্রয়োগ করেন। এইরূপে টন্‌সিলের (Tonsils) প্রদাহ, সোরথ্রোট্ (Sorethroat), লেরিঞ্জাইটিস্ (Laryngitis), ক্রুপ (Croup), ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) প্রভৃতি পীড়াতে উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বাষ্পাকারে সেবন করিতে হইলে কয়েক বিন্দু এসিড্ অত্যুষ্ণ জলে নিক্ষেপ করতঃ তদুত্থিত বাষ্প মুখ দ্বারা আকর্ষণ করা আবশ্যক। এইরূপে মুখ গহ্বরে বাষ্প প্রবেশ করতঃ পীড়িত স্থানে সংলগ্ন হইলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। উল্লিখিত পীড়াসমূহে উহার দ্রব উষ্ট্রলোমনির্ম্মিত বুরুষ, অথবা স্প্রে (Spray) দ্বারা প্রয়োগ করিলেও তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রথানুসারে উহার বাষ্পাঘ্রাণে যক্ষা, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), এজ্‌মা (Asthma), ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) প্রভৃতি পীড়ার উপশম লক্ষিত হয়। কোন কোন চিকিৎসক রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Rheumatism) ও গাউট্ (Gout) রোগে এতদ্বারা ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে একখানি শয্যাস্তরণ কিয়ৎকাল সল্‌ফিউরাস্ (Sulphurous) এসিডের ধূম মধ্যে সংস্থাপন করতঃ তদ্দারা রোগীকে আবৃত করিলে কিয়ৎকাল মধ্যেই উহার নিদ্রাকর্ষণ হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া থাকে। নিদ্রাভঙ্গে পীড়াজনিত বেদনা তাদৃশ কষ্টকর বলিয়া অনুভূত হয় না। উক্ত পীড়াদ্বয়ে প্রদাহিত স্থানে সল্‌ফিউরাস্ (Sulphurous) এসিডের বাষ্প প্রয়োগেও উপকার সাধিত হয়। ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) রোগে অথবা মুখাভ্যন্তরস্থ ক্ষতে ইহার দ্রব মুখ প্রক্ষালনার্থ ব্যবহৃত হয়।

কেহ কেহ কোন কোন রোগে উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের ব্যবস্থা দান করেন। কোন কোন ব্যক্তির আহারের অব্যবহিত পরেই বমন হয়, তন্নিবারণার্থ উক্ত এসিড্ ১০ হইতে ১৫ বিন্দু মাত্রায় আহারের দশ মিনিট-কাল পূর্ব্বে প্রযোজ্য। অজীর্ণতা বশতঃ পাকস্থলী অথবা অন্ত্রমধ্যে প্রভৃত বায়ুসঞ্চয় হেতু উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে, ৫ হইতে ১০ বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগে উহা অজীর্ণতা দোষাপহরণে ও বায়ুনিঃসারণে সহায়তা করে। উপরোক্ত অবস্থাতে উহার পরিবর্ত্তে সল্‌ফাইট্ (Sulphite) কিম্বা হাইপোসাল্‌ফাইট্ (Hyposulphite) প্রয়োগ দ্বারা আশানুরূপ ফল প্রসবিত হয় না; উহারা কেবল প্রস্রাবের পচন ও দুর্গন্ধ নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

CHROMIC ACID

ক্রমিক্ এসিড্।

ফিজি। ক্রমিক্ এসিড্ (Chromic Acid) উগ্রাবস্থায় চর্ম্ম অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর প্রয়োগ করিলে দাহক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু উহা অনুগ্রাবস্থায় কথঞ্চিৎ প্রদাহোৎপাদন করে। ক্ষতস্থানে সংলগ্ন হইলে জ্বলনোপস্থিত হয় বটে, কিন্তু নাইট্রিক্ এসিড্ (Nitric Acid) অথবা নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভারের (Nitrate of Silver) ন্যায় নহে। উহার অনুগ্র দ্রব কণ্ডূয়ন নিবারণে তৎপর।

ক্রমিক্ এসিডের (Chromic Acid) ক্রিয়া—উগ্রাবস্থায় দাহক ও অনুগ্রাবস্থায় প্রদাহজনক।

থিরা। ক্রমিক এসিডের (Chromic Acid) দাহিকাশক্তি থাকাতে উহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী কিম্বা চর্ম্মাবস্থিত আঁচীল অথবা ক্ষুদ্রার্ব্বুদ বিনাশনার্থ ব্যবহৃত হয়। একশত গ্রেণ এসিড্ এক আউন্স জলে দ্রবীভূত করতঃ আঁচীল কিম্বা অর্ব্বুদোপরি প্রয়োগ করিলে তথায় স্বল্পকাল মধ্যেই ক্ষতোৎপাদিত হয়। এসিড্ প্রয়োগান্তে একখানি শুষ্ক লিণ্ট (Lint) খণ্ড দ্বারা উহা কিয়ৎকাল আবৃত রাখিয়া পরে অপসারিত করিলে পীড়িত স্থান ক্ষতযুক্ত লক্ষিত হয়। এই ক্ষত প্রত্যহ সীসধাতুঘটিত ঔষধের দ্রব দ্বারা ধৌত করা এবং

উক্ত দ্রবসিক্ত লিণ্টখণ্ড দ্বারা আবৃত রাখা আবশ্যক। এতাদৃশ উপায়াবলম্বনে ৬ কিম্বা ৮ দিবসের মধ্যে আঁচীলার্ব্বুদাদি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এককালীন লুক্কায়িত হয়। আঁচীলাদি ক্ষুদ্রাকার হইলে একবার মাত্র এসিড্ প্রয়োগেই ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা, কিন্তু উহা বৃহদাকার হইলে বারংবার প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কখন কখন এরূপও লক্ষিত হয় যে বারৈক প্রয়োগেই আঁচীল চর্ম্মস্খলিত হইয়া পতিত হয়। ক্রমিক্ এসিড্ (Chromic Acid) সাতিশয় সাবধানতাসহকারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উহা এতাদৃশ স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করা আবশ্যক যে আঁচীল অথবা অর্ব্বুদ সিক্ত করতঃ তৎপার্শ্ববর্ত্তী চর্ম্ম অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর পতিত না হয়। যদ্যপি অসতর্কতা বশতঃ এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ পরিষ্কৃত করা বিধেয়। এতৎ প্রয়োগে কোন যন্ত্রণা অথবা বেদনার আবির্ভাব হয় না। পীড়িত স্থান ক্ষুদ্রাকারবিশিষ্ট হইলে কোনরূপ সূক্ষ্মাগ্র শলাকাদ্বারা উক্ত এসিড্ প্রযোজ্য। উহা বৃহদাকার হইলে একটী সূক্ষ্মমুখ কাচের নলমধ্যে কিঞ্চিৎ এসিড্ সংগ্রহ করতঃ এতাদৃশ পরিমাণে অর্ব্বুদোপরি বিক্ষিপ্ত করা উচিত, যদ্দারা উহা সম্যক্ প্রকারে আর্দ্র হইতে পারে, অথচ চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশে পতিত না হয়।

CHLORATE OF POTASH.

ক্লোরেট্ অব্ পটাস্।

ফিজি। অপরাপর পোটাসিয়মের (Potassium) লবণের ন্যায় ক্লোরেট্ অব্ পটাসের (Chlorate of Potash) বিস্তারশীলতা গুণ লক্ষিত হয়; এবং উহা জলে স্বল্প পরিমাণে দ্রবণীয়। মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এতদ্বারা প্রভূত লালা নিঃসারিত হয়, এবং কেহ কেহ বলেন যে উহা তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষতোৎপাদন করে। স্থানিক প্রয়োগে ইহার উত্তেজনা শক্তি দৃশ্যমান হয়।

ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ (Chlorate of Potash) সেবন করিলে পাকস্থলী মধ্যে কোনরূপ ক্রিয়া সাধন করে না, কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগে পাক-

যন্ত্রস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রাদাহোৎপাদন করাতে নিরতিশয় ভেদ ও বমন হইয়া থাকে। বিস্তারশীলতা গুণ থাকাতে উহা স্বল্পকাল মধ্যেই পাকস্থলী হইতে রক্তপ্রবাহে নীত হয়, কিন্তু সহজে দ্রবীভূত না হওয়াতে অধিক পরিমাণে শোষিত হয় না। শোণিত প্রবাহে মিলিত ও শরীর মধ্যে সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া কিরূপ কার্য্য সম্পাদন করে তাহা অধুনা স্থিরীকৃত হয় নাই। উক্ত লবণস্থিত অম্লজান্ বাষ্প সহজেই উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া পূর্ব্বে ভিষক বিদ্গণের এরূপ প্রতীতি ছিল, যে উক্ত লবণবিচ্ছিন্ন অম্লজান বাষ্প টিস্থ ও রক্তাদির সহিত মিলিত হইয়া উহাদের তেজ, বল ও ক্রিয়া বর্দ্ধন করে; কিন্তু ইদানীন্তন বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা সে বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ (Chlorate of Potash) প্রয়োগান্তে প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে দৃষ্ট হয়, যে তন্মধ্যে উহা অপরিবর্ত্তিত ভাবে বিরাজ করে। অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহার বিরেচকগুণ লক্ষিত হয়।

ক্লোরেট্ অব্ পটাসের (Chlorate of Potash) ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে উত্তেজক, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে লালনিঃসারক ও মূত্রবিরেচক; এবং অত্যধিক মাত্রায় বিরেচক ও বমনকারক।

থিরা। উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ (Chlorate of Potash) জলে মিশ্রিত করতঃ অপরিষ্কৃত ও অস্বাস্থ্যকর ক্ষত ধৌতির জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এবম্বিধ উদ্দেশ্য সাধনার্থ এতদপেক্ষা ক্লোরিণ্ (Chlorine), আইওডিন্ (Iodine) প্রভৃতি অপরাপর ঔষধ অধিকতর উপযোগী। পারদ জনিত অথবা অন্যান্য কারণসম্ভূত লালক্ষরণে উহার দ্রব মুখপ্রক্ষালনার্থ সচরাচর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জিহ্বা, দন্তমাড়ি, ও ওষ্ঠাধর প্রদেশস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষতোৎপাদিত হইলে, অথবা টন্সিল্ (Tonsil), উভুলা (Uvula), ফেরিংস্ (Pharynx) প্রভৃতি স্থানে ক্ষত অথবা প্রদাহ সমুদ্ভূত হইলে ইহার দ্রব উল্লিখিতাভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত পীড়া সমূহে কেবল যে স্থানিক প্রয়োগেই ফল প্রত্যাশা করা যায় এমত নহে, উহা সেবন করিলেও অভিলষিত সিদ্ধ হইয়া থাকে। ডিপ্থিরিয়া (Diphtheria) ও স্কার্লেটিনা (Scarletina) পীড়া জনিত গলদেশাভ্যন্তরস্থ ক্ষতে ও প্রদাহে ইহা মহোপকারী। উক্ত

রোগাবসানে কোন কোন ব্যক্তির কণ্ঠতালু এতাদৃশ শুষ্কভাবাপন্ন হয়, যে তাঁহার কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ অথবা বাঙ্ নিঃসারণের শক্তি থাকে না। এবম্বিধাবস্থাতেও উহা সেবনে, অথবা উহার দ্রব স্থানিক প্রয়োগে বিশিষ্ট উপকার সাধিত হয়। এতদ্বারা চিকিৎসিত হইলে উপরোল্লিখিত সমস্ত পীড়াই তিন চারি দিবস মধ্যে অন্তর্ধান করে। অকস্মাৎ সর্দ্দির আবির্ভাব বশতঃ. নাসারন্ধ্র সংরুদ্ধ, গলদেশাভ্যন্তর শুষ্ক ও লোহিত, এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হইলে তন্নিবারণে সমর্থ বলিয়া অনেকানেক চিকিৎসক উহার গৌরব ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন যে এবম্বিধ পীড়ার প্রারম্ভে অহোরাত্রি মধ্যে আট দশটী ক্লোরেট্ অব্ পটাসের (Chlorate of Potash) চাক্তি সেবন করিলে পীড়ার প্রাখর্য্য খর্ব্বীভূত হয়। ক্লোরেট্ অব্ পটাসাপেক্ষা ক্লোরেট্ অব্ সোডা (Chlorate of Soda) অধিকতর দ্রবণীয়, এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন অংশেই ন্যূন নহে, সুতরাং একের পরিবর্ত্তে অপরটী ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। মুখমণ্ডলের নিউরাল্জিয়া (Neuralgia) পীড়াতে উহা সেবনে যন্ত্রণার লাঘব হয়। উশদংশ ব্যতীত অপরাপর কারণে গর্ভস্রাব হইলে তৎপ্রতিরোধে উহা বিশেষ পারদর্শী। গর্ভলক্ষণ লক্ষিত হইবা মাত্রই উহা রোগিণীকে দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রূপে গর্ভপাতের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইলে, উহা প্রত্যহ সেবন না করিয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

HYPOPHOSPHITE OF LIME AND SODA.

হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ এবং সোডা।

ফিজি। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হাইপোফস্ফাইট্ (Hypophosphite) শারীরিক দুর্ব্বলতা, তন্দ্রা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, কর্ণকুহরে অস্বাভাবিক শব্দ, ক্ষুধামান্দ্য, উদরমধ্যে কলিক্ (Colic) বেদনা, উদরাময়, এবং কখন কখন নাসারন্ধ্র ও ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব উৎপাদন করে। স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগে এতদ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি, শরীরে রক্তসঞ্চার, কাশির

লাঘব, অপরিমিত কফস্রাবের হ্রাস, এবং কাশরোগ জনিত উদরাময়, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতির অপনয়ন হয়।

থিরা। হাইপোফস্ফাইট্ (Hypophosphite) সচরাচর যক্ষারোগে হিতকারক। অনেকানেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক উহা প্রথমতঃ এক গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করতঃ ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; এমন কি প্রত্যহ ছয় সাত গ্রেণ পর্য্যন্ত বটিকাকারে অথবা শর্করার রসের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করেন। অনেকে ইহার সহিত লৌহঘটিত অথবা উত্তেজক ঔষধ, কিম্বা কডলিভার অয়েল (Codliver Oil) ব্যবহার করেন, কিন্তু কোন কোন চিকিৎসকের উহা অভিমত নহে। তাঁহারা যক্ষা অথবা অপরাপর কাশ রোগে কেবল মাত্র হাইপোফস্ফাইট্ (Hypophosphite) ব্যবহারে পরামর্শ প্রদান করেন বটে, কিন্তু উহার সহিত উল্লিখিত ঔষধাদি প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। উক্ত রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অতীব ফলদায়ক, দ্বিতীয়াবস্থায় যদিও উপকারী বটে কিন্তু প্রথমাবস্থার ন্যায় নহে; এবং তৃতীয়াবস্থায় এতদ্বারা তাদৃশ উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। একটী ফুস্‌ফুস্ রোগাক্রান্ত হইলে উহা সেবনে যাদৃশ ফললাভ হয়, উভয় ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে তাদৃশ হয় না। বৃদ্ধাপেক্ষা যুবা ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অধিকতর উপকারী। হাইপোফস্ফাইট্ (Hypophosphite) সকল স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, স্পার্মেটোরিয়া (Spermatorrhæa), ক্লোরোসিস্ (Chlorosis), ও এনিমিয়া (Anæmia) রোগে এবং শিশুদিগের দন্তোদ্গম সময়ে প্রয়োগ করিলে হিত সাধন করিয়া থাকে।

CHLORIDE OF POTASSIUM, SODIUM AND AMMONIUM.

ক্লোরাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ সোডিয়ম্ এবং এমোনিয়ম্।

ফিজি। উল্লিখিত ঔষধগুলি সহজেই দ্রবণীয় এবং বিস্তারশীল। উহারা সকলেই লবণাস্বাদবিশিষ্ট, কিন্তু ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়মের (Chloride of Ammonium) আস্বাদন তাদৃশ প্রীতিকর নহে। শ্লৈষ্মিক

ঝিল্লী হইতে যে শ্লেষ্মা অর্থাৎ মিউকাস (Mucus) নিঃসৃত হয়, তন্মধ্যে ঐ সকল পদার্থ বিরাজ করে, সুতরাং উহারা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে উক্ত ঝিল্লীর ক্যাটার (Catarrh) উৎপাদন করাতে শ্লেষ্মাক্ষরণ বর্দ্ধিত হয়। এতৎ ক্রিয়া সাধনে অপর দুইটী অপেক্ষা ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Chloride of Ammonium) সবিশেষ তৎপর।

উহারা মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ লাল নিঃসারণ করে। পাকস্থলী মধ্যে নীত হইলে স্বল্পকাল মধ্যেই শোষিত ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু অতঃপর দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির উপর কিরূপ ক্রিয়া সাধন করে তাহার স্থিরতা নাই। ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Chloride of Sodium) অর্থাৎ আহার্য্য লবণ এবং ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Chloride of Ammonium) পিত্ত নিঃসারক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। শ্বাসপ্রণালীস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে শ্লেষ্মাস্রাব বৃদ্ধি করে এজন্য উহারা কফনিঃসারক, এবং অন্ত্রমধ্যে এবম্বিধ ক্রিয়া সাধনার্থ বিরেচক বলিয়া পরিচিত। শেষোল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহাদের মাত্রাধিক্য আবশ্যক। ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Chloride of Ammonium) স্নায়বীয় অবসাদক ও বেদনানিবারক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে।

ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Chloride of Sodium) অর্থাৎ আহার্য্য লবণ অধিক মাত্রায় বমনকারক। উহার এবম্বিধ ক্রিয়া উষ্ণ সলিল সংযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং উহা অন্যান্য বমনকারক ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হইলে তাহাদেরও ক্রিয়া সংবর্দ্ধন করে। উহার সঙ্কোচক ক্রিয়াও কখন কখন লক্ষিত হয়।

অক্ষত চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উহারা কোনরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে না, কিন্তু ক্ষতস্থানে সংলগ্ন হইলে জ্বলন ও প্রদাহ উৎপাদন করিয়া থাকে। শরীরের কোনস্থান অস্ত্রাঘাতে কর্ত্তিত হইলে তদুপরি লবণ প্রদানে শোণিতস্রাব বর্দ্ধিত হয়, এবং উহার দ্রব পিচ্‌কারী দ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলে সূত্রবৎ কৃমি বিনষ্ট হয়।

উহাদের ক্রিয়া—লালনিঃসারক, পিত্তনিঃসারক, কফনিঃসারক, অধিক মাত্রায় বিরেচক, স্নায়বীয় অবসাদক ও বেদনানিবারক। লবণ বমনকারক ও সঙ্কোচক, এবং স্থানিক প্রয়োগে কৃমিনাশক ও শোণিতনিঃসারক।

থিরা। নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার (Nitrate of Silver) অধিক মাত্রায় সেবনে দেহ মধ্যে বিষক্রিয়া প্রকাশিত হইলে, রোগীকে বমন করাইবার জন্য সচরাচর লবণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্বারা কেবল যে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় এমত নহে, পাকস্থলী মধ্যে প্রবেশ করতঃ নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার (Nitrate of Silver) হইতে সিল্ভার (Silver) বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার সহিত রাসায়নিক ভাবে মিলিত হয়। এবম্বিধ সম্মিলনে অদ্রবণীয় ক্লোরাইড্ অব্ সিল্ভার (Chloride of Silver) নামক পদার্থের সৃষ্টি হওয়াতে নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভারের (Nitrate of Silver) বিষক্রিয়া অন্তর্ধান করে। আত্মহত্যাভিলাষে অনেকে আফিং ব্যবহার করেন, অতএব উক্ত বিষ উদর হইতে উত্তোলনার্থ লবণ প্রযুক্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে উষ্ণ সলিল সংযোগে উহার বমনকারক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উত্তপ্ত জলে লবণ দ্রবীভূত করতঃ সেবন করিলে অনতিবিলম্বেই বমন আরব্ধ হয় এবং উদরস্থ আফিং নির্গত হইতে থাকে। এতদুদ্দেশ্যে লবণ প্রয়োগের আর এক সুবিধা এই যে, আহার্য্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত বলিয়া কোন স্থানেই উহা দুষ্প্রাপ্য নহে।

সর্ব্বাঙ্গে চুলকণা নির্গত হইলে লবণ প্রয়োগে সত্বর আরোগ্য লাভ হয় বটে, কিন্তু এতদ্বারা জ্বলনোৎপাদিত হওয়াতে কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। গুহ্যদ্বারে সূত্রবৎ ক্রিমির অবস্থান হেতু বালকেরা উক্ত স্থান কণ্ডুয়নে অতীব তৎপর হইলে, কিঞ্চিৎ লবণ স্বল্প জলে মিশ্রিত করতঃ রেক্টাম্ (Rectum) মধ্যে পিচ্কারী দ্বারা প্রয়োজ্য। সঙ্কোচক ক্রিয়ার জন্য উহা হিমপ্টিসিস্ (Hæmoptysis) রোগে অর্দ্ধ ড্রাম মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টা ব্যবধানে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা যাবৎ বিবমিষা না জন্মে, তাবৎ উক্ত পীড়া প্রশমিত হয় না।

অন্ত্রমধ্যস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্যাটার্ (Catarrh) জন্মিলে যে গাঢ়তর শ্লেষ্মা নির্গত হয়, উহা মহীলতা সদৃশ ক্রিমিদিগের বাসস্থানের জন্য বিশেষ উপযোগী। ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়াম্ (Chloride of Ammonium) প্রয়োগে অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত গাঢ়ীভূত শ্লেষ্মা তরলভাব ধারণ করে, সুতরাং তন্মধ্যে

কৃমিদিগের অবস্থান পক্ষে ব্যাঘাত ঘটাতে স্বল্পকাল মধ্যেই উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বিরেচক ও পিত্তনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য যকৃতের বহুবিধ পীড়াতে উহা প্রযোজ্য। যকৃতের ক্রিয়ারাহিত্য অথবা রক্তাধিক্য বশতঃ সচরাচর কোষ্ঠ কাঠিন্য লক্ষিত হইলে, ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Chloride of Ammonium) অধিক মাত্রায় সেবনে পিত্তনিঃসরণ ও বিরেচন বশতঃ পীড়ার শান্তি হয়। যকৃতের প্রদাহ, জণ্ডিস্ (Jaundice), এবং উহার সিরোসিস্ (Cirrhosis) রোগের প্রথমাবস্থায় উহা বিশেষ ফলদায়ক।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্লেষ্মাক্ষরণ বৃদ্ধি করাতে শ্বাসনালী, অন্ত্র, ও মূত্র যন্ত্রাদির পুরাতন ক্যাটার (Catarrh) উপস্থিত হইলে ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়াম্ (Chloride of Ammonium) অতীব আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগে ঘনীভূত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে উহা ২০ গ্রেণ মাত্রায় এক্সট্রাক্ট্ গ্লাইসিরাইজা লিকুইডের (Extract Glycyrrhiza Liquid) সহিত তিন অথবা চারি ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে, শ্লেষ্মা তরল ভাব ধারণ করতঃ উত্থিত হইতে থাকে, এবং স্বল্পকাল মধ্যেই রোগের প্রতিকার লক্ষিত হয়।

ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়াম্ (Chloride of Ammonium) স্নায়বীয় অবসাদক ও বেদনানিবারক বলিয়া অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক হুপিং কফ্ (Whooping Cough) রোগে উহা ব্যবহার করেন। এতদ্দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলী নিস্তেজ, ও আক্ষেপ নিবারিত হওয়াতে কাশি ও শ্বাসকৃচ্ছ্র সত্বর দূরীভূত হয়। নিউরালজিয়া (Neuralgia) প্রভৃতি বহুবিধ স্নায়বীয় বেদনাজনক পীড়াতে উহা কেহ কেহ ব্যবহার করেন। ফেসাল্ নিউরালজিয়া (Facal Neuralgia) রোগে অর্দ্ধড্রাম্ মাত্রায় উহা তিন চারিবার প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে বেদনা দূরীভূত হয়, কিন্তু এতৎকাল মধ্যে রোগের উপশম লক্ষিত না হইলে উহা সেবন করা নিষ্প্রয়োজন। মাইগ্রেণ (Migraine), মাইয়ালজিয়া (Myalgia), ইণ্টারকষ্টাল্ ও হিপ্যাটিক্ নিউরালজিয়া (Intercostal and Hepatic Neuralgia) এবং সায়েটিকা (Sciatica) প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক পীড়াতে এতদ্ব্যবহারে অনেকে আশানুরূপ ফললাভ করি

খাছেন। কেহ কেহ বলেন যে মেনোরাজিয়া (Menorrhagia) ও আমেনোরিয়া (Amenorrhæa) রোগ বশতঃ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে উহা এতদ্দ্বারা নিবারিত হয়।

ALKALIES SUCH AS CAUSTIC POTASH, LIQUOR POTASSÆ, CARBONATE AND BICARBONATE OF POTASH, ACETATE AND CITRATE OF POTASH, THE CORRESPONDING PREPARATIONS OF SODA, POTASH AND SODASOAP, BORAX &c,

ক্ষারৌষধ সকল যথা কষ্টিক্ পটাস্, লাইকর্ পটাসি, কার্বনেট্ ও বাইকার্বনেট্ অব্ পটাস্, এসিটেট্ ও সাইট্রেট্ অব্ পটাস্, পূর্ব্বোক্ত প্রকার সোডিয়ম্ লবণ সকল, পটাস্ ও সোডা সোপ, বোরাক্স্ ইত্যাদি।

ফিজি। উপরোক্ত লবণগুলি সকলেই বিস্রাবশীল, কিন্তু এই গুণ সোডিয়ম্ (Sodium) অপেক্ষা পটাসিয়ম্ (Potassium) লবণের অনেক অধিক। উহারা সকলেই সহজে জলে দ্রবণীয়। সাইট্রেট্ (Citrate) ও এসিটেট্ (Acetate) ব্যতীত অন্যান্য সকল লবণই ন্যূনাধিক ক্ষারবসাত্মক, তবে কষ্টিক্ পটাস্ ও সোডা (Caustic Potash and Soda) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং বাইবোরেট্ অব্ পটাস্ ও সোডা (Biborate of Potash and Soda) সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। সাইট্রেট্ ও এসিটেট্ (Citrate and Acetate) নিউট্রাল্ (Neutral) অর্থাৎ নাতিক্ষারাম্ল।

উপরোক্ত ক্ষারৌষধ সকল মানবদেহের কোনস্থানে সংশ্লিষ্ট হইলে তত্রস্থ টিস্থ সকলের বিনাশ সাধন করে। উহাদের সলিলাকর্ষণশক্তি এতাদৃশ বলবতী, যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অথবা চর্ম্মোপরি প্রযুক্ত হইলে বিস্রাবশীলতা নিবন্ধন শরীর মধ্যে যতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে, ততদূর পর্য্যন্ত টিস্থ হইতে জলীয়াংশ শোষণ করতঃ উহার বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যে গুলি অধিক ক্ষারবসাত্মক, তাহাদেরই জলাকর্ষণ শক্তি অধিক, সুতরাং

তাহারাই অধিকতর বিনাশক্ষম। কষ্টিক পটাস্ ও সোডা (Caustic Potash and Soda) এতৎক্রিয়া সাধনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী, কার্বনেট্ (Carbonate) তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন, এবং বাইকার্বনেট্ (Bicarbonate) এসিটেট্ (Acetate) ইত্যাদি উল্লিখিত ক্রিয়াসম্বন্ধে অতীব হীনবল বলিয়া পরিচিত। উহারা স্থানিক প্রয়োগে টিস্থর বিনাশ সাধন করতঃ উহাকে গলিত পদার্থে পরিণত করে, তদনন্তর ঐ বিনষ্ট ও গলিত টিস্থ স্থানান্তরিত হইলে তন্নিম্নে বৃহদাকার ক্ষত পরিদৃশ্যমান হয়।

ক্ষারৌষধ মাত্রেই ক্ষারবসস্রাব নিবারণে সবিশেষ তৎপর, বিশেষতঃ যাহাদের ক্ষারত্ব অধিক, আভ্যন্তরিক অথবা বাহ্যিক প্রয়োগে উক্ত কার্য্য সাধনে তাহাদের শক্তিও অধিক। উহাদের উগ্রদ্রব স্থানিক প্রয়োগে উগ্রতা সাধন করে।

বোরাক্স্ (Borax) পচন নিবারক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। তাল, খর্জ্জুরাদি বৃক্ষের সুমিষ্ট রস মাতিয়া উঠিলে তদ্রস্থ শর্করা এল্কোহলে (Alcohol) পরিণত হওয়াতে উহার মাদকতাশক্তি আবির্ভূত হয়। বোরাক্স্ (Borax) সংযোগে উক্ত রসের এতাদৃশ রূপান্তর ও গুণপরিবর্ত্তন রহিত হইয়া থাকে। উহার ক্রিয়া বশতঃ তিক্ত বাদাম হইতে হাইড্রোসিয়ানিক্ (Hydrocyanic) এসিডের উদ্ভব নিবারিত হয়, এবং ষ্টার্চ (Starch) গ্লুকোস্ (Glucose) নামক পদার্থে পরিণত হইতে পারে না। এইরূপ বোরাক্সের (Borax) অপরাপর ক্রিয়াও লক্ষিত হয়। বোরাসিক্ এসিডের (Boracic Acid) ক্রিয়াও বোরাক্সের (Borax) ক্রিয়ার অনুরূপ।

আহারের পূর্ব্বে ক্ষারৌষধ সেবন করিলে উহা পাকস্থলীমধ্যে প্রবেশ করতঃ গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্রাব বৃদ্ধি করে, সুতরাং পরিপাকশক্তি বলবতী হয়; কিন্তু আহারান্তে সেবনে উহা এবম্বিধ উদ্দেশ্য সাধন করেনা। ইহার কারণ এই যে খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ হইবা মাত্রই পাকস্থলী মধ্যে গ্যাস্ট্রিক্ যুস্ (Gastric Juice) নিঃসৃত হইতে থাকে; সুতরাং ক্ষার পদার্থ সম্মিলনে উহা রূপান্তরিত হওয়াতে পরিপাকশক্তির লাঘব হয়। অতএব অগ্নি বৃদ্ধিকরণ মানসে উহা অভুক্তাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পাকস্থলীর উপর উহাদের অবসাদন ক্রিয়া থাকাতে উহারা উক্ত যন্ত্রের বেদনা নিবারণে সক্ষম, এবং

উহাদের অম্লনাশক ক্রিয়া থাকাতে, অন্ত্রমধ্যে অম্লসঞ্চার হইলে তদ্দূরীকরণেও সমর্থ হইয়া থাকে। ক্ষারৌষধ সকল আহারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে প্রয়োগ করিলে কেবল যে প্রচুর পরিমাণে গ্যাষ্ট্রিক্ যুস (Gastric Juice) নিঃস্থত হয় এমত নহে, পিত্ত, প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যুস (Pancreatic Juice), ও ইণ্টেষ্টাইনাল্ যুস (Intestinal Juice) অর্থাৎ আন্ত্রিক রসও অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হয়। ক্ষার পদার্থ সেবনে পিত্ত প্রভৃতি ক্ষাররসস্রাব সংরুদ্ধ হওয়া উচিত বটে, কিন্তু তাহা না হইয়া বরং উহা বর্দ্ধিত হয়, তাহার কারণ এই যে এতদ্দ্বারা যে অপর্য্যাপ্ত অম্লরসাত্মক গ্যাষ্ট্রিক্ যুস (Gastric Juice) নিঃসারিত হয়, উহা যকৃৎ, প্যান্‌ক্রিয়াস্ (Pancreas) ও অন্ত্রোপরি ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ উহাদের স্রাব সংবর্দ্ধন করে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে অভুক্তাবস্থায় ক্ষারৌষধি প্রয়োগ করিলে যাবতীয় পাচনোপযোগী রসস্রাব পরিবর্দ্ধিত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা (Bicarbonate of Soda) ডিয়োডিনাম্ (Deodenum) মধ্যে পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে পিত্তস্রাবের ব্যাঘাত জন্মে না। উহারা পাকযন্ত্র হইতে শোষিত হইয়া এত স্বল্পকাল মধ্যে শোণিতপ্রবাহে নীত হয় যে উহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে না।

শোণিতসহ মিলিত হইলে ক্ষারৌষধগুলি স্বকীয় নির্ম্মাপক পদার্থানুসারে রূপান্তরিত হয়; যথা সাইট্রেট্ এবং এসিটেট্ (Citrate and Acetate) কার্বনেটে পরিণত হয় ইত্যাদি। উল্লিখিত ঔষধগণের ক্ষারত্বহেতু রক্তের ক্ষারত্ব সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়া উচিত বটে, কিন্তু সেবনান্তে অনতিবিলম্বেই প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় বলিয়া উহা তাদৃশ লক্ষিত হয় না। এতদ্দ্বারা রক্তের ক্ষারত্ব কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে উহার অম্লজান বাষ্পাকর্ষণ শক্তিও কিয়ৎপরিমাণে বলবতী হয়; সুতরাং উহা ফুস্‌ফুস্ মধ্যে অধিক পরিমাণে উল্লিখিত বাষ্প সংগ্রহ করতঃ দেহাভ্যন্তরস্থ টিস্থ ও যন্ত্রদিগকে উহা বিতরণ করে। ক্ষারৌষধসকল শোণিতমধ্যে কার্বনেট্ (Carbonate) অথবা অপরাপর পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া টিস্থ ও যন্ত্রাদি সম্বন্ধে কিরূপ কার্য্য সাধন করে তাহার স্থিরতা নাই। কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলেন যে শোণিতপ্রবাহে পটাসিয়ম্ (Potassium) লবণের স্বল্পতাপ্রযুক্ত ক্লান্তি

(Scurvy) রোগের উৎপত্তি হয়, কিন্তু উহা এখনও নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। অপরে বলেন যে উক্ত লবণ প্রভূত পরিমাণে স্তনদুগ্ধমধ্যে বিরাজ করাতে উহা সেবনে স্তনমধ্যে ক্ষিরাধিক্য হইয়া থাকে।

দীর্ঘকাল ক্ষারৌষধ সেবন করিলে রক্তস্থিত কঠিন পদার্থ ও লোহিত কণিকার হ্রাস হওয়াতে দেহের পুষ্টিসাধনের ব্যাঘাত ঘটে। এরূপ ঘটনা সংঘটন পক্ষে কোনরূপ সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু উহারা রক্তের ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করতঃ যে এতাদৃশ অনিষ্টসাধন করে তাহা নহে, দীর্ঘকাল প্রযুক্ত হওয়াতে পাকযন্ত্রের নির্ম্মাণগত ও ক্রিয়াগত বিকৃতি উপস্থিত হইয়া পরিপাক শক্তির লাঘব হয়; সুতরাং অজীর্ণতানিবন্ধন ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইতে থাকে। যে সকল ঔষধ সাতিশয় ক্ষাররসাত্মক নহে, উহা দীর্ঘকাল ব্যবহারে কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই; কারণ আমরা দেখিতে পাই যে সাইট্রেট্ অব্ পটাস্ (Citrate of Potash) নিউট্রাল্ (Neutral) অর্থাৎ নাতিক্ষারাম্ল লবণ বলিয়া বহুদিন সেবন করিলে যদিও রক্তের ক্ষারত্ব কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়, তথাপি শারীরিক পোষণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অহিত সাধন করে না।

অনেকেই বিবেচনা করেন যে লাইকার্ পটাসির (Liquor Patassæ) শোষণশক্তি আছে। কোন স্থানের প্রদাহ জন্মিলে তত্রস্থ শোণিতপ্রণালী হইতে রক্তের জলীয়াংশ অর্থাৎ সিরাম্ (Serum), এবং শ্বেত ও লোহিত কণিকা নির্গত হইয়া টিসু মধ্যে প্রবেশ করে; ঐ সকল পদার্থ শোষণার্থ লাইকার্ পটাসি (Liquor Potassæ) ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু এতদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। দীর্ঘকাল সেবন করিলে উহা পাকাশয়ের বিকৃতি উৎপাদন করতঃ পরিপাকশক্তির লাঘব করিয়া থাকে।

অনেকানেক সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা বলেন যে ক্ষারৌষধ সকল শরীরস্থ নাইট্রোজেনাস্ টিসু (Nitrogenous Tissue) সমূহের ধ্বংস সাধনে সবিশেষ তৎপর, এবং দেহ মধ্যে যে সকল টিসুতে গন্ধক বিরাজ করে উহারা তাহাদেরও বিনাশ সাধন করিয়া থাকে, এজন্য ক্ষারপদার্থ সেবন করিলে ইউরিয়া (Urea) ও সল্ফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric Acid) প্রস্রাবের সহিত অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়। এতদ্বারা মূত্রের অম্লত্ব দূরীভূত হইয়া কখন কখন উহা নাতিক্ষারাম্ল কখন বা ক্ষাররসাত্মক হইয়া থাকে।

পটাসিয়ম্ (Potassium) লবণ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শারীরিক উত্তাপের অনেক হ্রাস হয়। কেহ কেহ বলেন যে উহা শরীর হইতে নির্গত না হইয়া শোণিতপ্রবাহে অবস্থিতি করিলে ইউরিমিয়া (Uræmia) রোগের লক্ষণাবলী লক্ষিত হয়। এতদ্বারা শারীরিক উত্তাপ যেমন বিনষ্ট হয় তদ্রূপ উহা উৎপাদিতও হইয়া থাকে।

ক্ষারোষধ মাত্রেই মূত্রকারক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। মূত্রকারক ঔষধের প্রকৃত অর্থ এই যে, যে সকল ঔষধদ্বারা রক্তস্থিত ইউরিয়া (Urea), ইউরিক্ এসিড্ (Uric Acid) এবং বিবিধ লবণ প্রভৃতি দূষিত পদার্থ সকল প্রস্রাবের সহিত দূরীকৃত হয় তাহারাই যথার্থ মূত্রকারক, কিন্তু যাহারা শরীরমধ্যে টিস্থ চেঞ্জ্ (Tissue Change) করতঃ, অর্থাৎ পুরাতন টিস্থর বিনাশ ও নূতন টিস্থর সৃষ্টি করতঃ, স্বভাবতঃ মূত্রাবস্থিত পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহারা প্রকৃত মূত্রকারক বলিয়া অভিধেয় নহে। শোণিতমধ্যে ইউরিয়া (Urea), ইউরিক্ এসিড্ (Uric Acid) প্রভৃতি পদার্থের অস্তিত্ব বহুবিধকারণ সম্ভূত। প্রথমতঃ ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির পীড়া বশতঃ কিড্নির (Kidney) আকারগত এতাদৃশ বৈলক্ষণ্য ঘটে, যে তন্নিবন্ধন উহা উল্লিখিত দূষিত পদার্থ নিচয় দূরীকরণে অসমর্থ হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ স্বভাবতঃ টিস্থর বিনাশ বশতঃ যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অকর্ম্মণ্যাবস্থায় দেহমধ্যে অবস্থিতি করে, ঐ সকল পদার্থ যাবৎ অম্লজান বাষ্পের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইয়া ইউরিয়া (Urea) নামক পদার্থে পরিণত না হয়, তাবৎ কিড্নি (Kidney) দ্বারা বহির্নিসারিত হইতে পারে না, সুতরাং উহারা পর্য্যাপ্ত পরিমিত অম্লজান বাষ্পাভাবে রূপান্তরিত হইয়া বহির্গমনোপযোগী না হওয়াতে শোণিতমধ্যে অবস্থিতি করিতে থাকে; এবং তৃতীয়তঃ কিড্নি (Kidney) দ্বয়ের পীড়া নিবন্ধন উহারা স্বাভাবিক ক্রিয়াসাধনে এতাদৃশ শক্তিহীন হয়, যে উল্লিখিত অকর্ম্মণ্য ও দূষিত পদার্থসকল ইউরিয়া (Urea) নামক পদার্থে পরিণত হইলেও উহাদিগকে শোণিতচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কতকগুলি ঔষধ প্রথম কারণ দূরীকরণে সক্ষম বলিয়া মূত্রকারক বলিয়া পরিচিত, কতকগুলি টিস্থনাশজনিত দূষিত পদার্থ গুলিকে অম্লজান বাষ্পসম্মিলনে ইউরিয়াতে (Urea) পরিণত করতঃ দেহাভ্যন্তর হইতে

বহিষ্করণে সমর্থ বলিয়া মূত্রকারক নামে অভিধেয়, এবং কতকগুলি কিড্‌নির (Kidney) পীড়াপনয়ন দ্বারা উহাকে স্বাভাবিক ক্রিয়োপযোগী করণে তৎপর বলিয়া মূত্রকারক নামে প্রচলিত হইয়া থাকে। পটাসিয়ম্ (Potassium) লবণ কেবল যে উল্লিখিত ত্রিবিধ কারণ দূরীকরণক্ষম এমত নহে, এতদ্দ্বারা কি সুস্থ কি পীড়িত সকল অবস্থাতেই প্রস্রাবের জলীয়াংশও বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু শেষোক্ত কার্য্যোদ্দেশে এসিটেট্ ও সাইট্রেট্ অব্ পটাস্ (Acetate and Citrate of Potash) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী। ইহারা তরুণ ও পুরাতন নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) রোগে নিয়ত ব্যবহার্য্য। উহারা মূত্রের অম্লত্ব খর্ব্বীভূত ও উহার ক্ষারত্ব বর্দ্ধন করে, এবং যে সকল প্রদাহসম্ভূত পদার্থদ্বারা কিডনি (Kidney) মধ্যস্থ টুবুলাই ইউরিনিফারাই (Tubuli Uriniferi) সংরুদ্ধ হইয়া প্রস্রাব ক্ষরণের লাঘব হয়, এতদ্দ্বারা ঐ সকল পদার্থ দ্রবীভূত হওয়াতে কিড্‌নির (Kidney) স্বাভাবিক ক্রিয়া পুনরাবির্ভূত হয়, সুতরাং প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে কোন কারণে হউক না কেন শোথ রোগে প্রয়োগ করিলে উহারা অভিলষিত ফল প্রদান করে।

মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য উহারা জ্বর রোগেও সচরাচর প্রযুক্ত হয়। এসিটেট্ (Acetate) অথবা সাইট্রেট্ (Citrate) দশ গ্রেণ মাত্রায় অপরাপর জ্বরঘ্ন ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে প্রস্রাবের জলীয়াংশ ও কঠিন পদার্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শারীরিক উত্তাপেরও লাঘব হইতে থাকে। এই সকল ঔষধ প্রয়োগে প্রস্রাবস্থিত স্বাভাবিক এসিডের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু মূত্রের প্রতিক্রিয়া (Reaction) অধিকতর অম্ল বলিয়া বোধ হয় না; তাহার কারণ এই যে এতদ্দ্বারা যেমন অধিক পরিমাণে এসিড্ নিঃসৃত হয় তেমনি ঔষধের ক্ষারত্ব বশতঃ উহার অম্লত্ব ও দূরীভূত হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে পটাসিয়ম ও সোডিয়ম্ লবণদিগের (Potassium and Sodium Salts) গুণ বর্ণন কালে কথিত হইয়াছে যে মানবশরীরসম্বন্ধে সোডিয়মাপেক্ষা পটাসিয়ম্ অধিকতর অনিষ্টকর, যেহেতু উহা দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত টিসু ও যন্ত্রাদির উপর অবসাদন ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ উহাদের তেজ, বল, ও ক্রিয়া খর্ব্বীভূত করে। এবম্ভূত অহিতকর ক্রিয়াসাধনে লবণনির্ম্মাপক এসিড্

কোনরূপ সহায়তা করে না। পটাসিয়ম্ (Potassium) কশেরুকা মজ্জাস্থিত রিফ্লেক্স্ স্নায়ুকেন্দ্র সকল (Reflex Centres) বিবশ করতঃ রিফ্লেক্স্ ক্রিয়ার (Reflex Action) বিনাশসাধন করে, কিন্তু সোডিয়ম্ (Sodium) তাহা করে না। পটাসিয়ম্ লবণমাত্রেই (Potassium Salts) অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে উহারা প্রথমতঃ মস্তিষ্ক, পরে পর্য্যায়ক্রমে কশেরুকামজ্জাস্থিত মোটার স্নায়ুসূত্র (Motor Tract) ও কেন্দ্র, সর্ব্বাবয়বস্থিত মোটার স্নায়ুমণ্ডলী (Motor Nerves), এবং পরিশেষে পেশীসমূহ নিস্তেজ করতঃ ক্রমশঃ এককালীন অবশ করিয়া থাকে। এতদ্বারা সেনসারি স্নায়ুর (Sensory Nerve) ক্রিয়াও বিলুপ্ত হয়। অধিকন্তু উহারা হৃৎপিণ্ডের নিস্তেজতাসাধন করতঃ ক্রমশঃ উহাকে এতাদৃশ অবসন্ন করিয়া ফেলে, যে অবশেষে উহার ক্রিয়া ডায়াষ্টোল (Diastole) কালে বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

অপরাপর পটাসিয়ম্ লবণের (Potassium Salts) ন্যায় ক্লোরাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ও (Chloride of Potassium) মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলী প্রভৃতির অবসন্নতা উৎপাদন করে, অধিকন্তু এতদ্বারা প্রোটোপ্লাজ্‌মের (Protoplasm) ক্রিয়ারাহিত্য সংঘটিত হওয়াতে দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত টিস্থ ও যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়ার লোপ হয়।

সোপ অর্থাৎ সাবান মৃদু বিরেচক বলিয়া পরিচিত। উহার ক্ষারত্ব অধিক হওয়াতে মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা প্রয়োগ করিলে চর্ম্মের উগ্রতাসাধন করতঃ পিটিরায়েসিস্ (Pityriasis) নামক চর্ম্মরোগ সমুৎপাদন করে।

ক্ষারৌষধের ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে দাহক, ধ্বংসকারক, ও উগ্রতা সাধক, বোরাক্স্ (Borax) পচননিবারক ও উত্তেজক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উহারা মৃদুবিরেচক, অম্লনাশক, আগ্নেয়, পিত্তনিঃসারক, স্নায়বীয় অবসাদক ও মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

থিরা। কষ্টিক্ পটাস্ অথবা সোডা (Caustic Potash or Soda) অত্যুগ্রাবস্থায়, অথবা কথঞ্চিৎ উহার উগ্রতাহরণ মানসে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কষ্টিক্ লাইমের (Caustic Lime) সহিত মিশ্রিত করতঃ আঁচিল ক্ষুদ্রার্ব্বুদ প্রভৃতি ধ্বংসকরণোদ্দেশে প্রযুক্ত হয়। উপদংশ ক্ষতের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ নিরতিশয় কঠিন হইলে উহা সত্বর আরোগ্য হয় না, সুতরাং

কষ্টিক্ পটাস্ (Caustic Potash) প্রয়োগে উক্ত কঠিন টিস্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ক্ষতের উন্নতিসাধন হয়, এবং উহা আশু আরোগ্যোন্মুখ হইয়া থাকে। স্ফোটকগহ্বর হইতে পূয়নিঃসারণার্থ উহা ব্যবহৃত হয়। এক খণ্ড পলস্তারার (Plaster) মধ্যস্থলে নাতিবৃহৎ একটী ছিদ্র করতঃ স্ফোটকোপরি সংস্থাপন করিয়া উক্ত ছিদ্রমধ্যস্থ চর্ম্মোপরি কষ্টিক্ পটাস্ প্রয়োগ করিলে উহা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে পারেনা, সুতরাং যে স্থানে সংলগ্ন হয় সেই স্থানের চর্ম্ম ও তন্নিম্নস্থ টিস্থর বিনাশসাধন করে। কষ্টিক্ পটাস্ প্রয়োগান্তে পলস্তারা উত্তোলন করতঃ উক্ত স্থান ভিনিগার (Vinegar) অথবা জল দ্বারা ধৌত করা কর্ত্তব্য। অতঃপর তদুপরি উত্তপ্ত পুলটীস প্রয়োগ করিলে বেদনারও লাঘব হয়, এবং বিনষ্ট টিস্থও দূরীভূত হইয়া স্ফোটকাভ্যন্তর হইতে পূয নির্গত হইতে থাকে।

ক্ষারৌষধগুলির অনুগ্রদ্রব চর্ম্ম রোগের কণ্ডুয়ননিবারণে বিশেষ উপযোগী। এতদর্থে এক ড্রাম কার্বনেট্ অব্ সোডা (Carbonate of Soda) কিম্বা পটাস (Potash) অথবা সায়েনাইড্ অব্ পটাস্ (Cyanide of Potash) এক আউন্স জলে দ্রবীভূত করতঃ আর্টিকেরিয়া (Urticaria) রোগে ব্যবহৃত হয়। উক্ত কার্বনেট্ (Carbonate) চূর্ণকণানিবারক ঔষধের বিশেষ সহায়তা করে। আমরা যে সাবান ব্যবহার করিয়া থাকি উহাতে কার্বনেট্ বিরাজ করাতে উহা দ্বারা পীড়িতস্থান সুচারুরূপে ধৌত করিলে কিউটিক্ল্ (Cuticle) দূরীভূত হওয়াতে তন্নিম্নে পীড়ার কারণীভূত কীটাণুদিগের আবাসস্থান লক্ষিত হয়; পরে উহাতে গন্ধকের মলম প্রয়োগ করিলে অতি স্বল্পকালমধ্যে কীটাণু বিনষ্ট হইয়া রোগের শান্তি হইয়া থাকে। সোরাইসিস্ (Psoriasis) নামক চর্ম্মরোগে যে রসস্রাব হয় উহা শুষ্ক হইয়া চর্ম্মসংলগ্ন হইলে তদ্দূরীকরণার্থ সাবান ব্যবহৃত হয়। বিবিধ চর্ম্মরোগে যে স্রাব নির্গত হয় উহা ক্ষাররসাত্মক, সুতরাং ক্ষারৌষধ অথবা উহার দ্রব সংযোগে উক্ত স্রাব অন্তর্ধান করে। এতদুদ্দেশ্যে সাধারণার্থ অর্দ্ধড্রাম কার্বনেট অব্ সোডা (Carbonate of Soda) এক পাইণ্ট্ জলে দ্রব করতঃ উহা পীড়িত স্থানে লিণ্ট কিম্বা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা প্রযোজ্য। উল্লিখিত দ্রব এক্জেমা (Eczema) রোগে বিশেষ উপকারী। কখন কখন

এতদ্বারা চর্ম্মের উগ্রতা সাধিত হইয়া নব নব ব্রণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ক্ষার পদার্থের মাত্রা অধিক হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবেক। কখন কখন মলমের সহিত কার্বনেট্ (Carbonate) অথবা বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা (Bicarbonate of Soda) মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শে। স্থল বিশেষে রোগীর পরিপাকশক্তির হীনতাবশতঃ অথবা দন্তোদ্গম কিম্বা অন্ত্রমধ্যে কৃমির অবস্থাননিবন্ধন সহসা পীড়ার উপশম লক্ষিত হয় না, অতএব তৎপক্ষেও দৃষ্টি সঞ্চালন করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন কোন চিকিৎসক কেবল মাত্র সাবান ও উষ্ণসলিলদ্বারা প্রক্ষালন করতঃ একজেমা (Eczema) রোগের রসস্রাব, কণ্ডুয়ন, জ্বলন প্রভৃতি নিবারণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে উক্ত রোগে লাইকর্ পটাসি (Liquor Potassæ) অথবা কষ্টিক্ পটাসের উগ্রদ্রব অধিকতর উপকারী। তাঁহারা উল্লিখিত ঔষধ দিনান্তে একবার মাত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা দান করেন, এবং বলেন যে যদ্যপি এতদ্বারা জ্বলনানুভূত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শীতল সলিল দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক। যে স্থলে চর্ম্মোপরি তাদৃশ স্ফীতি লক্ষিত না হয় সে স্থলে তাঁহারা দুই গ্রেণ কষ্টিক্ পটাস্ এক আউন্স জলে দ্রব করতঃ ব্যবহার করেন, কিন্তু রোগের প্রাবর্য্যবশতঃ সমধিক স্ফীতি লক্ষিত হইলে ৫ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় কষ্টিক্ পটাস্ এক আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ উগ্র দ্রব দিবসে একবার মাত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, এবং উহা অনতিবিলম্বেই শীতল জলে ধৌত করা আবশ্যক। এতদ্বারা স্বল্পকালমধ্যেই কণ্ডুয়ন, রসস্রাব প্রভৃতি নিবারিত হয় বটে, কিন্তু চর্ম্ম এতাদৃশ শুষ্ক ও ভঙ্গপ্রবণ হয়, যে উহা প্রত্যহ নিশাকালে কোল্ড্ ক্রিম (Cold Cream), ভ্যাসেলিন (Vaseline) প্রভৃতি কোনরূপ তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা সিক্ত করিয়া না রাখিলে অতীব যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। কোন কোন চিকিৎসক ক্ষারৌষধের সহিত টার (Tar) অর্থাৎ আল্কাতরা ব্যবহার করেন, যথা টার, সফ্ট্ সোপ (Soft Soap) এবং রেক্টিফাইড্স্পিরিট্ (Rectified Spirit) তুল্যাংশে মিশ্রিত করতঃ প্রাতঃসন্ধ্যায় চর্ম্মোপরি সুন্দররূপে মর্দ্দন করিতে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং প্রতিবার ব্যবহারের পূর্ব্বে উক্ত স্থান সাবান দ্বারা ধৌত করিতে বলেন। অনেকে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ

ফললাভ করিয়াছেন যথা—টার ১ ড্রাম, জিঙ্ক অক্সাইড্ (Zinc Oxide) অর্দ্ধ ড্রাম, সোডা বাইকার্ব অর্দ্ধ ড্রাম, সল্ফর প্রিসিপিটেট্ (Sulphur Precipitate) এক ড্রাম, এসিড কার্বলিক্ (Acid Carbolic) ১০ বিন্দু, ভ্যাসেলিন্ (Vaseline) দুই ড্রাম, এবং সিরেটাম্ সিম্প্লেক্স্ (Ceratum Simplex) ১ আউন্স। একজেমা (Eczema) রোগে প্রদাহাবস্থা উত্তীর্ণ ও রসস্রাব নিবারিত হইলে চারি গ্রেণ মর্ফিয়া (Morphia) এক আউন্স ওলিয়েট্ অব্ মার্কারির (Oleate of Mercury) সহিত মিশ্রিত করতঃ দিবসে দুই তিনবার প্রয়োগ করিলে শীঘ্র আরোগ্যলাভ হয়।

কোন কোন চর্ম্মরোগে বোরাক্স্ (Borax) অতীব ফলদায়ক। মস্তক প্রদেশের পিটিরায়েসিস্ (Pityriasis) নামক পীড়াতে বোরাক্সের (Borax) উগ্র দ্রব প্রতিদিন চারি পাঁচবার স্পঞ্জ (Sponge) দ্বারা প্রয়োগ করিলে স্বল্পকাল মধ্যেই প্রতিকার লক্ষিত হয়, কিন্তু কখন কখন উক্ত পীড়া পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। এমত স্থলে গ্লিসিরিণ্ অব্ বোরাক্স্ (Glycerine of Borax) বিশেষ ফলপ্রদ। কর্ণোপরি একজেমা (Eczema) রোগ জন্মিলে উক্ত ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। অত্যুষ্ণ সলিলে কোন স্থান দগ্ধীভূত হইলে যে ক্ষতোৎপন্ন হয় তন্নিবারণার্থ অনেকে গ্লিসিরিণ্ অব্ বোরাক্স্ (Glycerine of Borax) প্রয়োগ করেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে এতদপেক্ষা ব্রাফ্স্ বোরোগ্লিসারাইড্ (Braff's Boroglyceride) অধিকতর উপকারী।

আমাদিগের চর্ম্মস্থিত সিবেসাস্ গ্লাণ্ড (Sebaceous Gland) হইতে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয়। কোন কারণবশতঃ উক্ত গ্লাণ্ডের ছিদ্র সংরুদ্ধ হইলে তন্মধ্যে ঐ তৈলাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হওয়াতে ক্রমশঃ উহার আকার বর্দ্ধিত হয়, এবং চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে একনি পাংটেটা (Acne Punctata) কহে। এই পীড়া আবির্ভূত হইলে পীড়িত স্থান প্রত্যহ পাঁচ ছয়বার সাবান দ্বারা ধৌত করিলে গ্লাণ্ডের ছিদ্র সংরুদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং তন্মধ্য হইতে অনায়াসে স্রাব নির্গত হওয়াতে উহাদের আকার স্বাভাবিকাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি এবম্বিধ চিকিৎসাদ্বারা চর্ম্মের উগ্রতা সাধিত হয় তাহা

হইলে প্রতিবার প্রক্ষালনান্তে গ্লিসিরিণ্ অব্ ষ্টার্চ্চ (Glycerine of Starch) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অল্পবয়স্ক শিশুগণ শয্যায় প্রস্রাব ত্যাগ করাতে উহাদের নিতম্বপ্রদেশ নিরন্তর উহাতে সিক্ত হয়, সুতরাং এতদ্দ্বারা তত্রস্থ চর্ম্মের উগ্রতা সাধিত হওয়াতে ইণ্টারট্রাইগো (Intertrigo) নামক চর্ম্মরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্থূলত্ব বশতঃ কোন কোন বালকের জানু, নিম্নোদর, অথবা বক্ষঃ-পার্শ্বস্থ চর্ম্ম কুঞ্চিতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে নিয়ত স্বেদক্ষরণবশতঃ ঐ সকল স্থানে উল্লিখিত রোগের আবির্ভাব হয়, এবং স্থূলকায় স্ত্রীলোকদিগের স্তনদ্বয়ের নিম্নভাগেও উহা সচরাচর লক্ষিত হয়। এই রোগের চিকিৎসার্থ সাবান বিশেষ উপযোগী। পীড়িত স্থান ঈষদুষ্ণ জল ও সাবানদ্বারা সুচারুরূপে ধৌত করতঃ ভ্যাসেলিন্ (Vaseline) কিম্বা তৎসদৃশ কোন তৈলাক্ত পদার্থ প্রয়োগ করিলে উহা স্বল্পকাল মধ্যেই তিরোহিত হয়।

ক্ষার পদার্থ জলে মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রক্ষালন করিলে উহা চর্ম্মোপরি কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহার স্থিরতা নাই, তবে এই পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় যে স্বাভাবিক শীতল জলের ন্যায় এতদ্দ্বারা প্রস্রাবের অম্লত্ব হ্রাস হইয়া থাকে।

শরীরস্থ কোনস্থান অত্যুষ্ণ সলিল অথবা অনল দ্বারা দগ্ধ হইলে কার্বনেট্ অব্ সোডা (Carbonate of Soda) স্বল্প পরিমাণে অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কার্বনেট্ অব্ পটাস্ কিম্বা সোডার (Carbonate of Potash or Soda) অম্লদ্রব লিউকোরিয়া (Leucorrhæa) রোগে মহোপকারী। উক্ত ঔষধ এক ড্রাম এক পাইণ্ট্ আন্দাজ জলে মিশ্রিত করতঃ যোনিমধ্যে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে দুই তিন দিবসের মধ্যেই পীড়ার শান্তি হয়। কিন্তু উক্ত পীড়া বহুবিধ কারণে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কখন জরায়ুমুখে প্রদাহ, কখন উক্তস্থানে ক্ষত, কখন জরায়ুপার্শ্বস্থ প্রদেশের প্রদাহ, কখন বা জরায়ুর স্থানচ্যুতি এইরূপ বহুবিধ পীড়া উহার উৎপত্তির কারণ। এই রোগের কারণও যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন উহার লক্ষণও তদ্রূপ; বিশেষতঃ ইহাতে যে স্রাব নির্গত হয় উহা বহুবিধ বর্ণ ধারণ করে। জরায়ুর মুখাভ্যন্তরে, কিম্বা উহার পার্শ্বপ্রদেশে

অথবা গ্রীবাতে স্ফীতি ও প্রদাহ জন্মিলে সচরাচর সলিলবৎ তরল শুভ্রবর্ণ অণ্ডলালসদৃশ স্রাব নির্গত হয়; এবং সমস্ত জরায়ুর প্রদাহ অথবা উহার স্থানচ্যুতি হইলে, কিম্বা জরায়ুমুখ ও গ্রীবা ক্ষতবিশিষ্ট হইলে পূয়সদৃশ গাঢ়তর হরিদ্রাভ স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে। উল্লিখিত ঔষধ পূর্ব্বোক্ত স্রাবনিবারণে সমর্থ বটে, কিন্তু শেষোক্ত স্রাবাপহরণে তাদৃশ উপযোগী নহে; তাহার কারণ এই যে প্রথমোক্ত শ্বেতবর্ণ তরল রস প্রদাহযুক্ত জরায়ুর মুখ অথবা গ্রীবামধ্যস্থ গ্রাণ্ড (Gland) সমূহ হইতে নিঃসৃত হয়। ঐ রসের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃ ক্ষার, সুতরাং ক্ষারৌষধ প্রয়োগে উহা স্বল্পকাল মধ্যেই নিবারিত হয়; কিন্তু পূয়সদৃশ গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ শেষোক্ত স্রাব ক্ষতসম্ভূত, সুতরাং ক্ষারত্ব-নিবন্ধন যদিও উহা উল্লিখিত ঔষধ দ্বারা নিবারিত হয় বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল ঔষধ ব্যবহারে বিরত হইলেই উহা পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ যাবৎ জরায়ুস্থিত ক্ষত আরোগ্য না হয়, তাবৎ স্রাব রহিত হয় না, এবং এই ঔষধ দ্বারা কোন উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। এরূপস্থলে এবম্বিধ স্রাবের কারণ দূরীভূত না হইলে যথার্থ পীড়ার শান্তি হয় না। যদি পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে জরায়ুগাত্রে ক্ষত অথবা উহার স্থানচ্যুতি বশতঃ এবম্ভূত লক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছে, তবে তৎসংশোধনে যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। লিউকোরিয়া (Leucorrhæa) রোগে যোনিমধ্যে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিতে হইলে কতিপয় বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। রোগিনীকে পৃষ্ঠোপরি শায়িত ও তাঁহার নিতম্বনিম্নে উপাধান সংস্থাপন করতঃ তৎপ্রদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত করা কর্ত্তব্য, নতুবা যোনিমধ্যে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলে ঔষধ অনতিবিলম্বেই নির্গত হইয়া যায়, জরায়ুমুখে সংলগ্ন হইবার অবসর পায় না। নিতম্বপ্রদেশ শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে যোনিগহ্বর মধ্যে ঔষধ কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে, সুতরাং পীড়িত স্থানে সুন্দররূপে সংলগ্ন হওয়াতে স্বল্পকালমধ্যেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এইরূপে উক্ত ক্ষারৌষধ শীতল জলে মিশ্রিত করতঃ প্রত্যহ দুই তিনবার পিচকারী দেওয়া আবশ্যক।

নখের প্রান্তভাগ বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্গুলির চর্ম্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত-স্থানের প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। এতন্নিবারণার্থ জলমিশ্রিত লাইকর পটাসি (Liquor Potassæ) অতীব উপযোগী। দুই ড্রাম লাইকর পটাসি (Liquor

Potassæ) এক আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা তুলা সিক্ত করিয়া নখ ও চর্ম্মের মধ্যস্থলে সংস্থাপন করিলে, উল্লিখিত মিশ্রসংযোগে নখ এতাদৃশ কোমলভাবাপন্ন হয় যে উহা ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ঘর্ষণ করিবা মাত্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে অহোরাত্রি উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করতঃ প্রত্যহ প্রাতে ধৌত করিলে নখ ক্রমশঃ এরূপ ক্ষীণকলেবর হয় যে অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করিলেও কোনরূপ যন্ত্রণার উদয় হয় না। যাবৎ অঙ্গুলিতে প্রদাহ অথবা তজ্জনিত ক্ষত বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এক ড্রাম বোরাসিক্ এসিড্ (Boracic Acid) এক পাইণ্ট উষ্ণজলে দ্রবীভূত করতঃ ঈষদুষ্ণ অথবা শীতলাবস্থায় প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলোক দিগের যোনিপার্শ্বে কণ্ডূয়ন কিম্বা ভল্‌ভা (Vulva) নামক স্থানের একজেমা (Eczema) রোগের শান্তি হয়।

ডিপ্থিরিয়া (Diphtheria) রোগজনিত গলাভ্যন্তরস্থ ক্ষতোপরি যে ঝিল্লী লক্ষিত হয়, তদ্দ্রবীকরণার্থ বোরাসিক্ এসিড্ (Boracic Acid) গ্লিসিরিণ (Glycerine) সহযোগে ব্যবহার্য্য। এক ড্রাম এসিড্ ত্রিশ ড্রাম গ্লিসিরিণের সহিত মিশ্রিত করতঃ তিন চারি ঘণ্টান্তর বুরুষ দ্বারা প্রয়োগ করিলে সচরাচর দিবসদ্বয়মধ্যে উহা লুক্কায়িত হয়। এবম্বিধ মিশ্র মুখমধ্যস্থ ক্ষতেও বিশেষ উপকারী, কিন্তু এতদুদ্দেশে ব্যবহারার্থ এক ড্রাম এসিড্ ছয় আউন্স গ্লিসিরিণের (Glycerine) সহিত মিলিত করা কর্ত্তব্য। উপরোক্ত পীড়াদ্বয়ে ব্রাফ্স্ বোরোগ্লিসারাইড্ (Braff's Boroglyceride) অতীব হিতকারী।

বোরাক্স্ চূর্ণ (Pulv Borax) অর্থাৎ বাইবোরেট্ অব্ সোডা (Biborate of Soda) ৫ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে ভাল্‌ভার (Vulva) প্রুরাইগো (Prurigo) পীড়া জনিত কণ্ডূয়ন সত্বর নিবারিত হয়। এই পীড়া প্রথমতঃ যোনিদ্বারে সমুদ্ভূত হয়, অতঃপর যোনিমধ্যে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া জরায়ু পর্য্যন্ত গমন করে। কখন কখন যোনিপার্শ্বস্থ চর্ম্ম আক্রমণ করতঃ ক্রমশঃ পেরিনিয়ম্ (Perinæum) অতিক্রম করিয়া গুহ্যদ্বার পর্য্যন্তও ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা সচরাচর ঋতুকালে, গর্ভাবস্থায়, কিম্বা প্রসবের অনতিপূর্ব্বে আবির্ভূত হয়, এবং স্বল্পকাল

স্থায়ী হইয়া থকে; কিন্তু কদাচিৎ পুরাতনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল যন্ত্রণা দানে ত্রুটী করে না। এই রোগে পীড়িত স্থান এতাদৃশ কণ্ডুয়নপর হইয়া থাকে যে কখন কখন রোগিণীকে সর্ব্বসমক্ষে নির্লজ্জতার পরিচয় প্রদানে বাধ্য হইতে হয়। উল্লিখিত ঔষধের উষ্ণদ্রব এই পীড়ার কণ্ডুয়ননিবারণে অতীব তৎপর বটে, কিন্তু কোন কোন সময়ে কেবল মাত্র উত্তপ্ত সলিলও এবম্ভূত ফল প্রদানে পরাঙ্মুখ হয় না। এবম্বিধ চিকিৎসা দ্বারা যদ্যপি রোগের শান্তি না হয় তাহা হইলে অন্যবিধ উপায়াবলম্বনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। এক ড্রাম আইওডাইড্ অব্ লেড্ (Iodide of Lead) এক আউন্স বসার সহিত মিশ্রিত করতঃ মলম প্রস্তুত করিয়া, অথবা ৮ গ্রেণ মর্ফিয়া (Morphia) এক আউন্স বিস্মথের (Bismuth) সহিত মিশ্রিত করতঃ, কিম্বা এক ড্রাম ক্লোরোফর্ম (Chloroform) এক আউন্স বেলেডনা লিনিমেণ্টের (Liniment Belladonna) সহিত সম্মিলিত করতঃ প্রয়োগ করিলে পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক তাম্র-কূটের ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) ব্যবহার করিয়াও ফললাভ করিয়াছেন। কখন কখন উগ্র কষ্টিক্ (Caustic) অথবা লেড্ লোসন্ (Lead Lotion), কিম্বা গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) প্রয়োগেও এই দুঃসাধ্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়া আরোগ্য হয়। শৈত্যাধিক্য অথবা নিরতিশয় চীৎকার বশতঃ অকস্মাৎ স্বরভঙ্গ হইলে স্বল্প পরিমাণে বোরাক্স্ চূর্ণ (Pulv Borax) মধ্যে মধ্যে মুখমধ্যে সংস্থাপন করতঃ ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। মধু অথবা গ্লিসিরিণের (Glycerine) সহিত উহা মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে মুখাভ্যন্তরস্থ ক্ষত সত্বর আরোগ্য হয়।

গাউট্ (Gout) রোগবশতঃ গ্রন্থির স্ফীতি ও বিবর্দ্ধন লক্ষিত হইলে লিথিয়া লবণ (Lethia Salts) প্রয়োগে মহোপকার সাধিত হয়। এই রোগে গ্রন্থিমধ্যস্থ কনেক্টিব্ টিস্যুতে (Connective Tissue) ইউরেট্ (Urate) নামক পদার্থ সঞ্চিত হওয়াতে এবম্বিধ স্ফীতি দৃষ্টিগোচর হয়। পীড়িত গ্রন্থি কার্বনেট্ কিম্বা সাইট্রেট্ অব্ লিথিয়া (Carbonate or Citrate of Lethia), অথবা সাইট্রেট্ অব্ পটাসের (Citrate of Potash) দ্রবে

লিণ্ট (Lint) অথবা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা নিয়ত সিক্ত করিয়া রাখিলে গ্রন্থিস্থিত ইউরেট্ (Urate) ইউরেট্ অব্ লিথিয়া (Urate of Lethia) নামক পদার্থে পরিণত হয়। এই লবণ অনায়াসে দ্রবণীয় বলিয়া স্বল্পকালমধ্যেই টিসু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শোণিত দ্বারা শোষিত এবং প্রস্রাবের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইতে থাকে। এইরূপে গ্রন্থিস্থিত ইউরেট্ (Urate) ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবা স্ফীতি দূরীভূত এবং পীড়ারও শান্তি হওয়াতে রোগী অনতিকাল মধ্যে স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। গ্রন্থির উপরিস্থিত চর্ম্ম ক্ষতবিশিষ্ট হইলে এতদ্বারা অধিকতর ফল প্রত্যাশা করা যায়। উল্লিখিত ঔষধগুলির দ্রব প্রস্তুত করিতে হইলে উহা ৫ গ্রেণ এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করা আবশ্যক। গাউট্ রোগে গ্রন্থি আক্রান্ত হইয়া তদুপরি ক্ষতোৎপন্ন হইলে উহা সত্বর আরোগ্য হয় না; যেহেতু গ্রন্থিস্থিত কনেক্‌টিব্ টিসু (Connective Tissue) মধ্যে যে অদ্রবণীয় ইউরেট্ (Urate) সঞ্চিত হয়, উহা দ্রবীভূত হইয়া যাবৎ বহির্গত না হয় তাবৎ ক্ষত শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু লিথিয়াদ্রব প্রয়োগে উহা ইউরেট্ অব্ লিথিয়া (Urate of Lethia) নামক দ্রবণীয় লবণে পরিণত হইয়া অনায়াসে দূরীভূত হওয়াতে গ্রন্থির স্ফীতি ও বিবর্দ্ধন কিয়ৎকালমধ্যেই তিরোহিত হয়, এবং ক্ষতও সত্বর আরোগ্য লাভ করে। উক্ত লিথিয়াদ্রব দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিলে কোন উপকার সম্ভবে না। সাইট্রেট্ অব্ পটাসের (Citrate of Potash) দ্রব ব্যবহার করিতে হইলে উহা তুল্যাংশে জলের সহিত মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত দ্রবসমূহ দ্বারা চর্ম্মের কোনরূপ উগ্রতা সাধিত হয় না।

ইতিপূর্ব্বে অনেকস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে ক্ষারৌষধ অম্লরসাত্মক স্রাব বিবর্দ্ধনে সবিশেষ তৎপর, সুতরাং গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্বল্পতা নিবন্ধন ক্ষুধামান্দ্য ও পরিপাকশক্তির লাঘব হইলে, কিম্বা এটনিক্ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Atonic Dyspepsia) রোগে উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। আহারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা (Bicarbonate of Soda) প্রয়োগ করিলে গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্রাব বর্দ্ধিত হয়, এবং গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের স্রাব বর্দ্ধিত হওয়াতে পিত্ত ও প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যুস (Pancreatic Juice) প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়; সুতরাং পরিপাকার্থ যে সকল দ্রব্যের

প্রয়োজন তাহাদের অভাব দূরীভূত হওয়াতে আশু পীড়ার প্রতিকার লক্ষিত হইয়া থাকে। অম্লনাশক গুণ থাকাতে বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা (Bicarbonate of Soda) অম্ল রোগে মহোপকারী, কিন্তু উহার ক্রিয়া চিরস্থায়ী নহে। পাকস্থলীমধ্যে প্রভূত অম্লরসের সঞ্চার হইয়া উদ্গারোত্থিত এবং বক্ষঃস্থলাভ্যন্তরে জ্বলনোপস্থিত হইলে এতৎপ্রয়োগে উহা সত্বর প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা কার্বনিক্ এসিড (Carbonic Acid) বাষ্পের সৃষ্টি হওয়াতে উদর স্ফীত ও পরিপূর্ণ হইয়া নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে; অতএব অম্লরোগের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকিলে উহার পরিবর্ত্তে ম্যাগ্নিসিয়া (Magnesia), এবং উদরাময় থাকিলে চূণের জল প্রয়োগ করা বিধেয়। কার্বনেট্ অব্ সোডা (Carbonate of Soda) প্রয়োগেও এতাদৃশ ফললাভ হয় বটে, কিন্তু উহা বাইকার্বনেট্ (Bicarbonate) অপেক্ষা উগ্রতর বলিয়া দীর্ঘকাল ব্যবহারে অপকার সাধিত হয়।

পাকস্থলীর আক্ষেপবশতঃ উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত হইলে ক্ষারৌষধ সকল বিশেষতঃ লাইকর পটাসি (Liquor Potassæ) সচরাচর ব্যবহার্য্য। উহারা অম্লনাশক বলিয়া, উগ্র এসিড সেবনে বিষলক্ষণ আবির্ভূত হইলে তন্নিবারণার্থও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধাতব লবণাদি অথবা এল্কেলয়েড্ (Alkaloids) দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে বাইকার্বনেট্ (Bicarbonate) প্রয়োগে ঐ সকল ধাতু অথবা এল্কেলয়েড্ (Alkaloid) অক্সাইডে (Oxide) পরিণত হয়, এবং ঐ অক্সাইড্ (Oxide) অদ্রবণীয় বলিয়া শরীর মধ্যে আর বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। এতৎক্রিয়া সাধনার্থ ম্যাগ্নিসিয়া (Magnesia) অনেকে প্রয়োগ করেন; যেহেতু উহার বিরেচন গুণে দেহাভ্যন্তরস্থ বিষৌষধ স্বল্পকালমধ্যেই বহিস্কৃত হয়। কখন কখন অন্ত্রমধ্যে অম্লাধিক্য প্রযুক্ত উদরাময় পীড়া উপস্থিত হয়; উহা নিবারণার্থ বাইকার্বনেট্ অব্ পটাস্ কিম্বা সোডা (Bicarbonate of Potash or Soda) অথবা ম্যাগ্নিসিয়া (Magnesia) অতীব উপযোগী।

সাবানের বিরেচক গুণ থাকাতে, কোষ্ঠবদ্ধ হইলে উহা ক্যাষ্টর অয়েল (Castor-oil) ও টার্পিণ সহযোগে উষ্ণ জলে মিশ্রিত করতঃ গুহ্যদ্বারে পিচ্কারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে কঠিন মল তরলীভূত হইয়া সহজেই নির্গত হইতে থাকে।

স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের এবম্বিধ অবস্থা উপস্থিত হইলে একখণ্ড সাবান ক্যাষ্টর অয়েল (Castor-oil) অথবা জলে সিক্ত করতঃ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা রেক্টম্ (Rectum) মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে কিয়ৎকাল মধ্যেই কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হয়।

অনেকে বলেন যে বহুমূত্র রোগে ক্ষারৌষধ প্রয়োগ করিলে প্রস্রাবে শর্করার অংশ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে। যেহেতু এতদানুকূল্যে শর্করা অম্লজান বাষ্পের সহিত রাসায়নিক ভাবে সম্মিলিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে ক্রমশঃ পীড়ার প্রাথর্য্য খর্ব্বীভূত হয় ও রোগী স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। যদিও উল্লিখিত বিষয় সচরাচর নয়নগোচর হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদের এমত কোন শক্তি নাই যদ্দারা শর্করাক্ষরণ নিবারিত হইতে পারে। ফলতঃ উক্ত রোগে দীর্ঘকাল ক্ষারৌষধ সেবনে ক্ষুধামান্দ্য ও পরিপাকশক্তির লাঘব হওয়াতে স্বল্পাহারবশতঃ স্বল্প পরিমাণে শর্করার সৃষ্টি হয়, সুতরাং উহা স্বল্প পরিমাণে প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়। অতএব এতদ্দারা উপকারাপেক্ষা অপকার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহারা মূত্রস্থিত ইউরিক্ এসিড (Uric Acid) দূরীকরণে সক্ষম। এতদ্দারা শোণিতস্থিত ইউরিক এসিড্ (Uric Acid) অম্লজান বাষ্পসম্মিলনে রূপান্তরিত হয় না বটে, কিন্তু প্রস্রাবের সহিত যাহা নির্গত হয় উহা ক্ষারসংযোগে দ্রবণীয় ইউরেটে (Urate) পরিণত হওয়াতে ব্লাডার (Bladder) মধ্যে ইউরিক্ এসিড্ (Uric Acid) নির্ম্মিত প্রস্তরসম্ভাবনা নিবারিত হয়। কখন কখন প্রস্রাবের সহিত উক্ত এসিড্ নির্গত হওয়াতে মূত্রত্যাগ সময়ে ইউরিথ্রা (Urethra) মধ্যে নিরতিশয় যন্ত্রণা অনুভূত হয়, কিন্তু এসিটেট্ (Acetate) অথবা সাইট্রেট্ অব্ পটাস (Citrate of Potash) সেবনে উহা দ্রবীভূত হওয়াতে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে। এতদর্থে অপরাপর ক্ষারৌষধও ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু উল্লিখিত লবণদ্বয় পরিপাকশক্তির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য উৎপাদন না করাতে উহারাই সাধারণতঃ প্রযোজ্য।

ক্ষারৌষধ বসানাশক (Antifat) বলিয়া জনসমাজে পরিচিত; কিন্তু বস্তুতঃ উহারা এতাদৃশ ক্রিয়া সাধনে সমর্থ নহে। অনেকের প্রতীতি আছে যে উহারা অম্লজান বাষ্প প্রদানে বসার রূপান্তর করণে সক্ষম, কিন্তু বাস্তবিক

তাহা নহে। এতৎ সেবনে স্থূলকায় ব্যক্তি ক্রমশঃ শীর্ণকলেবর হইয়া থাকে যথার্থ বটে, কিন্তু উহা ঔষধের বসানাশক গুণে নহে। কিয়ৎকাল ক্ষারৌষধ সেবনে পাকস্থলীর শৈষ্মিক ঝিল্লীর আকার ও ক্রিয়াগত এতাদৃশ বৈলক্ষণ্য ঘটে, যে পাচনশক্তি ও বুভুক্ষার অভাব বশতঃ ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। কোন কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে লাইকর পটাসি (Liquor Potassæ) পাকস্থলীর কোনরূপ অহিত সাধন অথবা রোগীর কোনরূপে স্বাস্থ্যভঙ্গ না করিয়া স্থূলকলেবর বিশীর্ণ করে। যদিও ইহা একান্ত অসম্ভাবিত বলিয়া বিবেচিত হয় না, তথাপি একপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Rheumatism) রোগে সাইট্রেট্ ও বাইকার্বনেট্ অব্ পটাস্ (Citrate and Bicarbonate of Potash) সতত ব্যবহৃত হয়। শোণিতপ্রবাহে ল্যাক্‌টিক্ এসিড (Lactic Acid) সঞ্চিত হওয়াতে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়, সুতরাং ক্ষারপদার্থ দ্বারা উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে রোগের অবসান হইয়া থাকে। উক্ত এসিড্ শোণিত হইতে গ্রন্থিস্থিত টিসুমধ্যে প্রবেশ করতঃ প্রদাহ উৎপাদন করে, সুতরাং জ্বর, বেদনা, স্ফীতি প্রভৃতি উহার আনুসঙ্গিক লক্ষণাবলীও প্রকাশিত হয়। বাতরোগ নিবারণার্থ উল্লিখিত ক্ষারৌষধসকলের ক্রিয়া এখনও সবিশেষ স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে বহুদর্শিতাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে উহারা প্রস্রাবের অম্লত্বাপহরণ ও উহাতে ক্ষারত্ব উৎপাদন করতঃ রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা দূরীকরণে সমর্থ। ক্ষারৌষধ দ্বারা উক্ত রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে চিকিৎসকমণ্ডলীমধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে এতদ্বারা রোগের অস্তিত্বকালের হ্রাস ও জ্বরোত্তাপের লাঘব হয়, এবং বাতজনিত হৃৎপিণ্ডপীড়ার সম্ভাবনা থাকে না। অপরে বলেন যে এই পীড়া নানাবিধ, সুতরাং ক্ষারৌষধ, লেমনযুস (Lemon Juice) অথবা ব্রিষ্টার প্রয়োগে কেবল মাত্র বেদনা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয় বটে, কিন্তু উহারা জ্বরোত্তাপ প্রশমনে অথবা হৃৎপিণ্ডপীড়ানিবারণে অসমর্থ। ফলতঃ বাতজ্বর, প্রমেহবাত (Gonorrhæal Rheumatism) কিম্বা রিউম্যাটয়েড্ আর্থ্রাইটিস্ (Rheumatoid Arthritis) রোগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বয়ঃক্রমানুসারে বাত জ্বরের লক্ষণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। স্বল্পবয়স্ক বালকেরা এই পীড়ায় প্রপীড়িত হইলে অস্বাভাবিক জ্বরোত্তাপ দৃষ্টি গোচর হয়

না। উহা সচরাচর ১০৩ অথবা ১০৪ ডিগ্রী অতিক্রম করে না। গ্রন্থিপ্রদাহ অতি অল্প মাত্রই লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের হৃৎপিণ্ডরোগের আশঙ্কা অতীব বলবতী থাকে। পূর্ণবয়স্ক কিম্বা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের এই পীড়া উপস্থিত হইলে জ্বরোত্তাপ অস্বাভাবিক হয়, এমন কি কথন কথন ১০৭, ১০৮, ১০৯ ডিগ্রী পর্য্যন্তও দৃষ্টিগোচর হয়, এবং গ্রন্থিপ্রদাহ অতীব প্রবলভাব ধারণ করে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের আক্রমণাশঙ্কা তাদৃশ বলবতী থাকে না। এক্ষণে চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, যে বালকেরা এই রোগে আক্রান্ত হইলে ঔষধের বিনানুকূল্যে ৫ হইতে ১০ দিন মধ্যেই পীড়া প্রকোপ খর্ব্বীভূত হয়। কিন্তু অধিকবয়স্ক ব্যক্তিদিগের তাহা হয় না। উহাদিগের জ্বর ও গ্রন্থিপ্রদাহ প্রশমনার্থ উপযুক্ত ঔষধের আশ্রয় গ্রহণে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। উত্তাপাপহরণার্থ স্যালিসিলেট্ অব্ সোডার (Salicylate of Soda) সহিত সাইট্রেট্ (Citrate) অথবা বাইকার্বনেট্ অব্ পটাস্ (Bicarbonate of Potash), ও হৃৎপিণ্ডপীড়া নিবারণার্থ ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রভৃতির আভ্যন্তরিক প্রয়োগ আবশ্যক; এবং গ্রন্থিপ্রদাহ দূরীকরণার্থ ফোস্কাকারক অথবা প্রত্যুগ্রতানাশক ঔষধ যথা ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharidis), লিনিমেণ্ট আইয়োডিন (Liniment Iodine) প্রভৃতির স্থানিক প্রয়োগ সর্ব্বজনসম্মত। প্রমেহপীড়াসম্ভূত বাতরোগে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) সহযোগে বাইকার্বনেট্ অব্ পটাস্ (Bicarbonate of Potash) ব্যবস্থেয়। বাতজ্বর আরোগ্য হইয়াও কথন কথন উহা পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা রোগী অথবা চিকিৎসকের অসাবধানতা নিবন্ধনই সংঘটিত হয়। জ্বর এককালীন বিচ্ছেদ হইলে রোগীকে অন্ততঃ সপ্তাহকাল শয্যা ত্যাগ করতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

কোন কোন চিকিৎসক প্লুরিসি (Pleurisy) রোগে প্রদাহসম্ভূত পদার্থ শোষণার্থ লাইকর পটাসি (Liquor Potassæ) প্রয়োগ করেন। এতদ্বারা বিশেষ কোন ফললাভ হয় না, অধিকন্তু দীর্ঘকাল সেবন করিলে পরিপাক শক্তির লাঘব হওয়াতে অপকার সাধিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ প্লাষ্টিক্ ব্রঙ্কাইটিস্ (Plastic Bronchitis) রোগেও ইহা ব্যবহার করেন।

কার্বনেট্ অব্ পটাস্ (Carbonate of Potash) হুপিংকফ্ (Whooping Cough) রোগে অতীব ফলদায়ক। উহা এক কিম্বা দুই গ্রেণ মাত্রায় তিন অথবা চারিঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে রোগের শান্তি হয়। উহার আস্বাদন অতিশয় অপ্রীতিকর, এজন্য উহা সিরাপ্ (Syrup) সহযোগে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

LIQUOR AMMONIA, CARBONATE OF AMMONIA, AROMATIC SPIRIT OF AMMONIA, LIQUOR AMMONIA ACETATIS AND LIQUOR AMMONIA CITRATIS.

লাইকর এমোনিয়া, কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া, এরোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব্ এমোনিয়া, লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস্, এবং লাইকর এমোনিয়া সাইট্রেটিস্।

ফিজি। এমোনিয়ম্ (Ammonium) লবণের অনেক ক্রিয়া পটাসিয়ম্ (Potassium) ও সোডিয়ম্ (Sodium) লবণের ন্যায়। উহাদের প্রতিক্রিয়া অতীব ক্ষার, এবং উহারা অনায়াসে দ্রবণীয়। উহারা বিস্তারশীল এবং টিস্যুধ্বংসকারী।

পটাসিয়ম্ (Potassium) এবং সোডিয়ম্ (Sodium) লবণ হইতে উহাদের প্রভেদ এই যে উহারা স্বভাবতঃ বাষ্পাকারে পরিণত হয়, মানব দেহের কোনস্থানে সংলগ্ন হইলে স্থানিক উগ্রতা সাধন করে, এবং প্রবল প্রদাহ উৎপাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উহাদের স্থানিক উগ্রতাসাধক গুণে চর্ম্ম লোহিত বর্ণ ধারণ করে, এবং তদুপরি অনতিবিলম্বেই ফোস্কা সমুত্থিত হইতে থাকে। এতাদৃশ উগ্রতাসাধক ও ফোস্কাকারক ক্রিয়া সাধনার্থ লাইকর এমোনিয়াই (Liquor Ammonia) বিশেষ উপযোগী। বিস্তারশীলতা গুণে উহারা স্বল্পকাল মধ্যেই দূরস্থ টিস্যুমধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু পটাসিয়ম্ ও

সোডিয়ম্ লবণ (Potassium and Sodium Salts) টিস্থ হইতে জলাকর্ষণ করতঃ যেরূপ সত্বর তাহাদের বিনাশসাধন করে, ইহাদের সে ক্ষমতা তাদৃশ বলবতী নহে; যেহেতু এমোনিয়ম্ (Ammonium) লবণমধ্যে কিয়ৎপরিমাণে জলীয়াংশ বর্ত্তমান থাকাতে উহারা টিস্থ হইতে জলাকর্ষণে অসমর্থ। উহারা চর্ম্মমধ্যে প্রবেশ করতঃ এবম্বিধ প্রখর প্রদাহ উৎপাদন করে, যে স্থানিক টিস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গলিতাবস্থা ধারণ করিয়া থাকে। ঐ গলিত টিস্থ কিয়ৎকাল পরে স্থানচ্যুত হইলে তন্নিম্নে ক্ষত পরিদৃশ্যমান হয়। উহাদের ফোস্কাকারক ক্রিয়ার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই।

মস্তকস্থ চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উহাদের উত্তেজকগুণে কেশরাশি উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উহাদের বাষ্প নাসারন্ধ্রে অথবা নয়নমধ্যে প্রবেশ করিলে অসহ্য জ্বলন উৎপাদন করে, এবং উক্তস্থান হইতে জলবৎ স্রাব নির্গত হয়।

ক্ষারত্বনিবন্ধন এমোনিয়া (Ammonia) লবণসকল অম্লনাশক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উহারা পাকস্থলীস্থিত অম্ল বিনিষ্ট করে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনা ও উগ্রতা সাধন করিয়া থাকে। উহারা পাকস্থলীতে প্রবেশান্তর তথায় উত্তাপ উৎপাদন করে, পরে ঐ উত্তাপ উদর হইতে ক্রমশঃ সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত হয়। উহাদের উত্তেজনাশক্তিদ্বারা পাকযন্ত্রের ক্রিয়াধিক্য হইয়া থাকে। অন্ত্রের আক্ষেপ উপস্থিত হইলে এতদ্বারা নিবারিত হয়, এবং উহারা অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্বারা অন্ত্রস্থিত কার্বনিক্ এসিড্ বাষ্প (Carbonic Acid Gas) শোষিত হয়, এবং অন্ত্রপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্র উত্তেজিত হওয়াতে উহাদের সঙ্কোচন শক্তি বলবতী হইয়া থাকে।

অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উল্লিখিত ঔষধগুলি পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতা সাধন করতঃ বিবমিষা ও বমন উৎপাদন করে, এবং উহাদের শ্লেষ্মাস্রাবও সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে। উহারা অধিক মাত্রায় বমনকারক বটে, কিন্তু ইপিকাক্ (Ipecac) প্রভৃতি বমনকারক ঔষধের ন্যায় অবসাদক নহে। দীর্ঘকাল প্রয়োগে এতদ্বারা পাকযন্ত্রের ক্যাটার (Catarrh) উৎপাদিত হয়।

পাকস্থলীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উহারা স্বল্পকালমধ্যেই শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে নীত হয়, এবং কথঞ্চিৎ উহার ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উহারা স্বভাবতঃ বিস্তারশীল ও বাষ্পাকার ধারণক্ষম, এজন্য অনতিবিলম্বেই দেহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হয়, সুতরাং উহারা শরীরস্থ রক্তরাশি ও যন্ত্রাদির উপর যে সকল ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহারা অত্যধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে শোণিতস্থিত লোহিত কণিকার অম্লজান বাষ্পাকর্ষণশক্তি বিলুপ্ত হয়। এই সকল ঔষধ অধিক মাত্রায় পিচ্কারী দ্বারা শিরামধ্যে সঞ্চালিত হইলে ধনুষ্টঙ্কারবৎ পেশীসমূহের আক্ষেপ ও স্পাইনাল্ (Spinal) স্নায়ুমণ্ডলীর কন্ভাল্সন্ (Convulsion) উপস্থিত হয় এবং অনতিবিলম্বেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্য সংঘটিত হয়। অল্প মাত্রায় সেবন করিলে এতদ্দারা উক্ত যন্ত্রের সঙ্কোচনশক্তি বলবতী হয়, কিন্তু মাত্রাধিক্য হইলে উহার লোপ হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডস্থিত পেশীসূত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে পটাসিয়ম্ (Potassium) লবণ যেরূপ অনিষ্টকর, অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিলে এমোনিয়ম (Ammonium) লবণও তদনুরূপ; তবে উভয়ের প্রভেদ এই যে পটাসিয়মের (Potassium) ন্যায় এমোনিয়ম্ (Ammonium) লবণদ্বারা উহার স্বাভাবিক রিদ্‌ম্ (Rhythm) হীনবল হয় না।

কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে সাইট্রেট্ অথবা এসিটেট্ অব্ এমোনিয়া (Citrate or Acetate of Ammonia) অতীব ঘর্ম্মকারক। প্রথমোল্লিখিত ঔষধ এক অথবা দুই গ্রেণ মাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে একোনাইট্ (Aconite) অথবা টার্টার এমেটিকের (Tartar Emetic) ন্যায় স্বেদক্ষরণ বৃদ্ধি করে। অনেকানেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া থাকেন যে কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) ইউরিমিয়া (Uræmia) রোগের প্রধান কারণ। শোণিতমধ্যে যে ইউরিয়া (Urea) বর্ত্তমান থাকে উহা উল্লিখিত পদার্থে পরিণত হইলে এই পীড়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এমোনিয়া (Ammonia) সেবনে নাড়ী বেগবতী, মস্তিষ্ক উত্তেজিত, এবং শারীরিক উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়। এতদ্দারা শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব বর্দ্ধিত হওয়াতে উহা কফনিঃসারক বলিয়া পরিচিত। উহা আইওডিজ্‌ম্ (Iodism)

নিবারণে সমর্থ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এমোনিয়ার (Ammonia) পচননিবারক শক্তিও নয়নগোচর হয়। কিন্তু এতদুদ্দেশ্যে সাধনার্থ লাইকর অথবা কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়াই (Liquor or Carbonate of Ammonia) বিশেষ পারদর্শী। উল্লিখিত ঔষধগুলি প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম ও প্রস্রাবের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া থাকে।

উহাদের ক্রিয়া—বাহ্য প্রয়োগে প্রদাহজনক, প্রত্যুগ্রতাসাধক, ফোস্কাকারক, দাহক ও উত্তেজক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অম্লনাশক, উত্তেজক, আগ্নেয়, বলকারক, হৃৎপিণ্ড উত্তেজক. পচননিবারক, ঘর্ম্মকারক, কফনিঃসারক, আক্ষেপনিবারক, ও মূত্রকারক।

থিরা। ফোস্কাকরণার্থ লাইকর এমোনিয়া (Liquor Ammonia) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। যেরূপ আকারের ফোস্কা উৎপাদন করা প্রয়োজন তদনুযায়ী কয়েক খণ্ড লিণ্ট (Lint) কর্ত্তন করতঃ চর্ম্মোপরি সংস্থাপন করিয়া ১০ অথবা ২০ বিন্দু লাইকর এমোনিয়া (Liquor Ammonia) তদুপরি নিক্ষেপ করা আবশ্যক। অতঃপর উহা একটী কাচনির্ম্মিত গ্লাস (Glass) দ্বারা কিয়ৎকাল আবৃত রাখিলে যৎকালে উক্তস্থান লোহিত বর্ণ ধারণ করে তখন তদুপরি উত্তপ্ত পুলটীস প্রয়োগ করিলে অনতিবিলম্বেই ফোস্কা উৎপন্ন হয়, এবং জ্বলন ও বেদনাও ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া থাকে। এইরূপে উহা প্রয়োগ করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মধ্যেই ফোস্কার আবির্ভাব হয়। প্রত্যুগ্রতা সাধনার্থও উহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাষ্টার্ড (Mustard) এতদপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহার লিনিমেণ্ট (Liniment) রোগবিশেষে প্রয়োগ করিলে বেদনা ও প্রদাহ নিবারিত হইয়া থাকে, যথা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia), প্লুরিসি (Pleurisy), পেরিকার্ডাইটিস্ (Pericarditis), ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), নিউমোনিয়া (Pneumonia) রোগের প্রথমাবস্থা ইত্যাদি। উক্ত লিনিমেণ্ট উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য কোন পীড়াবশতঃ গ্রন্থিসঞ্চালন রহিত হইলে তদুপরি মর্দ্দনার্থ ব্যবহৃত হয়। কোন কঠিন পীড়াবশতঃ মস্তকের কেশরাশি স্খলিত হইলে লাইকর এমোনিয়া (Liquor Ammonia) প্রয়োগে উহা পুনরাবির্ভূত হয়। উক্ত ঔষধ এক আউন্স, ছয় আউন্স, মধুমিশ্রিত জলে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ

স্পিরিট্ অব্ রোজমেরি (Spirit of Rosemary) সহযোগে সুগন্ধ করতঃ ব্যবহার করা আবশ্যক। নারীজাতির স্বাভাবিক ঋতুরোধ সময়ে অথবা ঋতু বৈলক্ষণ্যবশতঃ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে র‍্যাস্পেল সাহেবের সেডেটিব লোসন্ (Raspail's Sedative Lotion) বিশেষ উপকারী। উক্ত লোসনে (Lotion) লাইকর এমোনিয়া (Liquor Ammonia) বর্ত্তমান থাকে, যথা লাইকর এমোনিয়া ২ আউন্স, লবণ ২ আউন্স, স্পিরিট্ ক্যাম্ফর (Spirit Camphor) ৩ ড্রাম, এবং জল ৩২ আউন্স। যদ্যপি ব্যবহারকালে উক্ত লোসন্ (Lotion) অতীব উগ্র বলিয়া অনুমিত হয় তবে উহা কিঞ্চিৎ জল সংযোগে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বোল্‌তা, বৃশ্চিক, মধুমক্ষিকা, উর্ণানাভ প্রভৃতি বিষাক্ত কীট পতঙ্গ দংশনের জ্বলন নিবারণার্থ এমোনিয়ার অনুগ্রদ্রব উপযোগী। কথিত আছে যে উহাদের বিষে ফর্মিক্ এসিড্ (Formic Acid) বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং এমোনিয়ার ক্ষারত্ব নিবন্ধন উক্ত এসিড্ বিনষ্ট হইলে বিষের প্রাখর্য্য দূরীভূত হয়। বস্তুতঃ উহাতে ফর্মিক এসিড (Formic Acid) আছে বলিয়া বিবেচিত হয় না; যেহেতু একজাতীয় পতঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে দংশন করিলে সমান যন্ত্রণা উপস্থিত হয় না, এবং ভিন্নজাতীয় পতঙ্গ দংশনেও একরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। অপিচ বয়ঃক্রমানুসারে একজাতীয় পতঙ্গ দংশনের যন্ত্রণা ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। যদ্যপি উক্ত বিষে ফর্মিক এসিডের (Formic Acid) অস্তিত্ব বশতঃ উহা যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে, সকল ব্যক্তির সর্ব্বজাতীয় পতঙ্গদংশনে সমফল উৎপাদিত হইত। উল্লিখিত পতঙ্গাদিদংশনের জ্বলন নিবারণার্থ সমভাগে হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল্ (Hydrate of Chloral) এবং কর্পূর মিশ্র অতীব উপযোগী।

এমোনিয়ম্ লবণসকল আঘ্রাণার্থও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কারণ বশতঃ কোন ব্যক্তি হতচৈতন্য হইলে, অথবা হিষ্টিরিয়া (Hysteria) পীড়া বশতঃ কিম্বা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাদকদ্রব্য সেবনপ্রযুক্ত রোগী অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইলে এতদাঘ্রাণে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তরুণ সর্দ্দিবশতঃ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে, কিম্বা নাসারন্ধ্র ও ফ্রন্টাল্ সাইনাস্ (Frontal Sinus) স্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মিলে উহার বাষ্পাঘ্রাণে উপকার দর্শে। ব্রঙ্কাইটিস্

(Bronchitis) রোগে কাশকৃচ্ছ্র দমনার্থ ও প্রভূত শ্লেষ্মাস্রাব নিবারণার্থ অনেকে ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

অন্ত্র ও পাকস্থলীর ক্রিয়াশৈথিল্যবশতঃ পরিপাকশক্তির লাঘব ও কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে উহাদের উত্তেজনাশক্তির জন্য উহারা ব্যবহৃত হয়। ভুক্ত দ্রব্যের সম্যক্ পাচনাভাবে, কিম্বা উদরমধ্যে বাহ্য পদার্থের অবস্থানবশতঃ অন্ত্রের উগ্রতা সাধিত হইয়া উদরাময় পীড়ার উৎপত্তি হয়; উক্ত দ্রব্যাদি অন্ত্র হইতে নির্গত হইলেই উদরাময় নিবারিত হইয়া থাকে; কিন্তু কখন কখন অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শিথিলতানিবন্ধন তাহা সংঘটিত হয় না। এরূপস্থলে এমোনিয়ম্‌লবণ প্রয়োগ করিলে উহার উত্তেজক গুণে উক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রকৃতিস্থ হওয়াতে স্বল্পকাল মধ্যেই পীড়ার শান্তি হয়। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহারা সচরাচর বমনকারক ঔষধের সহিতও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অত্যধিক অথবা অখাদ্যভোজনবশতঃ বালকদিগের অন্ত্রমধ্যে বাষ্পসঞ্চয় হওয়াতে যে কলিক্ (Colic) বেদনা উপস্থিত হয়, এমোনিয়ম্ লবণ স্বকীয় আক্ষেপনিবারক গুণে তাহা নিবারণ করে; এবং উহা দ্বারা অন্ত্রপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্রের সঙ্কোচনশক্তি বৰ্দ্ধিত হওয়াতে সঞ্চিত বাষ্পও বহির্নিঃসৃত হয়। পাকযন্ত্রমধ্যে কার্বনিক্ এসিড্ বাষ্পের সঞ্চয়হেতু উদরাধ্মান উপস্থিত হইলে এমোনিয়া প্রয়োগে উহা শোষিত হয়।

একোনাইট্ (Aconite) ও টার্টার এমেটিকের (Tartar Emetic) ন্যায় কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) এক অথবা দুই গ্রেণ মাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে উহা প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব করতঃ জ্বরোত্তাপ হরণ করে। উহা লোবার নিউমোনিয়া (Lobar Pneumonia) রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত পীড়ায় ফুস্‌ফুসের প্রদাহ বশতঃ সচরাচর জ্বরাতিশয্য ও হৃৎপিণ্ডের নিস্তেজতা নয়নগোচর হইয়া থাকে। এতৎপ্রয়োগে ঘর্ম্মনিঃসরণ হওয়াতে উত্তাপের হ্রাস, হৃৎপিণ্ডের পেশীসূত্রের সঙ্কোচনক্রিয়া বলবতী হওয়াতে শারীরিক দুর্ব্বলতার লাঘব, এবং প্রদাহনিবারকগুণে ফুস্‌ফুসের প্রদাহ ক্রমশঃ প্রশমিত হয়। হৃৎপিণ্ডোত্তেজক গুণে অনেকানেক কঠিন পীড়াতে নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম, কোমল, ও দ্রুতভাবাপন্ন হইলে, অথবা অপরিমিত স্বেদক্ষরণ কিম্বা সাতিশয়

দুর্ব্বলতাবশতঃ হস্তপদাদি শীতল হইয়া মোহ উপস্থিত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য। এতদ্দ্বারা আক্ষেপও নিবারিত হয়। অনেকে বলেন যে ইহা হৃৎপিণ্ডোত্তেজক বলিয়া ইহার আক্ষেপনিবারক ক্রিয়া প্রকটিত হয়।

কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) এবং স্পিরিট্ এমন্ এরোম্যাটিক্ (Spirit Ammon Aromatic) সার্ব্বাঙ্গিক উত্তেজক; তজ্জন্য টাইফাস্ (Typhus), টাইফয়েড্ (Typhoid), ও অন্যান্য সংক্রামক জ্বরে, সবিরাম, স্বল্পবিরাম, অথবা অন্যবিধ জ্বরে; এবং পায়ীমিয়া (Pyæmia), সেপ্টিসিমিয়া (Septicæmia), ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas), যক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ রোগে রোগী নিরতিশয় দুর্ব্বল হইলে চিকিৎসক মাত্রেই ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কফনিঃসারক গুণ থাকাতে চিকিৎসাশাস্ত্রে উহাদের মহা সমাদর। তরুণ ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া (Broncho Pneumonia), ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস্ (Capillary Bronchitis), ইণ্টারষ্টিসিয়াল্ নিউমোনিয়া (Interstitial Pneumonia), যক্ষা প্রভৃতি কাশসংযুক্ত রোগে অপরিমিত কফনিঃসরণ হইলে, অথবা শ্বাসনালী কিম্বা ফুস্ফুসের প্রদাহবশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়াতে রোগী নিরতিশয় বলহীন হইলে উহারা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহাদের উল্লিখিত ক্রিয়া ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Chloride of Ammonium) ও আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) সংযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বালকদিগের ব্রঙ্কিয়াল্ ক্যাটার (Bronchial Catarrh) অথবা ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস্ (Capillary Bronchitis) রোগে, ভাইনাম্ ইপিকাক্ (Vinum Ipecac) কিম্বা অন্যান্য কফনিঃসারক ঔষধসহযোগে ইহারা মহোপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন। উহারা এজ্মা (Asthma) রোগে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) এবং এক্স্ট্রাক্ট্ অব্ ষ্ট্রামোনিয়মের (Extract of Stramonium) সহিত ব্যবহৃত হয়। এবম্বিধ প্রয়োগে শ্বাসনালীর আক্ষেপ দূরীভূত হওয়াতে, ও শ্লেষ্মা তরলত্ব প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে বহির্নিঃসৃত হওয়াতে পীড়ার প্রাখর্য্য খর্ব্বীভূত হইয়া থাকে। কখন কখন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগে শ্লেষ্মা গাঢ়ত্ববশতঃ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে

নির্গত হয় না। এরূপাবস্থায় কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের (Iodide of Potassium) সহিত প্রয়োগ করিলে উহা তরলভাবাপন্ন হইয়া অনায়াসেই বহির্গত হইতে থাকে।

কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) স্কার্লেট্ (Scarlet) জ্বরাপহরণে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া অনেকানেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার কীর্ত্তিঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন যে অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার না করিয়া কেবল মাত্র এমন কার্ব (Ammon Carb) দুই অথবা তিন গ্রেণ মাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই জ্বরবেগ ও প্রলাপের লাঘব হয়, প্রগাঢ় নিদ্রাকর্ষণ হয়, এবং রোগী আরোগ্যোন্মুখ হইয়া উঠে। হামজ্বরেও ইহা বিশেষ উপকারী। এতদ্দারা বহুল ঘর্ম্মস্রাব হওয়াতে উত্তাপের হ্রাস হয়, সুচারুরূপে হাম নির্গত হয়, সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) প্রভৃতির শান্তি হয়, এবং রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করে। স্কার্লেট্ (Scarlet) অথবা হামজ্বরে ইহা ব্যবহার করিলে রোগীকে কোনরূপ অম্লরসাত্মক পদার্থ সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) কিম্বা স্পিরিট্ এমন্ এরোম্যাটিক (Spirit Ammon Aromatic) আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়মের (Iodide of Potassium) আইওডিজ্‌ম্ (Iodism) নিবারণার্থ উহার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদরাময় অথবা রক্তামাশয় বর্ত্তমান থাকিলে এমনকার্ব (Ammon Carb) প্রয়োগ করা অবিধেয়।

লাইকর এমন্ এসিটেটিস্ ও সাইট্রেটিস্ (Liquor Ammon Acetatis and Citratis) সচরাচর জ্বররোগে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দারা ঘর্ম্ম নিঃসৃত ও মূত্রের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়াতে উত্তাপের হ্রাস হয়। উহা সর্দ্দি জ্বরেও ব্যবহার্য্য। পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা সুরাপানজনিত মত্ততা দূর করে। স্ত্রীলোকদিগের ডিস্মেনোরিয়া (Dysmenorrhæa) রোগে কেহ কেহ উহা ছয় ড্রাম অথবা এক আউন্স মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উহার তীব্রাস্বাদ বিলুপ্ত হয়।

MAGNESIA, CARBONATE OF MAGNESIA, LIQUOR MAGNESIA CARBONATIS &c.

ম্যাগ্নিসিয়া, কার্বনেট্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়া, লাইকর ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনেটিস্ ইত্যাদি।

ফিজি। পটাসিয়ম্ (Potassium) ও সোডিয়ম্ (Sodium) লবণের ন্যায় ম্যাগ্নিসিয়ম্ (Magnesium) লবণগুলি ক্ষাররসাত্মক বটে, কিন্তু মানবদেহ সম্বন্ধে ইহাদের ক্রিয়া পটাসিয়ম্ ও সোডিয়ম্ হইতে অনেক বিষয়ে প্রভেদ। উল্লিখিত ঔষধগুলির বিস্রাবশীলতা গুণ অতি বিরল। অপরাপর ক্ষারৌষধের ন্যায় ইহারাও অম্লনাশক, সুতরাং এতৎসংযোগে পাকস্থলীস্থিত গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) অম্লত্ব বিনষ্ট হয়। অক্সাইড্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়া (Oxide of Magnesia) গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের সহিত মিলিত হইলে কিয়ৎপরিমাণে দ্রবীভূত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশই অদ্রবণীয়াবস্থায় পাকস্থলীমধ্যে অবস্থিতি করে। কার্বনেট্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়াও (Carbonate of Magnesia) পাকস্থলী মধ্যে অম্লরসের সহিত মিলিত হওয়াতে উহার কিয়দংশ স্বকীয় নির্ম্মাপক পদার্থে বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্বনিক্ এসিড (Carbonic Acid) বাষ্প উৎপাদন করে। বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা অথবা লাইমের (*Bicarbonate of Soda or Lime*) অম্লনাশক ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু এতৎপরিবর্ত্তে ম্যাগ্নিসিয়ম্ লবণ (Magnesium Salt) প্রয়োগে সুবিধা এই যে ইহারা স্বল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও পর্য্যাপ্ত পরিমিত অম্লনাশে সমর্থ, বিরেচক ক্রিয়াবশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণে সক্ষম, এবং অদ্রবণীয় বলিয়া অত্যধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলেও অনিষ্টসাধনে তৎপর নহে; কেবল অসুবিধা এই যে উহারা সচরাচর অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ম্যাগ্নিসিয়া (Magnesia) আর্সেনিকের (Arsenic) সহিত মিলিত হইয়া উহাকে অদ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করাতে, উহা দ্বারা শরীরমধ্যে বিষক্রিয়া উদ্ভাবিত হইলে তন্নিবারণার্থ অনেকে ম্যাগ্নিসিয়া ব্যবহার করেন। কোন কোন ধাতব লবণ এতদ্দ্বারা ধাতু ও এসিডে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে গুণশূন্য হয়, সুতরাং উহা আর দেহ মধ্যে বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না।

অক্সাইড্ ও কার্বনেট্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়া (Oxide and Carbonate of Magnesia) অদ্রবণীয়, এবং ক্লোরাইড্ (Chloride) বিস্তারশীলতাগুণ বিহীন বলিয়া অনায়াসে শোণিতপ্রবাহে মিলিত হইতে পারে না, সুতরাং উহারা পাকস্থলী হইতে অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে, এবং তথায় স্ব স্ব নির্ম্মাপক পদার্থানুসারে রূপান্তরিত হইয়া লবণে পরিণত হয়। ক্লোরাইড্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়া (Chloride of Magnesia) পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া অক্সাইডে (Oxide) পরিণত হয়, পরে ঐ অক্সাইডের (Oxide) কিয়দংশ পিত্তস্থিত এসিডের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। অক্সাইড্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়া (Oxide of Magnesia) অন্ত্রস্থিত কার্বনিক্ এসিড্ (Carbonic Acid) সংযোগে প্রথমতঃ কার্বনেটে (Carbonate), অতঃপর বাইকার্বনেটে (Bicarbonate) পরিণত হওয়াতে অনায়াসে দ্রবীভূত হয় এবং বিরেচক ক্রিয়া সাধন করে। এইরূপে কার্বনেট্ও (Carbonate) বাইকার্বনেটে (Bicarbonate) পরিণত হইয়া উল্লিখিত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অক্সাইড্ (Oxide), ক্লোরাইড্ (Chloride), কার্বনেট্ (Carbonate), সল্ফেট্ (Sulphate) প্রভৃতি যাবতীয় ম্যাগ্নিসিয়ম্ লবণ (Magnesium Salts) উদরমধ্যে প্রবেশ করতঃ বাইকার্বনেটে (Bicarbonate) পরিণত হইলে দেহমধ্যে উহাদের ক্রিয়া প্রকটিত হয়। অন্যান্য ম্যাগ্নিসিয়ম্ লবণের (Magnesium Salts) ন্যায় বাইকার্বনেট্ও (Bicarbonate) বিরেচক বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়া তাদৃশ বলবতী নহে, সুতরাং উহা মৃদুবিরেচক বলিয়া পরিচিত। ইহার বিস্তারশীলতা গুণ অতি অল্প। ইহাকে সচরাচর ফ্লুইড্ ম্যাগ্নিসিয়া (Fluid Magnesia) কহে। ম্যাগ্নিসিয়ম্ লবণ দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে কদাচিৎ অন্ত্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়া প্রস্তরাকারে পরিণত হয়। উহাকে এমোনিয়ো ম্যাগ্নিসিয়ম্ ফস্ফেট্ (Ammonio Magnesium Phosphate) কহে। ম্যাগ্নিসিয়া সেবন করিলে উহার অধিকাংশই মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে।

ইহাদের ক্রিয়া—অম্লনাশক ও বিরেচক।

থিরা। অম্লনাশক ক্রিয়ার জন্য উহারা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। উগ্র এসিড্ অথবা ধাতব লবণ সেবনে শরীর বিষাক্ত হইলে অক্সাইড্ অথবা কার্ব্বনেট্ (Oxide or Carbonate) প্রয়োগে অম্ল বিনষ্ট হয়, এবং ধাতব লবণও ধাতু ও এসিডে বিচ্ছন্ন হওয়াতে উহার ক্রিয়া বিলুপ্তা হয়। অম্লনাশক ক্রিয়ার জন্য অক্সাইড্ প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, যেহেতু কার্বনেট্ (Carbonate) প্রয়োগে কার্বনিক্ এসিডের (Carbonic Acid) উৎপত্তি হওয়াতে উদরমধ্যে বাষ্প সঞ্চিত হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে। কিন্তু অম্লরোগে অক্সাইড্ (Oxide) অথবা কার্বনেট্ (Carbonate) প্রয়োগে ক্ষণিক প্রতিকার সাধিত হয় মাত্র, এসিড্ সেবনে বস্তুতঃ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। উহারা আর্সেনিকের (Arsenic) সহিত মিলিত হইয়া উহাকে অদ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করে, সুতরাং আর্সেনিক সেবনে শরীর বিষাক্ত হইলে এতৎ প্রয়োগে মহোপকার সাধিত হয়। অম্লনাশক ও মৃদুবিরেচক ক্রিয়ার জন্য উহারা স্বল্প বয়স্ক শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বালকদিগের কোষ্ঠ-কাঠিন্য অথবা অম্লসঞ্চার হইলে অল্প মাত্রায় রুবার্ব (Rhubarb) সহযোগে প্রয়োগ করিলে উহারা সন্তোষজনক ফল প্রসব করে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অম্লাতিশয্যবশতঃ বিবমিষা ও বমন হইলে তন্নিবারণার্থ অনেকে ইহা মহোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। স্থল বিশেষে যদ্যপি উহারা ফলোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে সিরিয়াই অক্জেলাস্ (Cerii Oxalas) এক গ্রেণ মাত্রায় তিন ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা বিধেয়। কেহ কেহ এতদর্থে স্বল্প মাত্রায় ইপিকাক্ (Ipecac), কুইনাইন্ (Quinine), অথবা এসিড্ ব্যবহার করেন। প্রস্রাবের সহিত প্রভূত পরিমাণে ইউরিক্ এসিড্ নির্গত হইলে ম্যাগ্নিসিয়া সেবনে উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

LIME, CAUSTIC LIME, LIME WATER, LINIMENT OF LIME, SACCHARATED SOLUTION OF LIME, AND CARBONATE OF LIME

লাইম, কষ্টিক্ লাইম, লাইম ওয়াটার অর্থাৎ চূণেরজল, লিনিমেণ্ট অব্ লাইম, স্যাকারেটেড্ সলিউসন্ অব্ লাইম, ও কার্বনেট্ অব্ লাইম।

ফিজি। অস্থি, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি দেহস্থিত যাবতীয় পদার্থে লাইম বিরাজ করে। স্বাভাবিকই হউক অথবা অস্বাভাবিকই হউক, শরীর মধ্যে যে স্থানে বিবর্দ্ধন হয় সেই স্থানেই লাইম সল্ট্ (Lime Salt), বিশেষতঃ ফস্ফেট্ অব্ লাইম (Phosphate of Lime) অধিকপরিমাণে অবস্থিতি করে। ফস্ফেট্ অব্ লাইম দেহস্থ বহুবিধ টিস্থ ও যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদন জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, ব্যাধিবিশেষে অমূল্য ঔষধ বলিয়াও তদ্রূপ পরিচিত। কিন্তু চিকিৎসাক্ষেত্রে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে ফস্ফেট্ অব্ লাইম (Phosphate of Lime) যে রোগে প্রতিকার সাধন করে, সেই রোগে অন্যান্য ক্যাল্সিয়ম্ (Calcium) লবণ ব্যবহার করিলেও অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে লাইম সল্ট্ (Lime Salt) মাত্রেই দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ ফস্ফরিক্ এসিডের (Phosphoric Acid) সহিত মিলিত হইয়া ফস্ফেট্ অব্ লাইমে (Phosphate of Lime) পরিণত হয়।

লাইমসল্ট্দিগের (Lime Salts) বিস্তারশীলতা গুণ ও সলিলাকর্ষণ শক্তি না থাকাতে উহারা চর্ম্মোপরি প্রযুক্ত হইলে কোন বিশেষ ফল উৎপাদন করে না। কষ্টিক্ লাইম (Caustic Lime) যদিও বিস্তারশীল নহে, তথাপি জল শোষণে সমর্থ বলিয়া এতৎসংযোগে চর্ম্ম ও তন্নিকটস্থ টিস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কার্বনেট্ অব্ লাইম (Carbonate of Lime) এবং লাইমওয়াটার (Lime Water) অর্থাৎ চূণের জল বাহিক ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ প্রয়োগেই সঙ্কোচক। ক্ষারত্বনিবন্ধন উহারা ক্ষাররসাত্মক রসস্রাব নিবারণ করে এবং

অম্ল নষ্ট করিয়া থাকে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উহারা পাকস্থলীমধ্যে প্রবেশ করতঃ গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) অম্লত্বাপহরণ করে, এবং অতি স্বল্প পরিমাণে শোষিত হইয়া শোণিতরাশিতে নীত হয়। উহাদের অধিকাংশই অন্ত্র-মধ্যে প্রবেশ করতঃ অবশেষে মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। উহারা অন্ত্রস্থ অম্ল বিনষ্ট এবং তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব রহিত করতঃ সঙ্কোচক ক্রিয়ার পরিচয় প্রদান করে। উল্লিখিত সমস্ত ঔষধই সঙ্কোচক, কেবল স্যাকারটেড্ সলিউসন্ অব্ লাইম (Saccharated Solution of Lime) মৃদুবিরেচক, উহা শূন্যোদরে সেবন করিলে বিবমিষা উৎপাদন করে। লাইমওযাটার (Lime Water) সূত্রবৎ কৃমিবিনাশক।

উহাদের ক্রিয়া—অম্লনাশক ও সঙ্কোচক। লাইমওয়াটার কৃমিন-শক। কষ্টিক্ লাইম স্থানিক প্রয়োগে দাহক।

থিরা। বাহ্য প্রয়োগে কষ্টিক্ লাইম (Caustic Lime) স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। উহা কষ্টিক্ পটাস্ (Caustic Potash) সহযোগে জরায়ুমুখের ক্যান্সার (Cancer) প্রভৃতি রোগে প্রযুক্ত হয়। সঙ্কোচক ক্রিযার জন্য কার্বনেট্ অব্ লাইম (Carbonate of Lime) এবং লাইমওযাটার (Lime Water) ক্ষতস্থানের কিম্বা চর্ম্মরোগের স্রাব নিবারণার্থ ব্যবহার্য্য। লাইম ওয়াটার (Lime Water) এবং নারিকেল তৈল অথবা সুইট্ অয়েল (Sweet Oil) তুল্যাংশে মিশ্রিত করতঃ প্রদগ্ধ স্থানে প্রয়োগ করিলে জ্বলন নিবারিত হয় এবং ক্ষতও সত্বর শুষ্ক হইয়া থাকে। স্তনবৃন্ত ফাটিয়া গেলে অথবা তথায় ক্ষতোৎপন্ন হইলে এতৎ প্রয়োগে যন্ত্রণার লাঘব হয়। এক্জেমা (Eczema) রোগে লাইমওয়াটার (Lime Water) দ্বারা পীড়িত স্থান ধৌত করিলে অপরিমিত স্রাব, জ্বলন, ও কণ্ডূয়নাদির হ্রাস হয়, পরে উক্ত পীড়ার প্রদাহাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) ও লাইম ওযাটার (Lime Water) সমাংশে মিশ্রিত করতঃ প্রযোগ করিলে রোগী স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। এক্জেমা (Eczema) অথবা ইণ্টারট্রাইগো (Intertrigo) প্রভৃতি চর্ম্মরোগে কার্বনেট্ অব্ লাইম (Carbonate of Lime) চূর্ণাকারে প্রয়োগ করিলে রসস্রাব নিবারিত হয়, সুতরাং উক্ত স্রাবদ্বারা পীড়িত স্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চর্ম্মের যে উগ্রতা সাধিত হইয়া থাকে তাহাও দূরীভূত হয়।

কেহ কেহ বলেন যে এরূপ চূর্ণের পরিবর্ত্তে কোনরূপ অনুগ্র তৈলাক্ত পদার্থ প্রয়োগে অধিকতর ফললাভ হয়; কিন্তু স্থলবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিস্‌মথ্‌ (Bismuth), অক্‌সাইড্‌ অব্‌ জিঙ্ক (Oxide of Zinc), কার্বনেট্‌ অব্‌ লাইম (Carbonate of Lime) প্রভৃতি তৈলাক্ত ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের পেরিনিয়ম্‌ (Perinæum) ও নিতম্বপ্রদেশ নিরন্তর প্রস্রাবদ্বারা সিক্ত হওয়াতে ইন্টারট্রাইগো (Intertrigo) নামক চর্ম্ম রোগের উৎপত্তি হয়, এজন্য অনেকে বলেন যে উক্ত স্থানে কার্বনেট্‌ অব্‌ লাইম (Carbonate of Lime) চূর্ণ প্রয়োগ করিলে মূত্রসংস্পর্শে চর্ম্মের উগ্রতা সাধিত হয় না, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, যেহেতু ইহা মূত্রসংযোগে চর্ম্মোপরি প্রলেপ স্বরূপ সংলগ্ন হইয়া অধিকতর চর্ম্মোগ্রতা সাধন করতঃ উল্লিখিত রোগোৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। এতদ্ধেতু অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন যে এবম্বিধ চূর্ণ প্রয়োগাপেক্ষা কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ ব্যবহার করা বিধেয়। উক্ত পীড়া উপস্থিত হইলে প্রত্যহ ঈষদুষ্ণ সলিল ও সাবানদ্বারা পীড়িত স্থান প্রক্ষালন করিলে উপকার দর্শে। কর্ণকুহর অথবা ভাল্‌ভার (Vulva) প্রদাহনিবন্ধন তন্মধ্যহইতে স্রাব নির্গত হইলে লাইম ওয়াটার (Lime Water) প্রয়োগে উহার সঙ্কোচক ক্রিয়াবশতঃ স্রাব নিবারিত হয়। কিন্তু কর্ণকুহরের এতাদৃশ পীড়া পুরাতনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে গ্লিসিরিণ্‌ অব্‌ ট্যানিন্‌ (Glycerine of Tannin) অধিকতর হিতসাধক।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে বসন্তরোগে গুটিকাগুলি স্ফুটিত হইয়া ক্ষতে পরিণত হইলে এতদুপরি তুলাসহযোগে লিনিমেণ্ট অব্‌ লাইম (Liniment of Lime) প্রয়োগ করিলে উহার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। উক্ত লিনিমেণ্টে (Liniment) তুলা সিক্ত করতঃ লোচনদ্বয়, এবং নাসিকা ও বদন গহ্বর ব্যতীত মুখমণ্ডলের সকলস্থানে ও গ্রীবাদেশে সংস্থাপন করিয়া যাবৎ ক্ষতগুলি শুষ্ক না হয় তাবৎ একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখা আবশ্যক।

লাইমওয়াটার (Lime Water) লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) রোগে পিচকারীদ্বারা যোনিগহ্বর প্রক্ষালনার্থ ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা উক্ত রোগের স্রাব নিবারিত হইয়া থাকে। মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষতোৎপন্ন

হইলে এতৎ প্রযোগে উহার স্রাব রহিত হয় এবং উহা সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) রোগে ক্ষতোপরি যে ঝিল্লী দৃষ্ট হয় উহা লাইম ওয়াটার (Lime Water) সংস্পর্শে দ্রবীভূত হয়। উক্তোদ্দেশ্য সাধনার্থ ব্যবহার করিতে হইলে উহা গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) ও জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ স্প্রে (Spray) দ্বারা সর্ব্বদা প্রয়োগ করা আবশ্যক—যথা লাইম ওয়াটার (Lime Water) এক আউন্স, গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) দুই আউন্স, এবং জল অষ্ট আউন্স। যদিও অনেকে উহা এই রূপে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দান করেন, তথাপি এতদ্দারা বিশেষ কোন ফললাভ হয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। পাকস্থলীর পুরাতন ক্ষতবশতঃ বমন হইলে তন্নিবারণার্থ লাইম ওয়াটার (Lime Water) বিশেষ উপযোগী। উহা এক আউন্স তিন আউন্স দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে বারম্বার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শিশুদিগের বমন নিবারণার্থও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শৈশবাবস্থায় কোন কোন বালক দুগ্ধ পান করিবামাত্র বমন করে। বমন কালে পীত দুগ্ধ ছেনকের ন্যায় নির্গত হয়, এবং কখন কখন মলের সহিতও উল্লিখিত আকারে নিঃসৃত হয়। উহাদের উদরমধ্যে সতত বাষ্প সঞ্চিত হইয়া কলিক্ (Colic) বেদনা উৎপাদন করে। লাইম ওয়াটার (Lime Water) দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে এতাদৃশ বমন আশু নিবারিত হয়। যে সকল বালক বমন করতঃ এইরূপে দুগ্ধ উদ্গোলন করে তাহাদের উদরাময় কিম্বা কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। যদ্যপি উদরাময় থাকে তাহা হইলে শিশু যে পরিমাণে দুগ্ধ সেবন করে তাহার চতুর্থাংশ পরিমিত লাইম ওয়াটার (Lime Water) উহার সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতেও যদ্যপি উদরাময় সম্বন্ধে কোন ফললাভ অথবা বমন রহিত না হয়, তাহা হইলে উহা তুল্যাংশ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করা বিধেয়। যদ্যপি বালকের কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে লাইম ওয়াটারের (Lime Water) পরিবর্ত্তে বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা (Bicarbonate of Soda) ব্যবহার্য্য। উহা অর্দ্ধ ড্রাম মাত্রায় এক পাইণ্ট দুগ্ধের সহিত মিলিত করতঃ মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করিলে বমনও নিবারিত হয়, এবং দাস্তও পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। যদ্যপি এতদুভয় দ্বারাই কোন প্রতিকার

সাধিত না হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ এককালীন বহিত করিয়া বালককে ব্রথ, বার্লি, বেঙ্গার্স্ ফুড্ (Benger's Food), মেলিন্স্ ফুড্ (Mellin's Food) ইত্যাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বল্প বয়স্ক শিশুদিগেরমধ্যেই এই পীড়া সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়, বিশেষতঃ যাহারা মাতৃদুগ্ধাভাবে গোদুগ্ধ সেবনে অভ্যস্ত, তাহারাই এই রোগে সতত আক্রান্ত হইয়া থাকে। কথন কথন জলমিশ্রিত দুগ্ধ প্রয়োগে শিশুদিগের এবম্বিধ বমন নিবারিত হয় বটে, কিন্তু রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে জল ও দুগ্ধের পরিমাণ স্থির করা আবশ্যক। মাসৈক বয়স্ক শিশুর জন্য উহারা সমভাগে ব্যবহার্য্য। এইরূপে রোগীর বয়ঃক্রম যত অধিক হইবে দুগ্ধের পরিমাণও তত বৃদ্ধি করিতে হইবে। যদ্যপি উপরোল্লিখিত উপায়াবলম্বনে অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে দুগ্ধ প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ করা বিধেয়। প্রথমতঃ ২০ গ্রেণ জিলাটিন্ (Gelatin) কিঞ্চিৎ শীতল জলে সিক্ত করতঃ ১০ আউন্স অত্যুত্তপ্ত জলে দশ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ, সর, ও এরোরুট (Arrowroot) নিক্ষেপ করিবে, অতঃপর এতৎসমস্ত এক অথবা দুই মিনিটকাল পাক করিয়া শীতলাবস্থায় পাত্রান্তরে সংস্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে আবশ্যকমত রোগীকে প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ, সর, ও এরোরুটের (Arrowroot) পরিমাণ রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে স্থির করা কর্ত্তব্য। একমাসের অনধিক বয়স্ক শিশুদিগের জন্য ১০ আউন্স জিলাটিন্ (Gelatin) মিশ্রিত জলে তিন অথবা চারি আউন্স দুগ্ধ, অর্দ্ধ হইতে এক আউন্স সর, ও এক ড্রাম পরিমিত এরোরুট (Arrowroot) পাক করিবে। রোগীর বয়ঃক্রম যত অধিক হইবে, দুগ্ধের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি করিতে হইবেক। এইরূপে দুগ্ধের সহিত জিলাটিন্ (Gelatin) ও এরোরুট (Arrowroot) মিলিত করাতে উহা ছেনকে পরিণত হইতে পারে না, এবং উহাতে এরোরুটের (Arrowroot) অস্তিত্ববশতঃ পাকযন্ত্রের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্যও সংঘটিত হয় না। যদ্যপি রোগীর পক্ষে ইহাও অসহ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে একাংশ দুগ্ধ, তিন অথবা চারি অংশ জলমিশ্রিত এরোরুট, একাংশ সর, ও তিন অথবা চারি অংশ জল একত্রিত করতঃ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। উল্লিখিত আহার্য্য পদার্থ কেবল যে শিশুদিগের বমন

নিবারণে সমর্থ এমত নহে, এতদ্বারা উদরাময়েরও বিশেষ উপকার সাধিত হয়। স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের উদরাময় ও বমন দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, এবং তদানুসঙ্গিক মূত্রত্যাগ সময়ে জ্বলন বর্ত্তমান থাকিলে লাইমওয়াটার (Lime Water) অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। এতদ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং প্রস্রাবের জ্বলন স্বল্পকালমধ্যেই তিরোহিত হইয়া থাকে।

অন্ত্রমধ্যে অম্লসঞ্চার হইয়া উদরাময় পীড়া উপস্থিত হইলে লাইমওয়াটার (Lime Water) অথবা কার্বনেট্ অব্ লাইম (Carbonate of Lime) সেবনে অন্ত্রস্থিত অম্ল বিনষ্ট ও মিউকাস্ (Mucus) স্রাব রহিত হইয়া পীড়ার শান্তি হয়। কখন কখন অন্ত্রমধ্যে অপাচ্য কঠিন দ্রব্য অথবা অজীর্ণ পদার্থের অবস্থানহেতু উদরাময় রোগ জন্মে। উক্ত পদার্থ উদরাভ্যন্তর হইতে বহির্নিঃসৃত হইলে সচরাচর পীড়ার উপশম হয় বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে তাহাও লক্ষিত হয় না। যদ্যপি অন্ত্র হইতে উক্ত পদার্থ বহির্গত হইলেও পীড়ার লাঘব না হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ঔষধ আশাতীত ফল প্রদান করে। যক্ষা রোগে কিম্বা টাইফয়েড্ (Typhoid) জ্বরে অন্ত্রমধ্যে ক্ষতোৎপন্ন হওয়াতে যে উদরাময় উপস্থিত হয় তন্নিবারণে চক্ (Chalk) অর্থাৎ ফুলখড়ি বিশেষ উপযোগী। দন্তমঞ্জন প্রস্তুতার্থ চক্ (Chalk) সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লাইম্ সল্ট (Lime Salt) অম্লনাশক, তজ্জন্য অক্‌জ্যালিক্ এসিড্ (Oxalic Acid) দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে উহা ব্যবহৃত হয়। উহা উক্ত এসিডের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইয়া অক্‌জেলেট্ অব্ লাইম্ (Oxalate of Lime) নামক অদ্রবণী, লবণে পরিণত হওয়াতে উল্লিখিত এসিডের বিষধর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং দেহ বিষমুক্ত হইয়া থাকে। স্ক্রফিউলা (Scrofula) পীড়াবশতঃ গ্রীবাপার্শ্বে লিম্ফাটিক্ গ্লাণ্ডের (Lymphatic Gland) বিবৃদ্ধি লক্ষিত হইলে, অর্থাৎ গণ্ডমালা উপস্থিত হইলে, ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ (Chloride of Lime) ১০ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় দুগ্ধ সহযোগে আহারান্তে সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উক্ত পীড়াতে এই ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিলে অভিষ্টসিদ্ধি হয় না। যক্ষা রোগের প্রথমাবস্থায় অনেকে ইহা ব্যবস্থা করেন।

লাইম ওয়াটার (Lime Water) সঙ্কোচক বলিয়া হুপিংকফ্ (Whooping Cough) রোগেও ব্যবহার্য্য। স্থলবিশেষে এই পীড়া সঙ্কোচক ঔষধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ঔষধ দ্বারা প্রশমিত হয় না, এজন্য লাইম ওয়াটার (Lime Water), এলাম্ (Alumn), অথবা ট্যানিন্ (Tannin) আশু ফল প্রদান করে। উহার ক্রিমিনাশক গুণ থাকাতে উহা সূত্রবৎ ক্রিমি বিনাশন জন্য গুহ্যদ্বারে পিচ্কারী দ্বারা প্রযুক্ত হয়। উহা কদাচিৎ পুরাতন প্রমেহ রোগেও এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লাইম ওয়াটার (Lime Water) এবং কার্বনেট্ অব্ লাইম্ (Carbonate of Lime) দেহের পুষ্টিসাধন-জন্যও অনেকে ব্যবহার করেন। কোন কঠিন পীড়াবসানে রোগীর দৌর্ব্বল্যাপহরণার্থ, অথবা রিকেট্স্ (Rickets) রোগে দেহের পোষণার্থ ইহা প্রযুক্ত হয়। এতদ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অবস্থার উন্নতিসাধন হওয়াতে ক্ষুধা ও পাচনশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং দেহের পোষণক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

PHOSPHATE OF LIME

ফস্ফেট্ অব্ লাইম্।

ফিজি। মানবদেহস্থ যাবতীয় টিসু ও যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ ও পোষণার্থ ফস্ফেট্ অব্ লাইম্ (Phosphate of Lime) অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। কি সুস্থ কি পীড়িত সকল অবস্থাতেই আমাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ কঠিন ও কোমল সকল টিসুই এতৎসাহায্য ব্যতিরেকে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইহা সেলের (Cell) নির্ম্মাণ ও পোষণজন্যও প্রয়োজনীয়। ইহা অতি স্বল্প পরিমাণেই জলে দ্রবণীয়। ইহা শরীরমধ্যে সর্ব্বত্রই বিরাজ করে, বিশেষতঃ প্রত্যেক সেল্ (Cell) মধ্যে যে এক প্রকার তরল পদার্থ অবস্থিতি করে ইহা তন্মধ্যে সঞ্চিত থাকে, এবং আবশ্যকমত দেহের পোষণার্থ ব্যবহৃত হয়।

থিরা। শরীরমধ্যে সেল (Cell) নির্ম্মাণের অভাববশতঃ পুষ্টিসাধনে ব্যাঘাত জন্মিলে ফস্ফেট্ অব্ লাইম (Phosphate of Lime) ব্যবহৃত হয়।

যাহারা স্বভাবতঃ অথবা কোন ব্যাধিবশতঃ পোষণাভাবে নিরতিশয় শীর্ণকলেবর, তাহাদের প্রস্রাবে উক্ত লবণ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিরাজ করে, এজন্য অনেকে বলেন যে দেহের পুষ্টিসাধন ও সেল্‌নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ইহা তাদৃশ আবশ্যকীয় নহে। প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় বলিয়া যদিও অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন, তথাপি বাস্তবিক ইহা যে দেহের পুষ্টিসাধনে তৎপর, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেহমধ্যে এই লবণের অভাববশতঃ যে সেল্‌নির্ম্মাণ ও পোষণক্রিয়ার লাঘব হয় তাহা নহে, উহা প্রচুর পরিমাণে শরীরমধ্যে অবস্থিতি করিলেও দেহস্থ টিস্থ ও যন্ত্রাদি কোন কারণবশতঃ উহা আহরণে ও ব্যবহার করণে অসমর্থ হওয়াতে শরীরের পোষণক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। এজন্য সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা উহাতে ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া রোগীর স্বাস্থ্যসম্পাদনে যত্নবান হইয়া থাকেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে এই লবণ দেহমধ্যে অবস্থিতি করিলেও টিস্থ ও যন্ত্রাদিদ্বারা ব্যবহৃত না হওযাতে শারীরিক পুষ্টিসাধনের ব্যাঘাত জন্মে, তথাপি অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এতৎপ্রয়োগে বহুবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। যে সকল পুরাতন ব্যাধিতে দেহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া শীর্ণ হইতে থাকে, এবং উক্ত লবণ মূত্রের সহিত প্রভূত পরিমাণে নির্গত হয়, সেই সকল পীড়াতেই উহা ফলপ্রদ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। যৌবনাবস্থায়, অর্থাৎ যৎকালে টিস্থ, অস্থি, ও যন্ত্রাদি অবিরতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তৎকালে এনিমিয়া (Anæmia) পীড়া উপস্থিত হইলে, অথবা বহু সন্তানপ্রসবহেতু, কিম্বা সন্তানকে দীর্ঘকাল স্তন্যদান বশতঃ, অথবা ঋতুকালীন প্রভূত রজঃস্রাব প্রযুক্ত স্ত্রীলোক নিরতিশয় দুর্ব্বল হইলে ইহা মহোপকার সাধন করে। অন্ত্রের টিউবার্কিউলোসিস্‌ (Tuberculosis) পীড়া কিম্বা অন্য কোনরূপ রোগবশতঃ উদরাময় উপস্থিত হইলে ইহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্য ব্যাধিনিবন্ধন অপরিমিত স্রাব নির্গত হওযাতে শরীর নিরতিশয় বিশীর্ণ হইলেও ইহা মহোপকারী। এতদর্থে ইহা লিউকোরিয়া (Leucorrhæa), পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Chronic Bronchitis), বৃহৎ স্ফোটক, সাইনাস্‌ (Sinus) ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। এতদ্বারা কেবল মাত্র পীড়ার স্থানিক লক্ষণাদি দূরীভূত হয় এমত নহে, উহা শারীরিক উন্নতিসাধনেও পরাঙ্মুখ নহে। অনেক চিকিৎসক উহা

স্ক্রফিউলা (Scrofula) রোগজনিত ক্ষতে মহোপকারক বলিয়া ব্যবহার করেন। অস্থিমধ্যে ক্ষতোৎপন্ন হইলেও উহা ব্যবহার্য্য। নগরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের শরীরে এই লবণের অভাব হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে ইহা অতীব আবশ্যকীয়। ইহা মাতৃদুগ্ধের সহিত সন্তানোদরে প্রবেশ করে, এজন্য প্রসূতিকে সেবন করাইলে সন্তান ও জননী উভয়েরই উপকার সম্ভবে। দীর্ঘকাল নগরাবস্থানে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে, অথবা সাতিশয় পরিশ্রম, চিন্তা, কিম্বা অন্য কারণবশতঃ শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা উপস্থিত হইলে ইহা সেবনে আশাতীত ফললাভ হয়। ইহা এক অথবা দুই গ্রেণ মাত্রায় একগ্রেণ ফস্‌ফেট্ অব্ আইরন্ (Phosphate of Iron), ও একগ্রেণ কার্ব্বনেট্ অব্ আইরনের (Carbonate of Iron) সহিত মিলিত করতঃ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার না করিলেও ইহা একাকী ফলোৎপাদনে অসমর্থ নহে। পুরাতন যক্ষা ও রিকেট্‌স্ (Rickets) রোগে ইহা মহোপকারক। বালকদিগের দন্তোদ্গম কালে রিকেট্‌স্ (Rickets) রোগের আবির্ভাব হয়, তাহার কারণ এই যে ঐ সময়ে দন্তনির্ম্মাণার্থ লাইমের (Lime) প্রয়োজন হইয়া থাকে, সুতরাং আহার্য্য পদার্থের সহিত শিশুর শরীরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাইম্ সল্ট (Lime Salt) প্রবিষ্ট না হইলে কাযেই দেহমধ্যে উহার অভাব হয়; বিশেষতঃ প্রসূতি রুগ্ন ও শীর্ণকলেবর হইলে স্তনদুগ্ধে লাইম্ সল্টের (Lime Salt) পরিমাণের হ্রাস হয়, সুতরাং উহার অভাব বিমোচনের উপায়ান্তর না থাকাতে উল্লিখিত রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকে। যদিও লাইম্ সল্টের (Lime Salt) অভাববশতঃ উক্ত রোগ সমুদ্ভূত হয়, তথাপি রিকেট্‌স্ (Rickets) রোগাক্রান্ত শিশুর প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে কখন কখন অপর্য্যাপ্ত ফস্‌ফেট্ অব্ লাইম্ (Phosphate of Lime) প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শরীরমধ্যে এই লবণের অনবস্থান হেতুই যে কেবল এই রোগের উৎপত্তি হয় এমত নহে, উহা দেহমধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অবস্থিতি করিলেও টিস্থ ও যন্ত্রাদি উহা ব্যবহার করিতে অসমর্থ হওয়াতে এই পীড়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে স্থলে উহার অভাব লক্ষিত হয়, সে স্থলে এতৎপ্রয়োগ দ্বারা অভাব বিমোচনে কৃতযত্ন হইলে রোগের শান্তি হয়, কিন্তু যে স্থলে উহার অভাব না থাকে, সে স্থলে এতদ্বারা

কোন উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। রিকেট্‌স্‌ (Rickets) রোগে কেবল যে অস্থিনির্ম্মাণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এমত নহে, শরীরস্থ যাবতীয় টিস্থ ও যন্ত্রাদির স্বাভাবিক নির্ম্মাণ ও পোষণক্রিয়ারও অভাব হইয়া থাকে। এই রোগে ফস্‌ফেট্‌ অব্‌ লাইম্‌ (Phosphate of Lime) প্রয়োগ করিলে অস্থি, টিস্থ ও যন্ত্রাদির স্বাভাবিক বিবর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধন হয়। অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা এতদ্বারা যে এই পীড়ার অধিকতর প্রতিকার সাধিত হয় তৎপক্ষে কেহই অন্যমত প্রকাশ করিতে সাহসী নহেন। অনেকে বলেন যে রোগের প্রাখর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহা এক হইতে দুই গ্রেণ মাত্রায় প্রযোজ্য। অধিক উপকারপ্রত্যাশায় অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা বৃথা, যে হেতু এই লবণ সহজে দ্রবণীয় নহে, তজ্জন্য উহা অতি স্বল্প মাত্রই শোষিত হয়, এবং অধিকাংশই মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে সেবন করিলে এতদ্বারা পরিপাকশক্তির বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হয়। উদরমধ্যে প্রবেশ করিলে উহা ল্যাক্‌টিক্‌ (Lactic), হাইড্রোক্লোরিক্‌ (Hydrochloric), এবং স্বল্প পরিমাণে এসেটিক্‌ (Acetic) এসিড্‌ দ্বারা দ্রবীভূত হয়। দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় প্রযোগ করিলে উহা অন্ত্রমধ্যে প্রস্তরোৎপাদন করিয়া থাকে। অল্প বয়স্ক বালকদিগের পুরাতন উদরাময় রোগে কার্বনেট্‌ অব্‌ ক্যাল্‌সিয়াম্‌ (Carbonate of Calcium) ফেরি ল্যাক্‌টেট্‌ (Ferri Lactate) সহযোগে প্রয়োগ করিলে মহোপকার সাধন করে। কিন্তু কিরূপে উহা উক্ত রোগাপনয়নে সমর্থ তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। উহা পাকস্থলীমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন এসিড্‌দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া শোণিতদ্বারা শোষিত হয়, এবং কার্বনিক্‌ (Carbonic) এসিডের সাহায্যে ক্লোরাইড্‌ অব্‌ সোডিয়ম্‌ (Chloride of Sodium) দ্রবেও দ্রবীভূত হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর উহা আহার্য্য পদার্থের সহিত উদরস্থ করিয়া থাকি।

SULPHATE OF POTASH, SODA, AND MAGNESIA, PHOSPHATE OF SODA, TARTRATE OF POTASH, BITARTRATE OF POTASH, AND TARTRATE OF POTASH AND SODA

সল্‌ফেট্‌ অব্‌ পটাস্‌, সোডা এবং ম্যাগ্‌নিসিয়া, ফস্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা, টার্ট্রেট্‌ অব্‌ পটাস্‌, বাইটার্ট্রেট্‌ অব্‌ পটাস্‌, এবং টার্ট্রেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ এবং সোডা।

ফিজি। সল্‌ফেট্‌ এবং বাইটার্ট্রেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ (Sulphate and Bitartrate of Potash) ব্যতীত উল্লিখিত সকল ঔষধই অনায়াসে দ্রবণীয়। টার্ট্রেট্‌ (Tartrate) ব্যতীত উহারা সকলেই তিক্তাস্বাদবিশিষ্ট, এবং সকলেই জলবৎ বিরেচক। উহাদের জলাকর্ষণশক্তি অতীব ক্ষীণ, এজন্য মানবদেহে সংলগ্ন হইলে উহারা টিসুবিনাশে অসমর্থ। যদিও উহাদের সকলেরই বিরেচক শক্তি নয়নগোচর হয়, তথাপি উহাদের দ্বারা অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোনরূপ বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হয় না। বিরেচক ঔষধ মাত্রেই অন্ত্রোপরি নিম্নলিখিত দ্বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ স্বকীয় কার্য্য সাধন করে। কোন কোন ঔষধ অন্ত্রমধ্যে জল সঞ্চয় করতঃ সংবদ্ধ মল তরলীভূত করিয়া নিঃসারিত করে; কতকগুলিন বা অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক্‌ ক্রিয়া (Peristaltic Action) বিবর্দ্ধিত করতঃ অন্ত্রস্থ মল বহির্নিঃসারণে সমর্থ হয়, এবং কতকগুলি উল্লিখিত উভয়বিধ উপায়াবলম্বনে বিরেচক ক্রিয়া সাধনে তৎপর হইয়া থাকে। এই সকল ঔষধ সেবনে জলবৎ ভেদ হয়, এজন্য স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহারা অন্ত্রমধ্যে জল সঞ্চয় করতঃ উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে যে অন্ত্রস্থ জলরাশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার তিনটী কারণ; প্রথমতঃ শোণিত প্রবাহ হইতে জলীয়াংশ নির্গত হইয়া অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে, দ্বিতীয়তঃ অন্ত্রের শৈষ্মিক ঝিল্লীস্থিত মিউকাস্‌ গ্লাণ্ডের (Mucous Glands) স্রাব পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং তৃতীয়তঃ অন্ত্রস্থ জলরাশি অন্ত্রমধ্যে সঞ্চিত থাকে।

অনেকে বলেন যে এই সকল ঔষধ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বিধিমতে অন্ত্রমধ্যে জলসঞ্চয় করতঃ বিরেচক বলিয়া পরিচিত, নতুবা রক্তের জলীয়াংশ আকর্ষণ করতঃ উক্ত কার্য্যসাধনে সমর্থ নহে; যেহেতু এতদ্বারা যে দাস্ত হয় তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহাতে এল্বিউমেন্ (Albumen) বর্ত্তমান থাকে না। যদ্যপি মলের সহিত রক্তের জলীয়াংশ মিশ্রিত থাকিত তাহা হইলে উহাতে এল্বিউমেন্ও (Albumen) বর্ত্তমান থাকিত। আহারান্তে প্রয়োগ করিলে এতদ্দারা বিরেচক ক্রিয়া সম্ভব সাধিত হয় না। সেবনান্তে উহারা পাকস্থলী হইতে অতি স্বল্পপরিমাণেই শোষিত হয়; অধিকাংশই ক্ষুদ্রান্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে শোষিত হইয়া পুনরায় কোলন্ (Colon) মধ্যে বহির্গত হয়, ও পরে মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। যদিও উহাদের বিরেচক ক্রিয়া সম্বন্ধে চিকিৎসকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে এতদ্দারা অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব বর্দ্ধিত হয়, এবং তদ্দারা মল তরলভাবাপন্ন হওয়াতে জলবৎ ভেদ হইয়া থাকে। তাম্রকূট অথবা মরিচচূর্ণ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে যেরূপ অবিরলধারায় স্রাব নির্গত হয়, উল্লিখিত ঔষধ সকল সেবন করিলে অন্ত্রমধ্যেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সল্ফেট্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়া (Sulphate of Magnesia) পিচ্কারী দ্বারা শিরামধ্যে প্রয়োগ করিলে শ্বাসক্রিয়া ও হৃৎপিণ্ডক্রিয়া সংরুদ্ধ হয়, কিন্তু সল্ফেট্ অব্ সোডা (Sulphate of Soda) দ্বারা তদ্রূপ হয় না। সল্ফেট্ অব্ পটাসিয়ম্ও (Sulphate of Potassium) শরীর মধ্যে বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা কথঞ্চিৎ পিত্তনিঃসারক বলিয়া খ্যাত, কিন্তু সল্ফেট্ অব্ সোডা (Sulphate of Soda) কিম্বা ম্যাগ্নিসিয়ার (Magnesia) এতাদৃশ গুণ দৃষ্টিগোচর হয় না। ফস্ফেট্ অব্ সোডা (Phosphate of Soda) এই গুণে চিকিৎসক সমাজে বিশেষরূপে পরিচিত। গল্ ব্লাডার (Gall Bladder) এবং পিত্তপ্রণালীমধ্যে পিত্ত সঞ্চিত থাকিলে এতৎপ্রয়োগে উহা বহির্গত হয়, এবং যকৃৎ হইতেও প্রচুর পরিমাণে পিত্তস্রাব হইয়া থাকে।

বিস্তারশীলতাগুণের অভাববশতঃ উহারা অন্ত্র হইতে অতি স্বল্প পরিমাণেই শোষিত হয়, অধিকাংশই মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। যাহা

শোষিত হয় তাহা প্রস্রাবের সহিত বহির্গত হইতে দেখা যায়। উহারা মূত্রকারক বলিয়াও অভিহিত বটে, কিন্তু সকলেই এই গুণে অলঙ্কৃত নহে, কেবল টার্ট্রেট্ (Tartrate) গুলিনই এতৎকার্য্যসাধনে তৎপর। টার্ট্রেট্ (Tartrate) এবং বাইটার্ট্রেট্ (Bitartrate) উদরমধ্যে প্রবেশান্তর কার্বনেটে (Carbonate) পরিণত হয়, এবং রক্তের সহিত মিলিত হইলেও উল্লিখিতরূপে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এতদ্বারা মূত্রের অম্লত্ব হ্রাস এবং কখন কখন ক্ষারত্ব উৎপাদিত হয়।

মানবদেহোপরি ফস্ফেট্ অব্ সোডা (Phosphate of Soda) ফস্ফরিক্ এসিডের (Phosphoric Acid) ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই উভয়বিধ ঔষধ সেবন করিলে উহারা শোণিতপ্রবাহে নীত হয়, এবং তথায় পটাস্ সল্টের (Potash Salt) সহিত মিলিত হইয়া থাকে।

এইরূপে রক্তস্থিত পটাস্ সল্ট (Potash Salt) ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে রক্তের ক্ষারত্ব যে পরিমাণে হ্রাস হয়, ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়াম্ (Chloride of Sodium) নামক লবণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়াতে তাহা পরিপূরিত হয়। ফস্ফরিক্ এসিড্ (Phosphoric Acid) এবং ফস্ফেট্ অব্ সোডা (Phosphate of Soda) এই উভয়ের ক্রিয়ার প্রভেদ এই যে উক্ত এসিড্ (Acid) সেবনে পরিপাকশক্তির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না, এবং স্বভাবতঃ প্রস্রাবের সহিত যে ইউরিয়া (Urea) নির্গত হয় তাহার পরিমাণের হ্রাস হয় না; কিন্তু (Phosphate of Soda) সেবন করিলে এতদুভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। পরিপাকশক্তির হীনতাবশতঃ আহার্য্য পদার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট, এবং দেহাভ্যন্তরে টিসুচেঞ্জ (Tissue Change) সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়াতে মূত্রস্থিত ইউরিয়ার (Urea) পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে।

উহাদের ক্রিয়া—জলবৎ বিরেচক, মূত্রকারক, ফস্ফেট্ অব্ সোডা (Phosphate of Soda) ও সল্ফেট্ অব্ পটাস্ (Sulphate of Potash) পিত্তনিঃসারক।

থিরা। বিরেচক ক্রিয়ার জন্য সল্ফেট্ অব্ পটাস্ (Sulphate of Potash), সোডা (Soda), এবং ম্যাগ্নিসিয়া (Magnesia) সচরাচর স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত ঔষধসকল কেহ কেহ

লবণাকারে ব্যবহার করেন, কেহবা উক্ত লবণমিশ্রিত খনিজ জল (Mineral Water) ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিরেচক ক্রিয়ার জন্য নিম্নলিখিত খনিজ জল (Mineral Water) সচরাচর ব্যবহৃত হয়—যথা পাল্‌না (Pullna), ফ্রেড্‌রিক্‌সল্‌ (Freidrichshall) এবং ইস্কুল্যাপ্‌ (Æsculap)। উল্লিখিত জলের মাত্রা এক হইতে চারি পাঁচ আউন্স পর্য্যন্ত। উহা দিবসে এক দুই অথবা তিনবার আহারের পূর্ব্বে অথবা পরে সেবনীয়। উক্ত খনিজ জল (Mineral Water) তুল্যাংশে উষ্ণ সলিলসহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে উহাদের বিরেচক ক্রিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পিত্তাধিক্যবশতঃ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে ফ্রেড্‌রিক্‌সল্‌ (Freidrichshall) জল এক আউন্স, দুই আউন্স উষ্ণ জলের সহিত আহারের প্রাক্কালে অথবা অব্যবহিত পরে সেবন করিলে উহা অল্পকালমধ্যেই নিবারিত হয়। এতদ্বারা উক্ত পীড়ার আনুসঙ্গিক বিবমিষা, বমন প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রশমিত এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হয়। অল্পবয়স্ক বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে পাল্‌না (Pullna) অথবা ফ্রেড্‌রিক্‌সল্‌ (Freidrichshall) জল মহোপকারী। দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে উহাদের তিক্তাস্বাদ দূরীভূত হয়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের এবম্বিধ ব্যাধি উপস্থিত হইলে উল্লিখিত খনিজ জলের (Mineral Water) পরিবর্ত্তে অনেকে আহারের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক শীতল জল, এবং আহারান্তে একটি কমলা লেবু সেবনের ব্যবস্থা করেন। এতদ্বারা যে প্রভূত উপকার সাধিত হয় তৎপক্ষে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কমলা লেবুর পরিবর্ত্তে অন্যান্য ফলাহারেরও পরামর্শ দিয়া থাকেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে ব্যক্তিবিশেষে ঐ সকল ফলের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তির কোষ্ঠ পরিষ্কৃত না হইয়া বরং উহা অধিকতর আবদ্ধ হইয়া থাকে, এবং কোন কোন ব্যক্তির পিত্তাধিক্য ও উদরাময় উপস্থিত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতাহেতু কখন কখন সাতিশয় শিরঃপীড়া এবং শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা ও স্ফূর্ত্তিহীনতা লক্ষিত হয়। এতন্নিবারণার্থ আহারের পূর্ব্বে শীতল জলপান এবং ভোজনসময়ে অথবা তদন্তে ফলভক্ষণ বিশেষ উপযোগী। এতদুপায় অবলম্বনে যদ্যপি কোষ্ঠ পরিষ্কৃত এবং শিরঃপীড়ালক্ষণাদি দূরীভূত না হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত খনিজ জল (Mineral Water)

সেবনের ব্যবস্থা করা বিধেয়। কখন কখন উল্লিখিত রোগে কারল্‌স্‌ব্যাড্‌ (Carlsbad) নামক খনিজ জল (Mineral Water) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহা অহোরাত্রিমধ্যে এক হইতে ছয় গ্লাস পর্য্যন্ত সেবনীয়। কখন কখন এতদ্বারা সপ্তাহকালমধ্যে কোন উপকার সাধিত হয় না; স্থলবিশেষে বা দিবসৈকমধ্যে আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা ব্যবহার করিতে হইলে তিন সপ্তাহকাল যাবৎ প্রয়োগ করা আবশ্যক, তৎপরে ইহা রহিত করিলেও কোষ্ঠপরিস্কারের কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে না।

অম্লরোগজনিত উদরাধ্মান, কোষ্ঠকাঠিন্য, এপিগ্যাষ্ট্রিক্ প্রদেশে (Epigastric Region) যকৃৎস্থানে অথবা স্কন্ধদ্বয়মধ্যে বেদনা, লোচনদ্বয় হরিদ্রাভবর্ণ, এবং সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ হইলে কারল্‌স্‌ব্যাড্ জল (Carlsbad) মহোপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই ঔষধের সহিত রোগীর পথ্যসম্বন্ধে সুব্যবস্থা হইলে আশু প্রতিকার প্রত্যাশা করা যায়। গাউট্ (Gout) এবং গল্‌ষ্টোন্ (Gall Stone) রোগেও ইহা মহোপকারী। ইহা যকৃৎস্থিত গল্‌ষ্টোন্ (Gall Stone) দূরীকরণে এবং উহার উৎপত্তিনিবারণে বিশেষ পারদর্শী।

স্থানিক অথবা সার্ব্বাঙ্গিক শোথ রোগে মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য বাইটার্ট্রেট্ অব্ পটাস্ (Bitartrate of Potash) ব্যবহৃত হয়। উহা বিরেচক ক্রিয়ার জন্য নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) রোগেও সচরাচর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতৎপ্রয়োগে সেলিউলার টিস্যুর (Cellular Tissue) এবং ফুস্‌ফুস্ (Lungs), ও হৃৎপিণ্ডাবরক ঝিল্লীমধ্যে জলসঞ্চয় নিবারিত হয়। ইহার বিরেচক শক্তিপ্রভাবে কেবল যে দেহমধ্যস্থ সঞ্চিত জল বহিষ্কৃত হয় এমত নহে, উল্লিখিত পীড়ার প্রাদুর্ভাববশতঃ রক্তরাশিতে যে ইউরিয়া (Urea) সঞ্চিত হয় তাহাও সেই জলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। পরিপাকসময়ে পাকস্থলী, যকৃৎ, প্যান্‌ক্রিয়াজ্ (Pancreas), এবং অন্ত্র হইতে যে রস নির্গত হয় উহা একত্রিত হইয়া অন্ত্রমধ্যে সঞ্চিত হয়। উক্ত রসের সহিত শোণিতস্থিত ইউরিয়াও (Urea) ক্রমশঃ ক্ষরিত হইয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করে। অতঃপর বাইটার্ট্রেট্ অব্ পটাস্ (Bitartrate of Potash) সেবন করিলে যে দাস্ত হইতে থাকে তাহার সহিত ঐ রস ও ইউরিয়া (Urea) নির্গত হয়।

এইরূপে শরীরাভ্যন্তর হইতে সঞ্চিত জল, ও শোণিতপ্রবাহ হইতে ইউরিয়া (Urea) ক্রমশঃ বহির্গত হওয়াতে শোথ রোগের শান্তি হয়। বস্তুতঃ এতদ্বারা উহা হইতে ইউরিয়া (Urea) বিচ্ছিন্ন হয় কি না তৎপক্ষে অনেকে সন্দেহ করেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার বিরেচক গুণে কেবল যে সার্ব্বাঙ্গিক স্ফীতির লাঘব হয় তাহা নহে, রুধিরপ্রবাহে ইউরিয়ার (Urea) অবস্থানবশতঃ কোমা (Coma), কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ অবশ্যম্ভাবী তাহা আবির্ভূত হয় না। অতএব এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উল্লিখিত ঔষধ প্রয়োগে দেহাভ্যন্তর হইতে ইউরিয়া (Urea) বিচ্ছিন্ন হইয়া বহির্নিঃসৃত হয়। তবে ইহার দোষ এই যে ইহা ক্রমশঃ রোগীর বলক্ষয় করে। নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) রোগে প্রয়োগ করিলে এতদ্বারা বিরেচন ক্রিয়া যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্রস্রাবও তদ্রূপ

সাধারণতঃ মূত্রক

ফস্ফেট্ অব্ সোডা (Phosphate of Soda) এবং সল্ফেট্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়া (Sulphate of Magnesia) বিরেচক ক্রিয়ার জন্য জ্বর রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হওয়াতে জ্বরোত্তাপেরও লাঘব হইয়া থাকে। জ্বরের প্রারম্ভে বিরেচক ঔষধ সেবন অতীব ফলদায়ক বটে, কিন্তু ব্যাধিবিশেষে—যথা টাইফয়েড্ (Typhoid) হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগে এতদ্বারা অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এবম্বিধ ক্রিয়ার জন্য অনেকে জ্বররোগে বাইটার্ট্রেট্ অব্ পটাস্‌ও (Bitartrate of Potash) ব্যবহার করেন। অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ফস্ফেট্ অব্ সোডা (Phosphate of Soda) বিশেষ উপকারী। ব্রথের (Broth) সহিত প্রয়োগ করিলে উহার কদাস্বাদ দূরীভূত হয়। সল্ফেট্ অব্ পটাস্ ও সোডা (Sulphate of Potash and Soda), এবং ফস্ফেট্ অব্ সোডা (Phosphate of Soda) যকৃতের রক্তাধিক্য (*Hepatic Congestion*), পিত্তশূল (Biliary Colic) প্রভৃতি বহুবিধ যকৃতের পীড়াতে ব্যবহার্য্য। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে যকৃতের ক্রিয়াভাববশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষিত হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধসকল যকৃৎ হইতে পিত্তস্রাবের সহায়তা করতঃ

কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণ করে। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে কার্লস্‌বাড্‌ (Carlsbad) নামক খনিজ জল স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্য, এবং গল্‌ষ্টোন্‌ (Gall Stone), জন্‌ডিস্‌ (Jaundice) প্রভৃতি যকৃতের পীড়াতে মহোপকারী। ইহার কারণ এই যে উহাতে সল্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা (Sulphate of Soda) মিশ্রিত থাকে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য খনিজ জলেও সল্‌ফেট্‌ (Sulphate) বর্ত্তমান থাকাতে তাহারাও বিরেচক বলিয়া পরিচিত। জন্‌ডিস্‌ (Jaundice) রোগে ফস্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা (Phosphate of Soda) প্রয়োগ করিলে উহা আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। ইহা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবনীয়, এবং শিশুদিগের পক্ষে দশ গ্রেণ মাত্রায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহার্য্য। অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা বলেন যে গল্‌ষ্টোন্‌ (Gall Stone) জনিত হিপাটিক্‌ কলিক্‌ (Hepatic Colic) পীড়া সমুদ্ভূত হইলে দীর্ঘকাল ফস্‌ফেট্‌ অব সোডা (Phosphate of Soda) সেবনে রোগের শান্তি হয়, যেহেতু এতদ্বারা যকৃৎমধ্যে গল্‌ষ্টোনের (Gall Stone) উৎপত্তি সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। কখন কখন পিত্তের অভাববশতঃ অল্পবয়স্ক বালকেরা শুভ্রবর্ণ মলত্যাগ করে। উল্লিখিত ঔষধ দশ গ্রেণ মাত্রায় দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ তিন চারি বার প্রয়োগ করিলে পিত্তস্রাব বর্দ্ধিত হওয়াতে মল হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে।

NITRATE OF POTASH AND SODA

নাইট্রেট্‌ অব পটাস এবং সোডা।

ফিজি। নাইট্রেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ ও সোডা (Nitrate of Potash and Soda) অতিশয় বিস্তারশীল এবং অনায়াসে দ্রবণীয়। এতৎ সংযোগে জলের শীতলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ ক্লোরাইড্‌ অব্‌ এমোনিয়ম্‌ (Chloride of Ammonium) সহযোগে উহা অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে। উহাদের দ্রব চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে শীতলতা অনুভূত হয়, কিন্তু উহারা ক্ষতোপরি সংলগ্ন হইলে তথায় প্রখর প্রদাহ উৎপাদন করে। মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উহাদের ক্ষারাস্বাদ বোধগম্য হয়, এবং উহারা মুখগহ্বরের

শীতলতা সম্পাদন করে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও উহারা পাকস্থলীর উত্তাপ হরণ করতঃ শৈত্য উৎপাদন করে বটে, কিন্তু এবম্বিধ ক্রিয়া সাধনে এতাদৃশ অধিক মাত্রার প্রয়োজন, যে তদ্দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা, এজন্য উল্লিখিত কার্য্যোদ্দেশে বরফ অথবা তন্মিশ্রিত জলই সচরাচর ব্যবহার্য্য। অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগে এতদ্দ্বারা পাকস্থলীর প্রদাহ উৎপাদিত হয়। অত্যধিক মাত্রা না হইলেও উহা দীর্ঘকাল সেবনে পরিপাকশক্তির বিশৃঙ্খলতা ঘটে, এবং বিবমিষা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, রুচিহীনতা, জিহ্বার মলিনত্ব প্রভৃতি লক্ষণরাজি পরিদৃশ্যমান হয়। উহারা কিরূপে চর্ম্ম ও পাকস্থলীর প্রদাহ উৎপাদন করে তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই; যেহেতু উল্লিখিত টিস্থ (Tissue) সকল উহাদের দ্রবে কিয়ৎকাল সিক্ত হইলে, সাধারণ জলসংযোগে টিস্থর যেরূপ আকারগত বৈলক্ষণ্য ঘটে, ইহাদেরও তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপান্তর লক্ষিত হয় না। বিস্রাবণীলতাগুণে উহারা স্বল্পকালমধ্যেই পাকস্থলী হইতে শোষিত হইয়া রুধিরপ্রবাহে নীত হয়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহাদের কিয়দংশ অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু তথা হইতেও শোষিত হওয়াতে উহারা ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের উপর বিরেচক অথবা অন্য কোনরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। অত্যধিক পরিমাণে পাকস্থলীমধ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমতঃ বিবমিষা, বমন, ও ভেদ হইতে থাকে। অতঃপর রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হওয়াতে পুনঃ পুনঃ মোহপ্রাপ্ত হয়, এবং অবশেষে হতজ্ঞান হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হয়। উহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প মাত্রায় সেবন করিলেও বিবমিষা, বমন, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষণসকল, এবং শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তিহীনতা, নিস্তেজতা ও অকর্ম্মণ্যতা দৃষ্টিগোচর হয়, এবং নাড়ী স্থূল ও মৃদুভাব ধারণ করে। নাতি-স্বল্লাধিক মাত্রায় উহারা হৃৎপিণ্ডের উপর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। উহারা স্বল্পকালমধ্যেই দেহাভ্যন্তর হইতে প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়, এবং নিষ্ক্রমণকালে ব্লাডার (Bladder), ইউরিথ্রা (Urethra) প্রভৃতি প্রদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতা সাধন করে। অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে কখন কখন প্রস্রাবের সহিত রক্তও নির্গত হয়। এতদ্দ্বারা ক্ষণকালের জন্য প্রস্রাবের জলীয়াংশ ও ইউরিয়া (Urea) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বটে; কিন্তু অবশেষে উহাদের পরিমাণ স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষাও হ্রাস হইতে দেখা

যায়। সুতরাং এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উল্লিখিত ঔষধদ্বয় দেহাভ্যন্তরস্থ সঞ্চিত জল ও ইউরিয়া (Urea) নিঃসারকমাত্র, কিন্তু উৎপাদক নহে। কোন কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে উহারা মূত্রকারক, বস্তুতঃ উহাদের এই গুণের অসদ্ভাব নাই। অনেকের বিশ্বাস এই যে উহারা দেহমধ্যে শোণিতসহ মিলিত হইলে তত্রাবস্থিত ফ্রাইব্রিন্ (Fibrin) সংযত হইতে পারে না। এই বিশ্বাসের কারণ এই যে রক্তরাশি শরীর হইতে বহির্গত হইবামাত্র বায়ু সংস্পর্শে উহার ফাইব্রিন্ (Fibrin) যমিযা যায, কিন্তু উল্লিখিত ঔষধ অধিক পরিমাণে স্রাবিত শোণিতোপরি নিক্ষেপ করিলে উহার সংযমন (Coagulation) নিবারিত হইয়া থাকে। যদিও দেহনিঃসৃত রক্তের উপর উহাদের এতাদৃশ ক্রিয়া লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু দেহাভ্যন্তরেও যে উহারা তদ্রূপ ক্রিয়া সাধন করে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সম্ভবতঃ শোণিতরাশি যাবৎ শরীরমধ্যে অবস্থিতি করে, তাবৎ ফ্রাইব্রিনের (Fibrin) উপর উহাদের কোন ক্রিয়া নাই। এতদ্বারা ঘর্ম্মস্রাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উহাদের ক্রিয়া—বাহ্য প্রয়োগে শৈত্যকারক, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে শৈত্যকারক, হৃৎপিণ্ড অবসাদক, মূত্রকারক ও ঘর্ম্মকারক।

থিরা। নাইট্রেট্ অব পটাস্ (Nitrate of Potash) দগ্ধ করিলে যে ধূম উৎপন্ন হয় তাহা সেবনে এজ্মা (Asthma) রোগের শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। কিন্তু অন্য কোন পীড়াবশতঃ এই লক্ষণ উপস্থিত হইলে এতদ্বারা কোন উপকার সম্ভবে না। উক্ত কার্য্যোদ্দেশে উল্লিখিত ঔষধসহযোগে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। দশ আউন্স জলে চারি আউন্স নাইটার্ (Nitre) মিশ্রিত করতঃ অগ্ন্যুত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া তদ্বারা শোষক কাগজ (Blotting paper) সিক্ত করণান্তর সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করা আবশ্যক। উক্ত কাগজ প্রয়োজন মত, অথবা প্রত্যহ রাত্রিকালে রোগীর শয়নগৃহের দ্বার গবাক্ষাদি সংরুদ্ধ করতঃ দগ্ধ করিলে যে ধূম উৎপন্ন হয়, উহা সেবনে রোগী স্বচ্ছন্দতা লাভ করে ও সুখে নিদ্রা যাইতে পারে। ঐ সকল কাগজ দীর্ঘে এবং প্রস্থে চারি ইঞ্চি পরিমাণে কর্ত্তন করিয়া রাখিলে আবশ্যকানুসারে ব্যবহার করা যায়। কেহ কেহ পূর্ব্বাপেক্ষা উগ্রতর দ্রব দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিয়া

থাকেন; অর্থাৎ এক আউন্স জলে ৩০ গ্রেণ, ৪০ গ্রেণ, কিম্বা ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্তও নাইটার্ (Nitre) মিশ্রিত করেন। উক্ত দ্রবসিক্ত কাগজ তাঁহারা পীড়ার প্রবলতানুসারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উক্ত কাগজ দীর্ঘে তিন ইঞ্চি এবং প্রস্থে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণে কর্ত্তন করতঃ উহার কয়েকখণ্ড কোন সংকীর্ণ মুখবিশিষ্ট পাত্রমধ্যে দগ্ধ করিয়া তদুত্থিত ধূমরাশি সেবন করিতে রোগীকে উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহবা নাইটার্ (Nitre) দ্রবের সহিত টিংচার বেঞ্জোয়িন্ কম্পাউণ্ড (Tincture Benzoin Compound), স্পিরিট্স্ ক্যাম্ফর (Spirits Camphor), অয়েল্ কেশিয়া (Oil Cassia) প্রভৃতি অন্যান্য ঔষধও মিশ্রিত করেন। যাহা হউক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতাদৃশ ধূম সেবনে কোন কোন রোগী যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু কোন কোন রোগীর কিছুমাত্র ফললাভ হয় না। অতএব ইহা স্মরণ থাকা আবশ্যক যে যদিও এক প্রকার কাগজ রোগনিবারণে অসমর্থ হয়, তথাপি অন্যবিধ কাগজ তদর্থে উপযোগী হইতে পারে। স্থলবিশেষে কখন বা পাতলা কখন বা স্থূল কাগজ দাহনে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইদানীন্তন ঐ সকল কাগজ কথঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বতন কাগজাপেক্ষা ইহারা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। যে সকল শুভ্র শোষক কাগজ (White Blotting paper) সচরাচর ব্যবহৃত হয়, উহা অত্যুগ্র উত্তপ্ত নাইটার্ ও ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ (Nitre and Chlorate of Potash) দ্রবে সিক্ত করতঃ শুষ্ক করিতে হয়। উহা প্রয়োজনমত পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে রোগীর শয়নাগারে দগ্ধ করিলে রোগ প্রশমনে পরাঙ্মুখ হয় না। সচরাচর দীর্ঘে ও প্রস্থে দশ ইঞ্চি পরিমিত এক খণ্ড কাগজ দগ্ধ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, কিন্তু গৃহের পরিসরানুসারে কখন কখন এবম্বিধ দুই তিন খণ্ড কাগজের আবশ্যক হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে রোগের প্রাবল্য নিবারণার্থ সমধিক নাইটারের (Nitre) ধূমের আবশ্যক হয়, সুতরাং কোন কোন রোগী একখণ্ড মাত্র কাগজ দাহনেই উপকার প্রাপ্ত হয়, কোন কোন ব্যক্তির দুই তিন খণ্ড অথবা তদধিক কাগজেরও প্রয়োজন হয়।

উল্লিখিত ঔষধগুলিন অনেকে তরুণ বাতরোগে আভ্যন্তরিকরূপে প্রয়োগ করেন। সাধারণতঃ বিশ্বাস এই যে বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের হৃৎপিণ্ডাভ্যন্তরস্থ

ভাল্ভ্ (Valve) সকলের যে বিকৃতাবস্থা উপস্থিত হয়, উহারা তন্নিবারণে সমর্থ। এরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে পূর্ব্বে অনেকানেক চিকিৎসকের ধারণা ছিল যে এই সকল ঔষধ সেবন করিলে শোণিতস্থিত ফাইব্রিন্ (Fibrin) যমিয়া যাইতে পারে না, এবং যমিয়া গেলেও এতদ্বারা উহা পুনর্গলিত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। বস্তুতঃ প্রথমতঃ উহারা এতাদৃশ গুণবিরহিত, দ্বিতীয়তঃ উহারা এবম্বিধ গুণালঙ্কৃত হইলেও বাতজনিত হৃৎপিণ্ডের ভাল্ভের পীড়া (Valvular Diseases of the Heart) প্রশমনে একান্ত অসমর্থ, যেহেতু উক্ত পীড়ার নিদানতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ভাল্ভের উপর লিম্ফ্ (Lymph) সঞ্চিত হওয়াতে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়, এবং ইহাতে ভাল্ভ্ (Valve) সকল স্থূল ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; বাস্তবিক শোণিতস্থ ফাইব্রিন্ (Fibrin) সঞ্চিত হইয়া ভাল্ভের বিকৃতি উৎপাদন করে না। যদিও উহারা হৃৎপিণ্ডস্থ ভাল্ভের পীড়া নিবারণে অক্ষম, তথাপি বাতরোগসম্ভূত জ্বর, বেদনা, ও প্রদাহ প্রশমনে কদাচিৎ পরাংমুখ নহে। উক্ত ঔষধ অহোরাত্রিমধ্যে অদ্ধ হইতে এক আউন্স পরিমাণে সেবন করিলে প্রভূত ঘর্ম্ম ও মূত্রস্রাব হওয়াতে জ্বরোত্তাপ ও যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে। উহারা লেমনেড্ (Lemonade) ও বার্লির জলের (Barley Water) সহিত স্বল্প শর্করাসহযোগে প্রযুক্ত হয়। কেহ কেহ প্রদাহ নিবারণার্থেও এই সকল ঔষধ ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু এতদ্বারা বিশেষ কোন ফল লাভ হয় বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

বালকদিগের মূত্রবেগধারণশক্তির অভাব হইলে নাইট্রেট্ অব্ পটাস্ (Nitrate of Potash) ব্যবহারার্থ অনেকে উপদেশ দিয়া থাকেন। লাম্বেগো (Lumbago) এবং পুরাতন বাতরোগে উহা সচরাচর প্রযোজ্য। এই সকল রোগে স্বভাবতঃ মূত্র লোহিত বর্ণ ধারণ করে, কিয়ৎকাল পাত্রাবস্থিত হইলে ঘোলা ও অপরিষ্কৃত লক্ষিত হয়, এবং উহার পরিমাণেরও লাঘব হইয়া থাকে। নাইট্রেট্ অব্ পটাস্ (Nitrate of Potash) দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় অথবা দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে মূত্র পরিষ্কৃত ও উহার পরিমাণের বৃদ্ধি হয়, এবং ক্রমশঃ বেদনারও লাঘব হইয়া থাকে।

ALUM, DRIED ALUM, AND ACETATE OF ALUMINA

ফট্‌কিরি, শুষ্কফট্‌কিরি, ও এসিটেট্‌ অব্‌ এলিউমিনা।

ফিজি। কি আভ্যন্তরিক কি বাহ্যিক এই উভয়বিধ প্রয়োগেই ফট্‌কিরি সঙ্কোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার কারণ এই যে দেহস্থ এল্‌বিউমেন্‌ (Albumen) উহার সহিত মিলিত হইলেই ঘমিয়া যায়। এলাম্‌ (Alum) অক্ষত চর্ম্মে সংলগ্ন হইলে উহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না, কিন্তু উহা ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিলে পূয, মিউকাস্‌ (Mucus) অথবা শরীরস্থ টিস্থসমূহে যে এল্‌বিউমেন্‌ (Albumen) অবস্থিতি করে তাহার সহিত মিলিত হওয়াতে উক্ত এল্‌বিউমেন্‌ (Albumen) ঘমিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, এবং তদ্বারা ক্ষতস্থান এরূপে আবৃত থাকে, যে তন্মধ্যে জল অথবা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। উহা যে কেবল এইরূপেই সঙ্কোচক গুণের পরিচয় প্রদান করে এমত নহে, দেহাভ্যন্তরস্থ টিস্থসকলও এতদ্বারা ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ক্ষতোপরি প্রযুক্ত হইলে তত্রস্থ ধমনীনিচয় ও টিস্থসকল আকুঞ্চিত হওয়াতে তন্মধ্যে সুচারুরূপে শোণিতসমাগমের ব্যাঘাত জন্মে, এবং ক্ষতস্থানের পুষ্টিসাধনেরও ব্যতিক্রম ঘটে, সুতরাং তথা হইতে পূয় অথবা মিউকাস্‌ (Mucus) স্রাবের লাঘব হয়। শুষ্ক ফট্‌কিরি সলিলাকর্ষণে সমর্থ, তজ্জন্য দাহক ও উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

ফট্‌কিরি উদরস্থ হইলে পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সঙ্কুচিত হয়, এবং তত্রস্থ এল্‌বিউমেন্‌ (Albumen) ঘমিয়া যায়; সুতরাং এতদ্বারা পরিপাকশক্তির লাঘব হইয়া থাকে। ইহার সঙ্কোচকগুণে পাকস্থলীস্থিত ধমনীসকল আকুঞ্চিত হওয়াতে যদিও ইহা রক্তরোধক ক্রিয়া প্রকাশ করে বটে, তথাপি ইহা এতৎক্রিয়া সাধনার্থ অপরাপর রক্তরোধক ঔষধাপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। কখন কখন ইহার বমননিবারক শক্তিও দৃষ্টিগোচর হয়।

অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ফট্‌কিরি বমনোৎপাদন করে, কিন্তু এণ্টিমনি (Antimony), ইপিকাক্‌ (Ipecac) প্রভৃতি অন্যান্য বমনকারক

ঔষধের ন্যায় ইহা অবসাদক অথবা ইহার ক্রিয়া স্বল্পকালস্থায়ী নহে। ইহা পাকস্থলী হইতে অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করতঃ কিয়দ্দূরমাত্র গমন করে। এতদ্দ্বারা আন্ত্রিক রসস্রাবের হ্রাস, ও তন্মধ্যস্থ ভুক্ত দ্রব্য ক্রমশঃ ঘনীভূত হওয়াতে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। দীর্ঘকাল সেবনে ইহা ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠ কাঠিন্য, ও অবশেষে পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্যাটার্ (Catarrh) উৎপাদন করে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অনতিবিলম্বেই উল্লিখিত যন্ত্রদিগের প্রদাহ উৎপাদিত হয়।

এলাম্ (Alum) উদরস্থ হইলে পাকযন্ত্রদ্বারা কিরূপ পরিমাণে শোষিত ও শোণিত সহ মিলিত হয় তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ অতি স্বল্পমাত্রই শোষিত হয়, এবং অধিকাংশই মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা মলের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়, এবং উহা কঠিন ভাব ধারণ করে। কিড্‌নি (Kidney), ইউটারাস্ (Uterus), লাংস্ (Lungs) প্রভৃতি দূরস্থ যন্ত্রাদির উপর উহার সঙ্কোচক অথবা রক্তরোধক ক্রিয়া নাই, এবং দেহাভ্যন্তর হইতে বিবিধ রসস্রাব ও প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব নিবারণেও উহা সমর্থ নহে।

উহাদের ক্রিয়া—সঙ্কোচক, রক্তরোধক, স্বল্পমাত্রায় বমননিবারক, ও অধিক মাত্রায় বমনকারক।

থির। এলাম্ (Alum) সঙ্কোচক ক্রিয়ার জন্য বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। ক্ষতস্থান হইতে অথবা একজেমা (Eczema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগে পীড়িত স্থান হইতে অবিরল ধারায় পূয় কিম্বা রসস্রাব হইলে তন্নিবারণার্থ উহা প্রযুক্ত হয়, কিন্তু এতদ্দ্বারা ক্ষত অথবা চর্ম্মরোগের কোন প্রতিকার সাধিত হয় না। রক্তরোধক গুণ থাকাতে উহা নাসারন্ধ্র, দন্তমাড়ি, অর্শবলী অথবা জলৌকা-দষ্ট স্থান হইতে সামান্য শোণিতস্রাব নিবারণার্থ বিশেষ উপযোগী। ফট্‌কিরি চূর্ণ কিম্বা উহার উগ্রদ্রব রক্তনির্গমস্থানে প্রয়োগ করিলে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) যমিয়া, এবং টিশু ও ধমনী সঙ্কুচিত হইয়া অনতিবিলম্বেই রক্তস্রাব সরুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রোলাপ্‌সস্ এনাই ও ইউটেরাই (Prolapsus Ani and Uteri) রোগে ছয় গ্রেণ ফট্‌কিরি এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে আশু উপকার সম্ভাবনা,

কিন্তু এতদপেক্ষা অন্যান্য সঙ্কোচক ঔষধ অধিকতর ফলপ্রদ, যথা ফিরাকস (Ferri Sulph)। স্বল্পবয়স্কা বালিকাদিগের ভাল্‌ভাইটিস্‌ (Vulvitis) রোগে ইহার দ্রব মহোপকারী। এতদর্থে এক পাইণ্ট জলে এক ড্রাম ফট্‌কিরি মিশ্রিত করা আবশ্যক। একখণ্ড লিণ্ট (Lint) উক্ত দ্রবে সিক্ত করতঃ নিরন্তর পীড়িতস্থানে সংলগ্ন রাখিলে, অথবা উষ্ণ জল দ্বারা যোনি গহ্বরস্থিত পূয়রাশি ধৌত করতঃ উহার পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলে সত্বর পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। এই রোগে যে পূয়ক্ষরণ হয় উহা যদ্যপি ভাল্‌ভার (Vulva) পার্শ্বদ্বয় হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লিণ্ট সংস্থাপন করিলেই স্রাব রহিত হয়; কিন্তু যদ্যপি উক্ত পূয়রাশি যোনিগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে ক্ষরিত হয় তাহা হইলে ফট্‌কিরি দ্রবের পিচ্‌কারী দ্বারা তৎস্থান ধৌত না করিলে স্রাব নিবারিত হয় না; সুতরাং উক্ত ঔষধ অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন উল্লিখিত দ্রব দ্বারা যোনিগহ্বরের প্রদাহ উৎপাদিত হয়, সেস্থলে এক পাইণ্ট জলে এক ড্রাম ফট্‌কিরি মিশ্রিত না করিয়া অর্দ্ধ ড্রাম পরিমাণে মিলিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এবম্বিধ অনুগ্র ফট্‌কিরিদ্রব অটোরিয়া (Otorrhæa) রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এতদর্থে গ্লিসিরিণ্‌ অব্‌ ট্যানিন্‌ (Glycerine of Tannin) মহোপকারী। শিশুদিগের পুরুলেণ্ট অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া (Purulent Ophthalmia) রোগে উগ্র ফট্‌কিরিদ্রব বিশেষ উপকারী। ৮ গ্রেণ ফট্‌কিরি এক আউন্স জলে দ্রবীভূত করতঃ তদ্দ্বারা নয়নাভ্যন্তর ১৫ মিনিট কাল ব্যবধানে ধৌত করিলে প্রতিকার সাধিত হয়। এই রোগে সদাসর্ব্বদা শীতল জল নয়নমধ্যে প্রয়োগ করিলেও আশানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে।

মুখাভ্যন্তরস্থ ক্ষত নিবারণার্থ ফট্‌কিরি অদ্বিতীয় ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার দ্রব দ্বারা মুখগহ্বর প্রক্ষালন করিলে অতি স্বল্পকাল মধ্যেই ক্ষত আরোগ্য হয়। এতৎকার্য্য সাধনে ইহার সঙ্কোচক ও উত্তেজক এই উভয় গুণই সবিশেষ তৎপর। মুখগহ্বরস্থ ক্ষত অপরিষ্কৃতাবস্থায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে দিবসে তিন চারিবার শুষ্ক ফট্‌কিরি (Dried Alum) সংস্পর্শে উহা সত্বর আরোগ্যোন্মুখ হইয়া উঠে। কখন কখন এরূপাবস্থায় ক্লোরেট্‌ অব্‌

পটাস্ (Chlorate of Potash) এবং বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলেও তুল্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধারণ সোর্থ্রোট্ (Sore Throat), স্কার্লেট্ জ্বর (Scarlet Fever) জনিত সোর্থ্রোট্ (Sore Throat), টন্সিলাইটিস্ (Tonsillitis), এবং ডিপ্থিরিয়া (Diphtheria) রোগেও শুষ্ক ফট্কিরি (Dried Alum) অথবা উহার দ্রব বিশেষ উপকারী।

অনেকে বলেন যে দশ গ্রেণ ফট্কিরি চূর্ণ জিহ্বোপরি সংস্থাপন করতঃ ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিলে হাঁপানি রোগের প্রকোপ নিবারিত হয়। গলাভ্যন্তরের পুরাতন প্রদাহ বশতঃ তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শিথিল, এবং উহা শ্লেষ্মা অথবা পূযাবৃত হইলে ফট্কিরিদ্রবের কুল্লি মহোপকারী ; কিন্তু এতদুদ্দেশে উহাপেক্ষা গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) অধিকতর ফলপ্রদ। পুরাতন ওজিনা (Ozœna) রোগবশতঃ নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধময় পূয়ক্ষরণ নিবারণার্থ উক্ত দ্রব বিশেষ উপযোগী। এক ড্রাম ফট্কিরি এক পাইন্ট জলে মিশ্রিত করিলে যে দ্রব প্রস্তুত হয় পিচ্কারী অথবা রবারের নলের সহায়তায় তদ্বারা নাসিকাভ্যন্তর ধৌত করা আবশ্যক। এতাদৃশ উপায়াবলম্বনে যদ্যপি পীড়া সমূলে নির্ম্মূল না হয় তথাপি পূযস্রাব ও দুর্গন্ধ অনায়াসেই দূরীভূত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে ওজিনা (Ozœna) রোগের দুর্গন্ধ নিবারণে সাধারণ ফট্কিরি অপেক্ষা এসিটেট্ অব্ এলিউমিনার (Acetate of Alumina) শক্তি অধিক ; কিন্তু যদ্যপি পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধাদি দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে পার্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ (Permanganate of Potash) অথবা কার্বলিক্ এসিডের (Carbolic Acid) অনুগ্র দ্রব দ্বারা নাসাভ্যন্তর ধৌত করা আবশ্যক। এতদর্থে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) জলে মিশ্রিত করতঃ নাসিকামধ্যে উহার পিচ্কারী প্রয়োগ করিলেও বিশেষ ফল দর্শে। প্রুরাইটাস্ ভাল্ভা (Pruritus Vulva) রোগে ফট্কিরির উগ্র দ্রব সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদ্বারা উহার কণ্ডূয়নাদি স্বল্পকাল মধ্যেই নিবারিত হইয়া থাকে। লিউকোরিয়া (Leucorrhæa), এবং তরুণ অথবা পুরাতন প্রমেহ রোগে ইহার দ্রব যোনি অথবা ইউরিথ্রা (Urethra) মধ্যে পিচ্কারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে সহসা পূয়স্রাব নিবারিত হয়, কিন্তু ইহার সঙ্কোচক গুণে কখন কখন পীড়িত ও তন্নিকটস্থ

টিসু (Tissue) সকল আকুঞ্চিত হওয়াতে নিম্নোদরে কলিক্‌ (Colic) বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এতদুদ্দেশে এক পাইণ্ট জলে এক ড্রাম ফট্‌কিরি মিশ্রিত করা আবশ্যক। পুরাতন কাশি ও স্বরভঙ্গ হইলে এক আউন্স জলে দশ গ্রেণ ফট্‌কিরি দ্রবীভূত করিয়া গলাভ্যন্তরে উহা স্প্রে (Spray) দ্বারা প্রয়োগ করিলে আশু উপকার সম্ভাবনা। কঞ্জাংটিভাইটিস্‌ (Conjunctivitis) রোগে চারি অথবা পাঁচ গ্রেণ ফট্‌কিরি এক আউন্স গোলাপ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুমধ্যে দিবসে তিন চারিবার প্রয়োগ করিলে সত্বর প্রদাহের শান্তি হয়। কখন কখন এতদর্থে উহার সহিত সল্‌ফেট্‌ অব্‌ জিঙ্ক (Sulphate of Zinc) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দন্তমাঞ্জন প্রস্তুতার্থ ফট্‌কিরি ব্যবহৃত হয়, এবং উহা অপরিষ্কৃত জলে নিক্ষেপ করিলে উহার মলিনত্ব দূর করে।

বিবিধ ব্যাধি নিবারণার্থ ফট্‌কিরি আভ্যন্তরিক রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তরোধক গুণ থাকাতে ইহা পাকস্থলীর রক্তস্রাবে সচরাচর ব্যবহার্য্য, কিন্তু লাংস্‌ (Lungs), ইউটেরাস্‌ (Uterus), কিড্‌নি (Kidney) প্রভৃতি দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির শোণিতস্রাব সংহরণে ইহার শক্তি নাই। সঙ্কোচক ক্রিয়ার জন্য পুরাতন উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে অনেকে ইহা ব্যবহার করেন। বমনকারক ক্রিয়ার জন্য স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের ক্রুপ (Croup), ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Bronchitis), ও ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Capillary Bronchitis) রোগে ইহা মধুর সহিত এক ড্রাম মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। সচরাচর একবার মাত্র প্রয়োগেই বমন হইয়া থাকে, কখন কখন দুই তিনবার প্রয়োগেরও আবশ্যক হয়। এতদ্দ্বারা যে বমন হয় তাহার সহিত প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়াতে রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্র ও অপরাপর যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস যে ক্রুপ (Croup) রোগে এলাম (Alum) প্রয়োগ দ্বারা বমনোৎপাদন করিলে শত শত রোগীকে কালগ্রাস হইতে রক্ষা করা যায়। তাঁহারা বলেন যে পীড়ার প্রাথর্য্যানুসারে প্রত্যহ রোগীকে তিন চারিবার বমন করান আবশ্যক। কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থা হইতে এরূপ চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন না করিলে প্রীতিকর ফল প্রত্যাশা করা যায় না।

অনেক চিকিৎসক লেড্ কলিক্ (Lead Colic) রোগে ফট্কিরি ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন উহা প্রয়োগ করিলে উক্ত রোগজনিত বেদনা, আক্ষেপ ও কোষ্ঠবদ্ধতা স্বল্পকালমধ্যেই দূরীভূত হয়, এবং এতদ্দারা যেরূপ ফললাভ হয় অন্যান্য ঔষধ দ্বারা তাদৃশ সম্ভবে না। তাঁহারা উহা দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রতিঘণ্টায় ব্যবহার করেন।

ইহার বমনকারক গুণের ন্যায় বমননিবারক শক্তিও দৃষ্টিগোচর হয়। যক্ষা রোগে নিরতিশয় কাশপ্রকোপবশতঃ বমন হইলে ছয় হইতে দশ গ্রেণ মাত্রায় ফট্কিরি সেবনে উহা নিবারিত হয়। হুপিং কফ্ (Whooping Cough) রোগে বমন নিবারণার্থও ইহা মহোপযোগী। উক্ত পীড়াতে ইহা যে কেবল বমন নিবারণে সক্ষম এমত নহে, এতদ্দার পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য সংঘটিত হয় না। হুপিং কফ্ (Whooping Cough) রোগে ইহা এতাদৃশ ফলদায়ক যে সেবনমাত্রেই পীড়ার প্রাথর্য্য প্রশমিত হয়, এবং স্বল্পকালমধ্যেই রোগের শান্তি হইয়া থাকে। যদ্যপি এই পীড়ার সহিত জ্বর, ফুস্ফুস্ প্রদাহ, দন্তোদ্গম হেতু দন্তমাড়ির উগ্রতা, অন্ত্রমধ্যে ক্রিমির অবস্থান ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইলে ফট্কিরি দ্বারা আশানুরূপ ফল প্রত্যাশা করা যায় না। যে স্থলে উহার সহিত কোনরূপ উপসর্গ বর্ত্তমান না থাকে কেবলমাত্র সেই স্থলেই উহা মহোপকারী বলিয়া পরিচিত। ফট্কিরি উল্লিখিত রোগে মধু অথবা গ্লিসিরিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া গলাভ্যন্তরে স্থানিক প্রয়োগ করিলেও বিশেষ ফল দর্শে। উহা দুই অথবা তিন ঘণ্টা অন্তর দুই হইতে ছয় গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই পীড়া প্রশমনান্তেও সচরাচর কিয়ৎকাল যাবৎ রোগীর কাশি বর্ত্তমান থাকে, *এমন কি রোগের প্রধান লক্ষণস্বরূপ "হুপ" শব্দ অন্তর্হিত হইলেও সময়ে সময়ে* কাশির বেগে রোগীকে নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এরূপ অবস্থাতেও এলাম (Alum) কিয়ৎকাল প্রয়োগ করা আবশ্যক। কেহ কেহ উহা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগেও ব্যবহার করেন। এতদর্থে দেড় গ্রেণ এলাম (Alum), এক গ্রেণ বিস্মাথ্ (Bismuth), এবং আবশ্যকমত এক্সট্রাক্ট্ জেন্সন্ (Extract Gentian) একত্রে মিশ্রিত করতঃ বটিকাকারে প্রাতঃ সন্ধ্যায় প্রযোজ্য।

SALTS OF MANGANESE

ম্যাঙ্গানিজ্ লবণসমূহ।

ফিজি। ম্যাঙ্গানিজ্ লবণ (Manganese Salts) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ভেদ ও বমন হয়। কথিত আছে এতদ্দারা পিত্তস্রাবের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু অনেকে উহা অস্বীকার করেন। অনেকের বিশ্বাস যে ইহা রক্তের লোহিত কণিকামধ্যে অবস্থিতি করাতে এনিমিয়া (Anæmia) রোগে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এতদ্দারা আশানুরূপ ফল প্রসবিত হয় না। ইহা দীর্ঘকাল সেবনে ক্রমশঃ শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে, চলৎশক্তির লাঘব হয়, এবং অবশেষে প্যারাপ্লিজিয়া (Paraplegia) রোগ জন্মে। কেহ কেহ বলেন, যে এতদ্দারা লিভারের (Liver) ফ্যাটিডিজেনারেসন্ (Fatty Degeneration) সংঘটিত হয়। পারম্যাঙ্গানেট্ (Permanganate) পচননিবারক ও দুর্গন্ধনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ, যেহেতু উহাতে যে অম্লজান বাষ্প থাকে উহা উক্ত লবণ হইতে বিচ্ছিন্ন ও ওজোন (Ozone) আকারে পরিণত হইয়া গলিত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ কিম্বা বাষ্পের সহিত মিলিত হওয়াতে পচন নিবারিত ও দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। ইহার রজোনিঃসারক গুণও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

উহাদের ক্রিয়া—পারম্যাঙ্গানেট্গুলি পচননিবারক, দুর্গন্ধনাশক, ও রজোনিঃসারক।

থিরা। অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক গ্যাষ্ট্রোডিনিয়া (Gastrodynia) এবং পাইরোসিস্ (Pyrosis) রোগে ম্যাঙ্গানিজ্ ডাইঅক্সাইডের (Manganese Dioxide) ব্যবস্থা করেন, কিন্তু এতদ্দারা কতদূর ফললাভ হয় তাহার স্থিরতা নাই। ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) রোগের সহিত উদরাধ্মান বর্ত্তমান থাকিলেও অনেকে পারম্যাঙ্গানেট্ (Permanganate) প্রয়োগ করেন। এতদ্দারা শোণিতস্থিত ইউরিক্ এসিড্ (Uric Acid) ইউরিয়াতে (Urea) পরিণত হয়, সুতরাং এতদুদ্দেশেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। স্কার্লেট্ জ্বর (Scarlet Fever), ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas), পিয়ারপ্রাল্ ফিবার (Puerpral Fever), ডিপ্থিরিয়া (Diphtheria),

ও পায়িমিয়া (Pyæmia) রোগে অনেকে ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির উপর ইহার কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না, ইহা কেবল অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কথঞ্চিৎ ক্রিয়া বর্দ্ধনে সমর্থ।

অ্যামেনোরিয়া (Amenorrhœa) রোগে, বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোকদিগের এবম্বিধ পীড়াতে পার্ম্যাঙ্গানেট্ (Permanganate) বিশেষ উপকারী। ঋতু কালীন প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব না হইলে, অথবা ঋতুর সময় উত্তীর্ণ কিম্বা একবারীন ঋতু রহিত হইলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সেবন করিলে কখন কখন স্বল্পকালমধ্যেই ঋতু পুনরাবির্ভূত হয়, কখন বা এতাদৃশ বিলম্ব হয় যে দেড় কিম্বা দুই মাস যাবৎ ঔষধ ব্যবহার না করিলে উহার ফল লক্ষিত হয় না। এতৎ প্রয়োগে নির্দ্দিষ্ট সময়েই সচরাচর ঋতু পুনঃ প্রকাশিত এবং শোণিতস্রাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ যে কোন কারণে ঋতুর কাল ও স্রাব সম্বন্ধে বৈলক্ষণ্য, এবং রোগিণীর অবস্থা সবল কিম্বা দুর্ব্বল হউক না কেন, ইহা কদাচিৎ ফল প্রদানে পরাংমুখ নহে; কিন্তু এতদ্বারা কিছু মাত্র শোণিতের অবস্থার উন্নতিসাধন হয় না। ইহা এক গ্রেণ মাত্রায় কন্‌ফেক্‌সন্ অব্ রোজ (Confection of Rose) সহযোগে বটিকাকারে দিবসে তিনবার সেবনীয়। যাবৎ রজঃস্রাব পুনরারব্ধ না হয় তাবৎ ইহা সেবন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ঋতুর প্রথম দিন হইতে রহিত করিয়া সম্মুখীন নির্দ্দিষ্ট ঋতু কালের চারি দিবস পূর্ব্ব হইতে পুনঃ সেবন আরম্ভ করা, এবং যাবৎ রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকে তাবৎ উহা ব্যবহার করা বিধেয়।

NITRATE AND CARBONATE OF BISMUTH.

নাইট্রেট্ ও কার্বনেট্ অব্ বিস্‌মাথ্।

ফিজি। নাইট্রেট্ ও কার্ব্বনেট্ অব্ বিস্‌মাথ্ (Nitrate and Carbonate of Bismuth) সহসা দ্রবণীয় নহে, এজন্য ক্ষত অথবা অক্ষত চর্ম্মোপরি সংলগ্ন হইলে কোনরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে না। ইহারা আস্বাদ বিহীন বটে, কিন্তু কখন কখন এতদ্দ্বারা মুখের শুষ্কতা জন্মে এবং জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। দুগ্ধসহযোগে সেবন করিলে উহাদের এতাদৃশ গুণ দৃষ্টি গোচর হয় না। পাকস্থলীমধ্যে প্রবেশ করিলে উহাদের রূপান্তর হয় কি না, এবং তথা হইতে শোষিত হইয়া দেহমধ্যে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে কি না তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে যে উহারা দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির উপর ক্রিয়া প্রকাশে সমর্থ নহে। পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে উহাদের স্থানিক ক্রিয়া লক্ষিত হয়। উল্লিখিত প্রদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতা অথবা প্রদাহনিবন্ধন বিবমিষা ও বমন হইলে, এবং উহাদের আক্ষেপবশতঃ উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত হইলে এতৎ প্রয়োগে উহা নিবারিত হইয়া থাকে। অপাকবশতঃ উদরাময় জন্মিলে উহারা তন্নিবারণেও সমর্থ। উদরস্থ হইলে উহারা অতি স্বল্প পরিমাণেই শোষিত ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, অধিকাংশই মলের সহিত নির্গত হইতে দেখা যায়; এবং উহাদের ক্রিয়া বশতঃ মল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

উহাদের ক্রিয়া—বমননিবারক, সংকোচক, ও আক্ষেপনিবারক।

থিরা। উল্লিখিত ঔষধদ্বয় ইণ্টারট্রাইগো (Intertrigo) এবং একজেমা (Eczema) রোগে চূর্ণাকারে চর্ম্মোপরি প্রয়োজিত হয়, কিন্তু উহাদের অপেক্ষা অপরাপর ঔষধ অধিকতর ফলপ্রদ। ওজিনা (Ozœna) রোগ উপদংশসম্ভূত না হইলে বিস্‌মাথ্ (Bismuth) নস্য স্বরূপ সেবন করিলে উপকার দর্শে। পাকস্থলীর বিবিধ পীড়ায় সব্‌নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মাথ্ (Subnitrate of Bismuth) ব্যবহৃত হয়। পাকাশয়ের প্রদাহ জন্মিলে, অথবা তন্মধ্যে পুরাতন ক্যান্সার (Cancer) কিম্বা ক্ষত বর্ত্তমান থাকিলে উদরমধ্যে নিরন্তর নিরতিশয়

যন্ত্রণা অনুভূত হয়, এই যন্ত্রণা নিবারণার্থ বিস্‌মাথ্ (Bismuth) বিশেষ উপযোগী। দীর্ঘকাল অপরিমিত সুরাপানবশতঃ পুরাতন গ্যাষ্ট্রাইটিস্ (Gastritis) পীড়া জন্মে, এবং তন্নিবন্ধন অবিরত বিবমিষা ও বমন হয়; সুতরাং রোগী কোন দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারেনা, এবং নিরন্তর এপিগ্যাষ্ট্রিয়ম্ (Epigastrium) প্রদেশে বেদনা অনুভব করে। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবনে রোগীর যন্ত্রণার লাঘব এবং বমন নিবারিত হয়। অজীর্ণতা বশতঃ গ্যাষ্ট্রোডিনিয়া (Gastrodynia) কিম্বা পাকস্থলীর আক্ষেপ সংঘটিত হইলেও উহা ফলোৎপাদন করে। আহারের অব্যবহিত পরেই কোন কোন ব্যক্তির উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) রোগসম্ভূত। ইহাতে দশ গ্রেণ সব্‌নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মাথ্ (Subnitrate of Bismuth) ও দশ গ্রেণ বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা (Bicarbonate of Soda) একত্রে মিশ্রিত করতঃ আহারান্তে সেবন করিলে বেদনা দূরীভূত হয়। উল্লিখিত পীড়ার সহিত যদ্যপি উদরাময় বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সহিত দশ গ্রেণ এরোম্যাটিক্ চক্ পাউডার (Aromatic Chalk Powder), এবং যদ্যপি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে পাঁচ গ্রেণ পল্‌ভ্ স্ক্যামনি (Pulv Scamony) কিম্বা পল্‌ভ্ রিয়াই (Pulv Rhei) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পাকস্থলীর তরুণ অথবা পুরাতন ক্যাটার্ (Catarrh) বশতঃ কিম্বা কারণান্তর প্রযুক্ত শিশু সন্তানগণের বমন হইয়া থাকে। এবম্বিধ বমন নিবারণার্থ বিস্‌মাথ্ (Bismuth) মহোপযোগী। বিবিধ প্রকার পাইরোসিস্ (Pyrosis) রোগেও ইহা ফলদায়ক। উদ্গীরিত দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া অম্ল, ক্ষার, অথবা নাতিক্ষারাম্ল যাহাই হউক না কেন উক্ত ঔষধ প্রয়োগে সহসা বমন নিবারিত হয়। পাকস্থলীমধ্যে অত্যধিক অম্ল সঞ্চার হইলেও অনেকে ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে উহার সহিত আফিম, মর্ফিয়া (Morphia), কিম্বা ম্যাগ্‌নিসিয়া (Magnesia) প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফললাভ হয়। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়ার সহিত উদরাধ্মান বর্ত্তমান থাকিলে উহা চারকোলের (Charcoal) সহিত সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিস্মাথ্ (Bismuth) সংকোচক ক্রিয়ার জন্য পুরাতন উদরাময় রোগে অতীব ফলদায়ক। অনেক স্থলে দেখা যায় যে অন্যান্য ঔষধ অভীষ্টসাধনে অসমর্থ হইলেও এতৎ প্রয়োগে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগের চরমাবস্থায় উদরাময় নিবারণার্থ ইহা মহোপযোগী। এতদুদ্দেশে উহা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় দিবসে চারি পাঁচ বার সেবন করা আবশ্যক। এতাদৃশ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিতে হইলে উহা দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, নতুবা এতদ্দ্বারা পরিপাকশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে।

অজীর্ণতা অথবা পাকযন্ত্রমধ্যে অম্লাধিক্যবশতঃ শিশুদিগের উদরাময় উপস্থিত হইলে দুগ্ধের সহিত অধিক মাত্রায় বিস্মাথ্ (Bismuth) প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। কখন কখন এক গ্রেণ বিস্মাথ্ প্রতিঘণ্টায় প্রয়োগ করিলেও উহা আশানুরূপ ফল প্রসব করে, এবং যদ্যপি উহার সহিত ১/৪ গ্রেণ গ্রে পাউডার (Grey Powder) মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার ক্রিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তরুণ অথবা পুরাতন প্রমেহ রোগে পিচ্কারী দ্বারা ইউরিথ্রা (Urethra) মধ্যে প্রয়োগ করিলে উহা যন্ত্রণা নিবারণে সমর্থ। এতদর্থে অর্দ্ধ আউন্স বিস্মাথ্, অর্দ্ধ আউন্স গ্লিসিরিণ্ (Glycerine), এবং তিন আউন্স জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য বিস্মাথ্ যেমন পাকস্থলীর আক্ষেপে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ ডায়াফ্রাম্ (Diaphragm) পেশীর আক্ষেপবশতঃ হিকাপ্ (Hiccup) উপস্থিত হইলেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদর্থে উহা ডাইলিউট্ হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ (Dilute Hydrocyanic Acid) এবং টিংচার বেলেডনার (Tincture Belladonna) সহিত অনেকে ব্যবহার করেন। রোগী সতেজ ও সবল থাকিলে যদিও উল্লিখিত ঔষধাদি দ্বারা ফলদর্শে বটে, তথাপি ইহাতে সচরাচর নাড়ী এতাদৃশ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয় যে ঐ সকল ঔষধের সহিত ব্রাণ্ডি, মৃগনাভি, ইথার (Ether) প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডোত্তেজক ঔষধ স্থলবিশেষে ব্যবস্থেয়।

IRON

লৌহ।

ফিজি। মানবদেহ ধারণ জন্য লৌহ একটী অতীব আবশ্যকীয় পদার্থ। অক্ষত চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে লৌহঘটিত ঔষধসকল ক্রিয়াবিহীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ক্ষত স্থানে কিম্বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর সংলগ্ন হইলে লৌহের দ্রবণীয় লবণসকল এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিশ্রিত হয়, এবং টিস্থ ও ধমনীগুলিকে সংকুচিত করে। স্থানিক প্রয়োগে এইরূপ সংকোচক ক্রিয়া ব্যতীত উহাদের উত্তেজক ও উগ্রতাসাধক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

লৌহের ইন্‌অর্গানিক্ সল্টগুলি (Inorganic Salts) অর্গানিক্ সল্ট্ (Organic Salts) অপেক্ষা অধিকতর সংকোচক ও উত্তেজক। যে সকল সল্ট্ (Salts) এসেটিক্, সাইট্রিক ও টার্টারিক্ (Acetic, Citric, and Tartaric) প্রভৃতি অর্গানিক্ এসিড্ (Organic Acid) দ্বারা প্রস্তুত তাহারাই অর্গানিক্ সল্ট্ (Organic Salts), এবং যাহারা হাইড্রোক্লোরিক্, ফস্ফরিক্ (Hydrochloric, Phosphoric) প্রভৃতি ইন্‌অর্গানিক্ এসিড্ (Inorganic Acid) দ্বারা প্রস্তুত তাহাদিগকে ইন্‌অর্গানিক্ সল্ট্ (Inorganic Salts) কহে। ইন্‌অর্গানিক্ সল্টের (Inorganic Salts) মধ্যে ফেরিক্ও ফেরাস্ (Ferric and Ferrous) এই দুই প্রকার লবণ (Salts) আছে, যে গুলি ফেরিক্ লবণ (Ferric Salts) তাহাদের উক্ত ক্রিয়া ফেরাস্ লবণ (Ferrous Salts) অপেক্ষা অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে।

সল্‌ফেট্ এবং ক্লোরাইড্ অব্ আইরন্ (Sulphate and Chloride of Iron) রক্তরোধক, কিন্তু উল্লিখিত ক্রিয়া সাধনে ক্লোরাইডেরই (Chloride) শক্তি অধিক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী হইতে শোণিতস্রাব হইলে এতৎ প্রয়োগে অনায়াসেই উহা সংরুদ্ধ হয়; কিন্তু ইহার দোষ এই যে এতদ্বারা ক্ষতস্থানের উগ্রতা সাধিত হওয়াতে ফার্ষ্ট ইণ্টেন্‌সন্ (First Intention) দ্বারা উহার সম্মিলন হয় না। উক্ত ক্রিয়া সম্বন্ধে কার্ব্বলিক্ এসিডের (Carbolic Acid)

গুণও ক্লোরাইড্ অব্ আইরনের (Chloride of Iron) ন্যায়, তবে প্রভেদ এই যে উহা প্রয়োগ করিলে ফার্ষ্ট ইণ্টেন্সন্ (First Intention) দ্বারা ক্ষত স্থানের সংযোগের ব্যাঘাত জন্মে না। লৌহের দ্রবনীয় লবণগুলির আস্বাদ কসায় এবং ধাতুর আস্বাদের ন্যায়। ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে উহাদের যেরূপ সংকোচক ক্রিয়া লক্ষিত হয়, মুখাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরও তদনুরূপ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। লৌহঘটিত লবণমাত্রেই সেবনে জিহ্বা ও দশনাবলী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, বিশেষতঃ কোন দন্তের কেরিজ্ (Caries) পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে মুখমধ্যে নিরন্তর সল্‌ফরেটেড্ হাইড্রোজেন্ (Sulphurated Hydrogen) বাষ্প সমুত্থিত হওয়াতে উহা অধিকতর লক্ষিত হয়।

লৌহঘটিত লবণমাত্রেই যে সংকোচক তাহা নহে। পার্‌নাইট্রেট্ (Pernitrate), পার্‌ক্লোরাইড্ (Perchloride) প্রভৃতি পার্‌সল্টসকলের (Persalts) এই ক্রিয়া অতীব বলবতী, এবং আইওডাইড্ (Iodides) ও সল্‌ফেট্‌গুলিরও (Sulphates) এই গুণের অসদ্ভাব নাই। উল্লিখিত লবণ নিচয় আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কেবল যে সংকোচক ক্রিয়াই প্রকাশ করে এমত নহে, উহারা উত্তেজক এবং অধিক মাত্রায় পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতাসাধক বলিয়াও পরিচিত। এতদ্ব্যতীত লৌহের অপরাপর লবণ উদরস্থ হইলে উপরোক্ত ক্রিয়াসাধনে তৎপর নহে। লৌহের যে সকল দ্রবণীয় লবণ আছে তাহারা পাকস্থলীমধ্যে প্রবেশ করিলে এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হয়, কিন্তু অদ্রবনীয় লবণগুলি গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) অম্লরস (Acid) দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া থাকে। রিডিউষ্ট্ আইরন্‌ও (Reduced Iron) গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্ (Gastric Juice) দ্বারা প্রায় সম্যক্‌প্রকারে দ্রবণীয়, কিন্তু উহা হইতে পাকস্থলীমধ্যে হাইড্রোজেন্ (Hydrogen) বাষ্প উত্থিত হয়। কখন কখন উহার সহিত সল্‌ফাইড্ (Sulphide) বর্ত্তমান থাকাতে সল্‌ফরেটেড্ হাইড্রোজেন্ (Sulphurated Hydrogen) বাষ্পও উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত বাষ্পদ্বয় উদরমধ্যে সঞ্চিত হইলে উদ্গার আরম্ভ হয়, এবং পশ্চাল্লিখিত বাষ্প নিঃসৃত হওয়াতে দুর্গন্ধ ও মুখমধ্যে কদাস্বাদ জন্মে। লৌহের পার্‌অক্‌সাইড (Peroxide)

অতিশয় উত্তপ্ত করিলে পাকস্থলীমধ্যে সহজে দ্রবীভূত হয় না। উহা অপেক্ষা কার্ব্বনেট্ এবং অক্সাইড্ অব্ আইরন্ (Carbonate and Oxide of Iron) অনায়াসে দ্রবণীয়।

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে সল্‌ফেট্, এসিটেট, পার্‌ক্লোরাইড্ ও পার্‌নাইট্রেট্ অব্ আইরন্ (Sulphate, Acetate, Perchloride and Pernitrate of Iron) সংকোচক। উহারা পাকস্থলীমধ্যে প্রবেশ করণান্তর, তথা হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রমধ্যে কিয়দ্দূর গমন করিলেই অদ্রবণীয় সল্‌ফাইডে (Sulphide) পরিণত হয়, সুতরাং উহাদের সংকোচক ক্রিয়া কেবল মাত্র পাকস্থলীমধ্যে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগে প্রকটিত হইয়া থাকে। এই সকল সল্‌ফাইডের (Sulphide) ক্রিয়াবশতঃ মল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। লৌহঘটিত লবণসকল যকৃৎ কিম্বা প্যান্‌ক্রিয়াজের (Pancreas) উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না।

লৌহের অদ্রবণীয় লবণগুলি পাকস্থলী হইতে অতি স্বল্প পরিমাণে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে নীত হয়, কিন্তু উহার অধিকাংশই মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্ (Gastric Juice) মধ্যে যে এসিড্ বর্ত্তমান থাকে তাহার পরিমাণের স্বল্পতানিবন্ধন তাবৎ লৌহলবণ দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু লৌহের যে সকল লবণ দ্রবণীয় তাহারা অধিকাংশই শোষিত এবং শোণিতস্থিত লোহিত কণিকার সহিত মিলিত হয়, যে অল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকে উহা শরীরাভ্যন্তরস্থ যে সকল স্রাবে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) লক্ষিত হয় তাহার সহিত মিশ্রিত হওয়াতে উহা লোহিত বর্ণ ধারণ করে। লৌহ কেবল মাত্র মলের সহিত নির্গত হয় বলিয়া পূর্ব্বে চিকিৎসকদিগের বিশ্বাস ছিল, যে কি দ্রবণীয় কি অদ্রবণীয় এই উভয়বিধ লৌহলবণই অতি অল্প পরিমাণে শোষিত হয়, এবং অধিকাংশই অকর্ম্মণ্যাবস্থায় দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু এ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক, তাহার কারণ এই যে লৌহ পাকযন্ত্র হইতে একবার শোষিত হইলে পুনরায় যে তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ মলের সহিত নিঃসৃত হইতে পারে না এমত নহে, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে কোন লৌহঘটিত ঔষধ শিরামধ্যে পিচ্‌কারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে উহা কিয়ৎ কাল পরে মলের সহিত বহির্গত হয়। অতএব এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে

যে এই সকল ঔষধ যে পরিমাণেই শোষিত হউক না কেন দেহাভ্যন্তর হইতে অবশেষে বিষ্ঠার সহিত বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে।

অক্সাইড্ অব্ আইরনের (Oxide of Iron) অম্লজান বাষ্প আকর্ষণের শক্তি আছে। এতদ্বারা ঐ বাষ্প সংগৃহীত হইয়া ওজোনে (Ozone) পরিণত হয়। এজন্য ভিষগ্‌বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে শোণিতস্থ লোহিত কণিকামধ্যে যে লৌহ বর্তমান থাকে উহা নিশ্বাস বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প আকর্ষণ ও উহাকে ওজোনে (Ozone) পরিণত করতঃ সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং প্রয়োজনানুসারে দেহস্থ সমস্ত টিসুমধ্যে বিতরণ করে। ইহাকেই টিসু অক্সাইডেসন্ (Tissue Oxidation) কহে। সুস্থাবস্থায় লৌহ সেবন করিলে লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু এনিমিয়া (Anæmia) রোগে হইয়া থাকে। এতদ্বারা উহাদিগের লোহিত বর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দুর্বল ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পাকযন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হীনবল হইয়া স্বকীয় ক্রিয়া সাধনে বিরত হইলে লৌহ উহাকে বলপ্রদান করতঃ ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা যে কেবল রক্তোৎপাদক তাহা নহে, আগ্নেয় ও বলকারক বলিয়াও পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে যে সকল লৌহলবণ সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে উহা সেবন করিলে পরিপাক শক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; বরং লৌহের অসংকোচক লবণাপেক্ষা উহারা স্থলবিশেষে ক্ষুধাবর্দ্ধনে অধিকতর উপযোগী। তবে অসংকোচক লবণসেবনের সুবিধা এই যে উহারা আস্বাদবিহীন। লৌহ সেবনে কোন কোন ব্যক্তির পাকযন্ত্রের বিকৃতি উপস্থিত হওয়াতে ক্ষুধামান্দ্য, উদরমধ্যে বেদনা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণসকল আবির্ভূত হয়; সুতরাং সে স্থলে উহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেহ কেহ বলেন যে উহা রক্তরাশিতে নীত হইলে এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিশ্রিত হয়, অপরে বলেন উহা শোণিতপ্রবাহে প্রোটক্সাইড্ (Protoxide) রূপে অবস্থিতি করে। লৌহলবণ দ্বারা কখন কখন ব্লাডারের (Bladder) উগ্রতা সাধিত হওয়াতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবত্যাগের বাসনা এবং উহার সহিত প্রচুর পরিমাণে মিউকাস্ (Mucus) নির্গত হয়। স্বল্প বয়স্ক বালকেরা উহা সেবন করিলে ধারণাশক্তির হ্রাস হওয়াতে অগোচরে শয্যোপরি মূত্রত্যাগ করিয়া থাকে।

ইহার সংকোচক গুণে ব্রঙ্কিয়াল্ টিউব (Bronchial Tubes) ও ইউটেরাসের (Uterus) প্রভৃত স্রাব নিবারিত হয়।

লৌহ শরীরাভ্যন্তর হইতে পিত্তের সহিত বহির্গত হয়; যে হেতু উহা সেবন করিলে অথবা শোণিতস্থ লোহিত কণিকা ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে পিত্তমধ্যে উহা লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় উহা এল্বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া এল্বিউমিনেট্ (Albuminate) আকার ধারণ করতঃ দেহমধ্যে অবস্থিতি করে, এবং যে সকল স্রাবে এল্বিউমেন্ (Albumen) বর্ত্তমান থাকে উহা তন্মধ্যে দৃষ্ট হয়; এজন্য সাধারণের বিশ্বাস এই যে যে সকল ঝিল্লী হইতে এল্বিউমেন্ (Albumen) ক্ষরিত হয় তদ্বারা লৌহ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ এই যে শিরামধ্যে লৌহ পিচ্কারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে স্বল্প কালমধ্যে উহার অধিকাংশই অন্ত্র, ব্রঙ্কিয়াল্ টিউব (Bronchial Tube), গল্ ব্লাডার (Gall Bladder), ইউরিনারি ব্লাডার (Urinary Bladder), পেরিকার্ডিয়ম্ (Pericardium), পেরিটোনিয়াম্ (Peritoneum), প্লুরা (Pleura) প্রভৃতি এল্বিউমেন্ (Albumen) ক্ষরণকারী ঝিল্লীর (Membranes) উপরিভাগে লক্ষিত হয়। উহা অতি অল্প পরিমাণে প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় বটে, কিন্তু উহা শোণিতপ্রবাহ হইতে কিড্নি (Kidney) দ্বারা সংগৃহীত কিম্বা ব্লাডারের (Bladder) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে ক্ষরিত হয় তাহার স্থিরতা নাই। সম্ভবতঃ উহা ব্লাডার (Bladder) দ্বারাই বিচ্ছিন্ন হয়, যে হেতু মূত্রমধ্যে অধিক পরিমাণে লৌহ বর্ত্তমান থাকিলে ব্লাডারের (Bladder) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবত্যাগে বাসনা এবং মূত্রের সহিত প্রচুর পরিমাণে মিউকাস্ (Mucus) নির্গত হইয়া থাকে। টিংচার অব্ ষ্টীল্ (Tincture of Steel) মূত্রকারক বলিয়া পরিচিত।

উহাদের ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে সংকোচক, উত্তেজক, উগ্রতাসাধক, ও রক্তরোধক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সাধারণ ক্রিয়া আগ্নেয়, বলকারক উত্তেজক ও রক্তোৎপাদক, কতকগুলি লবণের ক্রিয়া সংকোচক উত্তেজক, উগ্রতাসাধক ও রক্তরোধক। টিংচার অব্ ষ্টীলের (Tincture of Steel) ক্রিয়া অধিকন্তু মূত্রকারক।

থিরা। লৌহের কতকগুলি লবণ রক্তরোধার্থ ব্যবহৃত হয়। এতদুদ্দেশে পার্‌ক্লোরাইড্ (Perchloride) কিম্বা পার্‌নাইট্রেট্ (Pernitrate) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জরায়ু, দন্তমাড়ি, নাসারন্ধ্র, কিম্বা আহত ও ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে উল্লিখিত লবণ সচরাচর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য উহাদের ব্যবহার তাদৃশ প্রচলিত নহে। লৌহসংস্পর্শে দশনরাজি ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করাতে মুখাভ্যন্তরস্থ পীড়াতে কোন চিকিৎসক উহা স্থানিক প্রয়োগ করেন না। উল্লিখিত উদ্দেশে ব্যবহার করিতে হইলে সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট কাচনির্ম্মিত নল অথবা শলাকাদ্বারা উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। একড্রাম হিরাকস (Ferri Sulph) আট আউন্স জলে দ্রবীভূত করিয়া উহার পিচকারী নাসিকামধ্যে প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। ইহার স্প্রে (Spray) ওজিনা (Ozœna) রোগেও ফলদায়ক। ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) রোগের প্রদাহ নিবারণার্থে উল্লিখিত দ্রব বিশেষ উপযোগী। এতদর্থে টিংচার অব্ ষ্টীল্ (Tincture of Steel), লাইকর্ ফেরি পার্‌ক্লোরাইড্ (Liquor Ferri Perchloride), অথবা লাইকর্ ফেরি পার্‌নাইট্রেট্ (Liquor Ferri Pernitrate) ও ব্যবহৃত হয়। প্রোল্যাপ্‌সাস্ এনাই ও ইউটেরাই (Prolapsus Ani and Uteri) রোগে হিরাকসদ্রব স্থানিক প্রয়োগ করিলে বহির্নিঃসৃত রেক্‌টম্ (Rectum) ও জরায়ু সংকুচিত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করে। এক ড্রাম টিংচার অব্ ষ্টীল্ (Tincture of Steel) দশ আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ গুহ্যদ্বারে পিচকারী প্রয়োগ করিলে সূত্রবৎ কৃমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা রেক্‌টম্ (Rectum) মধ্যস্থ এল্‌বিউমেন্ (Albumen) সংযত হওয়াতে কৃমিসকল অনায়াসেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

প্রসবান্তে প্রভূত শোণিতস্রাব হইলে পার্‌ক্লোরাইড্ অব্ আইরন্ (Perchloride of Iron) জরায়ুগহ্বরে পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগে রক্তরোধ হয়। চারি আউন্স টিংচার অথবা লাইকর্ ফেরি পার্‌ক্লোরাইড্ (Tincture or Liquor Ferri Perchloride) বার আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা জরায়ুর অভ্যন্তর প্রদেশ ধৌত করিলে অনতিবিলম্বেই স্রাব রহিত হইয়া থাকে। রক্তরোধার্থ এবম্বিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইলে চিকিৎসকের সতর্ক হওয়া উচিত যেন জরায়ুমধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে,

এবং যে মিশ্র দ্বারা ধৌত করিবে তাহা যেন সম্যক্‌রূপে তন্মধ্য হইতে বহির্গত হয়; নতুবা উহার প্রদাহ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। জরায়ুর পুরাতন ক্যাটার্ (Catarrh) বশতঃ অণ্ডলালবৎ স্রাব নির্গত হইলে এবং জরায়ু, দ্বার উন্মুক্ত থাকিলে চারি আউন্স জলের সহিত এক আউন্স টিংচার অব্ ষ্টীল্ (Tincture of Steel) মিশাইয়া প্রত্যহ তন্মধ্যে পিচ্‌কারী প্রয়োগে স্বল্পকাল মধ্যেই রোগাপনয়ন হইয়া থাকে। তরুণ অথবা পুরাতন প্রমেহ রোগেও ইহার পিচ্‌কারী বিশেষ ফলদায়ক। অৰ্দ্ধড্রাম টিংচার অব্ ষ্টীল্ (Tincture of Steel) ও একড্রাম টিংচার অব্ ওপিয়ম্ (Tincture of Opium) দশ আউন্স জলের সহিত মিলিত করিয়া ইউরিথ্রা (Urethra) মধ্যে পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে আশু পূযস্রাব ও যন্ত্রণার লাঘব হয়। এতদুদ্দেশে অন্যবিধ পিচ্‌কারীর ঔষধও অনেকে ব্যবহার করেন; যথা ফেরি সল্‌ফ্ (Ferri Sulph) বার গ্রেণ,টিংচার অব্ ওপিয়ম্ (Tincture of Opium), অৰ্দ্ধ আউন্স, এবং জল আট আউন্স। ইহা দিবসে তিনবার ব্যবহার্য্য।

লৌহঘটিত ঔষধ সকল বটিকাকারেআভ্যন্তরিকরূপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য: রক্তোৎপাদক ক্রিয়ার জন্য উহারা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ক্লোরোসিস্ (Chlorosis) রোগে রক্তের স্বল্পতাবশতঃ রোগী হীনবল ও পরিপাকশক্তির লাঘব হইলে যে সকল লৌহলবণের সংকোচক ক্রিয়া নাই তাহা সেবন করিতে অনেকে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ সংকোচক গুণবিশিষ্ট লৌহ লবণই অধিকতর ফলপ্রদ। এনিমিয়া (Anæmia) রোগে জিহ্বা স্থূল ও বিবর্ণ এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে দন্তচিহ্ন লক্ষিত হইলে টিংচার অব্ ষ্টীল্ (Tincture of Steel) অৰ্দ্ধড্রাম কিম্বা হিরাকস ৩।৪ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবনীয়। কোন কোন বালিকা দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতানিবন্ধন আহারের অব্যবহিত পরেই উদর মধ্যে বেদনা অনুভব করিয়া বমন করে, এবং এপিগ্যাষ্ট্রিয়ম্ (Epigastrium) প্রদেশস্থ চর্ম্ম সংস্পর্শেও যন্ত্রণা বোধ করিয়া থাকে। এরূপাবস্থায় অধিক মাত্রায় টিংচার অব্ ষ্টীল্ (Tincture of Steel) ব্যবহার করিলে সবিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায়। অনেকে বলেন যে এনিমিয়া (Anæmia) রোগে স্বল্প মাত্রায় লৌহ প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফল দর্শে, কিন্তু ইহা সকলে স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন

হইয়াছে যে যদিও উহা অল্প মাত্রায় সেবনে উল্লিখিত পীড়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তথাপি রোগী সহ্য করিতে পারিলে অধিক মাত্রায় প্রযোগে যে আশু উপকার সম্ভাবনা তৎপক্ষে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে উক্ত রোগে অর্দ্ধড্রাম মাত্রায় টিংচার অব্ ষ্টিল্ (Tincture of Steel) কিম্বা ছয় হইতে আট গ্রেণ মাত্রায় হিরাকস (Ferri Sulph) দিবসে দুই অথবা তিন বার প্রযোগ করেন। এতদুদ্দেশে কোন কোন চিকিৎসক অর্দ্ধ আউন্স ফেরি সল্ফ্ (Ferri Sulph), অর্দ্ধ আউন্স কার্বনেট অব্ পটাস্ (Carbonate of Potash), এবং আবশ্যকমত ট্রাগাকান্থ (Tragacanth) একত্রীভূত করতঃ ৯৬টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রথমতঃ প্রত্যহ তিনটী করিয়া প্রয়োগ করেন। অতঃপর রোগী সহনশীল হইলে ক্রমশঃ বটিকার সংখ্যা এক একটী করিয়া বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কখন কখন কার্বনেট্ অব্ পটাস্ (Carbonate of Potash) ব্যতীত অপর দুইটী ঔষধদ্বারাও বটিকা প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হয়। অনেকে সাধারণ ফেরি সল্ফের (Ferri Sulph) পরিবর্ত্তে শুষ্ক ফেরিসল্ফ্ (Ferri Sulph Exsiccata) পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় এক বিন্দু সিরাপের (Syrup) সহিত একত্রিত করতঃ বটিকা প্রস্তুত করেন এবং উহা দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাঁচ গ্রেণ শুষ্ক ফেরিসল্ফ্ (Ferri Sulph Exsiccata) নয় গ্রেণ সাধারণ ফেরিসল্ফের (Ferri Sulph) তুল্য; সুতরাং যদিও উহা এতাদৃশ অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয় তথাপি রোগীর অনায়াসেই সহ্য হইয়া থাকে, যেহেতু উহা পাকস্থলীমধ্যে সহজেই দ্রবীভূত হয়। হিরাকসের বটিকা প্রস্তুত করিতে হইলে অনেকে উহার সহিত স্বল্প মাত্রায় এক্স্ট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna) প্রয়োগ করেন। ইহার কারণ এই যে হিরাকসের সংকোচক গুণে যে কোষ্ঠকাঠিন্য সংঘটিত হয়, বেলেডনার (Belladonna) দ্বারা উহা দূরীভূত হইয়া থাকে। বেলেডনা (Belladonna) প্রয়োগ না করিলেও অনেক স্থলে কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষিত হয় না, ফলতঃ হিরাকসের সহিত উহার ন্যায় কোনরূপ মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এনিমিয়া (Anæmia) রোগে অধিক মাত্রায় লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে পরিপাকশক্তির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না, বস্তুতঃ এত সত্বর পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে যে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। উল্লিখিত

বটিকা ক্লোরোসিস্ (Chlorosis) রোগেও মহোপকারী। এনিমিয়া (Anæmia) এবং ক্লোরোসিস্ (Chlorosis) রোগে লৌহ দ্বারা রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যা, এবং উহাদের লোহিতত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা পাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বলাধান, এবং উহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদ্যপি পাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতা সংলক্ষিত হয় তাহা হইলে সংকোচক লৌহ-লবণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। রোগীর পাকযন্ত্রের অবস্থানুসারে কিরূপ লৌহলবণ ব্যবহারে উপকার সম্ভাবনা তাহা স্থির করা উচিত। আমেনোরিয়া (Amenorrhæa), ডিস্‌মেনোরিয়া (Dysmenorrhaea,) মেনোরাজিয়া (Menorrhagia), লিউকোরিয়া (Leucorrhoæa) প্রভৃতি পীড়াতে, কিম্বা ঋতুকালীন প্রভূত রজঃস্রাব হইলে লৌহ দ্বারা উপকার দর্শে। কিন্তু সকল সময়ে লৌহ সুফল প্রসব করে না। যে স্থলে ঐ সকল পীড়ার সহিত রোগীর এনিমিয়া (Anæmia) বর্ত্তমান থাকে সেই স্থলেই উহা মহোপকারক। এনিমিয়া (Anæmia) রোগ নিবারণার্থ লৌহ যেরূপ প্রয়োজনীয়, উহার আনুসঙ্গিক দুগ্ধ, মাংস, অন্ন প্রভৃতি বলকারক আহার, সূর্য্যালোক, স্বল্প পরিশ্রম যথা প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে কিঞ্চিৎ পদব্রজে ভ্রমণ, পবিশুদ্ধ বায়ু এবং প্রয়োজনানুসারে বিরেচক ঔষধ সেবন অতীব আবশ্যকীয়। কিন্তু যৎকালে এনিমিয়া (Anæmia) অথবা হাইড্রিমিয়া (Hydrœmia) কোনরূপ যান্ত্রিক পীড়াসমুদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয় যথা ক্যান্সার (Cancer), কিড্‌নির সিরোসিস্ (Cirrhosis of the Kidney), হৃৎপিণ্ডের পীড়া ইত্যাদি, তৎকালে লৌহ প্রয়োগে কথঞ্চিৎ উপকার প্রত্যাশা করা যায় মাত্র, কিন্তু মূল রোগের শান্তি হইতে দেখা যায় না।

রক্তরোধক ক্রিয়ার জন্য লৌহের পার্‌ক্লোরাইড্, পার্‌নাইট্রেট্, এসিটেট্ এবং সল্‌ফেট্ (Perchloride, Pernitrate, Acetate and Sulphate) বিশেষ উপযোগী। লাংস্ (Lungs) হইতে রক্তস্রাব হইলে একড্রাম ফেরিসল্‌ফ্ (Ferri Sulph) আট আউন্স জলে দ্রবীভূত করতঃ উহা এক আউন্স মাত্রায় মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে উপকার দর্শে। পাকস্থলীর শোণিত স্রাবে উল্লিখিত ঔষধগুলি স্থানিক রক্তরোধক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এতদুদ্দেশে উহা বরফজলের সহিত প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে

কথিত হইয়াছে যে লৌহের সংকোচক লবণগুলি মৃদু বিরেচক ঔষধ সহযোগে ব্যবহার করা আবশ্যক। এতদর্থে ½ গ্রেণ এলোজ্ (Aloes) কিম্বা এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna) অথবা সল্‌ফেট্ অব্ পটাস্, সোডা, কিম্বা ম্যাগ্‌নিসিয়া (Sulphate of potash, Soda or Magnesia) কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে লৌহ বিরেচক ঔষধসম্মিলনে সত্বর শোষিত হয়।

অনেকানেক পুরাতন স্নায়বীয় পীড়ায় লৌহ ব্যবহৃত হয়। কোরিয়া (Corea) রোগে উহা প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে এককালীন আরোগ্য লাভ হয়, এবং স্থলবিশেষে কেবলমাত্র উহার লক্ষণাদি উপশমিত হইয়া থাকে। যদিও উহা উল্লিখিত রোগাপনয়নে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ, তথাপি এতদপেক্ষা আর্সেনিক (Arsenic) অধিকতর ফলপ্রদ। ইহা যেরূপ সত্বর শান্তি সাধনে তৎপর ইহার ক্রিয়াও তদ্রূপ নিশ্চিত। কিন্তু যদ্যপি কোরিয়ার (Corea) সহিত রোগী। এনিমিয়া (Anæmia) বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে আর্সেনিক (Arsenic) অপেক্ষা লৌহ প্রয়োগই যুক্তিসঙ্গত। এপিলেপ্‌সি (Epilepsy), হিষ্টিরিয়া (Hysteria), নিউর‍্যালজিয়া (Neuralgia) প্রভৃতি স্নায়বীয় পীড়াতেও লৌহ ফলদায়ক। উল্লিখিত ব্যাধি সমূহের সহিত যদ্যপি এনিমিয়া (Anæmia) অথবা রজঃকৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে উহাই একমাত্র মহোপকারক ঔষধ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু উহার ক্রিয়া তাদৃশ নিশ্চিত ও সন্তোষজনক নহে। কখন কখন কোন যান্ত্রিক পীড়াবশতঃ নিউর‍্যাল্‌জিয়া (Neuralgia) রোগের উৎপত্তি হয়, সে স্থলে লৌহ দ্বারা সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। এই সকল পীড়াতে উহা প্রথমতঃ স্বল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। স্ক্রফিউলা (Scrofula) ও রিকেট্‌স্ (Rickets) রোগে লৌহ দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফলপ্রসব করে। পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত রোগেই ইহা অতীব হিতকর ঔষধ বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু ইহার সহিত রোগীর বলকারক দ্রব্যাদি আহার, নির্ম্মলবায়ু সেবন, ব্যায়াম, মানসিক স্ফূর্ত্তি, দৈহিক পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে আশানুরূপ ফললাভ সম্ভবে না।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) রোগে পার্‌ক্লোরাইড অব্ আইরন্ (per-

chloride of Iron) অধিক মাত্রায় প্রযোগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই পীড়ার উপশম হয়। এতদর্থে উহার টিংচার (Tincture) অপেক্ষা লাইকর্ (Liquor) অধিকতর উপকারী। উহা ঘণ্টান্তর অথবা রোগীর অবস্থানুসারে আরও স্বল্প কাল ব্যবধানে প্রযোগ করা কর্ত্তব্য। ইহার আভ্যন্তরিক ব্যবহারের সহিত স্থানিক প্রয়োগও অতীব ফলদায়ক। উহা স্থানিক প্রযোগে নিরতিশয় সাবধানতা আবশ্যক, যে হেতু ক্ষতস্থান একান্ত কোমলভাবে স্পর্শ না করিলে আকস্মাৎ প্রদাহ বৃদ্ধি হইযা চতুষ্পার্শ্বে বিস্তারিত হইবার সম্ভাবনা। এতদ্বারা সত্বর প্রদাহের শান্তি ও বিস্তৃতিরোধ হয়, এবং উহা রোগীর বলক্ষয় নিবারণ করে। উল্লিখিত পীড়ার ন্যায় ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) রোগেও ইহা মহোপকারী। এই রোগের প্রথমাবস্থায় টিংচার বেলেডনার (Tincture Belladonna) সহিত অধিক মাত্রায় লাইকর্ ফেরি পার্‌ক্লোরাইড্ (Liquor Ferri Perchloride), এবং ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ (Chlorate of Potash) প্রযোগ করিলে যে কি পর্য্যান্ত ফল লাভ হয তাহা বর্ণণা করা দুঃসাধ্য। উক্ত ঔষধ সেবনের আনুসঙ্গিক প্রদাহিত প্রদেশে উহা স্থানিক প্রযোগ করিলেও প্রদাহ সত্বর প্রশমিত হয, এবং উহার বিস্তৃতিরোধ হইযা থাকে; কিন্তু উহা দীর্ঘকালব্যবধানে সেবন করিলে অভীষ্টসাধনে তাদৃশ কৃতকার্য্য হয না।

নারীজাতির মেনোপজ্ (Menopause) সময়ে অর্থাৎ স্বাভাবিক রজো-রহিত কালে ব্যক্তিবিশেষে হৃৎপিণ্ডের প্যাল্‌পিটেসন্ (Palpitation), ঘর্ম্মাধিক্য, হস্তপদাদির উত্তাপ অথবা শীতলতা, শিরঃপীড়া, মস্তকোপরি উত্তাপ এবং কোন গুরু পদার্থের অবস্থানবৎ অনুভব, মুখমণ্ডলের লোহিতবর্ণ ধারণ প্রভৃতি লক্ষণাবলী আবির্ভূত হয। প্রত্যহ তিনবার অধিক মাত্রায় পার্‌ক্লোরাইড্ (Perchloride) সেবনে উহারা অনতিবিলম্বেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। যদ্যপি উল্লিখিত লক্ষণরাজি কেবল মাত্র শিরোদেশে ও বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হয় তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে নক্‌স্‌ভমিকা (Nux Vomica), আফিম্, বেলেডনা (Belladonna), ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium), নাইট্রেট্ অব্ এমাইল (Nitrate of Amyle) প্রভৃতি ঔষধ প্রযোগে প্রতিকার প্রত্যাশা করা যায। কিন্তু যে স্থলে হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে সে স্থলে লৌহ প্রয়োগই যুক্তিসঙ্গত। অন্ত্রমধ্যে

কৃমির অবস্থান অথবা কারণান্তরবশতঃ বালকেরা নিশাকালে অগোচরে শয্যায় মূত্রত্যাগ করে; সময়ে সময়ে এতন্নিবারণেও পার্ক্লোরাইড্ (Perchloride) পরাংমুখ নহে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইযাছে যে লাংস্ (Lungs), কিড্নি (Kidney), পাকস্থলী, জরায়্ প্রভৃতি স্থান হইতে শোণিত স্রাব হইলে রক্তরোধার্থ লৌহের সংকোচক লবণ সকল ব্যবহৃত হয়। এতৎকার্য্যোদ্দেশে এসিটেট্ই (Acetate) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার প্রয়োগ প্রণালী এই যে উক্ত লবণ এতাবৎ পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ দ্রব প্রস্তুত করা আবশ্যক, যে উহা জিহ্বাসংস্পর্শে লৌহের আস্বাদ অনুভূত হয়, কিন্তু কোনরূপ অপ্রীতিকর অথবা বিঘ্নজনক আস্বাদন প্রদান না করে। অতঃপর রোগী উক্ত মিশ্র পুনঃপুনঃ স্বল্প পরিমাণে পান করিলে কিয়ৎকালমধ্যেই উহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উদরস্থ করিতে পারে, এবং আশানুরূপ ফলও লাভ করিয়া থাকে। এবম্বিধ অল্প মাত্রায় সেবনের উদ্দেশ্য এই যে এতদ্দ্বারা পাকাশয়ের উগ্রতা সাধিত না হওয়াতে বিবমিষা জন্মে না, এবং রোগীও ঔষধ সেবনে ক্লেশানুভব করে না।

পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) ও লিউকোরিয়া (Leucorrhæa) রোগে লৌহ বিশেষ উপকারী। এতদ্দ্বারা ব্রঙ্কিয়াল্ টিউব (Bronchial Tube) ও ইউটেরাস্ (Uterus) হইতে প্রভূত স্রাব নিবারিত হয়। উপদংশজনিত চর্ম্মরোগে এনিমিয়া (Anæmia) বর্ত্তমান থাকিলে আইওডাইড্ অব্ আইরন্ (Iodide of Iron) দ্বারা ফল দর্শে। উল্লিখিত লবণে যে আইওডিন্ (Iodine) আছে তদ্দ্বারা উপদংশ, এবং যে লৌহ আছে তদ্দ্বারা এনিমিয়া (Anæmia) রোগ প্রশমিত হয়। এই রোগে কেহ কেহ উক্ত লবণের পরিবর্ত্তে উহার সিরাপ্ (Syrup) অর্থাৎ সিরাপ্ ফেরি আইওডাইড্ (Syrup Ferri Iodide), কেহ বা লৌহ ও আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) একত্রে ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ শেষোক্ত প্রকারে প্রয়োগই ন্যায়সঙ্গত। মস্তিষ্কের অথবা স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য লক্ষিত হইলে লৌহের সহিত অনেকে ফস্ফরাস্ (Phosphorus) প্রয়োগ করেন। এতদর্থে সিরাপ্ ফেরি ফস্ফেট্স্ (Syrup Ferri Phosphates) ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে (Malarious Fever), অথবা তজ্জনিত প্লীহাবিবর্দ্ধনে (Enlargement of the Spleen) লৌহ অতীব

ফলপ্রদ। ইহার সহিত অল্প মাত্রায় কুইনাইন (Quinine) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে উহাদের উভয়েরই গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কোন কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ সময়ে রোগীর ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিকরণার্থে লৌহ বিশেষ উপযোগী। এতদুদ্দেশে ফেরি এট্ কুইনিনি সাইট্রাস্ (Ferri et Quininæ Citras) ও ফেরি এট্ এমোনিয়া সাইট্রাস্ (Ferri et Ammoniæ Citras) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। লৌহঘটিত ঔষধগুলির কসায়াস্বাদ নিবারণার্থে অনেকে উহা লেবুর রসের সহিত প্রয়োগ করেন।

NITRATE AND OXIDE OF SILVER.

নাইট্রেট্ ও অক্সাইড্ অব্ সিল্ভার্।

ফিজি। নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার্ (Nitrate of Silver) চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ উহা ঈষৎ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। এই বর্ণ ক্রমশঃ ধূসর এবং অবশেষে কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। উহার উগ্রদ্রবদ্বারা ফোস্কা উৎপাদিত হয়, এবং উহার শলাকাসংস্পর্শে চর্ম্মের উপরিস্থ টিস্থু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিলে এতদ্বারা এল্বিউমেন্ (Albumen) গাঢ়ীভূত হইয়া একখানি ঝিল্লীর ন্যায় ক্ষতস্থান আবৃত করাতে তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। উগ্রাবস্থায় প্রয়োগে এতদ্বারা টিস্থুর প্রদাহ উপস্থিত হয়, এবং উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার বিনাশকারক গুণ অতি স্বল্পদূরব্যাপী। যে স্থানে ইহা প্রয়োগ করা যায় কেবলমাত্র তত্রস্থ টিস্থু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার নিম্নস্থ কিম্বা চতুষ্পার্শ্বস্থ টিস্থু বিনাশে ইহার শক্তি নাই। উহার অনুগ্র দ্রব ক্ষতসংস্পর্শে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু উহা প্রয়োগ মাত্রেই ক্ষণিক তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয়। এতদ্বারা টিস্থু, ধমনী, ও শিরা সকল সঙ্কুচিত হওয়াতে উহা প্রদাহ নিবারণেও সমর্থ।

অন্যান্য ধাতুর ন্যায় নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভারের (Nitrate of Silver) কসায় ও ধাতব আস্বাদ। উদরস্থ হইলে উহা পাকস্থলীমধ্যস্থিত এল্বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া এল্বিউমিনেটে (Albuminate) পরিণত

হয়, কিন্তু যদ্যপি তথায় প্রচুর পরিমাণে এল্বিউমেন্ (Albumen) বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলে উহা তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রমণ করতঃ বলবৎ প্রদাহ উৎপাদন করে। দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ এবম্বিধ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্ (Chloride of Sodium) অর্থাৎ লবণ সেবনে উহার প্রতিকার সাধিত হয়। অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা সঙ্কোচক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার্ (Nitrate of Silver পেপ্টোনের (Peptones) দ্বারা অনায়াসে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু এইরূপে যে দ্রব উৎপন্ন হয় উহা এল্বিউমেন্ (Albumen) সংযমনে সমর্থ নহে। সম্ভবতঃ এইরূপে দ্রবীভূত হইয়াই উহা শোষিত ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। শোণিতপ্রবাহে নীত হইলে যদ্যপি উহা অনতিবিলম্বেই যন্ত্রাদিমধ্যে সঞ্চিত কিম্বা মল ও মূত্রের সহিত দেহাভ্যন্তর হইতে বহিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ উহা রক্তের লোহিত কণিকামধ্যে প্রবেশ করে। এতৎসংযোগে উল্লিখিত লোহিত কণিকাগুলি বিবর্ণ ও উহাদের হিমোগ্লোবিন্ (Hœmoglobin) হিমাটিনে (Hœmatin) পরিণত হয়। এজন্য অনেকে বিবেচনা করেন যে কষ্টিক্ (Caustic) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে যে শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হয়, কেবলমাত্র উপরোক্ত প্রকারে শোণিতের লোহিত কণিকার বৈলক্ষণ্যসংঘটনই ইহার কারণ। অনেকে বলেন যে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির উপর ইহা সঙ্কোচক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

অধিক মাত্রায় সেবন করিলে এতদ্বারা পাকস্থলীর তরুণ প্রদাহ উৎপাদিত হয়, ও উদরমধ্যে নিরতিশয় যন্ত্রণা, এবং বিবমিষা ও বমন হইতে থাকে। প্রথমতঃ এতদ্বারা স্নায়ুকেন্দ্রাবলি উত্তেজিত হওয়াতে ষ্ট্রিক্নিয়ার (Strychnia) ক্রিয়ার ন্যায় পেশীসমূহের আক্ষেপ ও কন্ভাল্সন্ (Convulsion), এবং অবশেষে উক্ত কেন্দ্রের অবসাদ বশতঃ উহাদের পক্ষাঘাত (Paralysis) সংঘটিত হয়। এতাদৃশ শোচনীয়াবস্থা উপস্থিত হইলে যে সকল পেশী দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহারাও সর্ব্বশেষে স্বকার্য্যসাধনে পরাংমুখ হওয়াতে শ্বাসরুদ্ধতা (Asphyxia) বশতঃ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে রোগীর লাংস্ (Lungs) ও ব্রঙ্কিয়াল্ টিউব্স্ (Bronchial Tubes) স্ফীত ও শ্লেষ্মাপরিপূরিত, এবং উহাতে রক্তাধিক্য হইতে দেখা যায়। শিরামধ্যে পিচ্কারীদ্বারা প্রয়োগ

করিলে এতদ্দারা হৃৎপিণ্ডস্থ পেশীসমূহের সঙ্কোচনশক্তি বিলুপ্ত হয়। কষ্টিক্ (Caustic) দীর্ঘকাল সেবনে উহা দেহাভ্যন্তরে সঞ্চিত হওয়াতে ক্রমশঃ বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে। ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির হ্রাস, শারীরিক পোষণ ক্রিয়ার অভাব, মূত্রের সহিত এল্‌বিউমেন্ (Albumen) নিঃসরণ, হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ও অস্বাভাবিক ভাব ধারণ, এবং লিভার্ (Liver) কিড্‌নি (Kidney) ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির ফ্যাটি ডিজেনারেসন্ (Fatty Degeneration) প্রভৃতি লক্ষণাবলি আবির্ভূত হইয়া অবশেষে রোগী কালগ্রাসে নিপতিত হয়। দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে উহা রিটি ম্যাল্‌-পিগিয়াই (Rete Malpighii) ব্যতীত চর্ম্মের অন্যান্য সেলিউলার টিস্যুতে (Cellular Tissue) সঞ্চিত হইতে থাকে, বিশেষতঃ যে স্থানের চর্ম্ম সুন্দর ও যে স্থানে বহুল ধমনীশাখা বিরাজ করে সেই স্থানেই উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হয়। উহা চর্ম্মস্থ সেল (Cell) মধ্যে একবার সঞ্চিত হইলে তদুপরি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, এবং উহা চিরস্থায়ী হইয়া আজীবন বর্ত্তমান থাকে। ঐ সকল চিহ্ন কোনরূপ চিকিৎসাদ্বারা অথবা কালস্রোতে বিলুপ্ত হয় না, তবে অধুনা অনেকে বলেন যে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) সেবনে উহা দূরীভূত হয়।

উহাদের ক্রিয়া—বাহ্য প্রয়োগে দাহক, ফোস্কাকারক, উগ্রতাসাধক, উত্তেজক, সংকোচক, ও প্রদাহনিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সংকোচক।

থিরা। নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার (Nitrate of Silver) শলাকা ওয়ার্ট্ (Wart) দূরীকরণার্থ স্থানিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উহার ধ্বংসকারক শক্তি তাদৃশ বলবতী না থাকাতে, এবং কেবল মাত্র চর্ম্মের উপবিভাগস্থ টিস্যু (Tissue) ব্যতীত নিম্নস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী টিস্যু (Tissue) ধ্বংসকরণে অসমর্থ হওয়াতে চিকিৎসক সমাজে উহা আদরণীয় নহে। স্থানিক উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য উহা অস্বাস্থ্যকর দূষিত ক্ষতে প্রযুক্ত হয়। আহত, কর্ত্তিত, অথবা জলৌকাদষ্ট স্থান হইতে সামান্য শোণিতস্রাব হইলে উহার শলাকাসংস্পর্শে উক্ত স্থান ও তত্রস্থ ধমনী সংকুচিত হওয়াতে রক্ত রোধ হইয়া থাকে। এতৎ প্রয়োগে বসন্ত রোগের গুটিকা চিহ্ন সংলক্ষিত হয় না। পক্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবা মাত্র প্রত্যেক গুটিকা সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ করতঃ তন্মধ্যস্থ ক্ষতস্থানে

উহার দ্রব প্রযোগ করা আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন যে চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিবসে কুড়ি গ্রেণ কষ্টিক্ (Caustic) এক আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ দ্রব প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা সূচিকা ধৌত এবং গুটিকামধ্যে সঞ্চালিত করিবে, অথবা উহাতে সূচিকা বিদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র উহার উপরিভাগে উক্ত দ্রব প্রযোগ করিবে, তাহা হইলে প্রদাহ ও পূয়োৎপত্তি নিবারিত হইবে। কোন সাংঘাতিক পীড়াবশতঃ রোগী নিতান্ত হীনবল হইলে এবং দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকিলে বেড্সোরের (Bed Sores) উৎপত্তি হয়; উহা নিবারণেও উল্লিখিত দ্রব বিশেষ পারদর্শী। যৎকালে চর্ম্মের লোহিতবর্ণ, উত্তাপ প্রভৃতি বেড্সোরের (Bed Sores) পূর্ব্ব লক্ষণাদি আবির্ভূত হয তৎকালে তদুপরি উল্লিখিত দ্রব প্রয়োগ করিলে উহার আশঙ্কা দূরীভূত হয়। কিন্তু পক্ষাঘাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির এবম্বিধ উপায়াবলম্বনেও উহা নিবারিত হয় না। ব্রণ ও বিস্ফোটকাদির প্রথমাবস্থায় কষ্টিকের (Caustic) উগ্রদ্রব (যথা ৩০ গ্রেণ কষ্টিক্ ও এক আউন্স জল) প্রযোগ করিলে সচরাচর প্রদাহ বৃদ্ধি হইতে পারে না, এবং তন্মধ্যে পূয়-সঞ্চারেরও সম্ভাবনা থাকে না। ব্রণোদ্গম নিবারণার্থ কষ্টিক্ (Caustic) দ্রবাপেক্ষা কলোডিযন্ (Collodion) অধিকতর উপযোগী। হার্পিজ্ (Herpes), ইরিথিমা (Erythema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ফোস্কা উত্থিত হইবার পূর্ব্বে কিম্বা অব্যবহিত পরে উহা প্রযোগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই পীড়ার শান্তি হইতে দেখা যায়। শরীরের কোন স্থানে লিকেন্ (Lichen) অথবা এক্জেমা (Eczema) নামক চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হইলে কষ্টিক্ (Caustic) দ্রব উহাদের কণ্ডূয়ননিবারণে এবং ক্রমশঃ রোগাপনয়নে সমর্থ। যদিও এক্জেমা (Eczema) রোগে কষ্টিক্ ব্যবহৃত হয়, তথাপি যাবৎ পীড়িত স্থান হইতে রস নির্গত হইতে থাকে তাবৎ উহা প্রয়োগ করা উচিত নহে। রসস্রাব রহিত হইলে এতদ্দারা অধিকতর উপকার সম্ভাবনা। জিহ্বা অথবা মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সোরাইসিস্ (Psoriasis) পীড়া সমুদ্ভূত হইলে তদুপরি কষ্টিক্ (Caustic) কিম্বা সল্ফেট্ অব্ কপারের (Sulphate of Copper) দ্রব অনেকে প্রয়োগ করেন। উল্লিখিত ঔষধদ্বয় এবম্বিধ ব্যাধিতে ফলদায়ক বটে, কিন্তু যদ্যপি উহা উপদংশ রোগসম্ভূত হয়, তাহা হইলে পারদ ঘটিত

ঔষধ উহার প্রতিকারসাধনে যেরূপ পারদর্শী অন্য কোন ঔষধ সেরূপ নহে। লুপাস্ (Lupus) নামক চর্ম্ম রোগে কষ্টিক্ দ্রব (Caustic Lotion) অত্যন্ত উপকারী। পীড়িত স্থানে প্রথমতঃ উহার অনুগ্র দ্রব প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, অতঃপর ক্রমশঃ উগ্রতর দ্রব ব্যবহার করিলে অনতিবিলম্বেই রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) রোগেও ইহা সচরাচর প্রযুক্ত হয়। কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এতদর্থে উহার এতাদৃশ উগ্রদ্রব ব্যবহার করেন যে সকলে তাহা প্রয়োগ করিতে সাহসী হয়েন না। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে কষ্টিকের (Caustic) অত্যুগ্র দ্রব উল্লিখিত পীড়ার প্রদাহনিবারণে যেরূপ তৎপর এরূপ আর কিছুই নাই। তাঁহারা প্রদাহিত স্থান ঈষদুষ্ণ জল ও সাবানদ্বারা ধৌত ও শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা নির্জ্জল করতঃ তদুপরি তিন ড্রাম কষ্টিক্ (Caustic) এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া যে দ্রব প্রস্তুত হয় উহা দুই তিন বার প্রয়োগ করেন, এবং যতদূর পর্য্যন্ত প্রদাহের বিস্তৃতি দৃষ্টিগোচর হয় তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দুই তিন ইঞ্চি পরিমিত স্থানেও প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এতদ্বারা কেবল যে প্রদাহ প্রশমিত হয় এমত নহে, উহার বিস্তারও নিবারিত হইয়া থাকে।

পিউডেণ্ডার (Pudenda), প্রুরাইটাস্ (Pruritus) পীড়াবশতঃ সাতিশয় কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ কষ্টিকের (Caustic) অনুগ্র দ্রব বিশেষ উপযোগী। এতদুদ্দেশে এক আউন্স জলে দুই হইতে পাঁচ গ্রেণের অধিক কষ্টিক্ মিশ্রিত করিবার আবশ্যকতা নাই। উক্ত দ্রবে উষ্ট্রলোমনির্ম্মিত বুরুষ সিক্ত করতঃ তদ্দ্বারা উহা ভাল্‌ভার (Vulva) উপর এবং যোনিগহ্বরমধ্যে জরায়ুর মুখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন চারিবার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উক্ত পীড়াবশতঃ গুহ্যদ্বারের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ এইরূপে নিরতিশয় কণ্ডুয়নপর হইলে উল্লিখিত দ্রব দ্বারা উপকার দর্শে। কর্ণকুহরস্থ চর্ম্মও এতাদৃশ রোগগ্রস্ত হইলে কষ্টিকের উগ্রদ্রব অতীব ফলপ্রদ; কিন্তু উল্লিখিত স্থানে প্রয়োগ করিতে হইলে সাবধান হওয়া উচিত যেন টিম্পেনাম্ (Tympanum) স্থিত মেম্ব্রেণে (Membrane) অর্থাৎ পটহে উহা সংলগ্ন না হয়। যদ্যপি এরূপ বিবেচিত হয় যে শ্রবণবিবরে তৈলাক্ত পদার্থের স্রাববাহিত্যবশতঃ তৎস্থান শুষ্কভাবাপন্ন হওয়াতে এতাদৃশ কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা

হইলে তন্মধ্যে বাদামের তৈল (Almond Oil) অথবা গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বাহ্যপ্রয়োগার্থ কষ্টিকের দ্রব প্রস্তুত করিতে হইলে উহাকে নাইট্রাস্ ইথার (Nitrous Ether) দ্বারা দ্রবীভূত করা কর্ত্তব্য। এবম্বিধ কষ্টিক্ দ্রব চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উহাদ্বারা তত্রস্থ তৈলাক্ত পদার্থাদি গলিত হয়, সুতরাং উক্ত দ্রব তদুপরি প্রলেপস্বরূপ সংলগ্ন হইয়া থাকে। কষ্টিক্ জলে মিশ্রিত করতঃ যে দ্রব প্রস্তুত হয় উহা চর্ম্মসংস্পর্শে এক স্থানে সংলগ্ন থাকে না; স্থানচ্যুত ও একত্রিত হইয়া স্থানে স্থানে এক একটী বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হয়, সুতরাং এতদ্বারা চর্ম্মের কিয়দংশ শুষ্ক ও কিয়দংশ সিক্ত হয়। কিন্তু নাইট্রাস্ ইথারের (Nitrous Ether) দোষ এই যে এতদ্বারা প্রচুর পরিমাণে কষ্টিক্ দ্রবীভূত হয় না, তজ্জন্য ইরিসিপেলাস (Erysipelas) রোগের প্রদাহ নিবারণার্থ উগ্র দ্রবের প্রয়োজন হইলে কষ্টিক্ জলে দ্রবীভূত করাই যুক্তিসঙ্গত। ইথার সংযোগে কষ্টিকের যে দ্রব প্রস্তুত হয় উহা উহার জলীয় দ্রবাপেক্ষা উগ্রতর হইয়া থাকে; এমন কি এক আউন্স জলে ২০ গ্রেণ কষ্টিক্ মিশ্রিত করিলে দ্রবের যেরূপ উগ্রতা লক্ষিত হয়, এক আউন্স ইথারে উহা ৮ কিম্বা ১০ গ্রেণ মাত্র মিলিত করিলে তাহার কিছুমাত্র ন্যূনতা দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য ইথার দ্বারা উহার দ্রব প্রস্তুত করিতে হইলে প্রতি আউন্সে ৫ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত মিশ্রিত করিলেই যথেষ্ট। পাঁচ গ্রেণ কষ্টিক্ (Caustic) এক আউন্স ইথারে দ্রবীভূত করতঃ প্রয়োগ করিলে আসন্ন বেড্সোর (Bed Sore) নিবারিত হয়। এই দ্রব এতাদৃশ উগ্র যে চারি পাঁচ বার প্রয়োগমাত্রেই উহা ফোস্কা উৎপাদন করে। পক্ব কেশের শুভ্রতা দূরীকরণার্থ কষ্টিকের দ্রব ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ শুভ্র কেশরাশি উক্ত দ্রব দ্বারা ধৌত করতঃ পরে সল্ফেট্ অব পটাস্ (Sulphate of Potash) দ্রবে একখানি চিরুণী সিক্ত করিয়া তদ্দারা সুন্দর রূপে কেশ বিন্যাস করিলে উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। টিনিয়া টার্সাই (Tinea Tarsi) রোগ উপস্থিত হইলে নয়ন পল্লবের প্রান্তভাগ স্ফীত ও ক্ষতসংযুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত স্থানে এক প্রকার কীটাণুর অবস্থানবশতঃ এই রোগের উৎপত্তি হয়। নয়নপল্লবস্থ পক্ষ্মপংক্তি কর্ত্তন করতঃ পীড়িত স্থানে শলাকাকারে নির্ম্মিত কষ্টিক্ (Caustic) প্রয়োগ করিলে ঐ সকল কীটাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে সত্বর রোগের শান্তি হইতে

দেখা যায়। কন্‌জাংটিভাইটিস্ (Conjunctivitis) রোগে কষ্টিকের অনুগ্র দ্রব এতাদৃশ উপকারী যে উহা নয়নমধ্যে প্রত্যহ এক অথবা দুইবার মাত্র প্রয়োগ করিলে দুই তিন দিবসের মধ্যেই প্রদাহ, স্ফীতি, যন্ত্রণা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশে এক আউন্স জলে এক গ্রেণ কষ্টিক্ মিশ্রিত করিলেই যথেষ্ট। মুখগহ্বরস্থ ক্ষত নিবারণার্থও কষ্টিক্‌দ্রব বিশেষ উপযোগী। গলাভ্যন্তরস্থ প্রদেশে অথবা টন্‌সিলে (Tonsils) রক্তাধিক্য, কিম্বা উল্লিখিত স্থানসকলের প্রদাহ উপস্থিত হইলে কষ্টিকের শলাকা অথবা উগ্র দ্রব এত সত্বর প্রতিকারসাধনে সমর্থ যে দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উক্ত স্থানের পুরাতন ক্ষতবশতঃ টিস্যুসকল (Tissues) শিথিলভাবাপন্ন, এবং ক্ষতস্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে পূয়ক্ষরণ হইলেও কষ্টিক্‌দ্রব মহোপকারী বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) অধিকতর ফলপ্রদ। এই ক্ষত যদ্যপি পচনশীল ও অস্বাস্থ্যকর হয় তাহা হইলে কষ্টিকের উগ্র দ্রব প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত। কোন কোন চিকিৎসক ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) রোগে কষ্টিক্‌দ্রব ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা যদিও অযৌক্তিক নহে, তথাপি উহা প্রয়োগ করিতে হইলে সাতিশয় সাবধানতার আবশ্যক; যেহেতু উক্ত পীড়াতে প্রদাহ যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তদুপরি কষ্টিক্ সংলগ্ন হইলে কোনরূপ অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই, কিন্তু প্রদাহিত স্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সুস্থ টিস্যুতে (Tissue) সংলগ্ন হইলে প্রদাহ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, এবং স্বল্পকালমধ্যেই তথায় ক্ষত উৎপাদিত ও ডিপ্‌থিরিটিক্ মেম্ব্রেণের (Diphtheritic Membrane) আবির্ভাব হয়। যক্ষ্মা রোগের সহিত লেরিংসের (Larynx) পুরাতন প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে তন্নিবারণার্থ কষ্টিকের অনুগ্র দ্রব মহোপযোগী। অর্দ্ধ হইতে পাঁচ গ্রেণ কষ্টিক্ এক আউন্স জলে দ্রবীভূত করতঃ প্রোবাং (Probang), বুরুষ, স্পঞ্জ অথবা স্প্রে (Spray) দ্বারা লেরিংস্ (Larynx) মধ্যে প্রত্যহ দুই তিনবার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উক্ত দ্রব ফেরিংসের (Pharynx) প্রদাহ নিবারণেও পরাংমুখ নহে। কোন কোন চিকিৎসক এজ্‌মা (Asthma), ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), ও যক্ষ্মা রোগে ট্রেকিয়া (Trachea) মধ্যে পিচ্‌কারীদ্বারা কষ্টিকের দ্রব প্রয়োগ করেন।

তাঁহারা বলেন যে এতদ্বারা ট্রেকিয়ার (Trachea) উগ্রতা অপহৃত হওয়াতে শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতির লাঘব হইয়া থাকে। উহা প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমতঃ এক অথবা দুই সপ্তাহকাল গ্লটিসের (Glottis) উপর কষ্টিক্‌দ্রব প্রয়োগ করিয়া উহার স্পর্শানুভবশক্তি বিলুপ্ত করিতে হয়। অতঃপর একটী দশ কিম্বা বার নম্বরের ক্যাথিটার (Catheter) রাইমা গ্লটিডিসের (Rima Glottidis) মধ্য দিয়া সঞ্চালন করতঃ যে স্থানে ট্রেকিয়া (Trachea) দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে সেই স্থান পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করিয়া, উক্ত ক্যাথিটারের (Catheter) উপরিভাগস্থ ছিদ্রমধ্যে দুই ড্রাম পরিমিত কষ্টিক্ দ্রব নিক্ষেপ করিলে উহা নিম্নস্থ ছিদ্র হইতে বহির্গত হইয়া ট্রেকিয়ার (Trachea) অভ্যন্তরভাগে সংলগ্ন হয়। এতদর্থে ৩০ কিম্বা ৪০ গ্রেণ কষ্টিক্ এক আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ দ্রব প্রস্তুত করা আবশ্যক। হুপিং কফ্ (Whooping Cough) রোগেও অনেকে কাশির প্রকোপ প্রশমনার্থ গলাভ্যন্তরে কষ্টিক্‌দ্রব প্রয়োগ করেন। কিন্তু ইহার প্রধান দোষ এই যে ইহা অতি স্বল্প বয়স্ক বালকদিগের গলদেশে সংলগ্ন হইবামাত্র এতাদৃশ কাশির বেগ বৃদ্ধি হয়, যে কখন কখন কোন কোন বালকের শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া থাকে। উল্লিখিত পীড়াতে উহা স্প্রে দ্বারা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বালকেরা নিতান্ত শৈশবাবস্থায় মুখব্যাদনে অসমর্থ বলিয়া যাহাদের বয়ঃক্রম দুই তিন বৎসরের ন্যূন তাহাদের পক্ষে উহা প্রযোজ্য নহে। উহা আহারান্তে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে; যে হেতু এতদ্বারা বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়। পাকস্থলীমধ্যে পুরাতন প্রদাহ অথবা ক্ষত বর্ত্তমান থাকিলে, কিম্বা তথায় ক্যান্‌সার (Cancer) রোগের আবির্ভাব হইলে কষ্টিক্‌দ্রব সেবনে বমন ও বেদনার লাঘব হয়। সংকোচক ক্রিয়ার জন্য অনেকে তরুণ অথবা পুরাতন উদরাময় রোগে ইহা প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদি হইতে শোণিত অথবা অন্যান্য স্রাবনিবারণার্থ ইহা কদাচ ব্যবহৃত হয় না। কেহ কেহ কোরিয়া (Corea) এবং এপিলেপসি (Epilepsy) রোগেও নাইট্রেট্ ও অক্সাইড্ অব্ সিল্ভার্ (Nitrate and Oxide of Silver) প্রয়োগ করেন; কিন্তু এতদ্বারা তাদৃশ ফললাভ হয় বলিয়া বোধ হয় না। স্থলবিশেষে অক্সাইড্ অব্ সিল্ভার্ (Oxide of Silver)

অপরিমিত ঘর্ম্মনিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। তরুণ অথবা পুরাতন বক্তামাশয় রোগে এক ড্রাম অক্সাইড্ (Oxide) তিন পাইণ্ট জলে মিশ্রিত করতঃ উহার কিয়দংশ পিচকারীদ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলে কখন কখন এরূপ আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে যে অন্য কোন ঔষধি হইতে সেরূপ আশা করা যায় না। প্রমেহ রোগেও ইহার পিচকারী বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ এক আউন্স জলে ২০ গ্রেণ অক্সাইড্ (Oxide) মিশ্রিত করিয়া একবার মাত্র ব্যবহার করিতে আদেশ দেন, কেহবা এক আউন্স জলে এক অথবা দুই গ্রেণ দ্রবীভূত করিয়াপ্রত্যহ দুই তিনবার পিচকারীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

LEAD SALTS
শীশধাতুর লবণাদি।

ফিজি। শীশধাতু শরীরস্থ এলবিউমেনের (Albumen) সহিত মিশিত হইয়া এল্‌বিউমিনেট্ অব্ লেড্ (Albuminate of Lead) নামক পদার্থ উৎপাদন করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অথবা ক্ষতসংযুক্ত চর্ম্মোপরি শীশলবণের দ্রব প্রয়োগ করিলে উহা এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হওয়াতে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) সংযত হইয়া এরূপ একটী আবরণের সৃষ্টি করে যে তন্মধ্যে জল অথবা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। এতদ্বারা টিস্থ (Tissue) ও ধমনীনিচয় আকুঞ্চিত হওয়াতে শীশের সংকোচক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উহারা কদাচ উগ্রতাসাধনে তৎপর নহে, বরং স্নিগ্ধকারক বলিয়া পরিচিত। বিস্তৃত ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে শীশধাতু চর্ম্মদ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শোষিত হইয়া দেহাভ্যন্তরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উহাদের সংকোচক ক্রিয়া লক্ষিত হয়। উদরস্থ হইলে উহারা এল্‌বিউমিনেট্ (Albuminate) আকার ধারণ করতঃ শোষিত ও শোণিতসহ মিলিত হইয়া দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির উপর উল্লিখিত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। অদ্রবণীয় শীশলবণগুলির কোন আস্বাদ নাই, কিন্তু যাহারা দ্রবণীয় তাহাদের আস্বাদ ঈষৎ মধুর ও কষায়। পাকস্থলী ও মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে উহারা তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে,

এবং এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া এল্‌বিউমিনেটে (Albuminate) পরিণত হয়। এই এল্‌বিউমিনেট্ অব্ লেড্ (Albuminate of Lead) অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিলে ক্রমশঃ অদ্রবণীয় ও অকর্ম্মণ্য সল্‌ফাইড্ অব্ লেডের (Sulphide of Lead) আকার ধারণ করে। অন্ত্রমধ্যে দ্রবণীয় শীশলবণগুলির সংকোচক ক্রিয়া প্রকটিত হয় বটে, কিন্তু উহা স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহারা শরীর মধ্যে উগ্র বিষের (Irritant Poison) ক্রিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু অপরাপর উগ্র বিষের ন্যায় এতদ্দারা ভেদ না হইয়া বরং কোষ্ঠকাঠিন্য সংঘটিত হয়। শীশ-লবণদ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে প্রথমতঃ গলাভ্যন্তরে জ্বলন, পিপাসা, বমন, এবং উদরমধ্যে কলিক্ (Colic) বেদনা উপস্থিত হয়। উদরপ্রাচীর চাপিয়া ধরিলে এই বেদনার লাঘব হইতে দেখা যায়। এতৎপ্রভাবে ক্রমশঃ সমগ্র উদর বেদনাযুক্ত হয়, এবং নিরতিশয় কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে। যদ্যপি দাস্ত হয় তাহা হইলে মলের সহিত সল্‌ফাইড্ অব্ লেড্ (Sulphide of Lead) মিশ্রিত থাকাতে উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। প্রস্রাব লোহিতবর্ণ এবং উহার পরিমাণ স্বল্প হয়; শিরোঘূর্ণন, শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা, হস্ত পদাদির শীতলতা এবং উহাদের পেশীসমূহের আক্ষেপ, প্রভূত স্বেদক্ষরণ, ক্রমশঃ পদদ্বয়ের অবসন্নতা ও পক্ষাঘাত, এবং কখন কখন কোমা (Coma) পর্য্যন্তও হইতে দেখা যায়। বিষক্রিয়াসাধনে এসিটেট্ (Acetate) অপেক্ষা সব্ এসিটেট্ অব্ লেড্ (Subacetate of Lead) অধিকতর তৎপর। কার্ব-নেট্ অব্ লেড্ (Carbonate of Lead) যদিও অধিক মাত্রায় বিষবৎ কার্য্য করে বটে, কিন্তু উহা উগ্র বিষ (Irritant Poison) নহে। শীশলবণ সেবনে বিষের লক্ষণাদি আবির্ভূত হইলে প্রথমতঃ বমনকারক ঔষধাদির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এতদর্থে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সল্‌ফেট্ অব্ সোডা কিম্বা ম্যাগ্‌-নিসিয়া (Sulphate of Soda or Magnesia) ব্যবহার্য্য। অতঃপর ষ্টমাক্ পাম্প্ (Stomach Pump) নামক যন্ত্রদ্বারা পাকস্থলী ধৌত করতঃ দুগ্ধের সহিত অণ্ডলাল মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা বিধেয়।

শীশলবণ স্বল্প মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবন করিলে উহা শরীরমধ্যে সঞ্চিত হওয়াতে কতিপয় লক্ষণ আবির্ভূত হয়। ইহাকে ক্রনিক্ লেড্ পয়জনিং

(Chronic Lead Poisoning) কহে। উহা যে কেবল শীশলবণ সেবনেই সংঘটিত হয় এমত নহে, অন্যান্য বহুবিধ কারণেও উহার উৎপত্তি সম্ভাবনা। সুরা, সলিল প্রভৃতি পানীয় দ্রব্যে শীশ বর্ত্তমান থাকাতে উহা অলক্ষিত ভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ করতঃ বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। খাদ্য অথবা বহুবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সহিতও উহা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। এক গ্যালন্ (Gallon) জলের সহিত যদ্যপি $\frac{1}{10}$ অথবা $\frac{1}{20}$ গ্রেণ মাত্র শীশলবণ মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে সেই জল কিয়দ্দিন পান করিলেও শীশধাতুর বিষলক্ষণসকল আবির্ভূত হইতে থাকে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ সহনশীল যে শীশলবণ দীর্ঘকাল সেবন করিলেও তাঁহাদের দেহমধ্যে কোন রূপ বিকৃতি জন্মে না। বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে এসিটেট্ অব্ লেড্ (Acetate of Lead) কয়েক সপ্তাহ অথবা কয়েকমাস যাবৎ সেবন করিলেও এতদ্দ্বারা কোন রূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয় না।

শীশধাতু শরীরমধ্যে সঞ্চিত হইয়া বিষবৎ কার্য্য করিলে নিম্নলিখিত লক্ষণাবলি পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। প্রথমতঃ নিম্ন মাড়ির মধ্যস্থলবর্ত্তী দশন দ্বয়ের ঈষন্নিম্ন প্রদেশে মাড়ির উপর নীলবর্ণের রেখা লক্ষিত হয়, এবং উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত হইতে থাকে। দন্তমূলে টার্টার (Tartar) নামক যে এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত হয উহা হইতে সল্ফরেটেড্ হাইড্রোজেন্ (Sulphurated Hydrogen) বাষ্প উৎপন্ন হইয়া শীশধাতুর সহিত রাসায়নিক ভাবে মিলিত হওয়াতে দন্তমাড়ির টিসু (Tissue) মধ্যে সল্ফাইড্ অব্ লেডের (Sulphide of Lead) সৃষ্টি হয়, সুতরাং উহার অবস্থানবশতঃ মাড়ির প্রান্তভাগে নীলবর্ণের রেখা লক্ষিত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির দশনাবলি অতিশয় অপরিষ্কৃত তাহাদের মুখমধ্যেই উল্লিখিত লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয। মাড়ির যে স্থান হইতে দন্ত স্খলিত হইয়াছে সে স্থানে ঐ চিহ্নের অভাব হইয়া থাকে। শীশধাতুদ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে এই লক্ষণটী সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বাগ্রে তিরোহিত হয় না। উক্ত বিষের অপরাপর লক্ষণাদি দূরীভূত হইলেও কিয়দ্দিন যাবৎ উহা বিরাজমান থাকে। উল্লিখিত চিহ্নের আনুসঙ্গিক কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, রুচিহীনতা, প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণও ক্রমশঃ

আবির্ভূত হইতে থাকে। মুখমধ্যে নিরন্তর মিষ্টাস্বাদ অনুভূত হয়, পোষণ-ক্রিয়াভাবে শরীর বিবর্ণ ও বিশীর্ণ হয়, এবং অবশেষে উদরমধ্যে অতীব যন্ত্রণা-দায়ক কলিক্ (Colic) বেদনা উপস্থিত হয়, যাহাকে লেড্ কলিক্ (Lead Colic) কহে। অতিশয় কোষ্ঠকাঠিন্য, বিবমিষা, এবং মধ্যে মধ্যে বমনও হইয়া থাকে। নাড়ী দ্রুত ও সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করে, স্ক্রোটাম্ (Scrotum), জরায়ু, ও নিম্ন পদদ্বয়ের পেশীসমূহের আক্ষেপ উপস্থিত হয়, কখন কখন হস্ত পদাদির গ্রন্থিগুলিতে বেদনা অনুভূত হয়, এবং কখন কখন উহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থিত পেশীর আক্ষেপবশতঃ এতাদৃশ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় যে উহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। গ্রন্থিসঞ্চালনে অথবা শীতল সমীরণসেবনে বাতরোগের ন্যায় এই বেদনার আধিক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন ব্যক্তির বাহুদ্বয়ের পক্ষাঘাত সংঘটিত হওয়াতে হস্তোত্তলনের শক্তি থাকে না। মাস্কুলোস্পাইরাল্ (Musculo Spiral) স্নায়ু দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া পোষ্টিরিয়র্ ইণ্টারসাস্ (Posterior Interosseous) ও রেডিয়াল্ (Radial) স্নায়ু নাম ধারণ করতঃ নিম্ন বাহুতে যে সকল এক্স্টেন্সর (Extensor) পেশীকে পোষণ করে তাহাদেরই সঞ্চালনশক্তির লোপ হয়, কিন্তু সুপাইনেটাস্ লঙ্গাস্ (Supinatus Longus) পেশীর কোনরূপ ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ঘটে না। উল্লিখিত এক্স্টেন্সর (Extensor) পেশীসমূহের মধ্যে এক্স্টেন্সর্ কমিউনিস্ ডিজিটোরাম্ (Extensor Communis Digitorum) নামক পেশীরই সর্ব্বপ্রথম পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। মাস্কুলোস্পাইরাল্ (Musculo Spiral) স্নায়ু দ্বিভাগে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে উহা একটী শাখা প্রদান করতঃ সুপাইনেটাস্ লঙ্গাস্ (Supinatus Longus) পেশীকে পোষণ করে; সুতরাং উক্ত পেশীর পক্ষাঘাত ঘটিলে উহা মাস্কুলোস্পাইরাল্ (Musculo Spiral) স্নায়ুর পীড়াসম্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, লেড্ পয়জনিং (Lead-Poisoning) নামক পীড়ার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। উল্লিখিত পেশীর ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য না ঘটিয়া যদ্যপি কেবল এক্স্টেন্সর্ (Extensor) পেশীসমূহের পক্ষাঘাত লক্ষিত হয় তবেই উহা লেড্ পয়জনিং (Lead-Poisoning) জনিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই রোগে অঙ্গুষ্ঠের পেশীসকল পোষণাভাবে ক্রমশঃ বিশীর্ণ হয়, এবং কখন কখন

পীড়ার প্রাথর্য্যপ্রযুক্ত ডেল্‌টয়েড্‌ (Deltoid) পেশী, এবং গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃপ্রাচীরস্থ পেশীসমূহও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে। কখন কখন কোন কোন রোগীর সর্ব্বাবয়বের পেশী অবশ ও শীর্ণ হইতে দেখা যায়, এবং রোগী এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে উহার বাঙ্‌নিষ্পত্তির শক্তি থাকে না। এই রোগে সাধারণতঃ মোটার (Motor) স্নায়ুরই পক্ষাঘাত ঘটে, কিন্তু কখন কখন সেন্‌সারি (Sensory) স্নায়ুরও এরূপ বিকৃতি লক্ষিত হয়। স্নায়ুগুলী এইরূপে হতবীর্য্য হইলে অবশেষে বৈদ্যুতিক প্রভাবেও পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হয় না। এই রোগে সচরাচর রোগীর মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু কখন কখন এপিলেপ্‌সি (Epilepsy), কন্‌ভাল্‌সন্‌ (Convulsion), ডিলিরিয়ম্‌ (Delirium) অথবা কোমার (Coma) আবির্ভাব হওয়াতে রোগী কালগ্রাসে পতিত হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত পেশীসমূহের পক্ষাঘাত ও বিশীর্ণতার কারণ এই যে শীশধাতু শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চিত হইয়া স্পাইনাল্‌ কর্ডের (Spinal Cord) উপর বিষময় ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ উহার কার্য্যকারিতাশক্তি অপহরণ করে, সুতরাং উহা হইতে যে সকল মোটার (Motor) স্নায়ু নিঃসৃত হয় তাহাদের এবং ঐ সকল স্নায়ু যে সকল পেশীকে পোষণ করে তাহাদেরও ক্রিয়ার লোপ হয়। এই পীড়ায় কেবল যে হস্ত পদাদির পেশীসমূহের আক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় এমত নহে, অন্ত্র ও ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্রেরও আক্ষেপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, যেহেতু গুহ্যদ্বারদ্বারা রেক্‌টাম (Rectum) মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে উহার অগ্রভাগে আন্ত্রিক সঙ্কোচন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দেহমধ্যে শীশধাতুর বিষক্রিয়া প্রকটিত হইলে কিড্‌নি (Kidney) দ্বয়ের সিরোসিস্‌ (Cirrhosis) হয়, এবং সাতিশয় কোষ্ঠকাঠিন্য বশতঃ উদরমধ্যে কলিক্‌ (Colic) বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত ঔষধদ্বারা যদ্যপি কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হয় তাহা হইলে এই বেদনার সম্ভাবনা থাকে না। শীশধাতুদ্বারা মূত্রস্থিত ইউরিক্‌ এসিডের (Uric Acid) স্রাব হ্রাস হওয়াতে উহা শোণিতমধ্যে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং অবশেষে তরুণ গাউট্‌ (Gout) রোগের সৃষ্টি করে। ইহার প্রমাণ এই যে, যে সকল ব্যক্তি সতত শীশধাতুর সংস্রবে থাকে তাহারা কখন কখন গাউট্‌ (Gout)

পীড়ায় আক্রান্ত হয়, এবং তাহাদের দন্তমাড়িতে নীলবর্ণের রেখা দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্ত ধাতু অলক্ষিত ভাবে ঐ সকল ব্যক্তির দেহমধ্যে প্রবেশ করতঃ স্বকীয় বিষধর্ম্মপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গাউট্ (Gout) রোগের সৃষ্টি করে। পুরুষের ন্যায় যে সকল স্ত্রীলোক উহার সংস্রবে থাকে তাহাদের সচরাচর গর্ভপাত হইতে দেখা যায়; এমন কি পত্নী উহার সংস্রবে না থাকিলেও কেবলমাত্র স্বামীর দোষে স্ত্রীর গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। যদি কখন প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট সময়ে জীবিত সন্তান প্রসব করে তবে সেই সন্তান কদাচ দীর্ঘকাল প্রাণ ধারণ করে না। শীশধাতু সেবন করিলে উহা লাংস্ (Lungs), কিড্নি (Kidney), যকৃৎ, প্লীহা এবং মস্তিষ্কমধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রাদির সহিত উহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সেবনান্তর উহা অতি স্বল্প পরিমাণেই প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়, কিন্তু আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) দ্বারা উহা অধিক পরিমাণে নিঃসারিত হইয়া থাকে। প্রস্রাবের সহিত শীশধাতু নির্গত হয় বলিয়া অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে উহা কিড্নি (Kidney) দ্বারা শোণিত হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, উহা অপরাপর ধাতুর ন্যায় এল্বিউমিনেটে (Albuminate) পরিণত হইয়া দেহমধ্যে অবস্থিতি করে। কিড্নি (Kidney) ঐ অদ্রবণীয় এল্বিউমিনেট্কে (Albuminate) শোণিত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ নহে। শরীরের যে সকল টিস্থ (Tissue) হইতে মিউকাস্ (Mucus) প্রভৃতি এল্বিউমেন্ (Albumen) মিশ্রিত স্রাব নির্গত হয় উহা তদ্দ্বারাই নিঃসারিত হয়; সুতরাং সম্ভবতঃ উহা ব্লাডারের (Bladder) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে মিউকাসের (Mucus) সহিত দেহাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া প্রস্রাবের সহিত মিলিত হয়; যেহেতু শীশ অথবা অপর ধাতু যৎকালে মূত্রের সহিত বহির্গত হইতে থাকে, তৎকালে ব্লাডারের (Bladder) উগ্রতা সাধিত হইয়া উহার সহিত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিউকাস্ (Mucus) নির্গত হয়। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্লাডারের (Bladder) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারাই শীশ অথবা অপরাপর ধাতু ক্ষরিত হইয়া থাকে।

শীশধাতুর ক্রিয়া।—বাহ্যপ্রয়োগে সঙ্কোচক, রক্তরোধক, স্নিগ্ধকারক,

ও বেদনানিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সঙ্কোচক ও রক্তরোধক; অধিকমাত্রায় বিষক্রিয়াজনক।

থিরা। সঙ্কোচক ক্রিয়ার জন্য শীশলবণের দ্রব বাহ্যপ্রয়োগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কোন অস্বাস্থ্যকর ক্ষতস্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে রসস্রাব হইলে তন্নিবারণার্থ উহার দ্রব বিশেষ উপযোগী। একজেমা (Eczema) নামক চর্ম্মরোগে যৎকালে সাতিশয় প্রদাহ, কণ্ডূয়ন, ও রসস্রাব বর্ত্তমান থাকে তৎকালে শীশদ্রব প্রয়োগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই উহা নিবারিত হয়। এতদর্থে দুই অথবা তিন ড্রাম লাইকর্ প্লাম্বাই (Liquor Plumbi) দশ আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ দ্রব প্রস্তুত করা আবশ্যক। যদ্যপি এবম্বিধ অনুগ্র দ্রবদ্বারা রোগের প্রতিকার সাধিত না হয় তাহা হইলে দুই আউন্স লাইকর্ প্লাম্বাই (Liquor Plumbi), দুই আউন্স গ্লিসিরিণ্ (Glycerine), এবং চারি আউন্স জলদ্বারা উগ্রতর দ্রব প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করিলে আশু ফললাভ হইয়া থাকে। উল্লিখিত দ্রবে একখণ্ড বস্ত্র সিক্ত করিয়া পীড়িত স্থানে প্রতিনিয়ত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্থলবিশেষে দিবাভাগে শীশদ্রব এবং রজনীযোগে পুল্টিস্ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার দর্শে। যদ্যপি উক্ত পীড়া সুদূরব্যাপী, কণ্ডূয়নপর, এবং সাতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হয় তাহা হইলে পীড়িত স্থান হইতে রসস্রাব না হইলেও উগ্র দ্রব প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন যে কোন ক্ষার পদার্থ অথবা গন্ধকের অনুগ্র দ্রবদ্বারা পীড়িত স্থান ধৌত করিলে উল্লিখিত চিকিৎসার সহায়তা সম্পাদন হয়। পিটিরাইসিস্ (Pityriasis) এবং আর্টিকেরিয়া (Urticaria) রোগের কণ্ডূয়ন নিবারণার্থও উহার উগ্র দ্রব অতীব উপযোগী। প্রুরাইটাস্ পিউডেন্ডাই (Pruritus Pudendi) রোগে ইহা অতীব ফলদায়ক, বিশেষতঃ যদ্যপি পীড়িত স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ক্ষতসংযুক্ত হয় ও লোহিতবর্ণ ধারণ করে তাহা হইলে শীশের অনুগ্র দ্রবাপেক্ষা উগ্র দ্রবদ্বারা অধিকতর ফললাভ হয়। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত পীড়াতে গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) ও লাইকর্ প্লাম্বাই (Liquor Plumbi) তুল্যাংশে মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু এতৎপ্রয়োগে কিয়ৎকালের জন্য কথঞ্চিৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অন্ত্রমধ্যে কৃমি, গুহ্যদ্বারে অর্শবলী, অথবা যোনি কিম্বা

মূত্রনালীমধ্যে অর্ব্বুদের অবস্থানবশতঃ যদ্যপি এই রোগের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে শীশদ্রব পীড়ার শান্তিসাধনে অসমর্থ।

লুপাস্ (Lupus) নামক চর্ম্মরোগেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। প্রথমতঃ পুলটিস্ প্রয়োগদ্বারা পীড়িত স্থান পরিষ্কৃত করতঃ একভাগ লাইকর্ প্লাম্বাই (Liquor Plumbi), এবং এক অথবা দুইভাগ গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) একত্রে মিশ্রিত করিয়া তদুপরি প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

স্বল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের পুরাতন অটোরিয়া (Otorrhœa) কিম্বা ভাল্‌ভাইটিস্ (Vulvitis) রোগে এসিটেট্ অথবা সব্‌এসিটেট্ অব্ লেডের (Acetate or Subacetate of Lead) দ্রব পিচ্‌কারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে সত্বর পূয়স্রাব নিবারিত এবং বেদনা দূরীভূত হয়। উল্লিখিত পীড়াদ্বয়ের তরুণাবস্থায়, অর্থাৎ যাবৎ সাতিশয় প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে তাবৎ উহা ব্যবহার করা উচিত নহে, পীড়া পুরাতন হইলে যখন প্রদাহ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়, এবং কেবলমাত্র বেদনা ও প্রভূত পূয়স্রাব বর্ত্তমান থাকে তৎকালে উহা প্রযোজ্য। কিন্তু তদবস্থায় অনুগ্র দ্রবাপেক্ষা উগ্র দ্রবই অধিকতর উপকারী, এবং শীশধাতু অপেক্ষা অন্য উগ্রতর সঙ্কোচক ঔষধ অধিকতর কার্য্যকারী।

কোন কোন ব্যক্তির কি শীত কি গ্রীষ্ম সর্ব্ব ঋতুতেই পদদ্বয় হইতে অপর্য্যাপ্ত স্বেদক্ষরণ হয়। চরণদ্বয় নিরন্তর ঘর্ম্মাক্ত হওয়াতে উহা হইতে এতাদৃশ দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে যে উহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। লেড্ প্লাষ্টার (Lead Plaster) এবং তিসির তৈল (Linseed Oil) তুল্যাংশে মিশ্রিত করতঃ একখণ্ড বস্ত্র উহাতে সিক্ত করিয়া প্রত্যহ কিয়ৎকাল তদ্বারা চরণযুগল আবৃত রাখিলে ঘর্ম্মস্রাব ও দুর্গন্ধ উভয়ই দূরীভূত হয়। কোন কোন চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পদদ্বয় দুই তিন দিন যাবৎ আবৃত রাখিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ (Ointment) একজেমা (Eczema) পীড়ার প্রদাহাবসানে প্রযোগ করিলেও সুফল প্রসব করে। কর্ণিয়াতে (Cornea) ক্ষতোৎপন্ন হইলে অনেকে শীশদ্রব প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। যদিও উহার সঙ্কোচক, স্নিগ্ধকারক ও বেদনা নিবারক গুণে প্রদাহের শান্তি, যন্ত্রণার লাঘব, এবং ক্ষত আরোগ্যোন্মুখ হয়,

তথাপি উহা প্রয়োগ করা তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত নহে; যেহেতু শীশধাতু কর্ণিয়ার (Cornea) টিস্থ (Tissue) মধ্যে সঞ্চিত হইয়া এরূপ একটি শুভ্রবর্ণের আবরণ উৎপাদন করে যে তদ্দ্বারা উহার স্বচ্ছতা দূরীভূত হওয়াতে দর্শনশক্তির ব্যাঘাত জন্মে। তরুণ ও পুরাতন প্রমেহ (Gonorrhæa and Gleet), এবং প্রদর (Leucorrhæa) রোগে শীশদ্রব মূত্রনালী অথবা যোনিমধ্যে পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে কথঞ্চিৎ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

ক্ষত অথবা আহত স্থান হইতে স্বল্প পরিমাণে শোণিতস্রাব হইলে রক্তরোধক ক্রিয়ার জন্য শীশলবণ স্থানিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এতদপেক্ষা অন্যান্য রক্তরোধক ঔষধ এতদর্থে অধিকতর ফলদায়ক।

বেদনা নিবারণার্থ লেড্ প্লাষ্টার (Lead Plaster) স্থলবিশেষে উপযোগী। দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত কটিদেশে বেদনা উপস্থিত হইলে, এবং অর্শ কিম্বা জরায়ুর পীড়াবশতঃ মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে বেদনা অনুভূত হইলে উক্ত প্লাষ্টার (Plaster) প্রয়োগে আশু উপকার লক্ষিত হয়। দগ্ধস্থানের বেদনা ও জ্বলননিবারণার্থও শীশদ্রব উপযোগী। অনেকে এতদুদ্দেশে হ্যাভক্স্ হোয়াইট্ পেণ্ট্ (Havock's White Paint) ব্যবহার করেন, তাঁহারা বলেন যে উহা প্রয়োগ করিলে দুই মিনিটের মধ্যে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও শীশলবণ বহুবিধ ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। অনেকে পাইরোসিস্ (Pyrosis) ও রক্তবমন নিবারণার্থ দ্রবণীয় শীশলবণ প্রয়োগ করেন। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে সামার্ ডায়েরিয়াতে (Summer Diarrhæa) স্বল্প মাত্রায় মর্ফিয়ার (Morphia) সহিত এসিটেট্ অব্ লেড্ (Acetate of Lead) প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। বিসূচিকা রোগের প্রথমাবস্থায়ও এসিটেট্ (Acetate) অতীব ফলপ্রদ। রক্তামাশয়, টাইফয়েড্ জ্বর (Typhoid Fever), এবং টিউবার্কুলার এণ্টারাইটিস্ (Tubercular Enteritis) রোগে, অর্থাৎ অন্ত্রমধ্যে টিউবার্কলের (Tubercle) অবস্থানবশতঃ উহার প্রদাহ হইলে যে উদরাময় উপস্থিত হয় তন্নিবারণে এসিটেট্ অব্ লেড্ (Acetate of Lead) ও আফিং যাদৃশ উপযোগী, অন্য কোন ঔষধই সেরূপ নহে। প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদরাময় রোগেই এসিটেটের (Acetate) যেমন আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয়, তদ্রূপ গুহ্যদ্বারে

ষ্টার্চের (Starch) সহিত পিচ্‌কারীদ্বারা, এবং আফিমের সহিত সাপোজিটরি (Suppository) দ্বারাও উহার স্থানিক ব্যবহার হইয়া থাকে। এতৎপ্রয়োগে শ্বাসনালী এবং লাংসের (Lungs) প্রভৃত শ্লেষ্মাক্ষরণও নিবারিত হয়, সুতরাং ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) ও ব্রঙ্কোরিয়া (Bronchorrhœa) রোগে ইহা ফলদায়ক বলিয়া পরিচিত।

শীশের রক্তরোধক ক্রিয়ার জন্য নাসারন্ধ্র, লাংস্ (Lungs), কিড্‌নি (Kidney), জরায়ু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে উহা ব্যবহৃত হয়। অনেকে নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) রোগে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) স্রাব নিবারণার্থ উহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা সবিশেষ উপকার সাধিত হয় না। ইহা সেবনে এল্‌বিউ-মেনের (Albumen) পরিমাণ কথঞ্চিৎ হ্রাস ও প্রস্রাবের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যথার্থ বটে, কিন্তু কিড্‌নির (Kidney) প্রদাহ নিবারণে ইহা কদাচিৎ সমর্থ নহে।

MERCURY

পারদ।

ফিজি। পারদঘটিত ঔষধাবলি দীর্ঘকাল সেবন করিলে মুখমধ্যে ধাতব আস্বাদ অনুভূত হয়, এবং উহা বদনাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ডের (Salivary Glands) অনিষ্টসাধন করে। এতদ্দ্বারা দন্তমাড়ির প্রদাহ উৎপাদিত হওয়াতে উহা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয় এবং লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই প্রদাহ প্রথমে ইন্‌সাইজর্ (Incisor) দন্তসংলগ্ন মাড়িতে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত হইতে থাকে। অতঃপর জিহ্বা ও স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ডসকল (Salivary Glands) প্রদাহিত হইয়া মুখাভ্যন্তর হইতে এতাদৃশ দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় যে রোগীর সন্নিধানে অবস্থিতি করা দুরূহ হইয়া উঠে। বদনগহ্বর হইতে অপরিমিত লালক্ষরণ হয়, এমন কি প্রত্যহ এক সেরেরও অধিক হইয়া থাকে। ঐ মুখলালমধ্যে প্রথমতঃ বহুল কঠিন পদার্থ ও এপিথিলিয়ম্ (Epithilium) বিরাজ করে বটে, কিন্তু অবশেষে

উহা স্বচ্ছ ও তরলভাবাপন্ন হয়, এবং উহাতে ফ্যাট্ (Fat) ও মিউকাস্ কর্‌পাসল্‌স্ (Mucous Corpuscles) ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। কখন কখন মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সর্ব্বত্র ক্ষতে পরিপূর্ণ হয়, দশনরাজি শিথিল হইয়া পড়ে, এবং কখন বা দন্তমাড়ি ও গণ্ডস্থল গলিত ও এককালীন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্থলবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে উর্দ্ধ ও নিম্ন মাড়ির অস্থিপর্য্যন্তও ক্ষতসংযুক্ত হইয়া থাকে। পারদ সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তির উল্লিখিত লক্ষণাবলী অতি স্বল্পকালমধ্যেই প্রকাশিত হয়, বিশেষতঃ যাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল তাহারাই এতদ্দ্বারা সমধিক প্রপীড়িত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের সহসা লালক্ষরণ হয় না। কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ অসহিষ্ণু যে অত্যল্প মাত্রায় পারদ সেবন করিলেও অনতিবিলম্বে তাঁহাদের লালক্ষরণ হয়। অপরাপর ধাতুর ন্যায় পারদের যে সকল লবণ দ্রবণীয় উহারা মুখাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে উহাদের অধিকাংশই এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া এল্‌বিউমিনেট (Albuminate) আকার ধারণ করে, যে অত্যল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকে তদ্দ্বারা তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ প্রদাহ উৎপাদিত হয়। উদরস্থ হইলেও পাকস্থলী মধ্যে উহারা উল্লিখিত ক্রিয়া প্রকাশ করে। অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল লবণ তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব, এবং অন্ত্রপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্রের সঙ্কোচনশক্তি বৃদ্ধি করতঃ মল তরলীভূত ও নিঃসারিত করাতে বিরেচক বলিয়া পরিচিত। পারদলবণ স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ড (Salivary Glands) হইতে লাল নিঃসারণে সমর্থ বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন যে এতদ্দ্বারা প্যাংক্রিয়াজের (Pancreas) স্রাবও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহার কারণ এই যে স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ডের (Salivary Glands) সহিত উক্ত গ্ল্যাণ্ডের সৌসাদৃশ্য আছে, এবং উহার স্রাবও মুখলালের সমতুল্য। সুস্থাবস্থায় পারদদ্বারা পিত্তস্রাব বর্দ্ধিত না হইয়া বরং হ্রাস হয় বটে, কিন্তু কোন কারণবশতঃ যকৃতের ক্রিয়ারাহিত্য হইলে এতৎ সেবনে যে তৎক্রিয়ার আধিক্য হয় তৎপক্ষে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পারদঘটিত লবণনিচয় শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে নীত হইলে উহারা দেহাভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাদির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে; কিন্তু সাল্‌ফাইড্ অব্ মার্কারি (Sulphide of Mercury) শোষিত ও রক্তরাশিতে নীত হয়

না। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে সুস্থাবস্থায় পারদ সেবন করিলে দেহের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কেহবা বলেন যে এতদ্দ্বারা রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস হয়; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকেরা উহার ক্রিয়াসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ফল কথা এই যে স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে এতদ্দ্বারা বলকারক ক্রিয়া প্রকাশিত ও শোণিতের লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং সুস্থ কিম্বা পীড়িত যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন, অধিক মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবনে উল্লিখিত কণিকাব হ্রাস হয়, এবং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে। যদি উহা অত্যল্প মাত্রাতেও দীর্ঘকাল প্রয়োজিত হয়, তথাপি রোগীর স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ক্রমশঃ বিবর্ণ ও বিশীর্ণ হইতে থাকে, শোণিতস্থ লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে এনিমিয়া (Anæmia) উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ নির্গত হইয়া জ্বরের আবির্ভাব হয়। অতঃপর ক্রমশঃ স্নায়বীয় লক্ষণাদিও দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। পেশীসকলের আক্ষেপ হওয়াতে প্রথমতঃ উর্দ্ধ বাহুর কম্পন উপস্থিত হয়, এবং ক্রমশঃ উহা সর্ব্বাবয়বে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। উহাদের স্বকীয় স্বাভাবিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়, এবং কোন কারণবশতঃ একবার কম্পন আরম্ভ হইলে উহাকে সহসা দূরীভূত করা দুরূহ হইয়া উঠে। স্থলবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে পেশীসমূহ আক্ষিপ্ত হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গ এতাদৃশ কম্পিত হইতে থাকে যে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া, বাক্যকথন, চর্ব্বণ, ও চলৎশক্তিরও ব্যাঘাত জন্মে। স্থানে স্থানে নিউর‍্যাল্‌জিক্ বেদনা (Neuralgic Pain), স্মরণশক্তির হ্রাস, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, এবং কখন কখন কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) পর্য্যন্তও দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন রোগীর কিছুমাত্র লালক্ষরণ হয় না, যেহেতু পারদের প্রয়োগ প্রণালী অনুসারে উহার ক্রিয়ার বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। অভিজ্ঞতাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে দগ্ধীভূত পারদের ধূম সেবন করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন, এবং উহা মর্দ্দনদ্বারা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে লালক্ষরণ ও কখন কখন কম্পনাদির লক্ষণও আবির্ভূত হয়। পারদের বিষক্রিয়াজনিত উল্লিখিত লক্ষণাবলী দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলে, এবং রোগী সত্বর উহা সেবনে বিরত হইলে আরোগ্যলাভ সম্ভাবনা। পূর্ব্বোক্ত স্নায়বীয় লক্ষণনিচয় ক্রমে ক্রমে

আবির্ভূত হয় বলিয়া একপ বিবেচনা করা উচিত নহে যে দীর্ঘকাল পারদ ব্যবহারেই উহা সংঘটিত হয়, উহার ধূম স্বল্পকালের জন্য সেবন করিলেও ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে। উপদংশবিষসংহারার্থ, পারদের শক্তি অসাধারণ। পার্‌ক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি (Perchloride of Mercury) অতীব তেজস্কর ও পচনিবারক। পারদ দেহমধ্যে দীর্ঘকাল সঞ্চিত থাকে। উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকাকার ধারণকরতঃ অস্থিমধ্যে অবস্থিতি করে। উহা মল, মূত্র, এবং পিত্তের সহিত শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে।

পারদের ক্রিয়া—স্থানিকপ্রয়োগে উত্তেজক, প্রত্যুগ্রতাসাধক, ফোস্কাকারক, পরিবর্ত্তক, শোষক, ও পচননিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে লালনিঃসারক, পিত্তনিঃসারক, বিরেচক, পরিবর্ত্তক, শোষক; স্বল্পমাত্রায় বলকারক, অধিক মাত্রায় বিবমিষাজনক ও বমনকারক।

থিরা। নাইট্রেট্ অব্ মার্কারি (Nitrate of Mercury) ওয়ার্ট (Wart) এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রার্ব্বুদ নষ্ট করিবার জন্য বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। বিবিধ চর্ম্মরোগের কণ্ডূয়ন নিবারণার্থ পারদলবণ অতীব উপযোগী। এতদর্থে ব্ল্যাক্ ওয়াস্ (Black Wash), ইয়েলো ওয়াস্ (Yellow Wash), পার্‌ক্লোরাইড্ (Perchloride) দ্রব প্রভৃতি সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন যে উল্লিখিত দ্রবগুলি উগ্রাবস্থায় প্রয়োগ না করিলে বিশেষ ফল দর্শে না; এমন কি ২০ আউন্স জলে ১২ গ্রেণ বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি (Bichloride of Mercury) মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। যদিও ঐ সকল দ্রবদ্বারা কণ্ডূয়ন নিবারিত হয়, তথাপি কেলোমেল্ অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ (Calomel Ointment) উহাদের অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। এক ড্রাম কেলোমেল্ (Calomel) এক আউন্স বসার সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে আশু প্রতিকার লক্ষিত হয়। এই মলম সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগের কণ্ডূয়ন নিবারণে সমর্থ নহে, যেহেতু আর্টিকেরিয়া (Urticaria) নামক চর্ম্মরোগে উহা প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ ফল প্রসবিত হয় না। সোরাইসিস্ (Psoriasis), একজেমা (Eczema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগের আবির্ভাববশতঃ গুহ্যদ্বার একান্ত কণ্ডূয়নপর হইলে উক্ত মলম প্রয়োগে আশু উপকার দর্শে। কখন কখন গুহ্যপ্রদেশ ও বীজকোষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সোরাইসিসের (Psoriasis) ন্যায় গোলাকার

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ নির্গত হইয়া যে যন্ত্রণা প্রদান করে উহা উক্ত মলমদ্বারা নিবারিত হয়। প্রুরাইটাস্ পিউডেন্ডাই (Pruritus Pudendi) রোগে ইহা তাদৃশ ফলদায়ক নহে। এই রোগে, অথবা প্রুরাইটাস্ এনাই (Pruritus Ani) পীড়াতে উরুদেশে ব্লিষ্টার্ (Blister) প্রয়োগদ্বারা ক্ষতোৎপাদন, অথবা জলোকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে কখন কখন অনতিবিলম্বেই কণ্ডূয়নের লাঘব হয়। অনেক স্থলে উপরোক্ত পীড়াতে পূর্ব্বোক্ত মলম প্রয়োগ করিলে রোগের কথঞ্চিৎ শান্তি হয়। স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের গাত্রে একজেমা (Eczema) রোগের ন্যায় ব্রণ নির্গত হইলে এই মলম প্রয়োগে উহা নিবারিত হয়। মস্তকে পিটিরাইসিস্ (Pityriasis) নামক চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হইলে অনেকে উক্ত মলম আল্কাতরার সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করেন; এতদ্দ্বারা কেবল যে কণ্ডূয়ন নিবারিত হয় এমত নহে, পীড়ারও অবসান হইয়া থাকে। প্রুরাইটাস্ এনাই ও ভাল্ভি (Pruritus Ani and Vulvæ) রোগেও কণ্ডূয়ন নিবারণার্থ উক্ত মলম বিশেষ উপযোগী; কিন্তু মুখ হইতে লালক্ষরণ হইবার আশঙ্কায় অনেকে উহা ব্যবহার করিতে আপত্তি করেন। বস্তুতঃ অভিজ্ঞতদ্বারা জানা গিয়াছে যে এতৎপ্রয়োগে সচরাচর লালস্রাব হয় না।

মানবদেহের যে সকল স্থান কেশদ্বারা আবৃত থাকে কখন কখন সেই সকল স্থানে লাউস্ (Louse) নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মে। উহা সচরাচর পিউবিসের (Pubes) উপরই দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল কীট উক্ত স্থানের চর্ম্মমধ্যে প্রবেশ করাতে তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ নির্গত হইয়া উহা এতদূর কণ্ডূয়নপর হয় যে রোগী শীলতা ত্যাগকরতঃ সর্ব্বসমক্ষে তথায় হস্তপ্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ঐ সকল কীট বিনাশ করিবার জন্য হোয়াইট্ প্রেসিপিটেট্ (White Precipitate), সিট্রন্ অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Citron Ointment), অথবা বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি (Bichloride of Mercury) দ্রব সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পিউবিসের (Pubes) চর্ম্ম উল্লিখিত কীটদ্বারা এইরূপে আক্রান্ত হইলে উহারা তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে; সুতরাং উপরোক্ত দ্রব অথবা অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Ointment) দ্বারা কীটসকল বিনাশ করিলেই যে রোগাপনয়ন হয় এমত নহে, যাবৎ অণ্ডসমূহ বর্ত্তমান থাকে তাবৎ রোগের

পুনবাবির্ভাবের সম্ভাবনা দূরীভূত হয় না। অতএব উহা নষ্ট কবিবার জন্য পিউবিস্ (Pubes) স্থিত কেশরাশি স্পিরিট্ (Spirit) দ্বার ধৌত করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল কীট কেবল যে পিউবিস্ (Pubes) মধ্যেই অবস্থিতি কবে এমত নহে, উহাব সন্নিকটবর্ত্তী স্থান অর্থাৎ স্ক্রোটাম্ (Scrotum) ও গুহ্যদ্বাব পর্য্যন্তও আক্রমণ কবিয়া থাকে; সুতবাং রোগেব শান্তি কবিতে হইলে ঐ সকল স্থানেও ঔষধ প্রযোগ কবা কর্ত্তব্য। কেবল যে পূর্ব্বোল্লিখিত মলম ও দ্রবদ্বাবাই এবম্বিধ কীট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয এমত নহে, রোজ্মেবি তৈল (Oil of Rosemery), পাইবেথ্রি চূর্ণ (Pulv Pyrethri), অথবা ষ্টাফিস্যাগ্রিয়ার মলম (Ung : Staphisagria) দ্বাবাও উহাবা বিনষ্ট হইযা থাকে। এইরূপে রোগেব কাবণীভূত কীটসকল ঔষধদ্বারা সংহাব করতঃ বোগীর পবিধেয বসন রজকালয়ে প্রেবণ অথবা অত্যুষ্ণ সলিলদ্বাবা ধৌত করা অবশ্য কর্ত্তবা; যে হেতু উল্লিখিত কীটসকল অলক্ষিত ভাবে বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত থাকাতে পীড়াব পুনরাবির্ভাবেব সম্ভাবনা।

কোন কোন ব্যক্তির নেত্রপত্রেব পক্ষ্মপংক্তিতে এক প্রকাব কীট জন্মে উহাকে টিনিযা সিলিয়াবিস্ (Tinea Ciliaris) কহে। ঐ সকল কীটেব অবস্থানবশতঃ নযনপত্রেব প্রান্তভাগ স্ফীত, ক্ষতসংযুক্ত, ও সাতিশয কণ্ডূয়নপর হইযা থাকে। উহা নিবারণার্থ নাইট্রেট্ অথবা অক্সাইড্ অব্ মার্কাবিব (Nitrate or Oxide of Mercury) মলম ব্যবহৃত হয। উক্ত মলম প্রয়োগ কবিবার পূর্ব্বে পক্ষ্মপংক্তি কর্ত্তন কবা আবশ্যক। কেহ কেহ নাইট্রেট্ অব্ মার্কারির (Nitrate of Mercury) মলমের সহিত উহাব চতুর্গুণ কিম্বা ছয় গুণ পরিমিত সিম্পল্ অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Simple Ointment) মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার করেন, কিন্তু এতাদৃশ অনুগ্র মলম প্রয়োগ করাতে অনেক সময়ে বোগেব প্রতিকার সাধিত হয না, তজ্জন্য এই পীড়াতে কিম্বা একৃজেমা (Eczema), সোবাইসিস্ (Psoriasis) প্রভৃতি অন্যান্য চর্ম্মরোগে উক্ত মলম অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ যদ্যপি উগ্রাবস্থায প্রয়োগ কবা যায় তাহা হইলে উহা কদাচ উল্লিখিত রোগাপনযনে পরাঙ্মুখ হয় না। কেহ কেহ এই বোগে কষ্টিক্ (Caustic), সলফেট্ অব্ কপাব্ (Sulphate of Copper) প্রভৃতি উগ্রতর ঔষধেরও ব্যবস্থা কবিয়া থাকেন। গাত্রে, বিশেষতঃ

মস্তকে সোরাইসিস্ (Psoriasis) রোগের আবির্ভাব হইলে যদ্যপি উহা উপদংশসম্ভূত না হয় তথাপিও পারদঘটিত মলমদ্বারা প্রশমিত হয়। এতদর্থে কেলোমেল্ (Calomel) ও সিট্রন্ অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ (Citron Ointment) তুল্যাংশে মিশ্রিত করতঃ অনেকে ব্যবহার করেন; কিন্তু উহাদের সহিত আল্‌কাতরার মলম মিশ্রিত করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফললাভ হয়।

একজেমা (Eczema) রোগে সিট্রন্ অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ (Citron Ointment) অতীব উপকারী। এই পীড়ার যে অবস্থাতে প্রভূত রসস্রাব হয় তৎকালে যদ্যপি তাদৃশ প্রদাহ বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলে সেই অবস্থাতে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ উহা তৎকালে প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। যে সময়ে উক্ত ব্যাধিজনিত প্রদাহ, রসস্রাব, কণ্ডূয়ন প্রভৃতি লক্ষণাবলী অন্তর্হিত হইয়া কেবলমাত্র চর্ম্মের বন্ধুরতা প্রতীয়মান হইবে তৎকালেই উহা প্রযোজ্য। মুখমণ্ডলের যে যে স্থানে কেশোদ্গম হয় সেই সেই স্থানে এই রোগের আবির্ভাব হইলে উক্ত মলমপ্রয়োগে আশাতীত ফললাভ হইয়া থাকে, এমন কি অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্য কোন ঔষধদ্বারা উপকার না হইলেও এতদ্দ্বারা আশু আরোগ্যলাভ হয়। যদ্যপি উহা স্থলবিশেষে সম্যক্ রোগাপনয়নে সমর্থ না হয় তথাপি যে কথঞ্চিৎ প্রতিকার-সাধন করে তৎপক্ষে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। একজেমা (Eczema) রোগের ন্যায় মুখমণ্ডলের পিটিরাইসিস্ (Pityriasis) রোগেও ইহা অতীব ফলপ্রদ। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে উক্ত মলমের সহিত টার অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ (Tar Ointment) তুল্যাংশে মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার করিলে অধিকতর ফল দর্শে; কিন্তু যদ্যপি এতাদৃশ সম্মিলনে মুখমণ্ডলস্থ চর্ম্মের উগ্রতা সাধিত হয় তাহা হইলে কেবল মাত্র সিট্রন্ অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ (Citron Ointment) প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। মুখব্রণে বাইক্লোরাইড্ দ্রব (Bichloride Lotion) ফলদায়ক বলিয়া অনেকে উহা ব্যবস্থা করেন। একাংশ করোসিব্ সাব্লিমেট্ (Corrosive Sublimate) এল্‌কোহল্ (Alcohol) দ্বারা দ্রবীভূত করতঃ শতাংশ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার ১ড্রাম্ আন্দাজ ৫ আউন্স জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ জলে স্পঞ্জ (Sponge) সিক্ত করতঃ তদ্দ্বারা প্রাতঃসন্ধ্যায় বদনমণ্ডল প্রক্ষালন করিবে। এইরূপে কিয়দ্দিন ঔষধ প্রয়োগ করিলে ব্রণোদ্গম নিবারিত হইয়া থাকে।

বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কারির (Bichloride of Mercury) বিশেষ গুণ এই যে উহা প্যারাসাইট্ (Parasite) নাশক, সুতরাং কীটাণুদ্বারা যে সকল চর্ম্মরোগের উৎপত্তি হয় উহা তন্নিবারণে সমর্থ। ফেভাস্ (Favus), টিনিয়া সাইকোসিস্ (Tinea Sycosis), ও টিনিয়া টন্সুরান্স্ (Tinea Tonsurans) রোগে যৎকালে কিউটিকল্ (Cuticle) স্খলিত হয় তৎকালে উহার দ্রব পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাবৎ এইরূপ চর্ম্মস্খলন নিবারিত না হয় তাবৎ উহা ব্যবহার্য্য। পার্ওনিকিয়া (Paronychia) রোগে পারদের মলম (Ung: Hydrarg) ফলদায়ক বলিয়া পরিচিত, কিন্তু কেহ কেহ এতদর্থে নাইট্রেট্ অব্ লেড্ (Nitrate of Lead) চূর্ণও ব্যবস্থা করেন।

পরিবর্ত্তক ও শোষক ক্রিয়ার জন্য পারদ পুরাতন প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন গ্রন্থিপ্রদাহে, বিশেষতঃ নি জয়েণ্টের (Knee-Joint) প্রদাহে স্কট্স্ অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Scott's Ointment) বিশেষ উপকারী। এতাদৃশ গ্রন্থিপ্রদাহ নিবারণার্থ ইদানীন্তন পারদঘটিত একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইয়াছে যাহাকে ওলিয়েট্ অব্ মার্কারি (Oleate of Mercury) কহে। এই তৈল শরীরের কোন স্থানে লেপন করিলে সত্বর শোষিত হয় ও অনতিবিলম্বেই স্বকীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে। শরীরস্থ কোন গ্রন্থির প্রদাহ জন্মিলে উক্ত তৈল মর্ফিয়া (Morphia) সহযোগে প্রদাহিত স্থানে প্রয়োগ করিলে উক্ত মর্ফিয়া (Morphia) তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুসূত্রের প্রান্তভাগোপরি ক্রিয়া প্রকাশ করাতে প্রদাহ প্রশমিত, বেদনার শান্তি, এবং রক্তাধিক্যের লাঘব হইতে থাকে। এতদুদ্দেশে মর্ফিয়ার (Morphia) সহিত উক্ত তৈল ব্যবহার করিতে হইলে প্রতি ড্রামে ১ গ্রেণ মর্ফিয়া (Morphia) মিশ্রিত করা আবশ্যক। এইরূপে যে তৈল প্রস্তুত হইবে উহা পীড়িত গ্রন্থির আকারানুসারে তদুপরি ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত চারি পাঁচ দিবস প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রযোজ্য। অতঃপর চারি পাঁচ দিবস যাবৎ কেবলমাত্র রজনীযোগে একবার মাত্র প্রয়োগ করিয়া অবশেষে যাবৎ রোগের শান্তি না হয় তাবৎ এক দিবস অন্তর ব্যবহার করা বিধেয়। উক্ত তৈলে যে পারদ বিরাজ করে, উহা প্রদাহিত টিসু (Tissue) মধ্যে প্রবেশ করতঃ প্রদাহজনিত পদার্থসকল (Inflammatory Products) নষ্ট করিয়া ক্রমশঃ শোষণ করিতে থাকে। ইহা অধিক পরি-

মাণে প্রয়োগ না করিলে মুখগহ্বর হইতে লালক্ষরণ হয় না। সাইনোভাইটিস্ (Synovitis) রোগেও ইহা অতীব ফলদায়ক। এতৎপ্রয়োগে প্রদাহ ও বেদনা সত্বর দূরীভূত হয়, এবং গ্রন্থিমধ্যে যে রস সঞ্চিত হয় তাহাও অবিলম্বে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। গ্রন্থিবাত ও রিউম্যাটিক্ আর্থ্রাইটিস্ (Rheumatic Arthritis) রোগে স্থানিক প্রয়োগে ইহা সুফল প্রসব করে বটে, কিন্তু উহার আনুসঙ্গিক যথোপযুক্ত ঔষধাদি আভ্যন্তরিক প্রয়োগ না করিলে একবালীন পীড়ার শান্তি হয় না। ম্যামারি (Mammary) ও অন্যান্য এব্‌সেস্ (Abscess) অর্থাৎ স্ফোটকনিবারণেও ইহার শক্তি অসাধারণ। স্তনমধ্যে স্ফোটকজনিতপ্রদাহ আবির্ভূত হইলে উক্ত তৈলপ্রয়োগে উহা বৰ্দ্ধিত না হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। যদ্যপি পূৰ্ব্বজাত স্ফোটক নিবন্ধন স্তনমধ্যে ইন্‌ডিউরেসন্ (Induratoin) থাকে তাহা হইলে এতদ্দ্বারা উহা দূরীভূত এবং অভিনব স্ফোটকোদ্গম নিবারিত হয়। টন্‌সিলাইটিস্ (Tonsillitis), এপিডিডিমাইটিস্ (Epididimitis), পেরি অষ্টাইটিস (Peri-ostitis) প্রভৃতি বিবিধ রোগে এবং লিম্ফাটিক্ গ্লাণ্ডের (Lymhatic Glands) প্রদাহে ইহা প্রযোজিত হয়। যদ্যপি প্রদাহের আধিক্যবশতঃ উহাদের মধ্যে পূয়সঞ্চার হয় তাহা হইলেও এতদ্ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। ইহা কেবল হাইড্রোসিল্ (Hydrocele) রোগনিবারণে অসমর্থ।

পারদঘটিত তৈল (Oleate of Mercury) একরূপ নহে। কোন কোন তৈলে শতাংশমধ্যে পাঁচ অংশ, কাহাতে বা দশ অংশ, এবং কাহাতে বা বিশাংশ পারদ বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং যাহাতে অধিক পরিমাণে উহা অবস্থিতি করে সেই তৈলই অতিশয় তীব্রভাবাপন্ন হয়। ব্যাধিবিশেষে কখন উগ্র কখন বা অনুগ্র তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হর্ডিওলাম্ (Hordeolum) ও প্যাল্‌পিব্রাল্ কন্‌জাংটিভাইটিস্ (Palpebral Conjunctivitis) রোগে, যে তৈলের শতাংশে বিশাংশ পারদ বর্ত্তমান থাকে উহা পরিশ্রুত বসার সহিত মিশ্রিত করতঃ ললাটদেশে প্রলেপস্বরূপ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। বহুবিধ চর্ম্মরোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। যে তৈলের শতাংশমধ্যে পাঁচাংশ পারদ থাকে উহা স্বল্প পরিমিত ইথারের (Ether) সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রুরাইটাস্ এনাই ও পিউডেণ্ডাই (Pruritus Ani and Pudendi)

পীড়াতে, এবং কীটাণুজনিত বিবিধ চর্ম্মরোগে প্রয়োগ করিলে শাতিশয় সন্তোষজনক ফল প্রসব করে। উহা চর্ম্মস্থিত কেশরাশির মূলদেশে ও *সিবেসাস্ গ্লাণ্ড* (*Sebaceous Glands*) *মধ্যে প্রবেশ* করতঃ তত্রাবস্থিত কীটাণুসকল ধ্বংস করিয়া পীড়ার শান্তি করিয়া থাকে।

স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের উপদংশজনিত ব্যাধিতে এই পারদঘটিত তৈল অতীব উপকারী। যে তৈলের শতাংশে বিশাংশ পারদ আছে উহা পরিশ্রুত বসাসহযোগে মলমাকারে প্রস্তুত করতঃ একটী মটর পরিমিত মাত্রায় শিশুর বগলে কিয়ৎকাল সংস্থাপন করিলে উহা ক্রমশঃ দেহমধ্যে শোষিত হইয়া স্বকীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে। এইরূপে পাঁচ ছয় দিবস যাবৎ এতদ্ব্যবহারে রোগের শান্তি হইতে থাকে। উল্লিখিত মলম এইরূপে প্রয়োগ করিলে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের উপদংশসম্ভূত অথবা অন্যবিধ চর্ম্মরোগেও উপকার দর্শে। দেহমধ্যে উক্ত বিষের অবস্থানপ্রযুক্ত চর্ম্মোপরি যে র‍্যাস্ (Rash) নির্গত হয় উহা যদ্যপি ক্ষতে পরিণত না হয় তাহা হইলে যে তৈলের শতাংশে দশাংশ পারদ বর্ত্তমান থাকে উহা তন্নিবারণে বিশেষ পারদর্শী। এই তৈল আভ্যন্তরিক সেবনীয় ঔষধাদিসমভিব্যাহারে বাহ্যপ্রয়োগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই চর্ম্মস্থিত র‍্যাস্ (Rash) লুক্কায়িত হইতে থাকে। এতদর্থে যে তৈলের শতাংশে বিশাংশ পারদ আছে তাহাও ব্যবহার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা অতীব উগ্র বলিয়া উহার সহিত সমভাগে বসা মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। এবম্বিধ বসাসম্মিলিত পারদঘটিত তৈল উপদংশসম্ভূত কণ্ডিলোমেটাতেও (Condylomata) ব্যবহৃত হয়, এবং আশু প্রতিকার সাধন করে। কিন্তু যদ্যপি উহা ক্ষতস্থানে অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সংলগ্ন হয় তাহা হইলে তত্তৎ স্থানের প্রদাহ উৎপাদন করতঃ নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। উপদংশজনিত অথবা কারণান্তরসম্ভূত আইরাইটিস্ (Iritis) রোগে উক্ত বসামিশ্রিত তৈল নয়নপত্রোপরি প্রলেপস্বরূপ প্রয়োগ করিলে উহা আইরিসের (Iris) প্রদাহপ্রযুক্ত যে লিম্ফ্ (*Lymph*) নির্গত হয় তাহা শোষণ করে, এবং সত্বর প্রদাহ নিবারণ করিয়া থাকে। সিফিলিটিক্ নোড্স্ (Syphilitic Nodes) ও বাম্বক্ষোষের বিবৃদ্ধিতেও ইহা মহোপকারী। উপদংশজনিত অথবা অন্যবিধ চর্ম্মরোগে মার্কিউরিয়াল্ বাথ্ (Mercurial Bath) প্রয়োগেও বিশেষ ফল

মর্দে। এতদুদ্দেশে বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি (Bichloride of Mercury) অর্দ্ধ আউন্স এবং ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়ম্ (Chloride of Ammonium) এক আউন্স একত্রে দগ্ধ করিলে যে ধূম উত্থিত হয় উহা সর্ব্বাঙ্গে প্রযোজ্য। কেহ কেহ বাইক্লোরাইডের (Bichloride) পরিবর্ত্তে কেলোমেল্ও (Calomel) দগ্ধ করিয়া থাকেন।

আভ্যন্তরিক টিস্থ (Tissue) ও যন্ত্রাদির দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে পারদঘটিত তৈল মর্ফিয়া (Morphia) সহযোগে স্থানিক প্রয়োগ করিলে উহা অতীব আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। এতদ্দ্বারা সত্বর বেদনা ও স্নায়বীয় উগ্রতা অপহৃত, রোগের প্রাখর্য্য প্রশমিত, উহার গতি ও বিস্তৃতি সংরুদ্ধ, এবং প্রদাহজনিত পদার্থাদি শোষিত হওয়াতে পুরাতন প্লুরিসি (Pleurisy), নিউমোনিয়া (Pneumonia), পেরিকার্ডাইটিস্ (Pericarditis), ও এণ্ডো-কার্ডাইটিস্ (Endocarditis) প্রভৃতি ব্যাধিসমূহে উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। নিউরাল্জিয়া (Neuralgia) রোগেও অনেকে ইহা ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা ওলিয়িক্ এসিড্ (Oleic Acid) ও মর্ফিয়া (Morphia) দ্বারা অধিকতর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পীড়াতে উক্ত এসিড্ (Acid) ব্যবহার করিতে হইলে উহা পীড়িত স্থানে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু এতদ্দ্বারা প্রদাহোৎপাদিত হইতে পারে। এক আউন্স এসিডের (Acid) সহিত ৮ হইতে ১৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত মর্ফিয়া (Morphia) মিশ্রিত করা আবশ্যক।

গইটার্ (Goitre) রোগে রেড্ আইওডাইড্ অব্ মার্কারির (Red Iodide of Mercury) মলম অতিশয় ফলপ্রদ। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমতঃ ১ পাউণ্ড বসা অল্প তাপে গলিত করতঃ বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, পরে উহা যখন শীতল হইবে তখন উহাতে ৩ ড্রাম রেড্ আইওডাইড্ অব্ মার্কারি (Red Iodide of Mercury) নিক্ষেপ করতঃ উহা একটী খলমধ্যে সংস্থাপন করিয়া এরূপে মিশ্রিত করিবে যে উক্ত আইওডাইডের (Iodide) একটী মাত্র লোহিত কণা দৃষ্টিগোচর না হয়। অতঃপর উক্ত মলম একটী আবৃত পাত্রে স্থাপন করতঃ অন্ধকারাবৃত স্থানে রক্ষা করিবে। এই মলম পীড়িত স্থানোপরি ১০ মিনিট কাল সুন্দররূপে

মর্দ্দন করিয়া যাবৎ রোগী সহ্য করিতে পারে তাবৎ ঐ স্থান সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত করিতে হইবে। যদ্যপি তপনকিরণ তাদৃশ প্রখর না হয় তাহা হইলে রোগীকে প্রচণ্ড অগ্ন্যুত্তাপে কিয়ৎকাল উপবিষ্ট রাখা অথবা প্রাতঃসন্ধ্যায় উক্ত মলম মর্দ্দন করতঃ পীড়িত প্রদেশ গটাপার্চা (Guttapercha) দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপে মলম প্রয়োগ করতঃ বহ্নি অথবা ভানুকিরণে উপবিষ্ট হইলে উক্ত আইওডাইডের (Iodide) ফোস্কাকারক গুণে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টার মধ্যে পীড়িত স্থানে বেদনার আবির্ভাব হয়, কিন্তু তথায় ফোস্কা অথবা ব্রণাদি নির্গত হয় না। এই মলম প্রথম প্রয়োগের ৮ ঘণ্টা পরে পুনরায় উহা তদুপরি কোমলতাসহকারে মর্দ্দন করতঃ ৩ দিবস যাবৎ রক্ষা করিলে উহা সম্পূর্ণরূপে শোষিত হইয়া রোগাপনয়নে সমর্থ হয়। যদ্যপি পীড়া স্বল্পকালস্থায়ী হয় তাহা হইলে উক্ত মলম এক দিবস মাত্র ব্যবহারেই রোগের শান্তি হয়, কিন্তু পুরাতন হইলে তাহা হয় না; ৬ মাস অথবা ১ বৎসর পরে পুনরায় উহা প্রয়োগ করিতে হয়। অতঃপর মলমজনিত বেদনা নিবারণার্থ তৎস্থানে স্পার্ম্মাসিটি অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Spermaceti Ointment) কিয়ৎকাল লেপন করা কর্ত্তব্য।

শিশুসন্তানদিগের স্ক্রফুলা (Scrofula) জনিত লুপাস্ (Lupus) অথবা টিউবার্কিউলাস্ লুপাস্ (Tuberculous Lupus) নামক চর্ম্মরোগ উপস্থিত হইলে কেলোমেল অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Calomel Ointment) অথবা ব্লাক্ ওয়াস্ (Black Wash) প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। উক্ত মলম স্ক্রফুলা (Scrofula) সম্ভূত ক্ষতেও হিতকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে টিউবার্কিউলাস্ লুপাস্ (Tuberculous Lupus) রোগে যে সকল ব্রণ নির্গত হয় যদ্যপি উহার শিরোভাগে এসিড্ নাইট্রেট্ অব্ মার্ক্যুরির (Acid Nitrate of Mercury) দ্রব প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহারা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে। এইরূপে দুই তিন বার উহা প্রয়োগ করিলে যখন ব্রণগুলি চর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া যায় তখন আর উক্ত দ্রব ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; যে হেতু তাহা হইলে চর্ম্মোপরি চিরস্থায়ী চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। এবম্বিধ প্রণালীতে উক্ত এসিড্ নাইট্রেট্ অব্ মার্ক্যুরির (Acid Nitrate of Mercury) দ্রব প্রয়োজিত হইলে প্রথর প্রদাহ ও নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়,

সুতরাং উহা দূরীকরণার্থ উক্ত স্থান কলোডিয়ন্ (Collodion) দ্বারা আবৃত রাখা আবশ্যক। কোন্ কোন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলেন যে একজেমা (Eczema) রোগে মার্কারির (Mercury) ধূম পীড়িতাঙ্গে প্রযোগ করিলে উপকার দর্শে।

উপদংশক্ষতে পারদঘটিত ঔষধাদি বিশেষতঃ ব্লাক্ ওয়াস্ (Black Wash) মহোপকারী। এতদ্দ্বারা ক্ষত স্থান ধৌত করিলে সত্বর উহা আরোগ্যোন্মুখ হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তির গুহ্যদ্বারে একপ্রকার ব্রণোদ্গম হয় উহাকে মিউকাস্ টিউবার্ক্ল্ (Mucous Tubercle) কহে। উক্ত ওয়াস্ (Wash) এতন্নিবারণেও বিশেষ উপযোগী। কখন কখন স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের গুহ্যদ্বারের একপার্শ্ব স্ফীত ও কঠিনভাবাপন্ন হয়। উক্ত স্ফীতি বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ রেক্টামের (Rectum) মধ্যে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করে। মলত্যাগ কালে ঐ স্থান হইতে শোণিতস্রাব হয়, এবং রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে। এই রোগ মিউকাস্ টিউবার্ক্ল্ (Mucous Tubercle) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পারদঘটিত ঔষধি আভ্যন্তরিক সেবনে ইহার শান্তি হয় বটে, কিন্তু কখন কখন এতদ্দ্বারা কোন প্রতিকার সাধিত হয় না। ১০ হইতে ১৫ দিবস যাবৎ উক্তস্থানে নিরন্তর ব্লাক্ ওয়াস্ (Black Wash) প্রয়োগ করিলে উহা দূরীভূত হয়। সর্ব্বপ্রকার উপদংশক্ষতেই ইহা ব্যবহার্য্য। যদ্যপি উহা প্রয়োগ করিবার সুবিধা না হয় তাহা হইলে এতৎপরিবর্ত্তে কেলোমেল্ অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Calomel Ointment) অথবা সিট্রন্ অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Citron Ointment) দ্বারা তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিফিলিটিক্ কণ্ডিলোমেটাতে (Syphilitic Condylomata) কেলোমেল্চূর্ণ (Calomel) প্রয়োগ করিলে উহা স্বল্পকাল-মধ্যেই দূরীভূত হয়। উপদংশবিষপ্রভাবে চর্ম্মোপরি, জিহ্বোপরি, গলাভ্যন্তরে, গুহ্যদ্বারে, ও লিঙ্গোপরি ক্ষতোৎপাদিত হইলে ১০ হইতে ১৫ গ্রেণ সায়েনাইড অব্ মার্কারি (Cyanide of Mercury) এক আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ দ্রব প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিলে সত্বর আরোগ্যলাভ হয়। কিন্তু লিঙ্গস্থিত এবম্বিধ ক্ষতে এতাদৃশ উগ্র দ্রব প্রযোগ করিলে নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য উক্ত সায়েনাইড্ (Cyanide) এতদর্থে এক আউন্স জলে ৫ গ্রেণ অথবা তদম্ন পরিমাণে মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। উক্ত দ্রব কেবল মাত্র

ক্ষতোপরি প্রযোগ করা উচিত, উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী টিসুতে (Tissue) যেন সংলগ্ন না হয়। স্যাঙ্কার্ক্ষতে (Chancres) ব্লাক্ ওয়াস্ (Black Wash) ব্যবহার করিতে হইলে একখণ্ড লিণ্ট্ (Lint) উহাতে অভিষিক্ত করতঃ তদ্দ্বারা প্রত্যহ ক্ষতস্থান আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। কিয়দ্দিন এইরূপ করিলে উহা অনতিবিলম্বেই আরোগ্য হইয়া থাকে। যদিও এতাদৃশ ক্ষত নিবারণে পারদের মলম সমম বটে, কিন্তু উহা লিঙ্গচর্ম্মোপরি সংলগ্ন হইলে একজেমা (Eczema) রোগের ন্যায় ব্রণ উৎপাদন করাতে ঐ স্থান প্রদাহিত ও স্ফীত হয়, এজন্য উহা ব্যবহার করা অনুচিত। সিফিলিটিক সোরাইসিস্ (Syphilitic Psoriasis) রোগে পারদের মলম ও আল্কাতরা একত্রে মিশ্রিত করতঃ ব্যবহৃত হয়। অনেকে সিফিলিস্ (Syphilis) রোগে পারদের ধূমসেবনের ব্যবস্থা প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন যে যৎকালে অন্যান্য ঔষধদ্বারা উহার প্রতিকার না হয় তৎকালে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা অন্ত্র ও পাকস্থলীর ক্রিয়ার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না বটে, কিন্তু রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে। পারদের ধূম প্রয়োগ করিতে হইলে প্রতিবার ১০ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত কেলোমেল্ (Calomel) দগ্ধ করা আবশ্যক। উল্লিখিত রোগে পারদ অথবা কেলোমেলের (Calomel) মলম চর্ম্মোপরি মর্দ্দনকরতঃ শরীরমধ্যে প্রবেশ করান যায়; এতাদৃশ প্রণালীতে পারদ ব্যবহার করিলেও পাকস্থলীর ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত জন্মে না। কোন কোন চিকিৎসক পিচ্কারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে বাইক্লোরাইড অব্ মার্কারি (Bichloride of Mercury) প্রয়োগ করেন, কিন্তু উহা তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত নহে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সিফিলিটিক্ ওজিনা রোগে (Syphilitic Ozœna) সিট্রন্ ওয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Citron Ointment) সবিশেষ ফলদায়ক বলিয়া পরিচিত। এতদ্দ্বারা নাসিকার দুর্গন্ধময় স্রাব নিবারিত হয়, নাসারন্ধ্র স্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ক্রমশঃ সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং নাসিকাদ্বয় সতত সংরুদ্ধ থাকাতে রোগীর যে শ্বাসকৃচ্ছ্র ঘটে তাহাও অপনীত হয়; সুতরাং ক্রমশঃ বালকের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন হইতে থাকে, যে হেতু নাসারন্ধ্র সংরুদ্ধ থাকাতে সন্তান জননীর স্তনদুগ্ধপানে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াসাধনে সমর্থ হয় না, সুতরাং ক্রমশঃ উহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; অতএব নাসিকাভ্যন্তর

সুন্দররূপে পরিষ্কৃত করতঃ উক্ত মলম প্রত্যহ দুইবার প্রয়োগ করিলে সত্বর রোগের শান্তি হয়, এবং রোগী স্তনদুগ্ধপানে ও সুচারুরূপে শ্বাসকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হওয়াতে ক্রমশঃ স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

বসন্তরোগে সর্ব্বাঙ্গে যে সকল গুটিকা নির্গত হয় রোগাবসানে উহার চিহ্ন যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে। উহা দূরীকরণার্থ পূর্ব্বতন চিকিৎসকেরা পারদের মলম অথবা প্লাষ্টার্ (Plaster) মুখমণ্ডলে প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু এতদ্দ্বারা এতাদৃশ লালক্ষরণ হয় যে অধুনা উহা অপ্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে উহার পরিবর্ত্তে অন্যবিধ ঔষধাদি ব্যবহৃত হয়। রোগীর গাত্রে আলোক ও বায়ু স্পর্শ করিতে না পারিলে বসন্তের গুটিকাগুলি সমুত্থিত ও ক্ষতে পরিণত হয় না, সুতরাং রোগান্তে উহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। ইদানীন্তন চিকিৎসকেরা গুটিকাগুলি কলোডিয়ন্ (Collodion) দ্বারা অথবা ইণ্ডিয়া রবার (India Rubber) ক্লোরোফর্মে (Chloroform) দ্রবীভূত করতঃ তদ্দ্বারা আবৃত করেন। সাধারণ ওজিনা (Ozœna) রোগে অর্থাৎ উহা উপদংশসম্ভূত না হইলে নিম্নলিখিত চূর্ণব্যবহারে উপকার দর্শে। হোয়াইট্ প্রেসিপিটেট্ (White Precipitate) চারিগ্রেণ এবং শর্করাচূর্ণ ২৩২ গ্রেণ একত্রে মিশ্রিত করতঃ উহা প্রত্যহ চারি পাঁচবার স্বল্প পরিমাণে নিশ্বাসবায়ুর সহিত নাসিকামধ্যে আকর্ষণ করিলে ক্রমশঃ তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সুস্থতা লাভ করে এবং রোগেরও শান্তি হইতে থাকে। কিন্তু কখন কখন এতদ্দ্বারা উক্ত ঝিল্লীর উগ্রতা সাধিত হওয়াতে বরং অপকার সংঘটিত হয়, সে স্থলে উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

দেহমধ্যে কিড্নির (Kidney) পীড়া অথবা স্ক্রফিউলা (Scrofula) রোগ বর্ত্তমান থাকিলে পারদসেবনে স্বল্পকালমধ্যে প্রভূত লালক্ষরণ হয়, সুতরাং উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উহা ব্যবহার করা কোন ক্রমে যুক্তিসঙ্গত নহে। অন্যান্য পীড়াতে উহা সেবনে উল্লিখিত লক্ষণ সহসা আবির্ভূত হয় না।

বিবিধ ব্যাধিতে আভ্যন্তরিক রূপেও পারদ ব্যবহৃত হয়। স্কার্লেট্ জ্বর (Scarlet Fever) অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ টন্সিলের (Tonsils) প্রদাহ জন্মিলে অনেকে উহা প্রয়োগ করেন। প্রখর প্রদাহনিবন্ধন উহা স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর সংলগ্ন হইলে শ্বাসনালীর ছিদ্র সংরুদ্ধ হওয়াতে

যৎকালে রোগীর সাতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় ও রোগী খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি গলাধঃকরণে অসমর্থ হয়, তৎকালে গ্রে পাউডার (Grey Powder) ½ গ্রেণ মাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে অতি স্বল্পকালমধ্যেই স্ফীতি ও বেদনার লাঘব হয়, এবং রোগী অসহ্য যন্ত্রণা ও আসন্ন কালগ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করে। যদ্যপি প্রদাহাধিক্যবশতঃ টন্‌সিল্ (Tonsils) মধ্যে পূয়সঞ্চার হয় তাহা হইলেও উহা স্বতঃ বহিষ্কৃত হওয়াতে পীড়া সত্বর আরোগ্যোন্মুখ হইয়া থাকে। উক্ত পাউডার (Powder) মাম্প্‌স্ (Mumps) রোগেও আশু স্ফীতি ও বেদনানিবারণে বিশেষ পারদর্শী। কোন কোন সন্তান নিতান্ত শৈশবাবস্থায় দুগ্ধ পান করিবার অব্যবহিত পরেই উহা বমন করিয়া ফেলে। এই বমনের প্রাক্‌কালে বালকের বিবমিষা অথবা বমনের চেষ্টা কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না, বস্তুতঃ পীত দুগ্ধ উহার মুখগহ্বর ও নাসারন্ধ্র হইতে অতীব বেগে বহির্গত হইতে থাকে। ইহার সহিত সচরাচর বালকের কোষ্ঠ কাঠিন্য দৃষ্টিগোচর হয়, এবং কখন বা উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। এই পীড়া স্বল্পায়াসে শীঘ্র প্রশমিত না হওয়াতে রোগী এতাদৃশ বিশীর্ণ হইয়া পড়ে যে উহার দেহ কেবলমাত্র চর্ম্মাবৃত অস্থিতে পরিণত হয়। বস্তুতঃ আহার্য্য দ্রব্য উদরস্থ না হওয়াতে রোগী অবশেষে অনশনে প্রাণত্যাগ করে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদদ্বারা পরীক্ষা করিলে উহার পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী কখন বা সুস্থাবস্থাপন্ন এবং কখন বা জলপক্ক এরোরুটের (Arrowroot) ন্যায় লক্ষিত হয়। এই পীড়াতেও গ্রে পাউডার (Grey Powder) ½ গ্রেণ মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টাব্যবধানে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র রোগাপনয়ন হয়। যে স্থলে এতদ্দ্বারা পীড়ার কোন প্রতিকার সাধিত না হয় সে স্থলে ⅙ গ্রেণ মাত্রায় কেলোমেল্ (Calomel) ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

বিরেচক ক্রিয়ার জন্য পারদ সচরাচর প্রয়োজিত হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশে চিকিৎসকেরা কেলোমেল্ (Calomel) অথবা ব্লু পিল্ (Blue Pill) ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ বিরেচক ঔষধিরই ধর্ম্ম এই যে স্বল্পমাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োজিত হইলে উহাদের ক্রিয়ার আধিক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু পারদের তদ্রূপ নহে, যে হেতু বহুদর্শিতাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কেলোমেল (Calomel অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহার বিরেচক ক্রিয়া বর্দ্ধিত

হয় না। ১ গ্রেণ মাত্রায প্রয়োগ করিলে উহা যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে ৫ গ্রেণ মাত্রায়ও সেইরূপ করিয়া থাকে। অধিকন্তু উহার বিরেচক শক্তির স্থিরতা নাই; যে হেতু উহা যে পরিমাণে সেবন করিলে প্রথম দিন চারি কিম্বা পাঁচবার ভেদ হয় তদ্দ্বারা দ্বিতীয় দিবসে দুই অথবা তিনবার হইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় দিবসে এককালীন হয় না। অন্যান্য বিরেচক ঔষধিসহযোগে ব্যবহার না করিলে উহা স্বকীয় ক্রিয়াপ্রদর্শনে অসমর্থ; সুতরাং কলসিন্থ্ (Colocynth), পডফিলিন্ (Podophyllin), জ্যালাপ্ (Jalap), স্কেমনি (Scamony) প্রভৃতি বিরেচক ঔষধির সহিত উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পারদের পিত্তনিঃসারক গুণের জন্য কেলোমেল্ (Calomel) অথবা গ্রে পাউডার (Grey Powder) আভ্যন্তরিকরূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কারণবশতঃ যদ্যপি যকৃতের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন না হয়, এবং যদ্যপি রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে প্রথমতঃ দিবসৈকদ্বয় রজনীযোগে কেলোমেল্ (Calomel) দ্বারা জোলাপ দেওয়া বিধেয়। অতঃপর উহা অথবা গ্রে পাউডার (Grey Powder) ½ হইতে অর্দ্ধগ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ দুই কিম্বা তিন বার প্রযোজ্য। যদ্যপি রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্টিগোচর না হয় তাহা হইলে জোলাপ না দিয়া উল্লিখিত ঔষধ প্রথম হইতেই স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তির সল্পকারণেই সচরাচর যকৃতের এতাদৃশ ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ঘটে, পুনঃপুনঃ অধিক মাত্রায় পারদ সেবনে যাহাদের মুখ হইতে প্রভূত পরিমাণে লালানিঃসরণের সম্ভাবনা থাকে, এবং সতত বিরেচক মাত্রায় উহা ব্যবহার করাতে অবশেষে যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়, তাহাদের পক্ষে উহা স্বল্পপরিমাণে প্রত্যহ দুই তিন বার সেবনে বিশেষ ফল দর্শে। নিম্নলিখিত স্থলে উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, যথা (১) অম্লাধিক্যবশতঃ যদ্যপি রোগীর ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাকশক্তির লাঘব, উদরাধ্মান, আহারের প্রাক্কালে অথবা পরে বমন প্রভৃতি লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকে, এবং পরিত্যক্ত মল শুভ্র অথবা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে প্রত্যহ তিন বার অর্দ্ধগ্রেণ মাত্রায় গ্রে পাউডার (Grey Powder) সেবনীয়। এতদ্দ্বারা অনতিবিলম্বেই মলের বর্ণের পরিবর্ত্তন এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার (Dyspepsia) লক্ষণাদি দূরীভূত হয়। (২) স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের কখন কখন এক প্রকার

উদরাময় পীড়া জন্মে। আহারে অনিচ্ছা, পরিপাকশক্তির হ্রাস, মধ্যে মধ্যে উদরাধ্মান, এবং প্রতিদিন চারি পাঁচবার ভেদ হওয়াতে বালকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে থাকে। যে মল ত্যাগ করে উহা তরল এবং শুভ্র অথবা কৃষ্ণবর্ণ। এবম্বিধ অবস্থাতে একগ্রেণ বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি (Bichloride of Mercury) ১০ আউন্স জলে মিশ্রিত করতঃ উহার ১ ড্রাম আন্দাজ, কিম্বা ½ গ্রেণ গ্রে পাউডার (Grey Powder) এক অথবা দুই ঘণ্টাব্যবধানে প্রয়োগ করিলে দিবসৈকদ্বয়মধ্যেই মলের বর্ণের পরিবর্ত্তন এবং ভেদের সংখ্যার হ্রাস হয়। এই রোগে পারদ এতাদৃশ আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে যে অন্য কোন ঔষধদ্বারা উহা প্রত্যাশা করা যায় না। (৩) কোন কোন ব্যক্তির সামান্য শৈত্যপ্রভাবে, অথবা শ্রান্তি, শোক, ও হর্ষপ্রযুক্ত, কিম্বা কোন বিশেষ কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও সহসা স্বাস্থ্যচ্যুতি হয়। প্রথমতঃ বিবমিষা ও বমন হয় এবং জিহ্বা অতিশয় অপরিষ্কৃত লক্ষিত হয়, পরে তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই জন্‌ডিসের (Jaundice) লক্ষণ আবির্ভূত হইতে থাকে। লোচনদ্বয় হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, এবং কখন কখন সর্ব্বাবয়বেই ঐ বর্ণ পরিদৃশ্যমান হয়। মল শুভ্র অথবা ঈষৎ হরিদ্রাভবর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে জন্‌ডিসের (Jaundice) লক্ষণাদি প্রতিভাত হইলে উহা তিন চারি দিবসমাত্র বর্ত্তমান থাকে বটে, কিন্তু এই স্বল্পকালমধ্যেই রোগী নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। রোগী এতাদৃশ উপর্য্যুপরি এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়, যে পূর্ব্বাক্রমণের লক্ষণাদি তিরোহিত না হইতেই পুনর্ব্বার দ্বিতীয়াক্রমণের লক্ষণাবলী আবির্ভূত হইতে থাকে। এই পীড়াতেও গ্রে পাউডার (Grey Powder) ¼ হইতে ½ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ তিন চারি বার প্রয়োগ করিলে বমন নিবারিত, হরিদ্রা বর্ণ দূরীভূত, পীড়া প্রশমিত, এবং অনতিবিলম্বে রোগী স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়। যদ্যপি এই রোগের সহিত নিরতিশয় কোষ্ঠকাঠিন্য পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে উল্লিখিত ঔষধির পরিবর্ত্তে কার্ল্‌স্‌ব্যাড্ (Carlsbad) নামক জল সেবন করিলে অধিকতর উপকার দর্শে। (৪) শিশু সন্তানদিগের আর এক প্রকার উদরাময় জন্মে তাহাতেও পূর্ব্বোল্লিখিত অনুগ্র বাইক্লোরাইড্ (Bichloride) দ্রব অতীব ফলপ্রদ। এই পীড়ার বিশেষ লক্ষণ এই যে বালক যে মল ত্যাগ করে তাহাতে আম অর্থাৎ শ্লেষ্মা ও শোণিতবিন্দু বর্ত্তমান থাকে। রক্তামাশয়

রোগে মলত্যাগ কালে রোগীর যেরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ইহাতেও তদ্রূপ হইতে দেখা যায়। এই পীড়া কখন কখন অতি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে। যাহা হউক নূতন অথবা পুরাতন ইহার সর্ব্বাবস্থাতেই উক্ত বাইক্লোরাইড্ (Bichloride) দ্রব অর্থাৎ এক গ্রেণ বাইক্লোরাইড্ (Bichloride) ১০ আউন্স জলে দ্রবীভূত করতঃ উহার এক ড্রাম এক অথবা দুই ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে এত সত্বর রোগের শান্তি হয় যে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। (৫) বালক ও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের তরুণ অথবা পুরাতন রক্তামাশয় রোগে বাইক্লোরাইড্ (Bichloride) দ্রব মহোপকারী। কিন্তু যদ্যপি মলের সহিত আম অর্থাৎ শ্লেষ্মা এবং রক্ত মিশ্রিত না থাকে তাহা হইলে এতদ্দ্বারা তাদৃশ ফল দর্শে না। $\frac{1}{120}$ গ্রেণ বাইক্লোরাইড্ (Bichloride) এক অথবা দুই ঘণ্টা ব্যবধানে সেবন করিলে উহা প্রায়ই পীড়ার প্রতিকারসাধনে পরাঙ্মুখ হয় না। উল্লিখিত চিকিৎসা দ্বারা যদিও রোগ হইতে মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু কখন কখন উক্ত পীড়াবসানে এক প্রকার উদরাময় উপস্থিত হয় যাহা উল্লিখিত ঔষধ দূরীকরণে অসমর্থ। এতন্নিবারণার্থ উদরাময়রোগাপহারক সঙ্কোচক ঔষধসকল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। (৬) শিশুদিগের বিসূচিকা রোগে গ্রে পাউডার (Grey Powder) $\frac{1}{6}$ গ্রেণ মাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই বমন ও ভেদ নিবারিত হয়। এই পীড়া উপস্থিত হইলে মুহুর্মুহুঃ বমন ও ভেদ হইতে থাকে। মলের পরিমাণ অপর্য্যাপ্ত ও আকার জলবৎ হয়, এবং উহার বর্ণ কখন ঈষৎ শুভ্র ও কখন পঙ্কের ন্যায় লক্ষিত হয়। উহা এতাদৃশ দুর্গন্ধযুক্ত যে মলত্যাগ কালে রোগিসন্নিধানে অবস্থিতি করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই পীড়া এতদূর মারাত্মক যে অতি স্বল্পকালমধ্যেই ভেদ ও বমনপ্রভাবে রোগীর আকারগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটে, এবং উহা জীবিত কি মৃত তাহা সহসা স্থির করা দুরূহ হইয়া উঠে। এই রোগী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কালকবলে নিপতিত হয়। অতএব এই পীড়ায় আক্রান্ত হইবামাত্রই উল্লিখিত ঔষধদ্বারা উদরাময় নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদ্যপি অনতিবিলম্বে রোগের প্রতিকার না হয় তাহা হইলে স্বল্প পরিমাণে টিংচার ওপিয়াই (Tincture Opii) ষ্টার্চের (Starch) সহিত পিচ্‌কারীদ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলে উহা গ্রে পাউডারের (Grey Powder) ভেদ ও বমননিবারক ক্রিয়ার

সহায়তা করে। (৭) বালকদিগের শৈশবাবস্থাতে এক প্রকার উদরাময় পীড়া জন্মে উহাতেও পারদ মহোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পীড়াতে প্রতিদিন ১০।১২ বার অতীব দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণ অথবা পীতবর্ণ জলবৎ ভেদ হইয়া থাকে, কখন কখন উহার আনুসঙ্গিক বমনও হইতে দেখা যায়। এই রোগে স্বল্প মাত্রায় ঘণ্টান্তর গ্রে পাউডার (Grey Powder) প্রযোগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ভেদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইলে দুই অথবা তিন ঘণ্টাব্যবধানে উহা প্রযোজ্য। যে স্থলে ভেদের সহিত বমন বর্ত্তমান থাকে সে স্থলে এতদ্দ্বারা অধিকতর ফললাভ হয়। যদ্যপি এই পীড়া দীর্ঘকালস্থায়ী হয় তাহা হইলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এতাদৃশ বিকৃত ভাব ধারণ করে যে উহার ভুক্ত দ্রব্যাদি পরিপাক ও শোষণ করিবার শক্তি এককালীন বিলুপ্ত হয়, সুতরাং রোগী ক্রমশঃ দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে। উল্লিখিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর এতাদৃশ পরিবর্ত্তন হইলে বালকের মুখগহ্বরে ক্ষতোৎপন্ন হয়। এই উদরাময় উপস্থিত হইলে যাবৎ রোগীর ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৈলক্ষণ্য না ঘটে তাবৎ মুখমধ্যে ক্ষতের আবির্ভাব হয় না, সুতরাং উহা একটী অতীব কুলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করা যায়। বালকদিগের এই পীড়া পুরাতনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সময়ে সময়ে মলের আকার ও বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। উহা কখন বা জলবৎ, কখন কঠিন, কখন শ্লেষ্মাসংযুক্ত, কখন শুভ্র, কখন কৃষ্ণ, কখন পীত, কখন বা হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। উল্লিখিত লক্ষণগুলিও অতীব কুলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। মলের এইরূপ রূপান্তর লক্ষিত হওয়ার কারণ এই যে এবম্বিধ উদরাময় পীড়া প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু যথোপযুক্ত ঔষধাদিদ্বারা চিকিৎসিত না হওয়াতে উহা পুরাতনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উক্ত ঝিল্লী স্ফীত, ক্ষতসংযুক্ত, গলিত, ও বন্ধুর হইতে থাকে। অতএব রোগের প্রারম্ভে অর্থাৎ যৎকালে মলের রূপান্তর না হয় তৎকালে তৎপ্রতিবিধানে যত্নবান হওয়া উচিত। প্রারম্ভাবস্থায় সুচারুরূপে চিকিৎসা করিলেও এই রোগ যখন সহসা আরোগ্য হয় না, তখন পুরাতনাবস্থাতে বালকদিগের পক্ষে ইহা যে অতীব সাংঘাতিক পীড়া তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বালকদিগের প্রায় সর্ব্বপ্রকার তরুণ ও পুরাতন উদরাময় পীড়াতেই পারদ হিতকারী। স্থলবিশেষে কখন বা বাইক্লোরাইড্

(Bichloride) দ্বারা এবং কখন বা গ্রে পাউডার (Grey Powder) দ্বারা সমধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে পারদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগরূপ ব্যবহারে যে ভিন্ন ভিন্ন ফল দর্শে তাহার কারণ এই যে এই পীড়া বিবিধাকারে আবির্ভূত হওয়াতে অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বহুবিধ বিকৃতি উপস্থিত হয়, এবং মলের আকার ও বর্ণেরও প্রভেদ হইয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্বত্র এক ঔষধ দ্বারা সমফল উপলব্ধি হয় না। পীড়া পুরাতনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে দীর্ঘকাল উক্ত ঔষধ সেবন না করিলে কোন উপকার দর্শে না। কখন কখন এতদ্দ্বারা ভেদের রূপান্তর ও উহার সংখ্যার লাঘব হয় বটে, কিন্তু এককালীন রোগের শান্তি না হইয়া কথঞ্চিৎ উদরাময় বর্ত্তমান থাকে যাহা পারদদ্বারা দূরীভূত হয় না। এই পীড়াবশেষ সমূলে নির্ম্মূল করণার্থ লাইম্ (Lime), আর্সেনিক্ (Arsenic), অথবা নাক্স্ ভমিকার (Nux Vomica) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই রোগে ঔষধাদির ব্যবস্থার সহিত রোগীর পথ্যের ও পরিধেয় বস্ত্রাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য ও পরিপাকশক্তিহীনতাপ্রযুক্ত রোগী ভুক্ত দ্রব্যাদি সুচারুরূপে পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং অধিক পরিমাণে আহার করিলে উহা অন্ত্রমধ্যে অপাচিতাবস্থায় অবস্থিতি করতঃ উদরাধ্মান ও তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতাসাধন করিয়া ররং পীড়ার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অতএব উক্ত রোগগ্রস্ত বালকদিগকে স্বল্পকালব্যবধানে অতি অল্প পরিমাণে অনায়াসপাচ্য দ্রব্যাদি আহারার্থ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরিধেয় বসনাদিসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সতত শিশুকে পশমনির্ম্মিত বস্ত্রাদিদ্বারা, এবং উহার উদরপ্রদেশ ফ্লানেল (Flannel) দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। বালকদিগের মধ্যে আর একপ্রকার উদরাময় পীড়া দৃষ্টিগোচর হয়। উহাতে যে ভেদ হয় তাহা অম্লাঘ্রাণবিশিষ্ট, এবং অজীর্ণ, পচনশীল, সংযতদুগ্ধসংযুক্ত। এতন্নিবারণে পারদ অথবা অন্যান্য ঔষধ কদাচ সমর্থ হয় না, কেবল মাত্র রোগীর পথ্যের সুব্যবস্থা করিলে অর্থাৎ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মাংসের কাত, এরোরুট (Arrowroot), বার্লি (Barley) প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিলে সত্বর পীড়ার শান্তি হয়। পূর্ণবয়স্কব্যক্তিদিগের পুরাতন উদরাময় যদ্যপি কোন যান্ত্রিক পীড়া হইতে উৎপন্ন না হয়, এবং যদ্যপি ঈষৎ শুভ্রবর্ণ ও জলবৎ ভেদ হইতে থাকে তাহা হইলে করোসিব সাব্লিমেট্ (Corrosive

Sublimate) দুই অথবা তিন ঘণ্টাব্যবধানে সেবনে উপকার দর্শে। উক্ত ঔষধ টাইফয়েড্ জ্বর (Typhoid Fever) এবং যক্ষ্মা রোগের উদরাময়েও বিশেষ ফলপ্রদ। কখন কখন কোন দীর্ঘকালস্থায়ী কঠিন পীড়াপ্রভাবে অথবা রোগাবসানে আরোগ্যলাভসময়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) উপস্থিত হইলে রোগীর জিহ্বার উপরিভাগে এক প্রকার শুভ্র পদার্থ সঞ্চিত হওয়াতে উহা অপরিষ্কার ও ক্রমশঃ স্থূল হইতে থাকে। এবম্বিধাবস্থায় প্রত্যহ তিন অথবা চারিবার ১/৬ গ্রেণ মাত্রায় গ্রে পাউডার (Grey Powder) প্রয়োগ করিলে জিহ্বার মলিনত্ব দূর, ক্ষুধার পুনরাবির্ভাব, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি এবং মুখের কদাস্বাদ অন্তর্হিত হয়। যদ্যপি উল্লিখিত লক্ষণাদির সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে অর্দ্ধ গ্রেণ কেলোমেল (Calomel), তিন গ্রেণ এক্স্‌ট্রাক্ট্ হাইওসায়মাসের (Extract Hyoscyamus) সহিত মিশ্রিত করতঃ তিন দিবস যাবৎ রাত্রিকালে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, উদরাময় থাকিলে উহা গ্রে পাউডার (Grey Powder) দ্বারাই নিবারিত হয়। পারদ প্রয়োগে উহার বিষক্রিয়া প্রকাশিত হইলে তন্নিবারণার্থ দগ্ধ গন্ধকের ধূম এবং পটাস্ আইওডাইড্ (Potash Iodide) সেবনীয়।

উপদংশরোগে পারদ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বতন চিকিৎসকেরা উহা এই রোগের সর্ব্বশ্রেণীতে ও সর্ব্বাবস্থাতেই প্রয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা বিশেষ ফললাভ না হওয়াতে অধুনা স্থলবিশেষে উহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে উহা সর্ব্বদা সেবন করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হয়। যে উপদংশ পীড়া হার্ড্ স্যাঙ্কার্ (Hard Chancre) বলিয়া অভিহিত তাহার প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থাতে উহা সেবনীয়; যাহা সফ্‌ট্ স্যাঙ্কার্ (Soft Chancre) বলিয়া অভিহিত তাহাতে এবং সিফিলিসের (Syphilis) তৃতীয়াবস্থাতে উহা বরং অপকার সাধন করে। উপদংশ রোগের প্রথমাবস্থায় পারদ ব্যবহারে উহার দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণাদি অর্থাৎ চর্ম্মোপরি ইরাপ্‌সন্ (Eruption) নির্গত হয় না, যদি কখন হয় তথাপি উহা তাদৃশ প্রবল রূপ ধারণ করে না। উক্তাবস্থায় উহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এই উভয়রূপেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাহ্যপ্রয়োগার্থ ব্লাক্ ওয়াস (Black Wash) অথবা কেলোমেল্ অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্

(Calomel Ointment), এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ লাইকার্ হাইড্রার্জ্ বাইক্লোরাইড্ (Liquor Hydrarg Bichloride) ব্যবহার্য্য। এই রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় যে কোন লক্ষণাদি আবির্ভূত হউক না কেন উহা সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। এই পীড়াতে পারদ দীর্ঘকাল এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবন করা বিধেয় বটে, কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত যেন এতদ্দ্বারা লালক্ষরণ না হয়, যেহেতু তাহা হইলে রোগের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পারদ সেবনে কোন কোন ব্যক্তির অনতিবিলম্বেই মুখগহ্বর হইতে লাল নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহাদিগের পক্ষে উহা এককালীন রহিত না করিয়া কেবল মাত্রার লাঘব করা কর্ত্তব্য। উপদংশক্ষতের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ যদ্যপি স্ফীত ও নিরতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে কালবিলম্বব্যতিরেকে পারদের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সিফিলিসের (Syphilis) দ্বিতীয়াবস্থা উপস্থিত হইলে এতৎসেবনে উহার তৃতীয়াবস্থার লক্ষণাদি সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না; স্থলবিশেষে যদ্যপি প্রকাশিত হয় তাহা হইলেও উহার প্রাথর্য্য খর্ব্বীভূত হইয়া থাকে। যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন দেহমধ্যে উপদংশবিষের অবস্থানপ্রযুক্ত যদ্যপি কোন স্থানে ক্ষতোৎপন্ন হয় তাহা হইলে পারদ সাতিশয় সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহার প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থাতে যে লক্ষণাবলী আবির্ভূত হয় তদপনয়নে পটাস্ আইওডাইড্ (Potash Iodide) অসমর্থ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; পারদের সহিত উহা প্রয়োগ করিলে যে আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে অন্য কোন ঔষধদ্বারাই তাহা প্রত্যাশা করা যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত বটে যে উক্ত অবস্থাদ্বয়াপেক্ষা তৃতীয়াবস্থাতে ইহা অধিকতর ফলপ্রদ। উপদংশরোগে পারদ বহুবিধ প্রণালীতে সেবনীয়। মর্দ্দন, পিচকারী, ভক্ষণ, ধূমসেবন প্রভৃতি যে কোন প্রকারে দেহমধ্যে প্রবেশ করুক না কেন উহা সিফিলিস্ (Syphilis) রোগে কদাচ হিতসাধনে পরাঙ্মুখ নহে। কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলেন যে উপদংশবিষে শরীর বিষাক্ত হইলে দুই বৎসর যাবৎ অথবা তদধিক কাল উহা ব্যবহার না করিলে উক্ত বিষ সমূলে বিনষ্ট হয় না। কঞ্জেনিটাল্ সিফিলিসে (Congenital Syphilis) পারদ মহোপকারী বলিয়া পরিচিত। এতদর্থে ½ গ্রেণ

গ্রে পাউডার (Grey Powder) কোন সঙ্কোচক ঔষধসহযোগে ব্যবহার্য্য। কেহ কেহ বলেন যে উহার সহিত সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগ না করিলে উদরাময় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, বস্তুতঃ তাহা নহে। উহা পূর্ব্বোক্ত অথবা তদধিক এমন কি দুই গ্রেণ মাত্রায় প্রতিদিন ৩ বার সেবন করিলেও উদরাময়ের কোন আশঙ্কা নাই; যেহেতু উহার স্বকীয় সঙ্কোচক গুণ থাকাতে উক্ত পীড়ার আবির্ভাব না হইয়া বরং তিরোধান হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গ্রে পাউডার (Grey Powder) ১ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট। উল্লিখিত মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবনেও এতদ্দ্বারা পারদের বিষক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। কঞ্জেনিটাল্ সিফিলিস্ (Congenital Syphilis) নামক পীড়াদ্বারা যদ্যপি অস্থ্যাবরক ঝিল্লী (Periosteum) আক্রান্ত হয় তাহা হইলে তৎপ্রতিবিধানার্থ পটাস আইওডাইড্ (Potash Iodide) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কখন কখন সিফিলিসের (Syphilis) অন্যান্য লক্ষণাদি দূরীকরণার্থ পারদও ব্যবহৃত হয়। স্থলবিশেষে পারদ সেবন না করিয়া কেবল মাত্র সুখাদ্যাদি ভোজন, নির্ম্মল সলিল পান, নির্ম্মল বায়ু সেবন, ও ব্যায়ামদ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিলেও রোগী উক্ত পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। কখন কখন উপদংশবিষপ্রভাবে এতাদৃশ দুর্নিবার্য্য চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হয় যে পারদের ধূমসেবন না করিলে উহার শান্তি হয় না। কেহ কেহ এই রোগে গ্রে পাউডার (Grey Powder), কেহ বা কেলোমেল্ (Calomel), এবং কেহ বা বাইক্লোরাইড্ (Bichloride) ব্যবহার করেন।

মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগে পারদঘটিত ঔষধের জোলাপ অতীব উপকারী। এতদর্থে ব্লু পিল্ (Blue Pill) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে প্রদাহপ্রশমনার্থ অনেকে পারদ প্রয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু অধুনা উহা অপ্রচলিত হইয়াছে। আইরিস্ (Iris) ও নয়নের অভ্যন্তরপ্রদেশস্থ টিস্যুসকল (Tissues), এবং সিরাস্ মেম্ব্রেণের (Serous Membranes) প্রদাহ নিবারণে বাইক্লোরাইড্ (Bichloride) বিশেষ উপযোগী। এতদ্দ্বারা যে কেবল উহাদিগের প্রদাহের শান্তি হয় এমত নহে, তন্নিবন্ধন যে সকল পদার্থাদি ক্ষরিত হয় তাহাও শোষিত হইয়া থাকে। রক্তামাশয় রোগেও

ইহা মহোপকারী। বালকেরা এই রোগে আক্রান্ত হইলে এক গ্রেণ বাইক্লোরাইড্ (Bichloride) এক পাঁইণ্ট জলে দ্রবীভূত করতঃ উহার এক ড্রাম প্রতি ঘণ্টায় প্রযোগ করিলে শোণিতস্রাব নিবারিত হয়, এবং উক্ত পীড়ার আনুসঙ্গিক জরোত্তাপেরও লাঘব হয়। কখন কখন এই পীড়া এতাদৃশ ভীষণাকার ধারণ করে যে তৎপ্রভাবে অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও তৎপ্রাচীরস্থ টিস্থ সকল গলিত ও কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধময় স্লাফে (Slough) পরিণত হইয়া নির্গত হইতে থাকে, এবং রোগীর অবস্থা এতাদৃশ শোচনীয় হয় যে তাহার জীবনরক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। এবম্বিধ অবস্থাতেও বাইক্লোরাইড্ (Bichloride) প্রয়োগ করিলে রোগী কালগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে টাইফয়েড্ জরে (Typhoid Fever) স্বল্পমাত্রায় কেলোমেল্ (Calomel) সেবনে উপকার দর্শে। যদিও ইহা প্রকৃত বটে, কিন্তু উহা পীড়ার প্রারম্ভে প্রয়োগ না করিলে, অর্থাৎ ৯।১০ দিবস পরে এতদ্ব্যবহারে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। এতদ্দ্বারা জরের প্রকোপ খর্ব্বীভূত, রোগের গতি সংরুদ্ধ, আন্ত্রিক প্রদাহ প্রশমিত, এবং উদরাময় নিবারিত হইয়া থাকে। উপকারী বলিয়া কেহ কেহ ইহা এত দীর্ঘকাল ব্যবহার করেন যে রোগীর দন্তমাড়ীতে প্রদাহের আবির্ভাব হয়; বস্তুতঃ তাহা করা উচিত নহে, যেহেতু তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইয়া বরং অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।

COPPER

তাম্র।

ফিজি। তাম্রঘটিত ঔষধসকল অক্ষত চর্ম্মোপরি প্রয়োজিত হইলে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না। যদ্যপি উহা ক্ষত স্থানে সংলগ্ন হয় তাহা হইলে তত্রস্থ এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া এল্‌বিউমিনেট্ (Albuminate) আকার ধারণকরতঃ উক্ত স্থান এরূপে আচ্ছাদিত করে যে তন্মধ্যে জল অথবা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা টিস্থ (Tissue) এবং শিরা ও ধমনীনিচয় সঙ্কুচিত হওয়াতে উল্লিখিত প্রদেশে শোণিত

সমাগমের ব্যাঘাত জন্মে, এবং যদ্যপি কোন ক্ষুদ্র ধমনী হইতে স্বল্প পরিমাণে রক্তস্রাব হয় তাহাও নিবারিত হইয়া থাকে। শরীরমধ্যস্থ কোন কোমল স্থানে প্রয়োগ করিলে উহা সেই স্থানের উগ্রতাসাধনকরতঃ ক্রমশঃ প্রদাহ উৎপাদন করাতে বেদনা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে তাম্রলবণ তত্রস্থ এল্‌বিউমেন্ (Albumen) মিশ্রিত পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া এল্‌বিউমিনেটে (Albuminate) পরিণত হয়। বদনগহ্বরে যে পরিমাণে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) বর্ত্তমান থাকে, উক্ত লবণ যদ্যপি তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহা পর্য্যাপ্ত পরিমিত এল্‌বিউমেনের (Albumen) অভাববশতঃ সমস্তই এল্‌বিউমিনেটে (Albuminate) পরিণত না হইয়া কিয়দংশ মুখাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতাসাধন করে, এবং কখন কখন প্রদাহও উৎপাদন করিয়া থাকে। উক্ত লবণগণের আস্বাদ ধাতব (Metalic) ও কসায়। পাকস্থলী মধ্যে গমন করিলে উহারা মুখগহ্বরের ন্যায় তত্রস্থ এল্‌বিউমেন্ (Albumen) সহযোগে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু মাত্রাধিক্যবশতঃ কখন কখন উগ্র বিষের (Irritant Poison) ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে। এইরূপে উহারা পাকাশয়ের উগ্রতাসাধনকরতঃ বিবমিষা ও বমন উৎপাদন করাতে বমনকারক বলিয়া পরিচিত। এতাদৃশ কার্য্যসাধনে সল্‌ফেট্ অব্ কপারই (Sulphate of Copper) সবিশেষ তৎপর। এই সল্‌ফেট্ (Sulphate) অন্যান্য বমনকারক ঔষধের ন্যায় অবসাদক না হওয়াতে, এবং সেবন মাত্রেই বমনোৎপাদন করাতে অতীব উপকারী ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনধিক মাত্রায় সেবন করিলে ইহারা অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর সঙ্কোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। দীর্ঘকাল প্রয়োগে তাম্র শীশধাতুর ন্যায় শরীরমধ্যে সঞ্চিত হওয়াতে বিষলক্ষণ আবির্ভূত হয়, যাহাকে পুরাতন কপার্ পয়জনিং (Copper Poisoning) কহে। এইরূপে এতদ্দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে উদরমধ্যে কলিক্ বেদনা (Colic Pain), কখন উদরাময়, কখন বা কোষ্ঠকাঠিন্য, এবং কখন কখন বাহুদ্বয়ের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। শীশজনিত বিষক্রিয়ার সহিত ঐ সকল লক্ষণাবলীর এতাদৃশ সৌসাদৃশ্য যে উহা শীশলবণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনেক স্থলে ভ্রম জন্মে।

তাম্রঘটিত লবণগুলি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে এল্‌বিউমিনেটে (Albuminate) পরিণত হইয়া শোণিতের সহিত মিলিত হয়, এবং তথায় তদবস্থায় অবস্থিতি করে। কেহ কেহ বলেন যে উহারা, বিশেষতঃ সল্‌ফেট্ অব্ কপার্ (Sulphate of Copper) স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে পুষ্টিসাধন করতঃ শরীরের বল বৃদ্ধি করে, তজ্জন্য অনেকে উহাকে আর্সেনিকের (Arsenic) সমতুল্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তাম্র মল ও মূত্রের সহিত দেহ হইতে বহির্গত হয়।

তাম্রের ক্রিয়া—বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতাসাধক, এবং সঙ্কোচক ও রক্তরোধক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অধিক মাত্রায় বিবমিষাজনক ও বমনকারক। স্বল্পমাত্রায় সঙ্কোচক ও বলকারক। অত্যধিক মাত্রায় উগ্রবিষক্রিয়াজনক (Irritant Poison)।

থিরা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীশাখা হইতে স্বল্পপরিমাণে শোণিতস্রাব হইলে তাম্রলবণের দ্রব প্রয়োগে উহা নিবারিত হয়। অস্বাস্থ্যকর ও বেদনাবিহীন ক্ষত স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য অনেকে সল্‌ফেট্ অব্ কপার (Sulphate of Copper) শলাকাকারে ব্যবহার করেন। এতদ্দারা ক্ষত পরিষ্কৃত ও উত্তেজিত হওয়াতে উহার অবস্থার উন্নতিসাধন হয়। এইরূপে বেদনাবিহীন ইম্পেটাইগো (Impetigo), এক্‌জেমা (Eczema), সোরাইসিস্ (Psoriasis), পিটিরাইসিস্ (Pityriasis) প্রভৃতি চর্ম্মরোগেও উহা ব্যবহার্য্য। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে এতদ্দারা এতাদৃশ সুফল প্রদর্শিত হয় যে অন্যান্য ঔষধদ্বারা তাদৃশ লক্ষিত হয় না। টিনিয়া টার্সাই (Tenia Tarsi) রোগে পক্ষ্মপংক্তি কর্ত্তন ও পীড়িত স্থান সুচারুরূপে পরিষ্কৃত করতঃ তদুপরি সল্‌ফেট্ অব্ কপার্ (Sulphate of Copper) শলাকাকারে প্রয়োগ করিলে আশু পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। উত্তেজক গুণ থাকাতে ইহা অস্বাস্থ্যকর ক্ষতমাত্রেই ব্যবহৃত হয়। এই লবণ যে স্থানে প্রয়োগ করা যায় তথায় প্রদাহোৎপাদিত না হইয়া কেবলমাত্র কথঞ্চিৎ বেদনার আবির্ভাব হয়। কার্য্যকারিতাসম্বন্ধে ইহা নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভারের (Nitrate of Silver) তুল্য, তবে উভয়ের প্রভেদ এই যে কষ্টিক্ এতদপেক্ষা উগ্রতর বলিয়া উহাদ্বারা প্রদাহ জন্মে। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে সোরাইসিস্ (Psoriasis) রোগে সল্‌ফেট্ অব্ কপার্

(Sulphate of Copper) স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয়।* এই পীড়া কখন কখন কোন রূপ সংক্রামক বিষপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা হউক উহা যেরূপেই উৎপন্ন হউক না কেন সল্‌ফেট্ অব্ কপার্ (Sulphate of Copper) উহা দূরীকরণে সমর্থ। কখন কখন জিহ্বোপরি যে ক্ষত আবির্ভূত হয় যদ্যপি উহাতে বেদনা না থাকে তাহা হইলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। দন্তমাড়ী অথবা মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ক্ষতসংযুক্ত হইলে ইহার দ্রব ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে সত্বর উহা আরোগ্য হয় বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা শুষ্ক এলাম্ (Alum) অধিকতর ফলদায়ক বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। কখন কখন মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ক্ষতসংযুক্ত হইলে উহা একপ্রকার শুভ্রবর্ণ পদার্থদ্বারা আবৃত হয়; এই আবরণ দূরীকরণার্থ ও উহার পুনরাবির্ভাব নিবারণার্থ সল্‌ফেট্ অব্ কপারের (Sulphate of Copper) অনুগ্র দ্রব বিশেষ উপযোগী। উক্ত দ্রব তরুণ ও পুরাতন প্রমেহ রোগেও ফলদায়ক বলিয়া প্রচলিত।

বমনকারক ক্রিয়ার জন্য সল্‌ফেট্ অব্ কপার্ (Sulphate of Copper) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। স্বল্পমাত্রায় স্বল্পকালব্যবধানে ইহার প্রয়োগ প্রচলিত। সাধারণতঃ এতদ্দ্বারা একবারমাত্র বমন হইয়া থাকে, কিন্তু উহার আনুসঙ্গিক বিবমিষা, ভেদ অথবা দুর্ব্বলতা সংঘটিত হয় না। অনেকে বলেন যে লেরিংসের (Larynx) পীড়ার পক্ষে ইহা অতীব ফলপ্রদ, তজ্জন্য ক্রুপ্ (Croup) রোগে ইহা কখন কখন প্রযোজিত হয়। গ্লটিস্ (Glottis) মধ্যে কোন পদার্থের অবস্থানবশতঃ শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে এতদ্দ্বারা ফল দর্শে। ইহা অনধিক মাত্রায় ও অনতিকালব্যবধানে সেবন করিলে স্বল্পকালমধ্যেই যে বমন হয় তাহার বেগদ্বারা উক্ত পদার্থ বহির্নিঃসৃত হওয়াতে যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া থাকে। সঙ্কোচক গুণের জন্য অনেকে ইহা তরুণ অথবা পুরাতন উদরাময় রোগে ব্যবহার করেন। কখন কখন এই পীড়া কোন দুরূহ যান্ত্রিক ব্যাধির বশবর্ত্তী হইয়া আবির্ভূত হয়, সেস্থলেও এতদ্দ্বারা প্রতিকার সাধিত হয়। উদরাময় পীড়াতে আভ্যন্তরিক ব্যবহারের সহিত কখন কখন উহা পিচকারীদ্বারা গুহ্যদ্বারেও প্রযোজ্য। অনেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইরিথেমা (Erythema), এক্‌থিমা (Ecthyma), এক্‌জেমা (Eczema), স্ক্রফিউলা

(Scrofula) এবং টিউবার্কিউলোসিস্ (Tuberculosis) পীড়াতে স্বল্প পরিমাণে উহা সেবনের ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই লবণ আহার্য্য পদার্থের সহিত অথবা আহারের অব্যবহিত পরেই সেবন করা কর্ত্তব্য। বিসূচিকা ও এপিলেপ্সি (Epilepsy) রোগেও ইহা কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

ZINC

দস্তা।

ফিজি। এই ধাতুর লবণগুলি অক্ষত চর্ম্মোপরি সংলগ্ন হইলে কোনরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে না, কিন্তু যদ্যপি উহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে সেই স্থানের উগ্রতাসাধন এবং কখন কখন প্রখর প্রদাহোৎপাদনকরতঃ তত্রস্থ টিসুর (Tissue) বিনাশসাধন করিয়া থাকে। স্থানিক প্রয়োগে ক্লোরাইড্ (Chloride), আইওডাইড্ (Iodide) এবং নাইট্রেট্ অব্ জিঙ্কেরই (Nitrate of Zinc) এতাদৃশী ধ্বংসকারিকা শক্তি পরিলক্ষিত হয়। উহাদের এবম্বিধ ক্রিয়ার কারণ এই যে উহারা টিসুস্থিত জলাকর্ষণে সমর্থ, এবং অতি স্বল্পকালমধ্যেই টিসু (Tissue) মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। চর্ম্মোপরি সংলগ্ন হইলে উহারা প্রথমতঃ তথায় উত্তাপ ও জ্বলনোৎপাদনকরতঃ অবশেষে চর্ম্ম ভেদ করিয়া তন্নিম্নস্থ টিসু (Tissue) মধ্যে যতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে ততদূর পর্য্যন্ত টিসু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া স্লফে (Slough) পরিণত হয়। উল্লিখিত লবণত্রয়ই অতীব বেদনাদায়ক বটে, তবে অপর দুইটী অপেক্ষা নাইট্রেট্ (Nitrate) কিঞ্চিৎ ন্যূন। জিঙ্কের (Zinc) অপরাপর দ্রবণীয় লবণগুলি তাদৃশ জলাকর্ষণক্ষম ও বিস্তারশীল না হওয়াতে তাহাদের ধ্বংসকারিণী শক্তি ততদূর বলবতী নহে। উহারা টিসু (Tissue) ও শোণিত-প্রণালীসঙ্কোচনে এবং শরীরস্থ বিবিধ স্রাবনিবারণে সমর্থ বলিয়া সঙ্কোচক ঔষধমধ্যে পরিগণিত। ক্ষতোপরি স্থানিক প্রয়োগে উহাদের উত্তেজক ক্রিয়া প্রকটিত হয়। জিঙ্কের (Zinc) কার্বনেট্ এবং অক্সাইড্ (Carbonate and Oxide) নামক লবণদ্বয় অদ্রবণীয়। উহাদের বিস্তারশীলতা গুণ এবং জলাকর্ষণশক্তির অভাব থাকাতে উহারা স্বভাবতঃ অনুগ্র ও হীনবল।

উহাদের টিস্থ (Tissue) ধ্বংসকরণে শক্তি নাই, তবে স্থানিক প্রয়োগে উহারা কেবলমাত্র মৃদু সঙ্কোচক ও উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রবণীয় লবণগুলি মুখগহ্বর এবং পাকস্থলীমধ্যে প্রবেশ করিলে তথায় এল্বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া এল্বিউমিনেটে (Albuminate) পরিণত হয়। উহাদের আস্বাদ ধাতব (Metalic) ও কসায়।

কার্বনেট্ অব্ জিঙ্ক (Carbonate of Zinc) অধিক মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে উহা বিবমিষা ও বমনোৎপাদন করে বটে, কিন্তু উহার বমনকারক ক্রিয়া স্বল্পকালমধ্যে প্রকাশিত হয় না। সল্ফেট্ (Sulphate) সেবনে বিবমিষা জন্মে না বটে, কিন্তু অতি সত্বর বমন হইতে আরম্ভ হয়। অধিকন্তু উহার গুণ এই যে অন্যান্য বমনকারক ঔষধের ন্যায় উহা হৃৎপিণ্ডাবসাদক নহে। শোণিতপ্রণালীতে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলেও উহা বমনকারক ক্রিয়া প্রদর্শনে সমর্থ। অক্সাইড্ অব্ জিঙ্ক (Oxide of Zinc) অতি স্বল্প পরিমাণে দ্রবণীয় বলিয়া পাকস্থলীর উপর উহার বিশেষ কোন ক্রিয়া নাই। ক্লোরাইড্, আইওডাইড্ এবং নাইট্রেট্ অব্ জিঙ্ক (Chloride, Iodide and Nitrate of Zinc) অতীব ধ্বংসকারক বিষাক্ত পদার্থ। উহারা উদরমধ্যে প্রবেশ করিলে উহাদের ধ্বংসকারিতা গুণে পাকস্থলীমধ্যে এতাদৃশ ক্ষত উৎপন্ন হয় যে কখন কখন উহা তৎপ্রাচীর ভেদকরতঃ বহির্ভাগস্থিত টিস্থ (Tissue) পর্য্যন্তও আক্রমণ করে। এইরূপে পাকাশয়ের ধ্বংসসাধন করিয়া অবশেষে উহা পেরিটোনিয়মের (Peritonæum) এবম্বিধ প্রদাহ উৎপাদন করে যে তাহা হইতে রোগীর মুক্তিলাভের কোন প্রত্যাশা থাকে না।

ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধিকরতঃ সল্ফেট্ অথবা অক্সাইড্ (Sulphate or Oxide) দীর্ঘকাল সেবন করিলে ক্রমে ক্রমে রোগী উহাতে এতাদৃশ অভ্যস্ত হয় যে অবশেষে ৪০ অথবা ৫০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও বমন হওয়া দূরে থাকুক রোগীর বিবমিষা পর্য্যন্তও জন্মে না। অভ্যস্ত হইলে যদিও এতদ্দ্বারা বমন না হয় তথাপি উহা এবম্বিধ অধিক মাত্রায় কিয়ৎকাল উদরস্থ করিলে ক্রমে পাকাশয়মধ্যে ক্ষতের আবির্ভাব হয় এবং কখন কখন উদরমধ্যে কলিক্‌বেদনা (Colic Pain), ক্ষুধামান্দ্য, রুচিহীনতা, স্বাদবৈলক্ষণ্য, বমন,

কোষ্ঠকাঠিন্য, ও দিন দিন শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া রোগীকে নিরতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে। কখন কখন অধিক মাত্রায় প্রয়োগে এতদ্দ্বারা ক্ষুধার লোপ, এবং এপিগ্যাষ্ট্রিক্ প্রদেশে (Epigastric Region) বেদনার আবির্ভাব হয়।

জিঙ্কলবণ পাকস্থলীমধ্যে প্রবেশ করিলে উহার অধিকাংশই শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিলিত হয়; স্বল্পাংশমাত্র মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিলে উহারা তথায় অদ্রবণীয় সাল্‌ফাইডে (Sulphide) পরিণত হয়। রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে জিঙ্কলবণগুলি স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিসাধন করাতে স্নায়বীয় বলকারক বলিয়া পরিচিত। উহারা যেরূপ মাত্রায় বিবমিষাজনক ও বমনকারক ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় তদ্রূপ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে আক্ষেপনিবারক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে। পারদ ও শীশধাতুর ন্যায় জিঙ্ক দেহমধ্যে সঞ্চিত হয় না। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় উহা দেহাভ্যন্তর হইতে সত্বর নির্গত না হইয়া স্বল্প পরিমাণে মূত্রের সহিত নিঃসৃত হয়, এবং অধিকাংশই মল, পিত্ত, এবং অন্ত্রস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্লেষ্মাস্রাবের সহিত বহির্গত হইয়া থাকে। ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্কের (Chloride of Zinc) দ্রব সংক্রমণহারক ও পচননিবারক।

জিঙ্কের ক্রিয়া।—বাহ্যপ্রয়োগে উগ্রতাসাধক, দাহক, পচননিবারক, সংক্রমণহারক, উত্তেজক, সঙ্কোচক ও রক্তরোধক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অত্যধিক মাত্রায় বিষক্রিয়াজনক; অধিক মাত্রায় বিবমিষাজনক, বমনকারক ও আক্ষেপ নিবারক; স্বল্পমাত্রায় সঙ্কোচক ও স্নায়বীয় বলকারক।

থিরা। দাহক ও ধ্বংসকারক ক্রিয়ার জন্য নিভাই (Nœvi), ওয়ার্ট্‌স্ (Warts), কণ্ডিলোমেটা (Condylomata), লুপাস্ (Lupus) এবং উপদংশ-ক্ষত নষ্টকরণোদ্দেশে ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক (Chloride of Zinc) স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদর্থে উহা কেবল পীড়িত স্থানোপরি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; নতুবা উহা উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত সুস্থ চর্ম্মোপরি সংলগ্ন হইলে দাহিকা শক্তি প্রভাবে এবম্বিধ ক্ষত উৎপাদন করে যে তাহা সত্বর আরোগ্য হয় না। ক্লোরাইডের (Chloride) অনুগ্র দ্রব পিচকারীদ্বারা ইউরিথ্রা (Urethra) মধ্যে প্রয়োগ করিলে তরুণ ও পুরাতন প্রমেহরোগে মহোপকার সাধন করে।

এতদুদ্দেশ্যসাধনার্থ সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্কের (Sulphate of Zinc) দ্রবও সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এক অথবা দুইগ্রেণ ক্লোরাইড্ (Chloride) এক পাঁইণ্ট জলে মিশ্রিত করতঃ দ্রব প্রস্তুত করিয়া উহা স্বল্প পরিমাণে প্রমেহ রোগের প্রারম্ভাবস্থায় পিচকারীদ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ইউরিথ্রা (Urethra) মধ্যে প্রয়োগ করিলে দিবসৈকদ্বয়মধ্যেই পীড়ার প্রতিকার দর্শে। যদ্যপি পুনঃপুনঃ পিচকারীপ্রয়োগে বীজকোষে বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে কোষদ্বয় উষ্ণ সলিলমধ্যে সংস্থাপন করা অথবা উহাদ্বারা সর্ব্বদা সেক দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। উল্লিখিত উপায়াবলম্বনেও যদ্যপি কোষপ্রদাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে অর্থাৎ কোষমধ্যে বেদনা ও স্ফীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উল্লিখিত দ্রবের পিচকারী দীর্ঘকালব্যবধানে ব্যবহার করা আবশ্যক। কেহ কেহ ক্লোরাইডের (Chloride) পরিবর্ত্তে প্রমেহরোগে এক হইতে চারি গ্রেণ মাত্রায় সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক (Sulphate of Zinc) এক আউন্স জলে দ্রবীভূত করতঃ পিচকারী প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। এতদ্দ্বারাও যে বিশিষ্ট উপকার সাধিত হয় তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত সল্‌ফেটের (Sulphate) দ্রব লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) রোগেও মহোপকারী, কিন্তু উহার সহিত সমভাগে সল্‌ফেট্ অব্ কপার্ (Shulphate of Copper) মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার করিলে অধিকতর ফল প্রত্যাশা করা যায়।

একজেমা (Eczema) এবং ইম্পেটাইগো (Impetigo) নামক চর্ম্মরোগে প্রদাহাবসানে অক্‌সাইড্ অব্ জিঙ্কের (Oxide of Zinc) মলম প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উহার উত্তেজক গুণে চর্ম্মস্থিত ক্ষতগুলিন আশু আরোগ্যোন্মুখ হয়। কেহ কেহ উল্লিখিত পীড়াদ্বয়ে অক্‌সাইড্ ও কার্বনেট্ (Oxide and Carbonate) তুল্যাংশে মিশ্রিত করতঃ চূর্ণাকারে ব্যবহার করেন। এতদ্দ্বারা যদিও পীড়ার শান্তি হয় বটে, তথাপি চর্ম্মরোগে সাধারণতঃ তৈলাক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত।

কঞ্জাংটিভাইটিস্ রোগে (Conjunctivitis) সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্কের (Sulphate of Zinc) দ্রব অতীব ফলদায়ক। এক আউন্স জলে চারি গ্রেণ সল্‌ফেট্ (Sulphate) মিশ্রিত করতঃ উহার কয়েক বিন্দু প্রত্যহ তিন চারি বার নয়নমধ্যে প্রয়োগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই প্রদাহ প্রশমিত হয়। উক্ত

সল্‌ফেটের (Sulphate) দ্রব গলাভ্যন্তরস্থ প্রদাহ অথবা ক্ষত নিবারণার্থও বিশেষ উপযোগী। এতদর্থে উহা ফট্‌কিরির সহিত সচরাচর কুলি (Gargle) স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) রোগেও উল্লিখিত দ্রব দ্বারা যোনিগহ্বর ধৌত করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। দন্ত নষ্ট অথবা ভগ্ন হইলে উহার মধ্যস্থিত স্নায়ুসূত্র বহির্নিঃসৃত হইয়া নিরতিশয় বেদনা প্রদান করে। উক্ত বেদনাদায়ক স্নায়ুসূত্রের উপর ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক (Chloride of Zinc) প্রয়োগ করিলে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

বমনকারক ক্রিয়ার জন্য সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক (Sulphate of Zinc) আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আত্মহত্যা করণোদ্দেশে অথবা ভ্রান্তিবশতঃ আফিং কিম্বা আর্সেনিক্ (Arsenic) প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ ভক্ষণ করিলে এতদ্দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে। উহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে স্বল্পকালমধ্যেই বমন হইতে থাকে, এবং অন্যান্য বমনকারক ঔষধের ন্যায় উহাদ্বারা রোগীর হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত হয় না। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য অনেকে উহা ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) এবং ক্রুপ্ (Croup) রোগে ব্যবহার করেন। উহার বমনপ্রভাবে গলাভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মা ও ফল্‌স্ মেম্ব্রেণ্ (False Membrane) বহির্নিঃসৃত হওয়াতে যদিও পীড়ার প্রতিকার সাধিত হয়, তথাপি এতদপেক্ষা ইপিকাক্ (Ipecac) প্রভৃতি অন্যান্য বমনকারক ঔষধি অধিকতর ফলদায়ক। কখন কখন বমনকারক ক্রিয়ার জন্য সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক (Sulphate of Zinc) শিরামধ্যে পিচকারী দ্বারা প্রযোজিত হয়। পাকাশয়স্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহবশতঃ উদরমধ্যে বেদনা অনুভূত হইলে অনেকে সল্‌ফেটের (Sulphate) ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা বলেন যে উহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উক্ত বেদনা ও প্রদাহ দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু যেরূপ অধিক মাত্রাদ্বারা বমন উপস্থিত হয় সেরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

কোন কোন চিকিৎসক শিশুদিগের উদরাময় রোগে দুই হইতে চারি গ্রেণ মাত্রায় অক্‌সাইড্ অব্ জিঙ্ক (Oxide of Zinc) তিন ঘণ্টাব্যবধানে সেবন করিবার ব্যবস্থা করেন কেহবা উক্ত রোগে সল্‌ফেট্‌ও (Sulphate)

ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন যে উল্লিখিত ঔষধিদ্বয় হুপিংকফ্ (Whooping Cough) এবং এপিলেপ্সি (Epilepsy) পীড়াতে অতীব ফলপ্রদ। শেষোল্লিখিত রোগে যদিও ইহা ব্যবহার্য্য বটে, কিন্তু পটাস্ ব্রোমাইড্ (Potash Bromide) এতদপেক্ষা অধিকতর উপকারী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ।

কোরিয়া (Corea) রোগনিবারণার্থ সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক (Sulphate of Zinc) মহোপযোগী। বিবমিষাজনক ও বমনকারক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে টার্টার্ এমেটিকের (Tartar Emetic) ন্যায় উহা সত্বর পীডার শান্তিসাধনে সমর্থ। উহার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না করিলে উহা আশানুরূপ ফল প্রদান করে না; এজন্য প্রথমতঃ এক অথবা দুই গ্রেণ মাত্রায় দুই ঘণ্টাব্যবধানে ব্যবহার করতঃ ক্রমশঃ ১৫ কিম্বা ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা এবম্বিধ প্রণালীতে চিকিৎসা করিলে উহা অতীব আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। কখন কখন এতাদৃশ অধিক মাত্রায় সেবন করিলেও রোগীর বিবমিষা জন্মে না। উহা এরূপ অধিক মাত্রায় প্রয়োগে পীড়ার লাঘব হয় বটে, কিন্তু অনতিকালমধ্যেই আর একটী নূতন পীড়ার আবির্ভাব হয়। রোগীর এপিগ্যাষ্ট্রিক্ প্রদেশে (Epigastric Region) নিরতিশয় বেদনা, এবং উহার আনুসঙ্গিক রুচিহীনতা, ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাকশক্তিহীনতা প্রভৃতি কতিপয় লক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকে। উল্লিখিত লক্ষণাবলী প্রকাশিত হইলে উহা রহিত করতঃ উহার পরিবর্ত্তে টার্টার্ এমেটিক্ (Tartar Emetic) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোরিয়া (Corea) রোগে বমনকারক ঔষধমাত্রেই ফলদায়ক। সম্ভবতঃ উহা স্নায়ুকেন্দ্রের (Nerve Centres) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ এই পীড়ার প্রতিকার সাধন করে। অনেকের বিশ্বাস এই যে জিঙ্কলবণগুলি (Zinc Salts) স্নায়বীয় বলকারক ও স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিসাধক বলিয়া উল্লিখিত পীড়াপনয়নে বিশেষ পারদর্শী।

হিষ্টিরিয়া (Hysteria) পীড়াতেও জিঙ্ক মহোপকারী। এই রোগে ভ্যালিরিয়ানেট্ অব্ জিঙ্ক্ (Valerianate of Zinc) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উহা এক হইতে তিন অথবা চারি গ্রেণ মাত্রায় বটিকাকারে প্রত্যহ তিন কিম্বা চারিবার ব্যবস্থেয়। অক্‌সাইড্ অব্ জিঙ্ক (Oxide of Zinc) দুই হইতে

চারি গ্রেণ মাত্রায় রজনীযোগে প্রয়োগ করিলে কোন সাংঘাতিক পীড়ার আনুসঙ্গিক প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব নিবারিত হয়। অনেকে বলেন যে এতদ্দ্বারা ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), ব্রঙ্কোরিয়া (Broncorrhœa) ও যক্ষা প্রভৃতি রোগের অপরিমিত শ্লেষ্মাস্রাবও হ্রাস হইয়া থাকে। কেহ কেহ উহা স্নায়বীয় শিরঃপীড়াতে দুই হইতে পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করেন।

ANTIMONY.

এণ্টিমনি।

ক্রিয়া। টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) মলমাকারে চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উহা একপ্রকার প্রদাহোৎপাদন করে। এই প্রদাহের বিশেষ লক্ষণ এই যে প্রথমতঃ চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার ন্যায় ব্রণ নির্গত হয়। অতঃপর ঐ সকল ব্রণমধ্যে রস সঞ্চিত হইয়া অবশেষে উহা পূয়ে পরিণত হয়। উল্লিখিত গুটিকাগুলি প্রথম হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত বসন্ত রোগের গুটিকার ন্যায় লক্ষিত হয় এবং আরোগ্য হইলে উক্ত পীড়ার ন্যায় ইহাদেরও চিহ্ন দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে। বাহ্যপ্রয়োগে উহা প্রত্যুগ্রতাসাধক বলিয়াও পরিচিত। ক্লোরাইড্ অব্ এণ্টিমনির (Chloride of Antimony) দাহিকা শক্তি অতীব বলবতী। এতদ্দ্বারা যে ক্ষত উৎপাদিত হয় উহা সত্বর শুষ্ক হয় না।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে উহা উদরমধ্যে প্রবেশকরতঃ ঈষৎ জ্বালা উৎপাদন করে, যাহা সচরাচর ক্ষুধা বলিয়া ভ্রম হয়। উল্লিখিত মাত্রায় পুনঃপুনঃ সেবন করিলে এতদ্দ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে শ্লেষ্মাস্রাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে উদরাময় জন্মে, এবং উহার আনুসঙ্গিক কলিক্ বেদনাও (Colic Pain) উপস্থিত হয়। উহা শ্বাসনালীর শ্লেষ্মাক্ষরণ বৃদ্ধি করিতেও বিশেষ পারদর্শী। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা বিবমিষা, বমন এবং রোগীর অবসন্নতা উৎপাদন করে। এতৎসেবনে এতাদৃশ বিবমিষা জন্মে যে অন্য কোন বমনকারক ঔষধদ্বারা তদ্রূপ সংঘটিত হয় না। এই ঔষধ উদরস্থ হইবামাত্র বমন আরম্ভ হয় না, কখন কখন ২০ মিনিট এবং

কখন কখন অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল পরেও উক্ত ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। উহার ক্রিয়া এইরূপ বিলম্বে আবির্ভূত হয় বলিয়া পাকাশয় হইতে বিষোত্তোলনার্থ উহা ব্যবস্থেয় নহে। শিরামধ্যে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে উহা বিবমিষা ও বমন উৎপাদন করে, এজন্য অনেক চিকিৎসকের বিশ্বাস যে মস্তিষ্কমধ্যস্থ যে কেন্দ্রের (Centre) ক্রিয়াবশতঃ বমন হয়, উহা সেই কেন্দ্রকে (Centre) উত্তেজিত করাতে উল্লিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, নতুবা পাকস্থলীর উপর উহার এমন কোন ক্রিয়া নাই যদ্দ্বারা বমন হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে এতদ্দ্বারা পাকাশয়স্থ স্নায়ুসূত্রের প্রান্তভাগের উত্তেজনাবশতঃ উল্লিখিত ক্রিয়ার আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ অধুনা সাধারণের প্রতীতি এই যে উহার পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ক্রিয়া হইতেই বমনের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এণ্টিমনি (Antimony) প্রয়োগে পেশীসমূহের সঙ্কোচনশক্তির লাঘব হওয়াতে উহা আক্ষেপনিবারক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। আহারের আধিক্য ও স্বল্পতানুসারে উহার ক্রিয়ার বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। স্বল্প পরিমাণে আহার করতঃ সেবন করিলে উহা শোণিতদ্বারা শোষিত হইয়া দেহস্থ যন্ত্রাদির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু পূর্ণোদরে প্রবেশ করিলে উহার বিরেচক ও বমনকারক ক্রিয়া প্রকটিত হয়। জলের পরিমাণানুসারেও উহার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্বল্প সলিলসহযোগে প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা বমন উৎপাদিত হয়, কিন্তু যদ্যপি অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করা যায় তাহা হইলে উহা উদরাময় আনয়ন করে। সুরাপানে অথবা অম্লরসাত্মক ফলাদি ভোজনে উহার বমনকারক ও বিরেচক ক্রিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকে।

এণ্টিমনির (Antimony) দ্রবণীয় লবণগুলি (Soluble Salts) অনায়াসে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে নীত হয়। অক্‌সাইড্‌ অব্‌ এণ্টিমনি (Oxide of Antimony) পাকাশয়, অন্ত্র অথবা শোণিতমধ্যে এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া অদ্রবণীয় এল্‌বিউমিনেটে (Albuminate) পরিণত হয় বটে, কিন্তু উহা অথবা উক্ত ধাতুঘটিত অন্য কোন লবণই কোন অম্লরসের সাহায্যব্যতিরেকে এরূপে রূপান্তরিত হইতে পারে না। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে এণ্টিমনি (Antimony) অত্যুগ্র হলাহলের ন্যায়

ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা বিবমিষা, বমন, ভেদ, পৈশিক অবসাদ ও পেশীসমূহের সঞ্চালনশক্তিহীনতা, মোটার্ স্নায়ুসকলের (Motor Nerves) পক্ষাঘাত, সেন্সরি স্নায়ুমণ্ডলীর (Sensory Nerves) অবসন্নতা এবং রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) রাহিত্য প্রভৃতি লক্ষণাবলী আবির্ভূত হয়। উক্ত বিষে স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) বিষাক্ত ও বিনষ্ট হওয়াতে এই রিফ্লেক্স্ (Reflex) ক্রিয়ার লোপ এবং মোটার্ স্নায়ুর (Motor Nerves) পক্ষাঘাত জন্মে। এতদ্দ্বারা যে কেবল কশেরুকা মজ্জাই (Spinal Cord) এতাদৃশ দুরবস্থাপন্ন হয় তাহা নহে, উল্লিখিত বিষপ্রভাবে দেহ জর্জ্জরিত হইলে পেশী-সমূহ এবং মোটার্ ও সেন্সরি স্নায়ুমণ্ডলীও (Motor and Sensory Nerves) ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া স্বকার্যসম্পাদনে পরাংমুখ হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রথমতঃ মৃদুগামিনী, অতঃপর উত্তরোত্তর বলহীনা হইয়া অবশেষে ডায়াষ্টোলে (Diastole) বিলুপ্তা হয়। পটাসিয়ম্ লবণ (Potassium Salts), আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious Acid), হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড (Hydrocyanic Acid) ও একোনাইট্ (Aconite) প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্যপ্রভাবে হৃৎপিণ্ড যেমন অবসন্ন ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তদ্রূপ এতদ্দ্বারাও তত্রস্থ গ্যাংলিয়া (Ganglia), স্নায়ু ও পেশীসূত্রসকল ক্রমাণ্বয়ে অবসন্নাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে উল্লিখিত যন্ত্রের ক্রিয়ারাহিত্য ঘটিয়া থাকে। ক্রমশঃ ধমনীপ্রাচীর বিস্ফারিত, শোণিতপ্রবাহ মন্দগতি, নাড়ী মৃদুগামিনী, এবং হৃৎপিণ্ডের ডায়াষ্টোল্ (Diastole) নামক ক্রিয়াবসানে উহার বিরামকাল (Diastolic Pause) বিলম্বিত লক্ষিত হয়। কিন্তু উক্ত ঔষধি অত্যধিক পরিমাণে সেবন করিলে প্রথমতঃ নাড়ী অতীব বলহীনা ও দ্রুতগামিনী হইয়া স্বল্পকালমধ্যেই লুক্কায়িত হয়, এবং হৃৎপিণ্ডস্থ গহ্বরচতুষ্টয় বিস্ফারিতাবস্থায় অবস্থিতি করে। দেহ-বিচ্ছিন্ন হৃৎপিণ্ডোপরি উহা স্থানিক প্রয়োগ করিলে তত্রাবস্থিত ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) প্রান্তভাগ পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং পেশীসকলের সঙ্কোচনশক্তি অন্তর্হিত হয়। টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সেল্ (Cell) মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজ্ম্ (Protoplasm) নষ্ট করে, তজ্জন্য দেহস্থিত যাবতীয় যন্ত্রাদি উহাদের স্বকীয় স্বাভাবিক ক্রিয়াসাধনে অসমর্থ হইয়া থাকে, অতএব উহা যেমন হৃৎপিণ্ডাবসাদক তদ্রূপ সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদক

(General Depressant) বলিয়াও পরিচিত। উহার এবম্বিধ অবসাদক গুণের কারণ এই যে কি হৃৎপিণ্ড, কি স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve Centres), কি স্নায়ুসূত্র, কি মাংসপেশী, যাবতীয় টিস্থ (Tissue) ও যন্ত্রাদি উহা সেবনে এতাদৃশ নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে উহাদের স্বকার্য্যসাধনের শক্তি থাকে না।

চর্ম্মের উপর টার্টার এমেটিকের (Tartar Emetic) একটী আশ্চর্য্য ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্দ্বারা একটী ভেককে বিষাক্ত করিলে স্বল্পকাল মধ্যেই উহার চর্ম্ম এতাদৃশ শিথিলাবস্থা প্রাপ্ত হয় যে উহা কিছুতেই উত্তোলন করা যায় না। অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহার প্রাণ নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু চর্ম্মের এইরূপ অবস্থান্তর সম্ভূত হয়। এতদ্দ্বারা অপরিমিত স্বেদক্ষরণ হয় বলিয়া ইহা একটী প্রবল ঘর্ম্মকারক ঔষধমধ্যে পরিগণিত। ইহা সেবনে লাংস্ (Lungs) হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলীয় বাষ্প ও কার্বনিক্ এসিড্ (Carbonic Acid), এবং প্রস্রাবের সহিত ইউরিয়া (Urea) নিঃসৃত হয়। এতদ্দ্বারা উল্লিখিত পদার্থনিচয় দেহমধ্যে অধিক পরিমাণে সৃষ্ট হয়, কিম্বা যাহা সঞ্চিত থাকে তাহা দেহাভ্যন্তর হইতে অধিক পরিমাণে নির্গত হয় তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহা সেবন করিলে মূত্রের বর্ণ গাঢ়তর এবং তন্মধ্যস্থ ইউরিক্ এসিডের (Uric Acid) পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত স্বেদক্ষরণ হওয়াতে উহার জলীয়াংশ, এবং ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়মের (Chloride of Sodium) পরিমাণ হ্রাস হয়। সুস্থাবস্থায় প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা শারীরিক উত্তাপের লাঘব হয় না, কেবল জ্বরোত্তাপ খর্ব্বীভূত হইয়া থাকে। ইহা দেহাভ্যন্তর হইতে প্রধানতঃ মূত্রের সহিত নির্গত হয়। কিয়দংশ পিত্তের সহিত ও কিঞ্চিৎ অন্ত্র হইতেও বহির্গত হয় বটে, কিন্তু উহা কথঞ্চিৎ শরীরমধ্যে অবস্থিতি করে।

এণ্টিমনির ক্রিয়া।—বাহ্যপ্রয়োগে দাহক, প্রদাহজনক ও প্রত্যুগ্রতা-সাধক। অত্যধিক মাত্রায় বিষক্রিয়াজনক। অধিক মাত্রায় বিবমিষাজনক, বমনকারক, বিরেচক ও অবসাদক। অল্পমাত্রায় বিবমিষাজনক, হৃৎপিণ্ডাবসাদক, আক্ষেপনিবারক, কফনিঃসারক, ঘর্ম্মকারক ও উত্তাপনাশক।

থিরা। পূর্ব্বতন চিকিৎসকেরা প্রত্যুগ্রতাসাধনার্থ টিউবার্কিউলার মেনিঞ্জাইটিস (Tubercular Meningitis) রোগে টার্টার এমেটিকের মলম

(Tartar Emetic Ointment) ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অধুনা উহা অপ্রচলিত হইয়াছে। কেহবা অধিক মাত্রায় টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) প্রয়োগ করতঃ পেশীসমূহের অবসন্নতা ও শিথিলতা উৎপাদন করিয়া স্থানভ্রষ্ট অস্থিকে স্বস্থানে সন্নিবেশিত করিতে, এবং হার্ণিয়া (Hernia) পীড়ানিবন্ধন বহির্নিঃসৃত অন্ত্রাংশকে উদরমধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু ইদানীন্তন উক্ত উদ্দেশ্যসাধনার্থ উহার পরিবর্ত্তে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ সংক্রামক জ্বর ও তরুণ প্রদাহপ্রশমনোদ্দেশে উহা এরূপ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করেন যে তদ্দ্বারা বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়। তাঁহারা বলেন যে উহা এবম্বিধ প্রণালীতে ব্যবহার করিলে কিয়ৎ কালের জন্য টাইফাস্ (Typhus) জ্বরের গ্রাস হইতে রোগীকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু উক্ত পীড়ার প্রারম্ভকাল হইতে অর্থাৎ যৎকালে প্রথম রাইগর্ (Rigor) উপস্থিত হয়, তৎকাল হইতে ২৪ অথবা ৩৬ ঘণ্টা মধ্যে উহা সেবন না করিলে কিছুমাত্র ফল দর্শে না। অনেক সময়ে অনেক রোগী কম্পজ্বরের কম্পনাবস্থায় বিবমিষাজনক ও বমনকারক মাত্রায় উহা সেবন করতঃ আরোগ্যলাভ করেন। কখন কখন জ্বরের বিরামাবস্থায় কুইনাইন্ (Quinine) প্রয়োগ করিলেও উহার পুনরাবির্ভাব নিবারিত হয় না, সে স্থলে টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) দ্বারা বমনোৎপাদন করতঃ তৎপরে কুইনাইন্ ব্যবহার করিলে জ্বর পুনঃ প্রকাশিত হয় না, যেহেতু অনেকে বলেন যে প্রাতঃকালে কুইনাইন্ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে কোন বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা কুইনাইনের পর্য্যায়নিবারক ক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু এতদর্থে এণ্টিমনি (Antimony) অপেক্ষা ইপিকাক্ (Ipecac) অধিকতর উপকারী। উহা অতীব স্বল্পমাত্রায় অর্থাৎ $\frac{1}{১৬}$, $\frac{1}{২০}$ কিম্বা $\frac{1}{১২}$ গ্রেণ মাত্রায় ঘণ্টান্তর সেবনে এতাদৃশ ঘর্ম্মস্রাব হয় যে অনতিবিলম্বেই জ্বরোত্তাপের লাঘব, নাড়ীর মৃদুগতি এবং চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন হওয়াতে রোগী সুপ্তাবস্থাপ্রাপ্ত হয়। ইহার ঘর্ম্মকারক ক্রিয়া একোনাইটের (Aconite) ন্যায় বটে, কিন্তু ইহার দোষ এই যে $\frac{1}{১৬}$ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলেও অতিশয় বিবমিষা ও বমন হইয়া থাকে। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য টার্টার এমেটিকের (Tartar Emetic) পরিবর্ত্তে অনেকে ভাইনাম্ এণ্টিমনিও (Vinum Antimony) ব্যবহার করেন।

উহারা একোনাইট্, (Aconite), কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia), লাইকর্ এমোনিয়া এসিটেটিস্ (Liquor Ammonia Acetatis) প্রভৃতি অন্যান্য ঘর্ম্মকারক ঔষধসহযোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

নিউমোনিয়া (Pneumonia) রোগে অনেকে এণ্টিমনি (Antimony) প্রয়োগ করেন। উহা এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় ব্যবহার না করিলে অনেক স্থলে উপকারের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এই রোগ স্বভাবতঃ সাতিশয় বলাপহারক, সুতরাং ইহাতে এতাদৃশ অবসাদক ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর নাড়ীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদ্যপি পীড়াপ্রভাবে নাড়ী অতীব ক্ষীণ, দ্রুত ও কোমলভাব ধারণ করে তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে ব্রাণ্ডি (Brandy) প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধেয়। রোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যৎকালে কেবলমাত্র ফুস্ফুসের প্রদাহের সূত্রপাত হয় তৎকালে রোগীর সামর্থ্যের কোন হানি হয় না; সুতরাং তদবস্থায় উহা প্রযোজ্য। এতৎসেবনে জ্বরোত্তাপের লাঘব, প্রদাহের শান্তি, পার্শ্ববেদনার তিরোভাব, ঈষল্লোহিতবর্ণ কফের শুভ্রবর্ণ ধারণ, এবং নাড়ী ও শ্বাস ক্রিয়ার মন্দগতি প্রভৃতি সুলক্ষণাবলী আবির্ভূত হইতে থাকে। কিন্তু যদ্যপি প্রভূত স্বেদক্ষরণবশতঃ রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিরতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং অন্যান্য লক্ষণাদিতে দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রতিভাত হয় তাহা হইলে কদাচ উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিবিধ স্থানের তরুণ প্রদাহনিবারণেও এণ্টিমনি (Antimony) বিশেষ পারদর্শী। টন্সিল্ (Tonsil), প্লুরা (Pleura), বীজকোষ, শ্বাসনালী, স্তন, অঙ্গুলি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রদাহপ্রশমনার্থ ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু ইহা নিউমোনিয়া রোগে (Pneumonia) যতদূর ফলদায়ক উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে তাদৃশ নহে। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগে বহুল ফেণাসংযুক্ত গাঢ় কফ নিঃসৃত হইলে ইহা অতীব ফলপ্রদ বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। নিম্নলিখিত স্থলে টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) অতীব আশ্চর্য্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। কোন কোন বালকের দেখা যায় যে ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, অতি সামান্য শৈত্যপ্রভাবে অথবা স্বল্পকাল শীতল সমীরণসেবনে হাঁপানি পীড়ার লক্ষণাদি আবির্ভূত

হয়। অকস্মাৎ শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়াতে বালক উপাধানে মস্তক বিন্যস্ত করতঃ শয়নে অসমর্থ হওয়াতে উপবিষ্টাবস্থায় রজনীযাপন করে। কাশির বেগ এতাদৃশ প্রবল হয় যে মুহূর্ত্তেক কাল বিশ্রামসুখ লাভ করিতে পারে না। কাশির সহিত কখন কখন প্রভূত কফ নিঃসৃত হয়, কখন কখন কিছুমাত্র বহির্গত হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে বক্ষঃ ও গলদেশমধ্যে এরূপ ঘর্ঘর শব্দ সমুত্থিত হয় যে উহা বহুদূর হইতে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কাশির শব্দ অতীব গম্ভীর এবং অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করে, কণ্ঠস্বরের বিকৃতি উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে। ষ্টেথস্কোপ্ (Stethoscope) দ্বারা পরীক্ষা করিলে সনরাস্ ও সিবিলেণ্ট্ রঙ্কাস্ (Sonorous and Sibilant Rhoncus) এবং কদাচিৎ মিউকাস্ রাল্‌স্ (Mucous Rales) কর্ণগোচর হইতে থাকে। বালকেরা শীত ঋতুতে এই পীড়ার বশবর্ত্তী হয় বটে, কিন্তু কোন কোন বালক শৈত্যের প্রভাব এরূপ অসহিষ্ণু যে গ্রীষ্মকালে শীতল বায়ু সেবন করিলেও এইরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হয়; কেহবা সমস্ত শীত ঋতু মধ্যে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কোন কোন বালক এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে কয়েক দিবস অথবা সপ্তাহমধ্যে আরোগ্যলাভ করে বটে, কিন্তু শীতল বায়ু সেবনমাত্রেই পুনর্বার পীড়াগ্রস্ত হয়। কোন কোন বালক হাম রোগাক্রান্ত হইয়া উহা হইতে মুক্তিলাভ করিলে পরে এই পীড়ার বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এই রোগে একগ্রেণ টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) অর্দ্ধ পাঁইণ্ট জলে দ্রবীভূত করতঃ উহার এক ড্রাম্ ১৫ মিনিট কালব্যবধানে প্রযোজ্য। এইরূপে চারিবার প্রয়োগ করিয়া তৎপরে প্রতি ঘণ্টায় ব্যবহার করিলে উহা অতি স্বল্পকালমধ্যেই আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। যাহাদের এই পীড়া রজনীযোগে আরম্ভ হয় তাহাদের পক্ষে উহা কেবলমাত্র রাত্রিকালে সেবনীয়, এবং যাহাদের দিবাভাগে হইয়া থাকে তাহাদের পক্ষে দিবসে ব্যবহার্য্য। যদ্যপি এতদ্দ্বারা বমনের উদ্রেক হয় তাহা হইলে উহার মাত্রার লাঘব করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত পীড়ার তুল্য বৎসরৈকবয়স্ক শিশুদিগেরও এক প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয়, যাহার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই পীড়ার লক্ষণ এই যে শ্বাসকালীন বালকের গলাভ্যন্তর হইতে ঘর্ঘর শব্দ নিঃসৃত হয়। লেরিংস (Larynx) মধ্যে সঞ্চিত

শ্লেষ্মাই এইশব্দের কারণ। ইহা সচরাচর নিশাকালেই কর্ণগোচর হয়, কখন দিবাভাগেও হইয়া থাকে। যখন এই শব্দ শ্রুতিগোচর হয় তখন শিশুর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিলে ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়ার লক্ষণাদি কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। এমন কি যৎকালে উক্ত রোগের আবির্ভাব হয় তৎকালে ঐ শব্দ আর শ্রবণগোচর হয় না। এই পীড়া সচরাচর শৈত্য হইতে উৎপন্ন হয় এবং কয়েক মাস যাবৎ বর্তমান থাকে। এই পীড়ানিবারণার্থ টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র ফল দর্শে না।

বালকদিগের শ্বাসনালীর তরুণ ক্যাটার (Catarrh) উপস্থিত হইলে অনেকে তদপনয়নার্থ স্বল্পমাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় এণ্টিমনি (Antimony) প্রয়োগ করেন। কখন কখন এই রোগের সহিত অন্ত্রের ক্যাটার (Catarrh) বশতঃ ভেদ ও বমন হইয়া থাকে। কখন বা প্রথমতঃ ভেদ ও বমন আরম্ভ হইয়া পরে ব্রঙ্কিয়াল্ ক্যাটারের (Bronchial Catarrh) লক্ষণাদি আবির্ভূত হয়। যাহা হউক উল্লিখিতাবস্থায় টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) প্রয়োগ করিলে যেরূপ স্বল্পকালমধ্যে ভেদ ও বমন নিবারিত হয়, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) পীড়া সেরূপ সত্বর প্রশমিত হয় না। অনেক চিকিৎসক টাইফাস্ (Typhus) এবং অপরাপর জ্বরের প্রাথর্য্যবশতঃ রোগী নিতান্ত অস্থির হইলে, এবং উন্মত্তের ন্যায় ভয়ানক প্রলাপোক্তি উচ্চারণ করিলে এণ্টিমনি (Antimony) সেবনের ব্যবস্থা করেন। এতদ্বারা উল্লিখিত লক্ষণাদি সত্বর দূরীভূত হয়। ঐ সকল লক্ষণের সহিত রোগীর অনিদ্রাও বর্তমান থাকে; তজ্জন্য এণ্টিমনি (Antimony) সহযোগে অহিফেন প্রয়োগ করিলে উভয়ে উভয়ের সাহায্যে রোগীর অস্থিরতা দূর করে, এবং এরূপ প্রগাঢ় নিদ্রা উৎপাদন করে যে নিদ্রাবসানে উহার প্রলাপোক্তি প্রভৃতি লক্ষণনিচয় কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। এতাদৃশ চিকিৎসাগুণে কখন কখন কোন কোন রোগীকে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করা যায়। রোগীর অবস্থাবিবেচনায় উক্ত ঔষধদ্বয়ের মাত্রা নিরূপণ করা কর্তব্য। যদ্যপি অনিদ্রা ও অস্থিরতার সহিত রোগী ভয়ঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপোক্তি করিতে থাকে, তাহা হইলে অহিফেনের মাত্রা লাঘব করতঃ টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic) পূর্ণ মাত্রায় প্রযোজ্য, কিন্তু যদি মৃদু প্রলাপের সহিত অনিদ্রা,

অস্থিরতাপ্রভৃতি লক্ষণাবলী প্রবলভাবে বিরাজ করে তাহা হইলে স্বল্পমাত্রায় টার্টার এমেটিকের (Tartar Emetic) সহিত অধিক মাত্রায় আফিং ব্যবহার্য্য। উল্লিখিত রোগে টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) $\frac{১}{৪}$ হইতে $\frac{১}{২}$ গ্রেণ মাত্রায় এক অথবা দুই ঘণ্টাব্যবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যদ্যপি এতদ্দ্বারা রোগীর ভেদ হইতে থাকে এবং মলের সহিত পিত্ত নিঃসৃত হয় তাহা হইলে উহা সেবনে বিরত হওয়া উচিত। এইরূপে টাইফাস্ (Typhus) জ্বরের নবম অথবা দশম দিবসে যে ডিলিরিয়ম্ (Delirium) উপস্থিত হয় তন্নিবারণেও এণ্টিমনি (Antimony) অতীব উপযোগী। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির, এবং অপরিমিত সুরাপানসম্ভূত ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) নামক পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির অনিদ্রা দূরীকরণার্থ উহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও কৃতকার্য্য হওয়া যায়। প্রসবান্তে যে উন্মাদ রোগ জন্মে অনেকে উহাতেও ইহা ব্যবহার করেন, কিন্তু এই রোগে ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potássium) এবং হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল্ (Hydrate of Chloral) অধিকতর ফলদায়ক। ইহা কোরিয়া (Corea) রোগেও হিতকর বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু এতদর্থে এতাদৃশ অধিক মাত্রার আবশ্যক যে তদ্দ্বারা বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়। এবম্বিধ মাত্রায় উহা প্রতিদিন এক অথবা দুইবার প্রয়োগ করিলে আশু উপকার দর্শে বটে, কিন্তু এই পীড়াতে ক্রমশঃ উহার মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে রোগী অভ্যস্ত হওয়াতে অবশেষে কিছুমাত্র ফললাভ হয় না। ষ্ট্রুমাস্ অপ্থাল্মিয়া (Strumous Ophthalmia) রোগে উহা $\frac{১}{৪৮}$ হইতে $\frac{১}{৩৬}$ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ তিন চারি বার সেবন করিলে সত্বর পীড়ার শান্তি হয়; কিন্তু এই চিকিৎসার প্রারম্ভে কোন জলবৎ বিরেচক ঔষধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠপরিষ্কার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মাত্রাধিক্যবশতঃ টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) দ্বারা বিষক্রিয়া প্রকাশিত হইলে উষ্ণ সলিলদ্বারা রোগীর বমনোৎপাদন করা কর্ত্তব্য; এবং পরে উগ্র চা অথবা কফি (Coffee) এবং ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) মুহুর্মুহুঃ প্রযোজ্য।

PHOSPHORUS

ফস্‌ফরাস্।

ফিজি। ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) একটী অত্যুগ্র বিষাক্ত পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। ইথারদ্বারা (Ether) দ্রবীভূত করতঃ সেবন করিলে উহার বিষলক্ষণাদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু উহা কঠিনাকারে উদরস্থ হইলে উক্ত লক্ষণাবলী কয়েক দিবস পরে আবির্ভূত হইতে থাকে। প্রথমতঃ রোগী গলাভ্যন্তরে ও পাকাশয়মধ্যে জ্বলন অনুভব করে, অতঃপর দুর্নিবার্য্য পিপাসা, উদরস্ফীতি, ও মুহুর্মুহুঃ বমন হওয়াতে সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বমনের সহিত যে পদার্থ বহির্গত হয় উহা পীত অথবা কৃষ্ণবর্ণ, এবং উহার গন্ধ রসুনের গন্ধের ন্যায়। ক্রমশঃ নাড়ী সাতিশয় ক্ষীণ, সূক্ষ্ম, দ্রুত ও কোমল ভাব ধারণ করে, সর্ব্বাঙ্গে মৃদু মৃদু স্বেদ ক্ষরণ হয়, এবং হস্তপদাদি শীতল হইতে থাকে। এইরূপে রোগীর কলাপ্স্ (Collapse) অবস্থা উপস্থিত হইয়া অবশেষে চৈতন্যের লোপ ও কন্‌ভাল্‌সনের (Convulsion) আবির্ভাব হয়, এবং প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গমন করে। স্থলবিশেষে দুই তিন দিবসমধ্যেই বমন নিবারিত হয় বটে, কিন্তু কখন কখন যণ্ডিসের (Jaundice) লক্ষণাদি প্রকাশিত হইয়া উহা পুনরারব্ধ হয়, এবং উদর হইতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ শোণিত উত্থিত হইতে থাকে। সচরাচর যণ্ডিস্ (Jaundice) দুই হইতে পাঁচ দিবসমধ্যেই আবির্ভূত হয়, কিন্তু কখন কখন সমগ্র যকৃৎ ফ্যাটি ডিজেনারেসন্ (Fatty Degeneration) দ্বারা নষ্ট হইলেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যৎকালে যণ্ডিসের (Jaundice) চিহ্নসকল দৃষ্টিগোচর হয়, তৎকালে যকৃৎপ্রদেশে (Hepatic Region) বেদনা অনুভূত হয়, এবং কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। প্রথমতঃ দেহোত্তাপ ১০১, ১০২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরে উহা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে স্বাভাবিক উত্তাপের এতদূর পর্য্যন্ত লাঘব হয়, যে কখন কখন গুহ্য দ্বারে ৮৯ ডিগ্রীর অধিক হয় না। উক্ত বিষে শরীর জর্জ্জরিত হইলে প্রথমতঃ যকৃতের আকার কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে উহা অতীব

খর্ব্বাকৃতি ধারণ করে। প্রস্রাব অতি স্বল্প পরিমাণে ক্ষরিত হয়, এবং উহার সহিত এল্‌বিউমেন্‌ (Albumen) এবং কখন কখন শোণিত পর্য্যন্তও নিঃসৃত হইতে থাকে। কোন পাত্রে মূত্র রক্ষা করিলে উহার তলদেশে এপিথিলিযাল্‌ সেল্‌সকল (Epithelial Cells) সঞ্চিত হয়। যদ্যপি রোগীর যণ্ডিস্‌ (Jaundice) বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে প্রস্রাবপরীক্ষাদ্বারা তন্মধ্যে পিত্তস্থিত এসিড্‌ সকল (Acids), বর্ণজনক পদার্থ (Coloring Matters) এবং লিউসিন্‌ (Leucine), টাইরোসিন্‌ (Tyrosine) ও প্যারাল্যাক্‌টিক্‌ এসিড্‌ (Paralactic Acid) প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত বিষপ্রভাবে যাহাদের জীবন নষ্ট হয়, তাহাদের মূত্রে প্রায়ই ইউরিয়া (Urea) নয়নগোচর হয় না। দেহাভ্যন্তরস্থ বিবিধ যন্ত্রাদি ও ক্ষতস্থান হইতে অপরিমিত রক্তস্রাব হইতে থাকে, এবং কখন কখন চর্ম্মনিম্নে শোণিতস্রাববশতঃ তদুপরি পার্পুরা (Purpura) পীড়ার চিহ্নাদি দেদীপ্যমান হয়। অবশেষে ক্রমাণ্বয়ে ডিলিরিয়ম্‌ (Delirium), কোমা (Coma) এবং কন্‌ভাল্‌সন্‌ (Convulsion) উপস্থিত হইয়া রোগীকে শমনসদনে প্রেরণ করে।

শবচ্ছেদদ্বারা পরীক্ষা করিলে শরীরস্থ সমস্ত টিস্থ (Tissue) ও যন্ত্রাদির ফ্যাটি ডিজেনারেসন্‌ (Fatty Degeneration) লক্ষিত হয়। পাকস্থলী ও অন্ত্রাভ্যন্তরস্থ গ্লাণ্ডসকলের (Glands) প্রদাহ, তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর এপিথিলিযাল্‌ সেলের (Epithelial Cells) ফ্যাটি ডিজেনারেসন্‌ (Fatty Degeneration), যকৃৎস্থ সেলের (Cells) এবম্বিধ ডিজেনারেসন্‌ (Degeneration) বশতঃ উহার বিবৃদ্ধি, অথবা ঐ সকল সেলের (Cells) নাশবশতঃ উহার খর্ব্বাকৃতি প্রভৃতি বিষক্রিয়ার চিহ্নাদি শবদেহমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত যন্ত্রাদির বিকৃতির ন্যায় কিড্‌নিরও (Kidney) আকারগত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। উহার এপিথিলিযাল্‌ সেল্‌সকলের (Epithelial Cells) ফ্যাটি ডিজেনারেসন্‌ (Fatty Degeneration) হওয়াতে ঐ সকল সেল্‌ (Cells) স্ফীত ও শত খণ্ডে বিভক্ত হয়। হৃৎপিণ্ড, পেশীসমূহ ও অপরাপর যন্ত্রাদিরও এতাদৃশ রূপান্তর ঘটে। শরীরস্থ যাবতীয় শিরা ও ধমনীর ফ্যাটি ডিজেনারেসন্‌ (Fatty Degeneration) এবং শোণিতস্থ লোহিত কণিকার সংখ্যার হ্রাস হয়। ফস্‌ফরাস (Phosphorus) দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে উহা

সমস্ত টিস্থ (Tissue) ও যন্ত্রাদির উপর বিষক্রিয়া প্রকাশ করে বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা কখন পাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, কখন স্নায়ুমণ্ডলী এবং কখন বা শোণিত ও শোণিতপ্রণালী অতীব প্রবলবেগে আক্রান্ত হয়। যৎকালে উহা শেষোক্ত যন্ত্রাদি আক্রমণ করে, তৎকালেই দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। যদ্যপি উক্ত বিষ অতীব ভীষণাকার ধারণ করে তাহা হইলে দুই তিন দিবসমধ্যেই রোগী কালকবলে নিপতিত হয়, নতুবা সাধারণতঃ এক হইতে তিন সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। যাহারা উহার গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করে তাহারা সত্বর এককালীন আরোগ্যলাভ করি'ত পারে না।

ফস্ফরাস্ (Phosphorus) দেহমধ্যে সঞ্চিত হইলে উহার বিষলক্ষণাদি মৃদুভাবে আবির্ভূত হয়; ইহাকে ক্রণিক্ ফস্ফরাস্ পয়জনিং (Chronic Phosphorus Poisoning) কহে। ব্যবসায় ও কার্য্যোপলক্ষে যাহারা সতত এই ধাতুর সংস্রবে থাকে সচরাচর তাহাদের মধ্যেই এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব অধিক। সচরাচর তাহাদের চিবুকাস্থির নিক্রোসিস্ (Necrosis) জন্মে। ইহার কারণ এই যে দন্তমাড়ীর ক্ষত অথবা শিথিলতাবশতঃ যাহাদের দন্তমূলসকল বহির্গত হইয়া পড়ে, অথবা যাহাদের মুখমধ্যে ক্ষতসংযুক্ত দন্ত বিরাজ করে, ফস্ফরাস্ (Phosphorus) তাহাদের দন্তের অথবা দন্তমাড়ীর ক্ষতে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ অস্থিমধ্যে প্রবেশ করতঃ উহার ধ্বংস সাধন করে। নতুবা যাবৎ উহা অস্থির সহিত মিলিত হইতে না পারে তাবৎ অহিতসাধনে সমর্থ হয় না। কখন কখন এতদ্দ্বারা প্যালেট্ (Palate) এবং ফ্রণ্টাল্ (Frontal) অস্থিও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিষজনক মাত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বল্প মাত্রায় ফস্ফরাস্ (Phosphorus) সেবন করিলে পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তাধিক্য ও স্ফীতি জন্মে, এবং যকৃৎস্থিত কনেক্টিব্ টিস্থর (Connective Tissue) পুরাতন প্রদাহবশতঃ তত্রাবস্থিত সেল্ (Cells) সকল ক্রমশঃ শীর্ণকলেবর হইতে থাকে। উল্লিখিত প্রদাহ যত পুরাতন হয় ততই সেল্ (Cells) সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত ও কনেক্টিব্ টিস্থ (Connective Tissue) সংকুচিত হয়। এইরূপে উক্ত টিস্থর আকুঞ্চন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যকৃৎমধ্যস্থ লবিউল্গুলি (Lobules)

আকর্ষিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সুতরাং উহাদের নিষ্পীড়নে শোণিত ও পিত্তপ্রণালীসকল সংরুদ্ধ হয়, এবং যকৃৎ ক্রমশঃ খর্ব্বাকার ধারণ করে, যাহাকে যকৃতের সিরোসিস্ (Cirrhosis) কহে।

অতীব স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা যকৃৎ অথবা পাকাশয়স্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোনরূপ বিকৃতি জন্মে না বটে, কিন্তু বর্দ্ধনশীল অস্থিমালার আকারগত বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। অস্থিমধ্যে যে স্থানে স্পঞ্জি টিস্থ (Spongy Tissue) হওয়া আবশ্যক, সে স্থানে উহার পরিবর্ত্তে কঠিন বোনি টিস্থ (Bony Tissue) উৎপন্ন হয়। এইরূপে কিয়ৎকাল ফস্‌ফরাস্ (Phos-Phorus) প্রয়োগে বিরত না হইলে ক্রমশঃ কঠিন বোনি টিস্থ (Bony Tissue) বর্দ্ধিত ও ক্যান্‌সেলাস্ টিস্থ (Cancellous Tissue) শোষিত হইতে থাকে। অবশেষে অস্থিমধ্যে শেষোল্লিখিত টিস্থর চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতঃপর নবজাত কঠিন টিস্থও উত্তরোত্তর শোষিত হয়। পেরি-অষ্টিয়ম্ (Periosteum) হইতে যে নূতন অস্থির উৎপত্তি হয়, এতদ্দ্বারা তাহারও গঠনের বিকৃতি জন্মে। চক্ষুদ্বারা পেরিঅষ্টিয়ম্ (Periosteum) সম্ভূত অস্থিখণ্ডের গঠনের কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা অতীব কঠিন অস্থিময় পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত, এবং ঐ সকল পদার্থ অস্থিমধ্যস্থ হাভার্সিয়ান্ কেনাল্ (Haversian Canal) মধ্যে প্রবেশ করাতে উক্ত প্রণালীর আকার সংকীর্ণা-বস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে যে অস্থিখণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহারও গঠনের এবম্বিধ ব্যতিক্রম জন্মে। উহা দীর্ঘকাল সেবন করিলে অস্থিমধ্যস্থ স্পঞ্জি টিস্থ (Spongy Tissue) গাঢ়তর, এবং গাঢ়, কঠিন, অস্থিময় টিস্থ অধিকতর গাঢ় হইতে থাকে; অতঃপর অস্থিস্থিত প্রণালীমধ্যে নূতন বোনি টিস্থর (Bony Tissue) আবি-র্ভাব হওয়াতে উহা একটী নিশ্ছিদ্র অস্থিখণ্ডে পরিণত হয়। কোন কারণ বশতঃ অস্থি ভগ্ন হইলে যে অস্থিময় পদার্থদ্বারা দুইটী ভগ্নাংশ সংযোজিত হয় উহাকে ক্যালাস্ (Callus) কহে। ঐ ক্যালাস্ (Callus) কর্ত্তন অথবা পুনর্ব্বার ভগ্ন করতঃ ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) প্রয়োগ করিলে উহা এরূপ কঠিন অস্থ্যাকার ধারণ করে যে উহাকে পূর্ব্বাবস্থিত অস্থিখণ্ড হইতে কোন

ক্রমেই প্রভেদ করা যায় না। অস্থির এবম্বিধ রূপান্তর কেবলমাত্র ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) দ্বারাই সম্ভবে, উহা দেহমধ্যে প্রবেশ করতঃ যে পরিমাণে ফস্‌ফরিক্ এসিড্ (Phosphoric Acid) উৎপাদন করে তাহা এতাদৃশ ক্রিয়াসাধনে সমর্থ নহে। ফস্‌ফরিক্ এসিড্ (Phosphoric Acid) সেবন করিলে পাকস্থলী ও যকৃতের কোনরূপ বিকৃতি জন্মে না বটে, কিন্তু উহা অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অস্থির রূপান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) একটী উৎকৃষ্ট অস্থিনির্ম্মাপক পদার্থ বলিয়া উহাকে অস্থির পুষ্টিসাধক আহার্য্য পদার্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উদরস্থ হইলে ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) রূপান্তরিত না হইয়া শরীরমধ্যে শোষিত হয় এবং তদবস্থায় বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে। উহা যে অন্যরূপ ধারণ করতঃ শোণিতসহ মিলিত হয় না তাহার প্রমাণ এই যে উক্ত বিষে দেহ জর্জ্জরিত হইলে প্রশ্বাস বায়ু, প্রস্রাব এবং প্রাণান্তে শরীরাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় টিস্থ (Tissue) জ্বলন্ত পদার্থের ন্যায় বিবেচিত হয়। শবচ্ছেদ দ্বারা পরীক্ষা করিলে ঐ সকল টিস্থমধ্যে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত বিষপ্রভাবে যে যণ্ডিসের (Jaundice) আবির্ভাব হয় তাহার কারণ এই যে এতদ্দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিত্তপ্রণালীর ক্যাটার (Catarrh) উপস্থিত হওয়াতে উহা সংরুদ্ধ হয়, সুতরাং যকৃৎ হইতে পিত্ত বহির্নির্গমনে অসমর্থ হওয়াতে উহা শোষিত হইয়া রুধিরপ্রবাহে মিলিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে যকৃতের সেল্‌সকল (Cells) বিনষ্ট হইলে যণ্ডিসের (Jaundice) আবির্ভাব হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কখন কখন ডাক্টাস্ কমিউনিস্ কলিডোকাস্ (Ductus Communis Choledocus) গাঢ় মিউকাস্ (Mucus) দ্বারা সংরুদ্ধ হওয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিত্তপ্রণালীদিগের স্বকার্য্যসাধনে এরূপ ব্যাঘাত জন্মে যে অনতিবিলম্বেই উক্ত পীড়ার লক্ষণাদি আবির্ভূত হইতে থাকে। পিত্তপ্রণালীর অবরোধবশতঃ যে যণ্ডিসের (Jaundice) উৎপত্তি হয়, এবং যকৃতের সেল্ (Cells) ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে যে উহা জন্মে না তাহার বিশিষ্ট কারণ এই যে, যৎকালে যণ্ডিসের (Jaundice) লক্ষণাবলী লক্ষিত হইতে থাকে তৎকালে রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তন্মধ্যে পিত্তস্থিত এসিড্ (Acid) সকল বিরাজমান রহিয়াছে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে ফস্‌ফরাস্‌ (Phosphorus) স্বল্পমাত্রায় মুহুর্মুহুঃ প্রয়োগ করিলে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির উন্নতি এবং শোণিতপ্রবাহের গতি বেগবতী হয়। ইহা শারীরিক উত্তাপ ও ঘর্ম্মস্রাব বৃদ্ধি করে, এবং চর্ম্মের উগ্রতাসাধন করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উহার সহিত বহুল কঠিন পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহার গুণে মানসিক প্রবৃত্তি তীক্ষ্ণ, পেশীসমূহের সঙ্কোচনশক্তি বলবতী এবং শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়। কখন কখন এতদ্দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হওয়াতে হস্তপদাদির কম্পন ও সময়ে সময়ে পেশীসমূহের আক্ষেপ এবং স্পর্শানুভব শক্তির উৎকর্ষ প্রভৃতি স্নায়বীয় লক্ষণাদি আবির্ভূত হয়। কখন কখন কোন কোন স্থলে ইহা কামোদ্দীপক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যক্তি বিশেষে ইহার ক্রিয়ার তারতম্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন ব্যক্তির $\frac{1}{30}$ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে এরূপ বমন ও যণ্ডিস্‌ (Jaundice) উপস্থিত হয় যে উহা কয়েক সপ্তাহ অথবা কয়েক মাস যাবৎ বর্ত্তমান থাকে। পাত্রবিশেষে ইহার ক্রিয়া সত্বর অথবা বিলম্বে প্রকাশিত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে সাধারণ মাত্রায় ফস্‌ফরাস্‌ (Phosphorus) সেবন করিলে কখন কখন মূত্রের সহিত রক্ত এবং কখন বা এল্‌বিউমেন্‌ (Albumen) নির্গত হয়, কিন্তু উহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিসাধনে সমর্থ বলিয়া স্নায়বীয় বলকারক ঔষধমধ্যে পরিগণিত। কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস এই যে, উহা দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নাইট্রজিনাস্‌ (Nitrogenous) টিস্যুসকলকে বিচ্ছিন্ন করতঃ ফ্যাট্‌ (Fat) ও অন্য এরূপ একটী পদার্থে পরিণত করে যে অবশেষে উহা ইউরিয়ার (Urea) আকার ধারণ করতঃ অপরিমিত পরিমাণে প্রস্রাবের সহিত নিঃসৃত হয়। এজন্য তাঁহারা বলেন যে ফস্‌ফরাস্‌ (Phosphorus) মূত্রের ইউরিয়াংশ (Urea) বৃদ্ধি করে। উহা সেবনে মূত্র হইতে গন্ধকের গন্ধ সমুত্থিত হয়। এতদ্দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির যে ফ্যাটি ডিজেনারেসন্‌ (Fatty Degeneration) জন্মে তাহার কারণ এই যে উহার প্রভাবে শোণিতস্থ লোহিত কণিকানিচয় নিশ্বাস বায়ু হইতে যে অম্লজান বাষ্প আকর্ষণ করে তাহা উক্ত যন্ত্রাদির সেলের (Cell) সহিত সুচারুরূপে সম্মিলিত হইতে পারে না, সুতরাং এইরূপে তাহাদের পুষ্টি-

সাধনের ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়াতে উন্নতির পরিবর্ত্তে দিন দিন অধোগতি হইতে থাকে। টার্পিণ ও এবম্বিধ তৈলাক্ত পদার্থ এবং তাম্রঘটিত লবণের (Copper Salts) সহিত ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইয়া একটী অদ্রবণীয় ও অকর্ম্মণ্য পদার্থের সৃষ্টি করে; তজ্জন্য টার্পিণতৈল এবং তাম্রঘটিতলবণগুলি (Copper Salts) ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) বিষনাশক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) দেহ-মধ্যে প্রবেশ করতঃ বিষক্রিয়া প্রকাশ করিলে তন্নিবারণে সল্‌ফেট্ অব্ কপার (Sulphate of Copper) অতীব উপযোগী। উহা পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় পাঁচ মিনিট কালব্যবধানে প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ বমনোৎপাদন করতঃ উদরস্থ বিষ উত্তোলন করে, অতঃপর যে অবশিষ্টাংশ উদরমধ্যে বর্ত্তমান থাকে, উহা তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে এরূপ অদ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করে যে তদ্দ্বারা আর কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ফস্‌ফরাসের (Phosphorus) ক্রিয়া—অত্যধিক মাত্রায় বিষক্রিয়াজনক। অল্পমাত্রায় আগ্নেয়, বলকারক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, স্নায়বীয় উত্তেজক ও বলকারক এবং কামোদ্দীপক।

থিরা। ইদানীন্তন ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia) রোগে অতীব উপকারী ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন যে মানবদেহের যে কোন স্থান উক্ত পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হউক না কেন, এতৎ-প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস এই যে, এই রোগে এতদপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। যদিও এতদ্দ্বারা নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia) পীড়ার শান্তি হয় বটে, তথাপি ব্যাধি পুরাতন হইলে দীর্ঘকাল উহা ব্যবহার না করিলে তাদৃশ উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। উহা কয়েক মাত্রা সেবনে যে স্থলে পীড়ার প্রাখর্য্য কথঞ্চিৎ খর্ব্বীভূত হয়, সে স্থলে উহা রোগাপনয়নে কৃতকার্য্য হইবে বলিয়া মনোমধ্যে আশার সঞ্চার হয়। কেহ কেহ উহা ১/২০ হইতে ১/১২ গ্রেণ মাত্রায় তিন ঘণ্টা ব্যবধানে প্রয়োগ করেন; কেহবা ১/১০০ গ্রেণ মাত্রা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধবয়সে নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia) পীড়া উপস্থিত হইলে উহা সহসা অপনীত হয় না, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে এতদবস্থাতেও ফস্‌ফরাস্‌ (Phosphorus) উহা নিবারণে পরাঙ্মুখ নহে। উল্লিখিত ব্যাধি বিমোচন বিষয়ে চিকিৎসকেরা ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যেরূপ প্রশংসা করেন, যদিও ইহার সেরূপ গুণ না থাকে, তথাপি উক্ত পীড়া প্রশমনে ইহা যে মহোপযোগী তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রকৃত নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia) রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু যে স্থলে উহা মাইগ্রেণ্‌ (Migraine), প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) কিম্বা কোন স্নায়বীয় পীড়ার ন্যায় অনুমিত হয়, অথবা যে স্থলে উহার বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণাদি আবির্ভূত না হয়, সে স্থলে এতদ্দ্বারা তাদৃশ ফল দর্শে না।

এঞ্জাইনা পেক্টোরিস্‌ (Angina Pectoris) রোগে ফসফরাস (Phosphorus) ফলদায়ক। কেহ কেহ রেক্টামের (Rectum) পুরাতন প্রদাহে, কেহবা নিউমোনিয়া (Pneumonia) রোগে ইহা ব্যবস্থা করেন। যাঁহারা শেষোক্ত পীড়াতে ইহা প্রয়োগ করেন তাঁহারা বলেন যে উক্ত রোগপ্রভাবে যৎকালে মুখাভ্যন্তর সোর্ডিস্‌ (Sordes) দ্বারা আবৃত হয়, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ হস্তপদাদির কম্পন ও মৃদু প্রলাপোক্তি উচ্চারিত হয় এবং নাড়ী অতীব দ্রুত, ক্ষীণ ও কোমলভাব ধারণ করে, তৎকালে ইহা ব্যবহার্য্য। মস্তিষ্কে রুধিরাল্পতা অথবা বার্দ্ধক্যবশতঃ অনিদ্রা উপস্থিত হইলে তদপনয়নে কোন কোন চিকিৎসক ইহাকে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বিবেচনা করেন। বয়ঃপ্রভাবে ব্যক্তিমাত্রেরই দেহাভ্যন্তরস্থ টিস্থ (Tissue) ও যন্ত্রাদির যে অধোগতি (Degeneration) হয় ইহা তন্নিবারণেও পরাঙ্মুখ নহে। এবম্বিধাবস্থায় কড্‌লিভার অয়েলও (Codliver Oil) হিতসাধনে তৎপর বটে, কিন্তু এতদুভয়ে একত্র প্রযোজিত হইলে সমধিক ফল প্রসব করিয়া থাকে।

কামোদ্দীপক ক্রিয়ার জন্য অনেকে ফস্‌ফরাস্‌ (Phosphorus) স্পার্মেটোরিয়া (Spermatorrhæa) রোগে প্রয়োগ করেন, কিন্তু অতীব অধিক মাত্রায় সেবন না করিলে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। $\frac{1}{60}$ হইতে $\frac{1}{30}$ গ্রেণ মাত্রায় ইহা কেবলমাত্র উল্লিখিত ব্যাধিজনিত শারীরিক

ও মানসিক দৌর্ব্বল্যাপহরণে তৎপর, কিন্তু অন্য কোন রূপে প্রতিকার সাধনে সমর্থ নহে। নিরন্তর নিরতিশয় কঠোর পরিশ্রমবশতঃ শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা উপস্থিত হইলে, স্নায়বীয়োত্তেজক গুণ থাকাতে ইহা সাধারণতঃ অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, এবং স্বল্পকালমধ্যেই শ্রান্তিজনিত ক্লান্তির শান্তিসাধন করে। তদ্রূপ নিরন্তর অবিশ্রান্ত চিন্তাপ্রভাবে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী একান্ত প্রপীড়িত হইলে, রোগীর মানসিক প্রবৃত্তি বলবিহীনা, চিত্তবৃত্তি স্ফূর্ত্তিহীনা, প্রকৃতি তেজহীনা ও কোপনস্বভাবা, এবং স্ত্রীসম্ভোগ সুখস্পৃহা লুপ্তপ্রায় লক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে $\frac{১}{৫০}$ হইতে $\frac{১}{৩০}$ গ্রেণ মাত্রায় ফস্ফরাস্ (Phosphorus) কিয়ৎকাল প্রত্যহ বারত্রয় সেবন করিলে উপকার দর্শে। মস্তিষ্কের সফনিং (Softening of the Brain) অর্থাৎ রেমলিসমেণ্ট্ (Ramolisment), হিষ্টিরিয়া (Hysteria) পীড়াসম্ভূত পক্ষাঘাত, অত্যধিক সুরাপাননিবন্ধন প্রলাপাক্তি, অনিদ্রা ও হস্তপদাদির কম্পন, এবং মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগেও ইহা ফলপ্রদ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কোন কোন চিকিৎসক মেলাঙ্কোলিয়া (Melancholia) পীড়াতে এবং মুখব্রণে ইহা ব্যবস্থা করেন, এবং ইহা ফস্ফাইড্ অব্ লাইম্ (Phosphide of Lime) আকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফস্ফরাস্ (Phosphorus) নিম্নলিখিত কয়েকটী পদার্থের সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে; যথা টার্পিণ তৈল ও এবম্বিধ অন্যান্য এসেন্সিয়াল্ অয়েল্ (Essential Oil) এবং তাম্রঘটিত লবণাদি। ডায়াবিটিস্ (Diabetes) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পিপাসানিবারণার্থ জল মিশ্রিত ফস্ফরিক্ এসিড্ (Phosphoric Acid) ব্যবহৃত হয়।

ARSENIC

আর্সেনিক্।

ফিজি। আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious Acid) অক্ষত চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে কোনরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে না, কিন্তু উহা ক্ষত স্থানে সংলগ্ন হইলে এতাদৃশ প্রখর প্রদাহ উৎপাদন করে যে তৎপ্রদেশের চতুর্দ্দিকস্থ ও নিম্নস্থ টিস্যুসকল (Tissues) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আর্সেনিকের (Arsenic) আস্বাদ ঈষৎ মধুর। মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উহার রূপান্তর ঘটে না, এবং উহা তত্রস্থ টিস্যুরও কোনরূপ বিকৃতি উৎপাদন করে না। আর্সেনিকের (Arsenic) লবণগুলি পাকাশয়মধ্যে প্রবেশ করতঃ অন্য রূপ ধারণ করে কি না তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই। উদরস্থ হইলে অপরাপর ধাতু যেরূপ এলবিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া অদ্রবণীয় এল্‌বিউমিনেটে (Albuminate) পরিণত হয়, আর্সেনিক্ও (Arsenic) যে তদ্রূপ হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ নাই। তবে দ্রবণীয় আর্সেনিক্‌লবণমাত্রেই (Arsenical Compounds) দেহাভ্যন্তরে একরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন যে অবশেষে পাকস্থলী-মধ্যে অথবা রুধিরপ্রবাহে উহারা সকলেই রূপান্তরিত হইয়া এক রূপ লবণে পরিণত হয়।

অক্‌সাইড্ অব্ আর্সেনিকের (Oxide of Arsenic) ন্যায় আর্সেনিক্ ধাতু (Metallic Arsenic) বিষাক্ত পদার্থ। সম্ভবতঃ উহা দেহমধ্যে অক-সাইডে (Oxide) পরিণত হইলে উহার বিষক্রিয়া আবির্ভূত হইতে থাকে। বিশুদ্ধ সল্‌ফাইড্ অব্ আর্সেনিক্ (Sulphide of Arsenic) অকর্ম্মণ্য; কিন্তু সচরাচর উহার সহিত অক্‌সাইড্ (Oxide) মিশ্রিত থাকাতে উহাও বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। শূন্যোদরে আর্সেনিক্ (Arsenic) সেবন করিলে উহা শিরাদ্বারা শোষিত হইয়া যকৃৎমধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে

পিত্তের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু পূর্ণোদরে প্রবিষ্ট হইলে উহা ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া ল্যাক্‌টিয়াল্ (Lacteals) দ্বারা শোষিত হয় এবং শোণিতরাশিতে লীন হইয়া থাকে।

আর্সেনিক্ (Arsenic) স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে উদরমধ্যে উত্তাপ অনুভূত হয়, এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ অনেক চিকিৎসক বলেন যে এতদ্দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়, কিন্তু অনেকে তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে পাকস্থলীর যে বিকৃতাবস্থা উপস্থিত হওয়াতে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির লাঘব ঘটে, এতদ্দ্বারা তদবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আর্সেনিক্ (Arsenic) রুধিরপ্রবাহে মিলিত হইলে উহা তদুপরি কি রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহার স্থিরতা নাই। সেবনান্তর কেবল যে উহা শোণিত মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় এমত নহে, দেহাভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ যন্ত্রেই উহা বিরাজ করে। উহার বিষক্রিয়া অতি স্বল্পকালমধ্যেই ভেকজাতির উপর প্রকাশিত হয়। সেবনান্তে অনতিবিলম্বেই উহাদের শ্বাসরোধ হয়, এবং উহারা পাদচতুষ্টয় বিস্তারকরতঃ মৃতবৎ ভূমিতে নিপতিত থাকে। সূচিকাদিবৎ সূক্ষ্মমুখ শলাকাদ্বারা উহার চর্ম্ম বিদ্ধ করিলে রিফ্লেক্স্ (Reflex) ক্রিয়া লক্ষিত হয় না, অথবা উহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পদসঞ্চালন করে না। এতদ্দ্বারা যে উহার পৈশিক ক্রিয়ার লোপ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে তাহা নহে যেহেতু উহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিলে, অথবা উহার চরণ ধারণ করতঃ আকর্ষণ করিলে উহা পদাদি সঞ্চালন করিতে থাকে। কিন্তু কিয়ৎকালমধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত; হইয়াছে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আর্সেনিক্ (Arsenic) দ্বারা প্রথমতঃ অনুভবশক্তি ও রিফ্লেক্স্ (Reflex) ক্রিয়ার লোপ হয়, অতঃপর কিয়ৎকাল পরে পেশীসমূহের সঙ্কোচনশক্তি অপহৃত হয়। পটাসিয়ম্ লবণ (Potassium Salts) অধিক মাত্রায় প্রযোজিত হইলেও উহারা স্নায়ুমণ্ডলী ও পেশীসমূহের উপর উল্লিখিত প্রকারে ক্রিয়া প্রকাশ করে। কেহ কেহ বলেন যে স্বল্পপরিমিত সোডা (Soda) সহযোগে আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious Acid) দ্রবীভূত করতঃ প্রয়োগ করিলে পেশীদিগের পক্ষাঘাত

উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অনুভবশক্তি ও রিফ্লেক্স্ (Reflex) ক্রিয়া বিনষ্ট হয় না, বরং উহাদের সঙ্কোচনশক্তি বিলুপ্ত হইবার কিয়ৎকাল পরে উহারা অন্তর্দ্ধান করে।

কেহ কেহ বলেন যে আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious Acid) কশেরুকা মজ্জা আক্রমণ করাতে উল্লিখিত প্রকারে সর্ব্বাঙ্গের পক্ষাঘাত সংঘটিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অন্যান্য পণ্ডিতেরা ইহার গুণ পরীক্ষা করতঃ স্থির করিয়াছেন, যে ইহা পটাস্ (Potash), টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) এবং একোনাইসিয়ার (Aconitia) ন্যায় প্রথমতঃ স্নায়ুকেন্দ্র, তৎপরে মোটার ও সেন্সারি স্নায়ুসূত্র (Motor and Sensory Nerves), এবং অবশেষে পেশীদিগের স্বকীয় স্বাভাবিক ক্রিয়া অপহরণ করতঃ পক্ষাঘাত উৎপাদন করে।

অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে আর্সেনিক্ (Arsenic) অবিলম্বে ভেক ও বিড়াল জাতির এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য জন্তুরও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রহিত করে উহা হৃৎপিণ্ডোপরি স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে এবম্বিধ ফল প্রসবিত হয়, যেহেতু দেখা যায় যে ভেকের দেহাভ্যন্তর হইতে হৃৎপিণ্ড বহিষ্কৃত করতঃ তদুপরি আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious Acid) প্রয়োগ করিলে উহার ক্রিয়ার লোপ হইয়া থাকে। আর্সেনিক্ (Arsenic) প্রোটোপ্লাজ্‌মের (Protoplasm) উপর বিষক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহা হৃৎপিণ্ডস্থিত গ্যাংলিয়া (Ganglia), স্নায়ুসূত্র এবং পেশী প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ ধ্বংস করিতে সমর্থ; তজ্জন্য এতৎপ্রয়োগে অতি স্বল্পকালমধ্যেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াভাব লক্ষিত হয়। এতদ্দ্বারা ভ্যাসোমোটার (Vasomotor) স্নায়ুসকলের এবং হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতা উৎপাদিত হওয়াতে, ধমনীপ্রাচীর বিস্ফারিত ও তন্মধ্যে রুধির প্রবাহের বেগের লাঘব হয়, সুতরাং আর্টিরিয়াল্ টেন্‌সান্‌ও (Arterial Tension) হ্রাস হইয়া থাকে; কিন্তু দেহের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা উদর-গহ্বরস্থ ধমনীতে উহা অধিকতর দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস। কেহ কেহ বলেন যে এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ হৃৎপিণ্ড কথঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া পরে উহার অবসাদ জন্মে, কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অকস্মাৎ উহার ক্রিয়ারাহিত্য লক্ষিত হয়।

তাঁহারা বলেন যে হৃৎপিণ্ডের এবম্বিধ বিকৃতির কারণ এই যে, আর্সেনিক্ (Arsenic) দ্বারা প্রথমতঃ ভেগাস্ স্নায়ু (Vagus Nerve) উত্তেজিত হওয়াতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু এবং পরে ঐ স্নায়ুর অবসন্নতা উপস্থিত হওয়াতে তৎক্রিয়া দ্রুতভাব ধারণ করে। তাঁহাদের মতানুসারে ইহার আনুসঙ্গিক আর্সেনিক্ (Arsenic) দ্বারা হৃৎপিণ্ডস্থিত গ্যাংলিয়ার (Ganglia) উত্তেজনা ও অবসাদবশতঃও উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়াধিক্য ও ক্রিয়ারাহিত্য সম্ভবিত হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে আর্সেনিক্ (Arsenic) হৃৎপিণ্ডের এক্সিলারেটর্ স্নায়ু, (Accelerator Nerves), ভ্যাসোমোটার কেন্দ্র (Vasomotor Centres), ভ্যাসোমোটার স্নায়ু (Vasomotor Nerves) এবং ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীস্তরের কোনরূপ বিকৃতি উৎপাদন করে না। তাঁহারা পরীক্ষাদ্বারা ইহাও স্থির করিয়াছেন, যে আর্সেনিক্ (Arsenic) প্রয়োগে ভেকজাতির রেস্পিরেটারি স্নায়ুকেন্দ্র (Respiratory Centre) প্রথমতঃ কথঞ্চিৎ উত্তেজিত, ও তৎপরে এককালীন অবসন্ন হইয়া পড়ে; স্বল্প মাত্রায় উহা ফুস্‌ফুস্‌স্থিত ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) সীমাগুলিকে উত্তেজিত করে, এবং অন্ত্রপ্রাচীরস্থ গ্যাংলিয়া (Ganglia) গুলিকেও তদ্রূপ করতঃ উহার পেরিষ্টল্‌টিক্ ক্রিয়া (Peristaltic Action) সংবর্দ্ধন করে; এবং মোটার স্নায়ুর (Motor Nerves) ও পেশীদিগের অবসাদ ও কশেরুকা মজ্জার প্রথমতঃ উত্তেজনা পরে উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। অন্যান্য চিকিৎসকেরা বলেন যে এতদ্দ্বারা কোন যন্ত্রের উত্তেজনা সাধিত হয় না; ইহা প্রোটোপ্লাজ্‌মের (Protoplasm) উপর বিষক্রিয়া প্রকাশ করাতে অধিক মাত্রায় যাবতীয় টিসু ও যন্ত্রাদিসম্বন্ধে অবসাদক বলিয়া পরিচিত। ইহা ভেকজাতিসম্বন্ধে এতাদৃশ তীব্র বিষাক্ত পদার্থ যে অতি স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও এতদ্দ্বারা উহাদের প্রাণ নষ্ট হয়। মেষাশ্ব প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীস্থ কতিপয় জন্তু উহা অবলীলাক্রমে সেবন করিতে পারে। তাহাদের পক্ষে উহা বিষাক্ত পদার্থ নহে। এতদ্দ্বারা উহাদের প্রাণ নষ্ট না হইয়া বরং উপকার সাধিত হয়।

আর্সেনিক্ (Arsenic) দীর্ঘকাল সেবনে মানবদেহে যে ফল প্রসব করে, তৎসম্বন্ধে ভিষগ্‌বিৎ পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন

ইহা নিয়মিত রূপে সেবন করিলে উপকার দর্শে, কেহ বলেন এতদ্দ্বারা প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হয়। কোন কোন দেশের লোকেরা ইহা আফিমের ন্যায় ব্যবহার করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ স্বল্প মাত্রায় সপ্তাহে এক অথবা দুইবার সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উহার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। কেহবা উহা পানীয় এবং খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করতঃ ভক্ষণ করেন। যাঁহারা এইরূপে আর্সেনিক্ (Arsenic) সেবনে অভ্যস্ত, তাঁহারা বলেন যে এতদ্দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি, এবং দেহ বলিষ্ঠ ও শ্রমক্ষম হয়। অন্যান্য দেশস্থ ব্যক্তিরা বলেন যে এতদ্দ্বারা কিছুমাত্র হিতসাধন না হইয়া ররং বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধিত হয়। বস্তুতঃ এতৎসেবনে অভ্যস্ত হইলে যে প্রভূত অহিতসাধন হয় তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক চিকিৎসক বলেন যে অদ্রবণীয় আর্সেনিক্‌লবণ (Arsenical Compounds) উদরমধ্যে প্রবেশ করিলে শোষিত না হইয়া মলের সহিত বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং উহারা দেহমধ্যে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না, কিন্তু কেহ কেহ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে উহা প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়; সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উহা পাকাশয় হইতে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিলিত হয়, এবং পরে মূত্রের সহিত বহির্গত হইতে থাকে।

যদিও কেহ কেহ ইহার কার্য্যকারিতাসম্বন্ধে গুণকীর্ত্তন করেন, তথাপি অভিজ্ঞতাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে উহা দীর্ঘকাল সেবন করিলে দেহমধ্যে বিষলক্ষণাদি আবির্ভূত হয়। প্রথমতঃ নেত্রপত্রদ্বয় কিঞ্চিৎ স্ফীত, কঞ্জাংটাইভার (Conjunctiva) প্রদাহবশতঃ নয়নদ্বয় হইতে জলবর্ষণ, তন্মধ্যে বেদনা, এবং দর্শনশক্তির হ্রাস হয়; পরে নাসারন্ধ্র, গলদেশ ও মুখগহ্বরস্থ শৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে। মুখাভ্যন্তরের শুষ্কতাবশতঃ সাতিশয় পিপাসা উপস্থিত হয়, এবং ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তিহীনতার সহিত নিরন্তর উদরমধ্যে গুরুত্ব ও বেদনা অনুভূত হয়। সচরাচর আহারান্তে অথবা আর্সেনিক্ (Arsenic) সেবনমাত্রেই এই বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উল্লিখিত লক্ষণাদি প্রকাশিত হইবামাত্রই আর্সেনিকের (Arsenic) মাত্রার লাঘব করা, অথবা উহা এককালীন রহিত করা কর্ত্তব্য। অতঃপর ক্রমশঃ চর্ম্ম শুষ্ক ও মলিন, এবং তদুপরি একজেমা (Eczema) অথবা আর্টিকেরিয়া (Urti-

caria) রোগের আবির্ভাব হয়। কখন কখন হস্তপদাদির তলদেশস্থ চর্ম্ম স্খলিত হইতে থাকে। কোন কোন ব্যক্তির মস্তকে বেদনা ও তদুপরিস্থ চর্ম্ম পিটিরাই-সিস্ (Petyriasis) রোগদ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং কাহার বা গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি ও প্রদাহ সংঘটিত হয়। স্বপ্নদর্শনে নিদ্রার এরূপ ব্যাঘাত জন্মে যে প্রায়ই রোগীকে জাগরিতাবস্থায় নিশাযাপন করিতে হয়। এতৎপ্রভাবে লক্ষণাদি কখন কখন অধিকতর ভীষণাকার ধারণ করে। কোন কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অতীব কর্কশ, এবং কাহার বা বদনগহ্বর হইতে অবিরলধারায় লালক্ষরণ হয় ও তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্থানে স্থানে ক্ষতবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। বিবমিষা, বমন, এবং রক্তামাশয়ের ন্যায় অতীব যন্ত্রণার সহিত আম ও শোণিত সংযুক্ত ভেদ হওয়াতে দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। কোন কোন ব্যক্তির নখ ও কেশরাশি স্খলিত, এবং কাহার বা কাশির সহিত রুধিরমিশ্রিত কফ নির্গত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ রোগীর বলক্ষয়, চর্ম্ম শুষ্ক, দেহোত্তাপের বৃদ্ধি নাড়ী অতীব দ্রুত, ক্ষীণ ও কোমল, সর্ব্বাঙ্গে সাতিশয় বেদনা, স্পর্শানুভব-শক্তির লোপ, স্মরণশক্তির লাঘব, হস্তপদাদির কম্পন, এবং কখন কখন পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে অবশেষে রোগী শমনসদনে গমন করে। কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ সহনশীল, যে ১০ হইতে ২০ বিন্দু মাত্রায় লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) দীর্ঘ কাল সেবন করিলেও উহা তাঁহাদের অহিতসাধনে সমর্থ হয় না, কিন্তু কেহ কেহ দুই বিন্দু মাত্রায় কিয়ৎকাল ব্যবহার করিলেই এতদ্দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া থাকেন। আর্সেনিক্ (Arsenic) কিছুদিন ব্যবহার করিলে ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়া জন্মে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, সুতরাং যাঁহারা উহা সেবন করেন তাঁহাদের শৈত্যপ্রভাব হইতে সাবধান হওয়া উচিত।

ফস্ফরাস্ (Phosphorus) অস্থিসম্বন্ধে যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, উত্তরোত্তর মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ প্রয়োগ করিলে আর্সেনিক্ (Arsenic) পক্ষী, ইন্দুর, শূকর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীভুক্ত জীবদিগের উপরও তদ্রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা উহাদের অস্থিমালা গাঢ়তর হওয়াতে, উহার স্থূলত্ব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং অনতিবিলম্বেই উহাদের যকৃৎ, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড এবং কিড্নির (Kidney) ফ্যাটি ডিজেনারেসন্ (Fatty Degeneration) ঘটে।

অধিক মাত্রায় সেবন করিলে আর্সেনিক্ (Arsenic) মানবদেহে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। উহা পাকাশয় ও অন্ত্রের উগ্রতাসাধন এবং তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করাতে তত্তৎ লক্ষণাদি আবির্ভূত হয়। যদিও উহা স্বধর্ম্মানুসারে এবম্বিধ লক্ষণাবলী সচরাচর প্রকাশ করে বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতদ্দ্বারা কখন কখন পাকযন্ত্রের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য না ঘটিয়া রোগী এককালীন প্রগাঢ় কোমায় (Coma) পতিত হয় এবং কিয়ৎ কালমধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। যে স্থলে অন্ত্রপ্রদাহের লক্ষণাদি লক্ষিত হয় সে স্থলে রোগীর ৪ ৫ দিবস পরে মৃত্যু ঘটে।

আর্সেনিক্ (Arsenic) বিষে দেহ বিষাক্ত হইলে সচরাচর বিসূচিকা রোগের লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়। সাতিশয় বিবমিষা, বমন ও জলবৎ ভেদ হইতে থাকে, প্রস্রাব সংরুদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গ শীতল এবং হস্ত, পদ ও উদরস্থ পেশীসমূহ আক্ষিপ্ত হয়, পরে কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) এবং কখন কখন হস্তপদাদির এক্স্‌টেন্‌সার (Extensor) পেশীদিগের পক্ষাঘাত সংঘটিত হইয়া রোগী কালগ্রাসে নিপতিত হয়। যদ্যপি রোগী কিয়দ্দিন জীবিত থাকে তাহা হইলে চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ নির্গত হইতে দেখা যায়। সচরাচর দুই হইতে পাঁচ দিনের মধ্যেই উহাদের আবির্ভাব হয়।

ক্ষতোপরি অথবা পিচকারীদ্বারা শিরামধ্যে প্রয়োগ করিলেও আর্সেনিক্ (Arsenic) অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রিয়াদি প্রকাশ করে; অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উহা যে কোন প্রকারে শোষিত এবং রুধিরপ্রবাহে নীত হউক না কেন, উহা অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করতঃ তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতাসাধন ও প্রদাহোৎপাদন করাতে উদরাময়, বমন প্রভৃতি লক্ষণাদি আবির্ভূত হয়।

আর্সেনিক্ (Arsenic) বিষপ্রভাবে রোগীর মৃত্যু হইলে শবদেহ ব্যবচ্ছেদে পাকাশয়মধ্যে স্থানে স্থানে প্রখর প্রদাহচিহ্ন নয়নগোচর হয়, এবং ঐ সকল প্রদগ্ধ স্থানে গাঢ় মিউকাস্ (Mucus) মধ্যে আর্সেনিক্‌চূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কখন কখন তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্থানে স্থানে শোণিতস্রাব, কখন বা ক্ষত লক্ষিত হয়। স্থলবিশেষে প্রদাহাধিক্যবশতঃ পাকাশয় বিদীর্ণ হইয়া থাকে। কখন কখন ইসফেগাস্ (Œsophagus), অন্ত্র (বিশেষতঃ

রেক্টম্),বদন ও গলদেশ, শ্বাসনালী এবং ব্লাডারের (Bladder) অভ্যন্তরপ্রদেশে প্রদাহচিহ্ন অবস্থিতি করে। কোন কোন ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় উল্লিখিত স্থানের প্রদাহলক্ষণাদি আবির্ভূত হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জীবনান্তে শবচ্ছেদে উহাতে উহার চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হয় না। হৃৎপিণ্ডের গহ্বর মধ্যে, বিশেষতঃ কলমনি কার্নিতে (Columnæ Carnæ) রক্তস্রাবের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, এবং যদ্যপি রোগীর স্বল্পকালমধ্যে মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে চর্ম্মোপরিও ব্রণাদির চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, কিড্‌নি (Kidney) প্রভৃতি যন্ত্রাদির ফ্যাটি ডিজেনারেসন্ ও (Fatty Degeneration) দেখিতে পাওয়া যায়।

দীর্ঘকাল সেবনে আর্সেনিক্ দেহমধ্যে বিষবৎ কার্য্য করাতে রোগীর স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। প্রথমতঃ এতদ্দ্বারা গলদেশের শুষ্কতা ও উগ্রতা সাধিত হওয়াতে কাশি হয়, পরে নয়নদ্বয় ও নাসারন্ধ্রের উগ্রতানিবন্ধন উক্ত স্থান হইতে সলিলবর্ষণ হইতে থাকে। ক্রমশঃ শারীরিক আলস্য, শিরঃ পীড়া, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, উদরমধ্যে কলিক্ (Colic) বেদনা, অনিদ্রা, এবং অন্ত্রের উগ্রতাবশতঃ আমাশয় উপস্থিত হওয়াতে শরীর নিরতিশয় বিশীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অবশেষে জ্বরভাব, শিরোঘূর্ণন, হস্তপদাদির অবসন্নতা ও কম্পন, পেশী আক্ষেপ, কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) এবং কখন কখন পক্ষাঘাত পর্য্যন্তও সংঘটিত হয়।

সুস্থ শরীরে আর্সেনিক্ (Arsenic) দীর্ঘকাল সেবন করিলে, শোণিতের শ্বেত কণিকার সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে এবং লোহিত কণিকার সংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়; কিন্তু রুধিরাভাবে দেহ বিবর্ণ ও বিশীর্ণ হইলে এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ উভয়বিধ কণিকাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরে উভয়ই হ্রাস হইতে থাকে। আর্সেনিক্ (Arsenic) লৌহের রক্তোৎপাদক ক্রিয়া সংবর্দ্ধন করে। স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা নাড়ী বলবতী ও বেগবতী হয়, এবং প্রশ্বাস বায়ুর সহিত যে কার্বনিক্ এসিড্ বাষ্প (Carbonic Acid Gas) নির্গত হয় তাহারও পরিমাণের হ্রাস হইয়া থাকে। উহার এই শেষোল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য অনেকে বিবেচনা করেন যে উহা দেহমধ্যে টিসুচেঞ্জের (Tissue Change) ব্যাঘাত উৎপাদন করে।

আর্সেনিক্ (Arsenic) স্নায়ুমণ্ডলীর উগ্রতাহরণ করতঃ স্থলবিশেষে আক্ষেপনিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা স্নায়বীয় বলকারক বলিয়াও পরিচিত।

কুইনাইনের (Quinine) ন্যায় উহার পর্য্যায়নিবারক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও উহা সিঙ্কোনা (Cinchona) অথবা কুইনাইনাপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ নহে, তথাপি উহা উহাপেক্ষা কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে কুইনাইন যেরূপ সত্বর জ্বরনিবারণে সমর্থ ও উহার ক্রিয়া যেরূপ নিশ্চিত আর্সেনিক্ (Arsenic) ও উহার ক্রিয়া সেরূপ নহে।

রুধিরপ্রবাহে নীত হইয়া আর্সেনিক্ দেহমধ্যে সঞ্চালিত হইলে এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বলবতী হয়। রক্তোৎপাদক গুণ থাকাতে উহা বলকারক ঔষধমধ্যে পরিগণিত। উহা ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করতঃ শরীরের পুষ্টিসাধন করে, এবং পরিবর্ত্তক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে।

অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা যদিও আর্সেনিক্ দেহাভ্যন্তর হইতে সত্বর বহির্গত হয়, তথাপি উহাদের ন্যায় ইহাও শরীরমধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে। কেহ কেহ বলেন যে ইহাকে আর্সিনিয়েট্ অব্ লাইম্ (Arseniate of Lime) রূপে অস্থিমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। ইহা স্তনদুগ্ধমধ্যে বর্ত্তমান থাকে, এবং সাধারণতঃ শোণিতের লোহিত কণিকাতে বিরাজ করে। মাত্রাধিক্যবশতঃ দেহমধ্যে উহার বিষক্রিয়া প্রকাশিত হইলে অন্যান্য যন্ত্রাপেক্ষা যকৃৎমধ্যে উহা অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হয় যে অন্যান্য ধাতুর ন্যায় উহাও পিত্তদ্বারা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। উহা মূত্রের উপর কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই, তবে কেহ কেহ বলেন যে এতদ্দ্বারা ইউরিয়ার (Urea) পরিমাণের হ্রাস হয়। আর্সেনিক্ সকলে সমভাবে সহ্য করিতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি একবিন্দুমাত্র লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) সেবন করতঃ উদরমধ্যে অসহ্য বেদনা অনুভব করেন, কিন্তু কেহ কেহ ১৫ অথবা ২০ বিন্দু সেবন করিলেও কিছুমাত্র ব্যথিত হয়েন না। কেহ কেহ বলেন আর্সেনিক

এসিড্ (Arsenic Acid) অপেক্ষা আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious Acid) উগ্রতর ও অধিকতর বিষাক্ত। উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের উপর বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। আর্সেনিক্ মূত্র, পিত্ত, অন্ত্র ও পাকাশয় দ্বারা দেহ হইতে নিঃসারিত হয়।

চর্ম্মের উপর আর্সেনিকের (Arsenic) ক্রিয়া এন্টিমনির (Antimony) ন্যায়, তবে প্রভেদ এই যে এন্টিমনি (Antimony) প্রয়োগে ভেকজাতির চর্ম্মোপরিস্থ কিউটিক্‌ল্ (Cuticle) গলিত হইয়া কর্দ্দমাকার ধারণ করে, আর্সেনিক্ (Arsenic) প্রয়োগে উহা স্খলিত হয়। উহারা চর্ম্মোপরি স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহার এতাদৃশ বিকৃতি জন্মে। অনেকে বলেন যে শরীরস্থ যে সকল টিস্থ (Tissue) এপিথিলিয়াল সেল্ (Epithelial Cell) দ্বারা নির্ম্মিত তাহাদের সকলের উপরই আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious Acid) এইরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে; যেহেতু উহা অধিক মাত্রায় সেবনে অথবা পিচকারীদ্বারা শিরামধ্যে সঞ্চালিত হইলে দেখা যায় যে কর্ণিয়ার (Cornea) বিকৃতি উপস্থিত হয়, এবং অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর এপিথিলিয়াল্ সেল্‌সকলের (Epithelial Cells) স্থানচ্যুতি ও ও ফ্যাটি ডিজেনারেসন্ (Fatty Degeneration) হওয়াতে উহারা অন্ত্রাবস্থিত উক্ত বিষজনিত জলরাশিমধ্যে অবস্থিতি করে।

বিবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে চর্ম্মের এপিডার্মিসের (Epidermis) উপরই আর্সেনিকের (Arsenic) ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, কোরিয়ামের (Corium) উপর ইহার বিশেষ কোন ক্রিয়া নাই; এতদ্দারা কেবলমাত্র উহার কথঞ্চিৎ রক্তাধিক্য হয়। আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious Acid) চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করতঃ উহার স্থানে স্থানে কর্ত্তন করিলে আনুবীক্ষণিক পরীক্ষাদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে আর্সেনিক্ (Arsenic) বিষপ্রভাবে এপিডার্মিসের (Epidermis) সেল্‌সকলের (Cells) ডিজেনারেসন্ (Degeneration) অর্থাৎ অধোগতি ঘটে, এবং উহাদের প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) কথঞ্চিৎ তরলভাবাপন্ন হয়। এইরূপে সমস্ত এপিডার্ম্ (Epiderm) অর্থাৎ চর্ম্মের বাহ্যাংশ শিথিল হইয়া উহা উহার আভ্যন্তরিক অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, ম্যাল্‌পিগিয়ান্

সেল্‌সকল (Malpeghian Cells) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে সেই স্থান বিশীর্ণ হয় ও উহার স্বাভাবিক গঠনের বৈলক্ষণ্য ঘটে, এবং কর্ণিয়া (Cornea) ও ম্যাল্‌পিগিয়া (Malpeghia) এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্তবকও উল্লিখিত স্তবকদ্বয় হইতে শ্লথ হইয়া থাকে। কর্ণিয়াস্ (Corneous) ও তন্নিম্নস্থ স্তবক এইরূপে শিথিল হওয়াতে উহারা একত্রেই স্খলিত হয়, কখন কখন পৃথক্‌রূপেও হইতে দেখা যায়। ম্যাল্‌পিগিয়ান্ লেয়ার্ (Malpeghian Layer) অর্থাৎ স্তবক কখন ডার্ম্ (Derm) হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, উহা উহার সহিত শিথিল ভাবে সংলগ্ন থাকে। অধুনা উল্লিখিত পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আর্সেনিক্ (Arsenic) প্রথমতঃ এপিডার্মের (Epiderm) অভ্যন্তর প্রদেশস্থ সেল্‌সকল (Cells) আক্রমণ ও উহাদের বিকৃতি উৎপাদন করতঃ ক্রমে উহার বহির্ভাগস্থ সেল্‌সকলের (Cells) উপর ক্রিয়া প্রদর্শন করে। আর্সেনিকের (Arsenic) এবম্বিধ ক্রিয়ার প্রথম কারণ এই যে, এপিডার্মের (Epiderm) অভ্যন্তর প্রদেশস্থ সেল্‌সকল (Cells) শোণিত প্রণালীর সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া তন্মধ্যে আর্সেনিক্ (Arsenic) অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, ম্যাল্‌পিগিয়ান্ (Malpheghian) স্তবকস্থিত সেল্ (Cell) মধ্যে যে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (Protoplasm) থাকে উহা স্বভাবতঃ সাতিশয় কার্য্যক্ষম ও উগ্রস্বভাব, অর্থাৎ অতি স্বল্প কারণেই উহাদের উগ্রতা সাধিত হয়, তজ্জন্য আর্সেনিক্ অনতিবিলম্বেই উহাদের বিকৃতি উৎপাদন করিতে সমর্থ। বহির্ভাগস্থ সেল্‌সকল (Cell) তাদৃশ উগ্রস্বভাব নহে, সুতরাং তাহারা বিলম্বে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ত্বগুপরি আর্সেনিকের (Arsenic) উল্লিখিত ক্রিয়া সন্দর্শনে মনে হইতে পারে যে উক্ত বিষপ্রভাবে চর্ম্মাবস্থিত লিম্ফাটিক্ (Lymphatics) কিংবা শোণিতপ্রণালী হইতে অপরিমিত রসক্ষরণ হওয়াতে এপিডার্মিসের (Epidermis) এতাদৃশ আকারগত বৈলক্ষণ্য ঘটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; যেহেতু আর্সেনিক্ (Arsenic) বিষে দেহ জর্জ্জরিত হইলে চর্ম্মমধ্যে কদাপি রসসঞ্চয় নয়নগোচর হয় না। আর্সেনিক্ (Arsenic) দ্বারা এপিডার্মিক্ সেল্‌সকল (Epidermic Cells) নিরতিশয় উত্তেজিত হওয়াতে উহারা এত সত্বর

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যে তত শীঘ্র উহাদের অভাব পূরণার্থ পুনর্নির্ম্মাণ সম্ভবে না। সেল্ (Cells) মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (Protoplasm) উত্তেজিত হইলে উহা বিভক্ত হইয়া যদিও নূতন নূতন সেল্ (Cells) সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু এপিডার্মিস্ (Epidermis) মধ্যে যে সকল সেল্ (Cells) অবস্থিতি করে উহারা আর্সেনিক্ (Arsenic) দ্বারা উত্তেজিত হইলে উহাদের নূতন সেল্ (Cell) নির্ম্মাণের শক্তি অন্তর্হিত হয়। ইহার কারণ এই যে, এপিডার্মিসের (Epidermis) বহির্ভাগস্থ সেল্‌সকল (Cells) এপিডার্মের (Epiderm) তলদেশস্থ কলাম্‌নার্ সেল্ (Columnar Cell) হইতে উৎপন্ন, সুতরাং আর্সেনিক্ (Arsenic) বিষে ঐ সকল সেল্ মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (Protoplasm) এরূপে নষ্ট হয় যে উহাদের নূতন সেল্ উৎপাদনের শক্তি থাকে না। এইরূপে উক্ত বিষদ্বারা এপিডার্মিস্ (Epidermis) ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উহার অভাবপরিপূরণ অসম্ভব হইয়া থাকে।

চর্ম্মোপরি এণ্টিমনির (Antimony) ক্রিয়াও আর্সেনিকের (Arsenic) ন্যায়, তবে উভয়ের প্রভেদ এই যে এণ্টিমনি (Antimony) দ্বারা এপিডার্মিসের (Epidermis) সেল্ সকল (Cells) এরূপ শিথিল, বিচ্ছিন্ন ও কোমলভাবাপন্ন হয় যে উহা পূর্ব্বোল্লিখিত কর্দ্দমাকার ধারণ করে। আর্সেনিক্ ও এণ্টিমনি (Arsenic and Antimony) দ্বারা এপিডার্মিসের (Epidermis) যেরূপ বিকৃতি জন্মে, কর্ণিয়ারও (Cornea) তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু চর্ম্মোপরি উহাদের ক্রিয়া যাদৃশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কর্ণিয়ার (Cornea) উপর তাদৃশ হয় না।

উহার ক্রিয়া—আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আগ্নেয়, বলকারক, পরিবর্ত্তক, আক্ষেপনিবারক, স্নায়বীয় বলকারক ও পর্য্যায়নিবারক। স্থানিক প্রয়োগে পচননিবারক ও দাহক। অধিকমাত্রায় বিষক্রিয়াজনক।

থিরা। ধ্বংসকারিণী শক্তি থাকাতে ওয়ার্ট্‌স্ (Warts), কণ্ডিলোমেটা (Condylomata), ক্যান্‌সার্ (Cancer) প্রভৃতি অর্ব্বুদ ধ্বংস করিবার জন্য আর্সিনিয়াস্ এসিডের (Arsenious Acid) ব্যবহার পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। উহা সচরাচর ষ্টার্চ (Starch), গাম্ একেসিয়া (Gum Acacia) প্রভৃতির সহিত ব্যবহৃত হইত, কিন্তু উল্লিখিত উদ্দেশে ইদানীন্তন উহা

এক প্রকার অপ্রচলিত হইয়াছে। অসাবধানতাসহকারে প্রয়োগ করিয়া কোন কোন চিকিৎসক এতদ্দ্বারা রোগীর প্রাণ পর্য্যন্তও বিনাশ করিয়াছেন। অধিক পরিমাণে শোষিত হইয়া পাছে দেহমধ্যে বিষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, এই আশঙ্কায় যাঁহারা উহা স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করেন তাঁহাদেরই এই বিপদ সংঘটিত হয়। ইহার কারণ এই যে পীড়িত স্থানে অধিক মাত্রায় স্থানিক প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা এতাদৃশ প্রখর প্রদাহ উৎপাদিত হয়, যে প্রদাহিত টিস্যুসকলের শোষণশক্তি বিলুপ্তা হওয়াতে উহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু স্বল্প পরিমাণে প্রয়োগে অতি সামান্য প্রদাহ উৎপন্ন হওয়াতে উহা দেহমধ্যে শোষিত হইয়া স্বকীয় বিষধর্ম্মপ্রভাবে রোগীর প্রাণসংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব অর্ব্বুদাদি বিনাশজন্য আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious Acid) ব্যবহার করিতে হইলে অর্ব্বুদের উপরিভাগ ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তন করতঃ তন্মধ্যে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে এতদ্দ্বারা প্রদাহ উৎপাদিত হওয়াতে সমগ্র আর্ব্বুদিক বিবর্দ্ধন স্লফে (Slough) পরিণত হইয়া অবশেষে স্খলিত ও পতিত হইলে তৎস্থানে স্বাস্থ্যকর ক্ষতের আবির্ভাব হয়, এবং উহা যথোপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারা মাসৈকমধ্যে আরোগ্যলাভ করে। লুপাস্ (Lupus প্রভৃতি চর্ম্মরোগও এতদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রকারে চিকিৎসিত হয়। কোন কোন চিকিৎসক এপিথিলিওমা (Epithelioma) নামক অর্ব্বুদ দূরীকরণার্থ এক আউন্স আর্সিনিয়াস্ এসিড্ (Ar enious Acid), পাঁচ ড্রাম জল ও এক আউন্স একেসিয়াচূর্ণের (Pulv Acacia) সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যে উহা অর্ব্বুদোপরি দীর্ঘে ও প্রস্থে এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে প্রাতঃসন্ধ্যায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে এতদ্দ্বারা অর্ব্বুদস্থ টিস্যু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া স্লফে (Slough) পরিণত হইলে উহা পুলটীসদ্বারা অপনেয়। উল্লিখিত উদ্দেশে নিম্নলিখিত চূর্ণও কেহ কেহ ব্যবহার করেন; যথা লাইম্ (Lime) অর্দ্ধ আউন্স, সল্ফাইড্ অব্ আর্সেনিক্ (Sulphide of Arsenic) ২০ গ্রেণ, এবং ষ্টার্চ (Starch) ১৮০ গ্রেণ। ইহাও পীড়িতস্থানে এতাদৃশ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য যে তথায় প্রখর প্রদাহ উৎপন্ন হওয়াতে উহা

দেহমধ্যে শোষিত না হয়, তাহা হইলে আর্সেনিকের (Arsen c) বিষক্রিয়ার আর কোন আশঙ্কা থাকে না।

ওয়ার্টের (Warts) উপর লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) প্রয়োগ করিলে উহা খণ্ডে খণ্ডে চর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া এককালীন অন্তর্হিত হয়। উহার আকার অতিশয় বৃহৎ হইলে প্রথমতঃ তদুপরি উগ্র নাইট্রিক্ এসিড্ (Strong Nitric Acid) প্রযোজ্য, যেহেতু এতদ্দ্বারা উপরিভাগস্থ টিসু গলিত হওয়াতে উহার অভ্যন্তরপ্রদেশে লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) অনায়াসে প্রবেশ করতঃ ধ্বংসসাধন করিতে পারে। চর্ম্মোপরি কর্ণস্ (Corns) অর্থাৎ কড়ার আবির্ভাব হইলে এতদ্দ্বারা উহাও দূরীভূত হয়। কড়ার উপরিভাগস্থ কঠিন চর্ম্ম ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তন করতঃ লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) প্রত্যহ বারত্রয় প্রয়োগ করিলে উহা ক্রমশঃ কোমলভাব ধারণ করে।

আর্সেনিক্মিশ্রিত জলে স্নান করিলে রিউম্যাটয়েড্ আর্থ্রাইটিস্ (Rheumatoid Arthritis) রোগে উপকার দর্শে। এতদুদ্দেশে স্নানার্থ যে জল ব্যবহার করিবে উহার সহিত চারি আউন্স কার্বনেট্ অব্ সোডা (Carbonate of Soda) এবং ২০ গ্রেণ আর্সিনিয়েট্ অব্ সোডা (Arseniate of Soda) মিলিত করা কর্ত্তব্য।

দাহক ক্রিয়ার জন্য আর্সেনিক্ (Arsenic) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দন্ত ভগ্ন হইয়া উহার পাল্প্ (Pulp) বহির্গত হইলে অনেকে উহাতে আর্সেনিক্ প্রয়োগ করেন। যদ্যপি উহাতে সাতিশয় বেদনা থাকে তাহা হইলে উহা আফিং সহযোগে ব্যবহার্য্য। এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ বেদনার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অবশেষে উহা এককালীন দূরীভূত হয়।

স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের এবং কখন কখন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও জিহ্বোপরি এক প্রকার ক্ষতোৎপন্ন হয়। উহা প্রথমতঃ স্থানে স্থানে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ গোলাকারে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। জিহ্বার কোন স্থানের এপিথিলিয়াম্ (Epithelium) স্খলিত হইলে সেই স্থান যেরূপ মসৃণতা ও লোহিত বর্ণ ধারণ করে, ক্ষতগুলিও তদ্রূপ অনুমিত হয়; এবং কখন

কখন উহাদের চতুঃসীমা কিঞ্চিৎ উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। এই পীড়া একবার আরোগ্য হইলেও পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। পাকস্থলী অথবা অন্ত্রের বিকৃতাবস্থাই এই রোগের কারণ, যেহেতু ইহার সহিত সচরাচর উদরাময় পীড়া বর্ত্তমান থাকে। ব্যক্তিবিশেষে আর্টিকেরিয়ার (Urticaria) ন্যায় চর্ম্মরোগের সহিতও এই পীড়া দৃষ্টিগোচর হয়। এতৎপ্রশমনেও আর্সি-নিয়া (Arsenia) বিশেষ উপযোগী।

আর্সেনিক্ (Arsenic) দ্বারা চুরুট প্রস্তুত করতঃ উহার ধূম পান করিলে এজ্‌মা (Asthma) রোগের শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে উহা তরুণ ও পুরাতন কোরাইজা (Coryza), পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bron-chitis), এবং পুরাতন যক্ষা পীড়াতেও উপকারী। উহা প্রস্তুত করিতে হইলে এক আউন্স জলে ১৫ গ্রেণ আর্সেনাইট্ অব্ পটাস্ (Arsenite of Potash) দ্রবীভূত করতঃ তদ্দ্বারা কাগজ অভিষিক্ত করিতে হয়। পুরাতন কোরাইজা (Coryza) রোগে আর্সেনিক্ (Arsenic) আভ্যন্তরিক রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিবিধ ব্যাধিতে আর্সেনিকের (Arsenic) আভ্যন্তরিক ব্যবহার চির প্রচলিত। অনেকে বলেন যে উহা স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগে গলদেশ ও মুখাভ্য-ন্তরস্থ অস্বাস্থ্যকর ক্ষতে অতীব উপকারী। লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) দুই তিন বিন্দু মাত্রায় এজ্‌মা (Asthma) অথবা তৎসদৃশ রোগে, কিম্বা শ্বাসনালীর ব্যাধিবিশেষে প্রয়োগ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। নিম্নলিখিত পীড়াসমূহে ইহার কার্য্যকারিতা লক্ষিত হয়। কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে মধ্যে অথবা প্রত্যহ প্রাতঃসময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালে নাসারন্ধ্রমধ্যে এতাদৃশ কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয় যে তন্নিবন্ধন মুহুর্মুহুঃ হাঁচি, এবং চক্ষু ও নাসিকা হইতে অবিরল ধারায় সলিলস্রাব হইতে থাকে। কখন কখন ইহার সহিত অসহ্য শিরঃপীড়াও উপস্থিত হয়। উল্লিখিত লক্ষণাবলী কখন বা স্বল্পকাল, কখন বা একদিন অথবা তদধিক কাল বর্ত্তমান থাকে। শৈত্যপ্রভাবে কিম্বা নাসিকামধ্যে ধূলিপ্রবেশবশতঃও কোন কোন ব্যক্তির এই পীড়া জন্মে। কাহারও বা ভোজনান্তে বিশেষতঃ গুরুতর আহারের পর ইহা প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে এই পীড়া নির্দ্দিষ্ট-

কালব্যবধানে আগমন করে, এবং গ্রীষ্ম ঋতুতেই ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি এই রোগের এতাদৃশ বশবর্ত্তী হয়েন যে অতি সামান্য শৈত্যপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অবিরত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। যদিও প্রথমতঃ নাসাদ্বয়ের কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইয়া এই রোগের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু কিছু কাল অতীত হইলে ক্রমশঃ গলাভ্যন্তর, শ্বাসনালী ও ফুস্ ফুস্ পর্য্যন্ত কণ্ডূয়নাক্রান্ত হওয়াতে সোর্থ্রোট্ (Sore throat), শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষঃস্থলে ঘর্ঘর শব্দ, প্রভূত কফস্রাব প্রভৃতি লক্ষণাবলী দৃষ্টিগোচর হয়। এই রূপে পীড়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অবশেষে নাসিকা অথবা গলাভ্যন্তরের কোনরূপ বিকৃতি না জন্মিলেও উল্লিখিত লক্ষণাদি পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। স্বল্প বয়স্ক শিশুরাও প্রথমতঃ তরুণ ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগে আক্রান্ত হইয়া উহা হইতে আরোগ্যলাভ করতঃ অবশেষে কখন কখন এই পীড়ার বশবর্ত্তী হয়। ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগাবসানে উহাদের এতাদৃশ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় যে উহারা অতি সামান্য শৈত্যপ্রভাবেই অবিরত হাঁচি, নাসিকা ও নয়ন হইতে সলিলস্রাব, ক্রমে কাশি, জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। কখন কখন শ্বাসকৃচ্ছ্র এতাদৃশ প্রবল হয় যে রোগীকে জাগরিতাবস্থায় দিবাযামিনী যাপন করিতে হয়। এই রূপে কোন কোন বালক কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত পীড়া ভোগ করতঃ ক্রমে উহা হইতে মুক্তিলাভ করে, কেহ বা দুরপনেয় এজ্‌মা (Asthma) রোগগ্রস্ত হইয়া যাবজ্জীবন যমযন্ত্রণা সহ্য করতঃ অবশেষে মানবলীলা সম্বরণ করে। এজ্‌মা (Asthma) পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকেও কখন কখন এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এতদুভয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাদের এই পীড়া উপস্থিত হয় প্রায়ই তাহাদের প্রাতে শয্যাত্যাগসময়ে হাঁচি হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু এজ্‌মা (Asthma) জনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র সচরাচর সায়ংকালে অথবা নিশাযোগে উপস্থিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোল্লিখিত পীড়ার বিষয় যাহা বর্ণিত হইল উহার লক্ষণাদি যদিও এজ্‌মা (Asthma) রোগের লক্ষণের ন্যায় নহে, তথাপি উহা যে উক্ত রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অনেক স্থলে উহা হইতে ক্রমে

এজ্মার (Asthma) উৎপত্তি হয়, এবং কখন কখন এজ্মা (Asthma) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও এতদ্দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া থাকেন। ইহা অনেকাংশে ব্রঙ্কিটিক্ ও পেপ্টিক্ এজ্মা (Bronchitic and Peptic Asthma) এবং হে ফিবারের (Hay Fever) সমতুল্য। ইহার কারণ এই যে হিম কিম্বা শৈত্যপ্রভাবে, অথবা নাসিকামধ্যে ধূলিপ্রবেশবশতঃ তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতাসাধন হওয়াতে প্রথমতঃ যেমন হাঁচি, সর্দ্দি ও পরে ব্রঙ্কিটিক্ এজমা (Bronchitic Asthma) উপস্থিত হয়, এই রোগের হাঁচি, সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণাবলীও তদ্রূপ ঐ সকল কারণ হইতে সমুদ্ভূত হয়। অধিকন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে হাঁচি, সর্দ্দি প্রভৃতি কোরাইজার (Coryza) লক্ষণাদি প্রথমে আবির্ভূত না হইলে এজ্মা (Asthma) রোগের প্রকোপ অর্থাৎ শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় না, এবং স্থলবিশেষে দেখা যায় যে কোন কোন ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ যখনই কোরাইজার (Coryza) লক্ষণাদি দৃষ্টিগোচর হয় তখনই ব্রঙ্কিটিক্ এজমা (Bronchitic Asthma) উহার সহচর স্বরূপ উহার সহিত বিরাজ করে। ইহা যে পেপটিক্ এজ্মার (Peptic Asthma) তুল্য তাহার কারণ এই যে প্রথমতঃ আহার্য্য দ্রব্য উদরস্থ হইবামাত্র কোন কোন হাঁপকাশগ্রস্ত রোগীর যেমন শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে, তদ্রূপ আহার করিবামাত্রই কোন কোন ব্যক্তির হাঁচি, সর্দ্দি প্রভৃতি এই রোগের চিহ্নসকল আবির্ভূত হয়, দ্বিতীয়তঃ কেহ বা দীর্ঘকাল এজ্মা (Asthma) পীড়ার বশবর্ত্তী হইয়াও কোন সময়ে আহারান্তে অকস্মাৎ হাঁচি ও সর্দ্দিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া পুরাতন হাঁপানি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু এই নবজাত কোরাইজা (Coryza) পীড়া তাঁহার সহচরস্বরূপ যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে। হে এজ্মার (Hay Asthma) সহিত যে ইহার সৌসাদৃশ্য আছে তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, যে হেতু পুষ্পরেণু নাসিকামধ্যে প্রবেশ করিলে, কিম্বা দগ্ধ তিসি, ঘৃত প্রভৃতির গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, অথবা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণ সেবন করিলে যেমন কোন কোন ব্যক্তির শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে, তদ্রূপ এই সকল কারণে কোন কোন লোকের হাঁচি, সর্দ্দি প্রভৃতি কোরাইজার (Coryza) লক্ষণ সকলও আবির্ভূত হয়।

ব্রঙ্কিয়াল্, পেপ্টিক্ ও হে এজ্মার (Bronchial, Peptic and Hay

Asthma) সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত কোরাইজার (Coryza) যেরূপ সম্বন্ধ আছে, উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও তদ্রূপ। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ঐ ত্রিবিধ এজ্মা (Asthma) একই পীড়া, কেবল ব্যক্তিবিশেষে উহারা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে মাত্র। উহারা সকলেই স্নায়বীয় উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন হয়, কেবল স্থান ও কারণের বিভিন্নতানুসারে পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিধেয়। ব্রঙ্কিয়াল্ টিউবস্থিত (Bronchial Tube) স্নায়ুশাখার উত্তেজনাবশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে ব্রঙ্কিয়াল্ এজ্মা (Bronchial Asthma), পাকস্থলীমধ্যে আহার্য্য পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ স্নায়ুশাখার উত্তেজনা সাধন করতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র উৎপাদন করিলে পেপ্টিক্ এজ্মা (Peptic Asthma) এবং নাসিকামধ্যে পুষ্পরেণু প্রবেশে তত্রস্থ স্নায়ুশাখার উত্তেজনাবশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মিলে হে এজ্মা (Hay Asthma) কহে। তদ্রূপ শৈত্য, উত্তাপ অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ নাসারন্ধ্রস্থিত স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনানিবন্ধন কোরাইজারও (Coryza) লক্ষণাদি আবির্ভূত হয়। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উহারা সকলেই একরূপ পীড়া, কেবল ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনাবশতঃ উৎপন্ন হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। ব্রঙ্কিয়াল্ টিউব্ (Bronchial Tube) ও পাকস্থলীমধ্যে ভেগাস্ নার্ভের (Vagus Nerve) শাখা এবং নাসিকামধ্যে পঞ্চম স্নায়ুর নাসিকাসম্বন্ধীয় শাখা (Nasal Branch of the Fifth Nerve) উত্তেজিত হয়। এই রূপে স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনাবশতঃ ক্রমশঃ মস্তিষ্কমধ্যে উহাদের উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ নিউক্লিয়াস্ও (Neucleus) উত্তেজিত হইতে থাকে। কখন কখন ঐ নিউক্লিয়াস্ গুলির (Neucleus) এরূপ বিকৃতি জন্মে যে একটী উগ্রভাবাপন্ন হইলে অপরটীও তাহার অনুসরণ করে। এই জন্য শিশুদিগের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমতঃ কেহ কেহ কোরাইজা (Coryza) রোগাক্রান্ত হইয়া শেষে এজ্মা (Asthma) পীড়ার বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এরূপ হইবার কারণ এই যে প্রথমতঃ কোন কারণবশতঃ উহাদের নাসাভ্যন্তরস্থ পঞ্চমস্নায়ুর নাসিকাসম্বন্ধীয় শাখা (Nasal Branch of the Fifth Nerve) উত্তেজিত হওয়াতে কোরাইজা (Coryza) পীড়া জন্মে, পরে ক্রমশঃ এই স্নায়বীয় উত্তেজনা উক্ত নার্ভের (Nerve) উৎপত্তিস্থান হইতে ভেগাস্ নার্ভের (Vagus

Nerve) উৎপত্তিস্থানে সঞ্চালিত হইয়া এজ্‌মা (Asthma) রোগের সৃষ্টি করে। তদ্রূপ কোন কোন ব্যক্তি কিয়দ্দিন যাবৎ ব্রঙ্কিয়াল্ এজ্‌মা (Bronchial Asthma) ভোগ করতঃ পেপ্‌টিক্ অথবা হে এজ্‌মা (Peptic or Hay Asthma) দ্বারা আক্রান্ত হয়, কেহবা প্রথমতঃ হে এজ্‌মা (Hay Asthma) পীড়াগ্রস্ত হইয়া পরে পেপ্‌টিক্ অথবা ব্রঙ্কিয়াল্ এজ্‌মার (Peptic or Bronchial Asthma) বশীভূত হইয়া থাকে ইত্যাদি। উহাদের পরস্পরের সৌহার্দ্দ যে কেবল এই রূপেই সপ্রমাণিত হইয়াছে তাহা নহে, উহারা পুরুষানুক্রমে পিতা, পুত্র, পৌত্রাদিকে আক্রমণ করাতেও উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল পীড়ার বিষয় কথিত হইল উহার কতকগুলিতে আর্সেনিক্ (Arsenic) অতীব উপকারী। স্থলবিশেষে উহা প্রয়োগমাত্রেই পীড়ার উপশম হয়, কখন কখন ৮।১০ দিবস অথবা দুই সপ্তাহ কাল ব্যবহার না করিলে উহাদ্বারা কিছুমাত্র ফল দর্শে না। হে ফিবার (Hay Fever) নিবারণে উহা তাদৃশ পারদর্শী নহে। এই রোগের প্রারম্ভাবস্থায় আর্সেনিকের পরিবর্ত্তে একোনাইট্ (Aconite) প্রযোজ্য। এতদ্দ্বারা জ্বরবেগ, সর্দ্দি, শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি সমস্তই সত্বর প্রশমিত হয়। যে স্থলে আর্সেনিক্ প্রতিকার সাধনে পরাংমুখ হয়, সে স্থলে আইওডিনের বাষ্পাঘ্রাণ (Iodine Inhalation), আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) অথবা ভিরাট্রাম্ ভিরিডি দ্বারা (Viratrum Viride) উপকার দর্শে। কখন কখন হাঁচি, সর্দ্দি, নাসাকণ্ডূয়ন প্রভৃতি কোরাইজার (Coryza) লক্ষণাবলী উল্লিখিত কোন ঔষধদ্বারাই নিবারিত হয় না, সে স্থানে কেবল মাত্র লিনিমেণ্ট্ একোনাইট্ (Liniment Aconite) নাসিকা ও তৎপার্শ্বপ্রদেশোপরি মর্দ্দন করিলে আশু পীড়ার শান্তি হয়।

পাকস্থলীর কতিপয় পীড়াতেও আর্সেনিক্ (Arsenic) মহোপকারী। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) রোগে রসনা অপরিস্কৃত হইলে ও লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে, এবং উহার প্যাপিলি (Papillæ) ঈষদুন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে আহারের অনতিপূর্ব্বে এক বিন্দু মাত্রায় লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) সেবনে অতীব আশ্চর্য্য ফল প্রসবিত হয়। অপরিমিত সুরাপানে পাকাশয়ের উগ্রভাবশতঃ মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তিদিগের দুর্নিবার্য্য

বমন, ক্ষুদামান্দ্য, ও পরিপাকশক্তির লাঘব হয়। অতএব ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আর্সেনিক্ প্রয়োগ করিলে উহা যে কেবল পাকস্থলীর উগ্রতা হরণ করতঃ বমন নিবারণ করে এমত নহে, এতদ্দ্বারা পাকযন্ত্রের উন্নতি সাধন হওয়াতে ক্ষুধা ও পাচনশক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাকাশয়মধ্যে পুরাতন ক্ষত অথবা ক্যান্সারের (Cancer) আবির্ভাববশতঃ বেদনা ও বমন উপস্থিত হইলে তন্নিবারণে অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা আর্সেনিক্ অধিকতর উপযোগী। এতদ্দ্বারা কখন কখন গর্ভাবস্থার বমনও নিবারিত হয়, এবং অম্লাধিক্যপ্রযুক্ত উদর ও বক্ষঃস্থলাভ্যন্তরের জ্বলন ও গ্যাষ্ট্রালজিয়া (Gastralgia) পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। কেহ কেহ বিসূচিকা রোগের বমননিবারণার্থ ইহা ব্যবহার করেন।

কোন কোন ব্যক্তি ভোজনান্তে ভুক্ত দ্রব্যাদি অকস্মাৎ বমন করেন। বস্তুতঃ বমনের পূর্ব্বে তাঁহাদের বিবমিষা জন্মে না বটে, কিন্তু আহার সমাপনান্তে গিলিত পদার্থ যেন উদর হইতে স্বতঃ বহির্নিঃসৃত হইতে থাকে। এরূপ বমন নিবারণেও আর্সেনিক্ অসমর্থ নহে।

পুরাতন ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) রোগে উদরাময় ও উহার আনুসঙ্গিক নিম্নলিখিত লক্ষণরাজি বর্ত্তমান থাকিলে লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) ব্যবহার্য্য। আহারের প্রাক্কালে রোগীর এপিগ্যাষ্ট্রিক্ প্রদেশ (Epigastric Region) ঈষন্নমিত লক্ষিত হয়, এবং ভোজনান্তে উহা স্বাভাবিকাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আহার সমাপনমাত্রেই, অথবা অর্দ্ধভুক্তাবস্থায় মলত্যাগেচ্ছু হইয়া রোগী খাদ্য দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করতঃ গাত্রোত্থান করিতে বাধ্য হয়। পরিত্যক্ত মল কখন কঠিন, কখন বা ঈষত্তরল ভাব ধারণ করে, এবং সচরাচর উহার সহিত অর্দ্ধজীর্ণ আহার্য্য পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। এই পীড়া অন্ত্র ও পাকস্থলীর অত্যধিক পেরিষ্টল্টিক্ ক্রিয়া (Peristaltic Action) হইতে জন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং খাদ্য দ্রব্য উদরমধ্যে প্রবেশ করিলেই উল্লিখিত ক্রিয়ার আধিক্যবশতঃ উহা পাকাশয় হইতে অন্ত্রমধ্যে তাড়িত হয়, পরে মলের সহিত বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই পীড়া সাধারণতঃ ১০।১২ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে আক্রমণ করে। এই রোগে আর্সেনিক্ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ আহারকালীন মলত্যাগেচ্ছা

অপনীত হয়, পরে ৮।১০ দিবসমধ্যেই রোগী সুন্দর রূপে আরোগ্যলাভ করে। এতদর্থে উহা ভোজনকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক অথবা দুই বিন্দু মাত্রায় প্রযোজ্য। যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক পীড়াজনিত পুরাতন উদরাময় রোগে ও আর্সেনিকের কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষীভূত হয়। বিসূচিকা পীড়াপ্রভাবে রোগী কলাপ্‌স্ (Collapse) অবস্থায় উপনীত হইলে অনেকে এতদ্দ্বারা ফলপ্রাপ্ত হইয়া ইহার যশঃকীর্ত্তন করেন।

ক্লোরোসিস্ (Chlorosis) ও এনিমিয়া (Anæmia) রোগে লৌহ যেরূপ উপকারী, আর্সেনিক্‌ও (Arsenic) তদ্রূপ। যে স্থলে লৌহদ্বারা ফল না দর্শে, অথবা উহা রোগীর পক্ষে অসহ্য হয়, সে স্থলে আর্সেনিক্ ফলপ্রদানে পরাংমুখ হয় না। কেহ কেহ বলেন যে আর্সেনিক্‌সংযোগে লৌহের ক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য অনেকে আর্সেনিক্ ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যে জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া রোগী নিরতিশয় দুর্ব্বল হইলে নাড়ীর বলবৃদ্ধি, চর্ম্মের শুষ্কতাহরণ, ও রোগীর দৌর্ব্বল্যদূরীকরণার্থ উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্থবির ও হীনবীর্য্য ব্যক্তিদিগের পদদ্বয়ে স্ফীতি, অথবা উহাদের হৃৎপিণ্ডের নিস্তেজতাবশতঃ কিম্বা স্বল্পায়াসে শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে কোন কোন চিকিৎসক উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য এতদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা দান করেন।

ফুস্ ফুসের আক্ষেপজনক পীড়ানিবারণে আর্সেনিক্ মহোপযোগী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এতদুদ্দেশে উহা প্রকৃত এজ্‌মা রোগে (Asthma) অথবা এম্ফিজিমা (Emphysema) রোগের শ্বাসকৃচ্ছ্রাপহরণে ব্যবহৃত হয়। শৈত্যপ্রভাবে কখন কখন এম্ফিজিমা (Emphysema) পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের বক্ষঃস্থলে ঘর্ঘর শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, এবং স্বল্পায়াসে অথবা রজনীযোগে এতাদৃশ শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় যে উপাধানে মস্তক বিন্যস্ত করতঃ শয়ন করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এরূপ স্থলেও উহা যন্ত্রণা নিবারণে পরাংমুখ নহে। কিন্তু যদ্যপি উল্লিখিত পীড়ার সহিত ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) বর্ত্তমান থাকে, অথবা শ্বাসকৃচ্ছ্রের প্রবলতাপ্রযুক্ত শ্বাসরোধের উপক্রম হয়, তাহা হইলে আর্সেনিক্ উহা দূরীকরণে অসমর্থ। এরূপ স্থলে লবিলিয়া (Lobelia) কিম্বা বেলেডনা (Belladonna) প্রতিকার সাধন

করিয়া থাকে। যে স্থলে একজেমা (Eczema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগের র‍্যাস (Rash) অকস্মাৎ লুকায়িত হওয়াতে অসহ্য শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় সে স্থলে উহা অতীব ফলদায়ক। বক্ষঃস্থলমধ্যে ঘর্ঘর শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে এবং উহার সহিত কথঞ্চিৎ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বর্ত্তমান থাকাতে কোন কোন বালক কিয়ৎকাল যন্ত্রণা ভোগ করতঃ অবশেষে এজ্‌মা (Asthma) রোগের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এই পীড়ার এতাদৃশ পূর্ব্বলক্ষণাদিও উহা দ্বারা দূরীভূত হয়।

বিবিধ চর্ম্মরোগে আর্সেনিক্ মহোপকারী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। যে সকল চর্ম্মরোগের গুটিকাগুলি গোলাকারে নির্গত হয় ঐ সকল রোগে, এবং পুরাতন একজেমা (Chronic Eczema), লেপ্রা (Lepra), সোরাইসিস্ (Psoriasis) প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিলে উহা অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। এতদ্দ্বারা ঐ সকল পীড়ার অধিকাংশই সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয়। কতক-গুলি যদিও আরোগ্য না হয় তথাপি প্রশমিত হয়, এবং দুই একটী মাত্র কিছুমাত্র উন্নতিলাভ করে না। চর্ম্মরোগে আর্সেনিক্ প্রয়োগের কতকগুলি নিয়ম আছে। প্রথমতঃ উহা স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অধিক মাত্রায় উহা অধিক ফল প্রসব করে না; দ্বিতীয়তঃ উহার মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা উচিত নহে, যেহেতু কিয়ৎকাল নির্দ্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে কখন কখন উহার বিষক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সুতরাং সেরূপ স্থলে বরং মাত্রা হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে; তৃতীয়তঃ চর্ম্ম রোগের প্রদাহাবস্থায় উহা অব্যবহার্য্য; চতুর্থতঃ উহা বালকাপেক্ষা বালিকাদিগের জন্য অধিক মাত্রায় প্রযোজ্য, এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য যেরূপ মাত্রার প্রয়োজন, পঞ্চমবর্ষীয় অথবা তদধিকবয়স্ক সন্তানদিগের পক্ষেও তদ্রূপ মাত্রায় ব্যবস্থেয়; পঞ্চমতঃ উহা শূন্যোদরে সেবন করা অবি-ধেয়, কোন কোন চিকিৎসক উহা দশ বিন্দু অথবা তদধিক মাত্রায় ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু সচরাচর পাঁচ বিন্দু মাত্রায় প্রত্যহ বারত্রয় প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট; ষষ্ঠতঃ উহা ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিলিত হইলে অন্ত্রের উগ্রতা সাধন করে না, এবং কিয়ৎকাল সেবন করিলে যৎকালে নয়নমধ্যে কণ্ডূয়ন, জ্বলন ও কিঞ্চিৎ প্রদাহ উপস্থিত হয় ও নয়নের অধঃপত্র ঈষৎ স্ফীত লক্ষিত

হয়, তৎকালে চর্ম্মরোগের উপশম হইতে থাকে, এবং তৎকালে উহার মাত্রারও হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয় ; সপ্তমতঃ কঞ্জাং টাইভার (Conjunctiva) প্রদাহ উপস্থিত হইলে ঔষধের মাত্রার লাঘব করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উহা এককালীন রহিত করা অবিধেয়, এবং যাবৎ উহা প্রয়োগ করিবে তাবৎ যাহাতে উক্ত প্রদাহ কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান থাকে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য ; অষ্টমতঃ যদ্যপি উহাদ্বারা চর্ম্মপ্রদাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উহা সেবনে বিরত না হইয়া মধ্যে মধ্যে বিরেচক ঔষধ সেবন করা উচিত, নবমতঃ যে রোগের জন্য উহা ব্যবহার করা হয়, রোগী যে কয়বৎসর যাবৎ সেই পীড়া ভোগ করে, রোগাবসানেও সেই কয়মাস যাবৎ উহা সেবনীয়।

চর্ম্মরোগে আর্সেনিকের (Arsenic) ব্যবহারসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা হইল যদিও উহা সর্ব্ববাদিসম্মত বটে, তথাপি কোন কোন বহুদর্শী চিকিৎসক বলেন যে দেহমধ্যে উহার বিষক্রিয়া প্রকাশিত, কঞ্জাংটাইভার (Conjunctiva) প্রদাহ, এবং নয়নদ্বয়ের অধঃপত্রের স্ফীতি উৎপাদিত না হইলেও এতদ্দ্বারা ফললাভ হইয়া থাকে। সোরাইসিস্ (Psoriasis) রোগে উহা প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ পীড়িত স্থান লোহিত বর্ণ ধারণ করাতে ও তথায় কথঞ্চিৎ প্রদাহের বৃদ্ধি হওয়াতে প্রভূত অপকার সাধিত হইতেছে বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, ঔষধ প্রয়োগে বিরত না হইলে স্বল্পকালমধ্যেই দেখা যায় যে প্রদাহ ক্রমশঃ হ্রাস, এবং পীড়িত প্রদেশের মধ্যস্থল ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে।

আর্সেনিক্ (Arsenic) সোরাইসিস্ (Psoriasis) রোগে যেরূপ ফলদায়ক, পুরাতন একজেমা (Chronic Eczema) পীড়াতে যদিও তাদৃশ নহে, তথাপি উহা যে শেষোক্ত রোগে আশাতীত ফলপ্রদানে তৎপর তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাল্‌ভা (Vulva), স্ক্রোটাম্ (Scrotum), গুহ্যদ্বার প্রভৃতি প্রদেশে এই পীড়া আবির্ভূত হইলে দুরপনেয় বলিয়া বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে আর্সেনিক্ (Arsenic) উহা দূরীকরণে সমর্থ। এতদ্দ্বারা পেম্ফিগাস্ (Pemphigus) নামক চর্ম্মপীড়া নিবারিত হয়। যদিও এই ব্যাধি কিয়ৎকাল পরে পুনঃপ্রকাশিত হয়, তথাপি

আর্সেনিক্ (Arsenic) পুনঃ প্রয়োগে উহা অন্তর্দ্ধান করে। লিকেন্ (Lichen) অথবা অন্যান্য দুর্নিবার্য্য চর্ম্মরোগও উহা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য কতিপয় স্নায়বীয় পীড়াতে আর্সেনিক্ মহোপকারী। কোরিয়া (Chorea) রোগে উহার ন্যায় ফলপ্রদ ঔষধি অতি বিরল। এই পীড়ার সহিত সচরাচর জ্বর, রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Rheumatism), অথবা এনিমিয়া (Anæmia) বর্ত্তমান থাকে। জ্বর কিম্বা রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Rheumatism) থাকিলে উহা যথোপযুক্ত ঔষধাদিদ্বারা নিবারণ করা কর্ত্তব্য, এবং যদ্যপি এনিমিয়া (Anæmia) থাকে তাহা হইলে লৌহ ঘটিত ঔষধি প্রযোজ্য। যে স্থলে কোরিয়া (Chorea) রোগের সহিত অন্য কোন পীড়া দৃষ্টিগোচর না হয় সে স্থলে আর্সেনিক্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহা স্বল্প মাত্রায় সেবন করিলে তাদৃশ উপকার দর্শে না, তজ্জন্য কোন কোন চিকিৎসক উহার কার্য্যকারিতাসম্বন্ধে সন্দেহ করেন। উহা প্রথমতঃ দুই কিম্বা তিন বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যদ্যপি এতদ্দ্বারা পীড়ার প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত। স্থলবিশেষে উহা ২০, ২৫, অথবা ৩০ বিন্দু মাত্রায় দিবসে তিনবার প্রযোজ্য। উহার মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলে রোগী এত স্বল্পকালমধ্যে উহাতে অভ্যস্ত হয় যে আর উহার বিষক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে না। বালকদিগকে কখন কখন প্রত্যহ ২০ হইতে ৪০ কিম্বা ৫০ বিন্দু পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলেও তাহারা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। যদ্যপি মাত্রাধিক্যবশতঃ বিষলক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহা হইলে দিবসদ্বয়ের জন্য উহা রহিত করা কর্ত্তব্য। কোন কোন চিকিৎসক এই রোগে পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে আর্সেনিক্ প্রয়োগ করেন। এরূপেও উহা অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রসব করে, কিন্তু পাকস্থলীর কোন রূপ বিকৃতি উৎপাদন করে না।

অনেকে বলেন যে নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia) রোগে স্বল্পমাত্রায় আর্সেনিক্ (Arsenic) প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উহা এঞ্জাইনাপেক্‌টোরিস্ (Angina Pectoris) পীড়াতেও কেহ কেহ ব্যবহার করেন। যদিও এতদ্দ্বারা উক্ত রোগ এককালীন আরোগ্য না হয়, তথাপি দীর্ঘকাল

সেবনে উহার প্রাখর্য্য খর্ব্বীভূত হইয়া থাকে। এপিলেপ্সি (Epilepsy) পীড়াতেও উহা ফলদায়ক বলিয়া পরিচিত।

পর্য্যায়নিবারক ক্রিয়ার জন্য সবিরাম জ্বরে আর্সেনিক্ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত পীড়াতে উহা কুইনিন্ (Quinine) ব্যতীত অন্যান্য সকল ঔষধাপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে কম্প জ্বরনিবারণে যদিও উহা সিঙ্কোনা (Cinchona) অপেক্ষা অধিক পারদর্শী নহে, তথাপি উহারা যে উভয়ই তুল্য তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অধুনা সাধারণের বিশ্বাস এই যে জ্বররোগে যদিও আর্সেনিক্ সিঙ্কোনার (Cinchona) ন্যায় কার্য্যকারী বটে, তথাপি সিঙ্কোনার (Cinchona) ক্রিয়া নিশ্চিত এবং উহা জ্বরাপহরণে ক্ষিপ্রহস্ত। অধিকন্তু যে সকল প্রবল জ্বর প্রভাবে সহসা রোগীর জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সিঙ্কোনা (Cinchona) স্বল্পকালমধ্যেই তন্নিবারণে সমর্থ। আর্সেনিক্ দীর্ঘকালস্থায়ী পালাজ্বর-নিবারণে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। এপিথিলিওমা (Epithelioma), স্কিরাস্ ক্যান্সার্ (Scirrhus Cancer), এবং রোডেণ্ট্ আল্সার্ (Rodent Ulcer) নামক পীড়াতে কেহ কেহ দীর্ঘকাল আর্সেনিক্ প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করিয়াছেন।

ইদানীন্তন যক্ষা ও টিউবার্কিউলোসিস্ (Tuberculosis) রোগে আর্সেনিক্ ফলদায়ক বলিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি, কাশি ও কফস্রাবের হ্রাস, এবং ফুস্ফুস্মধ্যস্থ ক্ষত শুষ্ক হয়। উহা টিউবার্কিউলোসিস্ (Tuberculosis) পীড়াসম্ভূত জ্বরোত্তাপহরণে বিশেষ উপযোগী। যে স্থলে উক্ত পীড়াবশতঃ রোগী নিরবচ্ছিন্ন জ্বর ভোগ করে সে স্থলে উহা প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ উত্তাপের হ্রাস হইতে থাকে, এমন কি কথন কথন একবার মাত্র সেবন করিলেই জ্বরবেগের খর্ব্বতা লক্ষিত হয়। কথন কথন আর্সেনিক্ বন্ধ করিলে উত্তাপের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু উহা পুনঃপ্রয়োগে পুনরায় উত্তাপের হ্রাস হয়। কি বালক, কি যুবা, কি প্রৌঢ় সকল ব্যক্তির পক্ষেই উহা সমান উপকারী। কথন কথন এতদ্দ্বারা উল্লিখিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করা যায়। ফাইব্রয়েড্ থাইসিস্ রোগে (Fibroid Phthisis) এবং তরুণাপেক্ষা পুরাতন

যক্ষাতে উহা অধিকতর ফলপ্রদ। এতৎপ্রয়োগে সচরাচর রোগীর বিবমিষা, বমন, উদরমধ্যে বেদনা প্রভৃতি কোন রূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় না। উহা দুই, তিন, অথবা চারিঘণ্টান্তর দুই হইতে চারি বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

রিউম্যাটয়েড্ আর্থ্রাইটিস্ রোগে (Rheumatoid Arthritis) এবং উক্ত পীড়াবশতঃ গ্রন্থিনির্ম্মাপক অস্থির বিবর্দ্ধন হইলে আর্সেনিক্ব্যবহারে ফল দর্শে। 'এই রোগে গ্রন্থির বেদনা কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম, কখন দিন, কখন বা রাত্রিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং পীড়িত স্থানে উত্তাপপ্রয়োগে কখন বা উহার লাঘব কখন বা আধিক্য দৃষ্ট হয়। পীড়া যেরূপ আকার ধারণ করুক না কেন আর্সেনিক্ তাহা নিবারণে সমর্থ বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়া এরূপ অনিশ্চিত যে স্থলবিশেষে উহাদ্বারা কোন উপকার সম্ভবে না। সময়ে সময়ে উহা এতাদৃশ আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে যে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উক্ত পীড়াপ্রভাবে গ্রন্থি স্ফীত ও বিকৃতভাবাপন্ন হইলে, এবং দীর্ঘকাল উহার সঞ্চালনশক্তি রহিত হইলেও এতৎপ্রয়োগে স্ফীতি দূরীভূত এবং পীড়িত গ্রন্থি উহার স্বাভাবিক আকার ও চালনাশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়। এই রোগে আর্সেনিক্ অধিক মাত্রায় এবং দীর্ঘকাল সেবন না করিলে কোন উপকার প্রত্যাশা করা যায় না, অতএব কিয়ৎকালব্যবহারে পীড়ার প্রতিকার না হইলে ঔষধ রহিত করা কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে এই পীড়াপ্রশমনার্থ উহা এতাদৃশ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা আবশ্যক যে তদ্দ্বারা উহার বিষক্রিয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু সচরাচর তাদৃশ অধিক মাত্রায় ব্যবহার না করিলেও রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের নিম্নলিখিত পীড়াতে আর্সেনিক্ ফলদায়ক। কোন কোন স্ত্রীলোকের গুহ্যদ্বার হইতে ঝিল্লীবৎ একপ্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়; রোগীর দেহ দিন দিন বিবর্ণ ও বিশীর্ণ হইতে থাকে, এবং উহার উদরমধ্যে নিউর্যালজিয়া (Neuralgia) পীড়ার ন্যায় বেদনা উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাদি ডিস্মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa) পীড়ার সহিত সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয়, এবং সময়ে সময়ে উক্ত ঝিল্লীবৎ পদার্থ গুহ্যদ্বার ও জরায়ু এই উভয় স্থান হইতেই নিঃসৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এই রোগেও আর্সেনিক্ প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করিয়াছেন।

ALCOHOL

এল্‌কোহল্‌ বা সুরা।

ফিজি। এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) মাদকদ্রব্যমধ্যে পরিগণিত। ব্রাণ্ডি (Brandy), পোর্ট (Port), সেরি (Sherry) প্রভৃতিতে উহার অস্তিত্ব বশতঃ উহাদের মাদকতাশক্তি পরিলক্ষিত হয়, এবং ঐ সকল পদার্থে উহার পরিমাণের ন্যূনাধিক্যবশতঃ উহাদের ঐ শক্তিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) মত্ততা উৎপাদন করে বটে, কিন্তু স্বল্প মাত্রায় উহা একটী উৎকৃষ্ট উত্তেজক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এই উত্তেজক ও অন্যান্য বহুবিধ ক্রিয়ার জন্য ক্লোরোফর্ম (Chloroform) ও ইথারের (Ether) সহিত উহার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে উহারা সকলেই উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বলবতী ও নাড়ী বেগগামিনী হয়, এবং রোগী কিয়ৎকাল উন্মত্তাবস্থায় অবস্থিতি করতঃ অবশেষে অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হয়। এই রূপে উল্লিখিত ঔষধিত্রয় যদিও একরূপ ক্রিয়া সাধন করে, তথাপি উহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে ক্লোরোফর্ম ও ইথার (Chloroform and Ether) জনিত উন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ও অজ্ঞানতা দীর্ঘকালব্যাপী; কিন্তু এল্‌কোহল্‌দ্বারা (Alcohol) যে উন্মত্ততা জন্মে উহা দীর্ঘকালস্থায়ী এবং উহা হইতে যে অজ্ঞানতা উপস্থিত হয় উহা ক্ষণকালমাত্র অবস্থিতি করে। উহাদের মধ্যে আরও প্রভেদ এই যে প্রথমোক্ত ঔষধদ্বয় সেবন করতঃ রোগী হতজ্ঞান হইলে তদবস্থায় দীর্ঘকাল যাপন করে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না; কিন্তু এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) সেবনে রোগী চৈতন্য হারাইলে আর উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সচরাচর স্বল্পকালমধ্যেই তাঁহাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। যাহা হউক এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে ক্লোরোফর্ম ও ইথার (Chloroform and Ether) স্পর্শ ও চৈতন্যহারক, কিন্তু এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) তাহা নহে, অন্ততঃ তজ্জন্য ব্যবহৃত হয় না।

এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) বাষ্পাকারধারণক্ষম, তজ্জন্য স্থানিক প্রয়োগে

উহা শৈত্যোৎপাদক; কিন্তু এতৎক্রিয়াসাধনে এতদপেক্ষা বরফ অধিকতর উপযোগী। চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে সত্বর বাষ্পাকারে পরিণত হওয়াতে উহা তন্নিম্নস্থ টিসুমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যদ্যপি কোন প্রকারে উহার এতাদৃশ গুণ অপহরণ করা যায় তাহা হইলে উহা স্বকীয় বিস্তারশীলতা-গুণে টিসুমধ্যে প্রবেশ করতঃ উত্তাপ ও প্রদাহ উৎপাদন করে। এই রূপে উহা প্রত্যুগ্রতাসাধক বলিয়া পরিচিত। ক্ষতোপরি সংলগ্ন হইলে এতদ্দ্বারা এল্‌বিউমেন্ (Albumen) সংযত হইয়া ক্ষতস্থান এরূপে আবৃত করে যে তন্মধ্যে জল অথবা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং ক্ষত সত্বর আরোগ্যলাভ করে। মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এতদ্দ্বারা তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সংকুচিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহা সংকোচক।

স্বল্প পরিমাণে সেবন করিলে উহা পাকাশয়মধ্যে প্রবেশ করতঃ গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্রাব বৃদ্ধি করাতে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বলবতী হয় বটে, কিন্তু উহা উক্ত যুস্ (Juice) স্থিত পেপ্‌সিনের (Pepsine) উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা পেপ্‌সিনের (Pepsine) পাচনশক্তি নষ্ট করাতে, ও পাকাশয়স্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করাতে গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) স্রাব ও ক্ষুধার লাঘব হয়, এবং উক্ত ঝিল্লী হইতে গাঢ় মিউকাস্ (Mucus) ক্ষরিত হইতে থাকে। এই রূপে উহাদ্বারা পাকস্থলীর ক্যাটার্ (Catarrh) উৎপদিত হওয়াতে সুরাপানাসক্ত ব্যক্তিদিগের বিবমিষা ও বমন হইয়া থাকে।

দীর্ঘকাল অধিক পরিমাণে সুরাপান করিলে পাকস্থলীর পুরাতন ক্যাটার্ (Catarrh) জন্মে, এবং তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী গাঢ়তর মিউকাস্‌দ্বারা (Mucus) আবৃত হওয়াতে ভুক্ত দ্রব্য সহজে জীর্ণ হয় না। উক্ত ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহবশতঃ উহার আকারগত বৈলক্ষণ্যও ঘটিয়া থাকে। ঝিল্লীস্থিত কনেক্‌টিব্ টিসু (Connective Tissue) ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং উহা স্বকীয় ধর্ম্মানুসারে সংকুচিত হওয়াতে উক্ত ঝিল্লীসন্নিবেশিত গ্লাণ্ডসকল (Glands) সংরুদ্ধ ও বিনষ্ট হইয়া স্ব স্ব কার্য্যসাধনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এই রূপে পাকাশয়স্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ক্রিয়াবিহীন হইয়া উত্তরোত্তর স্থূল ও কঠিনভাব ধারণ করে, এবং উহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ফলিকল্‌সমূহের

(Follicles)ছিদ্র সংরুদ্ধ হওয়াতে তন্মধ্যে মিউকাস্‌ সেল্‌ (Mucous Cells) সঞ্চিত হইয়া সিষ্ট্‌ (Cyst) উৎপাদন হয়। এই সিষ্ট (Cyst) মধ্যে যত সেল্‌ (Cell) সঞ্চিত হয় ততই দিন দিন উহার আকার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর এতাদৃশ বিকৃতি উপস্থিত হওয়াতে খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হইলে অতি স্বল্প পরিমাণেই গ্যাষ্ট্রিক্‌ যুস্‌ (Gastric Juice) ক্ষরিত হয়, এবং উক্ত ঝিল্লীর গাঢ় মিউকাস্‌ (Mucus) সংলগ্ন থাকাতে ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণতাবশতঃ অনতিবিলম্বেই উদর বিবিধ বাষ্পদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এবম্বিধ অজীর্ণতানিবন্ধন উদরমধ্যে কেবল যে বাষ্পের সৃষ্টি হয় এমত নহে, এসেটিক্‌ (Acetic), বিউটিরিক্‌ (Butyric) প্রভৃতি বহুবিধ এসিডেরও উৎপত্তি হওয়াতে অম্লরোগ জন্মে। এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে রোগীর বমন হয়, এবং উহার সহিত অম্ল অথবা তিক্তাস্বাদবিশিষ্ট কিঞ্চিৎ গাঢ় মিউকাস্‌ (Mucus) নির্গত হইয়া থাকে।

বিস্তারশীলতাগুণে উহা স্বল্পকালমধ্যেই পাকস্থলী হইতে শোষিত হইয়া রুধিরপ্রবাহে নীত হয়। উহার কিয়দংশ অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু সত্বর শোষিত হওয়াতে উহা অধিক দূর গমন করিতে পারে না। শোণিত ও যন্ত্রাদির উপর উহার ক্রিয়াসম্বন্ধে চিকিৎসকেরা বহুবিধ মত প্রকাশ করেন। পূর্ব্বতন ভিষগ্‌বিৎ পণ্ডিতেরা বলিতেন যে উহাদ্বারা শরীরস্থ টিস্থ ও যন্ত্রাদির অক্‌সাইডেসনের (Oxidation) লাঘব হয়, কিন্তু আধুনিক বিশ্বাস এই যে উহা বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইদানীন্তন বহুবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এল্‌কোহল্‌ (Alcohol), ব্রাণ্ডি (Brandy) প্রভৃতি সেবনে শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হয়। তাপমান যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যদিও উহাদ্বারা অধিক পরিমাণে উত্তাপের লাঘব হয় না বটে, কিন্তু সুস্থাবস্থায় উহা প্রয়োগ করিলে যে কথঞ্চিৎ উহার হ্রাস হয় তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষে ইহাও দেখা যায় যে এতদ্দ্বারা উত্তাপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। উহা যেমন শারীরিক উত্তাপের ক্ষয় সাধন করে, তদ্রূপ দেহমধ্যে উত্তাপ উৎপাদনেরও সহায়তা করিয়া থাকে; যে হেতু পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে উহাদ্বারা যে সময়ে ও যে পরিমাণে

উত্তাপের ন্যূনতা লক্ষিত হয়, ঠিক সেই সময়ে ও সেই পরিমাণে দেহমধ্যে উহার সৃষ্টিও হইয়া থাকে। অতএব উহা যেমন উত্তাপনাশক, তদ্রূপ উত্তাপ উৎপাদক বলিয়া শারীরিক উত্তাপের সামঞ্জস্য সম্পাদন করে এই উত্তাপ নাশক ক্রিয়ার জন্য মাত্রাধিক্যের প্রয়োজন।

এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) মূত্রকারক বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে ইউরিয়া (Urea), সল্‌ফিউরিক্‌ এসিড্‌ (Sulphuric Acid), ফস্‌ফরিক্‌ এসিড্‌ (Phosphoric Acid) প্রভৃতি যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়, এতদ্দ্বারা ঐ সকল পদার্থের পরিমাণের হ্রাস হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ; উহা মূত্রের সহিত ঐ সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে নিঃসারিত করুক বা না করুক, উহা যে উহার জলীয়াংশ বৃদ্ধি করে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এল্‌কোহলের (Alcohol) ন্যায় ব্রাণ্ডি (Brandy), ক্লারেট্‌ (Claret), বিয়ার (Beer), জিন্‌ (Gin) প্রভৃতিও উক্ত কার্য্যসাধনে তৎপর।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে প্রশ্বাসবায়ুর সহিত যে কার্ব্বনিক এসিড্‌বাষ্প (Carbonic Acid Gas) নিঃসৃত হয় ব্রাণ্ডি (Brandy) ও জিন্‌ (Gin) সেবনে তাহার ন্যূনতা লক্ষিত হয়, কিন্তু রাম্‌ (Rum) দ্বারা উহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যদিও উহাদের এতৎক্রিয়াসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে উহাদের দ্বারা উহার পরিমাণের লাঘব হয় না। ষ্টার্চকে (Starch) শর্করাতে পরিণত করিতে কিম্বা উক্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ানিবারণে এল্‌কোহলের (Alcohol) কোন শক্তি নাই।

অনেকের বিশ্বাস যে এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) আমাদের আহার্য্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। তাঁহারা বলেন যে স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা দেহ হইতে বহিষ্কৃত হয় না, অত্যধিক পরিমাণে সেবন করিলে কিঞ্চিন্মাত্র প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। অন্যান্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইহা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেন, এবং বলেন যে উহা কিছুমাত্রই দেহমধ্যে খাদ্য দ্রব্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয় না। অনেকে পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে উদরস্থ হইলে উহার অধিকাংশ দেহমধ্যে অবস্থিতি করে, অতি স্বল্প পরিমাণেই

মূত্র, ঘর্ম্ম, অথবা প্রশ্বাসবায়ুর সহিত নিঃসৃত হয়। যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতান্তর লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা আহার্য্য পদার্থের ন্যায় মানবদেহের পুষ্টিসাধনে সমর্থ নহে। যদ্যপি খাদ্য দ্রব্যের ন্যায় তেজ ও বল সংবর্দ্ধনে এবং শরীরপোষণে উহার সামর্থ্য থাকে, তথাপি উহাদ্বারা দেহস্থ যন্ত্রাদির উত্তরোত্তর অধোগতি ও ক্রিয়ারাহিত্য হওয়াতে এতাদৃশ অহিতসাধন হয়, যে জনসমাজে উহার গুণগৌরবের পরিবর্ত্তে লোকে অপযশ ঘোষণা করে। যাহারা দীর্ঘকাল সুরাপানে আসক্ত তাহাদের শোচনীয়াবস্থা সন্দর্শনকরতঃ আমরা অনায়াসে স্থির করিতে পারি যে উহা একটী অতীব অনিষ্টকর পদার্থ। উহার সদ্গুণের পক্ষপাতী হইয়া যাঁহারা প্রত্যহ স্বল্প পরিমাণে সুরাপানে অভ্যস্ত হয়েন, তাঁহারাও কিয়ৎকাল পরে উহার গুণের পরিচয় পাইয়া অনুতাপকরতঃ উহাত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন। আহার্য্য পদার্থমধ্যে গণনাকরতঃ অনেকে উহা অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে এতদ্দ্বারা শরীরস্থ টিস্থুর অক্‌সাইডেসনের (Oxidation) লাঘব হওয়াতে টিস্থুচেঞ্জেরও (Tissue Change) লাঘব হয়, সুতরাং অধিক পরিমাণে টিস্থু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যদ্যপি বাস্তবিকই এল্‌কোহলের (Alcohol) এতাদৃশ গুণ থাকে, তাহাহইলে উহা যে পরিমাণে পুরাতন টিস্থুর ধ্বংস নিবারণ করে, সেই পরিমাণে নূতন টিস্থুর সৃষ্টিও রহিত করে; সুতরাং অক্‌সাইডেসন্ (Oxidation) ও টিস্থুচেঞ্জদ্বারা (Tissue Change) শারীরিক তেজ, বল, ও যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়ার যেরূপ বৃদ্ধি হওয়া উচিত তদ্রূপ না হওয়াতে দেহ দিন দিন নিস্তেজ, ও যন্ত্রাদি ক্রমশঃ স্বকীয় ক্রিয়াসাধনে অসমর্থ হইতে থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সুস্থ শরীরে প্রত্যহ স্বল্প পরিমাণে সুরাপান করিলেও উপকারের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ অপকার সংঘটিত হয়। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে ব্যাধি বিশেষে স্বল্পমাত্রায় সুরাসেবনে অসীম ফললাভ হয় বটে, কিন্তু নির্ব্যাধি দেহে কেবলমাত্র দৈহিক উন্নতির জন্য মদ্যপান অশেষ অনিষ্টের কারণ। অনেকের প্রতীতি আছে যে নিরতিশয় পরিশ্রমে শরীর নিতান্ত শ্রান্ত হইলে অথবা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য শারীরিক কিম্বা মানসিক কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন হইলে শ্রান্তিনিবারণে অথবা দেহ শ্রমোপযোগীকরণে সুরাই

একমাত্র সহায়। বস্তুতঃ একপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। সৈন্যসংক্রান্ত চিকিৎসকেরা নিরন্তর সৈনিকসহবাসে কালযাপন করতঃ যে বহুদর্শিতা লাভ-করেন, তদনুসারে তাঁহাদের ধারণা এই যে যাবৎ উহারা সুরাসক্ত না হয় তাবৎ উহারা কঠোর পরিশ্রমে একান্ত আক্রান্ত হয় না; ফলতঃ ক্লান্তিনিবা-রণার্থ সুরার বশবর্ত্তী হইলেই বিবিধ পীড়াজালে জড়িত হইতে থাকে, এবং উহাদের আয়াসসাধ্য কার্য্যসম্পাদনেও তাদৃশ শক্তি থাকে না। সচরাচর আমরাও দেখিতে পাই যে যে সকল ব্যক্তি সুরাসেবনে অনভ্যস্ত, তাহারা শারীরিক ও মানসিক শ্রমসাধ্য ক্রিয়াসাধনে যাদৃশ তৎপর, মদ্যপায়ী ব্যক্তি কদাচ তাদৃশ নহে।

বিয়ার (Beer), ওয়াইন্ (Wine) প্রভৃতি কতিপয় পানীয় পদার্থ আছে যাহাতে এল্কোহল্ (Alcohol) অতি অল্পমাত্রই বিরাজ করে। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে ইহার যে দোষের বিষয় বর্ণিত হইল উহা বিয়ার (Beer) প্রভৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয় না; ফলতঃ বিয়ারাদি (Beer) আহার্য্য দ্রব্যের ন্যায় কথঞ্চিৎ দেহের পুষ্টিসাধনে তৎপর বলিয়া অনেকে উহা ব্যবহার করেন।

অল্প এবং নিয়মিত পরিমাণে সেবন করিলে এল্কোহল্ (Alcohol) উপকারী বলিয়া যদিও স্বীকার করা যায়, অধিক পরিমাণে পান করিলে উহা যে দেহমধ্যে বিষবৎ কার্য্য করে তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্বারা ক্রমশঃ যাবতীয় টিসুর ডিজেনারেসন্ (Degeneration) উপস্থিত হয়, এবং যুবা ব্যক্তি অকালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। উহা এম্ফিজিমা (Emphysema) পীড়া আনয়ন, শারীরিক ও মানসিক তেজের খর্ব্বতাসাধন, এবং পাকস্থলী, যকৃৎ ও কিড্নির (Kidney) সিরোসিস্ (Cirrhosis) উৎপাদান করে। যাঁহারা অত্যধিক সুরাপানে আসক্ত হইয়াও দীর্ঘকাল সুস্থা-বস্থায় অতিবাহিত করেন, তাঁহারা প্রথমতঃ মনে করেন বটে যে উহা মানব-দেহসম্বন্ধে কিছুমাত্র অহিতকর নহে, কিন্তু উহাদ্বারা শরীরের তেজ ও বল উত্তরোত্তর একপ অলক্ষিতভাবে অপহৃত হইতে থাকে যে অকস্মাৎ দেহমধ্যে কোন সামান্য পীড়ার আবির্ভাব হইলে উহা হইতে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। যাহারা সুরাপানে অনভ্যস্ত তাঁহারা যে সকল ব্যাধি সহজেই অতিক্রম করিতে পারেন, সুরাসক্ত ব্যক্তিদিগের দেহ সেই সকল পীড়া

প্রকোপেই অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুরার আর একটী মহদ্দোষ এই যে উহা দীর্ঘকাল অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ডিলিরিয়ম্‌ ট্রেমেন্‌স্‌ (Delirium Tremens) নামক পীড়া উৎপাদন করে। কখন কখন এককালীন অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করিলেও এই রোগ জন্মে। এই পীড়া উপস্থিত হইলে শিরঃপীড়া, অনিদ্রা, বিবমিষা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, মুখশোষ, পিপাসা, হস্তপদাদির কম্পন, প্রলাপোক্তি, কণীনিকার প্রসরণ, নাড়ীর ক্ষীণতা, কোমলতা ও দ্রুতত্ব প্রভৃতি লক্ষণরাজী আবির্ভূত হয়।

হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধে এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। কোন কঠিন পীড়াবশতঃ উহার বলক্ষয় হইলে যৎকালে নাড়ী দুর্ব্বল হয় ও দ্রুত ভাব ধারণ করে, তৎকালে এতৎপ্রয়োগে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হয়। সুস্থাবস্থায় এতদ্দ্বারা আর্টিরিয়োল্‌স্‌ (Arterioles) বিস্ফারিত, এবং নাড়ী স্থূলতা প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু পীড়াপ্রভাবে দেহস্থ যাবতীয় টিসুর শিথি-লতা উপস্থিত হইলে উহা সেবনে নাড়ীর কোমলতা দূরীভূত, দ্রুতত্বের লাঘব, ও বলের বৃদ্ধি হয় এবং উহা সূক্ষ্মভাব ধারণ করে। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহা একটী উৎকৃষ্ট হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

ইথার (Ether) ও ক্লোরোফর্মের (Chloroform) ন্যায় এল্‌কোহল্‌ও (Alcohol) আক্ষেপনিবারক বটে, কিন্তু উহাদের ন্যায় ইহার ক্রিয়া তাদৃশ বলবতী নহে।

এল্‌কোহলের (Alcohol) ক্রিয়া—বাহ্য প্রয়োগে শৈত্যকারক, প্রত্যু-গ্রতাসাধক, ও সঙ্কোচক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অধিকমাত্রায় মাদক ও উত্তাপহারক, স্বল্পমাত্রায় আগ্নেয়, বলকারক, মূত্রকারক, আক্ষেপনিবারক, হৃৎপিণ্ডোত্তেজক এবং উত্তেজক।

থিরা। মস্তিষ্কের প্রদাহে শৈত্যকারক ক্রিয়ার জন্য এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) মস্তকোপরি স্থানিক রূপে প্রয়োজিত হয় বটে, কিন্তু উল্লিখিত উদ্দেশে এতদপেক্ষা বরফ অধিকতর উপযোগী। ব্রাণ্ডি (Brandy) অথবা ইউডিকলোন্‌ (Eau de Cologne) স্থানিক প্রয়োগে চর্ম্ম কঠিন হওয়াতে বেড্‌সোর্‌ (Bed Sore) নিবারিত হয়। এই রূপে চর্ম্মের কঠিনতা উৎপা-দনার্থ উহা প্রসবকালের বিশদ্দিন পূর্ব্ব হইতে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের

স্তনবৃন্তে প্রয়োগের জন্য অনেকে ব্যবস্থা করেন। এতাদৃশ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে স্তন্যদানকালে উক্ত স্থানে যে ক্ষতোৎপন্ন হয় এতদ্দ্বারা উহা নিবারিত হইয়া থাকে। সঙ্কোচক ক্রিযার জন্য উহার কুল্লি মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অথবা দন্তমাড়ীর ক্ষতে, কিম্বা সোর্‌থ্রোট্ (Sorethroat) ও স্কার্ভি (Scurvy) রোগে সচরাচর প্রচলিত।

প্রত্যুগ্রতাসাধক ক্রিযার জন্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির প্রদাহপ্রশমনার্থ উহা ব্যবহার্য্য। অনাবৃতাবস্থায় রক্ষা করিলে এল্‌কোহল্ (Alcohol) অনতি-বিলম্বেই বাষ্পাকার ধারণ করতঃ উড্ডীয়মান হয়, এজন্য উল্লিখিত উদ্দেশে ব্যবহার করিতে হইলে উহা প্রদাহযুক্ত স্থানের উপরিভাগস্থ চর্ম্মে প্রয়োগ করিয়া তৎপ্রদেশ কাচপাত্রদ্বারা আবৃত রাখা আবশ্যক। কিয়ৎকাল পরে উক্ত আবরণ উত্তোলন করিলে চর্ম্মে প্রদাহচিহ্ন ও তদানুসঙ্গিক আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহের শান্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

আগ্নেয় ক্রিযার জন্য উহা জনসমাজে অতীব আদরণীয়। নিরন্তর নির-তিশয় পরিশ্রমবশতঃ ক্ষুধামান্দ্য ও পরিপাকশক্তির লাঘব হইলে উহা স্বল্পমাত্রায় স্বল্প পরিমিত সলিলসহযোগে সেবন করিলে এতদুভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন কঠিন পীড়ার করাল কবল হইতে উন্মুক্ত হইয়া আরোগ্যলাভকালে, অথবা অলসভাবে দীর্ঘকাল নগরাবস্থানহেতু পাচনশক্তির বিকৃতি জন্মিলেও উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেবনীয়। কঠিন ও তরুণ পীড়াপ্রভাবে রোগী একান্ত হীনবল হইলে স্বভাবতঃ দেহাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় যন্ত্রাদির ক্রিয়া রাহিত্য জন্মে, অতএব তদবস্থাতেও উহা আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য। শরীরের বলক্ষয় হইলে তৎপরিপূরণে আহার্য্য পদার্থ যেরূপ তৎপর যদিও অন্য কিছুই সে রূপ নহে, তথাপি রুগ্নাবস্থায় অগ্নিমান্দ্যনিবন্ধন উহা অভীষ্টসাধনে অসমর্থ হওয়াতে এল্‌কোহলের (Alcohol) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উহাদ্বারা পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হওয়াতে রোগী অধিক পরি-মাণে আহার করিতে এবং ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে। উল্লি-খিত গুণের জন্য যদিও এল্‌কোহল (Alcohol) একটী অমূল্য ঔষধ বলিয়া পরিগণিত, তথাপি পীড়িতাবস্থায় উহা বিশেষ সাবধানতাসহকারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পীড়াপ্রভাবে পরিপাকশক্তির লাঘব, এবং রোগী একান্ত

হীনবল হইলে উহা পথ্যের সহিত স্বল্প পরিমাণে ও নির্দ্দিষ্টকালব্যবধানে ব্যবহৃত হয়। সুস্থাবস্থায় সচরাচর উহা সেবনের আবশ্যক হয় না; তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে নির্দ্ধারিত ভোজনকালে উহা প্রযোজ্য। এতদ্দ্বারা যেমন পাচনশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উহার উত্তেজক গুণে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বলবতী হওয়াতে ব্যাধিজনিত দুর্ব্বলতায় উহা অসীম ফলদায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অধিক পরিমাণে সুরা সেবনে পাকস্থলীর ক্যাটার্ (Catarrh) জন্মে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রবল জ্বর প্রভাবে অথবা কোন কঠিন পীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া রোগী নিতান্ত নিস্তেজ ও জীবনাশায় হতাশ হইলে যদিও সচরাচর উহার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করে, এবং এতাদৃশাবস্থায় যদিও উহা সমধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা যায়, তথাপি পাকাশয়ের বিকৃতি উপস্থিত হয় না। তদ্রূপ কোন সাংঘাতিক পীড়া হইতে আরোগ্যলাভকালে ক্ষুধাবৃদ্ধি জন্য অধিক মাত্রায় প্রয়োজিত হইলেও উহা পাকস্থলীর ক্যাটার্ (Catarrh) উৎপাদন করে না। উল্লিখিত অবস্থায় অধিক পরিমাণে সুরাসেবনে যদিও তাদৃশ অনিষ্টসম্ভাবনা নাই, তথাপি কখন কখন এতদ্দ্বারা ষ্টমাকের (Stomach) উগ্রতা সাধিত হওয়াতে ভোজনান্তেই বমন হইয়া ভুক্ত দ্রব্যাদি বহির্নিঃসৃত হয়, সুতরাং উহা রোগীর পক্ষে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধন করে।

উদরমধ্যে কোন অজীর্ণ পদার্থের অবস্থানবশতঃ যে উদরাময় জন্মে উহার শেষাবস্থায়, অর্থাৎ অন্ত্র হইতে উক্ত পদার্থ বহির্গত হইলেও তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শিথিলতানিবন্ধন রক্তের জলীয়াংশ অন্ত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে কিয়দ্দিন যাবৎ উদরাময় বর্ত্তমান থাকে, এরূপাবস্থায় ব্রাণ্ডি (Brandy) প্রয়োগে উহা সত্বর নিবারিত হয়।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের স্বভাবসুলভ দৌর্ব্বল্য ও তজ্জনিত অজীর্ণতাবশতঃ উদরাভ্যন্তরে বেদনা, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণাদি আবির্ভূত হইলে কোন কোন চিকিৎসক সুরাপানের ব্যবস্থা করেন। এতদর্থে যে সকল সুরাতে অধিক পরিমাণে ইথার (Ether) থাকে উহাই অধিক উপকারী। এতাদৃশ

সুরা স্নায়ুশূল (Neuralgia) নিবারণেও সমর্থ। নিউরাল্‌জিয়া পীড়া (Neuralgia) সচরাচর স্নায়বীয় অবসাদ হইতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং এল্‌কোহল্ (Alcohol) দ্বারা উল্লিখিত কারণ দূরীভূত হওয়াতে রোগেরও শান্তি হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের প্রৌঢ়াবস্থায় হিষ্টিরিয়ার (Hysteria) ন্যায় লক্ষণাবলী প্রকাশিত হইলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে, কিন্তু ইহার বিশেষ দোষ এই যে কিয়ৎকাল সেবন করিলে রোগিণী ইহাতে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে অবশেষে কি সুস্থ কি পীড়িত সকল অবস্থাতেই ইহার সেবায় অনুরক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত পীড়া সুরাদ্বারা চিকিৎসিত হইলে এবম্বিধ বিপৎপাতের সম্ভাবনা বলিয়া অনেকে উহার পরিবর্ত্তে অন্যবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করেন। যদ্যপি একান্তই উহা প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে উহার মাত্রা ও সেবনের নিয়মাবলীসম্বন্ধে চিকিৎসকের সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অত্যধিক পরিমাণে অথবা দীর্ঘকাল সুরাপান করিলে ডিলিরিয়াম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) নামক রোগ জন্মে। যৎকালে ইহা অপরিমিত সুরাপান হইতে উৎপন্ন হয়, তৎকালে কেবলমাত্র কিয়ৎকাল সুরাপানে বিরত হইলেই রোগের শান্তি হয়, অপরাপর ঔষধি সেবনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল সুরার সেবা করতঃ উহা লাভ করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করতঃ অকস্মাৎ উহা ত্যাগ করিয়া উক্ত পীড়ার বশবর্ত্তী হইয়াছেন তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য প্রত্যহ স্বল্প পরিমাণে সুরা ব্যবস্থেয়, এবং উহার আনুসঙ্গিক ক্লোরাল্ (Chloral), ব্রোমাইড্ (Bromide) প্রভৃতি নিদ্রাকারক ঔষধ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হৃৎপিণ্ডোত্তেজক গুণ থাকাতে এল্‌কোহল্ (Alcohol) একটী অমূল্য ঔষধি বলিয়া পরিচিত। কঠিন পীড়ার প্রাবল্যবশতঃ রোগী নিতান্ত নিস্তেজ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একান্ত দুর্ব্বল হইলে, অথবা গুরুতর আঘাত, ভয়, কিম্বা দৈবদুর্ব্বিপাকপ্রযুক্ত অকস্মাৎ উক্ত ক্রিয়া বিলুপ্তপ্রায় হইলে উহাই জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। এতাদৃশাবস্থায় অন্যান্য উত্তেজক ঔষধিসহযোগে উহা যথোপযুক্ত মাত্রায় নিয়মিতকালব্যবধানে প্রয়োগ করিলে অনতি

বিলম্বেই হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাবশতঃ রোগী আসন্ন কালগ্রাস হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত উদ্দেশে সাধারণতঃ ব্রাণ্ডিই (Brandy) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পীড়িতাবস্থায় ইহা যেরূপ হিতকারী, বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ না করিলে ইহা তদ্রূপ অনিষ্টকর। হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য দূরীকরণে সমর্থ বলিয়া উক্ত যন্ত্রসম্বন্ধে যদিও ইহা মহোপকারী, তথাপি অপরাপর যন্ত্রাদির উপর স্থলবিশেষে ইহা যে বিষময় ফল প্রসব করে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্নায়বীয় নিস্তেজতা ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতানিবন্ধন রসনা নীরস, চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, হস্ত পদাদি কম্পিত, নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুত ও কোমল, ও শ্বাসক্রিয়া দ্রুতভাব ধারণ করিলে এবং অনিদ্রা ও অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি উপস্থিত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য। উল্লিখিত লক্ষণের সহিত কখন কখন রসনা, দশনরাজি, দন্তমাড়ী ও ওষ্ঠাধর সোর্ডিস্ (Sordes) দ্বারা আবৃত থাকে। কোন কঠিন পীড়াবশতঃ যৎকালে এই সকল টাইফয়েড্ (Typhoid) লক্ষণ একত্রে আবির্ভূত হয় তৎকালেই এল্‌কোহল (Alcohol) প্রয়োগের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিতে হইবেক। এতৎপ্রয়োগে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাবলী উত্তরোত্তর অন্তর্হিত হইতে থাকে। চর্ম্ম ও রসনা ক্রমশঃ সরস হয়, নাড়ী বলবতী হয় ও মৃদুভাব ধারণ করে, হস্তপদাদির কম্পন ও প্রলাপোক্তির লাঘব হয়, মুখাভ্যন্তরস্থ সোর্ডিস্ (Sordes) দূরীভূত হইতে থাকে, এবং রোগী নিদ্রিতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দতা লাভকরে। স্থলবিশেষে এতদ্দ্বারা এতাদৃশ অভিলষিত ফল প্রসবিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উল্লিখিত লক্ষণসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে স্থলে উহাদ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সংঘটিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া উহা রহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সচরাচর এল্‌কোহল্ (Alcohol) প্রয়োগের উপযুক্তকালনির্দ্ধারণে অসমর্থ হইলেই উহা অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। অনেক স্থলে যথোচিত সময়ে প্রয়োগ করিলেও মাত্রার স্বল্পতাবশতঃ উহা আশানুরূপ ফল প্রদানে সমর্থ হয় না, সে স্থলে উত্তরোত্তর মাত্রা বৃদ্ধি করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, এমন কি কখন কখন উহা প্রতি ঘণ্টায় দুই কিম্বা তিন ড্রাম মাত্রায় সেবন না করিলে কোন উপকার সম্ভবে না। এক্ষণে উহার ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে টাইফয়েড্ লক্ষণ (Typhoid Symptoms) আবির্ভূত

হইলে উহা প্রযোজ্য, দিবসৈকমধ্যে ফললাভ না হইলে ক্রমশঃ উহার মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, এবং অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনুচিত সময়ে বিধান করাতে জিহ্বা ও চর্ম্মের শুষ্কতা, নাড়ী ও শ্বাসক্রিয়ার দ্রুতত্ব, অনিদ্রা প্রভৃতি দুর্লক্ষণাবলী দৃষ্টিগোচর হইলে তৎক্ষণাৎ এতৎপ্রয়োগে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া বিধেয়।

যে সকল লক্ষণের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইল উহা ব্যতীত রোগীর বয়ঃক্রম ও পীড়ার প্রকৃতি বিচার করিয়া এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শৈশবাবস্থায় ও বার্দ্ধক্যে যে সকল পীড়াপ্রভাবে সহসা রোগীর বলক্ষয় হয় সে সকল রোগে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির তাদৃশ হয় না, সুতরাং বালক ও বৃদ্ধদিগের চিকিৎসার জন্য সদা সর্ব্বদা উহার যেরূপ প্রয়োজন, যুবা ব্যক্তির জন্য সেরূপ নহে। যে সকল পীড়ার পূর্ণাবস্থায় স্বল্পকালমধ্যেই রোগী নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যৌবনাবস্থার স্বভাবসুলভ শারীরিক ও যান্ত্রিক সামর্থ্য প্রভাবে রোগী অনায়াসেই তাহার প্রকোপ সহ্য করিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগের জীবনরক্ষার জন্য সহসা সুরার আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু শিশু সন্তান ও বৃদ্ধব্যক্তিদিগের তাদৃশ তেজ ও বল না থাকাতে এবম্বিধ পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুরা ব্যবস্থেয়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে বিসূচিকা, নিউমোনিয়া (Pneumonia) টাইফাস (Typhus) প্রভৃতি সাংঘাতিক পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হইলে বৃদ্ধ ও বালকেরা যে পরিমাণে এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) গ্রহণ করতঃ উহা হইতে মুক্তিলাভ করে, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের এবম্ভূত পীড়াতে ততদূর কদাচ প্রয়োজন হয় না।

হৃৎপিণ্ডোত্তেজক ক্রিয়ার জন্য বিবিধ ব্যাধিতে উহা যেমন ব্যবহৃত হয়, কেবল মাত্র উত্তাপনাশক গুণের জন্য অনেকে জ্বররোগেও উহা প্রয়োগ করেন। এই রোগে অক্‌সাইডেসনের (Oxidation) আধিক্যবশতঃ প্রথমতঃ নাইট্রজিনাস্‌ টিস্থ (Nitrogenous Tissues) অধিক পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়াতে প্রস্রাবে ইউরিয়ার (Urea) পরিমাণের বৃদ্ধি হয়, দ্বিতীয়তঃ দেহমধ্যে অবিরত যে উত্তাপের উৎপত্তি হয়, রোগের স্বধর্ম্মানুসারে স্বেদস্রাবের ন্যূনতানিবন্ধন উহার ক্ষয়সাধন না হওয়াতে শরীরাভ্যন্তরে ক্রমশঃ উহা সঞ্চিত হয়, সুতরাং উত্তরোত্তর জ্বরোত্তাপের বৃদ্ধি হইতে থাকে। এল্‌কোহল্ (Alcohol) দ্বারা অক্‌সাইডেসনের (Oxidation) ব্যাঘাত

ঘটাতে যেমন টিসুক্ষয়ের হ্রাস হয় তদ্রূপ দেহাভ্যন্তরে উত্তাপোৎপাদনেরও লাঘব হয়; সুতরাং প্রস্রাবের সহিত তাদৃশ অধিক পরিমাণে ইউরিয়া (Urea) নির্গত হয় না, এবং জ্বরবেগও ক্রমশঃ প্রশমিত হয়। এল্‌কোহলের (Alcohol) এতাদৃশ গুণের অসদ্ভাব নাই যথার্থ বটে, কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে উহা কদাচ উত্তাপহরণে সমর্থ নহে। এতদুদ্দেশে এরূপ মাত্রায় উহা জ্বররোগে ব্যবহার করিলে এক পক্ষে উপকার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে উহা এতদর অনিষ্ট সাধন করে যে উহার পরিবর্তে অপরাপর জ্বরঘ্ন ঔষধের ব্যবস্থা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই রোগের চিকিৎসার জন্য সাধারণতঃ উহার আবশ্যক হয় না, বরং অধিকাংশ স্থলেই উহা নিষ্প্রয়োজন, এবং উহা ব্যতিরেকে অন্যবিধ ঔষধিদ্বারা অধিকতর ফল দর্শে; তবে যদ্যপি পীড়াপ্রভাবে রোগী নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহা হইলে উহার আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। স্থলবিশেষে উহা এতাদৃশ অধিকমাত্রায় ব্যবহার্য্য যে তদ্ব্যতীত রোগীর জীবনরক্ষার উপায়ান্তর নাই।

এতদ্দেশে যদিও বহুবিধ সুরা প্রচলিত তথাপি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের জন্য ব্রাণ্ডি (Brandy), জিন্ (Gin), পোর্ট (Port) প্রভৃতি কতিপয় সুরাই সচরাচর প্রয়োজনীয়। পীড়িতাবস্থায় এককালীন বহুবিধ সুরা প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু এতদ্দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে; তবে রোগীর ইচ্ছানুসারে মধ্যে মধ্যে উহা পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন চিকিৎসক জ্বররোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ব্রাণ্ডি (Brandy) প্রভৃতি অতীব উগ্রভাবাপন্ন সুরার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু যৎকালে স্নায়বীয় অবসাদবশতঃ হস্তপদাদির কম্পন ও অস্পষ্ট প্রলাপোক্তি আরম্ভ হয়, এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আইসে, তৎকালে যে সকল সুরাতে এল্‌কোহল্ (Alcohol) অপেক্ষা ইথারের (Ether) পরিমাণ অধিক থাকে তাঁহারা তাহাই ব্যবস্থেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। অপরে বলেন যে উল্লিখিত অবস্থা উপস্থিত হইলে ব্রাণ্ডি (Brandy) প্রভৃতি উগ্রতর সুরা সেবনে যেরূপ ফললাভ হয় অন্যবিধ সুরা তাদৃশ ফলোৎপাদনে কদাচ সমর্থ নহে। যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে যদিও চিকিৎসক

দিগের মধ্যে এরূপ মতভেদ লক্ষিত হয়, তথাপি উক্তাবস্থায় এল্‌কোহলই (Alcohol) যে জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পীড়িত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে দীর্ঘকালব্যবধানে অধিক মাত্রায় সুরা প্রয়োগ করা অবিধেয়, উহা স্বল্প মাত্রায় ও স্বল্পকালান্তর ব্যবস্থা করিলে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা, ইহার কারণ এই যে উহা এককালীন অধিক পরিমাণে উদরস্থ হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সহসা বলবতী হয় বটে, কিন্তু ক্ষণকালমধ্যেই উহা দেহ হইতে নির্গত হওয়াতে উহার হৃৎপিণ্ডোত্তেজক শক্তিও অন্তর্হিত হয়, সুতরাং নাড়ীও পূর্ব্ববৎ দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়; এবং যাবৎ উহা পুনঃ প্রযোজিত না হয় তাবৎ উক্ত যন্ত্রের হীনাবস্থার কিছুমাত্র উন্নতিসাধন হয় না। অনতিকালব্যবধানে প্রয়োগের ফল এই যে উহার পূর্ব্বতন মাত্রার উত্তেজকশক্তি বিলুপ্ত না হইতে হইতেই হৃৎপিণ্ডোপরি দ্বিতীয় মাত্রার ক্রিয়া প্রকটিত হইতে থাকে, সুতরাং উহাদ্বারা উক্ত যন্ত্র একবার উত্তেজিত হইলে উহা সহসা নিস্তেজ হইবার অবসর পায় না।

পীড়িতাবস্থায় রোগীর বলক্ষয়ের সহিত ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তিরও হ্রাস হয়, সুতরাং এল্‌কোহলের (Alcohol) আগ্নেয় গুণ থাকাতে উহা এরূপাবস্থায় অতীব উপকারী। উহা সচরাচর রোগীর পথ্যের সহিত প্রযোজ্য। উহার সহায়তায় আহার্য্য দ্রব্য অনায়াসে জীর্ণ হওয়াতে অনতিবিলম্বেই শরীরে বলাধান হয়, এবং অবশেষে উহা সেবন করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। শারীরিক বল বৃদ্ধিকরণে ভোজ্য পদার্থ যেরূপ উপযোগী তদ্রূপ অন্য কিছুই নহে, সুতরাং রুগ্নাবস্থায় যথোপযুক্ত পথ্যাদি যদ্যপি সুচারুরূপে জীর্ণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে সহসা এল্‌কোহলের (Alcohol) সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। দুর্ব্বল বালকদিগের অজীর্ণতা দূরীকরণার্থ উহা আহারের একঘণ্টাকাল পূর্ব্বে প্রযোজ্য। এই রূপে উহা প্রয়োগ করিলে কেবল যে ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে জীর্ণ হয় এমত নহে, উহাদ্বারা ক্ষুধাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

সকল রোগে একরূপ সুরা ব্যবহার্য্য নহে, যেহেতু আমরা দেখিতে পাই যে বিবিধ কাশরোগে বিয়ার (Beer) অথবা পোর্টার (Porter) প্রয়োগ করিলে কাশির প্রকোপ বৃদ্ধি হয়, উহাতে ব্রাণ্ডি (Brandy)

সেবনে বরং উপকার দর্শে। ব্যক্তিবিশেষেও ভিন্ন ভিন্ন সুরার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া লক্ষিত হয়। বিয়ার (Beer) কোন কোন ব্যক্তির শিরঃপীড়া, তন্দ্রা প্রভৃতি উৎপাদন করে, সেরি (Sherry) সেবনে কোন কোন ব্যক্তির অম্লরোগ জন্মে, কাহারও বা পোর্ট (Port) দ্বারা সর্ব্ব শরীরে গাউটের (Gout) ন্যায় বেদনা উপস্থিত হয়। জ্বরাবস্থায় রোগী অসহ্য পিপাসায় একান্ত কাতর হইলে অনুগ্র বিয়ার (Beer) সেবনে উহা নিবারিত হয়।

ক্ষতস্থান কিম্বা সাইনাস্ (Sinus) হইতে, অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ দেহ হইতে প্রভূত স্রাব নির্গত হওয়াতে রোগী নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অনেকে এল্‌কোহল্ (Alcohol) প্রয়োগ করেন। এতদ্দ্বারা ক্ষুধা, পাচন-শক্তি ও বলের বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমশঃ স্রাবের হ্রাস হয়। যক্ষ্মা অথবা অন্য কোন সংঘাতিক পীড়াতে আহারের এক ঘণ্টাকাল পূর্ব্বে দুগ্ধসহযোগে স্বল্প পরিমাণে রাম্ (Rum) কিম্বা ব্রাণ্ডি (Brandy) ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে। ইহা সদ্যরোগোন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষেও অতীব উপকারী। কোন কোন নগরবাসিনী স্ত্রীলোক প্রাতঃসময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালে এতাদৃশ আলস্য ও শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভব করেন যে প্রাতঃকালীয় ক্রিয়াদিসমাপনে তাঁহার স্পৃহা অথবা সামর্থ্য থাকে না। তাঁহাদিগের পক্ষেও সুরা ও দুগ্ধ বিশেষ ফলদায়ক।

নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থানে এল্‌কোহল্ (Alcohol) প্রয়োগ নিষিদ্ধ। প্রমেহরোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা বিষবৎ। যাঁহারা একবার উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে উহা ব্যবস্থেয় নহে। বিয়ার (Beer) প্রভৃতি অনুগ্র সুরা সেবন করিলেও তাঁহাদের পূর্ব্বতন প্রমেহ পীড়া নবজাত পীড়ার ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করতঃ পুনরাবির্ভূত হয়। যাঁহাদের অর্শরোগ থাকে তাঁহাদের পক্ষেও উহা অনিষ্টকর। এতদ্দ্বারা স্বল্পকালমধ্যেই গুহ্যদ্বারে জ্বলন, বেদনা প্রভৃতি প্রদাহের লক্ষণ উপস্থিত হয়। যাঁহারা প্রমেহ অথবা অর্শরোগের বশবর্ত্তী তাঁহারা যদ্যপি কোন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়েন তাহা হইলে সেরূপাবস্থায় জীবনরক্ষার জন্য অগত্যা উহা ব্যবস্থেয়। মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) প্রদাহের প্রথমাবস্থায় এবং ধনুষ্টঙ্কাররোগে এতদ্দ্বারা অনিষ্ট-

সাধন হয়। যে সকল পীড়াতে মস্তিস্কের রক্তাধিক্যবশতঃ শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে তাহাতে উহা প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যকৃৎ ও কিড্‌নির (Kidney) পীড়াতে উহা সচরাচর নিষিদ্ধ। পাকস্থলীর উগ্রতা, প্রদাহ অথবা তন্মধ্যে ক্ষতের অবস্থানবশতঃ বিবমিষা ও বমন হইলে এতৎপ্রয়োগে বমন বৃদ্ধি হয়, সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এরূপ স্থলে উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। হৃৎপিণ্ডের পীড়াতে, এবং রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Rheumatism) গাউট্ (Gout), স্ক্রফিউলা (Scrofula), স্কার্ভি (Scurvy), পার্পিউরা (Purpura), সিফিলিস্ (Syphilis) প্রভৃতি রোগে উহা সাধারণতঃ নিষ্প্রয়োজন।

CHLOROFRM

ক্লোরোফর্ম।

ফিজি। ক্লোরোফর্ম (Chloroform) চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উহা সত্বর বাষ্পাকারে উড্ডীয়মান হওয়াতে চর্ম্মের শীতলতা সম্পাদিত হয়। কিন্তু শৈত্যকারক ক্রিয়ার জন্য এরূপে উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। এতৎ ক্রিয়াসাধনে অন্যান্য ঔষধি উহাপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী। বিস্তারশীলতা গুণে স্থানিক প্রয়োগমাত্রেই উহা টিসুমধ্যে প্রবেশ করে। উহার যে বাষ্পাকারে উড্ডীয়মান হইবার শক্তি আছে তাহা যদ্যপি রহিত করা যায় তাহা হইলে উহা কিউটিকল্ (Cuticle) মধ্যে প্রবেশ করতঃ তথায় প্রদাহ উৎপাদন করে। এইরূপে উহা দাহক ও প্রত্যুগ্রতাসাধক বলিয়া পরিচিত। স্বল্প পরিমাণে স্থানিক প্রয়োগে এতদ্দ্বারা চর্ম্মের স্পর্শানুভবশক্তির লোপ হওয়াতে উহা স্পর্শহারক নামে অভিহিত। অনেকে বলেন যে উহা বেদনা নিবারণেও সমর্থ, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে অপরাপর বেদনা নিবারক ঔষধাপেক্ষা উহা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। এতদ্দ্বারা যদিও কখন কখন বেদনার লাঘব হয় বটে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) সত্বর টিসুমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ বলিয়া

উহাদ্বারা কোন পদার্থ দ্রবীভূত করতঃ চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে তাহাও এত শীঘ্র দেহমধ্যে শোষিত হয় যে উক্ত পদার্থ জল অথবা এল্‌কোহলে (Alcohol) দ্রবীভূত করিলে তদ্রূপ হয় না। উহার সাহায্যে আফিম্, এট্রোপিয়া (Atropia), একোনাইট্ (Aconite), ষ্ট্রিক্‌নিয়া (Strychnia) প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধিসকল দেহের কোন স্থানে সংলগ্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ শোষিত হইয়া স্ব স্ব বিষক্রিয়া প্রকাশ করতঃ অনতিবিলম্বেই রোগীর প্রাণসংহার করে। ক্লোরোফর্ম (Chloroform) দ্বারা উল্লিখিত বিষাক্ত পদার্থের যে দ্রব প্রস্তুত হয় তাহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে অথবা তুল্যাংশে এল্‌কোহল্ (Alcohol) মিশ্রিত করিলে উহা আরও সত্বর শোষিত হয়। অতএব ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ব্যাহ্যপ্রয়োগার্থ কোন এল্‌কালয়েড্ (Alkaloid) ব্যবহার করিতে হইলে দেহমধ্যে অব্যাহত ভাবে উহার শোষণের জন্য উহাকে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) অথবা তুল্যাংশে এল্‌কোহল্ ও ক্লোরোফর্ম (Alcohol and Chloroform) দ্বারা দ্রবীভূত করা কর্ত্তব্য।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র প্রথমতঃ উত্তাপ ও পরে প্রদাহ উৎপাদন করে। এতদ্দ্বারা তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনা বশতঃ প্রভূত লাল নিঃসৃত হয়। উহা উদরস্থ হইলে পাকস্থলীমধ্যেও উত্তাপ অনুভূত হয়, এবং অধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা ও বমন হইতে থাকে। স্বল্প মাত্রায় উহার বমননিবারক ক্রিয়া লক্ষিত হয়।

বিস্তারশীলতাগুণে উহা অনতিবিলম্বেই পাকাশয় হইতে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে নীত হয়, কিন্তু এতদ্দ্বারা রুধিররাশির কোন রূপ পরিবর্ত্তন হয় কি না তাহা অদ্যাবধি অবধারিত হয় নাই।

স্বল্পমাত্রায় উহা হৃৎপিণ্ডোত্তেজক বলিয়া পরিচিত। এতদ্দ্বারা উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়া মৃদু ও বলবতী হয় বটে, কিন্তু সুস্থাবস্থায় সেবন করিলে উহার এতাদৃশ গুণ নয়নগোচর হয় না। পীড়াপ্রভাবে অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ অকস্মাৎ নাড়ী নিরতিশয় ক্ষীণ হইলে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করতঃ সিন্‌কপি (Syncope) নিবারণ করে, এবং রোগীর অবস্থারও উন্নতিসাধন করে। যদিও উহা এবম্বিধ কার্য্যসম্পাদনে এল্‌কোহল্ (Alcohol) অপেক্ষা সমধিক ক্ষিপ্রহস্ত, তথাপি উহার ক্রিয়া ক্ষণ

স্থায়ী, এবং উল্লিখিতাবস্থায় উহাপেক্ষা ব্রাণ্ডিই (Brandy) অধিকতর ফলপ্রদ। প্রতিদিন সেবনে অন্যান্য উত্তেজক ঔষধের ন্যায় ক্রমশঃ উহারও ক্রিয়ার হ্রাস হয়, অতএব মধ্যে মধ্যে উহার মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে তুল্য ফল লাভ হয় না। সচরাচর উহার আক্ষেপনিবারক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রধানতঃ প্রশ্বাসবায়ুর সহিত ও চর্ম্মের মধ্য দিয়া শরীর হইতে নির্গত হয় ও কিঞ্চিৎ প্রস্রাবের সহিতও বহির্গত হইয়া থাকে। লাংস্ (Lungs) হইতে নির্গমনকালে, অথবা উহা আঘ্রাণ করিলে শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। উহা কিড্‌নি (Kidney) অথবা প্রস্রাবের উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে কি না তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই।

নিশ্বাসবায়ুর সহিত আমাদিগের দেহমধ্যে যে অম্লজান বাষ্প প্রবেশ করে, শোণিতস্থ লোহিত কণিকাগুলি উহা আকর্ষণ করতঃ শরীরস্থ যাবতীয় টিস্থ ও যন্ত্রাদিকে উহা বিতরণ করিয়া থাকে। ক্লোরোফর্ম (Chloroform) সেবন করিলে রুধিরের উক্ত ক্রিয়াসাধনের শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়, এবং উহা স্বভাবতঃ প্রশ্বাসবায়ুর সহিত যে পরিমাণে কার্বনিক্ এসিড্ (Carbonic Acid) নিঃসারণ করে, সম্ভবতঃ তাহারও লাঘব হয়; যাহা হউক এবিষয় স্থির করিতে হইলে অধিক পরীক্ষার প্রয়োজন।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) কিয়ৎকাল আঘ্রাণ করিলে চৈতন্যের লোপ হয়। আঘ্রাণকালে উহা নাসিকা অথবা ওষ্ঠাধরে সংলগ্ন হইলে প্রথমতঃ জ্বলন উপস্থিত হয়, পরে কখন কখন এতাদৃশ প্রদাহ জন্মে যে ফোস্কা পর্য্যন্তও হইতে দেখা যায়। এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকাতে চিকিৎসকের উচিত যে উহা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর নাসিকা ও ওষ্ঠাধরে গ্লিসিরিণ্ (Glycerine), কোল্‌ড্ ক্রিম্ (Cold Cream), অথবা অন্য কোন তৈলাক্ত পদার্থ সন্নিবেশিত করেন।

কেহ কেহ ক্লোরোফর্ম্মের (Chloroform) আঘ্রাণ অতীব প্রীতিকর বলিয়া বিবেচনা করেন বটে, কিন্তু উহার তীব্রতাবশতঃ অনেকেই উহা সহ্য করিতে পারেন না। উহা আঘ্রাণমাত্রেই প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলমধ্যে উত্তাপ অনুভূত হয়, পরে উহা ক্রমশঃ হস্তপদাদিতে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলে সর্ব্ব শরীর

ঈষদুত্তপ্ত ও উত্তেজিত হয়। এই সময়ে শ্রবণবিবরে বিবিধ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, নয়নদ্বয়সমক্ষে বহুবিধ আলোক পরিদৃশ্যমান হয়, বক্ষঃস্থল শীসাসদৃশ কোন গুরু পদার্থদ্বারা সঞ্চাপিত বলিয়া অনুমিত হয়, হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হওয়াতে উহা বক্ষঃপ্রাচীরে বলপূর্ব্বক আঘাত করিতে থাকে, চর্ম্মনিম্নস্থ প্রধান প্রধান ধমনীসকল রুধিররাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া এতাদৃশ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয় যে হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার আনুসঙ্গিক উহাদের উল্লম্ফন স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হয়, এবং শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সহসা সংরুদ্ধ হইয়া আইসে। উল্লিখিত লক্ষণাদি যাবৎ বর্ত্তমান থাকে তাবৎ রোগীর পক্ষে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। ক্লোরোফর্ম (Chloroform) আঘ্রাণমাত্রেই কোন কোন ব্যক্তির অতিশয় কাশি হয়, কাহারও বা অকস্মাৎ গ্লটিসের (Glottis) আক্ষেপবশতঃ শ্বাসরোধ জন্মে। এরূপ ঘটনা ঘটিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত উহা রহিত করা কর্ত্তব্য।

যে সকল স্ত্রীলোক হিষ্টিরিয়া (Hysteria) রোগের বশবর্ত্তিনী, ক্লোরোফর্ম (Chloroform) আঘ্রাণ করিলে তাহারা কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন বা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে, এবং তাহাদের শ্বাসক্রিয়া অতীব দ্রুত হয় ও অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করে। ঈদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে রোগিণীর বন্ধুবর্গ অতিশয় ভীত হয়, বিশেষতঃ যাহারা ক্লোরোফর্মের ক্রিয়া সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাহারা মনে করে যে রোগিণীর মৃত্যুকাল উপস্থিত। এরূপ স্থলে উহা প্রয়োগে বিরত না হইয়া বরং যাহাতে রোগিণী সত্বর সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা লাভ করে তদ্বিষয়ে কৃতযত্ন হওয়া চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) আঘ্রাণ করিতে আরম্ভ করিলে কিয়ৎকাল মধ্যেই রোগীর অস্থিরতা ও শারীরিক যন্ত্রণাদি দূরীভূত হয়, শ্বাসক্রিয়া মৃদুভাব ধারণ করে, এবং জ্ঞানের কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে। এরূপাবস্থায় রোগী প্রসববেদনা অথবা রেনাল্ কলিক্ (Renal Colic) জনিত যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে না, এবং তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে অস্পষ্টস্বরে ও অসম্বদ্ধ ভাষায় তাহার উত্তর প্রদান করে। এক্ষণে রোগীর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হয়, এবং ক্লোরোফর্মের (Chloroform) উত্তেজনাশক্তিপ্রভাবে রোগী উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য উচ্চারণ, বলপূর্ব্বক হস্তপদাদি সঞ্চালন,

এবং অকস্মাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করে। অতঃপর শরীরস্থ যাবতীয় পেশীসমূহের আক্ষেপ হইতে থাকে। এই সময়ে হস্তপদাদি কঠিন ভাব ধারণ করে ও বক্ষঃস্থলের পেশীসকল আক্ষিপ্ত হওয়াতে শ্বাসক্রিয়া সংরুদ্ধ হইয়া আইসে; সুতরাং বদনমণ্ডল বিবর্ণ, নয়নদ্বয় বিস্ফারিত ও লোহিত বর্ণ, এবং ওষ্ঠাধর নীলবর্ণ লক্ষিত হয়, গলদেশের উভয় পার্শ্বে যুগুলার ভেন্ (Jugular Vein) কৃষ্ণবর্ণ রজ্জুর ন্যায় স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হয়, এবং মুখমণ্ডলে প্রভূত ঘর্মস্রাব হইতে থাকে। এই সকল লক্ষণ ক্ষণস্থায়ী; ইহারা রোগীর অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আবির্ভূত হয়। এই ক্ষণে অতিশয় সাবধানতাসহকারে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, নতুবা অকস্মাৎ রোগীর শ্বাসরোধ ও হৃৎপিণ্ডক্রিয়া রহিত হইয়া মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সকল লক্ষণ স্ত্রীলোক, বালক, অথবা যাহারা পীড়াপ্রভাবে নিতান্ত দুর্ব্বল তাহাদের মধ্যে নয়নগোচর হয় না; যাহারা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ, অথবা যাহাদিগকে অধিক পরিমাণে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগ করা যায় ইহা তাহাদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত লক্ষণাবলী যেমন লুক্কায়িত হইতে থাকে, অমনি আক্ষিপ্ত পেশী সকল শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, এবং রোগীর এককালীন চৈতন্যের লোপ হয়। এই সময়ে রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) অন্তর্হিত হয়, নয়নমধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিলে উহা নির্নিমেষাবস্থায় অবস্থিতি করে, শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ী মৃদু ভাব ধারণ করে, এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত ও কণীনিকা সংকুচিত হয়। এই ক্ষণে সতর্কিত ভাবে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগ করিলে রোগীকে দীর্ঘকাল এতাদৃশ অচৈতন্যাবস্থায় রক্ষা করা যায়; কিন্তু যদ্যপি অনভিজ্ঞতাবশতঃ এই অবস্থায় উহা অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদনকালে নাসিকাধ্বনি হইতে থাকে, কণীনিকা প্রসারিত হয়, নাড়ী অতীব ক্ষীণ, কোমল ও দ্রুতভাব ধারণ করে, এবং অবশেষে শ্বাসক্রিয়া উত্তরোত্তর মৃদু হইতে হইতে এককালীন রহিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। ক্লোরোফর্মদ্বারা (Chloroform) রোগীর এরূপ শোচনীয়াবস্থা উপস্থিত হইলে আর্টিফিসিয়াল্ রেস্পিরেসানে (Artificial Respiration) যত্নবান্ হওয়া চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার সহায়তায় শত শত রোগী

কালের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। ক্লোরোফর্ম (Chloroform) এইরূপে শ্বাসক্রিয়াপরিচালক স্নায়ুকেন্দ্রের (Respiratory Centre) পক্ষাঘাত উৎপাদন করতঃ রোগীর প্রাণসংহার করে। স্থলবিশেষে এতদ্দ্বারা অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সংরুদ্ধ হওয়াতেও রোগীর মৃত্যু হয়।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগকালে রোগীর নাড়ী, নিশ্বাস্, কঞ্জাংটাইভা (Conjunctiva) ও কণীনিকার প্রতি দৃষ্টি রাখা চিকিৎসকের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে এতৎপ্রভাবে শ্বাসক্রিয়া ক্রমশঃ মৃদু হইতে থাকিলে রোগীর মৃত্যু সম্ভাবনা, সুতরাং উহাই আশঙ্কার প্রথম চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা কবিতে হইবেক। উহাব আনুসঙ্গিক নাড়ীর ক্ষীণতা ও দ্রুতত্ব, কণীনিকার প্রসবণ, এবং নয়নমধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিলেও উহার নির্ণিমেষভাব লক্ষিত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্লোবোফর্ম (Chloro form) রহিত করা কর্ত্তব্য। যাবৎ নাড়ী বলবতী ও শ্বাসক্রিয়া বেগবতী থাকিবে, কঞ্জাংটাইভার (Conjunctiva) স্পর্শানুভবশক্তি বিলুপ্তা না হইবে, এবং কণীনিকা সংকুচিতাবস্থায় অবস্থিতি করিবে তাবৎ রোগীর কোন রূপ অনিষ্টসম্ভাবনা নাই। কঞ্জাংটাইভা (Conjunctiva) স্পর্শমাত্রেই যত্তপি নয়নদ্বয় নিমিলিত না হয় তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হইবে যে রোগীর চৈতন্যলোপ হইয়াছে, এবং বোগী অস্ত্রোপচাবসহনে সমর্থ।

ক্লোবোফর্ম (Chloroform) সেবনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কিছু আহার করিলে সচবাচব বমন হয়, তজ্জন্য উহা সেবন কবিবাব অন্ততঃ তিন চারি ঘণ্টাকাল পূর্ব্ব হইতে বোগীব অনাহারে থাকা কর্ত্তব্য। যাবৎ-রোগী অজ্ঞানাবস্থায় নিপতিত থাকে তাবৎ প্রায় বমন হয় না; উহা সচবাচর অচৈতন্য হইবাব পূর্ব্বে অথবা পুনরায় জ্ঞানসঞ্চবসময়েই ঘটিয়া থাকে; সুতরাং বোগী বমন কবিতে উদ্যত হইলে, যদ্যপি অস্ত্রোপচার শেষ না হইয়া থাকে তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগ করতঃ উহার চৈতন্যাপহরণে কৃতযত্ন হওয়া উচিত। বমনকালে রোগীর মস্তক একপার্শ্বে বক্রভাবে ধারণ কবা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে উদ্গীরিত পদার্থ দ্বারা শ্বাসরোধের সম্ভাবনা থাকে না। এতৎপ্রয়োগান্তে রোগী চৈতন্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলে তিন চারি ঘণ্টাব মধ্যে উহাকে আহার দেওয়া উচিত নহে।

গুহ্যদ্বারে অথবা যোনিমধ্যে অস্ত্রোপচারকালে সচরাচর রোগী এরূপ নাসিকা ধ্বনি করতঃ শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে যে দেখিবামাত্রই বোধ হয় যেন ষ্টার্টারস্ ব্রিদিং (Stertorous Breathing) উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ; যেহেতু উল্লিখিত স্থান হইতে অঙ্গুলি অথবা অস্ত্রাদি স্থানান্তরিত করিবামাত্রই উক্ত ধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হয় না।

যে কার্য্যোদ্দেশে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগ করা যায় তচ্ছেষাপনান্তে উহা রহিত করিলে স্বল্পকালমধ্যেই রোগী চৈতন্য পুনঃ প্রাপ্ত হয় ; কেহ বা কিয়ৎকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থিতি করে। এই সময়ে কোন কোন ব্যক্তি সুখদায়িনী নিদ্রাদেবীর কোমলাঙ্কে শয়ন করতঃ অস্ত্রাঘাত ও ক্লোরোফর্ম (Chloroform) জনিত যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে, কাহাকেও বা এতাদৃশ সুখে বঞ্চিত হইয়া কিছুকাল উল্লিখিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) কিরূপে রোগীর প্রাণসংহারে সমর্থ তাহা অদ্যাবধি সুচারুরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে উহা শ্বাসক্রিয়াপরিচালক স্নায়ুকেন্দ্রের (Respiratory Centre) পক্ষাঘাত উৎপাদন করতঃ শ্বাসরোধ করে, সুতরাং উহার সহিত হৃৎপিণ্ডক্রিয়াও ক্রমশঃ বন্ধ হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারোধ হয়, পরে শ্বাসক্রিয়া বিলুপ্ত হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে উহা হৃৎপিণ্ডোপরি বিষক্রিয়া প্রকাশ করতঃ উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। যাহাহউক যদিও উহার উক্ত যন্ত্রোপরি বিষক্রিয়া থাকে, তথাপি উহাদ্বারা যে শ্বাসপ্রশ্বাস সংরুদ্ধ হয় তৎপক্ষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ক্লোরোফর্ম (Chloroform) সেবনে রোগীর শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইলে তৎক্ষণাৎ উহা রহিত করতঃ আর্টিফিসিয়াল্ রেস্পিরেসন্ (Artificial Respiration) আরম্ভ করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। কখন কখন নিশ্বাসবায়ু এককালীন রোধ হইলেও এতদ্দ্বারা রোগীর প্রাণরক্ষা হয়। যেস্থলে শ্বাসক্রিয়া উত্তরোত্তর মৃদুভাব ধারণ করতঃ বন্ধ হয় এবং উহার সহিত হৃৎপিণ্ডক্রিয়াও ক্রমশঃ রহিত হয় সে স্থানে উহাদ্বারা বিশেষ ফল দর্শে, কিন্তু যদ্যপি অকস্মাৎ এক সময়ে উভয় ক্রিয়ারই লোপ হয় তাহা হইলে আর্টিফিসিয়াল্ রেস্পিরেসন্ (Artificial Respiration) রোগীর জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ

হয় না। এতাদৃশ বিপদ উপস্থিত হইলে উল্লিখিত চিকিৎসার সহিত রোগীর মুখমণ্ডলে ও বক্ষঃস্থলে শীতল জলধারা প্রক্ষেপ, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাতজনক গাত্রবস্ত্রাদি দূরীকরণ, গৃহমধ্যে নির্ম্মলবায়ুসঞ্চালন প্রভৃতি বিবিধ উপায়াবলম্বনদ্বারাও অনেক সময়ে উহা হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। অস্ত্রোপচারের সুবিধার জন্য যদ্যপি রোগীকে এক পার্শ্বে অথবা বক্ষঃস্থল চাপিয়া শয়ন করিতে হয় তাহা হইলে সচরাচর এবম্বিধ বিপদ ঘটিয়া থাকে। অনেক চিকিৎসক ঈদৃশাবস্থায় বক্ষঃস্থলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রয়োগ করেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যেএতদ্দ্বারা হীনবল হৃৎপিণ্ডক্রিয়া এককালীন অপহৃত হওয়াতে রোগীর জীবনাশা সমূলে নির্ম্মূল হয়। অনেকের বিশ্বাস এই যে উক্ত প্রবাহ ফ্রেণিক্ (Phrenic) স্নায়ুর উপর প্রয়োগ করিলে ডায়াফ্রাম্ (Diaphragm) পেশীর উত্তেজনাবশতঃ কিয়ৎকাল শ্বাসক্রিয়ার লোপ হয় না, সুতরাং ইতিমধ্যে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) দেহ হইতে বহির্গত হইবার অবসর পায়, এবং রোগীরও প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে। যাহা হউক যদিও বৈদ্যুতিক প্রবাহদ্বারা উপকার সম্ভাবনা, তথাপি আর্টিফিসিয়াল্ রেস্পিরেসন্ (Artifiicial Respiration) উহাপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া সনসমাজে পরিচিত।

অনেকে বলেন যে অতিশয় বার্দ্ধক্যে ও নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, কিম্বা ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড ও কিড্নির (Kidney) পীড়াতে, ক্যান্সার্ (Cancer) রোগে, এবং হৃৎপিণ্ডের ফ্যাটি ডিজেনারেসনে (Fatty Degeneration) ক্লোরোফর্ম (Chloroform) দ্বারা রোগীর চৈতন্যহরণে চেষ্টা করা অনুচিত; যে হেতু উহাতে উহার প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেক স্থলে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে যথার্থ বটে, কিন্তু চিকিৎসকের অনবধানতাই ইহার কারণ। যদ্যপি বিশেষ সতর্কতাসহকারে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কি শিশু, কি বৃদ্ধ, কি সুস্থ, কি উল্লিখিত পীড়াগ্রস্ত, কাহারও কোন বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। অপরিমিত শোণিতস্রাববশতঃ রোগী মৃতকল্প হইলেও এতদ্দ্বারা অনিষ্ট সংঘটিত হয় না; তবে চিকিৎসকের স্মরণ থাকা উচিত যে পূর্ব্বোক্ত ব্যাধিসমূহে, এবং শৈশবে ও বার্দ্ধক্যে অধিক মাত্রায় ক্লোরোফর্ম (Chloroform) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। বালকগণ,

নারীগণ, এবং যাহারা স্বভাবতঃ অথবা কোন পীড়াবশতঃ দুর্ব্বল তাহাদের অপেক্ষা সুস্থ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা উহা অনায়াসে সহ্য করিতে সমর্থ।

চিকিৎসার্থ যাহাদিগকে পুনঃপুনঃ ক্লোরোফর্ম (Chloroform) আঘ্রাণ করিতে হয় তাহাদিগের অনিদ্রা ও হস্তপদাদির কম্পন উপস্থিত হয়, এবং কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার শক্তি থাকে না। হৃৎপিণ্ডোপরি স্থানিক প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা উহার পেশীসমূহের পক্ষাঘাত জন্মে, সুতরাং উহা উক্ত যন্ত্রসম্বন্ধে অতীব তীব্র বিষাক্ত পদার্থ বলিয়া পরিচিত। যদিও ইথারের (Ether) উল্লিখিত ক্রিয়ার অসদ্ভাব নাই, তথাপি ইহাপেক্ষা ক্লোরোফর্ম (Chloroform) এত অধিক তীব্র যে এক অথবা দুই বিন্দুমাত্র হৃৎপিণ্ডোপরি স্থানিক প্রয়োগে এতদ্দ্বারা যে ফল দর্শে, ইথার (Ether) ৮০ কিম্বা ১০০ বিন্দু না প্রয়োগ করিলে তাদৃশ ফল প্রসবিত হয় না। ক্লোরোফর্ম (Chloroform) ও ইথারের (Ether) ন্যায় আইওডোফর্মও (Iodoform) হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধে বিষক্রিয়াজনক। উহাদের এতাদৃশ বিষক্রিয়া এমোনিয়া (Ammonia) দ্বারা দূরীভূত হওয়াতে ইহা উহাদের এণ্টিডোট্ (Antidote) বলিয়া প্রতিপন্ন।

ক্লোরোফর্মের ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে শৈত্যকারক, প্রত্যুগ্রতাসাধক, স্পর্শহারক ও বেদনানিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে লালনিঃসারক, নিদ্রাকারক ও হৃৎপিণ্ডোত্তেজক। অধিকমাত্রায় বিবমিষাজনক ও বমনকারক এবং স্বল্পমাত্রায় বমননিবারক। উহার বাষ্প চৈতন্যাপহারক।

থিরা। বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য ক্লোরোফর্ম (Chloroform) নিউরাল্জিয়া (Neuralgia) রোগে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু সচরাচর এতদ্দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে না। উহা কদাচিৎ বেদনানিবারণে সমর্থ হইলেও উহার ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী বলিয়া রোগী দীর্ঘকাল শান্তিলাভ করিতে পারে না। কেহ বলেন যে দন্তশূল রোগে উহা দুই তিন বিন্দু তুলার সহিত কর্ণকুহরে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা দূরীভূত হয়; কিন্তু উহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে প্রদাহ ও কখন কখন ফোস্কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। চর্ম্মোপরি কিম্বা রেক্টাম্ (Rectum) ও জরায়ুতে ক্যান্সার্ (Cancer) জনিত ক্ষত জন্মিলে ক্লোরোফর্মের (Chloroform) বাষ্পসংস্পর্শে উহার বেদনার লাঘব হয়। জরায়ুর অন্যবিধ ক্ষত ও নিউরাল্জিয়া (Neuralgia) এবং প্রুরাইটাস্ পিউডেণ্ডাই

(Pruritus Pudendi) পীড়াতেও উক্ত বাষ্প ব্যবহার্য্য। উহা জরায়ুমুখে কিয়ৎকাল প্রযোজ্য।

কোন কারণে ফটোফোবিয়া (Photophobia) রোগ জন্মিলে করতলে কিঞ্চিৎ ক্লোরোফর্ম (Chloroform) সংস্থাপন করতঃ উহা নয়ননিকটে ধারণ করিলে তদুত্থিত বাষ্পসংস্পর্শে রোগীর আলোকসন্দর্শনে যন্ত্রণা বোধ হয় না। এস্থলে উহা স্পর্শহারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে হুপিং কফ্ (Whooping Cough) রোগে দুঃসহ কাশির প্রকোপে বালক নিতান্ত অস্থির হইলে অর্দ্ধ ড্রাম ইথার (Ether) অথবা ক্লোরোফর্ম (Chloroform) করতলে বিন্যস্ত করতঃ বালকের বদনসন্নিকটে ধারণ করা কর্ত্তব্য। বালক উহার বাষ্প আঘ্রাণ করিবামাত্র কাশির যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করে। অর্দ্ধ ড্রাম ক্লোরোফর্ম (Chloroform) এক আউন্স বসার সহিত মিশ্রিত করতঃ মলম প্রস্তুত করিয়া মর্দ্দন করিলে আর্টিকেরিয়া (Urticaria), লিকেন্ (Lichen), প্রুরাইগো (Prurigo) প্রভৃতি চর্ম্মরোগের কণ্ডূয়ন দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য মলমের ন্যায় ইহারও ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী

বিবিধ ব্যাধিতে উহার আভ্যন্তরিক ব্যবহারও বিশেষ ফলদায়ক। উদরাধ্মানে ও মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগের বমননিবারণার্থ উহা এক বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য উহা এল্কোহল্ (Alcohol), ইথার (Ether), এমোনিয়া (Ammonia) প্রভৃতির সহিত সচরাচর ব্যবহৃত হয়। হিষ্টিরিয়া (Hysteria) রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে উহা ফলদায়ক। তরুণ অথবা পুরাতন পীড়াপ্রভাবে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়িলে স্পিরিট্ অব্ ক্লোরোফর্ম (Spirit of Chloroform) সচরাচর ব্যবহার্য্য, কিন্তু উহার উত্তেজক ক্রিয়া স্বল্পকালস্থায়ী বলিয়া এতাদৃশাবস্থায় উহা ব্রাণ্ডি (Brandy) সহযোগে প্রয়োগ করা, এবং মধ্যে মধ্যে উহার মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

কখন কখন কোন পদার্থদ্বারা অন্ত্রের উগ্রতা সাধিত হওয়াতে উদরাময়

জন্মে। উক্ত পদার্থ তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলেও স্থলবিশেষে রোগের শান্তি হয় না। এরূপ স্থলে আফিম্ ও অন্যান্য সংকোচক ঔষধের সহিত স্পিরিট্ অব্ ক্লোরোফর্ম (Spirit of Chloroform) সেবন করিলে আশু উপকার দর্শে। ইন্টেষ্টাইনাল্ কলিক্ (Intestinal Colic) যে কোন কারণে সমুৎপন্ন হউক না কেন উহাতে, ও রেনাল্ ও বিলিয়ারি কলিক্ (Renal and Biliary Colic) বেদনাতে, এবং হিকাপ্ (Hiccup), হিষ্টিরিয়া (Hysteria), এজ্মা (Asthma), প্রভৃতি রোগে উহা আফিমের সহিত প্রয়োগ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রসব করে বলিয়া উহাকে আক্ষেপনিবারক ঔষধমধ্যে গণনা করা যায়। উল্লিখিত রোগে যে ফললাভ হয় যদিও তাহার অধিকাংশই আফিম্ দ্বারা সম্ভবে, তথাপি ক্লোরোফর্ম (Chloroform) যে উহার ক্রিয়ার সহায়তা করে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) স্বল্প পরিমিত আফিং অথবা মর্ফিয়ার (Morphia) সহিত মিশ্রিত করতঃ গ্লিসিরিণ্ (Glycerine), মধু, কিম্বা শর্করোদকসহযোগে প্রয়োজিত হইলে উহা কাশির প্রকোপনিবারণে অতীব উপযোগী। কিন্তু সর্ব্ব প্রকার কাশি প্রশমনে উহা সমর্থ নহে। যে স্থলে ফুস্ফুস্ অথবা শ্বাসপ্রণালীর উত্তেজনা কিম্বা উগ্রতাবশতঃ অকস্মাৎ কাশির বেগ অতীব প্রখর হয়, কিন্তু উহার সহিত তাদৃশ কফ নিঃসৃত না হয়, এবং যে স্থলে যক্ষা, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) প্রভৃতি রোগবশতঃ অথবা শ্বাসযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ কিম্বা আক্ষেপজনক পীড়াপ্রযুক্ত এতাদৃশ কাশির বেগ উপস্থিত হয় যে তদ্দ্বারা রোগীর শ্বাসরোধের উপক্রম ঘটে, সে স্থলে অতি স্বল্প পরিমাণে আফিং ও ক্লোরোফর্ম (Chloroform) একত্রে মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে অচিরাৎ ফললাভ হয়। অনেক সময়ে গলাভ্যন্তরের উগ্রতা, পুরাতন প্রদাহ, অথবা অন্য কোন পীড়াবশতঃ নিরতিশয় কাশির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তৎকালে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) ও আফিংমিশ্র গলদেশমধ্যে স্থানিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উক্ত মিশ্র উল্লিখিত প্রকারে ব্যবহার করিলে ফুস্ফুসের পীড়াজনিত কাশিও প্রশমিত হয়। ইহার কারণ এই যে কোন যান্ত্রিক পীড়াতে যদ্যপি উক্ত যন্ত্রের প্রবেশদ্বারে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ প্রবেশস্থানের সহিত

পীড়িত স্থানের স্নায়বীয় সম্বন্ধ থাকাতে ঔষধের ফল পাওয়া যায়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে ফুস্‌ফুসের পীড়াতে গলদেশে, আন্ত্রিক পীড়াতে রেক্‌টামে (Rectum), এবং স্তনের পীড়াতে স্তনবৃন্তে ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। অতএব ফুস্‌ফুসের পীড়াবশতঃ কাশি হইলে উক্ত মিশ্র গলাভ্যন্তরে স্থানিক প্রয়োগে যে কেবল উপকার দর্শে এমত নহে, উহা ধীরে ধীরে স্বল্প পরিমাণে গলাধঃকরণ করিলেও উক্ত স্থানে সংলগ্ন হওয়াতে কাশির প্রাথর্য্য খর্ব্বীভূত হয়। অনেকে এজ্‌মা (Asthma) এবং অন্যান্য আক্ষেপজনক পীড়াতে দশ বিন্দু ক্লোরোফর্ম্ (Chloroform) কিঞ্চিৎ শর্করার সহিত প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করিয়াছেন। বিলিয়ারি কলিক্ (Biliary Colic) রোগেও অনেকে উহা ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে উহা পাঁচ বিন্দু হইতে এক ড্রাম মাত্রায় চারি অথবা ছয় ঘণ্টান্তর সেবন করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়, এবং ক্রমশঃ গল্‌ষ্টোন্‌ও (Gall Stone) দ্রবীভূত হয়। উক্ত রোগের এবম্বিধ চিকিৎসা প্রকৃত ফলদায়ক বটে, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে একটী ক্ষুদ্রাকৃতি গল্‌ষ্টোন্ (Gall Stone) দীর্ঘকাল ক্লোরোফর্মে (Chloroform) নিমগ্ন করিয়া না রাখিলে উহা সহসা দ্রবীভূত হয় না।

পাঁচ হইতে পঞ্চদশ বিন্দু মাত্রায় চর্ম্মনিম্নে পিচ্‌কারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে ক্লোরোফর্ম্ (Chloroform) নিউরাল্‌জিয়ার (Neuralgia) বেদনা নিবারণে সমর্থ; কিন্তু এতদ্দ্বারা কখন কখন এরূপ ক্ষতোৎপাদিত হয় যে উহা সহসা শুষ্ক হয় না। ইহাতে ইথার (Ether), ক্লোরিক্ ইথার (Chloric Ether), এবং এল্‌কোহল্‌ও (Alcohol) বিশেষ উপকারী।

ক্লোরোফর্মের (Chloroform) বাষ্পাঘ্রাণ করাইয়া রোগীর চৈতন্য হরণ করিলেও ব্যাধিবিশেষে বিশেষ উপকার দর্শে। অস্ত্রবিদ্যায় সচরাচর ইহার প্রয়োজন। অস্ত্রোপচারদ্বারা হস্তপদাদির কিয়দংশ অথবা বৃহদাকার অর্ব্বুদাদি দূরীকরণকালে ইহা ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা জ্ঞানের লোপ হওয়াতে তৎকালে রোগী কোন রূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে না। স্ফোটকাদি কর্ত্তন প্রভৃতি সামান্য অস্ত্রোপচারে ইহার পরিবর্ত্তে ইথার স্প্রেই (Ether Spray) সচরাচর প্রয়োজিত হয়।

অসহ্য প্রসববেদনায় গর্ভিণী একান্ত অস্থির হইলে অনেকে ইদানীন্তন

ক্লোরোফর্ম (Chloroform) আঘ্রাণের ব্যবস্থা করেন। এতদ্দ্বারা বেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, কিন্তু প্রসবপক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মে না; এবং সন্তান ও প্রসূতিরও কোন বিপদ ঘটে না। এতদ্দ্বারা এককালীন রোগীর জ্ঞানহরণ করা উচিত নহে; যে হেতু রোগী সম্পূর্ণ রূপে হতচৈতন্য হইলে জরায়ু এতাদৃশ হীনবল হইয়া পড়ে যে উহার সংকোচনশক্তির অভাববশতঃ সন্তানপ্রসবের ব্যাঘাত ঘটে। রোগী অর্দ্ধাজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হইলে কথঞ্চিৎ প্রসববেদনার হ্রাস হয়, এবং তদবস্থায় যদিও সন্তাননির্গমের বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা থাকে, তথাপি প্রসবসময়ে উক্ত বেদনাজনিত পেশীআক্ষেপ দূরীভূত এবং জরায়ু ও যোনিদ্বার শিথিলভাবাপন্ন হওয়াতে অনায়াসেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে, অথচ রোগীকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। প্রসবসময়ে অধিক পরিমাণে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগ করিলে তদ্দণ্ডে প্রভূত শোণিতস্রাব হইবার সম্ভাবনা। দন্তোৎপাটন অথবা তচ্চিকিৎসার্থ ক্লোরোফর্ম (Chloroform) দ্বারা উপবিষ্টাবস্থায় রোগীকে অজ্ঞান করিলে উহার মৃত্যু ঘটিতে পারে, তজ্জন্য উল্লিখিত উদ্দেশে উহা ব্যবহার না করিয়া উহার পরিবর্ত্তে নাইট্রাস্ অক্সাইড্ বাষ্প (Nitrous Oxide Gas) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বিলিয়ারি ও রেনাল্ কলিক্ (Biliary and Renal Colic) রোগে রোগী দুর্ব্বিষহ যাতনায় নিতান্ত অস্থির হইলে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) আঘ্রাণে বেদনার লাঘব হয়। উল্লিখিত পীড়াতে মর্ফিয়ার (Morphia) হাইপোডার্মিক্ ইঞ্জেক্সন্ (Hypodermic Injection) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু উষ্ণ জলের সেক, আফিং, অথবা অন্যান্য প্রচলিত ঔষধাপেক্ষা ক্লোরোফর্ম (Chloroform) অধিকতর ফলপ্রদ। উহা সেবনে রোগীর চৈতন্যলোপ হইবার পূর্ব্বেই যন্ত্রণা দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানসঞ্চার হইবা মাত্রই উহা পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। এইরূপে দুই তিন বার উহা প্রয়োগ করিলে এককালীন পীড়ার শান্তি হয়। উহা কোরিয়া (Chorea) রোগেও বিশেষ ফলদায়ক। কিন্তু উক্ত পীড়ায় সাধারণতঃ উহা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। যে স্থলে এই রোগ এতাদৃশ ভীষণাকার ধারণ করে যে সর্ব্বাঙ্গের অবিশ্রান্ত কম্পনবশতঃ নিদ্রাহারের ব্যাঘাত ঘটাতে রোগী দিন দিন ক্ষীণ

হইয়া অবশেষে কালকবলে পতনোন্মুখ হয়, সেই স্থানেই উহার আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহার সহায়তায় প্রথমতঃ রোগী হতচৈতন্য হইয়া ক্রমশঃ সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং কিয়ৎকাল তদবস্থায় অবস্থিতি করতঃ যখন সংজ্ঞা লাভ করে তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে রোগের অনেক শান্তি হইয়াছে এবং রোগী সুস্থতা লাভ করিয়াছে। এতদ্দ্বারা এতাদৃশ উপকার দর্শে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পনবশতঃ যে রোগী শয্যোপরি স্থিরভাবে শয়ন করিতে না পারে এবং আহারনিদ্রাদিবিরহিত হইয়া এককালীন মৃতকল্প হইয়া পড়ে, এক বার মাত্র উহা সেবনে সেই রোগী অনায়াসে শয্যায় শয়ন করতঃ সুখে নিদ্রা যায়, আহার্য্য দ্রব্য গলাধঃকরণে কিছুমাত্র কষ্টানুভব করে না, এবং ব্যাধিজনিত কম্পনের লাঘব হওয়াতে নিদ্রাভঙ্গে দুঃসহ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হয় না। কিন্তু উহার দোষ এই যে কিয়ৎকালমধ্যেই পীড়া পুনর্বার পূর্ব্বতন প্রবল ভাব ধারণ করে। অতএব এতদ্দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইলে উহা প্রথমতঃ প্রতিদিন বারত্রয় ব্যবহার্য্য; পরে পীড়া কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে প্রত্যহ দুই বার, এবং অবশেষে এক বার মাত্র প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট। উল্লিখিত নিয়মানুসারে এক মাস যাবৎ উহা সেবন করিলে এককালীন রোগের শান্তি হয়। ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) পীড়াতেও ইহা মহোপকারী। যে স্থলে অন্য কোন ঔষধদ্বারা রোগীর নিদ্রাকর্ষণ না হয় সে স্থলে ইহা প্রযোজ্য।

স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের অথবা প্রসবকালে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) নিবারণে ইহা অতীব উপযোগী। নবজাত শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কার রোগেও অনেকে ইহা ব্যবহার করেন। উল্লিখিত পীড়াতে এতদ্দ্বারা রোগীকে কিছুকাল অথবা কয়েক দিন যাবৎ অজ্ঞানাবস্থায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য; কেবল তিন চারি ঘণ্টান্তর রোগীর চৈতন্যসম্পাদন করতঃ কিছু কিছু আহার দেওয়া আবশ্যক। হার্নিয়া (Hernia) রোগে বহির্নিঃসৃতান্ত্র উদরমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করাইবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়। উদরাভ্যন্তরে অর্ব্বুদের উৎপত্তি হইলে উদরপ্রাচীরের কাঠিন্যনিবন্ধন যদ্যপি রোগ নিরূপণের অথবা স্থাননির্দ্ধারণের ব্যাঘাত জন্মে তাহা হইলে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রযোজ্য। এতৎপ্রভাবে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় নিপতিত

হইবামাত্র উদরপ্রাচীরস্থ পেশীসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং পরীক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। গর্ভবতী না হইলেও কোন কোন স্ত্রীলোকের যাবতীয় গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হয়। মাসিক রজোলোপ, রুচিহীনতা, বিবমিষা, বমন, ক্রমশঃ স্তনদ্বয়ের বিবৃদ্ধি ও স্তনবৃন্তের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কৃষ্ণবর্ণ, কখন কখন স্তনমধ্যে দুগ্ধসঞ্চার, উত্তরোত্তর উদরাকারের বিবর্দ্ধন, ও তন্মধ্যে সন্তানের সঞ্চলনবোধ প্রভৃতি লক্ষণাবলী ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হওয়াতে রোগীর মনে স্থির বিশ্বাস হয় যে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। এরূপাবস্থাতেও রোগীকে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) দ্বারা হতজ্ঞান করিলে উদর তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে এবং তন্মধ্যে সন্তানাভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই পীড়াকে ফ্যাণ্টম্ টিউমার্ (Phantom Tumour) কহে। নিউরাল্জিয়া (Neuralgia), সায়েটিকা (Sciatica), ইণ্টেষ্টাইনাল্ কলিক্ (Intestinal Colic) প্রভৃতি বিবিধ বেদনাজনক পীড়াতেও ক্লোরোফর্ম (Chloroform) আঘ্রাণে যন্ত্রণা দূর হয়। এনিউরিজ্ম্ (Aneurism) রোগের দুঃসহ যাতনা দূরীকরণেও উহা সমর্থ। এজ্মা (Asthma) রোগে নিরতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে উহা সেবনে রোগী সত্বর সুস্থতা লাভ করে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে ব্রঙ্কিটিক্ এজ্মাতে (Bronchitic Asthma) ক্লোরোফর্মের লিনিমেণ্ট্ (Liniment of Chloroform) প্রত্যহ এক ঘণ্টাকাল বক্ষঃস্থলে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। তাঁহারা বলেন যে কোন রূপ ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র হস্তদ্বারা বক্ষঃস্থল মর্দ্দন করিলেও ইহাতে ফললাভ হয়। এই রোগে শ্বাসকৃচ্ছ্রের সূত্রপাত হইবামাত্র কয়েক বার ক্লোরোফর্মের (Chloroform) বাষ্প আঘ্রাণ করিলেই উহার লাঘব হয়, কিন্তু ঔষধসেবন রহিত করিলে উহা পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে উহা পুনর্বার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। কোন পীড়াবশতঃ অনিদ্রা উপস্থিত হইলে স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম (Spirit Chloroform) অন্যান্য নিদ্রাকারক ঔষধের সহিত প্রয়োজিত হয়।

ETHER.

ইথার।

ফিজি। ইথারের (Ether) ক্রিয়া সাধারণতঃ ক্লোরোফর্মের (Chloro form) ক্রিয়ার ন্যায়। স্প্রে (Spray) দ্বারা চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে বাষ্পাকারে উড্ডীয়মান হওয়াতে উহা এত শীঘ্র উক্ত স্থানের উত্তাপ হরণ করে যে শৈত্যাধিক্যবশতঃ ক্ষণকালের জন্য চর্ম্মের স্পর্শানুভবশক্তির লোপ হয়। এইরূপে ইহা শৈত্যকারক ও স্পর্শহারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অথবা চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উক্তস্থান নিরতিশয় শীতলভাবাপন্ন হওয়াতে বিবর্ণ, বিশীর্ণ ও আকুঞ্চিত হয়, এবং তদুপরি অস্ত্রাঘাতে রোগীর যন্ত্রণা উপস্থিত হয় না। উক্ত স্থান যৎকালে স্বাভাবিকাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয় তৎকালে কথঞ্চিৎ যাতনার উদয় হয়, এবং কখন কখন উহা এতাদৃশ প্রবল হয় যে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। ক্লোরোফর্মের (Chloroform) পরিবর্ত্তে ইথার (Ether) প্রয়োগের সুবিধা এই যে এতদ্দ্বারা কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

স্পর্শহরণার্থ এবং অজ্ঞানতা উৎপাদনার্থ ইতিপূর্ব্বে চিকিৎসকেরা সচরাচর ইথার (Ether) ব্যবহার করিতেন, কিন্তু ইদানীন্তন ক্লোরোফর্মই সাধারণতঃ প্রচলিত। গুণাগুণ আলোচনা করিতে গেলে উভয়েরই দোষগুণ দৃষ্টিগোচর হয়, এবং প্রয়োগসম্বন্ধে উভয়েরই সুবিধাসুবিধা আছে। উভয়ের ক্রিয়ার প্রভেদ এই যে ইথারের (Ether) বাষ্প দীর্ঘকাল এবং অত্যধিক পরিমাণে সেবন না করিলে চৈতন্য লোপ হয় না, উহা সেবনে বিরত হইবামাত্রই জ্ঞানের পুনঃসঞ্চার হয়, এবং ক্লোরোফর্ম (Chloroform) অপেক্ষা উহার উত্তেজক ক্রিয়া অধিকতর প্রতিভাত হয়। ক্লোরোফর্মের (Chloroform) ক্রিয়া ওরূপ নহে; উহা স্বল্প কাল স্বল্প পরিমাণে আঘ্রাণ করিলেই রোগী জ্ঞানশূন্য হয়, উহার প্রয়োগ রহিত করিলেও কিয়ৎকাল রোগীর চৈতন্য হয় না, এবং উহার তাদৃশ উত্তেজনাশক্তি নাই। বিবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এতদুভয়দ্বারাই প্রথমতঃ

হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হয়, কিন্তু ক্লোরোফর্মের (Chloroform) এতাদৃশ উত্তেজক ক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। উহা সেবনে রোগী ক্রমশঃ অচৈতন্য হইলে নাড়ী উত্তরোত্তর ক্ষীণ, দুর্ব্বল, ও কোমল ভাব ধারণ করে, কিন্তু ইথারের (Ether) উক্ত ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটেনা। ইথারাঘ্রাণে (Ether) রোগীর মৃত্যু হইলেও নাড়ীর দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয় না, বস্তুতঃ শ্বাসক্রিয়াসম্বন্ধীয় পেশাসমূহের পক্ষাঘাতবশতঃই এবম্বিধ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ক্লোরোফর্ম ও (Chloroform) উল্লিখিত প্রকারে রোগীর প্রাণসংহার করে, অধিকন্তু এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের নিরতিশয় অবসাদ উপস্থিত হইয়াও রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্লোরোফর্ম (Chloroform) অপেক্ষা ইথার (Ether) শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর অধিকতর উগ্রতাসাধক ক্রিয়া প্রকাশ করে। কখন কখন ইথার দ্বারা (Ether) শ্বাসক্রিয়াসম্বন্ধীয় পেশীসমূহ ও লেরিংস্ (Larynx) আক্ষিপ্ত হওয়াতে শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, তদবস্থায় ক্ষণকালমাত্র উহার প্রয়োগ রহিত করিলেই উহা দূরীভূত হয়। উহা চৈতন্য হারক বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়া তাদৃশ সুখকরী নহে; যে হেতু উহা সেবনান্তে রোগী চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে সচরাচর উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য উচ্চারণ এবং মুহুর্মুহুঃ বমন করিতে থাকে। ইথার (Ether) দাহ্য পদার্থমধ্যে পরিগণিত বলিয়া ব্যবহার কালে উহার নিকট অনল অথবা আলোক রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

ইথার (Ether) অথবা স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম (Spirit Chloroform) পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করিলে নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইথারের (Ether) স্পর্শহরণে সামর্থ্য থাকাতে উহা বেদনানিবারক বলিয়াও প্রসিদ্ধ, কিন্তু উহার এতৎক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী।

ইথারের (Ether) ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে শৈত্যকারক, স্পর্শহারক, ও বেদনানিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডোত্তেজক, নিদ্রাকারক, ও আক্ষেপনিবারক। উহার বাষ্প চৈতন্যহারক।

থিরা। স্পর্শহারক ও বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য ইথারের (Ether) পরিবর্ত্তে ক্লোরোফর্ম (Chloroform)ই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দন্তশূল, নিউরাল্জিয়া (Neuralgia) প্রভৃতি বিবিধ বেদনাদায়ক পীড়াতে অনেকে

ইথার (Ether) প্রয়োগ করেন, কিন্তু উহাপেক্ষা ক্লোরোফর্ম (Chloroform) অধিকতর ফলপ্রদ।

স্ফোটকাদি ছেদন অথবা ক্ষুদ্রাকার অর্ব্বুদাদি দূরীকরণ জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইলে চর্ম্মের স্পর্শহরণমানসে ইথার (Ether) স্প্রে দ্বারা (Spray) প্রয়োজিত হয়। ওভেরিয়টমি (Ovariotomy) অথবা হস্তপদাদির এম্পুটেসনের (Amputation) জন্য কেহ কেহ এতদ্দ্বারা স্পর্শ হরণ করেন বটে, কিন্তু এরূপ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য ইথার (Ether) পূর্ণমাত্রায় এঞ্জাইনা পেক্‌টোরিস্ (Angina Pectoris) কিম্বা অপরাপর বেদনাজনক পীড়াতে ব্যবহৃত হয়। উহা কখন কখন এতাদৃশ সুফল উৎপাদন করে যে নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ (Nitrite of Amyle) দ্বারাও তদ্রূপ সম্ভবে না।

কোন পীড়ার প্রাদুর্ভাববশতঃ নাড়ী নিরতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইলে ইথার প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য দূরীভূত হয়। উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য উহা চর্ম্মনিম্নে পিচকারী দ্বারাও প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল্।

HYDRATE OF CHLORAL.

ফিজি। হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল্ (Hydrate of Chloral) স্থানিক প্রয়োগে পচননিবারক, উগ্রতাসাধক, ও প্রদাহজনক। উহার দ্রবের সহিত কোন ক্ষার পদার্থ মিশ্রিত করিলে উহা হইতে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) এবং ফর্মিক্ এসিডের (Formic Acid) উৎপত্তি হয়। ক্ষার পদার্থ দ্বারা ক্লোরাল্ (Chloral) এইরূপে উল্লিখিত পদার্থদ্বয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে অনেকের প্রতীতি ছিল যে শোণিতপ্রবাহে মিলিত হইলে উহা তত্রস্থ ক্ষার দ্রব্য সম্মিলনে ক্লোরোফর্ম্মের (Chloroform) সৃষ্টি করে সুতরাং উহার যে সকল ক্রিয়া দেহমধ্যে প্রকটিত হয়, এই ক্লোরোফর্মই (Chloroform) তাহার কারণ। অনেকে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ক্লোরাল্ (Chloral) দ্বারা

কোন জন্তুর প্রাণসংহার করতঃ ডিষ্টিলেসন্ (Distillation) দ্বারা উহার রুধিররাশি হইতে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) আহরণ করিয়াছেন। যদিও পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রাপ্তব্য বটে, কিন্তু উহা যে ক্ষার পদার্থের ক্রিয়াবশতঃ ক্লোরাল্ (Chloral) হইতেই উৎপন্ন হয় তাহার স্থিরতা কি? ডিষ্টিলেসন্ (Distillation) প্রক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইলে যে উত্তাপের আবশ্যক হয়, সম্ভবতঃ উহা সেই উত্তাপ দ্বারাই সম্ভবিত হইয়া থাকে, যেহেতু পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ক্লোরাল্ (Chloral) মিশ্রিত শোণিতমধ্যে কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প (Carbonic Acid Gas) সঞ্চালন করিলে ক্লোরোফর্ম্মের (Chloroform) উৎপত্তি হয় না, কিন্তু এবম্ভূত রুধিররাশি হইতে ডিষ্টিলেসন্ (Distillation) দ্বারা উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিকন্তু কোন জন্তুকে ক্লোরাল্ (Chloral) দ্বারা বিষাক্ত করিলে উহার মল, মূত্র, প্রশ্বাসবায়ু ও শোণিতমধ্যে ক্লোরোফর্ম্মের (Chloroform) অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু যদ্যপি ক্লোরোফর্ম (Chloroform) দ্বারা বিষাক্ত করা যায় তাহা হইলে উল্লিখিত পদার্থমধ্যে অনায়াসেই উহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহা হউক ইদানীন্তন সকলেরই মনের স্থির বিশ্বাস এই যে ক্লোরাল্ (Chloral) শোণিতসহ মিলিত হইলে উহা হইতে ক্লোরোফর্ম্মের (Chloroform) উৎপত্তি হয় না।

নাতিস্বল্পাধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ক্লোরাল্ (Chloral) নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং উল্লিখিত ক্রিয়ার সহিত নাড়ী মৃদুভাবাপন্ন ও কণীনিকা সংকুচিত হয়। অধিক মাত্রায় সেবনে প্রথমতঃ প্রগাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হইয়া ক্রমে উহা কোমাতে (Coma) পরিণত হয়। এবম্বিধাবস্থায় নাড়ী অতিশয় মৃদু অথবা অতিশয় দুর্ব্বল হয় ও দ্রুত ভাব ধারণ করে, শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হয়, কণীনিকা প্রথমতঃ সংকুচিত পরে ক্রমশঃ বিস্ফারিত হইতে থাকে, পেশীসমূহ অবসন্ন হইয়া পড়ে, রিফ্লেক্স্ ক্রিয়ার (Reflex Action) লোপ ও স্পর্শানুভবশক্তির লাঘব হয়, এবং অবশেষে শ্বাসরোধ অথবা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্যবশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটে।

ক্লোরাল্ (Chloral) নিদ্রাকারক বলিয়াই চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। এতদ্দ্বারা মস্তিষ্কের এনিমিয়া (Anæmia) এবং তত্রস্থ স্নায়ুসূত্রের অবসাদ

উৎপাদিত হওয়াতে রোগীর নিদ্রাকর্ষণ হয়। উহা সেবনে যে মস্তিষ্কের এনিমিয়া (Anæmia) ঘটে তাহার প্রমাণ এই যে উহা দ্বারা প্রথমতঃ রেটিনার (Retina) রক্তাধিক্য হয়, পরে কিয়ৎকালমধ্যেই শোণিতপ্রবাহের ন্যূনতাবশতঃ উহার এনিমিয়া (Anæmia) জন্মিলে উহা বিবর্ণ হইতে থাকে। মস্তিষ্কের সহিত উহার এতাদৃশ নিকট সম্বন্ধ যে তন্মধ্যে রুধিরপ্রবাহের ইতর বিশেষ হইলে উহাতেও তদ্রূপ হইতে দেখা যায়; সুতরাং ক্লোরাল্ (Chloral) দ্বারা রেটিনা (Retina) মধ্যে যেমন প্রথমতঃ রক্তাধিক্য ও পরে রক্তাভাব ঘটে, মস্তিষ্কমধ্যেও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। ক্লোরাল্ (Chloral) সেবনে প্রথমে মস্তিষ্কমধ্যে রক্তাধিক্য হওয়াতে রোগীর মানসিক উত্তেজনার লক্ষণাদি আবির্ভূত হয়, পরে যৎকালে ধমনীনিচয় সংকুচিত হওয়াতে তন্মধ্যে রক্তচলাচলের লাঘব হয়, তৎকালে রোগী সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা মস্তিষ্কের এনিমিয়া (Anæmia) সংঘটিত হইবার কারণ এই যে উহা সেবনে চর্ম্মাবস্থিত অতীব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীশাখাসমূহ বিস্ফারিত হওয়াতে তন্মধ্যে অধিক পরিমাণে শোণিতরাশি প্রধাবিত হয়, সুতরাং মস্তিষ্ক ও দেহাভ্যন্তরস্থ অপরাপর যন্ত্রাদিতে রক্তের পরিমাণের ন্যূনতা ঘটে।

পূর্ণমাত্রায় ক্লোরাল্ (Chloral) প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম অথবা তদধিক মাত্রায় উহা শারীরিক উত্তাপহরণে সমর্থ। এতদ্দ্বারা কখন কখন তিন অথবা চারি ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অত্যধিক পরিমাণে ক্লোরাল্ (Chloral) সেবনে শ্বাসরোধ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্য হওয়াতে রোগীর মৃত্যু ঘটে, কিন্তু দৈহিক উত্তাপনাশও মৃত্যুর অন্য একটী কারণ।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এতদ্দ্বারা স্পর্শানুভবশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অনেকে উহা অস্বীকার করেন। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা দ্বারা স্পর্শানুভবশক্তির লোপ হওয়াতে উহা বেদনানিবারক বলিয়াও পরিচিত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ক্লোরাল্ (Chloral) পেশীসমূহের অবসন্নতা ও পক্ষাঘাত উৎপাদন এবং রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) বিনষ্ট করে। কোন জন্তুকে এতদ্দ্বারা বিষাক্ত করতঃ উহার স্পাইনাল্ কর্ডে (Spinal

Cord) বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বাভাবিকাবস্থায় পেশীসকল যেরূপ বেগে সংকুচিত হয় এতৎপ্রভাবে উহারা তদ্রূপ হয় না। অতএব এতদ্দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে, যে ক্লোরাল্‌ (Chloral) স্পাইনাল্‌ কর্ডের (Spinal Cord) অবসাদ উৎপাদন করাতেই পক্ষাঘাত ও রিফ্লেক্স্‌ ক্রিয়ার (Reflex Action) লাঘব হয়, নতুবা পেশী-সমূহ অথবা মোটার স্নায়ুর (Motor Nerves) উপর উহার কোন ক্রিয়া নাই। এইরূপে উহা আক্ষেপনিবারক বলিয়া পরিচিত।

ক্লোরাল্‌ (Chloral) হৃৎপিণ্ডোপরি অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা উহার ক্রিয়া হীনবল হয়, নাড়ী দুর্ব্বল হয় ও মৃদুভাব ধারণ করে, এবং অবশেষে উক্ত ক্রিয়া ডায়াষ্টোলে (Diastole) সংরুদ্ধ হয়। উহা সেবনে প্রথমতঃ ধমনী প্রাচীর সংকুচিত হওয়াতে ব্লাড্‌ প্রেসারের (Blood Pressure) বৃদ্ধি হয়, কিন্তু অধিকমাত্রার ব্যবহার করিলে উহা হৃৎপিণ্ডের ও ভ্যাসো-মোটার স্নায়ুর (Vaso—Motor Nerves) অবসাদ উৎপাদন করাতে উক্ত প্রেসারের (Pressure) হ্রাস হইয়া থাকে। উহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াও মৃদুভাবাপন্ন হয়; ইহার কারণ এই যে উহার প্রভাবে শ্বাসক্রিয়াপরিচালক স্নায়ুকেন্দ্র (Respiratory Centre) অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ক্লোরাল্‌ (Chloral) নিদ্রাকারক ও বেদনানিবারক। উহাদ্বারা যে নিদ্রা উপস্থিত হয় তাহা অতীব সুখকরী ও শ্রান্তিহারিণী। নিদ্রিত হইলে সতত স্বপ্নদর্শনে সচরাচর রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না, এবং নিদ্রা ভঙ্গ করাও বিশেষ আয়াসসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। নিদ্রাভঙ্গে রোগীর ক্ষুধামান্দ্য, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, কোষ্ঠকাঠিন্য বমন, স্নায়বীয় অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণরাজি দৃষ্টিগোচর হয় না। যে দিন ক্লোরাল্‌ (Chloral) প্রয়োগ করা যায় কখন কখন তৎপরদিবসে রোগী তন্দ্রাভাবাপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু উহা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। উহা সেবনে নিদ্রাকর্ষণ না হওয়াতে কোন কোন ব্যক্তি ভীষণ স্বপ্ন দর্শন করে, কেহবা উন্মাদগ্রস্ত রোগীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে, এবং কেহ বা অবিরত প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে। সেবনান্তে কোন কোন ব্যক্তি স্বল্পকালমধ্যেই

সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতিবাহিত না হইলে নিদ্রাকর্ষণ হয় না। অন্যান্য নিদ্রাকারক ঔষধের ন্যায় উহা শয়নকালে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, এবং উহা সেবন করতঃ রোগীর স্থির ভাবে শয্যোপরি শয়ন করা বিধেয়; নতুবা নিদ্রার পরিবর্ত্তে বরং অনিদ্রা উপস্থিত হওয়াতে রোগী একান্ত অস্থির হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলেও উহা কিছুমাত্র অপকার সাধন করে না। রোগী উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে ক্রমশঃ উহার ক্রিয়ার লাঘব হয় বটে, কিন্তু অহিফেন প্রভৃতি অন্যান্য নিদ্রাকারক ঔষধের ক্রিয়া যেরূপ হইয়া থাকে উহার তাদৃশ হয়না। অতীব দীর্ঘকাল সেবন করিলে এতদ্দ্বারা ক্ষুধা, পাচনশক্তি ও পিত্তস্রাবের লাঘব হয়; দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা ও মানসিক স্ফূর্ত্তিহীনতা উপস্থিত হয়; এবং কখন কখন হস্ত পদাদির অবসন্নতা জন্মে; কিন্তু সেবন রহিত করিবামাত্রই উহা দূরীভূত হইয়া থাকে।

ক্লোরালের (Chloral) ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে পচননিবারক, উগ্রতাসাধক, ও প্রদাহজনক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে স্পর্শহারক, স্নায়বীয় ও হৃৎপিণ্ডাবসাদক, আক্ষেপনিবারক, বেদনানিবারক, নিদ্রাকারক ও উত্তাপনাশক।

থিরা। নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য ক্লোরাল্ (Chloral) সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ বয়সে অথবা সাতিশয় মানসিক শ্রান্তিবশতঃ অনিদ্রা উপস্থিত হইলে উহা সেবনে নিদ্রাকর্ষণ হয়। যে স্থলে আফিং, ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) প্রভৃতি অন্যান্য নিদ্রাকারক ঔষধদ্বারা ফললাভ না হয় সে স্থলেও উহা কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) রোগের প্রারম্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। উহা সেবনে স্বল্পকালমধ্যেই রোগী সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে ডিলিরিয়ম্ (Delirium) দূরীভূত হয় এবং নিদ্রাভঙ্গে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে। এতদুদ্দেশে কখন কখন উহা এক ড্রাম মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টান্তর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু যদ্যপি রোগীর হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অতীব হীনবল হয় তাহা হইলে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে উল্লিখিত পীড়াতে উহা অহিফেনসহযোগে ব্যবহার করিলে অধিকতর ফল দর্শে। উন্মাদরোগসম্ভূত পক্ষাঘাত পীড়াতে (Paralysis of the Insane)

উহা ফলদায়ক। উহা রজনীযোগে পূর্ণমাত্রায় সেবন করতঃ রোগী সুখে নিদ্রা যায়, এবং দিবাভাগে নাতিস্বল্পাধিক মাত্রায় সেবন করিলে মত্ততার লাঘব হয়। কোন কোন চিকিৎসক এই রোগে উহা দীর্ঘকাল ব্যবহার করতঃ এতাদৃশ ফললাভ করিয়াছেন যে তাঁহারা বলেন যে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) অথবা মর্ফিয়ার (Morphia) হাইপোডার্মিক্ ইঞ্জেক্সন্ (Hypodermic Injection) দ্বারাও তদ্রূপ সন্তোষজনক ফল প্রসবিত হয় না। অনেকে উহা তরুণ উন্মাদরোগে, প্রসবকালীয় উন্মত্ততাতে, এবং প্রসবকালীয় কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) পীড়াতেও সচরাচর প্রয়োগ করেন।

টাইফাস্ (Typhus) রোগে ভয়ঙ্কর প্রলাপবশতঃ রোগী উন্মত্তপ্রায় হইলে কেহ কেহ উহা ব্যবহার করেন। এতাদৃশাবস্থায় আফিং অপেক্ষা উহা অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস, যে হেতু উহা সেবন করতঃ রোগী নিদ্রিত হইলে ঔষধ ও পথ্যপ্রয়োগসময়ে অনায়াসেই উহার নিদ্রা ভঙ্গ করা যায়, এবং শ্বাসনালীমধ্যে কফ সঞ্চিত হইলে রোগী জাগরিত হইয়া সহজেই উহা নিঃসারিত করিতে পারে, সুতরাং ফুস্‌ফুস্‌মধ্যে রক্তাধিক্য হইবার তাদৃশ আশঙ্কা থাকে না। যক্ষা রোগেও আফিমের পরিবর্ত্তে অনেকে উহা ব্যবহার করেন। এতদ্দ্বারা সুনিদ্রা উপস্থিত হয়, কাশির বেগ প্রশমিত হয়, এবং ঘর্ম্মস্রাব নিবারিত হয়; কিন্তু আফিংসেবনজনিত অপ্রীতিকর লক্ষণাদি আবির্ভূত হয় না।

কেহ কেহ উহা কোরিয়া রোগে (Chorea) ব্যবহার করেন। কখন কখন উক্ত পীড়ার দুর্নিবার্য্য কম্পনবশতঃ রোগীর অনিদ্রা উপস্থিত হয়, এবং কখন বা উহার গলাধঃকরণশক্তি বিলুপ্ত হয়। রোগী এতাদৃশ শোচনীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে অনিদ্রা ও অনাহারে দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে, এবং অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হয়। এরূপ স্থলে উহার চিরপ্রসিদ্ধ ঔষধি আর্সেনিক্ (Arsenic) প্রভৃতিদ্বারা কোন ফল দর্শে না; অধিক মাত্রায় পুনঃ পুনঃ ক্লোরাল্ (Chloral) সেবনে রোগীর নিদ্রাকর্ষণ হইলে উক্ত পীড়াজনিত কম্পনাদি অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়, এবং নিদ্রাভঙ্গে রোগী কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করে।

প্রসবকালে প্রসববেদনাজনিত অসহ্য যন্ত্রণায় রোগী একান্ত কাতর হইলে

ও উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে উহা সেবনে যন্ত্রণার লাঘব হয়, অথচ জরায়ুব সংকোচনক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অনেকে উহা ১৫ অথবা ২০ মিনিট কালব্যবধানে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করেন। জরায়ুমুখ সম্পূর্ণ রূপে বিস্ফারিত হইবার পূর্ব্বে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতৎসেবনে তন্দ্রা উপস্থিত হওয়াতে রোগীর যাতনার লাঘব হয়, এবং যাতনার লাঘব হওয়াতে রোগীর বলক্ষয় হয় না; অথচ সন্তানপ্রসবসম্বন্ধে উহা কোন রূপ ব্যাঘাত উৎপাদন করে না।

স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের কন্‌ভাল্‌সন্ রোগে (Convulsion) উহা অতীব উপকারী। উহা সেবন করতঃ রোগী নিদ্রিত হইলে পৈশিক আক্ষেপ দূরীভূত হয়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে উহা পুনরাবির্ভূত হয় না। যদ্যপি পীড়াপ্রভাবে রোগীব গলাধঃকরণে সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে উহা পাচ গ্রেণ মাত্রায় পিচকারী দ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারাও কিযৎকালের জন্য কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) নিবারিত হয় বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, যে হেতু জলসংযোগে তরলভাবাপন্ন হইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিলে দুই একবার কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) হইবামাত্রই উহা নির্গত হইয়া যায়। অতএব এরূপ স্থলে উহা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিতে হইলে উহার দ্রব ব্যবহার না করিয়া সাপোজিটরি (Suppository) প্রস্তুত করতঃ উহা রেক্‌টাম্ মধ্যে (Rectum) অঙ্গুলিদ্বারা সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বৃদ্ধাপেক্ষা বালকেরা ক্লোরালের (Chloral) ক্রিয়া অধিকতর সহনশীল, তজ্জন্য উহাদিগকে উহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এমন কি তিন চারি বৎসরের বালককে অর্দ্ধ ড্রাম পর্য্যন্ত এবং ছয় সাত বৎসরের বালককে ৪০।৪৫ গ্রেণ পর্য্যন্তও দেওয়া যায়। বালকদিগের স্পর্শ ও চৈতন্যহরণ জন্য এতাদৃশ অধিক মাত্রায় উহা ব্যবহৃত হয়। বালকেরা অগোচরে শয্যায় মূত্রত্যাগ করিলে অনেকে উহা প্রয়োগ করেন। তাঁহারা বলেন যে উহা এতন্নিবারণে বিশেষ উপযোগী।

কোন কোন ব্যক্তি অকস্মাৎ অথবা কোন কারণবশতঃ অতীব অস্থির ও কোপনস্বভাব হয়, কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, আমোদজনক ক্রিয়াতে প্রীতি অনুভব করে না, স্বল্পায়াসেই ক্লান্তি বোধ করে, এবং

সততই সংক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট ভাবে কালাতিপাত করে। এরূপাবস্থায় ৫ গ্রেণ ক্লোরাল্ (Chloral) প্রত্যহ দুই অথবা তিনবার প্রয়োগ করিলে রোগী সুস্থতা লাভ করে।

সমুদ্রযাত্রাকালীয় বমননিবারণার্থ ২০ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় তিন চারি ঘণ্টান্তর উহা ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের বমন নিবারণের জন্যও কখন কখন উহা প্রয়োগ করেন। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহা বিসূচিকারোগে চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে এইরূপে মর্ফিয়া (Morphia) সহযোগে ব্যবহার করিলে উহা অধিকতর ফলপ্রদানে সমর্থ। এতদ্দ্বারা শারীরিক উত্তাপের বৃদ্ধি এবং পেশী আক্ষেপ নিবারিত হয়।

শৈত্যপ্রভাবে এম্ফিজিমা (Emphysema) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শ্বাস কৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে উহা ক্লোরাল্ (Chloral) দ্বারা দূরীভূত হয়। শয়নকালে ২৫ অথবা ৩০ গ্রেণ মাত্রায় উহা সেবন করিলে রোগী সুখে নিদ্রা যায়, এবং কোনরূপ শ্বাসকষ্ট অনুভব করে না। যাহাদের শ্বাসকৃচ্ছ্র দিবাযামিনী বর্ত্তমান থাকে তাহাদের পক্ষে উহা ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টান্তর সেবনীয়। এম্ফিজিমা (Emphysema) রোগের শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবারণে যদিও ক্লোরাল্ (Chloral) পারদর্শী, তথাপি উহা বিশেষ সাবধানতাসহকারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু উহাতে এবং ব্রাঙ্কাইটিস্ পীড়াতে (Bronchitis) সাধারণতঃ ফুস্‌ফুস্‌মধ্যে রক্তচলাচলের ব্যাঘাত ঘটাতে মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং ড্রপ্‌সি রোগের (Dropsy) উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহা সেবনে নিদ্রাকর্ষণ হইলেও রোগী কখন কখন অস্পষ্ট প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে, এবং উহার মুখবর্ণ অধিকতর বিবর্ণ হইতে থাকে। এজ্‌মা (Asthma) রোগে অনেকে উহা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করেন।

কন্‌ভাল্‌সনের (Convulsion) ন্যায় টেটেনাস্ (Tetanus) রোগেও ক্লোরালের (Chloral) কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্দ্বারা অনেক সময়ে অনেক রোগীর প্রাণ রক্ষা করা যায়। কখন কখন যদিও উহা রোগাপনয়নে অসমর্থ হয়, তথাপি উহা প্রয়োগ করিলে রোগীর যে অকস্মাৎ মৃত্যু এবং কথঞ্চিৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয় তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উল্লিখিত রোগে উহার

সহিত ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) এবং টিংচার কেনাবিস্ (Tincture Cannabis) মিশ্রিত করিলে অধিকতর ফললাভ হয়।

বেদনানিবারণার্থ অনেকে ক্লোরাল্ (Chloral) ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে উহার বেদনানিবারক ক্রিয়া নাই, উহাব কেবল মাত্র স্পর্শহারক ক্রিয়া দৃষ্টিগোচব হয়। অপরের মত এই যে উহার স্পর্শ হারক ক্রিয়াও নাই, বরং উহাদ্বারা স্পর্শানুভবশক্তির বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশ চিকিৎসকেবই বিশ্বাস এই যে উহা নিদ্রাকারক বটে, কিন্তু বেদনানাশক নহে। তাঁহাবা বলেন যে এতদ্বারা নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে বোগী কিয়ৎকালের জন্য অসহ্য যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করে, বস্তুতঃ বেদনাব কিছুমাত্র লাঘব হয় না। যাহা হউক যদিও এতৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, তথাপি উহা যে বেদনানিবারণে এককালীন পবাংমুখ নহে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। দশ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে বারত্রয় প্রয়োগ করিলে উহা নিদ্রোৎপাদন না কবিয়াও ক্যান্সাব্ (Cancer) রোগের অসহ্য যাতনা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকরণে সমর্থ। তদ্রূপ স্নায়ুশূল (Neuralgia), পুরাতন বাত, গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া (Gastralgia), হিপাটিক্ কলিক্ (Hepatic Colic) প্রভৃতি পীড়ার যন্ত্রণাও এতদ্দারা কথঞ্চিৎ নিবারিত হয়। বেদনা-দায়ক পীড়াতে উহা মর্ফিয়া (Morphia) সহযোগে প্রয়োগ করিলে রোগীর প্রগাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয় এবং যন্ত্রণারও অনেক লাঘব হইয়া থাকে।

নিউরাল্জিয়া (Neuralgia) ও প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) রোগে ক্লোরাল্ (Chloral) বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। উহা তুল্যাংশে কর্পূরের সহিত পাত্রমধ্যে সংস্থাপন করতঃ পেষণ করিলে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ প্রস্তুত হয়, উহা উল্লিখিত পীড়ার এবং দন্তশূলরোগের বেদনানিবারণে বিশেষ উপযোগী। উহা পীড়িত স্থানে প্রয়োগ অথবা মৃদুভাবে মর্দ্দন কবিলে স্বল্পকাল-মধ্যেই বেদনা দূরীভূত হয। ললাটপ্রদেশের ও পঞ্চম স্নায়ুব নিউরাল্জিয়াতে (Neuralgia of the Fifth Nerve) উহা অতীব ফলদায়ক; কিন্তু স্থলবিশেষে এতদ্দারা উক্ত রোগের শান্তি হয় না। যে স্থলে প্রয়োগমাত্রেই যন্ত্রণার লাঘব না হয় সে স্থলে উহা অকর্ম্মণ্য বিবেচনা কবিয়া দীর্ঘকাল ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন।

ক্লোরাল্ (Chloral) ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia), ফাইষষ্টিগ্মা (Physostigma ও পাইক্রোটক্সিনের (Picrotoxine) প্রতিক্রিয়াসাধক, সুতরাং উল্লিখিত ত্রিবিধ ঔষধদ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

HYDRATE OF CROTON CHLORAL.

হাইড্রেট্ অব্ ক্রোটন্ ক্লোরাল্।

ফিজি। কোন জন্তুকে হাইড্রেট্ অব্ ক্রোটন্ ক্লোবাল্ (Hydrate of) Croton Chloral) প্রয়োগ কবিলে উহাব মস্তকের স্পর্শানুভব শক্তির লোপ হয, কিন্তু অন্য স্থানেব স্বাভাবিক অবস্থার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। মানব-দেহোপবি উহার ক্রিয়া এই যে উহা দ্বাবা পঞ্চম স্নায়ুর অবসন্নতা উপস্থিত হয়। অধিক মাত্রায সেবন কবিলে উহা নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং অত্যধিক মাত্রায় মেডালা অব্লংঙ্গেটাব (Medulla Oblongata) পক্ষাঘাত উৎপাদন করতঃ বোগীর প্রাণসংহাব কবিয়া থাকে।

উহার ক্রিয়া—স্পর্শহারক, বেদনানিবাবক ও নিদ্রাকাবক।

থিরা। বেদনানিবাবক ক্রিয়ার জন্য এই ঔষধ সচবাচব ব্যবহৃত হয়, এবং মুখমণ্ডলের নিউবাল্জিয়া রোগেই (Neuralgia) উহা অতীব ফলপ্রদ। দন্তের কেবিজ্ (Caries) বশতঃ দন্তশূল উপস্থিত হইলে এতদ্দ্বারা উহা নিবারিত হয়। মস্তকেব পশ্চাদ্দেশস্থ নিউরাল্জিয়াতে (Neuralgia), এবং গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে বেদনা উপস্থিত হইয়া উহা স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে হাইড্রেট্ অব্ ক্রোটন্ ক্লোরাল্ (Hydrate of Croton Chloral) আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। শরীরেব অন্যান্য স্থানের স্নায়ুশূলনিবারণে উহা তাদৃশ তৎপব নহে; যে হেতু অনেকে উহা হস্তপদাদির নিউরাল্জিয়াতে (Neuralgia) ব্যবহার কবিয়া আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে ডিস্মেনোরিয়া (Dysmenorrhæa) পীড়াসম্ভূত নিউরাল্জিয়াতে (Neuralgia) উহা বিশেষ উপকারী। যাহাহউক পঞ্চম স্নায়ুব নিউবাল্জিক্ বেদনা (Neuralgic Pain) নিবারণেই উহা বিশেষ পারদর্শী বলিযা পবিচিত।

মাইগ্রেণ্ (Migraine) নামক শিরঃপীড়ানিবারণে ক্রোটন্ ক্লোরাল্ (Croton Chloral) মহোপযোগী। এতভিন্ন বিলিয়াস্ হেড্ এক্ (Bilious Headache), নার্ভাস্ সিক্ হেড্ এক্ (Nervous Sick Headache), হেমিক্রেনিয়া (Hemicrania) প্রভৃতি অন্যবিধ শিরঃপীড়াদূরীকরণেও উহা পরাংমুখ নহে। এই রোগের লক্ষণ শিরঃপীড়া ও বমন; কিন্তু উক্ত লক্ষণ দ্বয় প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ রোগীব দর্শনশক্তির ব্যাঘাত ঘটে, হস্ত পদাদিব স্পর্শানুভবশক্তির লাঘব ও উহাদের অবসন্নতা উপস্থিত হয়, এবং বাক্যকথনশক্তিব হ্রাস হয় ও মানসিক প্রবৃত্তির বিশৃঙ্খলতা জন্মে। এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হইতে হইতেই শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়, এবং যখন উহার অসহ্য যন্ত্রণায় রোগী নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়ে তখন বিবমিষা ও বমন হইতে থাকে। এই শিরঃপীড়া সাধারণতঃ প্রাতঃসময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালেই আবম্ভ হয়, এবং উত্তরোত্তর অধিক হইতে হইতে অবশেষে এতাদৃশ ভীষণাকার ধারণ করে যে উহা রোগীর পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। এই বেদনা প্রথমে এক অথবা উভয় পার্শ্বস্থ ভ্রূতে অনুভূত হয়, পবে তথা হইতে ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত মস্তকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কোন স্থান কর্ত্তন কবিলে অথবা ছুরিকাবিদ্ধ কবিলে যেরূপ যন্ত্রণা বোধ হয় এই বেদনাও তদ্রূপ। ভোজন, অঙ্গসঞ্চালন, শব্দশ্রবণ, আলোকদর্শন, কিম্বা কোনরূপ দুর্গন্ধাঘ্রাণে উক্ত বেদনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই যন্ত্রণার আনুসঙ্গিক পীড়িত পার্শ্বস্থ নয়নমধ্যে ও শিরোদেশস্থ চর্ম্মেও বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। এই পীড়া যত প্রবল ভাব ধারণ করে ততই বিবামিষা জন্মে, এবং অবশেষে বমন হইলে রোগী একান্ত আক্রান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু কখন কখন বমন হইবা মাত্র শিরঃপীড়ার অনেক শান্তি হয়। হস্তপদাদির অবসন্নতা ও স্পর্শানুভব শক্তির ন্যূনতার বিষয় ইতিপূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে উহার আনুসঙ্গিক করদ্বয়ে, জিহ্বাতে ও ওষ্ঠাধরে এরূপ বেদনা অনুভূত হয় যে বোধ হয় যেন কেহ উক্ত স্থানে সূচিকা বিদ্ধ করিতেছে। বাক্যদ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে গেলে কোন কোন ব্যক্তিব উপযুক্ত কথা স্মরণ হয় না। কাহারও বা যদিও কথা স্মরণ হয়, তথাপি উচ্চারণের শক্তি থাকে না। এই রূপে পীড়া আরম্ভ হইয়া কখন কখন কিয়ৎকাল, কখন বা দুই তিন দিন যাবৎ বর্ত্তমান থাকে,

এবং অবশেষে অকস্মাৎ প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব অথবা বমন হওয়াতে, কিম্বা রোগী নিদ্রিতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে উহা হইতে মুক্তিলাভ করে। মস্তিষ্কমধ্যে অপ্‌-টিক্ থ্যালামাসের (Ohtic Thalamus) বিকৃতিবশতঃ এই পীড়া জন্মে, এবং ক্রমে উক্ত স্থান হইতে ভেগাস্ (Vagus) স্নায়ুর উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত যাবতীয় মস্তিষ্কস্থ স্নায়বীয় পদার্থ ঐরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হয়। এই কারণানুসারে রোগের লক্ষণও যথাক্রমে প্রতিভাত হইতে থাকে; যথা প্রথমে দর্শনশক্তির বৈলক্ষণ্য, দ্বিতীয়তঃ শিরঃপীড়া এবং সর্ব্বশেষে বিবমিষা ও বমন।

মস্তিষ্কের উল্লিখিত অবস্থাই যে এই রোগের উৎপত্তির কারণ এমত নহে, জরায়ু, যকৃৎ, পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রাদির ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য, উগ্রতা অথবা প্রদাহও উহার উত্তেজক কারণমধ্যে পরিগণিত; যে হেতু ঐ সকল যন্ত্রের বিকৃতি উপস্থিত হইলেই এই পীড়ার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ সকল কারণ দূরীভূত হইলেই রোগেরও শান্তি হইয়া থাকে। এই পীড়ায় ক্রোটন্ ক্লোরাল্ (Crotor Chloral) অতীব ফলদায়ক। এতদ্দ্বারা যে কেবল মস্তিষ্কস্থ স্নায়বীয় পদার্থের বিকৃতি দূরীভূত হইয়া উহা স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয় এমত নহে, উহা এই পীড়ার উত্তেজক কারণনিবারণেও সমর্থ।

যে স্থলে জরায়ুর পীড়া যথা ডিস্‌মেনোরিয়া (Dysmenorrhæa) মেনো-রাজিয়া (Menorrhagia) প্রভৃতি এই রোগের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হয় সেস্থলে ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে। দীর্ঘকাল নগরাবস্থান কিম্বা সাতিশয় মানসিক চিন্তাপ্রযুক্ত যে স্নায়বীয় অবসন্নতা জন্মে, কখন কখন উহাও এই পীড়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এরূপ স্থলেও ব্রমাইড্ (Bromide) মহোপকার সাধন করে। উহার সাহায্যে রোগী প্রগাঢ় নিদ্রায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেই যাবতীয় যন্ত্রণা দূরীভূত হয়। উহা যে কেবল এইরূপে স্নায়বীয় অবসন্নতা দূরীকরণে সমর্থ তাহা নহে, উক্ত রোগের কারণীভূত পূর্ব্বোল্লিখিত জরায়ুপীড়াও উহাদ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নিউরাল্‌জিয়াতে (Neuralgia) ক্রোটন্ ক্লোরাল্ (Croton Chloral) অতীব ফলদায়ক। ইহার সহিত মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগের সৌসাদৃশ্য এই যে ইহাতে যেমন পঞ্চম স্নায়ুতে বেদনা

অনুভূত হয় মাইগ্রেণেও (Migraine) তদ্রূপ হইয়া থাকে; সুতরাং ক্রোটন্ ক্লোরাল্ (Croton Chloral) যেমন ফেসিয়াল্ নিউরাল্জিয়ার (Facial Neuralgia) যন্ত্রণানিবারণে সমর্থ মাইগ্রেণ (Migraine) রোগেরও তদনুরূপ। এই পীড়া যদ্যপি অতীব প্রবল ভাব ধারণ না করে তাহা হইলে উহা উক্ত ঔষধ দ্বারা অনায়াসেই প্রশমিত হয়। কখন কখন ক্রোটন্ ক্লোরাল্ (Croton Chloral) দ্বারা মাইগ্রেণের (Migraine) লক্ষণাদি দূরীভূত হইলেও কথঞ্চিৎ শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে, উহা নিবারণে ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) বিশেষ পারদর্শী। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জরায়ুর পীড়াবশতঃ মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগের উৎপত্তি হইলে উহা ব্রোমাইড্ দ্বারা (Bromide) নিবার্য্য; বিশেষতঃ উহা ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা (Cannabis Indica) সহ প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফলদায়ক বলিয়া বোধ হয়।

যে সকল কারণে মাইগ্রেণ্ (Migraine) পীড়ার উৎপত্তি হয় কখন কখন অক্সিপিটাল্ ও অরিকিউলার্ স্নায়ুর (Occipital And Auricular Nerves) শূলবেদনাও (Neuralgia) সেই সকল কারণে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, এবং বিবমিষা ও বমন প্রভৃতি মাইগ্রেণের (Migraine) লক্ষণসকলও ইহাতে বর্ত্তমান থাকে। উল্লিখিত স্নায়ুশূলনিবারণেও ক্রোটন্ ক্লোরাল্ (Croton Chloral) সবিশেষ তৎপর। কখন কখন এতদর্থে ব্রোমাইড্ও (Bromide) ব্যবহৃত হয়।

নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য বিবিধ বেদনাদায়ক পীড়াতে অনেকে ইহা ব্যবহার করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল্ (Hydrate of Chloral) অপেক্ষা ইহার কার্য্যকারিতা অধিক এবং উহার ন্যায় ইহা হৃৎপিণ্ড ও পেশীসমূহের অবসাদ এবং শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে না। উক্ত ক্রিয়ার জন্য ইহা একড্রাম মাত্রায়ও প্রযোজিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে দুই তিন গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলেই ইহা নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু বস্তুতঃ এতাদৃশ স্বল্প মাত্রায় তাহা সম্ভবে না; এমন কি ১০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলেও নিদ্রাকর্ষণ হয় না। কোন কোন চিকিৎসক হৃৎপিণ্ডপীড়াতে এবং যক্ষ্মারোগের কাশবেগনিবারণার্থ উহা ব্যবহার করেন।

ক্রোটন্ ক্লোরালের (Croton Chloral) মাত্রাসম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে উহা অতীব তীব্র বিষাক্ত পদার্থ, সুতরাং উহা সাতিশয় সাবধানতাসহকারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা উহা এক গ্রেণ মাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। অনেকে উহা পাঁচ হইতে দশ গ্রেণ মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টাব্যবধানে এবং ব্যাধিবিশেষে ঘণ্টান্তরও ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু উহা কদাচ কুত্রাপি কোনরূপ অহিতসাধন করে নাই। ঐরূপ মাত্রায় কোন কোন রোগী উহা দুই সপ্তাহকাল সেবন করিয়াও কিছুমাত্র অসুখ বোধ করেন নাই। উল্লিখিত মাত্রায় উহা নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু বেদনা নিবারণ করিয়া থাকে। কখন কখন দন্তশূলনিবারণেও উহার উপযোগিতা দৃষ্টিগোচর হয়।

NITRITE OF AMYL

নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্।

ফিজি। এই ঔষধ সেবন, আঘ্রাণ অথবা পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে ৩০ হইতে ৪০ সেকেণ্ডের মধ্যেই মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করে, এবং গ্রীবা, বদন ও মস্তকপ্রদেশের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় ও তথা হইতে প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব হইতে থাকে। এতদ্দ্বারা কোন কোন ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে দেখা যায়, এবং কাহারও বা কর ও পদতল শীতল হইয়া কিয়ৎকাল ঐ ভাবে অবস্থিতি করে। উহা সেবনে মুখবর্ণের পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বেই নাড়ী দ্রুত ও বেগবতী হয়, এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এতাদৃশ বলবতী হয় যে গ্রীবাদেশের উভয় পার্শ্বস্থ কেরটিড্ ধমনী (Carotid Artery) শোণিতপূর্ণ হওয়াতে উহাদের উল্লম্ফন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে। রোগীর বিবেচনা হয় যে শরীরস্থ তাবৎ রক্তরাশি শিরোদেশে ধাবমান হইতেছে। এতদ্দ্বারা কোন কোন ব্যক্তির শিরোঘূর্ণন এবং মানসিক প্রবৃত্তির কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে

শ্বাসক্রিয়া দ্রুতভাব ধারণ করে, সাতিশয় দৌর্ব্বল্য অনুভূত হয়, রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) বিলুপ্ত হয়, এবং অবশেষে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্পর্শানুভবশক্তি অথবা চৈতন্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। এতদ্দ্বারা দেহস্থ ধমনীনিচয় বিস্ফারিত, এবং অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হৃৎপিণ্ড অতীব নিস্তেজ হওয়াতে আর্টিরিয়াল্ প্রেসারের (Arterial Pressure) হ্রাস হয়। এই ধমনীবিস্ফারণের কারণ সম্বন্ধে চিকিৎসকেরা বিবিধ মত প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বলেন যে উহা ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রের (Vaso-motor Centre) অবসাদ উৎপাদন করতঃ উল্লিখিত ক্রিয়া সাধন করে, কেহবা বলেন যে এতদ্দ্বারা ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্রের পক্ষাঘাত উপস্থিত হওয়াতে ধমনীসকল বিস্ফারিত হয়, এবং অপরে বলেন যে উহা সিম্পাথেটিক্ গ্যাংগ্লিয়া (Sympathetic Ganglia) ও উহাদের মোটার্ স্নায়ুর (Motor Nerves) পক্ষাঘাত উৎপাদন করতঃ এতৎক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী অপেক্ষা বৃহদাকার ধমনীগুলি অধিকক্ষণ এতাদৃশ বিস্ফারিতাবস্থায় অবস্থিতি করে, যে হেতু এমিল্ (Amyl) সেবনে মুখমণ্ডলের যে আরক্তিমতা জন্মে উহা অন্তর্হিত হইলেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত টেম্পোরাল (Temporal) অথবা ফেসিয়াল্ (Facial) ধমনী সঙ্কুচিত হয় না এবং উহাদের উল্লম্ফনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ (Nitrite of Amyl) অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে স্পাইনাল কর্ডস্থিত (Spinal Cord) মোটার ট্রাক্ট্ (Motor Tract) এবং কিয়ৎ পরিমাণে মোটার স্নায়ু (Motor Nerves) ও পেশীসকল অবসন্ন হওয়াতে রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) বিলুপ্ত হয়। সেন্সারি ট্রাক্টের (Sensory Tract) উপর উহার কোন ক্রিয়া নাই। এতদ্দ্বারা রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) উক্ত ক্রিয়াসাধনশক্তির লাঘব হয় কি না তৎপক্ষে সন্দেহ।

কোন কোন চিকিৎসক পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ (Nitrite of Amyl) আঘ্রাণ অথবা পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে প্রস্রাবের পরিমাণের বৃদ্ধি এবং উহার সহিত শর্করা নির্গত হয়।

ইহার কারণ এই যে নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ (Nitrite of Amyl) ভ্যাসো মোটার্ কেন্দ্রের (Vaso-motor Centre) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ ধমনী গুলিকে বিস্ফারিত করাতে যকৃৎমধ্যে অপরিমিত পরিমাণে রক্ত প্রধাবিত হয়, সুতরাং মূত্রে শর্করার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে; যে হেতু আমরা দেখিতে পাই যে যকৃৎমধ্যে যে সিম্পাথেটিক্ স্নায়ু (Sympathetic Nerves) বিরাজ করে উহা বিভক্ত করিলে যকৃৎস্থিত শিরা ও ধমনীসকল বিস্ফারিত হওয়াতে যকৃতের রক্তাধিক্যবশতঃ ডায়াবিটিস্ (Diabetes) পীড়া জন্মে।

কেহ কেহ বলেন যে নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ (Nitrite of Amyl) সেবন করিলে শোণিতস্থ লোহিত কণিকাগুলির অম্লজানবাষ্পাকর্ষণশক্তির হ্রাস হওয়াতে শারীরিক উত্তাপেরও হ্রাস হয়। এতৎপ্রভাবে হিমোগ্লোবিন্ (Hœmoglobin) নাইট্রাইট্ অক্সিহিমোগ্লোবিনে (Nitrite Oxyhœmoglobin) পরিণত হওয়াতে উক্ত কণিকাগুলির অম্লজানসঞ্চয়ের ও উহাকে টিসুমধ্যে বিতরণ করণের শক্তি থাকে না, সুতরাং উক্ত বাষ্পাভাবে দেহমধ্যে কম্বাশ্চানের (Combustion) অভাব হওয়াতে ক্রমশঃ উত্তাপের লাঘব হইতে থাকে। এমিল্ (Amyl) আঘ্রাণ করতঃ কোন একটী ক্ষুদ্র পদার্থের প্রতি কিয়ৎকাল নির্নিমেষনয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে উহা হরিদ্রাভ এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে ঈষন্নীলবর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়।

উহারক্রিয়া—ঘর্ম্মকারক, বেদনানিবারক, হৃৎপিণ্ড ও স্নায়বীয় অবসাদক, আক্ষেপনিবারক, উত্তাপনাশক ও মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় বিষ ক্রিয়াজনক ও স্বল্পমাত্রায় হৃৎপিণ্ডোত্তেজক।

থিরা। নাইট্রাইট্ অব এমিল (Nitrite of Amyl) এঞ্জাইনা পেক্টোরিস্ রোগে (Angina Pectoris) অতীব ফলদায়ক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। উক্ত পীড়া বহুবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং বহুবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকে। উহার সকলাবস্থাতেই ইহা ব্যবহৃত হয় এবং সকল সময়েই এরূপ আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে যে অনেকে বলেন যে উল্লিখিত রোগ নিবারণে নাইট্রো—গ্লিসিরিণ্ (Nitro—glycerine) ব্যতীত ইহার তুল্য উপযোগী ঔষধি আর নাই। স্থলবিশেষে এতদ্দ্বারা এককালীন পীড়ার শান্তি হয় না বটে, কিন্তু আঘ্রাণমাত্রেই অসহ্য যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া থাকে। অনেকানেক

চিকিৎসক এজ্‌মা (Asthma) রোগের শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবারণার্থ ইহা ব্যবহার করিয়া অতীব সন্তোষজনক ফললাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ইহা সেবনমাত্রেই শ্বাসকষ্ট দূরীভূত হয় এবং উহা পুনরাবির্ভূত হয় না; কিন্তু কেহ কেহ তাহা বিশ্বাস করেন না। বস্তুতঃ ইহা সেবনমাত্রেই শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়, এবং যাবৎ ইহা ব্যবহার করা যায় তাবৎ কোন যন্ত্রণা অনুভূত হয় না; কিন্তু ইহা কিয়ৎকাল রহিত করিলেই পুনরায় শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের পীড়াবশতঃ যে শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় তাহাও এতদ্দ্বারা নিবারিত হয়।

কোন কারণে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্যবশতঃ রোগী মৃতপ্রায় হইলে কেহ কেহ এমিল (Amyl) আঘ্রাণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। উহা স্বল্প পরিমাণে আঘ্রাণ করিবা মাত্রই হৃৎপিণ্ডক্রিয়া বলবতী হওয়াতে রোগী কাল-গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করে। কেহ কেহ হুপিংকফ্ (Whooping Cough) রোগেও উহা প্রয়োগ করেন। উহার আক্ষেপনিবারক ক্রিয়া থাকাতে এই রোগে এবং অন্যান্য আক্ষেপজনক পীড়াতে এতদ্দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। ধনুষ্টঙ্কার রোগে এবং ষ্ট্রিকনিয়া (Strychnia) সেবনে দেহ আক্ষিপ্ত হইলে অনেকে উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পঞ্চম স্নায়ুর শূলবেদনা (Neuralgia) উপস্থিত হইলে এতদাঘ্রাণে সবিশেষ উপকার দর্শে।

চিকিৎসকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে উহা ব্যবহার করেন। কেহ কেহ উহা আভ্যন্তরিক রূপে প্রয়োগ করেন, কেহবা উহা আঘ্রাণ করিতে বলেন। বহুদর্শিতাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহা আঘ্রাণ করিলে যেরূপ শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে, উদরস্থ করিলে তাদৃশ করে না। কিন্তু সকলে উহার ঘ্রাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। উহার বাষ্প নাসিকামধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র কোন কোন ব্যক্তির শিরোঘূর্ণন, মানসিক চাঞ্চল্য ও শারীরিক অবসন্নতা উপস্থিত হয়। উহা যেরূপেই প্রযোজিত হউক না কেন কিয়ৎকাল সেবন করিলেই রোগী অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি না করিলে উহাদ্বারা সমান ফল লাভ করা যায় না। কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস যে নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ (Nitrite of Amyl) অতীব বিষাক্ত পদার্থ। তাঁহারা বলেন যে উহা সাতিশয় সাবধানতাসহকারে ব্যবহার না করিলে

রোগীর পক্ষে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। যদিও অনেকের একপ বিশ্বাস আছে, তথাপি উহা সচরাচর ব্যবহার করতঃ জানা গিয়াছে যে উহাকে যেরূপ অহিত কর বিষময় দ্রব্য বলিয়া মনে করা যায় বস্তুতঃ উহা সেরূপ নহে। যাহারা উহা সেবনে এককালীন অনভ্যস্ত তাহাদিগকে প্রথমতঃ স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, পরে রোগী সহনশীল হইলে তাহারা অনায়াসেই স্বয়ং উহা ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এপিলেপসি (Epilepsy) রোগে অনেকে উহা ব্যবহার করতঃ সন্তোষ জনক ফললাভ করিয়াছেন। এই রোগে কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যৎকালে ভয়, মানসিক অস্থিরতা প্রভৃতি পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ সকল আবির্ভূত হয় তৎকালে উহা প্রয়োগ করিলে ফিট্ (Fit) নিবারিত হইয়া থাকে। ফিটের (Fit) সময় ব্যবহার করিলেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। কেহ কেহ বলেন যে এই রোগে ২০ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলে যতদূর ফললাভ না হয়, এতদ্দ্বারা তদধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু স্থল বিশেষে দেখা যায় যে উহাপেক্ষা ব্রোমাইড্ (Bromide) অধিকতর উপকারী। যাহারা এই পীড়াদ্বারা প্রত্যহ কিম্বা প্রতিদিন দুই তিনবার আক্রান্ত হয় তাহাদের পক্ষেই এমিল্ (Amyl) বিশেষ উপকারী, কিন্তু যে স্থলে দুই তিন সপ্তাহ অথবা মাসান্তর উহার আবির্ভাব হয়, সে স্থলে উহা তাদৃশ ফলদায়ক নহে। উল্লিখিত রোগে উহা তিন হইতে দশ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং পীড়ার প্রাথর্য্যবিবেচনায় প্রত্যহ তিন, চারি কিম্বা ছয় বার পর্য্যন্তও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগেও উহা ফলদায়ক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

অর্ণবযান, বাষ্পযান অথবা ঘোটকযানে আরোহণ করিলে কোন কোন ব্যক্তির নিরতিশয় বিবমিষা ও বমন হয়। এতন্নিবারণে এমিল্ (Amyl) বিশেষ উপযোগী। অর্দ্ধ বিন্দু এমিল্ (Amyl) ২০ বিন্দু স্পিরিটে (Spirit) দ্রবীভূত করতঃ একড্রাম জলের সহিত ঘণ্টান্তর সেবন করিলে সত্বর বমন নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকদিগের রজোরাহিত্যসময়ে (Menopause) অথবা অন্য কোন

কারণবশতঃ বদনমণ্ডল, গ্রীবাদেশ, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি শরীরের স্থানবিশেষের আরক্তিমতা ও উত্তাপ, হস্তপদাদি ও মস্তকের জ্বলন, কখন কখন প্রভূত স্বেদক্ষরণ, কখন কখন হস্তপদাদির অস্বাভাবিক শীতলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation), শিরঃপীড়া, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণাবলী আবির্ভূত হইলে এমিল্ (Amyl) সেবনে উহা দূরীভূত হয়। যে স্থলে শারীরিক আরক্তিমতা ও ঘর্ম্মস্রাব অধিক না হয় সে স্থলে এমিল্ (Amyl) প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা নাই; অন্যান্য লক্ষণের সহিত আরক্তিমতা ও উত্তাপ দূরীভূত হয়, শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া ও মানসিক চাঞ্চল্য নিবারিত হয়, এবং অচিরাৎ প্রগাঢ় নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে রোগী সুস্থতা লাভ করে। উল্লিখিত উদ্দেশে ব্যবহার করিতে হইলে দুই বিন্দু নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ (Nitrite of Amyl) একড্রাম রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে (Rectified Spirit) দ্রবীভূত করতঃ উহা তিন হইতে পাঁচ বিন্দু মাত্রায় স্বল্প শর্করাসহযোগে তিন ঘণ্টা ব্যবধানে প্রয়োগ করা উচিত। অতঃপর রোগী সহনশীল হইলে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ডিস্মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa) পীড়াতেও এমিল্ (Amyl) আঘ্রাণে যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

NITRO—GLYCERINE.

নাইট্রো—গ্লিসিরিণ্।

ফিজি। নাইট্রো—গ্লিসিরিণের (Nitro—glycerine) ক্রিয়া নাইট্রাইট্ অব্ এমিলের (Nitrite of Amyl) ন্যায়। উহা এক অথবা দুই বিন্দু মাত্র সেবন করিলে দুই তিন মিনিটের মধ্যেই ললাট, মস্তক ও গ্রীবাপ্রদেশের ধমনীনিচয় রুধিরপূর্ণ হওয়াতে ঐ সকল স্থান উত্তপ্ত হয়, বিবমিষা জন্মে, এবং ক্ষণকালের জন্য মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ও ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। ক্রমশঃ দেহাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় ধমনী বিস্ফারিত ও শোণিতপূর্ণ হওয়াতে উহাদের উল্লম্ফন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনক্রিয়া এতাদৃশ বলবতী হয় যে প্রতি সিষ্টোলে (Systole) সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে থাকে। উল্লিখিত লক্ষণাবলী দশ মিনিট হইতে অর্দ্ধঘণ্টাকাল

পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। অতঃপর শিরঃপীড়া, আলস্য ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। সচরাচর রোগীকে পাঁচ ছয় ঘণ্টা যাবৎ এই শিরঃপীড়া ভোগ করিতে হয়। এতৎপ্রভাবে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া যেমন বলবতী হয় তদ্রূপ তদানুসঙ্গিক উহার গতিও দ্রুতভাব ধারণ করে, এমন কি প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন স্বাভাবিকাপেক্ষা ২০ বার অধিক হইতে দেখা যায়, এবং উহা অতীব স্থূল ও কোমলভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা শারীরিক উত্তাপের লাঘব হয় না।

নাইট্রো—গ্লিসিরিণের (Nitro—glycerine) যে সকল ক্রিয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইল নাইট্রাইট্ অব্ এমিলের (Nitrite of Amyl) ক্রিয়াও ঠিক ঐরূপ, তবে উভয়ের প্রভেদ এই যে নাইট্রাইট্ অব্ এমিল্ (Nitrite of Amyl) দ্বারা মুখমণ্ডলের যতদূর আরক্তিমতা জন্মে নাইট্রো—গ্লিসিরিণ্ (Nitro—glycerine) দ্বারা ততদূর সম্ভবে না; দ্বিতীয়তঃ নাইট্রাইট্ অব্ এমিলের (Nitrite of Amyl) ন্যায় নাইট্রো—গ্লিসিরিণের (Nitro—glycerine) জ্ঞান নাশক ক্রিয়া নাই, এবং তৃতীয়তঃ নাইট্রাইট্ অব্ এমিলের (Nitrite of Amyl) ক্রিয়া সেবনমাত্রেই প্রকাশিত হয়, নাইট্রো—গ্লিসিরিণের (Nitro—glycerine) ক্রিয়া সেবনের পাঁচ ছয় মিনিট পরে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

নাইট্রো—গ্লিসিরিণ্ (Nitro—glycerine) সকলে সমভাবে সহ্য করিতে পারে না। কেহ কেহ এক অথবা দুই বিন্দু মাত্রায় সেবন করিলেও বিশেষ কষ্ট অনুভব করে না, কেহ কেহ ½ অথবা ¼ বিন্দু মাত্র সেবন করিলে অস্থির হইয়া পড়ে।

যুগুলার ভেন্‌মধ্যে (Jugular Vein) নাইট্রো—গ্লিসিরিণ্ (Nitro—glycerine) পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে ভেগাস্ (Vagus) স্নায়ুর পক্ষাঘাত উপস্থিত হওয়াতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সংরুদ্ধ হয়। উহা পেশীসমূহের উপর ক্রিয়াপ্রকাশ করতঃ উহাদের পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, এবং স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) বিনাশ করাতে শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

উহার ক্রিয়া—নাইট্রাইট্ অব্ এমিলের (Nitrite of Amyl) ক্রিয়ার ন্যায়।

থিরা। নাইট্রাইট্ অব্ এমিলের (Nitrite of Amyl) ন্যায় নাইট্রো—গ্লিসিরিণ্ও (Nitro—glycerine) এঞ্জাইনা পেক্টোরিস্ (Angina Pectoris) রোগে অতীব ফলদায়ক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে ইহা এমিল্ (Amyl) অপেক্ষা অধিকতর উপকারী। বস্তুতঃ যদিও তাহা না হয়, তথাপি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন স্থলে ইহাদ্বারা এবং কোন স্থলে এমিল্ (Amyl) দ্বারা সমধিক ফললাভ হয়। ক্রিয়াসম্বন্ধে এতদুভয়ের প্রভেদ এই যে এমিল্ (Amyl) অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু উহা দীর্ঘকালস্থায়ী, দ্বিতীয়তঃ এমিল্ (Amyl) কেবল মাত্র রোগীর বেদনা উপস্থিত হইলে ব্যবহৃত হয়, নাইট্রো—গ্লিসিরিণ্ (Nitro—glycerine) সকল সময়েই নির্দ্দিষ্ট কালব্যবধানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা $\frac{১}{২০০}$ হইতে $\frac{১}{১০০}$ বিন্দু মাত্রায় প্রযোজিত হইয়া থাকে। সমুদ্রযাত্রাকালে নিবত্রিশয় বমন হইলে এতদ্দ্বারা উহা নিবারিত হয়। এজ্মা (Asthma) এবং মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগেও এমিলের (Amyl) ন্যায় ইহা অতীব উপকারী। অতি স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উক্ত পীড়াদ্বয়জনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া ও বমন স্বল্পকালমধ্যেই দূরীভূত হয়। এপিলেপ্সি (Epilepsy) রোগেও ইহার কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে কোন পীড়াবশতঃ হিকাপ্ (Hic-cup) উপস্থিত হইলে নাইট্রো—গ্লিসিরিণ্ (Nitro—glycerine) তন্নিবারণে সমর্থ। জ্বররোগের কম্পনাবস্থায় প্রয়োগ করিলে ইহা এমিলের (Amyl) ন্যায় কম্পন দূর করিয়া থাকে।

কোন সাংঘাতিক পীড়াবশতঃ রোগীর হৃৎপিণ্ডক্রিয়া এককালীন নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, এবং তদানুসঙ্গিক নাড়ী অতীব ক্ষীণ, দ্রুত ও কোমল ভাব ধারণ করিলে, কিম্বা অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডক্রিয়া সংরুদ্ধ হওয়াতে রোগী মৃতপ্রায় হইলে হৃৎপিণ্ডোত্তেজক ক্রিয়ার জন্য নাইট্রো—গ্লিসিরিণ্ (Nitro—glycerine) স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

HYDROCYANIC ACID AND CYANIDE OF POTASSIUM.

হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ ও সায়েনাইড্ অব্ পটাসিয়ম্।

ফিজি। কি জান্তব, কি উদ্ভিদ এই উভয়বিধ পদার্থই হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্দ্বারা (Hydrocyanic Acid) বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ক্ষণকালের নিমিত্ত চর্ম্মোপরি প্রয়োজিত হইলে উহারা কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না, কিন্তু সায়েনাইড্ অব্ পটাসিয়মের দ্রব (Cyanide of Potassium Solution) যদ্যপি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে চর্ম্মের কিঞ্চিৎ প্রদাহ জন্মে। দীর্ঘকাল চর্ম্মোপরি সংলগ্ন থাকিলে উহারা উহার স্পর্শানুভবশক্তি হরণ করে, সুতরাং যদ্যপি সেই স্থানে বেদনা থাকে তাহা হইলে এতদ্দ্বারা তাহাও কথঞ্চিৎ নিবারিত হয়। উহারা চর্ম্মরোগের কণ্ডূয়ননিবারণে সবিশেষ তৎপর। ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে উহারা দেহমধ্যে শোষিত হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করতঃ রোগীর প্রাণসংহার করিয়া থাকে।

হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিডের (Hydrocynic Acid) আস্বাদ ঈষৎ তিক্ত। উহা মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে বদনগহ্বর কণ্ডূয়নপর হয়, এবং তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হওয়াতে লালক্ষরণ হইতে থাকে। উহা সুস্থ শরীরে স্বল্প মাত্রায় সেবন করিলে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত অথবা উগ্রতাবশতঃ উদরমধ্যে বেদনা কিম্বা বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করে।

হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ (Hydrocyanic Acid) যেমন উদরস্থ হইবা মাত্রই শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ উহা অতি স্বল্পকাল মধ্যেই প্রশ্বাস বায়ুর সহিত দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। অতএব উহা দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে যদ্যপি কোন উপায়ে অর্দ্ধঘণ্টাকাল রোগীর জীবন রক্ষা করা যায় তাহা হইলে আর তাহার প্রাণের আশঙ্কা থাকে না। উহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উদরস্থ হইবামাত্রই রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং অনতিকালমধ্যেই প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। উহা কিরূপে প্রাণিবর্গের প্রাণসংহার করে তাহা অদ্যাবধি সবিশেষ স্থিরীকৃত হয়

নাই। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহা সেবনমাত্রেই হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ডায়াষ্টোলে (Diastole) বন্ধ হয়, অপরে বলেন যে এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ মস্তিষ্ক, অতঃপর স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord), এবং অবশেষে মোটার স্নায়ুমণ্ডলীর (Motor Nerves) মূলদেশ হইতে সীমা পর্য্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, পরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্য সংঘটিত হওয়াতে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষে শরীর বিষাক্ত হইলে পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগ করিলে রোগীর জীবন রক্ষার সম্ভাবনা; যে হেতু এট্রোপিয়া (Atropia) যদিও ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) অন্তস্থিত শাখাসকলের পক্ষাঘাত উৎপাদন করে তথাপি উহাদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াপরিচালক স্নায়ুকেন্দ্র (Respiratory Centre) উত্তেজিত হওয়াতে রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে।

উহাদের ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে স্পর্শহারক, বেদনানিবারক ও কণ্ডূয়ননিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে লালনিঃসারক, বেদনানিবারক, আক্ষেপনিবারক ও বমননিবারক।

থিরা। ইতিপূর্ব্বে বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ (Hydrocyanic Acid) কিম্বা দ্রবাকারে সায়েনাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Cyanide of Potassium) নিউরাল্জিয়া (Neuralgia) ও বাতরোগে স্থানিক রূপে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু অধুনা উহাদের পরিবর্ত্তে অন্যান্য অধিকতর ফলদায়ক বেদনানিবারক ঔষধাদি সচরাচর প্রয়োজিত হয়। চর্ম্মরোগের কণ্ডূয়ননিবারণে উহারা বিশেষ উপযোগী। এতদর্থে উহারা একজেমা (Eczema), প্রুরাইগো (Prurigo), আর্টিকেরিয়া (Urticaria), লিকেন্ (Lichen) প্রভৃতি পীড়াতে ব্যবহৃত হয়। উহা নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এক ড্রাম সায়েনাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Cyanide of Potassium) এক পাইন্ট জলে দ্রবীভূত করতঃ, কিম্বা অর্দ্ধড্রাম হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ (Hydrocyanic Acid) এক আউন্স জল অথবা গ্লিসিরিণের (Glycerine) সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা পীড়িত প্রদেশ প্রতিনিয়ত অভিষিক্ত করিতে হয়। এইরূপে দিবসৈকদ্বয় উক্ত দ্রব প্রয়োগ করিলেই কণ্ডূয়ন নিবারিত হইয়া থাকে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে টিনিয়া টন্সুরান্স্ ((Tinea Tonsurans) অর্থাৎ টাক রোগে সাল্ফো-সায়েনাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Sulpho-cyanide of Potassium) অতীব উপকারী। উক্ত পীড়াদ্বারা মস্তক আক্রান্ত হইলে তত্রস্থ কেশরাশি কর্ত্তন করতঃ সাবান ও ঈষদুষ্ণ সলিলদ্বারা প্রাতঃসন্ধ্যায় মস্তক ধৌত করিয়া উহার দ্রব প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই দ্রব প্রস্তুত করিবার জন্য অর্দ্ধ আউন্স সাল্ফো—সায়েনাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Sulpho—Cyanide of Potassium), এক আউন্স গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) এবং সাত আউন্স জল একত্রে মিশ্রিত করা আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা উগ্রতর দ্রব প্রয়োগ করিলে মস্তকস্থ চর্ম্মের উগ্রতা সাধিত হইয়া অভিনব চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা।

উগ্র হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ (Strong Hydrocyanic Acid) কদাপি আভ্যন্তরিকরূপে ব্যবহৃত হয় না। জলমিশ্রিত এসিড্ পাকস্থলীর পীড়াতে সচরাচর প্রয়োজিত হয়। উক্ত যন্ত্রের উগ্রতা অথবা প্রদাহবশতঃ, কিম্বা তরুণ অথবা পুরাতন ক্ষত কিম্বা ক্যান্সারের (Cancer) অবস্থাননিবন্ধন উদরমধ্যে বেদনা ও বমন হইলে উক্ত এসিড্ (Acid) সেবনে বমন ও যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া থাকে। এতদর্থে উহা বিস্মাথ্ (Bismuth) ও মর্ফিয়া (Morphia) সহযোগে প্রযোগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। কেহ কেহ বিসূচিকা রোগের বমননিবারণার্থও উহা ব্যবহার করেন।

IODOFORM

আইওডোফর্ম্।

ফিজি। আইওডোফর্ম্ (Iodoform) নামক ঔষধে প্রচুর পরিমাণে আইওডিন্ (Iodine) বর্ত্তমান থাকাতে উহা সংক্রমণহারক, দুর্গন্ধনাশক ও পচননিবারক বলিয়া পরিচিত। অক্ষত অথবা ক্ষতস্থানে প্রয়োজিত হইলে উহা পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রিয়া ব্যতীত স্নিগ্ধকারক ও বেদনানিবারক ক্রিয়াও প্রকাশ করে। আভ্যন্তরিক সেবন অথবা কিয়ৎকাল আঘ্রাণ করিলে উহা

ক্লোরাল্ (Chloral) এবং ক্লোরোফর্মের (Chloroform) ন্যায় শারীরিক স্পর্শানুভবশক্তি অপহরণ ও নিদ্রা উৎপাদন করে।

আইওডোফর্ম (Iodoform) মধ্যে আইওডিন্ (Iodine) বর্ত্তমান থাকিলেও উহাদ্বারা পাকাশয়ের উগ্রতা সাধিত হয় না। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা প্রথমতঃ মাদক দ্রব্যের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে, অতঃপর ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় পৈশিক আক্ষেপ ও কন্ভাল্সন্ (Convulsion) উপস্থিত হয়। উল্লিখিত লক্ষণাদির আনুসঙ্গিক প্রবল জ্বর, স্নায়বীয় অবসন্নতা, কণীনিকার প্রসরণ, অগোচরে মলমূত্রত্যাগ, এবং অকস্মাৎ কলাপ্স্ (Collapse) উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। ক্লোরোফর্ম (Chloroform) ও ইথার (Ether) দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে যেমন যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, কিড্নি (Kidney) ও পেশীসমূহের ফ্যাটি ডিজেনারেসন্ (Fatty Degeneration) হয়, এতদ্দ্বারাও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

উহার ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে সংক্রমণহারক, দুর্গন্ধনাশক, পচন-নিবারক, স্নিগ্ধকারক ও বেদনানিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়াজনক; স্বল্পমাত্রায় পরিবর্ত্তক।

থিরা। আইওডোফর্ম (Iodoform) সাধারণতঃ বাহ্যপ্রয়োগেই ব্যবহৃত হয়। ইহা পচনশীল দুর্গন্ধময় ক্ষতের একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। বেড্সোর্ (Bedsore), রোডেণ্ট্ আল্সার্ (Rodent Ulcer), উপদংশক্ষত প্রভৃতিতে ইহা অতীব উপকারী। অনেকে বলেন যে বিউবো (Bubo) নিবারণে ইহা বিশেষ উপযোগী। এক আউন্স কলোডিয়নের (Collodion) সহিত এক ড্রাম আইওডোফর্ম্ (Iodoform) মিশ্রিত করতঃ বিউবো (Bubo) প্রদাহের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে উহা সত্বর প্রশমিত হয়। স্ফোটক, বিস্ফোটক, কার্ব্বাঙ্কল (Carbuncle) প্রভৃতি অন্যান্য প্রদাহনিবারণেও উক্ত মিশ্র বিশেষ তৎপর। উপদংশ ও স্ক্রফিউলাজনিত ক্ষতে (Syphilitic and Scrofulous Ulcers) উহা চূর্ণাকারে প্রয়োগ করতঃ কোন তৈলাক্ত পদার্থদ্বারা ক্ষতস্থান আবৃত রাখিলে ক্ষতের অবস্থা সত্বর স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। উল্লিখিত ক্ষতে এক ড্রাম আইওডোফর্ম্ (Iodoform) এক আউন্স সিম্পল্ অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Simple Ointment) কিম্বা দুই আউন্স অয়েল্ অব্ ইউকেলিপ্টাস্ (Oil of Eucalyptus) সহযোগে প্রয়োজিত

হয়। গলদেশ অথবা নাসিকাভ্যন্তরস্থ ক্ষতে এবং পুরাতন ওজিনা (Chronic Ozæna) রোগেও উহার ব্যবহার সচরাচর প্রচলিত। বেদনানিবারণার্থ ক্যান্সারজনিত ক্ষতে (Cancerous Sores) অনেকে উহা প্রয়োগ করেন। অর্কাইটিস্ (Orchitis) পীড়াবশতঃ বীজকোষ স্ফীত হইলে কিম্বা স্ক্রফিউলা (Scrofula) রোগের পুরাতন প্রদাহবশতঃ গ্লাণ্ডসকল (Glands) বিবর্দ্ধিত হইলে এক ড্রাম আইওডোফর্ম্ (Iodoform) দুই আউন্স বসার সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। একজেমা (Eczema) রোগেও ইহা অতীব ফলদায়ক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এতদর্থে চারি গ্রেণ আইওডোফর্ম্ (Iodoform), এক ড্রাম অয়েল অব্ ইউকেলিপ্‌টাস্ (Oil of Eucalyptus) এবং এক আউন্স ভ্যাসেলিন্ (Vaseline) একত্রিত করতঃ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উহা পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই কণ্ডূয়ন, রসস্রাব, প্রদাহপ্রভৃতি দূরীভূত হয়। জরায়ুমধ্যে ক্যান্সারক্ষতের (Cancerous Sores) অবস্থানবশতঃ উদরমধ্যে নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে ৮ হইতে ১৬ গ্রেণ আইওডোফর্ম্ (Iodoform) ভ্যাসেলিন্ (Vaseline) সহযোগে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা যে কেবল যন্ত্রণার লাঘব হয় এমত নহে, ক্ষতের অবস্থাও স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। তদ্রূপ রেক্‌টাম্ (Rectum) ও ব্লাডারের (Bladder) কোনরূপ বেদনাদায়ক পীড়া উপস্থিত হইলে উহার সাপোজিটরি (Suppository) গুহ্যদ্বারে প্রয়োগে বেদনা দূরীভূত হয়। প্রুরাইগো (Prurigo) রোগে উহার মলম অতীব উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদর্থে এক ড্রাম আইওডোফর্ম্ (Iodoform) এক আউন্স বসার সহিত মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার করা যায়।

বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia) ও গাউট (Gout) রোগে অনেকে উহা ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) দ্বারা আইওডোফর্ম্মের (Iodoform) উগ্র দ্রব প্রস্তুত করতঃ পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে আশু বেদনার লাঘব হয়।

পরিবর্ত্তক ক্রিয়ার জন্য কেহ কেহ উহা উপদংশরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

MUSK.

মৃগনাভি।

ফিজি। মৃগনাভির একটী সুগন্ধ আছে। এই গন্ধ সাধারণতঃ ভারতবাসীদিগের পক্ষে অতীব প্রীতিকর বটে, কিন্তু ইয়ুরোপনিবাসীদিগের পক্ষে তাদৃশ নহে। কেহ কেহ উহার গন্ধ এতাদৃশ তীব্র বলিয়া বিবেচনা করেন যে আঘ্রাণমাত্রেই তাঁহাদের বিবমিষা, শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়। উহার আস্বাদ ঈষৎ তিক্ত।

মৃগনাভি অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উদরমধ্যে গুরুত্ব অনুভূত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ উদ্গার উত্থিত হইতে থাকে। অতঃপর গলাভ্যন্তরের শুষ্কতা জন্মে ও সর্ব্ব শরীর ও মস্তক অতিশয় ভারি বলিয়া বোধ হয়। ক্রমশঃ শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, তন্দ্রা ও কখন কখন মোহ উপস্থিত হয়। অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা হস্তপদাদির কম্পন এবং কন্‌ভাল্‌সনের (Convulsion) সৃষ্টি করে। এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বর্দ্ধিত হওয়াতে নাড়ী বেগবতী ও বলবতী হইয়া থাকে।

স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগে উহা হৃৎপিণ্ডোত্তেজক এবং স্নায়বীয় বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহা সচরাচর আক্ষেপনিবারক বলিয়াও পরিচিত।

উহার ক্রিয়া—হৃৎপিণ্ডোত্তেজক, স্নায়বীয় বলকারক ও আক্ষেপ নিবারক।

থিরা। মেলাঙ্কোলিয়া (Melancholia) রোগে এবং হিষ্টিরিয়া (Hysteria) ও উহার লক্ষণাদি উপস্থিত হইলে মৃগনাভি ব্যবহৃত হয়। স্নায়বীয় বলকারক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য উহা হুপিংকফ্ (Whooping Cough), কোরিয়া (Chorea), এপিলেপ্সি (Epilepsy), নার্ভাস্ প্যাল্‌পিটেসন্ (Nervous Palpitation), এমন কি ধনুষ্টঙ্কার রোগেও অনেকে প্রয়োগ করেন। বিসূচিকা অথবা অন্য কোন পীড়াবশতঃ হস্তপদাদির পেশী আক্ষিপ্ত হইলে এতৎপ্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। টাইফাস্ ও টাইফয়েড্ জ্বর (Typhus and Typhoid Fever), বিসূচিকা অথবা অপরাপর সাংঘাতিক

পীড়াপ্রভাবে রোগীর হৃৎপিণ্ডক্রিয়া এককালীন নিস্তেজ হইয়া পড়িলে উহা ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত জ্বরে কিম্বা স্বল্পবিরাম জ্বরে (Remittent Fever) যৎকালে টাইফয়েড্ লক্ষণাদি (Typhoid Symptoms) আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ রোগী মৃদু প্রলাপোক্তি উচ্চারণ করে, হস্তপদাদি কম্পিত হইতে থাকে, দন্ত, দন্তমাড়ী, জিহ্বা ও ওষ্ঠাধর সোর্ডিস্ (Sordes) দ্বারা আবৃত হয়, এবং রোগী অর্দ্ধাজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎকালে তিন চারি গ্রেণ মৃগনাভি চারি অথবা পাঁচ গ্রেণ কর্পূরসহযোগে তিন ঘণ্টা কালব্যবধানে প্রয়োগ করিলে স্থলবিশেষে ফললাভ হইয়া থাকে। প্রসবান্তে স্ত্রীলোকেরা মৃগনাভি সেবন করিলে জরায়ু হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহার লাঘব হয় এবং শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে।

COD-LIVER OIL.

কড্-লিভার্ অয়েল্।

ফিজি। চিকিৎসাক্ষেত্রে কড্-লিভার অয়েল্ (Cod-Liver Oil) যেমন একটী ঔষধ বলিয়া পরিচিত, মানবদেহের পুষ্টিসাধন জন্য তদ্রূপ উহা আহার্য্য পদার্থমধ্যেও পরিগণিত। তৈলাক্ত পদার্থমাত্রেই শারীরিক টিস্থ ও যন্ত্রাদির পোষণ ও বিবর্দ্ধন জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। উহাদের কম্বাশ্চন্ (Combustion) দ্বারা দেহমধ্যে যে উত্তাপ ও তেজের সৃষ্টি হয় ঐ তেজ পেশীসমূহ, স্নায়ুমণ্ডলী ও যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়াতে উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া বলবতী হয়। তৈলাক্ত দ্রব্যাদি যদিও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত, তথাপি রুধিরপ্রবাহে মিলিত হইলে উহারা সকলেই একরূপ আকার ধারণ করে।

পাকাশয়মধ্যে প্রবেশ করিলে উহারা গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্দ্বারা (Gastric Juice) রূপান্তরিত হয় না বটে, কিন্তু উহারা ভুক্ত দ্রব্যের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। স্বল্প পরিমাণে সেবন করিলে এতদ্দারা দুগ্ধ শর্করা ও ষ্টার্চের (Starch) ফার্মেণ্টেসন্ (Fermentation) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং নাইট্রজিনাস্ (Nitrogenous) পদার্থসকল সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। অধিক

পরিমাণে সেবন করিলে উহাদের ডিকম্পোজিসন্ (Decomposition) বশতঃ পাকস্থলীমধ্যে এরূপ নূতন নূতন এসিডের (Acid) উৎপত্তি হয় যে তদ্দ্বারা পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি না হইয়া বরং উহার ব্যাঘাত জন্মে।

অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করত বসা ও অন্যান্য তৈলাক্ত পদার্থসকল ক্ষারাত্মক প্যান্ক্রিয়াটিক্ রসের (Pancreatic Juice) সহিত মিলিত হইলে শিরা এবং ল্যাক্টিয়াল্ (Lacteals) দ্বারা শোষিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে উহারা কোন ক্ষার পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলেই অন্ত্রপ্রাচীরের মধ্য দিয়া শোণিত প্রবাহে মিলিত হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস যে উহা পিত্তের সহিত মিশ্রিত হইলেই অনায়াসে শোষিত হয়, এবং কথঞ্চিৎ আন্ত্রিক রসের (Intestinal Juice) সহায়তায়ও কশিরবাশিতে লীন হয়। যাহা হউক যে রূপেই উহারা শোষিত হউক না কেন উহাদের অধিকাংশই ল্যাক্টিয়াল্ (Lacteals) মধ্যে প্রবেশ করে, এবং যে স্বল্পাংশ শিরাদ্বারা শোষিত হয় উহা যকৃৎমধ্যে গমন করতঃ কোলিক্ এসিড্ (Cholic Acid) পরিণত হয়। এই কোলিক্ এসিড্ (Cholic Acid) গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্স্থিত (Gastric Juice) সোডা (Soda) সম্মিলনে টরোকোলেট্ ও গ্লাইকোকোলেট্ অব্ সোডাতে (Taurocholate and Glycocholate of Soda) পরিণত হইয়া সাবানের আকার ধারণ করে। এই দুইটী নবজাত লবণ স্বকীয় ক্রিয়া সাধন করিতে করিতে নিম্নান্ত্রমধ্যে গমন করিলে অবশেষে উক্ত লবণাবস্থিত বেস্ (Base) অর্থাৎ সোডা (Soda) পুনরায় লবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্স্থিত (Gastric Juice) এসিডের (Acid) সহিত পুনর্মিলিত হয়। তৈলাক্ত দ্রব্যাদি আহারান্তে অথবা আহার্য্য পদার্থের সহিত ভোজন করিলে পিত্তস্রাবের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহারা শূন্যোদরে প্রবেশ করিলে উহার লাঘব হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বসা এবং অপরাপর তৈলাক্ত পদার্থ অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে, কিন্তু অল্প পরিমাণে আহার করিলে উহারা পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করণে, যাবতীয় টিস্থ (Tissue) ও যন্ত্রাদির পুষ্টিসাধনে, এবং উহাদের তেজ ও শারীরিক উত্তাপোৎপাদনে বিশেষ পারদর্শী। নিয়মিত রূপে সেবন করিলে কড্-লিভার্ অয়েলও (Cod-Liver

Oil) উল্লিখিত ক্রিয়াসাধনে কদাচিৎ পরাংমুখ নহে। কড্-লিভার অয়েল (Cod-Liver Oil) সুস্থাবস্থায় স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শোণিতস্থ লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কিয়ৎ পরিমাণে শ্বেত কণিকার সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহা অতি স্বল্প পরিমাণেই মল ও মূত্রের সহিত নির্গত হয়, অধিকাংশই দেহমধ্যে অবস্থিতি করে।

কড্-লিভার্ অয়েলের (Cod-Liver Oil) ক্রিয়া—আগ্নেয়, বলকারক পিত্তনিঃসারক, মৃদুবিরেচক ও পুষ্টিসাধক।

থিরা। পুষ্টিসাধক ক্রিয়ার জন্যই কড্-লিভার অয়েল্ (Cod-Liver Oil) প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়া, পরিশ্রম, চিন্তা অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ দেহ দিন দিন ক্ষীণ ও বলহীন, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী নিস্তেজ, পেশীসমূহ দুর্ব্বল, এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ হইলে এতদ্ব্যবহারে উপকার দর্শে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই ইহা সমান ফলদায়ক।

দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির পুরাতন প্রদাহেই ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্ অথবা কিডনির (Kidney) পুরাতন প্রদাহে কিম্বা স্কার্লেট্ ফিভার্ (Scarlet Fever), হাম প্রভৃতি সংক্রামক জ্বরের পর নাসারন্ধ্র অথবা কর্ণকুহর হইতে স্রাব নির্গত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য। স্ক্রফিউলা (Scrofula) রোগে ইহা অতীব ফলপ্রদ। যাহারা এই পীড়ার বশবর্ত্তী তাহাদের শরীরের কোন স্থানে প্রদাহ কিম্বা ক্ষত জন্মিলে উহা সহসা অপনীত হয় না, সুতরাং রোগী দিন দিন ক্ষীণকলেবর হইতে থাকে। এরূপাবস্থায় কড্-লিভার অয়েল্ (Cod-Liver Oil) সেবন করিলে উপকার দর্শে বটে, কিন্তু উহা আইওডাইড্ (Iodide) সহযোগে দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিলে অভিলষিত ফললাভ হয় না। পূর্ব্বোক্ত পীড়ার ন্যায় যক্ষারোগেও ইহা অতিশয় হিতকারী। তরুণ যক্ষারোগে জ্বরের প্রকোপ যেরূপ প্রবল থাকে পুরাতন যক্ষাতে উহা সেরূপ থাকে না; তজ্জন্য অনেকে বলেন যে তরুণাপেক্ষা পুরাতন যক্ষাতেই ইহা অধিকতর হিতসাধক। কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস এই যে জ্বরাবস্থায় সেবন করিলে ইহা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধন করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। উক্ত রোগে জ্বর বর্ত্তমান থাকুক বা না থাকুক, যদ্যপি

পাকস্থলীর উগ্রতা অথবা পরিপাকশক্তির বিশৃঙ্খলতা না থাকে তাহা হইলে এতদ্দ্বারা যথেষ্ট ফললাভ হয়। অনেকে বলেন যে উদরাময় থাকিলে কড্-লিভার্ অয়েল্ (Cod-Liver Oil) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে; যে হেতু এতদ্দ্বারা উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ যাহাদের উদরাময় থাকে তাহারা যদ্যপি এই ঔষধি এককালীন অধিক মাত্রায় সেবন করে তাহা হইলে উহা যে দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এতাদৃশাবস্থায় যদি ইহা শয়নকালে এক ড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে বরং উহার লাঘব হইতে দেখা যায়, এবং বিবমিষা, বমন প্রভৃতি অন্যান্য অপ্রীতিকর লক্ষণাবলীও আবির্ভূত হয় না। এইরূপে রোগী ক্রমশঃ ইহাতে অভ্যস্ত হইলে উত্তরোত্তর মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতে উক্ত ঔষধি হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ (Hypophosphite of Lime) সহযোগে প্রয়োগ করিলে আশাতীত ফললাভ হইয়া থাকে।

পুরাতন বাত, গাউট্ (Gout), রিউম্যাটয়েড্ আর্থ্রাইটিস (Rheumatoid Arthritis), চর্ম্মরোগ, উপদংশরোগ, এবং অন্যান্য পুরাতন পীড়াতে কড্-লিভার্ অয়েল্ (Cod-Liver Oil) উপকারী বটে, কিন্তু এম্ফিজিমা (Emphysema) ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Chronic Bronchitis) রোগে উহা অধিকতর ফলদায়ক বলিয়া পরিচিত। এম্ফিজিমা (Emphysema) পীড়াতে উহা প্রয়োগ করিলে ফুসফুসের অবনতি (Degeneration), এবং পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগে ব্যবহার করিলে অপরিমিত কফস্রাব নিবারিত হয়।

বয়োধর্ম্মবশতঃ অথবা পুরাতন পীড়াপ্রযুক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের যন্ত্রাদির অবনতি (Degeneration) উপস্থিত হইলে এতদ্ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে। রিকেট্স্ (Rickets) রোগগ্রস্ত বালকদিগের পক্ষেও ইহা মহোপকারী।

কোন কোন ব্যক্তির, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের এক প্রকার পীড়া জন্মে যাহাকে ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) বলিয়া গণনা করা যায়। উহার লক্ষণ এই যে উদর শূন্য হইলে তন্মধ্যে এরূপ মৃদু মৃদু জলন উপস্থিত হয় যে উহাকে ক্ষুধা বলিয়া ভ্রম হয়, এবং এপিগ্যাষ্ট্রিক (Epigastric) প্রদেশ যেন

উদরাভ্যন্তর হইতে আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কোনরূপ খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ হইলে উল্লিখিত লক্ষণাদি অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই উহা পুনরাবির্ভূত হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত পীড়ার সহিত যদ্যপি আন্ত্রিক উগ্রতা অথবা উদরাময় বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলে উহা কড্-লিভার্ অয়েল্ (Cod-Liver Oil) সেবনে দূরীভূত হয়। নাতিবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের কখন কখন হিষ্টিরিয়ার (Hysteria) লক্ষণাদি দৃষ্টিগোচর হয়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগেরই সচরাচর ইহা ঘটিয়া থাকে। কড্-লিভার অয়েল্ (Cod-Liver Oil) উহা নিবারণেও পরাংমুখ নহে। বয়ঃপ্রভাবে হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য অথবা মস্তিষ্কস্থ ধমনীপ্রাচীরের এথিরোমেটাস্ ডিজেনারেসন্ (Atheromatous Degeneration) প্রযুক্ত শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হইলে উক্ত তৈল সেবনে উপকার দর্শে; কিন্তু যদ্যপি উহা মস্তিষ্কের যান্ত্রিক পীড়াসম্ভূত হয় তাহা হইলে ইহা তদপনয়নে সমর্থ নহে। পুরাতন কাশি, হুপিংকফ্ (Whooping Cough), কোরিয়া (Chorea), লেরিঞ্জিস্মাস্ ষ্ট্রিডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus) ইত্যাদি রোগেও উহা ব্যবহার্য্য।

কড্-লিভার্ অয়েল্ (Cod-Liver Oil) স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতানিবারণে বিশেষ উপযোগী। অনেকে বলেন যে শিশুসন্তানদিগের পুরাতন উদরাময় রোগে উহা অতীব ফলদায়ক। যে স্থলে উক্ত পীড়াপ্রভাবে আন্ত্রিক বিকৃতিবশতঃ মুখমধ্যে ক্ষতের আবির্ভাব হয় এবং অন্যান্য যথোপযুক্ত ঔষধ ব্যবহারেও বিশেষ ফললাভ না হয়, সে স্থলে শয়নকালে অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় উক্ত তৈল প্রয়োগ করিলে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টিসাধন হওয়াতে রোগী আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এতদ্দ্বারা উদরাময়ের বৃদ্ধি না হইয়া বরং দিন দিন হ্রাস হইতে থাকে।

কড্-লিভার্ অয়েল্ (Cod-Liver Oil) সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তির বিবমিষা, বমন ও ভেদ হয় বটে, কিন্তু উহা স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে উল্লিখিত ঘটনা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। উহার গন্ধ যাহাদের নিরতিশয় অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে উহা নিম্নলিখিত প্রকারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। একটী পাত্রমধ্যে কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডি

(Brandy) এবং জল, অথবা টিংচার অরেন্সাই (Tincture Auranti), কিম্বা কিঞ্চিৎ মিউসিলেজ্ (Mucilage) ও দুই বিন্দু অয়েল্ অব্ লেমন্ (Oil of Lemon) সংস্থাপন করতঃ তদুপরি উক্ত তৈল এরূপে ঢালিতে হয় যে উহা উক্তপাত্রের গাত্রে সংলগ্ন না হয়; অতঃপর উহা সেবন করিলে উহার দুর্গন্ধ তাদৃশ অনুভূত হয় না। উহা সেবন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কিঞ্চিৎ লবণ মুখমধ্যে প্রয়োগ করিলেও উহার কদাস্বাদ দূরীভূত হয় এবং বিবমিষা জন্মে না। যদিও উহার দুর্গন্ধ ও কদাস্বাদ দূরীকরণার্থ এতাদৃশ বিবিধ উপায় অবলম্বন করা যায়, তথাপি কোন কোন ব্যক্তি কিছুতেই উহা সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। কেহ কেহ বলেন যে ডিস্পেপ্সিয়াই (Dyspepsia) ইহার কারণ। উক্তপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা কেবল যে উহার দুর্গন্ধসহনে অসমর্থ এমত নহে, উহা সেবন করিলে তাঁহাদিগের বিবমিষা, বমন, উদরাময়, উদরস্ফীতি, অম্লোদ্গার প্রভৃতি লক্ষণাবলী প্রকাশিত হইতে থাকে। যাঁহারা যক্ষারোগে আক্রান্ত হন তাঁহাদেরই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে উহা ইথার (Ether) সহযোগে সেবনীয়; যে হেতু উহার সহায়তায় তৈলাক্ত পদার্থাদি অনায়াসে পরিপাচিত ও শোষিত হয়। ইথার (Ether) উক্ত তৈলের সহিত উদরস্থ হইলে প্যান্ক্রিয়াজ্ (Pancreas) এবং ডিওডিনাম্ (Deodenum) স্থিত গ্লাণ্ডসকলকে (Glands) এরূপে উত্তেজিত করে যে ঐ সকল যন্ত্র হইতে প্রভূত রসক্ষরণ হয়, এবং ঐ রসদ্বারা উক্ত তৈল অনায়াসে পাচিত হইয়া সহজেই শোষিত হইয়া থাকে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে যাঁহারা উহা জীর্ণকরণে অসমর্থ, তাঁহারা এইরূপে উহা ইথারের (Ether) সহিত সেবন করতঃ অত্যাশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন। দুই ড্রাম তৈলের সহিত ১০ হইতে ১৫ বিন্দু ইথার (Ether) মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। উক্ত তৈল লাইম্ ওয়াটার্ (Lime Water) অর্থাৎ চূণের জলের সহিত প্রয়োগ করিলেও বিবমিষা কিম্বা উদরাময় জন্মে না।

CANTHARIDES.

ক্যান্থারাইডিস্।

ফিজি। ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে কিয়ৎকালমধ্যেই চর্ম্ম লোহিতবর্ণ ধারণ করে, এবং তথায় উত্তাপ ও জ্বলন অনুভূত হয। অতঃপর ৭।৮ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা সমুত্থিত হইতে থাকে। ঐ সকল ফোস্কা ক্রমশঃ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যৎকালে বৃহদাকার ধারণ করে, তৎকালে উহার মধ্যে এক প্রকার রস সঞ্চিত হয়, যাহাতে স্বল্পপরিমাণে ফাইব্রিণ্ (Fibrine) এবং যথেষ্ট পরিমাণে এল্-বিউমেন্ (Albumen) বর্ত্তমান থাকে। উল্লিখিত প্রণালীতে স্থানিক প্রয়োগ করিলে উহা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে। যদ্যপি এতদ্দ্বারা চর্ম্মোপরি বৃহদাকার ফোস্কা না জন্মে, এবং কেবলমাত্র উহা লোহিত ও উত্তপ্ত হয় তাহা হইলে উহা তৎস্থানের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী যন্ত্রাদির উপর উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে; কিন্তু যদ্যপি উহা দীর্ঘকাল চর্ম্মসংলগ্ন হইয়া বৃহৎ বৃহৎ ফোস্কা উৎপাদন করে, তাহা হইলে শোণিতপ্রণালী হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সিরাম্ (Serum) আকর্ষিত হইয়া উক্ত ফোস্কামধ্যে সঞ্চিত হওয়াতে শারীরিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয। এইরূপে উহা স্থানিক উত্তেজক ও অবসাদক এই উভয়বিধ ক্রিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকে।

ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) প্রয়োগে চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা সমুত্থিত হইলে উহা কর্ত্তন না করিয়া যাবৎ তন্মধ্যস্থ সিরাম্ (Serum) শোষিত না হয় তাবৎ উহা তুলাদ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে উহা স্বল্পকালমধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু যদ্যপি ফোস্কা বৃহদাকার ধারণ করে তাহা হইলে তন্মধ্যস্থ সিরাম্ (Serum) সহজে শোষিত হয় না, এবং উহা স্বতঃ ছিন্ন হওয়াতে রস নির্গত হইতে থাকে। এরূপাবস্থাতেও উহা কর্ত্তন করা উচিত নহে, যে হেতু তাহা হইলে উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করতঃ উক্ত স্থান এতাদৃশ প্রদাহিত হয় যে অবশেষে উহা বিস্তৃত ক্ষতে পরিণত হইয়া নিরতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে। শিশু অথবা বৃদ্ধ

ব্যক্তিদিগের, কিম্বা পীড়াপ্রভাবে যাহাদের দেহ অতীব নিস্তেজ, সচরাচর তাহাদেরই এরূপ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং এবিষয়ে সাবধান হওয়া চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

ক্যান্থারাইডিসের (Cantharides) বীর্য্য চর্ম্মদ্বারা শোষিত হইয়া অধিক পরিমাণে দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে এতদ্দ্বারা কিড্‌নির (Kidney) রক্তাধিক্য এবং কখন কখন প্রদাহ উৎপাদিত হয়। মূত্রত্যাগকালে রোগীর অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মূত্র স্বাভাবিক বেগে নির্গত হয় না, উহার পরিমাণের হ্রাস হয়, কখন কখন উহার সহিত শোণিত নির্গত হয়, এবং কখন বা মূত্রস্রাব এরূপে সংরুদ্ধ হয় যে রোগী বিশেষ চেষ্টা করিলেও উহা নিঃসৃত হয় না।

ক্যান্থারাইডিসের (Cantharides) বীর্য্যের নাম ক্যান্থারিডিন্ (Cantharidine)। ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) অধিক মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে বদনগহ্বর, ফেরিংস্ (Pharynx), ইসফেগাস্ (Æsophagus), পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে প্রথমতঃ নিরতিশয় জ্বলন উপস্থিত হয়, পরে ঐ সকল প্রদেশের প্রখর প্রদাহ জন্মে। উহার আনুসঙ্গিক বিবমিষা, বমন, রক্তভেদ, গলদেশ ও উদরাভ্যন্তরে বেদনা, ক্রমশঃ পেরিটোনিয়মের (Peritonæum) প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণরাজি প্রকাশিত হয়। শারীরিক উত্তাপ এতাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে উহার প্রভাবে এবং অন্ত্রাদির প্রদাহবশতঃ নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিড্‌নি (Kidney), ব্লাডার, (Bladder), ইউরিথ্রা (Urethra) প্রভৃতি মূত্রযন্ত্রের ও জননেন্দ্রিয়ের রক্তাধিক্য ও প্রদাহ উৎপাদিত হওয়াতে নিম্নোদরে বেদনা, মূত্রত্যাগকালে যন্ত্রণা, এবং প্রস্রাবের সহিত শোণিত নির্গত হয়। এইরূপ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির প্রবল প্রদাহ ও জ্বরপ্রভাবে রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অবশেষে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগীর চৈতন্যের লোপ এবং কন্‌ভালসন্ (Convulsion) হইয়া থাকে। উহা স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে পাকাশয় ও গলাভ্যন্তরে ঈষৎ জ্বলন উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল স্থানের প্রদাহ জন্মে না। উহা পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিশ্রিত হইলে তাহার কোন রূপ বিকৃতি উৎপাদন করে কি না তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই।

দেহমধ্যে প্রবেশ করতঃ উহা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনাসাধন করিয়া কামো-দ্দীপক ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং কোপেবা (Copaiba), মাষ্টার্ড (Mustard) কিম্বা টার্পিণ তৈলের ন্যায় মূত্রযন্ত্রকেও উত্তেজিত করিয়া থাকে। এইরূপে উহা মূত্রকারক বলিয়া পরিচিত।

ক্যান্থারিডিন্ (Cantharidine) অনাবৃতাবস্থায় রক্ষা করিলে বায়ুর সহিত উড্ডীয়মান হয় বলিয়া অনেকে বলেন যে উহা প্রশ্বাসবায়ুর সহিত স্বল্প পরিমাণে দেহ হইতে বহির্গত হয়, কিন্তু বহির্গমনকালে শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতাসাধন করে না, অতএব এইরূপে উহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় কি না তৎপক্ষে সন্দেহ। উহার কিয়দংশ ঘর্ম্মের সহিতও নির্গত হয় বলিয়া অনেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা উহা চর্ম্মরোগে ব্যবহার করেন। উহার অধিকাংশই প্রস্রাবের সহিত নিঃসৃত হয়, এবং যৎকালে উহা মূত্রযন্ত্রাদির মধ্য দিয়া বহিরাগমন করে তৎকালেই ঐ সকল যন্ত্র ও জননে-ন্দ্রিয়গুলি উহাদ্বারা উত্তেজিত হয়।

উহার ক্রিয়া। স্থানিক প্রয়োগে প্রত্যুগ্রতাসাধক, ফোস্কাকারক, উত্তেজক ও অবসাদক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে মূত্রকারক ও কামোদ্দীপক। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়াজনক।

থিরা। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) স্থানিক প্রয়োগে বৃহদাকার ফোস্কা উৎপন্ন হইলে উহা অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু উক্ত ক্রিয়ার জন্য উহার ব্যবহার প্রচলিত নহে। উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য উহা সচরাচর স্থানিক রূপে প্রয়োজিত হয়। কোন স্থানের প্রখর প্রদাহবশতঃ, যথা নিউমোনিয়া (Pneumonia), কিম্বা কোন তরুণ পীড়াপ্রভাবে যথা প্রবল জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent Fever) ইত্যাদি, রোগী একান্ত হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ক্রমে কোমার (Coma) লক্ষণাদি আবির্ভূত হইতে থাকে। দিন দিন রোগীর যত বলক্ষয় হয় ততই জ্ঞানের লোপ হয়, জ্ঞানপূর্ব্বক বাক্যকথনের শক্তি থাকে না, উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও সহসা প্রত্যুত্তরপ্রদানে সমর্থ হয় না, নয়নোন্মীলন করতঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে তাহাতে জ্ঞানের লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না, এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহা সহসা রোগীর বোধগম্য হয় না; রোগী

এইরূপ অর্দ্ধাজ্ঞানাবস্থায় নিপতিত হইলে উহার শারীরিক যন্ত্রাদির ক্রিয়াও উত্তরোত্তর হ্রাস হইতে থাকে; অতঃপর যৎকালে রোগীর এককালীন সংজ্ঞালোপ হয় তৎকালে যন্ত্রাদির ক্রিয়াও রহিত হয় এবং রোগী মানবলীলা সম্বরণ করে। উল্লিখিত মৃতকল্পাবস্থায় যদ্যপি কোন উপায়ে রোগীর চৈতন্যসম্পাদন করা যায়, এবং কোনরূপ উত্তেজনাবশতঃ দেহস্থ যন্ত্রাদি পুনঃ স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হয়, তাহা হইলে উহার জীবনরক্ষা হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ধেতু মাষ্টার্ড পুলটীস (Mustard Poultice) অথবা বৃহদাকার ব্লিষ্টার (Blister) রোগীর গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে, বক্ষঃস্থলে, উদর-প্রাচীরে, জানুদ্বয়ে, পদদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগে প্রভৃতি স্থানে স্থানে ক্রমান্বয়ে স্বল্পকালের জন্য প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্দ্বারা জ্ঞানসঞ্চার এবং যন্ত্রাদির ক্রিয়া পুনরারব্ধ হওয়াতে রোগী আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ-লাভ করিতে পারে। শরীরের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের উত্তেজনার জন্যও ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) ব্যবহার্য্য, যেমন লাংস্ (Lnngs) অথবা হার্ট (Heart)। কোন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া রোগী নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ফুস্ফুসের নিম্নভাগে রক্তাধিক্য হইয়া ক্রমশঃ নিউমোনিয়ার (Pneu monia) আবির্ভাব হয়। ইহাকে হাইপোষ্টাটিক্ কঞ্জেশ্চন্ ও নিউমোনিয়া (Hypostatic Congestion and Pneumonia) কহে। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণরক্ষা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ইহাতে রোগীর বক্ষঃপ্রাচীরের নিম্নাংশে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রাকার ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগ করিলে উহার জীবনরক্ষা হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলেন যে, যে স্থান দিয়া ভেগাস্ স্নায়ু (Vagus Nerve) গমন করে তদুপরি ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। তদ্রূপ পীড়াপ্রভাবে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া লুপ্তপ্রায় হইলে তদুপরি ব্লিষ্টার (Blister) অথবা মাষ্টার্ড (Mustard) প্রয়োগদ্বারা উহাকে উত্তেজিত করিলে রোগীর আসন্ন মৃত্যু নিবারণ করা যায়; অতঃপর ব্রাণ্ডি (Brandy) এবং অন্যান্য উত্তেজক ঔষধসেবনে রোগী উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

প্রত্যুগ্রতাসাধক ক্রিয়ার জন্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির প্রদাহে ক্যান্থারাই-ডিস্ (Cantharides) সচরাচর স্থানিক রূপে ব্যবহৃত হয়। নিউমোনিয়া

(Pneumonia) এবং প্লুরিসি (Pleurisy) রোগে ইহার ব্যবহার চিরপ্রচলিত। অনেকে বলেন যে উল্লিখিত দ্বিবিধ পীড়াতে যাবৎ জ্বর বর্ত্তমান থাকে তাবৎ ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, যে হেতু এতদ্দ্বারা জ্বরোত্তাপের বৃদ্ধি হয়; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তাঁহারা অভিজ্ঞতাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে এতদ্দ্বারা কিছুমাত্র উত্তাপের বৃদ্ধি হয় না, বরং ফুস্ফুস্ অথবা প্লুরার (Pleura) প্রদাহের প্রথমাবস্থায় উহা প্রয়োগ করিলে প্রদাহ প্রশমিত, কাশি নিবারিত, বেদনা দূরীভূত ও কফ ক্ষরণের লাঘব হয়, এবং রোগী সুস্থতা লাভ করতঃ সুখে নিদ্রা যাইতে পারে। নিউমোনিয়া (Pneumonia) রোগে উহাদ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং ১০০ রোগীর মধ্যে ৯৯ জনের উহা হ্রাস হইতে দেখা যায়। প্লুরিসি (Pleurisy) পীড়ার প্রথমাবস্থায় যেমন উহা প্রদাহ ও বেদনানিবারণে উপযোগী, উহার দ্বিতীয়াবস্থাতে, অর্থাৎ যৎকালে প্লুরার (Pleura) গহ্বরমধ্যে রস সঞ্চিত হয়, তৎকালে উহা উক্ত রস শোষণেও তদ্রূপ তৎপর। উল্লিখিত রোগে প্রদাহ ও জ্বর অন্তর্হিত হইলে ক্ষুদ্রাকার ব্লিষ্টার (Blister) বক্ষঃ-প্রাচীরের স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে সঞ্চিত রস ক্রমশঃ শোষিত হইতে থাকে, এবং পীড়া পুরাতনাবস্থায় পরিণত হইতে পারে না। এই রোগে ব্লিষ্টার (Blister) দ্বারা ফোস্কা উৎপাদন করিবার আবশ্যকতা নাই, ক্যান্থারাইডিস্ প্লাষ্টার (Cantharides Plaster) কেবলমাত্র দুই তিন ঘণ্টা যাবৎ বক্ষঃপ্রাচীরস্থ চর্ম্মে সংলগ্ন রাখিলেই উহা উত্তেজিত হয় ও লোহিত বর্ণ ধারণ করে, এবং তাহা হইলেই চিকিৎসকের অভিলষিত সিদ্ধ হয়। এইরূপে ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) প্রত্যুগ্রতাসাধক ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ পীড়ার প্রতিকারসাধন করে। অনেকের বিশ্বাস এই যে ব্লিষ্টার (Blister) দ্বারা ফোস্কা ও ক্ষত উৎপাদন করতঃ তদুপরি সেভিনের (Savine) মলম প্রয়োগ করিলে ক্ষতস্থান হইতে অবিরলধারায় রসক্ষরণ হয় এবং তাহা হইলে স্বল্পকালমধ্যেই প্লুরা (Pleura) গহ্বরস্থ সঞ্চিত রস শোষিত হয়; কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। এইরূপ চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিলে ব্লিষ্টার (Blister) জনিত ক্ষত হইতে যে অপরিমিত রসস্রাব হয় উহার সহিত শরীরের পোষণোপযোগী পদার্থাদি দেহাভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত

হওয়াতে রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, সুতরাং যৎকালে শরীরে বলাধান হওয়া আবশ্যক তৎকালে বলক্ষয় হইলে রোগের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং ক্রমশঃ উহার বৃদ্ধি হয়, এবং অবশেষে পীড়া পুরাতনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহাকে ক্রণিক্ প্লুরিসি (Chronic Pleurisy) কহে। প্লুরা (Pleura) গহ্বরমধ্যে যে জল সঞ্চিত হয় উহা স্বল্পকালস্থায়ী হইলে ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগে উপকার দর্শে বটে, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে ফললাভের সম্ভাবনা নাই। পীড়া পুরাতন হইলেও কখন কখন কোন কোন স্থলে ব্লিষ্টার (Blister) সঞ্চিত সলিলাকর্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

এজ্মা (Asthma), ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), এম্ফিজিমা (Emphysema) প্রভৃতি পীড়াতে নিরতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) প্রত্যুগ্রতাসাধক ক্রিয়া প্রকাশকরতঃ রোগীর যন্ত্রণানিবারণে সমর্থ। এতৎপ্রয়োগে রেনাল্ ও বিলিয়ারি কলিক্ (Renal and Biliary Colic) রোগের অসহ্য বেদনাও দূরীভূত হয়।

উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য যক্ষারোগেও অনেকে উহা স্থানিক প্রয়োগ করেন। তরুণ যক্ষাতে, অর্থাৎ গ্যালপিং থাইসিস্ (Galloping Phthisis) রোগে উহা তাদৃশ ফলদায়ক নহে, কেবলমাত্র বক্ষঃপ্রাচীরের বেদনানিবারণে সমর্থ। কিন্তু পুরাতন যক্ষারোগ, অর্থাৎ ফাইব্রয়েড্ থাইসিস্ (Fibroid Phthisis) হইলে উহা পীড়িত স্থানোপরি প্রয়োগে বেদনা ও কাশির প্রকোপ প্রশমিত হওয়াতে রোগী স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারে, এবং অপরিমিত কফস্রাবের লাঘব হওয়াতে বলক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু উক্ত রোগগ্রস্ত হীনবল ব্যক্তিদিগের বক্ষঃপ্রাচীরে ব্লিষ্টার (Blister) দ্বারা ফোস্কা ও ক্ষত উৎপাদন করিলে উত্তরোত্তর রোগীর দুর্ব্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং তৎপক্ষে চিকিৎসকের সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রোগে ব্লিষ্টারের (Blister) পরিবর্ত্তে আইওডিন্ লিনিমেণ্ট (Iodine Liniment) অথবা ক্রটন্ লিনিমেণ্ট (Croton Liniment) প্রভৃতি প্রত্যুগ্রতাসাধক ঔষধাদি ব্যবহার করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

অম্লাধিক্যবশতঃ অথবা ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) পীড়াপ্রযুক্ত

বিবমিষা, বমন ও এপিগ্যাষ্ট্রিক্ প্রদেশে (Epigastric Region) বেদনা উপস্থিত হইলে ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগে উহা দূরীভূত হয়। বিসূচিকা পীড়ার বমননিবারণার্থও অনেকে উহা পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানে প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা মাষ্টার্ড (Mustard) অধিকতর ফলপ্রদ। পাকস্থলী, অন্ত্র অথবা সিকামের (Cæcum) প্রদাহেও উহা ব্যবহার্য্য। রিউম্যাটিজম্ (Rheumatism) অথবা গাউট্ (Gout) রোগসম্ভূত আইরাইটিস্ (Iritis), রেটিনাইটিস্ (Retinitis), কঞ্জাংটিভাইটিস্ (Conjunctivitis) প্রভৃতি বহুবিধ চক্ষুঃপ্রদাহে ললাটের উভয়পার্শ্বস্থ টেম্পোরাল্ প্রদেশে (Temporal Region) ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগ করিলে আশু যন্ত্রণার লাঘব হয়, এবং ক্রমশঃ প্রদাহেরও শান্তি হইতে থাকে। টিনিয়া টার্সাই রোগেও (Tinea Tarsi) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্লিষ্টার (Blister) ব্যবস্থেয়। কর্ণকুহরে বেদনা অথবা প্রদাহ উপস্থিত হইলে তৎপশ্চাতে উহা প্রয়োগ করা বিধেয়। এতদ্দ্বারা বেদনা ও প্রদাহ স্বল্পকালমধ্যেই প্রশমিত হয়। কেহ কেহ উক্ত রোগে উহার পরিবর্ত্তে ক্রটন্ লিনিমেণ্ট্ও (Croton Liniment) ব্যবহার করেন।

স্নায়ুশূলনিবারণে ব্লিষ্টার (Blister) বিশেষ উপযোগী। ফ্রণ্টাল্ ও ফেসিয়াল্ নিউর‍্যাল্জিয়া রোগে (Frontal and Facial Neuralgia) শ্রবণের পশ্চাদ্ভাগে উহা প্রয়োগ করিলে শীঘ্র বেদনার শান্তি হয়। যে স্থলে দন্ত-রোগের আনুসঙ্গিক উক্ত পীড়া উপস্থিত হয়, ও যে স্থলে পীড়িত দন্ত উৎপাটন ব্যতীত যন্ত্রণা দূরীকরণের উপায়ান্তর না থাকে, সে স্থলেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। উহা দন্তশূলনিবারণে অসমর্থ হইলেও তজ্জনিত স্নায়ুশূলাপনয়নে কদাচিৎ পরাংমুখ নহে।* কখন কখন কোন কোন স্থলে আর এক প্রকার স্নায়ুশূল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে ইহাতে বেদনা একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করে না। এই পীড়াদ্বারা প্রথমতঃ যে স্নায়ু আক্রান্ত হয় তদুপরি ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগ করিলে রোগের শান্তি হয় বটে, কিন্তু কিয়ৎকালমধ্যেই অন্য স্নায়ু আক্রান্ত হওয়াতে তদুপরি বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ু প্রপীড়িত হওয়াতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যন্ত্রণা উদয় হয়। কখন কখন কোন

স্নায়ুর পীড়াবশতঃ তৎসংশ্লেষিত যন্ত্রেরও বিকৃতি উপস্থিত হওয়াতে বিবমিষা, বমন, ভেদপ্রভৃতি লক্ষণরাজি দৃষ্টিগোচর হয়। এবম্বিধ স্নায়ুশূলপীড়ায় ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগ করিলে কথঞ্চিৎ উপকার প্রত্যাশা করা যায় বটে, কিন্তু উহা সমূলে নির্ম্মূল করা অতীব দুঃসাধ্য। ইণ্টার্‌কষ্টাল্ নিউরাল্‌জিয়াতেও (Intercostal Neuralgia) উহা হিতকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উক্ত পীড়ায় পীড়িত স্থানোপরি ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগে বেদনার বৃদ্ধি হয়, সুতরাং স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) যে স্থান হইতে পীড়িত স্নায়ু নির্গত হইতেছে সেই স্থানের পশ্চাদ্ভাগ হইতে নিষ্ক্রান্ত যে স্নায়ুসূত্র তদুপরি উহা প্রয়োগ করিলে রিফ্লেক্স্ ক্রিয়াদ্বারা (Reflex Action) বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। সায়েটিকা (Sciatica) রোগে ব্লিষ্টারদ্বারা (Blister) উপকার দর্শে বটে, কিন্তু উহা প্রত্যহ অথবা দিনৈকব্যবধানে নিতম্ব হইতে নি গ্রন্থি (Knee Joint) পর্য্যন্ত সায়েটিক্ স্নায়ুর (Sciatic Nerve) নিকটবর্ত্তী স্থানে পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্থলবিশেষে এতদ্দ্বারা ফোস্কা উৎপাদন না করিলে আশানুরূপ ফললাভ হয় না। সায়েটিকা (Sciatica) এবং নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia) রোগে ব্লিষ্টার (Blister) ব্যতীত মাষ্টার্ড পুল্‌টীস (Mustard Poultice), ক্রটন্ লিনিমেণ্ট্ (Croton Liniment), আইওডিন্ (Iodine) প্রভৃতি অপরাপর প্রত্যুগ্রতাসাধক ঔষধি ফলপ্রদ বটে, কিন্তু ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) উহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

পুরাতন প্রদাহবশতঃ গ্লাণ্ডের (Glands) বিবৃদ্ধি হইলে কেহ কেহ তদপনয়নার্থ পীড়িত গ্লাণ্ডের (Glands) পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ব্লিষ্টার (Blister) অথবা আইওডিন্ (Iodine) প্রয়োগ করেন। স্ফোটক, বিস্ফোটক, কার্ব্বাঙ্কল্ (Carbuncle), ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) প্রভৃতি পীড়াতেও উহারা উপকারী। উহা প্রদাহিত স্থানের চতুষ্পার্শ্বে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। লুপাস্ (Lupus), একজেমা (Eczema) প্রভৃতি পুরাতন চর্ম্মরোগে, বিশেষতঃ করতলের একজেমাতে (Eczema) অনেকে ব্লিষ্টারের (Blister) ব্যবস্থা করেন। শৈত্যপ্রভাবে অকস্মাৎ সপ্তম স্নায়ুর (Seventh Nerve) পক্ষাঘাত (Paralysis) ঘটিলে যদ্যপি পক্ষাঘাতগ্রস্ত পেশীর উপর অথবা কর্ণের

পশ্চাদ্ভাগে ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে সত্বর পীড়ার শান্তি হয়। কালবিলম্বব্যতিরেকে উহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে আশু প্রতিকার সম্ভাবনা।

পুরাতন প্রমেহপীড়া কোন উপায়ে আরোগ্য না হইলে অনেকে পেরিনিয়ম্‌প্রদেশে (Perinæum) ইউরিথ্রার (Urethra) উপরিভাগে ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগ করতঃ ফললাভ করিয়াছেন।

তরুণ অথবা পুরাতন বাতরোগে ব্লিষ্টার (Blister) মহোপকারী। উহা প্রদগ্ধ গ্রন্থির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে প্রয়োগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই স্ফীতি, বেদনা প্রভৃতি প্রদাহের লক্ষণসকল অন্তর্হিত ও জ্বরোত্তাপের লাঘব হয়, এবং রোগী অনেক সুস্থতা লাভ করতঃ রজনীযোগে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে। অনেকে বলেন যে এতদ্দ্বারা ফোস্কা ও ক্ষত উৎপাদন করতঃ তদুপরি মর্ফিয়া চূর্ণ (Morphia) প্রয়োগ করিলে প্রদাহ সত্বর প্রশমিত হয়, কিন্তু কেহ কেহ ইহার পক্ষপাতী নহেন। তাহার কারণ এই যে তাঁহারা বলেন যে রিউম্যাটিক্ ফিবার (Rheumatic Fever) স্বভাবতঃই সাতিশয় বলাপহারক, তাহাতে আবার ক্ষতস্থান হইতে যে প্রভূত রসক্ষরণ হয় তাহাও বলক্ষয়কারক, এইরূপে রোগী এককালীন এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে সত্বর রোগোন্মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাকে দীর্ঘকাল পীড়াজালে জড়িত হইয়া কালযাপন করিতে হয়। যাঁহারা ফোস্কা উৎপাদন করণের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে এতদ্দ্বারা পীড়ার প্রাখর্য্য খর্ব্বীভূত হয়, এবং হৃৎপিণ্ডপীড়ার তাদৃশ আশঙ্কা থাকে না। যাহা হউক যদিও এতৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বাতরোগে ব্লিষ্টার (Blister) দ্বারা ক্ষতোৎপাদন করাই ন্যায়সঙ্গত চিকিৎসা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাতরোগের ন্যায় পুরাতন গাউট্ (Gout), প্রমেহজনিত বাত এবং সাইনোভাইটিস্ (Synovitis) পীড়াতেও উহা মহোপকারী। এতদর্থে উহা ক্ষুদ্রাকারে প্রয়োজিত হয়, এবং কখন কখন উহাদ্বারা ফোস্কা উৎপাদন না করিলে পীড়ার শান্তি হয় না।

প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) রোগে কখন কখন ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সচরাচর উহা বেদনানিবারক লিনিমেণ্ট্

(Liniment) অথবা অনুগ্র প্রত্যুগ্রতাসাধক ঔষধদ্বারাই দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু অতীব ক্ষুদ্রাকার বিষ্টার (Blister) দ্বারা এত শীঘ্র বেদনার শান্তি হয় যে অন্যান্য ঔষধি অনাবশ্যক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিউরাল্জিয়া (Neuralgia), এজ্মা (Asthma), আক্ষেপ প্রভৃতি অপরাপর বেদনাদায়ক পীড়াতে এইরূপে উহার ব্যবহার প্রচলিত। প্লুরোডিনিয়ার (Pleurodynia) বেদনা নিবারণে লিনিমেন্ট্ অব ক্লোরোফর্ম্ (Liniment of Chloroform) অতীব উপযোগী। উহা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। একখণ্ড স্পঞ্জ (Sponge) অত্যুত্তপ্ত সলিলে অভিষিক্ত করতঃ তৎক্ষণাৎ নির্জ্জল করিয়া তদুপরি উল্লিখিত ঔষধি কয়েক বিন্দু নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ স্পঞ্জ (Sponge) খণ্ড বেদনাযুক্ত স্থানে বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিয়া কিয়ৎকাল রক্ষা করিলে যৎকালে রোগী অসহ্য জ্বলনে অস্থির হইবে তৎকালে উহা উত্তোলন করিবে। এইরূপ প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে অনতিবিলম্বেই রোগী রোগজনিত যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে।

ব্যাধিবিশেষে ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) আভ্যন্তরিক রূপেও ব্যবহৃত হয়। পুরাকালে বিসূচিকা ও এপিলেপ্সি (Epilepsy) রোগে উহার চূর্ণ অথবা টিংচার (Tincture) অনেকে প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু অধুনা উহা অপ্রচলিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) পীড়াতেও অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক উহা ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু ইদানীন্তন উক্ত রোগে উহা অতীব অহিতকর ঔষধ বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন। উক্ত পীড়ায় প্রদাহ ও জ্বর প্রভৃতি তরুণাবস্থার লক্ষণসকল প্রশমিত হইলে যৎকালে প্রস্রাবের পরিমাণের হ্রাস হয় এবং উহার সহিত এল্বিউমেন্ (Albumen) ও কখন কখন শোণিত নির্গত হইতে থাকে, তৎকালে স্বল্পমাত্রায় উহা সেবন করিলে উপকার দর্শে। এক হইতে তিন বিন্দু মাত্রায় টিংচার অব্ ক্যান্থারাইডিস্ (Tinctnre of Cantharides) তিন ঘণ্টা কাল ব্যবধানে সেবন করিলে অনতিবিলম্বেই রুধিরস্রাব নিবারিত হয়, এবং এল্বিউমেনের (Albumen) পরিমাণের হ্রাস ও প্রস্রাবের পরিমাণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উক্ত পীড়ায় কিড্নি (Kidney) হইতে যে রক্তস্রাব হয় উহা তন্নিবারণে যেরূপ পারদর্শী, এল্বিউমেন্ (Albumen) ক্ষরণনিবারণে তদ্রূপ নহে।

নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) পীড়ার তরুণাবস্থায় এবং কিডনির ফ্যাটি ডিজেনারেসন্ (Fatty Degeneration) প্রযুক্ত. প্রস্রাবের পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইলে কেহ কেহ উহা এতাদৃশ স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করতঃ ফললাভ করিয়াছেন।

তরুণ ও পুরাতন প্রমেহ এবং সিষ্টাইটিস্ (Cystitis) রোগে ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) ব্যবহার্য্য। উহার টিংচার (Tincture) এক হইতে পাঁচ বিন্দু মাত্রায় প্রত্যহ তিন চারি বার প্রয়োগ করিলে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের বাসনা দূরীভূত হয়, এবং ইউরিথ্রা (Urethra) মধ্যে জ্বলন ও মূত্রের সহিত যে শ্লেষ্মা ও পূয নির্গত হয় উহাও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক প্রকার পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। উহার লক্ষণ এই যে রোগীর প্রস্রাবের বর্ণ, পরিমাণ প্রভৃতি স্বাভাবিক হয় ও মূত্রত্যাগ কালে কোনরূপ যন্ত্রণা অনুভূত না হইলেও মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবত্যাগে বাসনা হয়, এবং ধারণাশক্তির হ্রাস হওয়াতে কেহবা অকস্মাৎ পরিধেয় বস্ত্রমধ্যে মূত্রত্যাগ করিয়া ফেলে। এই পীড়া সচরাচর ব্লাডারের (Bladder) স্ফিংটার্ পেশীর (Sphincter Muscle) শিথিলতানিবন্ধনই সংঘটিত হয়। ইহাতেও এক অথবা দুই বিন্দু টিংচার অব্ ক্যান্থারাইডিস্ (Tincture of Cantharides) প্রতিদিন তিন চারিবার সেবন করিলে সত্বর পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের এবং স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের অগোচরে মূত্রস্রাব হইলেও উহা প্রযোজ্য। বালকদিগের পক্ষে এতদপেক্ষা বেলেডনা (Belladonna) অধিকতর উপকারী বলিয়া পরিচিত। প্রমেহপীড়ার আনুসঙ্গিক কর্ডি (Chordee) উপস্থিত হইলে এক বিন্দু মাত্রায় ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) প্রত্যহ বারত্রয় সেবন করিলে উহা দূরীভূত হয়।

কামোদ্দীপক ক্রিয়ার জন্য ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) ধাতুদৌর্ব্বল্যে ব্যবহার্য্য। এতদর্থে উহা নক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) ও লৌহঘটিত ঔষধের সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। টিংচার অব্ ক্যান্থারাইডিস্ (Tincture of Cantharides) ২০ হইতে ৩০ বিন্দু, টিংচার ফেরি পার্‌ক্লোরাইড্ (Tincture Ferri Perchloride) ২০ বিন্দু, ডাইলিউট্ ফস্ফরিক্ এসিড্ (Dilute Phosphoric Acid) ১০ বিন্দু এবং লাইকর্ ষ্ট্রিকনিয়া (Liquor Strychnia)

৫ বিন্দু কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রত্যহ তিন বার সেবন করিলে স্বল্পকালমধ্যেই পীড়ার শান্তি হয়। বাল্যকাল হইতে সতত কামসেবায় অনুরক্ত হওয়াতে যাহাদের শুক্র তরলভাবাপন্ন হয় তাহাদের পক্ষেও উহা মহোপকারী। উহা লৌহঘটিত ঔষধসহযোগে সেবন করিলে শুক্র গাঢ়তর এবং স্ত্রীসহবাসবাসনা পুনরুদ্দীপ্ত হয়। ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) সেবনে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা বলিয়া উহা গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করা বিধেয় নহে।

ACONITE.

একোনাইট্।

ফিজি। বাঙ্গালাভাষায় একোনাইট্‌কে (Aconite) কাটবিষ কহে। উহার বীর্য্যের নাম একোনিসিয়া (Aconitia)। এই একোনিসিয়ার (Aconitia) উপরই একোনাইটের (Aconite) ক্রিয়া নির্ভর করে।

বাহ্যপ্রয়োগে একোনাইট্ (Aconite) সেন্সারি স্নায়ুমণ্ডলীর (Sensory-Nerves) সীমাভাগের পক্ষাঘাত উৎপাদন করাতে স্পর্শানুভবশক্তির লোপ হয়, এবং যে স্থানে উহা প্রয়োজিত হয় সেই স্থান চিন্ চিন্ করিতে থাকে। ক্ষত স্থানে সংলগ্ন হইলে উহা দেহমধ্যে শোষিত হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

অধিক মাত্রায় সেবন করিলে একোনাইট্ (Aconite) উদরমধ্যে প্রবেশ করতঃ একপ্রকার উত্তাপ উৎপাদন করে। ঐ উত্তাপ ক্রমশঃ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, এবং কিয়ৎকালমধ্যে ওষ্ঠাধর, জিহ্বা, হস্তপদাদি, এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত চিন্ চিন্ করিতে থাকে। এতদ্দ্বারা কথন কথন বিবমিষা জন্মে ও বমন হয়। উহা অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উল্লিখিত লক্ষণাদি অতীব প্রবল রূপ ধারণ করে, উহার আনুসঙ্গিক মোটার স্নায়ু (Motor Nerves) ও পেশীসমূহের পক্ষাঘাত জন্মে, হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ও শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া অতীব দ্রুত হয়, রোগী প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে, পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ালোপ হয়, এবং অবশেষে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ডায়াষ্টোলে (Diastole)

সংরুদ্ধ হইয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। উক্ত বিষে শরীর জর্জ্জরিত হইলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রোগীর চৈতন্যের লোপ হয় না।

একোনাইট্ (Aconite) স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসক্রিয়া মৃদুভাব ধারণ করে এবং অধিক মাত্রায় উক্ত ক্রিয়া দ্রুত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে উহা পাকাশয় হইতে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিলিত হইলে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের ইন্হিবিটারি স্নায়ুকেন্দ্র (Inhibitory Centre) উত্তেজিত হয়, সুতরাং উহাদের ক্রিয়া মৃদুভাবাপন্ন হইতে থাকে। অধিক মাত্রায় উহাদ্বারা উক্ত কেন্দ্রের পক্ষাঘাত ঘটাতে উহাদের ক্রিয়া দ্রুতভাব ধারণ করে। উহা হৃৎপিণ্ডের ইন্হিবিটারি স্নায়ুকেন্দ্রের (Inhibitory Centre) পক্ষাঘাত উৎপাদন করিলে অবশেষে উক্ত যন্ত্রস্থিত পেশীসূত্রসকলও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, সুতরাং এই-রূপে উহাদের সংকোচনশক্তি অপহৃত হওয়াতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ডায়াষ্টোলে (Diastole) বন্ধ হয়। ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) উপর উহার কোন ক্রিয়া নাই। উহা সেল্ (Cell) মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজ্মের (Protoplasm) উপর বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ করাতে সমস্ত নাইট্রজিনাস টিস্থ (Nitrogenous Tissues) অর্থাৎ প্রথমতঃ স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve Centres), তৎপরে স্নায়ুসূত্র (Nerves) এবং অবশেষে পেশীসমূহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার লোপ হয়; কিন্তু সর্ব্ব-প্রথম উহা স্পর্শানুভবশক্তিপরিচালক যে স্নায়ুকেন্দ্র (Sensory Centre) তাহারই পক্ষাঘাত উৎপাদন করে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে একোনাইট্ (Aconite) স্বল্প মাত্রায় সেবনে হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া মৃদুভাব ধারণ করে। এতৎপ্রভাবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তির লাঘব হওয়াতে আর্টিরিয়াল্ প্রেসারের (Arterial Pressure) হ্রাস হইয়া থাকে, নতুবা উহা ভ্যাসোমোটার স্নায়ু অথবা কেন্দ্রের (Vasomotor Nerve or Centre) উপর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ উক্ত ক্রিয়া সাধন করে না। উহার মূত্রকারক ও ঘর্ম্মকারক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়। একোনাইট্ (Aconite) সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তির চর্ম্মের উপর এক প্রকার র‍্যাস্ (Rash) নির্গত হয়।

উহার ক্রিয়া—ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, স্নায়বীয় ও হৃৎপিণ্ডাবসাদক,

প্রদাহনিবারক, বেদনানিবারক এবং কদাচিৎ নিদ্রাকারক। বাহ্যপ্রয়োগে স্পর্শহারক ও বেদনানিবারক।

ক্রিয়া। তরুণ প্রদাহের প্রথমাবস্থায় একোনাইট্‌ (Aconite) সচরাচর ব্যবহৃত হয়; বিশেষতঃ প্রদাহ স্বল্পদূরব্যাপী হইলে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে, যেমন টন্‌সিলাইটিস্‌ (Tonsillitis), সোর্‌ থ্রোট্‌ (Sore Throat), কোরাইজা (Corryza), দন্তশূল, মাম্প্‌ (Mump) ইত্যাদি। উল্লিখিত রোগে উহা স্বল্পমাত্রায় স্বল্পকালব্যবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উক্তোদ্দেশে টিংচার অব্‌ একোনাইট্‌ (Tincture of Aconite) এক বিন্দু মাত্রায় ১৫ মিনিট কালব্যবধানে দুইঘণ্টা যাবৎ সেবন করতঃ পরে প্রতিঘণ্টায় ব্যবহার্য্য। টন্‌সিলাইটিস্‌ (Tonsillitis) পীড়াতে উহা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সেবন করিলে দিবসৈকদ্বয়মধ্যেই প্রদাহের শান্তি ও জ্বরের লাঘব হয়, এবং স্ফীত টন্‌সিল্‌ (Tonsils) স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মিউকাস্‌ (Mucus) অথবা পূয়দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। এতাদৃশাবস্থায় একোনাইট্‌ (Aconite) সেবনের আনুসঙ্গিক প্রদাহিত টন্‌সিলের (Tonsils) উপর কষ্টিক্‌ (Caustic) অথবা গ্লিসিরিণ্‌ অব্‌ ট্যানিন্‌ (Glycerine of Tannin) স্থানিক প্রয়োগ করা অতীব ফলদায়ক। কোরাইজা (Corryza), সোর থ্রোট্‌ (Sore Throat) প্রভৃতি রোগের তরুণ প্রদাহেও উহা এইরূপে ব্যবহার্য্য। কখন কখন অল্প বয়স্ক বালকদিগের অতিশয় হাঁচি ও সর্দ্দি উপস্থিত হইয়া এজ্‌মা (Asthma) রোগের আবির্ভাব হয়, উহাতেও একোনাইট্‌ (Aconite) হিতকর ঔষধ বলিয়া পরিচিত। নিউমোনিয়া (Pneumonia), প্লুরিসি (Pleurisy), পেরিকার্ডাইটিস্‌ (Pericarditis), ক্রুপ (Croup), ইরিসিপেলাস্‌ (Erysipelas) প্রভৃতি বহুবিধ প্রাদাহিক পীড়াতে উহার টিংচার (Tincture) এক বিন্দু মাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে স্বল্পকালমধ্যেই নাড়ী মৃদুগামিনী হয় এবং প্রদাহের লক্ষণাদি প্রশমিত হইতে থাকে। কেহ কেহ রিউম্যাটিজ্‌ম্‌ (Rheumatism) ও গাউট্‌ (Gout) রোগেও উহা ব্যবহার করেন, কিন্তু উহাতে এতদ্দ্বারা তাদৃশ ফল দর্শে না। বিবিধ প্রদাহসম্ভূত পীড়াতে উহা সচরাচর প্রয়োজিত হয় বটে, কিন্তু যদ্যপি রোগী হীনবল হয় এবং উহার হৃৎপিণ্ডক্রিয়া নিতান্ত নিস্তেজ হয় তাহা হইলে উহা ব্যবস্থেয় নহে। টিক্‌

ডোলোরোঁ (Tic Doloroux) প্রভৃতি বদনমণ্ডলের স্নায়ুশূলপীড়াতে উহা অতীব ফলদায়ক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ।

স্নায়বীয় অবসাদক ক্রিযা থাকাতে একোনাইট্ (Aconite) হৃৎপিণ্ডের প্যাল্‌পিটেসন্ (Palpitation) নিবারণে সমর্থ। তদ্রূপ হৃৎপিণ্ডাবসাদক বলিয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে উহা তন্নিবারণেও পরাংমুখ নহে। এতদুদ্দেশে উহা স্বল্প মাত্রায় স্বল্পকালব্যবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্যও কখন কখন উহা ব্যবহৃত হয়। নিবতিশয় পবিশ্রম, চিন্তা, কিম্বা শিবঃপীড়াবশতঃ, অথবা কোন কঠিন পীডাপ্রভাবে রজনীযোগে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিলে অনেকে একোনাইট্ (Aconite) সেবন কবতঃ সুনিদ্রায যামিনীযাপন করেন।

প্রমেহপীডাব তরুণাবস্থায উহা একবিন্দু মাত্রায মূহুর্মূহুঃ প্রযোগ কবিলে অনতিকালমধ্যেই যন্ত্রণাদি দূরীভূত হয় এবং কর্ডিব (Cordee) সম্ভাবনা থাকে না।

বদনমণ্ডলেব স্নায়ুশূলপীডাতে উহাব আভ্যন্তবিক প্রয়োগেব সহিত স্থানিক প্রয়োগও প্রচলিত। উহা পঞ্চম স্নাযুব শূলবেদনানিবারণে যাদৃশ তৎপর অন্য কোন পীড়ায় সেরূপ নহে। ইণ্টাবকষ্টাল্ নিউবাল্‌জিয়া (Intercostal Neuralgia), লাম্বেগো (Lumbago), সায়েটিকা (Sciatica) প্রভৃতি রোগেও উহা ফলদায়ক বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা বেলেডনা (Belladonna) অধিকতর উপকাবী।

PODOPHYLLIN

পডফিলিন্।

ফিজি। বাহ্যপ্রয়োগে পডফিলিন্ (Fodophyllin) উগ্রতাসাধক বটে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহার ব্যবহার প্রচলিত নহে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উহা ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র ও যকৃতের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে এতদ্দ্বারা ডিয়োডিনাম্ (Deodenum), যুযুনাম্ (Jujunum), ইলিয়াম্ (Ilium) এবং বৃহদন্ত্রের রক্তাধিক্য হয় ও

প্রদাহ জন্মে, কখন কখন তত্তৎপ্রদেশে ক্ষতোৎপাদিত হয়, এবং অবিরত জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। যে দাস্ত হয় তাহার সহিত কখন মিউকাস্ (Mucus) এবং কখন কখন রক্তও নির্গত হয়। উহা পাকস্থলীর উগ্রতা-সাধনকরতঃ বিবমিষা ও বমন উৎপাদন করে। এইরূপে অবিশ্রান্ত ভেদ ও বমন হওয়াতে রোগী নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং ক্রমশঃ শ্বাসক্রিয়া সংরুদ্ধ ও তৎপরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্য সংঘটিত হইয়া রোগীর প্রাণবায়ু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

পডফিলিন্ (Podophyllin) স্বল্প মাত্রায় সেবন করিলে অন্ত্রের কথঞ্চিৎ উগ্রতাসাধন ও তন্মধ্যে রক্তাধিক্য হওয়াতে জলবৎ ভেদ হয় এবং উহার সহিত পিত্ত নিঃসৃত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহার যকৃতের উপর কোন ক্রিয়া নাই। কেহ কেহ বলেন যে এতদ্দ্বারা পিত্তস্থিত কঠিন পদার্থ এবং উহার জলীয়াংশের হ্রাস হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বহুবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সুস্থাবস্থায় সেবন করিলে উহা পিত্তস্রাবের সহায়তা করে না বটে, কিন্তু পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে উহা যে একটী উৎকৃষ্ট পিত্তনিঃসারক ঔষধি তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উহা যকৃতের সেল্গুলির (Cells) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করাতে পিত্তের জলীয়াংশ ও কঠিন পদার্থ এতদুভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যকৃতের সেল্সকল (Cells) বিকৃতভাবাপন্ন হওয়াতে পিত্তস্রাবের লাঘব ঘটে, অতএব যে সকল কারণে উহাদের এতাদৃশ বিকৃতি উপস্থিত হয় পডফিলিন্দ্বারা (Podophyllin) সেই সকল কারণ দূরীভূত হওয়াতে উহারা সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপে উহা জলবৎ বিরেচক এবং পিত্তনিঃসারক বলিয়া পরিচিত।

কলসিন্থ্ (Colocynth) অথবা কেলোমেল্ (Calomel) সহযোগে পডফিলিনের (Podophyllin) বিরেচকগুণের বৃদ্ধি হয়। এতৎসেবনে উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত হয় বলিয়া উহা এক্স্ট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna), হাইওসায়েমাস্ (Hyoscyamus) অথবা ক্যানাবিসের (Cannabis) সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উহার বিরেচক ক্রিয়া নিতান্ত অনিশ্চিত। সেবনান্তে কখন কখন ৭।৮ ঘণ্টার মধ্যেই উহার ক্রিয়া প্রকটিত

হয়, কখন বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও হয় না; তজ্জন্য উহা অন্য কোন বিরেচক ঔষধের সহিত ব্যবহার করা আবশ্যক। অতীব স্বল্প মাত্রায় পডফিলিন্ (Podophyllin) সংকোচক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে।

উহার ক্রিয়া। জলবৎ বিরেচক ও পিত্তনিঃসারক। স্বল্প মাত্রায় সংকোচক!

থিরা। নিম্নলিখিত স্থলে পডফিলিনের (Podophyllin) ব্যবহার চিরপ্রচলিত।

১। অতীব শৈশবাবস্থায় শিশুদিগের উদরাময় জন্মিলে উহা হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর কখন কখন কোন কোন শিশুর এতাদৃশ কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হয় যে মল প্রস্তরখণ্ডবৎ কঠিনাকার ধারণ করে, এবং উহার বর্ণ মৃত্তিকার বর্ণের ন্যায় লক্ষিত হয়। মলত্যাগকালে কোন কোন শিশুর গুহ্যদ্বার বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব হয় এবং মধ্যে মধ্যে উদরমধ্যে কলিক্ (Colic) বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা ও উদরস্ফীতি অনুভূত হয়। উল্লিখিতাবস্থায় এক গ্রেণ পডফিলিন্ (Podophyllin) দুই ড্রাম রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে (Rectified Spirit) দ্রবীভূত করতঃ উহার এক অথবা দুই বিন্দু প্রত্যহ দুই কিম্বা তিনবার প্রয়োগ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফললাভ হয়।

২। কোন কোন ব্যক্তি প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে মুখমধ্যে এক প্রকার কদাস্বাদ অনুভব করে। ইহা কখন কখন দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে, কদাচিৎ বা অনতিকালমধ্যেই অন্তর্হিত হয়। অপরিমিত সুরাপান এবং কোষ্ঠবদ্ধতাই ইহার কারণ। ইহাতেও পডফিলিন্ (Podophyllin) অতীব ফলদায়ক বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে পারদ অধিকতর উপকারী বলিয়া বোধ হয়। বিরেচক ঔষধি সেবন করিলেও ইহা দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু উহাপেক্ষা পডফিলিন্ (Podophyllin) অথবা পারদব্যবহারই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

৩। নিরতিশয় চিন্তা ও পরিশ্রমবশতঃ অথবা আলস্য ও কার্য্যাভাব প্রযুক্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, মানসিক স্ফূর্ত্তিহীনতা, শারীরিক অবসন্নতা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, উদ্ধত প্রকৃতি, নয়নদ্বয়ের চতুস্পার্শ্বে মলিনত্ব প্রভৃতি লক্ষণাবলী আবির্ভূত হইলে পূর্ব্বোক্ত পডফিলিন্ (Podophyllin) দ্রবের পাঁচ কি

ছয় বিন্দু প্রত্যহ বারত্রয় সেবন করিলে রোগী এত শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হয় যে দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

৪। যকৃতের ক্রিয়ারাহিত্য অথবা রক্তাধিক্যবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হইলে কেলোমেল্ (Calomel), এলোজ্ (Aloes) অথবা কলসিন্থ্ (Colocynth) সহযোগে পডফিলিন্ (Podophyllin) ব্যবহার্য্য।

৫। পোর্টাল্ ভেন্‌মধ্যে (Portal Veins) রক্তাধিক্য প্রযুক্ত অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ শোথরোগের আবির্ভাব হইলে পডফিলিন্ (Podophyllin) প্রযোজ্য। এতৎসেবনে জলবৎ ভেদ হওয়াতে উক্ত ভেনের (Vein) রক্তাধিক্যের লাঘব হয় এবং শোথজনিত স্ফীতিও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকে।

৬। স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতারোগে (Habitual Constipation) অনেকে উহা এলোজ্ (Aloes) অথবা এক্স্‌ট্রাক্ট্ রিয়াই (Extract Rhei) সহযোগে বটিকাকারে প্রত্যহ দুই কিম্বা তিনবার, অথবা রোগীর অবস্থা বিবেচনায় রাত্রিতে একবার মাত্র প্রয়োগ করেন। এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

৭। যদিও উহা বিরেচক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত, তথাপি স্থলবিশেষে উদরাময়নিবারণে উহা পরাংমুখ নহে। পুরাতন উদরাময় পীড়াবশতঃ ঈষল্লোহিতবর্ণ জলবৎ ভেদ হইলে এবং মলত্যাগকালে গুহ্যদ্বারে অসহ্য জ্বলন অনুভূত হইলে উহার দ্রব দুই অথবা তিন বিন্দু মাত্রায় দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা ব্যবধানে প্রয়োগ করিলে আশু উপকার দর্শে। উহা প্রাতঃকালীয় উদরাময় রোগেই (Morning Diarrhœa) অতীব ফলপ্রদ। এই পীড়ার লক্ষণ এই যে রজনীর শেষভাগ হইতে ভেদ হইতে আরম্ভ হয় এবং রোগী যাবৎ কিছু আহার না করে তাবৎ উহা বন্ধ হয় না। আহারান্তে তাবদ্দিন আর পীড়ার চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপ উদরাময় নিবারণেই পডফিলিন্ (Podophyllin) বিশেষ উপযোগী। উহার দ্রবের দুই অথবা তিন বিন্দু প্রতিদিন তিন কিম্বা চারিবার সেবন করিলেই দিবসৈকদ্বয়মধ্যেই রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

৮। মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগেও উহা ফলদায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্যক্তি

বিশেষে এই পীড়ার লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এই পীড়ার সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে, কিম্বা উহার আনুসঙ্গিক কোন কোন ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে, এবং কখন কখন কাহারও বা উদরাময় উপস্থিত হয়। উদরাময় হইলে যে সকল রোগী শুভ্রবর্ণ মলত্যাগ করে তাহাদিগকে ১/৬০ গ্রেণ মাত্রায় করোসিব্ সব্লিমেট্(Corrosive Sublimate) প্রত্যহ তিনবার প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে, কিন্তু যাহাদের মল লোহিতবর্ণ তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বোল্লিখিত পডফিলিন্‌দ্রব (Podophyllin Solution) দুই কিম্বা তিন বিন্দু মাত্রায় প্রত্যহ বারত্রয় সেবনীয়। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে প্রত্যহ অথবা দিবসৈকব্যবধানে পড-ফিলিনের (Podophyllin) জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু কালে অথবা উহার পূর্ব্বে কিম্বা পরে যদ্যপি শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় তাহা হইলেও উহা ব্যবহার্য্য।

৯। জলে কিম্বা লাইকর্ পটাসিতে (Liquor Potassæ) দ্রবীভূত করতঃ কখন কখন পডফিলিন্ (Podophyllin) বিরেচক ক্রিয়ার জন্য চর্ম্ম নিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রযোজিত হয়। এইরূপে দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে উহা সত্বর স্বকীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এরূপ প্রয়োগের মাত্রা ১/১০ হইতে ১/৪ গ্রেণ।

ACTŒA RACEMOSA

একটিয়া রাসিমোসা।

ফিজি। একটিয়া রাসিমোসা (Actœa Racemosa) বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয় না। উহার গুণাগুণ অদ্যাবধি সুচারুরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই বটে, কিন্তু স্বল্পমাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উৎপাদন করাতে নাড়ী দুর্ব্বল ও মৃদুগামিনী হইয়া থাকে। উহা জরায়ুসম্বন্ধে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং আর্গটের (Ergot) ন্যায় জরায়ুসঙ্কোচক ঔষধমধ্যে পরিগণিত। এতদ্দ্বারা উহার সংকোচন শক্তি বলবতী হয়, কিন্তু আর্গট্ (Ergot) প্রয়োগে জরায়ু যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংকুচিতাবস্থায় অবস্থিতি করে, এতৎসেবনে উহার সেরূপ অবস্থা

উপস্থিত হয় না। উহা কেবল জরায়ুস্থিত পেশীসমূহের সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করাতে জরায়ুসংকোচক বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে উহা বেদনা নিবারক, এবং অপরে বলেন যে উহার পরিবর্ত্তক গুণও দেখিতে পাওয়া যায়।

উহার ক্রিয়া—হৃৎপিণ্ডাবসাদক, জরায়ুসংকোচক, বেদনানিবারক এবং পরিবর্ত্তক। কেহ কেহ বলেন উহা কফনিঃসারক।

থিরা। অনেকানেক দেশে কোরিয়া (Chorea) রোগে উহার ব্যবহার প্রচলিত বটে, কিন্তু উক্ত পীড়া বাতরোগসম্ভূত না হইলে এতদ্দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। উল্লিখিত পীড়াতে উহা প্রয়োগ করিলে যদিও কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ ফললাভ হয়, তথাপি উহা কদাপি আর্সেনিকের (Arsenic) সমতুল্য নহে।

জরায়ুসংকোচক ক্রিয়ার জন্য একটিয়া রাসিমোসা (Actæa Racemosa) প্রসবসময়ে ব্যবহৃত হয়। কোন কারণবশতঃ জরায়ুর সংকোচনশক্তির লাঘব হইলে অনেকে উহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু যাবৎ জরায়ুস্থিত লাইকর্ এম্নিয়া (Liquor Amnia) বহির্নিঃসৃত না হয় তাবৎ উহা প্রযোজ্য। বহুবিধ জরায়ুপীড়াতেও উহা ব্যবহার্য্য। শৈত্যপ্রভাবে অথবা অকস্মাৎ অতীব শোক, হর্ষ প্রভৃতি দ্বারা মানসিক চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত রজোলোপ হইলে এতৎসেবনে ফললাভ হইয়া থাকে। ঋতুকালে কোন কোন স্ত্রীলোকের মস্তকে অথবা মেরুদণ্ডে বেদনার আবির্ভাব হয়, ইহাতেও একটিয়া (Actæa) ফলদায়ক। অনেকে ডিস্মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa) পীড়াতেও ইহা ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু মেনোরাজিয়া (Menorrhagia) রোগের রক্তস্রাবনিবারণে ইহা যেমন উপযোগী আমেনোরিয়া (Amenorrhœa) কিম্বা ডিস্মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa) পীড়াতে সেরূপ নহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্লাসেণ্টা (Placenta) বহির্গত হইতে বিলম্ব হইলেও ইহা সেবনীয়, কিন্তু এতদপেক্ষা আর্গট্ (Ergot) অধিকতর উপকারী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

অনেকে তরুণ ও পুরাতন বাতরোগে একটিয়া (Actæa) ব্যবহার করেন। কেহ কেহ বলেন যে এতদ্দ্বারা উক্ত পীড়াজনিত বেদনা অতি সত্বর প্রশমিত

হয়। সায়েটিকা (Sciatica), লাম্বেগো (Lumbago), মাস্কুলার্ রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Muscular Rheumatism) প্রভৃতিতেও উহার ব্যবহার প্রচলিত বটে, কিন্তু ঐ সকল পীড়াতে উহার ক্রিয়া তাদৃশ সন্তোষজনক নহে। তরুণ বাতরোগে আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) কিম্বা স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic Acid), স্যালিসিন্ (Salicine) অথবা স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা (Salicylate of Soda), এবং পুরাতন বাতে আর্সেনিক্ (Arsenic) একটিয়া (Actæa) অপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ক। যে স্থলে বাতজনিত বেদনা একগ্রন্থি হইতে মধ্যে মধ্যে অপর গ্রন্থিতে সঞ্চালিত হয় ও রজনীযোগে সুপ্তাবস্থায় অকস্মাৎ পেশীআক্ষেপ দৃষ্ট হয় সেই স্থলেই উহা উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। একটিয়া (Actæa) প্রয়োগে উল্লিখিত লক্ষণাদি সত্বর প্রশমিত হওয়াতে রোগী স্বল্পকালমধ্যেই স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। রিউম্যাটয়েড্ আর্থ্রাইটিস্ (Rheumatoid Arthritis) পীড়াতে গ্রন্থির যে ইণ্ডিউরেসন্ (Induration) উপস্থিত হয়, উহাতেও একটিয়া (Actæa) প্রযোজ্য। বাতরোগের পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থাতে উহা ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু কখন কখন স্ত্রীলোকদিগের গর্ভস্রাব অথবা প্রসবের ব্যাঘাত ঘটিলে, কিম্বা নির্দ্ধারিত ঋতুকালে কোন কারণবশতঃ অকস্মাৎ রজোলোপ হইলে যে বাত-রোগ জন্মে তন্নিবারণেই একটিয়া (Actæa) মহোপযোগী।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে একটিয়া (Actæa) বসন্তরোগের ক্ষতচিহ্ন দূরীকরণে সমর্থ। সোর্‌থ্রোট্ (Sore Throat), ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influeza), ক্যাটার্ (Catarrh) প্রভৃতিতেও উহা ব্যহৃত হয়। অনেকের বিশ্বাস যে জরায়ুর উগ্রতাবশতঃ গর্ভস্রাব হইলে উহা এতদ্দ্বারা নিবারিত হয়। প্রসবান্তে মানসিক প্রবৃত্তির বৈলক্ষণ্য অথবা উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইলে এতৎপ্রয়োগে উপকার দর্শে। নিরতিশয় শ্রান্তিজনিত শিরঃপীড়াতেও উহা ব্যবস্থেয়। কফ-নিঃসারক বলিয়া কেহ কেহ যক্ষারোগেও উহা ব্যবহার করেন।

MUSTARD

মাষ্টার্ড।

ফিজি। মাষ্টার্ড (Mustard) চূর্ণ চর্ম্মোপরি সংলগ্ন হইলে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না, কিন্তু উহা কিয়ৎকাল মর্দ্দন করিলে চর্ম্ম লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং তথায় জ্বলন উপস্থিত হয়। উহাকে স্বল্প সলিলসহযোগে কর্দ্দমাকারে পরিণত করতঃ যদ্যপি স্থানিক প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে স্বল্পকাল মধ্যেই নিরতিশয় জ্বলন উপস্থিত হয় এবং চর্ম্মোপরি লোহিত বর্ণ, উত্তাপ প্রভৃতি প্রদাহচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কখন কখন এতদ্দ্বারা ফোস্কাও উৎপাদিত হইয়া থাকে। এইরূপে উহা রুবিফেসিয়েণ্ট (Rubifacient), প্রত্যুগ্রতাসাধক, ও ফোস্কাকারক।

অধিক মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগে মাষ্টার্ড (Mustard) পাকস্থলীমধ্যে উত্তাপ ও বেদনা উৎপাদন করে এবং অনতিবিলম্বেই বিবমিষা ও মুহুর্ম্মুহুঃ বমন হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে মাষ্টার্ড (Mustard) ক্ষুধাবর্দ্ধক, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, যেহেতু এতদ্দ্বারা গ্যাষ্ট্রিক্ রসের (Gastric Juice) স্রাব পরিবর্দ্ধিত হয় না। পাকাশয় অথবা অন্ত্রমধ্যে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলে উহা উক্ত স্থানের মিউকাস্ (Mucus) স্রাব বৃদ্ধি করে মাত্র, নতুবা অন্ত্র অথবা পাকস্থলীর উপর উহার অন্য কোন ক্রিয়া নাই। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে মাষ্টার্ড (Mustard) মূত্রকারক, কিন্তু বাস্তবিক উহার এই গুণ আছে কি না তৎপক্ষে সন্দেহ। মানবদেহস্থ অন্যান্য যন্ত্রাদির উপর উহা কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে অদ্যাবধি তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই; তবে কেহ কেহ বলেন যে উহা সর্ব্বদা সেবন করিলে অর্শরোগ জন্মে।

উহার ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে রুবিফেসিয়েণ্ট (Rubifacient), প্রত্যুগ্রতাসাধক ও ফোস্কাকারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অধিক মাত্রায় বিবমিষাজনক ও বমনকারক। অল্পমাত্রায় উহার বিশেষ কোন ক্রিয়া নাই।

থিরা। আমরা সচরাচর আহার্য্য পদার্থের সহিত মাষ্টার্ড (Mustard) ভক্ষণ করিয়া থাকি। বমনকারক ক্রিয়ার জন্য উহার আভ্যন্তরিক ব্যবহার প্রচলিত। ভ্রান্তিবশতঃ অথবা আত্মহত্যাভিপ্রায়ে কেহ কোন বিষময় মাদক

ঔষধ সেবন করিলে যদ্যপি ক্ষণকালমধ্যেই উহা উষ্ণ সলিলসহযোগে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উদরস্থ বিষ বমনবেগপ্রভাবে বহির্গত হয়। হিকাপ্ (Hic-cup) নিবারণেও মাষ্টার্ড (Mustard) বিশেষ উপযোগী। এতদর্থে উহার ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) ব্যবহৃত হয়। উহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই যে চারি আউন্স পরিমিত অত্যুষ্ণ জলে এক ড্রাম আন্দাজ মাষ্টার্ড (Mustard) চূর্ণ নিক্ষেপ করতঃ ২০ মিনিট কাল রক্ষা করিয়া পরে ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে যে ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) প্রস্তুত হইবে উহা সেবন মাত্রেই হিকাপ্ (Hic-cup) অন্তর্হিত হয়।

প্রত্যুগ্রতাসাধক ও ফোস্কাকারক ক্রিয়ার জন্য যে স্থলে ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয় সে স্থলে মাষ্টার্ড (Mustard)ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে উভয়ের ব্যবহারসম্বন্ধে প্রভেদ এই যে ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির প্রদাহে এবং মাষ্টার্ড (Mustard) চর্ম্মনিম্নস্থ স্থানিক প্রদাহে প্রয়োজিত হয়। ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) অপেক্ষা মাষ্টার্ড (Mustard) সত্বর ক্রিয়াসাধনে তৎপর বলিয়া ষ্টুপার (Stuper) অথবা কোমাতে (Coma) মাষ্টার্ডের পলস্তারা (Mnstard Plaster) ব্যবহার্য্য। ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), প্লুরিসি (Pleurisy), নিউমোনিয়া (Pneumonia) প্রভৃতি প্রাদাহিক পীড়াতেও উল্লিখিত পলস্তারা অনেকে প্রয়োগ করেন, কিন্তু উহা বৃহদাকার না হইলে আশানুরূপ ফল প্রসবিত হয় না। স্বল্পস্থানব্যাপী স্থানিক বেদনানিবারণার্থ ক্ষুদ্রাকার প্লাষ্টার (Plaster) ব্যবহার করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাধিসমূহে মাষ্টার্ডের (Mustard) বৃহদাকার প্লাষ্টার (Plaster) প্রয়োগের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু উহা এতাদৃশ জ্বলন উৎপাদন করে যে উহা রোগীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে, এজন্য উহার প্লাষ্টারের (Plaster) পরিবর্ত্তে উহার চূর্ণ তিসি অথবা ভূষীর সহিত মিশ্রিত করতঃ পুলটীস প্রস্তুত করিয়া ৫।৬ ঘণ্টা কাল বক্ষঃপ্রাচীরে সংস্থাপন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগে, এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের নিউমোনিয়া (Pneumonia) পীড়ার প্রথমাবস্থায় অথবা প্লুরিসিতেও (Pleurisy) উহা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রযোজ্য। এতদ্দ্বারা সত্বর প্রদাহের শান্তি, বেদনার

লাঘব, জ্বরোত্তাপের হ্রাস এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। যকৃতের প্রদাহে অথবা রক্তাধিক্যে অনেকে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার (Mustard Plaster) প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু উহাতে এতদপেক্ষা ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) অধিকতর উপকারী। কোমা (Coma) প্রাপ্ত হইয়া রোগী অচৈতন্য হইলে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার (Mustard Plaster) প্রয়োগে আশু চৈতন্য সম্পাদন হয়। নিউরাল্জিয়া (Neuralgia), প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia), সায়েটিকা (Sciatica), মাস্কুলার রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Muscular Rheumatism) প্রভৃতি বেদনাদায়ক পীড়ার যন্ত্রণানিবারণেও উহা পরাংমুখ নহে।

অল্পবয়স্ক বালকদিগের অথবা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়াতে মাষ্টার্ডবাথ্ (Mustard Bath) বিশেষ উপকারী। উহার বাথ্ (Bath) প্রয়োগ করিতে হইলে এক আউন্স আন্দাজ মাষ্টার্ড চূর্ণ (Mustard) স্নানোপযোগী উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ সেই জলে রোগীকে স্নান করান আবশ্যক। হাম, বসন্ত প্রভৃতি বিবিধ সংক্রামক জ্বরে চর্ম্মোপরি সুচারুরূপে র‍্যাস্ (Rash) নির্গত না হইলে উক্ত বাথ্ (Bath) প্রয়োগে উপকার দর্শে। কোন কারণবশতঃ অকস্মাৎ স্ত্রীলোকদিগের রজোলোপ হইলে নির্দ্দিষ্ট ঋতুকালের তিন চারি দিবস পূর্ব্ব হইতে জানু ও নিতম্বপ্রদেশে প্রত্যহ মাষ্টার্ড বাথ্ (Mustard Bath) প্রয়োগ করিলে ঋতুর পুনরাবির্ভাব হয়। মাষ্টার্ড (Mustard) মিশ্রিত উষ্ণ জলে প্রাতঃসন্ধ্যায় কিয়ৎকাল যাবৎ পদদ্বয় নিমগ্ন রাখিলে শিরঃপীড়া, মস্তকের রক্তাধিক্য, তরুণ সর্দ্দি, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির প্রদাহ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। বিসূচিকা পীড়ায় মূত্রস্রাব রহিত হইলে কিড্নির (Kidney) উপর মাষ্টার্ড প্লাষ্টার (Mustard Plaster) প্রয়োগে উক্ত যন্ত্র উত্তেজিত হওয়াতে উহার ক্রিয়া পুনরারব্ধ হয়। উল্লিখিত পীড়ায় হস্তপদাদির পেশীসমূহ আক্ষিপ্ত হইলে পদদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগে উক্ত প্লাষ্টার (Plaster) প্রযোজ্য। উহা এইরূপে পেশীআক্ষেপ নিবারণ করে এবং উহা কলাপ্‌স্ (Collapse) অবস্থায় হৃৎপিণ্ডোপরি প্রযোজিত হইলে উহার ক্রিয়া বলবতী হয়।

মাষ্টার্ডের (Mustard) তৈলে যে লিনিমেণ্ট (Liniment) প্রস্তুত হয় উহা প্রত্যুগ্রতাসাধক ক্রিয়ার জন্য সচরাচর ব্যবহার্য্য। দশ বিন্দু মাষ্টার্ড

অয়েল (Mustard Oil) এক আউন্স স্পিরিট্ অব্ ক্যাম্ফরের (Spirit of Camphor) সহিত মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট লিনিমেণ্ট্ (Liniment) প্রস্তুত হয়। উক্ত লিনিমেণ্ট্ (Liniment) অথবা ফার্মাকোপিয়ার (Pha-macopœia) লিনিমেণ্ট্ সিনাপিস্ (Liniment Sinapis) আভ্যন্তারিক যন্ত্রের প্রদাহ অবধা রক্তাধিক্যনিবারণে বিশেষ উপযোগী। ফুস্ফুসের রক্তাধিক্যে অথবা ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়াতে উক্ত লিনিমেণ্ট্ (Liniment) এমোনিয়া ও টার্পেণ্টাইন্ লিনিমেণ্ট্ (Liniment Ammonia And Terpentine) সহযোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস্ (Capillary Bronchitis) রোগেও উহা অতীব ফলদায়ক।

SENEGA

সেনেগা।

ফিজি। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সেনেগা (Senega) বদনগহ্বর ও গলদেশের জ্বলন ও কণ্ডুয়ন উৎপাদন করে। পাকস্থলী হইতে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিলিত হইলে উহা ব্রঙ্কিয়াল্ টিউবের (Bronchial Tube) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা উহার স্রাব পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে উহা কফনিঃসারক বলিয়া পরিচিত। উহা চর্ম্মের ও কিড্‌নির (Kidney) উত্তেজনা সাধন করাতে যথাক্রমে ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক নামে অভিহিত। এতদ্দ্বারা জরায়ুস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও উত্তেজিত হয় ও উহার রক্তাধিক্য ঘটে, সুতরাং উহা রজোনিঃসারক। হৃৎপিণ্ডোপরি উহার ক্রিয়া ডিজিটেলিসের (Digitalis) ক্রিয়ার ন্যায়। এতৎপ্রভাবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হয় এবং দ্রুতগতি নাড়ী মৃদুগামিনী হইয়া থাকে।

উহার ক্রিয়া—কফনিঃসারক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক এবং হৃৎপিণ্ডোত্তেজক।

থিরা। কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য সেনেগা (Senega) ইপিকাক্ (Ipecac), কার্ব্বনেট্ অব এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia) প্রভৃতি

ঔষধের সহিত তরুণ ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), পুরাতন নিউমোনিয়া (Chronic Pneumonia), তরুণ নিউমোনিয়ার (Acute Pneumonia) শেষাবস্থা, ক্রুপ, (Croup), হুপিং কফ্ (Whooping Cough), যক্ষা প্রভৃতি পীড়ায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উহার ঘর্ম্মকারক গুণ থাকাতে উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে উহা উপকারী বলিয়া পরিচিত। কিড্‌নির (Kidney) প্রদাহবশতঃ প্রস্রাবের সহিত এল্‌বিউমেন্ (Albumen) নির্গত হইলে কিয়ৎকালমধ্যেই ড্রপ্‌সির (Dropsy) আবির্ভাব হয়। সেনেগার (Senega) মূত্রকারক ক্রিয়া থাকাতে এতাদৃশ ড্রপ্‌সি (Dropsy) পীড়ায় অনেকে উহা প্রয়োগ করেন। রজোনিঃসারকগুণে উহা ডিস্‌মেনোরিয়া (Dysmenorrhæa) রোগে ব্যবহার্য্য, এবং হৃৎপিণ্ডোত্তেজক বলিয়া উক্ত যন্ত্রের দুর্ব্বলতায় এবং উহার যান্ত্রিক পীড়াতে ব্যবহৃত হয়।

KRAMERIÆ,

ক্রামেরিই।

ফিজি। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ক্রামেরিই (Krameriæ) বলবৎ সংকোচক। ট্যানিক্ ও গ্যালিক্ এসিডের (Tannic And Gallic Acid) ন্যায় ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

থিরা। পুরাতন উদরাময় রক্তামাশয়, এবং বিবিধস্থানের রক্তস্রাবে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উহার ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) অথবা টিংচার (Tincture) জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ কুল্লি করিলে সোর্ থ্রোট্ (Sore Throat) রোগে উপকার দর্শে। অনেকে বলেন যে লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) এবং প্রোলাপ্‌সাস্ এনাই পীড়াতে (Prolapsus Ani) উহার ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) অথবা জলমিশ্রিত টিংচারের (Dilute Tincture) পিচকারী অতীব ফলদায়ক। দন্তমাড়ীতে প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন হইলে উহার চূর্ণ প্রয়োগে সত্বর আরোগ্যলাভ হয়। উহা দন্তমাঞ্জন প্রস্তুতার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

TEA, COFFEE, COÇOA AND GUARANA.

চা, কফি, কোকোয়া এবং গোয়ারাণা।

ফিজি। উল্লিখিত ঔষধচতুষ্টয়ের ক্রিয়া প্রায়ই একরূপ। টি (Tea), কফি (Coffee), কোকোয়া (Cocoa) এবং গোয়ারাণার (Guarana) বীর্য্যের নাম যথাক্রমে থিয়িন্ (Theine), ক্যাফিন্ (Caffeine), কোকেন্ (Cocaine) এবং গোয়ারাণিন্ (Guaranine)। অধিক মাত্রায় প্রযোজিত হইলে উহারা সেন্সরি স্নায়ুমণ্ডলীর (Sensory Nerves) পক্ষাঘাত এবং ধনুষ্টঙ্কার পীড়ার ন্যায় পৈশিক আক্ষেপ ও কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) উৎপাদন করে। উহাদের ক্রিয়াবশতঃ প্রথমতঃ শ্বাসক্রিয়া ও হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দ্রুতভাব ধারণ করে, অতঃপর উক্ত ক্রিয়া উত্তরোত্তর মৃদু ও হীনবল হইয়া অবশেষে এককালীন রহিত হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা যেমন সেন্সরি স্নায়ুসমূহের (Sensory Nerves) পক্ষাঘাত ঘটে, তদ্রূপ স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পোষ্টিরিয়র্ কলামেরও (Posterior Column) পক্ষাঘাত সংঘটিত হয়, কিন্তু উক্ত কর্ডের (Cord) এণ্টিরিয়র্ কলামের (Anterior Column) ঈদৃশাবস্থা উপস্থিত না হইয়া ববং উহার উত্তেজনাবশতঃ পৈশিক আক্ষেপ ও কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত ঔষধগুলি স্ব স্ব বীর্য্যপ্রভাবে প্রথমতঃ মস্তিষ্কের উত্তেজনাসাধন করাতে শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার দ্রুতত্ব জন্মে, পরে ক্রমশঃ মস্তিষ্ক যত অবসন্ন হইতে থাকে ততই উক্ত ক্রিয়া মৃদুভাব ধারণ করে এবং হীনবল হইয়া পড়ে। দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনী শাখাসমূহ প্রথমতঃ সঙ্কুচিত হওয়াতে ব্লাড্ প্রেসার্ (Blood Pressure) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরে উহাদের বিস্ফারণবশতঃ উক্ত প্রেসারের (Pressure) ন্যূনতা জন্মে এবং ক্রমশঃ উহাদের মধ্যে শোণিতচলাচল বন্ধ হইয়া যায়। প্রথমতঃ শারীরিক উত্তাপের হ্রাস, পরে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কণীনিকা সাধারণতঃ সংকুচিত হইয়া থাকে। মুখগহ্বর হইতে প্রভূত লালাক্ষরণ হয় এবং রোগী বিরেচনকালে আমসংযুক্ত মলত্যাগ ও উদরমধ্যে বেদনা অনুভব করে। সচরাচর প্রস্রাবের পরিমাণের বৃদ্ধি এবং অপরিমিত ঘর্ম্মস্রাব হইতেও দেখা যায়। এইরূপে উল্লিখিত লক্ষণরাজি আবির্ভূত হইয়া যৎকালে উহারা প্রবল

ভাব ধারণ করে তৎকালে রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। কখন কখন চা ও কফি (Coffee) সেবন করিলে প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation), অনিদ্রা ও মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।

উহাদের ক্রিয়া—স্বল্পমাত্রায় ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, শ্রান্তিহারক, স্নায়বীয় ও হৃৎপিণ্ডোত্তেজক, কথঞ্চিৎ সংকোচক, অনিদ্রাজনক, লালনিঃসারক মৃদু বিরেচক এবং উত্তাপনাশক।

থিরা। ঘর্ম্মকারক ক্রিয়ার জন্য উল্লিখিত ঔষধসকল পানীয় পদার্থের ন্যায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়। তরুণ সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় চা অথবা কফি (Coffee) প্রয়োগ করিলে প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব হওয়াতে সর্দ্দির লাঘব হইয়া থাকে। নিরতিশয় পরিশ্রমবশতঃ স্নায়বীয় অবসাদ জন্মিলে অথবা শরীর একান্ত ক্লান্ত হইলে স্নায়বীয় উত্তেজক গুণে উহারা শ্রান্তিহরণে সমর্থ। এরূপ অনেক ঔষধি আছে যাহারা স্নায়বীয় উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশকরতঃ অবশেষে স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ উৎপাদন করে, কিন্তু ইহাদের ক্রিয়া সেরূপ নহে; এতদ্দ্বারা স্নায়বীয় উত্তেজনা সাধিত হইয়া পরে উহাদের অবসাদ উপস্থিত হয় না।

হৃৎপিণ্ডোত্তেজক গুণ থাকাতে ইহারা সচরাচর উক্ত যন্ত্রের যান্ত্রিক পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। এতদুদ্দেশে অপর তিনটী অপেক্ষা ক্যাফিন্ই (Caffeine) অধিকতর ফলদায়ক। ক্যাফিন্ (Caffeine) সিষ্টোল্ (Systole) ও ডায়াষ্টোলের (Diastole) মধ্যবর্ত্তী বিরামকাল (Pause) এবং হৃৎপিণ্ডস্থিত পেশীসমূহের সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করাতে ডিজিটেলিসের (Digitalis) ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে, সুতরাং হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়াতে উহা প্রয়োগ করিলে উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়া বলবতী হয়, এবং উপরোল্লিখিত বিরামকাল (Pause) পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে হৃৎপিণ্ড কথঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিতে পারে। এইরূপে উহা হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ায় সুফল প্রসব করিয়া থাকে। মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্যও ক্যাফিন (Caffeine) হৃৎপিণ্ডপীড়াজনিত শোথরোগে প্রয়োজিত হয়। এই রোগে ইহা যে কেবল মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধিকরতঃ রোগাপনয়ন করে তাহা নহে, এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের অবস্থার উন্নতিসাধন হওয়াতেও শোথের পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শে। আত্মহত্যাভিলাষে অহিফেন সেবন করিলে রোগী যৎকালে তন্দ্রাভাবাপন্ন হয় তৎকালে চা অথবা কফি (Coffee)

পুনঃ পুনঃ প্রযোগ করিলে তন্দ্রা দূরীভূত হয়। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে হাঁপানি রোগের (Asthma) শ্বাসকৃচ্ছ্র আরম্ভ হইবার সময় একপাত্র উগ্র কফি (Coffee) পান করিলে উহা নিবারিত হয়।

LINSEED.

তিসি।

থিরা। বাহ্যপ্রযোগার্থ তিসির পুলটীস সচরাচর ব্যবহৃত হয। প্রদাহ-যুক্ত স্থানে উহা প্রযোগ করিলে প্রদাহের শান্তি হয়, এবং ব্রণ, স্ফোটক কার্ব্বঙ্কল্ (Carbuncle) প্রভৃতির উপর প্রয়োগ করিলে উহাদের মধ্যে সত্বর পূয়োৎপত্তি হয়। কোন স্থান দগ্ধ হইয়া তথায় ক্ষতোৎপন্ন হইলে অনেকে উহার তৈল চূণের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন। এইরূপে স্থানিক প্রযোগ করিলে এতাদৃশ ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির প্রদাহনিবারণেও উহা বিশেষ পারদর্শী। লাংস্ (Lungs), প্লুরা (Pleura), পেরিটোনিয়ম্ (Peritonœum) প্রভৃতির প্রদাহ উপস্থিত হইলে বক্ষঃ অথবা উদরপ্রাচীরে উহার উত্তপ্ত পুলটীস প্রযোগ করিলে প্রদাহ ও বেদনা সত্বর প্রশমিত হয়। এইরূপে অন্যান্য স্থানের প্রদাহনিবারণেও উহা অতীব উপযোগী।

আভ্যন্তরিকরূপেও উহার ব্যবহার সচরাচর প্রচলিত। প্রমেহ পীড়ায় অথবা শ্বাসনালী, ব্লাডার (Bladder), ইউরিথ্রা (Urethra), অন্ত্র ও রেক্টমের (Rectum) ক্যাটার্ (Catarrh) উপস্থিত হইলে উহার জল পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগেও উহার জল উপকারী। উষ্ণ জলে তিসি সিদ্ধ করতঃ সেই উত্তপ্ত তিসির জল অর্দ্ধ পোয়া অথবা তিন ছটাক একড্রাম টিংচার অব্ কিউবেবের (Tincture of Cubeb) সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ শর্করাসহযোগে প্রাতঃসন্ধ্যায় পান করিলে ব্রঙ্কিয়াল্ ক্যাটারে (Bronchial Catarrh) ফললাভ হইয়া থাকে।

COLLODION

কলোডিয়ন্।

থিরা। কলোডিয়ন্ (Collodion) কদাচ বাহ্যিক ভিন্ন আভ্যন্তরিক রূপে ব্যবহৃত হয় না। এই ঔষধমধ্যে ইথার (Ether) বিরাজ করে। চর্ম্মোপরি সংলগ্ন হইলে উক্ত ইথার (Ether) উড্ডীয়মান হওয়াতে কলোডিয়ন্ (Collodion) সংযত হইয়া একটী আবরণস্বরূপ চর্ম্মকে এরূপে আচ্ছাদিত করে যে তন্মধ্যে জল অথবা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে কলোডিয়নের (Collodion) কঠিন আবরণ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ হইলে জল অথবা বায়ু তন্মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে। কলোডিয়নের (Collodion) পূর্ব্বোল্লিখিত গুণ থাকাতে উহা বেদনানিবারক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে।

খরশাণ শস্ত্রাঘাতে শরীরের কোন স্থান বিভক্ত হইলে কর্ত্তিত স্থানের উভয়পার্শ্ব একত্রিত করতঃ তদুপরি কলোডিয়ন্ (Collodion) প্রয়োগ করিলে উহা সত্বর সম্মিলিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের স্তনবৃন্তে ক্ষতোৎপন্ন হইলেও এতৎপ্রয়োগে উপকার দর্শে, কিন্তু এতদুদ্দেশে উহাপেক্ষা গ্লিসিরিণ্ অব্ ষ্টার্চ (Glycerine-of Starch), আর্নিকা সিরেট্ (Arnica Cerate) অথবা গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) ও ইউ-ডি-কলোন্ (Eau-de-Cologne) মিশ্র (একাংশ গ্লিসিরিণ্ এবং দুই অংশ ইউ-ডি-কলোন্) অধিকতর ফলপ্রদ। অনলে অথবা অত্যুত্তপ্ত সলিলে কোন স্থান দগ্ধ হইলে যদ্যপি অনতিবিলম্বেই তদুপরি কলোডিয়ন্ (Collodion) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ফোস্কা সমুত্থিত হয় না; তদ্রূপ ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) এবং হার্পিজ্ (Herpes) রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োজিত হইলে উহা ফোস্কা নিবারণ করে, এবং প্রদাহেরও শান্তি করিয়া থাকে। উল্লিখিত অবস্থাগুলিতে যদিও উহা ফলদায়ক বটে, তথাপি যদ্যপি উহার আবরণ ভগ্ন হওয়াতে প্রদাহযুক্ত স্থানে বায়ু প্রবেশ করে তাহা হইলে উহাদ্বারা কোন উপকার সম্ভবে না। উহার এই দোষ থাকাতে অনেকে উহার পরিবর্ত্তে কষ্টিক্ দ্রব (Caustic Lotion) ব্যবহার করেন। স্ফোটক, বিস্ফোটক, বিউবো (Bubo) প্রভৃতির প্রারম্ভাবস্থায় এবং আউন্স

কলোডিয়ন্ (Collodion) একড্রাম আইওডোফর্মের (Iodoform) সহিত মিশ্রিত করিয়া যদ্যপি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে প্রদাহ ও তজ্জনিত স্ফীতি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়। যদ্যপি কদাচিৎ স্ফোটক অথবা বিউবো (Bubo) মধ্যে পূয়সঞ্চার হয় তাহা হইলে আধুনিক পচননিবারক প্রণালী অবলম্বন করতঃ (Antiseptically) অস্ত্রোপচারদ্বারা পূয় নিঃসারিত করিলে রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করে।

দন্তশূলনিবারণেও কলোডিয়ন্ (Collodion) বিশেষ পারদর্শী। দন্ত ভগ্ন হইলে অথবা কেরিজ্ (Caries) পীড়াবশতঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে উহার অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুসূত্র বহির্গত হইয়া পড়ে এবং উহার প্রদাহ জন্মে, সুতরাং জল অথবা বায়ুসংস্পর্শে উক্ত স্থানে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কলোডিয়ন্ (Collodion) ও কার্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid) উক্ত দশনগহ্বরে প্রয়োগ করিলে ক্ষণিক যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই উহা এককালীন দূরীভূত হয়। তরুণ গাউট্ (Gout) পীড়ায় প্রপীড়িত ব্যক্তির প্রদাহযুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আইওডিন্ (Iodine) সহযোগে কলোডিয়ন্ (Collodion) প্রয়োগ করিলে রোগী স্বল্পকালমধ্যেই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে। বালকেরা কখন কখন অগোচরে মূত্রত্যাগ করে, এতন্নিবারণার্থ কোন কোন চিকিৎসক প্রিপিউসের (Prepuce) ছিদ্রোপরি কলোডিয়ন (Collodion) প্রয়োগ করেন।

AURANTII

অরেন্সিযাই।

থিরা। ইহা একটী সুগন্ধযুক্ত আগ্নেয় ও তিক্ত বলকারক ঔষধি। কুইনাইন (Quinine), সিঙ্কোনা (Cinchona) প্রভৃতি ঔষধের সহিত প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা উহাদের তিক্তাস্বাদ ও দুর্গন্ধ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়।

LEMON

লেমন্।

থিরা। লেমনের (Lemon) ত্বক্, তৈল ও রস ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। এই তিনটী অংশের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। ইহার ত্বক্ সুগন্ধ ও আগ্নেয়; তৈল বাহ্যপ্রয়োগে রুবিফেসিয়েণ্ট্ (Rubifacient), এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উত্তেজক ও বায়ুনাশক, এবং ইহার রস শৈত্যকারক। শৈত্যকারক ক্রিয়ার জন্য এই রস সাইট্রিক্ এসিডের (Citric Acid) পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। স্কার্ভি (Scurvy) রোগেও উক্ত রস বিশেষ উপকারী। উহা দুই হইতে চারি ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ বারত্রয় প্রয়োগ করিলে উক্ত পীড়াজনিত গ্রন্থি প্রদাহ, উদরাময় অথবা রক্তামাশয় প্রভৃতি সত্বর প্রশমিত হয়। এই রোগে সচরাচর দন্তমাড়ীর প্রদাহ ও উহাতে ক্ষতোৎপন্ন হইয়া থাকে, এতন্নিবারণে ও লেবুর রস (Lemon Juice) বিশেষ উপযোগী। ক্ষতসংযুক্ত মাড়ীতে উক্ত রস প্রতিদিন তিন চারি বার প্রয়োগ করিলে মাড়ীর প্রদাহ ও ক্ষত স্বল্পকাল মধ্যেই দূরীভূত হয়। কখন কখন বাতরোগেও ইহার কার্য্যকারিতা লক্ষিত হয়। জ্বর রোগের পিপাসানিবারণার্থ উক্ত রস সলিল ও শর্করাসহযোগে অনেকে প্রয়োগ করেন। উহার তৈল বিরেচক ঔষধির সহিত ব্যবহৃত হয়, এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) ও উদরাধ্মান রোগে অন্যান্য ঔষধির সহিত প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। কতিপয় টিংচার (Tincture) প্রস্তুত করিবার জন্য উহার ত্বক্ ব্যবহৃত হয়।

BAEL.

বেল।

থিরা। উৎকৃষ্ট সংকোচক বলিয়া বেল চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। ইহা সচরাচর উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়। অনেকের বিশ্বাস এই যে উল্লিখিত পীড়াদ্বয়ের পুরাতন অবস্থাতেই ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। স্বল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের উদরাময়নিবারণেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

শুষ্ক বেলখণ্ড দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া বালকদিগকে সেই দুগ্ধ পান করিতে দিলে উদরাময় রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। সুপক্ক বেল ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠপরিষ্কার হয়।

CAMBOGIA—GAMBOGE

ক্যাম্বোজিয়া—গ্যাম্বোজ।

ফিজি। গ্যাম্বোজ (Gamboge) অধিক পরিমাণে সেবন করিলে প্রথমতঃ পাকাশয় ও অন্ত্রের উগ্রতা সাধিত হয় এবং পরে উহাদের প্রদাহ জন্মে। উহার আনুসঙ্গিক এতাদৃশ দুর্দ্দম বিবমিষা, বমন ও ভেদ হইতে থাকে যে ক্রমশঃ রোগী কোলাপ্‌স্ (Collapse) অবস্থায় উপনীত হইয়া অবশেষে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। স্বল্প মাত্রায় সেবন করিলে এতদ্দ্বারা মুহুর্মুহুঃ জলবৎ ভেদ হয় এবং উহার সহিত কখন কখন বমন ও উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত হয়। এই বেদনা নিবারণার্থ উহা হাইওসায়েমাস্ (Hyoscyamus), বেলেডনা (Belladonna) প্রভৃতি ঔষধের সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিরেচক ক্রিয়ার জন্য গ্যাম্বোজ (Gamboge) ক্যালোমেল্ (Calomel), ক্রিম্ অব্ টার্ট (Cream of Tart) প্রভৃতি অন্যান্য বিরেচক ঔষধ সহযোগে ব্যবহৃত হয়। বিরেচক ক্রিয়া ব্যতীত উহার মূত্রকারক ও কৃমিনাশক ক্রিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়।

উহার ক্রিয়া—জলবৎ বিরেচক, মূত্রকারক, ও কৃমিনাশক।

থিরা। বিরেচক ক্রিয়ার জন্যই গ্যাম্বোজ (Gamboge) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ড্রপ্‌সিরোগে (Dropsy) এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যে ক্যালোমেল্ (Calomel) সহযোগে উহার ব্যবহার প্রচলিত।

GUACUM.

গুয়েকাম্।

ফিজি। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে গুয়েকাম্ (Guacum) গলাভ্যন্তরে উত্তাপোৎপাদন এবং অন্ত্রের উগ্রতাসাধন করে। উহা উত্তেজক, ঘর্ম্মকারক, পরিবর্ত্তক, রজোনিঃসারক, এবং অধিক মাত্রায় বিরেচক।

থিরা। রজোনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য উহা ডিস্‌মেনোরিয়াপীড়াতে (Dysmenorrhæa) ব্যবহৃত হয়। পরিবর্ত্তক, ঘর্ম্মকারক প্রভৃতি ক্রিয়ার জন্য পুরাতন রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Rheumatism), গাউট্ (Gout) ও চর্ম্মরোগে, এবং সিফিলিসের (Syphilis) তৃতীয়াবস্থায়, অর্থাৎ যৎকালে অস্থি ও অস্থ্যাবরক ঝিল্লী (Periosteum) আক্রান্ত হয় তৎকালে উহা প্রযোজ্য।

BUCHU.

বুকু।

ফিজি। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বুকু (Buchu) ইউরিথ্রা (Urethra) ও ব্লাডারের (Bladder) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর বলকারক ও পরিবর্ত্তক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্ব্যতীত উহা সাধারণতঃ বলকারক, আগ্নেয়, মূত্রকারক ও ঘর্ম্মকারক।

থিরা। ব্লাডারের (Bladder) উগ্রতা অথবা ক্যাটার্ (Catarrh) উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ বুকু (Buchu) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। তরুণ অথবা পুরাতন প্রমেহপীড়াতে ইহা প্রযোজ্য।

QUASSIA

কোয়াসিয়া।

ফিজি। ইহা একটী বিশুদ্ধ আগ্নেয় ও তিক্ত বলকারক ঔষধি। ইহাতে ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) না থাকাতে ইহার সংকোচক ক্রিয়া

একফালীন নাই। ইহা ক্রিমিনাশক বলিয়াও চিকিৎসকসমাজে পরিচিত, কিন্তু সূত্রবৎ ক্রিমি ব্যতীত (Thread Worms) অন্য প্রকার ক্রিমি বিনাশ করিতে ইহার সামর্থ্য নাই।

থিরা। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়াতেই কোয়াসিয়া (Quassia) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কোন কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভকালে ইহা প্রয়োগ করিলে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হওয়াতে শরীরে সত্বর বলাধান হয়। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের রেক্‌টাম্‌মধ্যে (Rectum) সূত্রবৎ ক্রিমি অবস্থিতি করিলে ইহার ইন্‌ফিউসনের পিচকারী গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলে উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

MYRRH

মার্হ্‌।

ফিজি। স্থানিক প্রয়োগে ইহা উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হওয়াতে শ্লেষ্মাস্রাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ইহা কফনিঃসারক বলিয়া পরিচিত। ইহা জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনাসাধন করাতে উহা হইতেও অপরিমিত শ্লেষ্মাস্রাব হয়, এবং ইহা উক্ত যন্ত্রের রক্তাধিক্য উৎপাদন করাতে রজোনিঃসারক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহার বলকারক, উত্তেজক ও আক্ষেপনিবারক গুণও দৃষ্টিগোচর হয়।

উহার ক্রিয়া—কফনিঃসারক, রজোনিঃসারক, বলকারক, উত্তেজক ও আক্ষেপনিবারক।

থিরা। কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য মার্হ্‌ (Myrrh) সচরাচর পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Bronchitis) ও যক্ষ্মা রোগে ব্যবহৃত হয়। উত্তেজক ও বলকারক গুণ থাকাতে উহা লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) ও ব্রঙ্কিয়াল্‌ ক্যাটার্‌ (Bronchial Catarrh) নিবারণে বিশেষ তৎপর। যদিও উহা উল্লিখিত পীড়াদ্বয়ে ফলদায়ক বটে, তথাপি রোগীর অবস্থানুসারে উহার ক্রিয়ার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। উপরোক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যদ্যপি একান্ত দুর্ব্বল হয় তাহা

হইলে এতদ্দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হয়, নতুবা উহাদ্বারা কোন উপকার সম্ভবে না।

রজোনিঃসারক বলিয়া মার্হ্ (Myrrh) আমেনোরিয়া (Amenorrhœa) রোগে অতীব ফলপ্রদ। ইহার ক্রিয়া লৌহ ও এলোজ্ (Aloes) সহযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দুই গ্রেণ ফেরি সল্ফ্ (Ferri Sulph), এক গ্রেণ এলোজ্ (Aloes), তিন গ্রেণ মার্হ্ (Myrrh) ও ⅛ গ্রেণ এক্‌ট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna) একত্রে মিশ্রিত করতঃ বটিকাকারে প্রতিদিন বারত্রয় প্রয়োগ করিলে দুই অথবা তিন সপ্তাহকালমধ্যেই ঋতুর পুনরাবির্ভাব হয়। সোর্ থ্রোট্ (Sore Throat), এবং দন্তমাড়ী, জিহ্বা অথবা মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষতে অনেকে উহার কুল্লি ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

GLYCYRRHIZA

গ্লাইসিরাইজা অথবা জ্যেষ্ঠমধু।

থিরা। জ্যেষ্ঠমধুর আস্বাদন মধুর, সুতরাং যে সকল ঔষধের আস্বাদ অতিশয় তিক্ত অথবা কদর্য্য তাহাদের সহিত উহা প্রয়োগ করিলে তাহাদের কদাস্বাদ দূরীভূত হয়। চর্ব্বণ অথবা মুখমধ্যে কিয়ৎকাল সংস্থাপন করিলে উহা লালস্রাব বৃদ্ধি করে এবং কাশির বেগ দমন করিয়া থাকে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে এতদ্দ্বারা কফস্রাব বৃদ্ধি হওয়াতে উহা তরুণ ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), ব্রঙ্কিয়াল্ ক্যাটার্ (Bronchial Catarrh) প্রভৃতি পীড়াতে কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া (Carbonate of Ammonia), ইপিকাক্ (Ipecac) প্রভৃতি অপরাপর কফনিঃসারক ঔষধসহযোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

TRAGACANTH.

ট্রাগাক্যান্থ্।

থিরা। সব্‌নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মাথ্ (Subnitrate of Bismuth) প্রভৃতি ঔষধসকল মিশ্রাকারে প্রয়োগ করিতে হইলে উহা গুরুত্ববশতঃ সহজেই নিমগ্ন

হইয়া শিশির তলদেশে সঞ্চিত হয়, কিন্তু মিউসিলেজ্ একেসিয়া (Mucilage Acacia) অথবা ট্রাগাক্যান্থ্ (Tragacanth) সহযোগে প্রয়োজিত হইলে উহারা কথঞ্চিৎ ভাসমান থাকে; এতদ্ধেতু ট্রাগাক্যান্থ্ (Tragacanth) ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। উহা পাকাশয়, অন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের উপর স্নিগ্ধকারক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহাদের প্রাদাহিক পীড়াতেও অতীব ফলদায়ক।

SCOPARII

স্কোপেরিয়াই।

ফিজি। স্কোপেরিয়াই (Scoparii) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ভেদ ও বমন এবং প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা পেশীসমূহের দুর্ব্বলতা জন্মে এবং হস্ত ও পদদ্বয়মধ্যে ঝিন্‌ঝিনি উপস্থিত হয়। উহা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) হরণ এবং মোটার স্নায়ুর (Motor Nerves) পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। এতদ্দ্বারা ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধীয় ইন্‌হিবিটরি শাখাসকলের (Cardiac Inhibitory Branches) পক্ষাঘাত এবং মেডালা অব্‌লংঙ্গেটামধ্যে (Medulla Oblongata) যে শ্বাসক্রিয়াপরিচালক স্নায়ুকেন্দ্র (Respiratory Centre) আছে উহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। এইরূপে উহা অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ করতঃ রোগীর প্রাণসংহার করিয়া থাকে।

স্বল্পমাত্রায় উহা কেবল মূত্রকারক বলিয়া পরিচিত।

থিরা। হৃৎপিণ্ডপীড়াসম্ভূত ড্রপ্‌সিরোগে (Dropsy) স্কোপেরিয়াই (Scoparii) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদুদ্দেশে উহার ডিককৃসান্ই (Decoction) প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

KINO.

কাইনো।

ফিজি। কাইনোতে (Kino) ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) বর্ত্তমান থাকাতে উহার সংকোচক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক যে কোন প্রকারে প্রয়োগ করা যাউক না কেন উহা উল্লিখিত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। উদরস্থ হইলে কাইনো (Kino) পাকাশয় অথবা উর্দ্ধান্ত্র হইতে শোষিত না হওয়াতে উহার ক্রিয়া নিম্নান্ত্রমধ্যেই প্রকটিত হয়।

থিরা। সোর্‌থ্রোট্ (Sore Throat), এবং দন্তমাড়ী, জিহ্বা অথবা মুখগহ্বরস্থ ক্ষতে কাইনো (Kino) স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয়। সলিলসহযোগে উহার লোসান্ (Lotion) প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিলে উক্ত ক্ষত সত্বর শুষ্ক হইয়া যায়। আভ্যন্তরিকরূপে কেবল মাত্র তরুণ ও পুরাতন উদরাময় রোগেই উহার ব্যবহার প্রচলিত।

BALSAM PERU AND TOLU.

বাল্‌সম্ পিরু ও টলু।

ফিজি। বাহ্যপ্রয়োগে উহারা উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও উহারা উত্তেজক বটে, অধিকন্তু কফনিঃসারক বলিয়া পরিচিত। উহা সেবন করিলে ব্লাডার (Bladder), ইউরিথ্রা (Urethra) এবং জরায়ুর শ্লেষ্মাস্রাবের লাঘব হয়।

উহাদের ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে উত্তেজক, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উত্তেজক ও কফনিঃসারক।

থিরা। অস্বাস্থ্যকর ক্ষতে প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা ক্ষতের অবস্থার উন্নতিসাধন হয়। কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য অনেকে উহা ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগে ব্যবহার করেন। মূত্রযন্ত্রাদিসম্বন্ধে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহারা সচরাচর গনোরিয়া (Gonorrhœa), গ্লিট্ (Gleet) ও

লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) রোগে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন চিকিৎসক পুরাতন বাতরোগেও উহা প্রয়োগ করেন।

PHYSOSTIGMA—CALABAR BEAN.

ফাইজষ্টিগমা—ক্যালাবার বিন্।

ফিজি কি মানবজাতি কি অপরাপর জন্তু, ফাইজষ্টিগমা (Physostigma) সকলের পক্ষেই অতি তেজস্কর বিষাক্ত পদার্থ। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা পাকস্থলীর উপর বিশেষ কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না, এবং গ্যাষ্ট্রিক্ রস্ও (Gastric Juice) উহার সহিত মিলিত হইয়া উহার বিষময় গুণ নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। উহার বীর্য্যের নাম ইসিরিন্ (Eserine)।

এই বিষাক্ত ঔষধির দ্রব যদ্যপি পিচকারীদ্বারা শিরামধ্যে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে কিয়ৎকালমধ্যেই উহা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে; এই জন্য ভিষগ্‌বিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে উহার বীর্য্য ইসিরিন্ (Esserine) পাকস্থলীদ্বারা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, অথবা উহা শোণিতপ্রণালী হইতে ধীরে ধীরে উক্ত যন্ত্রমধ্যে উপনীত হয়।

সেবনান্তে ইসিরিন্ (Esserine) স্বল্পকালমধ্যেই শোণিতরাশিতে নীত হইয়া স্বকীয় বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে। উহার নিম্নলিখিত লক্ষণাবলী আবির্ভূত হয়—

১। শরীরস্থ যাবতীয় পেশীসমূহ কম্পিত হইতে থাকে।

২। কিয়ৎকালমধ্যেই এই কম্পন দূরীভূত হয় এবং পেশীসকলের পক্ষাঘাত জন্মে ও উহারা এককালীন শিথিল হইয়া পড়ে।

৩। অন্ত্র, জরায়ু, ব্লাডার (Bladder) এবং ইউরিটারের (Ureter) পেশী-সূত্রসকল প্রথমতঃ আক্ষিপ্ত হইয়া সংকুচিতাবস্থায় অবস্থিতি করে, অতঃপর উহাদের পক্ষাঘাত জন্মে।

৪। জীবিতাবস্থায় কণীনিকা সংকুচিত থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পর উহা প্রসারিত হয়।

৫। প্রথমতঃ স্পাইনাল্‌ কর্ডের (Spinal Cord) রিফ্লেক্স্‌ ক্রিয়ার (Reflex Action) লোপ হয়, অতঃপর উহার পক্ষাঘাত ঘটে।

৬। শ্বাসক্রিয়া ক্রমশঃ মৃদু হইতে থাকে, অতঃপর উহা এককালীন বন্ধ হয়।

৭। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রোগীর চৈতন্যের লোপ হয় না।

৮। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া প্রথমতঃ ক্রমশঃ মৃদু হইতে থাকে, অতঃপর উহা ডায়াষ্টোলে (Diastole) বন্ধ হয়।

ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ক্রমশঃ শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়, এবং অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অনতিবিলম্বেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্য ঘটাতে রোগী কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে।

ইসিরিনের (Esserine) পূর্ব্বোল্লিখিত যে সকল অষ্টবিধ ক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে উহাদের কারণনির্ণয় করা এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য।

১। ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma) দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে সর্ব্বাঙ্গের পেশীসকল যে কম্পিত হয় তাহার কারণ এই যে উক্ত বিষময় পদার্থ পেশী-সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, নতুবা স্পাইনাল্‌ কর্ড (Spinal Cord) অথবা মোটার স্নায়ুর (Motor Nerves) উপর উহার এমত কোন ক্রিয়া নাই যদ্দ্বারা এবম্ভূত লক্ষণ আবির্ভূত হয়। ইহার প্রমাণ এই যে যদ্যপি একটী ভেকের পশ্চাদ্দিকস্থ বামপদের সায়েটিক্‌ স্নায়ু (Sciatic Nerve) কর্ত্তন করতঃ উহাকে ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহার দক্ষিণ পদের সায়েটিক্‌ স্নায়ু (Sciatic Nerve) কর্ত্তিত না হইলেও উহার পেশী-সকল যেরূপ কম্পিত হয় বামপদের পেশীসমূহও তদ্রূপ কম্পিত হইতে থাকে। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে সায়েটিক্‌ স্নায়ু (Sciatic Nerve) কর্ত্তন করাতে যদিও স্পাইনাল্‌কর্ডের (Spinal Cord) সহিত বামপদের পেশীদিগের স্নায়বীয় সম্বন্ধ রহিত হইয়াছে, তথাপি উহাদের স্পন্দন রহিত হয় নাই; অতএব যদ্যপি উক্ত ঔষধ স্বকীয় বিষক্রিয়াপ্রভাবে স্পাইনাল্‌ কর্ড (Spinal Cord) অথবা স্নায়ুসূত্রদিগের বিকৃতি উৎপাদন করিত, তাহা হইলে উহাদের সহিত বামপদস্থ পেশীদিগের সম্বন্ধ রহিত হওয়াতে উক্তপদের স্পন্দনও রহিত

হইত ; কিন্তু তাহা না হওয়াতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঔষধপ্রভাবে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) অথবা স্নায়ুসূত্রদিগের বিকৃতাবস্থা এই স্পন্দনের কারণ নহে।

ইহার আর একটী প্রমাণ এই যে, যদ্যপি উক্ত ভেকের পশ্চাদ্দিকস্থ দক্ষিণ পদের সায়েটিক্ স্নায়ু (Sciatic Nerve) কর্ত্তন না করিয়া কেবলমাত্র উহার প্রধান ধমনী বন্ধন করতঃ উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহা কম্পিত হয় না। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) অথবা স্নায়ুদিগের সহিত দক্ষিণ পদের সম্বন্ধ রহিত হয় নাই বটে, কিন্তু উহার প্রধান ধমনী সংবদ্ধ হওয়াতে উক্ত বিষময় ঔষধ পদমধ্যে সঞ্চালিত হইতে অথবা তত্রস্থ পেশীদিগের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতে না পারাতে উহাদের স্পন্দনও উৎপাদিত হইতেছে না। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma) দ্বারা পেশীসমূহেরই বিকৃতি উপস্থিত হওয়াতে এবম্বিধ কম্পন সম্ভবিত হয়।

২। উক্ত ঔষধ সেবনে প্রথমতঃ পেশীদিগের স্পন্দন হইয়া পরে যে উহাদের পক্ষাঘাত ঘটে তাহার কারণ স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পক্ষাঘাত। ইহার প্রমাণ এই যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত পেশী অথবা উহার স্নায়ুসূত্রের উপর যদ্যপি বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে পেশী সংকুচিত হয়, কিন্তু এম্বিধ প্রবাহ যদি স্পাইনাল্ কর্ডে (Spinal Cord) সঞ্চালিত হয় তাহা হইলে উক্ত পেশীর সংকোচন দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যদ্যপি ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma) দ্বারা স্নায়ুসূত্র অথবা পেশীসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত তাহা হইলে উহাদিগের উপর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত পেশীসকল কদাচ সংকুচিত হইত না, এবং যদ্যপি স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) নষ্ট না হইত তাহা হইলে উহার উপর উক্ত প্রবাহ সঞ্চালনে পেশীদিগের সংকোচন উপস্থিত হইত। অতএব এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পক্ষাঘাতই পেশীসমূহের পক্ষাঘাতের কারণ। এই ঔষধপ্রভাবে মোটার স্নায়ুসকল (Motor Nerves) প্রথমতঃ নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে উহাদেরও বৈদ্যুতিক প্রবাহবহনের সামর্থ্য থাকে না। কোনিয়ামের ন্যায় (Conium)

ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma) প্রথমতঃ মোটার স্নায়ুদিগের (Motor Nerves) বাহ্যসীমার পক্ষাঘাত উৎপাদন করতঃ পরে উহাদের সর্ব্বাবয়ব আক্রমণ করে। এতদ্দ্বারা সেন্‌সরি স্নায়ুদিগের (Sensory Nerves) বিকৃতি জন্মে না এবং উহাদের প্রবাহবহনশক্তির কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

৩। এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ অন্ত্র, জরায়ু, ব্লাডার (Bladder) ও ইউরিটারের (Ureter) পেশীসকল আক্ষিপ্ত হয় এবং পরে উহাদের পক্ষাঘাত ঘটে। ইহার কারণ এই যে এই বিষময় ঔষধ প্রথমতঃ উহাদের পেশীসূত্রগুলিকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনাবশতঃ যৎকালে ঐ সকল যন্ত্রের আক্ষেপ আরম্ভ হয় তৎকালে অন্ত্র এককালীন সংরুদ্ধপ্রায় হয় এবং উদরমধ্যে অসহ্য কলিক্‌ বেদনা (Colic Pain) উপস্থিত হওয়াতে রোগী একান্ত অস্থির হইয়া পড়ে। কিয়ৎকাল পরে উক্ত ঔষধ ঐ সকল পেশীসূত্রের উপর এরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে যে উহাদের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, সুতরাং ঐ সকল যন্ত্রগুলি পেশীদিগের পক্ষাঘাতবশতঃ বিস্ফারিতাবস্থায় অবস্থিতি করে। এতদ্দ্বারা অন্ত্র, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, স্যালিভারি গ্লাণ্ড (Salivary Gland) ও ল্যাক্রিমাল্‌ গ্লাণ্ডের (Lachrymal Gland) স্রাব বৃদ্ধি হয় এবং প্রভূত স্বেদক্ষরণ হইয়া থাকে।

৪। এতদ্দ্বারা কণীনিকা সংকুচিত হয় বটে, কিন্তু উহার কারণ অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই। এই বিষাক্ত ঔষধ পাকস্থলী হইতে শোষিত হইলে অথবা নয়নমধ্যে স্থানিক প্রয়োগ করিলে কণীনিকা সংকুচিত হইতে আরম্ভ হয়, কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার শক্তি থাকে না, এবং লোচনদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী না হইলে কোন বস্তু সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, এমন কি নয়নদ্বয়ের এক ফুট অথবা তদধিক দূরবর্ত্তী পদার্থ অস্পষ্ট ও তুষারাবৃত বলিয়া বোধ হয়; দূরস্থিত দ্রব্যাদি নিকটবর্ত্তী ও স্বাভাবিকাপেক্ষা বৃহদাকার বলিয়া অনুমিত হইতে থাকে, এবং নয়নদ্বয় ভারি ও চক্ষুরুন্মীলন করিলে তন্মধ্যে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কখন কখন কণীনিকা এতাদৃশ সংকুচিত হয় যে উহা সূচিকাগ্রবৎ বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং দর্শনক্ষেত্র অতীব সংকীর্ণ হইয়া যায়।

৫। এতদ্দ্বারা যে স্পাইনাল্‌ কর্ডের (Spinal Cord) রিফ্লেক্স্‌ ক্রিয়া (Reflex Action) নষ্ট হয় তাহার প্রমাণ এই যে কোন জন্তুকে এই ঔষধ প্রয়োগ করতঃ উহার গাত্রের কোন স্থানে অকস্মাৎ সূচিকা বিদ্ধ করিলে

পৈশিকক্রিয়া সংঘটিত হয় না। ইহাতে স্থির করা যাইতে পারে বটে যে রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত ক্রিয়া সম্পাদনার্থ যে যে টিস্থর (Tissue) সুস্থাবস্থায় থাকা আবশ্যক তাহাদের মধ্যে কোনটীর বিকৃতি জন্মিযাছে তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। সেন্‌সরি স্নায়ু (Sensory Nerve), স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord), মোটার স্নায়ু (Motor Nerve) এবং পেশী এই চারিটী পদার্থ সুস্থাবস্থায় না থাকিলে উক্তক্রিয়া সাধিত হয় না, অতএব উহাদের মধ্যে কাহার বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে সেইটী স্থির করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত জন্তুর গাত্রে যৎকালে সূচিকা বিদ্ধ করা যায় তৎকালে উহার আকার ইঙ্গিতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে উহার যন্ত্রণাবোধ হইতেছে, অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সেন্‌সরি স্নায়ুর (Sensory Nerve) বিকৃতি জন্মে নাই। মোটার স্নায়ু অথবা পেশীদিগের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করিলেই পৈশিক সংকোচন দৃষ্টিগোচর হয, অতএব উহাদেরও কোনরূপ ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; সুতরাং স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) বিকৃতিবশতঃই যে রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) নষ্ট হয় ইহাই নিশ্চিত। উক্ত কর্ডের (Cord) রিফ্লেক্স্ ক্রিযা (Reflex Action) নষ্ট হইয়া পরে যে উহার পক্ষাঘাত ঘটে তাহারও প্রমাণ এই যে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) নিম্নাংশস্থিত প্রধান ধমনী বন্ধনকরতঃ যদ্যপি কোন জন্তুকে উক্ত বিষ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উক্ত কর্ডের (Cord) ঊর্দ্ধাংশে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালনে হস্তদ্বয়ের পৈশিক ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু কর্ডের (Cord) যে স্থানে ধমনী বন্ধন করা হইয়াছে তাহার নিম্নাংশে যদ্যপি উক্ত প্রবাহ সঞ্চালিত হয় তাহা হইলে পদদ্বয়ের পৈশিক সংকোচন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে উক্ত বিষ শোণিতসহ মিলিত হইয়া কর্ডের (Cord) সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইতেছে বটে, কিন্তু যে স্থানে ধমনী বন্ধন করা হইযাছে তাহার নিম্নাংশে প্রবেশ করিতে পারে নাই, সুতরাং কর্ডের (Cord) নিম্নাংশে বিষক্রিয়ার অভাববশতঃ উহার পক্ষাঘাত ঘটে নাই, এবং উক্ত স্থাননিঃসৃত স্নায়ুসমূহ যে সকল পেশীকে পোষণ করিতেছে কর্ডের (Cord) নিম্নাংশে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালনে ঐ সকল পেশীরও ক্রিয়ার লোপ হয় নাই।

কর্ডের (Cord) যে স্থানে ধমনী বন্ধন করা হইয়াছে তাহার উর্দ্ধাংশে বিষ প্রবেশ করতঃ পক্ষাঘাত উৎপাদন করাতে উক্ত স্থাননিঃসৃত স্নায়ুবর্গ যে সকল পেশীকে পোষণ করিতেছে, কর্ডের (Cord) উর্দ্ধাংশে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালনে ঐ সকল পেশীও আক্ষিপ্ত হয় নাই। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্ত বিষপ্রভাবে প্রথমতঃ স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) নষ্ট হয়, অতঃপর উহার পক্ষাঘাত জন্মে। কর্ডের (Cord) পক্ষাঘাত উপস্থিত হইবার পর ক্রমশঃ মোটার স্নায়ু সকলও (Motor Nerves) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়।

৬। এতদ্দ্বারা শ্বাসক্রিয়া প্রথমতঃ মৃদুভাবাপন্ন হয় ও পরে এককালীন সংরুদ্ধ হয়। ইহার কারণ এই যে, উহা প্রথমতঃ মেডালা অব্লংগেটাস্থিত (Medulla Oblongata) শ্বাসক্রিয়াপরিচালক স্নায়ুকেন্দ্রের (Respiratory Centre) অবসাদ এবং পরে উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, সুতরাং শ্বাসক্রিয়া প্রথমে মৃদুভাব ধারণ করতঃ অবশেষে এককালীন বন্ধ হইয়া যায়।

৭। এতদ্দ্বারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রোগীর চৈতন্যের লোপ হয় না, তবে মানসিক প্রবৃত্তির কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইতে পারে। রোগীর সংজ্ঞালোপ না হওয়াতেই বুঝিতে পারা যায় যে উক্ত বিষময় ঔষধ মস্তিষ্কোপরি বিষক্রিয়া প্রকাশ করে না।

৮। উহা সেবনে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্রমশঃ মৃদুভাব ধারণ করিতে থাকে, অবশেষে উহা এককালীন ডায়াষ্টোলে (Diastole) সংরুদ্ধ হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সিষ্টোলের জন্য (Systole) যে সময় অবধারিত আছে উহা সেবনে তাহার হ্রাস হয়, সুতরাং নাড়ী কুইক্ (Quick) হয়, এবং স্বাভাবিকাবস্থায় এক মিনিট কালমধ্যে যতবার সিষ্টোল (Systole) হওয়া উচিত তাহার সংখ্যারও ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, সুতরাং নাড়ী মৃদু (Unfrequent) হয়; অর্থাৎ স্বাভাবিকাবস্থায় এক মিনিট কালমধ্যে যদি ৮০ বার সিষ্টোল হয়, এই ঔষধ সেবন করিলে উহা ৬০ অথবা ৫০ বার হইয়া থাকে। এইরূপে সিষ্টোলের (Systole) সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু ডায়াষ্টলিক্ পজের (Diastolic Pause) সময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াতে অবশেষে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ডায়াষ্টোলেই (Diastole) এককালীন বন্ধ হয়। ফাইজষ্টিগমার (Physostigma)

ন্যায় ডিজিটেলিস্ ও ভিরাট্রাম্‌দ্বারা (Digitalis and Veratrum) হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া মৃদু ((Unfrequent) হয় বটে, কিন্তু উহা অন্য প্রকারে সংঘটিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma) দ্বারা ডায়াষ্টলিক্ পজের (Diastolic Pause) সময় বৃদ্ধি হওয়াতে নাড়ীর মৃদুতা (Unfrequ ency) জন্মে, কিন্তু ডিজিটেলিস্ ও ভিরাট্রামের (Digitalis and Veratrum) তাহা নহে; উহাদের দ্বারা সিষ্টোলের (Systole) সময় অর্থাৎ প্রত্যেক সিষ্টো-লের জন্য (Systole) যে সময় নির্দ্ধারিত আছে ক্রমশঃ তাহার বৃদ্ধি হওয়াতে নাড়ী মৃদুভাব ধারণ করে, এবং এইরূপে উক্ত সময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াতে অবশেষে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া সিষ্টোলে (Systole) সংরুদ্ধ হয়। ফাইজষ্টিগ্‌মাদ্বারা (Physostigma) যে হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার মৃদুতা জন্মে তাহার কারণ এই যে উহা ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধীয় এক্‌সিলারেটর্ সূত্রগুলির (Cardiac Accelerator Fibres) পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। ইহার প্রমাণ এই যে ভেগাস্ স্নায়ু (Vagus Nerve) কর্ত্তন করতঃ যদ্যপি কোন জন্তুকে উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেও নাড়ীর এতাদৃশ মৃদুতা জন্মে সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধীয় ইন্‌হিবিটরি কেন্দ্রের (Cardiac Inhibitory Centre) উত্তেজনাবশতঃ এতৎক্রিয়া সাধিত হয় না, যে হেতু তাহা হইলে ভেগাস্ স্নায়ু (Vagus Nerve) কর্ত্তন করিলে নাড়ীর মৃদুতা উৎপন্ন হইত না। মস্তিষ্ক অথবা স্পাইনাল্ কর্ডের ((Spinal Cord) উপর উক্ত ঔষধের ক্রিয়াবশতঃ যে এই লক্ষণ আবির্ভূত হয় তাহাও বিবেচনাসিদ্ধ নহে, যে হেতু উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে যদ্যপি মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) রোগীর দেহ হইতে স্থানান্তরিত করা যায় তাহা হইলেও নাড়ীর মৃদুতা জন্মে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্ত ঔষধদ্বারা ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধীয় এক্‌সিলারেটর্ সূত্রগুলির (Accelerator Fibres) পক্ষাঘাত উৎপন্ন হওয়াই হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ও নাড়ীর মৃদুতার কারণ।

ইহা ভ্যাসো-মোটার কেন্দ্রের (Vaso-Motor Centre) উত্তেজনাসাধন করতঃ ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) বৃদ্ধি করে। ইহার প্রমাণ এই যে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) যে স্থানে উক্ত কেন্দ্র (Centre) অব-

স্থিতি করে যদ্যপি তাহার নিম্নে কর্ড (Cord) দ্বিখণ্ডিত করা যায় তাহা হইলে ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) আধিক্য লক্ষিত হয় না। উল্লিখিত কেন্দ্র (Centre) উত্তেজিত হইলে ধমনীপ্রাচীর সংকুচিত হওয়াতে উক্ত প্রেসারের (Pressure) বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ফাইজষ্টিগ্মার দ্রব (Solution of Physostigma) শরীরের স্থানবিশেষে স্থানিক প্রয়োগ করিলে কতিপয় আশ্চর্য্য ফল দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত দ্রব্য সায়েটিক্ স্নায়ুর (Sciatic Nerve) উপর প্রয়োগ করিলে উহার প্রবাহ-বহনশক্তি অন্তর্হিত হয়, কিন্তু এতদ্দ্বারা অন্য কোন স্নায়ুর এতাদৃশ বিকৃতি জন্মে না। সায়েটিক্ স্নায়ুর (Sciatic Nerve) উপর ষ্ট্রিক্নিয়ারও (Strychnia) এবম্ভূত ক্রিয়া নয়নগোচর হয়। এই দ্রবদ্বারা গ্যাষ্ট্রক্নিমিয়াস্ (Gastrochnemius) পেশীরও অবসাদ উপস্থিত হয়। অন্ত্রের কোন স্থানে উহা প্রয়োগ করিলে সেই স্থান ব্যতীত অন্য সকল স্থানে আন্ত্রিক গতির (Vermicular Movements) ব্যাঘাত ঘটে না।

উহার ক্রিয়া—স্নায়বীয় অবসাদক, আক্ষেপনিবারক, কণীনিকা সংকোচক, হৃৎপিণ্ডাবসাদক, মূত্রবিরেচক, কফনিঃসারক, লালানিঃসারক ও ঘর্ম্মকারক।

থিরা। এতদ্দ্বারা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) বিনষ্ট হয় বলিয়া উহা সচরাচর ধনুষ্টঙ্কার রোগে এবং ষ্ট্রিক্নিয়া বিষে (Strychnia) দেহ বিষাক্ত হইলে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত রোগের পৈশিক আক্ষেপ নিবারণের জন্য এতাদৃশ অধিক মাত্রার প্রয়োজন যে কখন কখন তদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডক্রিয়া এককালীন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, সুতরাং এতদুদ্দেশে উহা ব্যবহার করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। অধিকন্তু কোন কোন রোগী উহা স্বল্পমাত্রায় সেবন করতঃ ফললাভ করে, কোন কোন রোগীকে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে কিছুমাত্র উপকার দর্শে না; অতএব উক্ত রোগে উহার মাত্রার স্থিরতা না থাকাতে সময়ে সময়ে রোগীর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। এই রোগে উহা ত্রিবিধ প্রণালীতে ব্যবহৃত হয়; কেহ চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা উহা প্রয়োগ করেন, কেহ গুহ্যদ্বারে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করেন, এবং কেহবা উহা ভক্ষণ করিতে উপদেশ দেন। যাহা হউক এতাদৃশ ব্যবহার করিতে

হইলে উহা উক্ত পীডার প্রথমাবস্থায় অতি স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, অতঃপর ক্রমশঃ এরূপে মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক যে উহাদ্বারা পেশীসমূহের পক্ষাঘাত ঘটে।

অনেকে কোরিয়া (Chorea) রোগেও ইহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু ধনুষ্টঙ্কার অথবা ষ্ট্রিক্নিয়া বিষে (Strychnia) যেমন অধিক মাত্রার প্রয়োজন ইহাতে সেরূপ নহে। এই রোগে ইহাদ্বারা যদিও উপকার দর্শে, তথাপি আর্সেনিক্ (Arsenic) ইহাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক বলিয়া পরিচিত।

উন্মাদগ্রস্ত রোগীদিগের সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাতে (General Paralysis of the Insane) ইহা অতীব ফলদায়ক। ইহা সেবনে কখন কখন উক্ত পীড়া এককালীন দূরীভূত হয়, এবং কখন কখন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়; এবং ইহা রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতিসাধন করে। উক্ত পীড়াপ্রভাবে পেশীসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে রোগী দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে। এতদ্দ্বারা যে কেবল এতাদৃশ পেশীক্ষয় নিবারিত হয় এমত নহে, উহাদের সংকোচনশক্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে ইহা $\frac{1}{60}$ গ্রেণ মাত্রায় দুই ঘণ্টা কালব্যবধানে দীর্ঘস্থায়ী হেমিপ্লিজিয়া রোগে (Hemiplegia) প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কোন কোন চিকিৎসক প্যারাপ্লিজিয়া (Paraplegia) পীড়াতে ইহা প্রয়োগ করতঃ ফললাভ করিয়াছেন। এই রোগে ইহা $\frac{1}{60}$ গ্রেণ মাত্রায় তিন ঘণ্টান্তর ব্যবহৃত হয় এবং অতি দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিলে উপকার দর্শে না। উহা সেবনে কোন কোন রোগী এককালীন আরোগ্যলাভ করে বটে, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে এতদ্দ্বারা পীড়ার কিছুমাত্র প্রতিকার হয় না, তবে যদ্যপি উহা স্বল্পকাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে কদাচিৎ কথঞ্চিৎ ফললাভ হয়। স্থলবিশেষে দেখা যায় যে কিয়ৎকাল উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে পীড়ার অনেক শান্তি হয়, কিন্তু ঔষধসেবন রহিত করিবামাত্র পুনরায় রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই পীড়া পুরাতন হইলে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) নিম্নাংশ এককালীন ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়াতে কোন ঔষধদ্বারাই উপকারের সম্ভাবনা থাকে না। যাবৎ উক্ত স্থান বিনষ্ট না হয় তাবৎ এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে যদিও পীড়া সম্বন্ধে

নির্ম্মূল না হয়, তথাপি রোগের কথঞ্চিৎ শান্তি হয় এবং উহা কর্ডের (Cord) নিম্নাংশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে পারে না।

লোকো মোটার এটাক্সি (Locomotor Ataxy) রোগেও ইহা ফলদায়ক। উল্লিখিত পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেই ইহা সেবনে কথঞ্চিৎ উপকার লাভ করেন, কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিলে শান্তিলাভের প্রত্যাশা করা যায় না। ইহা দুইমাস যাবৎ সেবন করতঃ কোন কোন ব্যক্তি রাইটার্স্ ক্রাম্প (Writer's Cramps) নামক পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের রজোরাহিত্যসময়ে যে উদরাধ্মান হয় ইহা তন্নিবারণেও বিশেষ উপযোগী।

ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) বীর্য্য ইসিরিন্ (Esserine) বিবিধ চক্ষুঃ রোগে স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয়। এতৎপ্রয়োগে কণীনিকা সংকুচিত হয়, কঞ্জাংটাইভার (Conjunctiva) শিরা ও ধমনীসকল বিস্ফারিত হয়, নয়নের উগ্রতা ও লোহিতত্ব দূরীভূত হয় এবং সিলিয়ারি (Ciliary) ও স্ফিংটার প্যাপিলি (Sphincter Papillæ) পেশীদিগের আক্ষেপবশতঃ মাইওপিয়া (Myopia) জন্মে। পূর্ব্বোল্লিখিত গুণ থাকাতে ইহা কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulceration of the Cornea), আইরাইটিস্ (Iritis) প্রভৃতি যে সকল পীড়াতে চক্ষুর সাতিশয় উগ্রতা জন্মে সেই সকল পীড়াতেই প্রযোজিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে সকল পেশীদ্বারা আমরা কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে পারি সেই সকল পেশীর (Muscles of Accomodation) এবং আইরিসের (Iris) গোলাকৃতি পেশীসূত্রদিগের (Circular Fibres) পক্ষাঘাতেও ইহা ব্যবহার্য্য। এট্রোপিয়া (Atropia) দ্বারা কণীনিকা প্রসারিত হইলে উহার পুনঃসংকোচনের জন্যও ইহা প্রযোজ্য।

কথিত আছে যে ক্লোরাল্ (Chloral) ফাইজষ্টিগ্মার্ (Physostigma) বিরুদ্ধক্রিয়াসাধক (Antagonistic), কিন্তু বস্তুতঃ উহা সম্পূর্ণরূপে ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) বিরুদ্ধ ক্রিয়া সাধন করিতে পারে না। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ফাইজষ্টিগ্মাদ্বারা (Physostigma) কোন জন্তুকে বিষাক্ত করতঃ যদ্যপি ক্লোরাল্ (Chloral) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে এতদ্দ্বারা কন্ভাল্শন (Convulsion) নিবারিত হয় বটে, কিন্তু

পেশীদিগের আক্ষেপ ও কম্পন, লালক্ষরণ, কণীনিকার সংকোচন প্রভৃতি ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) কতিপয় লক্ষণ দূরীভূত হয় না। অধিকন্তু ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) প্রথম সাংঘাতিক মাত্রা (Minimum Fatal Dose), অর্থাৎ যে মাত্রার কম সেবন করিলে রোগীর মৃত্যু ঘটে না, সেই মাত্রার কিঞ্চিৎ অধিক যদ্যপি কোন জন্তুকে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ক্লোরাল্ (Chloral) ব্যবহার করিলেও তাহার মৃত্যুনিবারণ হয় না। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ক্লোরাল্ (Chloral) কেবল ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) প্রথম সাংঘাতিক মাত্রার (Minimum Fatal Dose) কথঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়াসাধক (Antidote) বটে কিন্তু তদধিক মাত্রার নহে।

HŒMATOXILI

হিমাটক্সিলাই।

ফিজি। ইহা একটী সংকোচক ঔষধ। যে প্রস্রাবের প্রতিক্রিয়া (Reaction) ক্ষার, যদ্যপি তাহার সহিত ইহা মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে উহার বর্ণ লোহিত হয়। এতৎসম্মিলনে অম্লরসাত্মক মূত্রের বর্ণের পরিবর্ত্তন হয় না বটে, কিন্তু উহার সহিত কিঞ্চিৎ এমোনিয়া (Ammonia) মিশ্রিত করিলে উহা লোহিতবর্ণ ধারণ করে।

উহার ক্রিয়া—সংকোচক।

থিরা। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে এবং ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) জনিত উদরাময়েও ইহা ব্যবহৃত হয়। মিশ্রের বর্ণ লোহিত করিবার জন্যও অন্যান্য ঔষধসহযোগে ইহা ব্যবহার্য্য।

SENNA.

সেনা-সোনামুখী।

ফিজি। সেনা (Senna) জলবৎ বিরেচক। এতদ্দ্বারা অন্ত্রের পেরিষ্টল্টিক্ ক্রিয়া (Peristaltic Action) এবং রসস্রাবের বৃদ্ধি হয়। ইহা প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং কোলন্ (Colon) ও

রেক্টামের (Rectum) উপরেও ইহার ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু এলোজের (Aloes) ন্যায় নহে। এতদ্দ্বারা কখন কখন পেটের কামড়ানি উপস্থিত হয়।

অধিকমাত্রায় সেবন করিলে সেনা (Senna) বিবমিষা ও বমন উৎপাদন করে। সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নিসিয়া (Sulphate of Magnesia) টার্ট্রেট্ অব্ পটাস্ (Tartrate of Potash), এবং কোন সুগন্ধ বায়ুনাশক ঔষধ ও সেনা (Senna) একত্রে মিশ্রিত করিলে যে মিশ্র প্রস্তুত হয় উহা ব্লাক্ ড্রাফ্‌ট্ (Black Draught) নামে পরিচিত। ইহা জননীর স্তনদুগ্ধের সহিত সন্তানোদরে প্রবেশ করতঃ বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং সন্তানের উদরমধ্যে কলিক্ (Colic) বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে।

উহার ক্রিয়া—বিরেচক।

থিরা। বিরেচক ক্রিয়ার জন্য ইহা সাধারণ ও প্রাদাহিক জ্বরে এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়ার কোষ্ঠবদ্ধতায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়। আন্ত্রিক প্রদাহাদি বর্ত্তমান থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা উচিত নহে।

COPAIBA.

কোপেবা।

ফিজি। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে কোপেবা (Copaiba) পাকস্থলীর উগ্রতাসাধন করতঃ বিবমিষা ও বমন উৎপাদন করে। ইহা ত্রিবিধাকারে ব্যবহৃত হয়, যথা বাল্‌সম্ (Balsam), অয়েল্ (Oil) এবং রেজিন্ (Resin)। এই তিনটীর মধ্যে যে কোনটী প্রযোজিত হউক না কেন উহা স্বল্পকালমধ্যেই দেহমধ্যে শোষিত হয় এবং প্রশ্বাসবায়ু ও প্রস্রাবের সহিত দেহ হইতে বহির্গত হয়। কোপেবার তৈল (Oil of Copaiba) প্রশ্বাসবায়ুর সহিত, এবং উহার রেজিন্ (Resin) প্রস্রাবের সহিত প্রধানতঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহার তৈল দেহমধ্যে নষ্ট হইয়া যায়, বস্তুতঃ তাহা নহে, যে হেতু ইথার (Ether) সংযোগে উহাকে প্রস্রাব হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এতৎসেবনে কখন কখন চর্ম্মোপরি বিশেষতঃ গ্রন্থির নিকটবর্ত্তী স্থানে হাম রোগের র‍্যাসের

(Rash) ন্যায় এক প্রকার র‍্যাস্ (Rash) নির্গত হয়, উহা ঔষধসেবন রহিত করিলেই লুক্কায়িত হইয়া থাকে।

কোপেবা (Copaiba) প্রধানতঃ জননেন্দ্রিয়, মূত্রযন্ত্র ও শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা উল্লিখিত স্থানের উগ্রতা ও প্রদাহ দূরীভূত এবং স্রাব নিবারিত হয়। উহা কিড্‌নির (Kidney) উপর মূত্রকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু এতদুদ্দেশ্যসাধনে উহার তৈলাপেক্ষা রেজিন্ (Resin) কিম্বা ওলিওরেজিন্ (Olio-Resin) বিশেষ উপযোগী। এতৎসেবনে কদাচিৎ প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব হয়।

কোপেবা (Copaiba) আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্লাডার (Bladder) এবং ইউরিথ্রার (Urethra) উগ্রতা ও প্রদাহনিবারণে সবিশেষ তৎপর বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন যে উক্ত পীড়াতে উহা স্থানিক প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফললাভ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না, ইহার কারণ এই যে স্থানিক প্রয়োগে উহা যেরূপ আকারে পীড়িত স্থানে সংলগ্ন হয় আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বোধ হয় সেরূপ আকারে উক্ত স্থানে গমন করে না, সম্ভবতঃ রূপান্তরিত হয়; তজ্জন্য আভ্যন্তরিক প্রয়োগে যতদূর ফললাভ হয় স্থানিক প্রয়োগে তাদৃশ হয় না।

উহার ক্রিয়া—কফনিঃসারক, মূত্রকারক ও মূত্রযন্ত্রের উগ্রতাহারক।

থিরা। কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য কোপেবা (Copaiba) পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ইহা উক্ত পীড়ায় অতীব ফলদায়ক। পুরাতন প্রমেহ ও সিষ্টাইটিস্ (Cystitis) রোগেও ইহা অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদান করে। রেক্‌টামের (Rectum) পীড়াতেও ইহার কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহের সহিত যদ্যপি জ্বর বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে কোপেবা (Copaiba) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে প্রমেহপীড়ার তরুণাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে রোগের বৃদ্ধি হয় এবং এতাদৃশাবস্থায় ইহা অপেক্ষা কিউবেব্ (Cubeb) অধিকতর ফলপ্রদ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; প্রমেহরোগের তরুণাবস্থাতেই কোপেবার (Copaiba) কার্য্যকারিতা অধিক, যে হেতু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে উহা প্রয়োগমাত্রেই জ্বলন, স্রাব প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণসকল

সত্বর প্রশমিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহপীড়ায় অনেকে কোপেবার (Copaiba) ইমাল্সান্ (Emulsion) পিচকারীদ্বারা প্রস্রাবদ্বারে প্রয়োগ করেন।

মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য কোপেবা (Copaiba) সচরাচর শোথরোগে ব্যবহৃত হয়। যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ডপীড়াজনিত শোথরোগেই ইহা বিশেষ উপকারী। উক্ত ক্রিয়াসাধনে বাল্সাম্ (Balsam) অথবা তৈলাপেক্ষা উহার রেজিন্ই (Resin) অতীব তৎপর। উহা ১০ হইতে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় তিন অথবা চারি ঘণ্টান্তর সেবন করিলে প্রস্রাবের পরিমাণ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে রোগীর সর্ব্বাঙ্গের স্ফীতি অতি স্বল্পকালমধ্যেই লুক্কায়িত হইতে থাকে। কিড্নির (Kidney) পীড়াসম্ভূত শোথরোগে যদিও ইহা ততদূর ফলদায়ক নহে, তথাপি অনেকে উহাতেও ইহা ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যে কিড্নির (Kidney) ফ্যাটি অথবা ফাইব্রয়েড্ ডিজেনারেসন্ (Fatty or Fibroid Degeneration) হইতে যদি শোথরোগের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে কোপেবা (Copaiba) প্রয়োগ করিলে ফল দর্শে।

গণোরিয়ারোগের (Gonorrhœa) জন্য ডাক্তার ফ্রাঙ্ক্ সাহেবের একটী পেটেণ্ট (Patent) ঔষধ আছে উহাকে ফ্রাঙ্ক্স স্পেসিফিক্ (Franks Specific) কহে। উহা নিম্নলিখিত ঔষধদ্বারা প্রস্তুত যথা ;—অয়েল্ কোপেবা (Oil Copaiba) এক আউন্স, অয়েল্ কিউবেব্ (Oil Cubeb) এক ড্রাম, এবং নাইট্রিক্ ইথার (Nitric Ether) এক আউন্স। এই মিশ্র ২০ হইতে ৩০ বিন্দু মাত্রায় দিবসে তিন বার সেবনীয়।

যকৃৎ অথবা হৃৎপিণ্ডপীড়াজনিত শোথরোগে নিম্নলিখিত ঔষধ অতীব ফলদায়ক। রেজিন্ কোপেবা (Resin Copaiba) তিন ড্রাম, এল্কোহল (Alcohol) ৫ ড্রাম, স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম (Spirit Chloroform) একড্রাম, মিউসিলেজ্ একেসিয়া (Mucilage Acacia) দুই আউন্স এবং জল ৯ আউন্স। এই মিশ্র এক আউন্স মাত্রায় প্রত্যহ বারত্রয় সেবনীয়।

তরুণ প্রমেহরোগে নিম্নলিখিত ঔষধ অতীব ফলপ্রদ,—বাল্সাম্ কোপেবা (Balsam Copaiba) ২০ বিন্দু, পটাস্ বাইকার্ব (Potash Bicarb) ১০ গ্রেণ, অথবা উহার পরিবর্ত্তে লাইকর্ পটাসি (Liquor Potassæ) ১৫ কিম্বা

২০ বিন্দু, টিংচার কিউবেব্ (Tincture Cubeb) অর্দ্ধ ড্রাম, নাইট্রিক্ ইথার (Nitric Ether) অর্দ্ধ ড্রাম, মিউসিলেজ্ একেসিয়া (Mucilage Acacia) এক ড্রাম, টিংচার হাইওসায়েমাস্ (Tincture Hyoscyamus) ২০ বিন্দু এবং ইন্‌ফিউসন্ বুকু (Infusion Buchu) ৫ ড্রাম। এই মিশ্র প্রত্যহ বারত্রয় ব্যবহার্য্য।

GUM ACACIA

গাম্ একেসিয়া।

থিরা। উহা পাকস্থলী, গলাভ্যন্তর, ব্লাডার (Bladder), ইউরিথ্রা (Urethra), রেক্‌টাম্ (Rectum) এবং শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর স্নিগ্ধকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। সব্‌নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মাথ্ (Subnitrate of Bismuth), অক্‌সাইড্ অব্ জিঙ্ক্ (Oxide of Zinc) প্রভৃতি চূর্ণীকৃত ঔষধ সকল জলীয় মিশ্রাকারে ব্যবহার করিতে হইলে উহার সহিত মিশ্রিত করা আবশ্যক, তাহা হইলে উহারা গুরুত্ববশতঃ এককালীন শিশির তলদেশে সঞ্চিত হইতে পারে না। সিষ্টাইটিস্ (Cystitis), গণোরিয়া (Gonorrhœa), ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), রক্তামাশয় প্রভৃতি পীড়াতে স্নিগ্ধকারক ক্রিয়ার জন্য উহা অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়।

ROSE.

রোজ্—গোলাপফুল।

ফিজি। গোলাপে ট্যানিন্ (Tannin) বর্ত্তমান থাকাতে উহা সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহার গন্ধ ও বর্ণ অতীব মনোহর।

থিরা। সংকোচক ক্রিয়ার জন্য গোলাপের এসিড্ ইন্‌ফিউসন্ (Acid Infusion) অন্যান্য সংকোচক ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। উহার কুল্লী মুখগহ্বরস্থ ক্ষতে অতীব উপকারী। সুবর্ণ ও সুগন্ধ থাকাতে উহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য।

AMYGDALI DULCIS—ALMONDS

বাদাম।

ফিজি। বাদামে তৈল, শর্করা ও এল্‌বিউমেন্ (Albumen) থাকাতে উহা মানবদেহের পক্ষে পুষ্টিসাধক। উহা ও উহার তৈল স্বল্পমাত্রায় ডিমাল্‌সেণ্ট্ (Demulcent অর্থাৎ স্নিগ্ধকারক এবং অধিক মাত্রায় বিরেচক। আর এক প্রকার বাদাম আছে তাহাকে তিক্ত বাদাম (Bitter Almonds) কহে। এই বাদামে হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ (Hydrocyanic Acid) বর্ত্তমান থাকাতে উহা অতীব বিষাক্ত পদার্থ বলিয়া পরিচিত। বাদামের তৈল বাহ্যপ্রয়োগে স্নিগ্ধকারক।

উহার ক্রিয়া—ডিমাল্‌সেণ্ট্ (Demulcent) অর্থাৎ স্নিগ্ধকারক ও পুষ্টিসাধক।

থিরা। কোন কোন চিকিৎসক বহুমূত্ররোগে (Diabetes) উহা প্রয়োগ করেন। এতদুদ্দেশে ব্যবহার করিতে হইলে উহাতে যে শর্করা আছে তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক উক্ত পীড়ায় ইহার তাদৃশ কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হয় না। স্নিগ্ধকারক ক্রিয়ার জন্য উহার তৈল চর্ম্মরোগে এবং বায়ুরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

LAURO—CERASI.

লরোসিরেসাই।

থিরা। লরোসিরেসাই (Lauro—Cerasi) মধ্যে হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ (Hydrocyanic Acid) বর্ত্তমান থাকাতে উহা বিষময় ঔষধমধ্যে পরিগণিত। অনেকে উক্ত এসিডের (Acid) পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তাহা উচিত নহে। ইহার কারণ এই যে ইহাতে প্রুসিক্ এসিড্ (Prussic Acid) সকল সময়ে সমান পরিমাণে বিরাজ করে না, তজ্জন্য ইহা সেবনে কখন কখন অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। ইহার ক্রিয়া হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিডের (Hydrocyanic Acid) ক্রিয়ার ন্যায়। ইহার

প্রয়োগরূপ একোয়া লরোসিরেসাই (Aqua Lauro—Cerasi) সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

CUSSO

কুসো।

ফিজি। ইহা একটী উৎকৃষ্ট কৃমিনাশক ঔষধি, কিন্তু টেপ্ ওয়ার্ম (Tape Worm) অর্থাৎ ফীতার ন্যায় কৃমিব্যতীত অন্যবিধ কৃমি নষ্ট করিবার ইহার শক্তি নাই। উহা সেবন করিলে কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির পাকস্থলীর উগ্রতা সাধিত হওয়াতে বিবমিষা ও বমন হয়। উহার বিরেচক ক্রিয়া নাই।

থিরা। রোগীর অন্ত্রমধ্যে ফীতার ন্যায় কৃমি (Tape Worm) অবস্থিতি করিলে কুসো (Cusso) সেবনে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে উহার বিরেচক ক্রিয়া নাই, তজ্জন্য উহা প্রয়োগ করিবার কিয়ৎকাল পরে রোগীকে একটী জোলাপ দেওয়া আবশ্যক, নতুবা বিনষ্ট কৃমি অন্ত্র হইতে নির্গত হয় না।

OLEUM CARYOPHYLLI

ওলিয়ম্ ক্যারিওফিলাই।

ফিজি। চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উক্ত তৈল কিউটিকলের (Cuticle) মধ্যদিয়া চর্ম্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ প্রদাহ উৎপাদন করাতে উক্ত স্থান উত্তপ্ত, লোহিতবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়। উহা স্থানিক প্রয়োগে স্নায়বীয় উগ্রতাহরণেও সমর্থ।

উহার আস্বাদন ও গন্ধ অতি মধুর। উহা উদরস্থ হইলে মুখগহ্বর ও পাকস্থলীমধ্যে উত্তাপ অনুভূত হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা পাকাশয় ও অন্ত্রের কথঞ্চিৎ প্রদাহ উৎপাদন করে। স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগে তদ্দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়, এবং উহা অন্ত্রপ্রাচীরস্থ

পেশীসূত্রের উত্তেজনাসাধন করতঃ অন্ত্রস্থ বায়ু নিঃসারিত করিয়া কলিক্ বেদনা (Colic Pain) দূর করে। উহার কিঞ্চিৎ সংকোচক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়। বিরেচক ঔষধসেবনে উদরমধ্যে যে বেদনা উপস্থিত হয় এতদ্দ্বারা তাহা নিবারিত হয়। সৌরভ থাকাতে উহা অন্যান্য ঔষধের দুর্গন্ধ দূরীকরণে সমর্থ। উহা আক্ষেপনিবারক বলিয়াও পরিচিত বটে, কিন্তু ক্লোরোফর্ম (Chloroform) অথবা ইথার (Ether) অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

উহার ক্রিয়া—উত্তেজক, সুগন্ধদায়ক, বায়ুনাশক, আক্ষেপনিবারক ও আগ্নেয়। বাহ্যপ্রয়োগে স্নায়বীয় উগ্রতাহারক ও প্রত্যুগ্রতাসাধক।

থিরা। অগ্নিমান্দ্য ও উদরাধ্মানে উহা অন্যান্য আগ্নেয় ঔষধসহযোগে ব্যবহৃত হয়। বিরেচক ঔষধের সহিতও উহা অপ্রচলিত নহে। অনেকে বলেন যে অন্তঃসত্ত্বাবস্থার বমননিবারণে উহা বিশেষ উপযোগী। কেরিজ্ (Caries) বশতঃ দন্তশূল হইলে এতৎপ্রয়োগে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

OLEUM CAJUPUTI

ওলিয়ম্ ক্যাজুপুটি।

ফিজি। চর্ম্মোপরি প্রয়োজিত হইলে ইহা উক্ত স্থানের উত্তেজনা সাধন করাতে চর্ম্ম লোহিতবর্ণ ধারণ করে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা উত্তেজক ও আক্ষেপনিবারক বলিয়া পরিচিত। লবঙ্গের তৈলের ন্যায় (Oil of Cloves) ইহা অন্ত্রস্থিত বায়ু নিঃসারিত করিয়া আন্ত্রিক কলিক্ (Intestinal Colic) দূর করে।

উহার ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে উত্তেজক ও প্রত্যুগ্রতাসাধক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উত্তেজক, বায়ুনাশক ও আক্ষেপনিবারক।

থিরা। উত্তেজক ও প্রত্যুগ্রতাসাধক ক্রিয়ার জন্য ইহা পুরাতন বাত ও গাউট্ (Gout) রোগে অন্যান্য ঔষধের সহিত লিনিমেণ্ট্ (Liniment) আকারে ব্যবহৃত হয়। এতৎপ্রয়োগে উক্ত পীড়াজনিত বেদনা সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। আন্ত্রিক কলিক্ (Intestinal Colic), হিষ্টিরিয়া (Hysteria) এবং বিসূচিকারোগে ইহা আভ্যন্তরিক রূপে অনেকে ব্যবহার

করেন। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়ায় উদরাধ্মান বর্ত্তমান থাকিলে এতদ্ব্যবহারে উপকার দর্শে।

OLEUM EUCALYPTUS.

ওলিয়ম্ ইউকেলিপ্‌টাস্।

ফিজি। কথিত আছে যে এই বৃক্ষ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে তথায় ম্যালেরিয়া (Malaria) বিষ উৎপন্ন হইতে পারে না। বাস্তবিক উক্ত বিষ নষ্ট করিবার ইহার কোন ক্ষমতা নাই বটে, কিন্তু এই পাদপ মৃত্তিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সলিলাকর্ষণ করতঃ অতি সত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং মৃত্তিকা নীরস হওয়াতে লতাপত্রাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থসকলের পচনরাহিত্যবশতঃ ম্যালেরিয়ার (Malaria) উৎপত্তি হয় না।

ইউকেলিপ্‌টাসের (Eucalyptus) বীর্য্যের নাম ইউকেলিপ্‌টল্ (Eucalyptol); উহা পচননিবারক এবং আণুবীক্ষণিক কীটানুনাশক। উহার তৈল বাহ্যপ্রয়োগে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

উহার আস্বাদন কর্পূরের ন্যায়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে এতদ্দ্বারা লালক্ষরণের বৃদ্ধি হয়, এবং আন্ত্রিক রসস্রাবের আধিক্যবশতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতাসাধন করতঃ উদরাময় পীড়া উৎপাদন করে। দেহমধ্যে শোষিত হইলে এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্যবশতঃ নাড়ী দ্রুতগামিনী হয় এবং শ্বাসক্রিয়ারও দ্রুতত্ব জন্মে। উহা দ্বারা স্বেদক্ষরণের বৃদ্ধি, আর্টিরিয়োল্‌স্ (Artereoles) দিগের বিস্ফারণ ও আর্টিরিয়াল্ টেন্‌সনের (Arterial Tension) হ্রাস হয় এবং স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) রিফ্লেক্স্ ক্রিয়ার (Reflex Action) ন্যূনতা জন্মে। অধিক মাত্রায় প্রয়োজিত হইলে উহা পেশীসমূহের দুর্ব্বলতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অবসন্নতা ও গুরুত্ব এবং শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা উৎপাদন করে। উহা জ্বরোত্তাপহরণেও বিশেষ পারদর্শী। সুস্থাবস্থায় সেবন করিলে এতদ্দ্বারা শারীরিক উত্তাপের কথঞ্চিৎ হ্রাস হয়। উহার মূত্রকারক ক্রিয়ারও অসদ্ভাব নাই বটে, কিন্তু উহা কদাচ কিড্‌নির (Kidney)

উগ্রতাসাধন করে না। উহা প্রশ্বাসবায়ু, ঘর্ম্ম ও মূত্রের সহিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

উহার ক্রিয়া—পচননিবারক, লালনিঃসারক, মৃদু বিরেচক, হৃৎপিণ্ডোত্তেজক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, জ্বরঘ্ন, স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপনিবারক, আগ্নেয় ও বলকারক এবং কৃমিনাশক।

থিরা। পচননিবারক ক্রিয়ার জন্য ইউকেলিপ্‌টাস্ (Eucalyptus) আইওডোফর্ম (Iodoform) সহযোগে উপদংশক্ষতে ব্যবহৃত হয়। অনেকে উহা আইওডোফর্ম (Iodoform) ও ভ্যাসেলিনের (Vaseline) সহিত মিশ্রিত করতঃ একজেমা (Eczema) রোগে প্রয়োগ করেন। উহার পত্রনির্ম্মিত চুরুটের ধূমপান করিলে এজ্‌মা (Asthma) ও হুপিংকফ্ (Whooping Cough) রোগে উপকার দর্শে। উহা গুহ্যদ্বারে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে সূত্রবৎ কৃমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পচননিবারক ক্রিয়ার জন্য সেপ্‌টিসিমিয়া (Septicæmia), পাইয়িমিয়া (Pyæmia) প্রভৃতি সেপ্‌টিক্ জ্বর (Septic Fever) উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রচলিত আছে। ঘর্ম্মকারক, উত্তাপনাশক, হৃৎপিণ্ডোত্তেজক ও মৃদু বিরেচক ক্রিয়ার জন্য সবিরাম জ্বরে, হৃৎপিণ্ডের প্যাল্‌পিটেসনে (Palpitation) এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোবাহিত্যকালে মুখবর্ণের আরক্তিমতা প্রভৃতি লক্ষণসকল আবির্ভূত হইলে উহা ব্যবহৃত হয়। অনেকের বিশ্বাস যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জারোগে (Influenza) উহা অতীব ফলদায়ক। মূত্রকারক গুণ থাকাতে উহা তরুণ ও পুরাতন নিফ্রাইটিস্ রোগে (Nephritis) প্রযোজ্য। স্নায়বীয় বলকারক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য অনেকে উহা এজ্‌মা (Asthma), পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Chronic Bronchitis) ও ব্রঙ্কোরিয়া (Bronchorrhæa) এবং হুপিংকফ্ রোগে (Whooping Cough) প্রয়োগ করেন, এবং কেহ কেহ জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের পুরাতন ক্যাটার (Catarrh) উপস্থিত হইলেও উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়ার জন্য উহা অগ্নিমান্দ্য ও উদরাধ্মান দূরীকরণে সমর্থ। এতদুদ্দেশে উহা অন্যান্য ঔষধসহযোগে ব্যবহার্য্য।

GRANATI RADICIS CORTEX

দাড়িম্বের মূলের ত্বক্।

ফিজি। ইহাতে ট্যানিনের (Tannin) অবস্থান হেতু এই ঔষধ সংকোচক বলিয়া পরিচিত। ইহা একটী উৎকৃষ্ট ক্রিমিনাশক ঔষধ বটে, কিন্তু ইহার বিরেচক ক্রিয়া নাই।

থিরা। সংকোচক ক্রিয়ার জন্য দন্তমাড়ী ও মুখগহ্বরের ক্ষতে এবং সোর্‌থ্রোট্ (Sore Throat) রোগে উহার ডিককসান্ (Decoction) কুল্লী স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। অন্ত্রমধ্যে যদ্যপি ফীতার ন্যায় ক্রিমি (Tape Worm) অবস্থিতি করে তাহা হইলে উহার ডিকক্‌সান্ (Decoction) সেবন করিলে উহা বিনষ্ট হয়; কিন্তু উহার বিরেচক ক্রিয়া না থাকাতে উহা প্রয়োগ করিবার ৮।১০ ঘণ্টা পরে রোগীকে একটী জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা মৃত ক্রিমি নির্গত হয় না। ইহার অন্যবিধ ক্রিমি বিনাশ করিবার শক্তি নাই।

COLOCYNTH

কলসিন্থ্।

ফিজি। কলসিন্থের (Colocynth) আস্বাদন অতিশয় তিক্ত। অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা পাকাশয় ও অন্ত্রের উগ্রতাসাধন করতঃ বিবমিষা, বমন ও উদরাময় উৎপাদন করে। যে দাস্ত হয় উহা জলবৎ এবং উহার সহিত কখন কখন সিরাম্ (Serum), কখন মিউকাস্ (Mucus) এবং কখন শোণিত নির্গত হয়। অতঃপর এতৎপ্রভাবে অন্ত্র ও পেরিটোনিয়ামের (Peritoneum) প্রদাহ উপস্থিত হইলে উহার আনুসঙ্গিক লক্ষণাদিও আবির্ভূত হইতে থাকে।

স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা লালক্ষরণের বৃদ্ধি হয় এবং অন্ত্রস্থ গ্লাণ্ড সকল (Glands) উত্তেজিত হওয়াতে জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। উহা যকৃতের সেল্‌সকলের (Cells) উত্তেজনাসাধন করতঃ পিত্তনিঃসারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা যে কেবল পিত্তের জলীয়াংশের বৃদ্ধি হয় এমত নহে, উহাতে যে সকল কঠিন পদার্থ (Solid Constituents) স্বভাবতঃ

বিবাজ করে তাহাদের পরিমাণেরও বৃদ্ধি হয়। উহা অন্যান্য বিরেচক ঔষধের সহিত প্রয়োগ না করিলে অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক্ ক্রিয়ার (Peristaltic Action) বিশৃঙ্খলতা ঘটাতে উদরমধ্যে নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এতদ্ধেতু কেলোমেল্ (Calomel) প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ এবং হাইওসায়েমস্ (Hyoscyamus), বেলেডনা (Belladonna) প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ উহার সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা জরায়ু প্রভৃতি জননেন্দ্রিয়সকল উত্তেজিত হয়।

উহার ক্রিয়া—লালনিঃসারক, পিত্তনিঃসারক, জলবৎ বিরেচক এবং জরায়ু উত্তেজক।

থিরা। বিরেচক ক্রিয়ার জন্য জ্বররোগে অথবা অপরাপর পীড়াবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হইলে কলসিন্থ্ (Colocynth) ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতাতেও ইহা প্রযোজ্য। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে ইহা অন্যান্য বিরেচক, বায়ুনাশক ও অবসাদক ঔষধসহযোগে ব্যবহার্য্য। পোর্টাল্ ভেন্ (Portal Vein) ও যকৃতের রক্তাধিক্যে এতৎপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ড্রপ্‌সি (Dropsy) পীড়াতেও ইহা সচরাচর প্রযোজিত হয়। জরায়ু উত্তেজক ক্রিয়া থাকাতে অনেকে ইহা আমেনোরিয়া (Amenorrhæa), ডিস্‌মেনোরিয়া (Dysmenorrhæa) প্রভৃতিতে প্রয়োগ করেন। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যে ইহা অতীব ফলদায়ক। এতদ্দ্বারা জলবৎ ভেদ ও অন্ত্রমধ্যে রক্তাধিক্য হওয়াতে মস্তিষ্কমধ্যে শোণিতপ্রবাহের লাঘব হয়। ইহা স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

ELATERIUM.

ইলেটিরিয়ম্।

ফিজি। ইহাতে রেজিনের (Resin) ন্যায় একটী পদার্থ আছে তাহার নাম ইলেটিরিণ্ (Elaterin)। এই ইলেটিরিণের (Elaterin) ক্রিয়ার উপর উহার ক্রিয়া নির্ভর করে। অনেকের বিশ্বাস যে পিত্তব্যতীত আমাদের শরীরের কোন রস দ্বারাই ইলেটিরিণ্ (Elaterin) দ্রবীভূত হয় না; সুতরাং

যাবৎ উহা উক্ত রসের সহিত মিশ্রিত না হয় তাবৎ উহার কোন ক্রিয়াই মানবদেহে প্রকটিত হয় না। উহার আস্বাদন অতিশয় তিক্ত। মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এতদ্দ্বারা লালক্ষরণ হয়, এবং উদরস্থ হইলে পাকস্থলীর উগ্রতা সাধিত হওয়াতে কখন কখন বিবমিষা ও বমন হয়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা অন্ত্রের উগ্রতাসাধন করতঃ জলবৎ বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা উদরমধ্যে কলিক্ (Colic) বেদনার উৎপত্তি হয়। অবসাদক ক্রিয়া থাকাতে উহা অতিশয় সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অধিক মাত্রায় সেবন করিলে এতদ্দ্বারা পাকস্থলী, অন্ত্র ও পেরিটোনিয়মের (Peritonœum) তরুণ প্রদাহ উৎপাদিত হয় এবং নিরতিশয় বমন, ভেদ, উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণসকল আবির্ভূত হওয়াতে রোগী স্বল্পকালমধ্যেই এতাদৃশ অবসন্ন হইয়া পড়ে যে অবশেষে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্যবশতঃ উহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

উহার ক্রিয়া—লালনিঃসারক, জলবৎবিরেচক ও হৃৎপিণ্ডাবসাদক।

থিরা। উহা সচরাচর হৃৎপিণ্ড অথবা কিড্নির (Kidney) পীড়াসম্ভূত ড্রপ্সি (Dropsy) ও এসাইটিস্ (Ascites) রোগে ব্যবহৃত হয়।

ASSAFŒTIDA, GALBANUM AND AMMONIACUM

এসাফিটিডা, গ্যাল্বেনাম্ ও এমোনায়েকাম্।

ফিজি। উল্লিখিত তিনটী দ্রব্য মানবদেহোপরি একরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে বটে, কিন্তু অপর দুইটী অপেক্ষা এসাফিটিডার (Assafœtida) আক্ষেপ নিবারক ক্রিয়া অধিকতর বলবতী। ইহার কারণ এই যে ইহাতে সল্ফার্ অয়েল (Sulphur Oil) বিরাজ করে, অন্য দুইটীতে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। এসাফিটিডা (Assafœtida) স্নায়বীয় উত্তেজক বলিয়াও পরিচিত। মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে উহারা তথায় কিঞ্চিৎ উত্তাপ উৎপাদন করে এবং উদরস্থ হইলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের উত্তেজনাসাধন ও আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মিউকাস (Mucus) স্রাব বৃদ্ধি করতঃ মৃদু বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এসাফিটিডা (Assafœtida) অন্ত্রস্থ বায়ু দূরীকরণে সমর্থ বলিয়া

বায়ুনাশক নামে অভিহিত। উহার গন্ধ এতাদৃশ তীব্র যে আঘ্রাণমাত্রেই বিবমিষা জন্মে।

এসাফিটিডা (Assafœtida) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ব শরীর উত্তপ্ত ও মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং হিষ্টিরিয়া (Hysteria) পীড়ার ন্যায় স্নায়বীয় লক্ষণাদি, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, শারীরিক আলস্য ও অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণসকল আবির্ভূত হইতে থাকে। উল্লিখিত তিনটী ঔষধই নাড়ীর দ্রুতত্ব উৎপাদন এবং কফনিঃসারক ও ঘর্ম্মকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। গ্যাল্‌বেনাম্‌ (Galbanum) জরায়ু উত্তেজক বলিয়া পরিচিত। স্থানিক প্রয়োগে এমোনায়েকাম্‌ (Ammoniacum) উগ্রতাসাধক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতৎ প্রয়োগে চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ নির্গত হয়। পারদসম্মিলনে এমোনায়েকামের (Ammoniacum) পরিবর্ত্তক ও শোষক ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়।

উহাদের ক্রিয়া—স্নায়বীয় উত্তেজক ও বলকারক, আক্ষেপনিবারক, ঘর্ম্মকারক, বায়ুনাশক, হৃৎপিণ্ডোত্তেজক ও মৃদুবিরেচক। গ্যাল্‌বেনাম্‌ *(Galbanum)* *জরায়ু উত্তেজক ও সংকোচক। এমোনায়েকাম্‌ (Ammoniacum)* স্থানিক প্রয়োগে উগ্রতাসাধক এবং পারদসংযোগে পরিবর্ত্তক ও শোষক।

থিরা। হিষ্টিরিয়া পীড়া (Hysteria) অথবা উহার লক্ষণসকল আবির্ভূত হইলে আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য এই সকল ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত রোগে অপর দুইটী অপেক্ষা এসাফিটিডার (Assafœtida) ব্যবহারই অধিকতর প্রচলিত। এতৎপ্রভাবে শিরঃপীড়া, উদরাধ্মান, মানসিক বিকৃতি প্রভৃতি হিষ্টিরিয়ার (Hysteria) লক্ষণসকল সত্বর তিরোহিত হয়। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহারা অপরাপর আক্ষেপজনক পীড়াতেও প্রয়োজিত হইয়া থাকে যথা হুপিংকফ্‌ (Whooping Cough), এজ্‌মা (Asthma), ক্রুপ্‌ (Croup) লেরিঙ্গিস্‌মাস্‌ ষ্ট্রিডিউলাস্‌ (Laryngismus Stridulus) ইত্যাদি। কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Bronchitis), যক্ষা প্রভৃতি পীড়াতে এই ত্রিবিধ ঔষধই ব্যবহার করা যায় বটে, কিন্তু এতদুদ্দেশে এমোনায়েকাম্‌ই (Ammoniacum) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Bronchitis) পীড়ায় জ্বর বর্ত্তমান না থাকিলে এতৎপ্রয়োগে উপকার দর্শে। বায়ুনাশক ক্রিয়ার জন্য

এসাফিটিডা (Assafœtida) স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের উদরাধ্মানরোগে অতীব উপকারী, কিন্তু উহার সহিত যদ্যপি উদরাময় অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে তাহা হইলে এতদ্দ্বারা ফললাভের সম্ভাবনা নাই। উল্লিখিত পীড়ায় এক ড্রাম টিংচার অব্ এসাফিটিডা (Tincture of Assafœtida) এক পাইণ্ট (Pint) জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ এক ড্রাম মাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে অনতিকালমধ্যেই উদরাধ্মানের লাঘব হয়। জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির উদরাধ্মানেও উহা ফলপ্রদ বটে, কিন্তু এতাদৃশাবস্থায় উহা ষ্টার্চ (Starch) কিম্বা মিউসিলেজের (Mucilage) সহিত, অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে কম্পাউণ্ড ডিককৃসন্ অব্ এলোজের সহিত (Compound Decoction of Aloes) গুহ্যদ্বারে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের কন্ভাল্সন্ (Convulsion) রোগেও উহা গুহ্যদ্বারে পিচকারীদ্বারা প্রযোজ্য। এরূপে ব্যবহার করিতে হইলে উহা ৫ হইতে ২০ অথবা ৩০ বিন্দু মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টাকালব্যবধানে ব্যবহার্য্য।

জরায়ুউত্তেজক ক্রিয়ার জন্য গ্যাল্বেনাম্ (Galbanum) কখন কখন আমেনোরিয়া (Amenorrhœa) রোগে ব্যবহৃত হয়।

এমোনায়েকাম (Ammoniacum) ও গ্যাল্বেনাম্ (Galbanum) অর্ব্বুদাদি দূরীকরণার্থ কেহ কেহ স্থানিকরূপে প্রয়োগ করেন। পুরাতন বাত, সাইনোভাইটিস্ (Synovitis) ইত্যাদি রোগে গ্রন্থির স্ফীতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে পারদ ও এমোনায়েকাম্ (Ammoniacum) একত্রে মিশ্রিত করতঃ উহার পলস্তারা (Emplastrum Hydrarg et Ammoniacum) তদুপরি প্রয়োগ করিলে উক্ত স্ফীতি সত্বর তিরোহিত হয়। পারদের পিত্তনিঃসারক ক্রিয়া থাকাতে উক্ত প্লাষ্টার (Plaster) যকৃতের উপর প্রয়োগ করিলেও উহার বেদনা, রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি প্রভৃতির লাঘব হইয়া থাকে।

CONIUM

কোনায়াম্।

ফিজি। ইহা একটী অতীব তীব্র বিষময় ঔষধমধ্যে পরিগণিত। কেহ কেহ ইহাকে হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিডের (Hydrocyanic Acid) তুল্য বিষাক্ত দ্রব্য বলিয়া মনে করেন। ভেকজাতি, মানবজাতি প্রভৃতির উপর ইহা বিষক্রিয়া প্রকাশ করে বটে, কিন্তু গোমেষাশ্ব প্রভৃতির উপর ইহার এতাদৃশ ক্রিয়া নাই।

অক্ষত চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে কোনায়ামের (Conium) কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যদ্যপি উহার উগ্র দ্রব ক্ষতস্থানে সংলগ্ন হয় তাহা হইলে তথায় প্রখর প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাহ্য প্রয়োগে উহা স্নিগ্ধকারক ও বেদনানিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। নয়নাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা কণীনিকা প্রসারিত হয়।

কোনায়াম্ (Conium) অধিক পরিমাণে সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ রোগীর মৃত্যু হয়। অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদিও আশু মৃত্যু না ঘটে, তথাপি উহা ক্রমশঃ সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করতঃ কালবিলম্বে রোগীর প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে। এতাদৃশ মাত্রায় কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির বিবমিষা, বমন ও উদরাময় উপস্থিত হয়। পাক-স্থলী হইতে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে নীত হইলে তথায় উহা রূপান্তরিত হয় কি না তাহার স্থিরতা নাই। শোষিত হইবামাত্র উহা প্রথমতঃ পদদ্বয়ের এতাদৃশ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা উৎপাদন করে যে রোগীর চলৎশক্তির ব্যাঘাত ঘটে, অতঃপর শরীরস্থ যাবতীয় পেশী রোগীর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে প্রথমতঃ পদদ্বয়ের, দ্বিতীয়তঃ হস্তদ্বয়ের, তৃতীয়তঃ দেহের এবং সর্ব্বশেষে শ্বাসক্রিয়াসম্বন্ধীয় পেশীদিগের ক্রিয়ারাহিত্য ঘটে। এতদ্দ্বারা কণীনিকা প্রথমতঃ প্রসারিত অতঃপর সংকুচিত হয়, দর্শনশক্তির লোপ হয়, এবং অবশেষে শ্বাসরোধ হওয়াতে রোগীর প্রাণবায়ু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রোগীর জ্ঞানের ও শ্রবণশক্তির কোন

ব্যতিক্রম ঘটে না। হস্তপদাদির পেশীসমূহের পক্ষাঘাতের সহিত যে সকল পেশীদ্বারা গলাধঃকরণক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাদেরও পক্ষাঘাত জন্মে, আস্বাদনশক্তির লোপ হয়, এবং চর্ম্মোপরি কীটপতঙ্গ সঞ্চরণ করিলে সর্ব্বাঙ্গ যেমন কণ্ডুয়নপর হয়, ইহাতেও সেইরূপ বোধ হয়।

এতদ্দ্বারা পেশীদিগের যে পক্ষাঘাত ঘটে তাহার কারণসম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করা আবশ্যক। কোন বিষময় ঔষধ সেবন করিলে চতুর্বিধ কারণে পৈশিক পক্ষাঘাত উপস্থিত হইতে পারে, যথা মস্তিষ্ক, স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord), মোটার্ স্নায়ু (Motor Nerve) অথবা পেশীদিগের বিকৃতি। কোনায়ামের (Conium) দ্বারা যে পক্ষাঘাত ঘটে উহা পেশীদিগের বিকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না, যেহেতু কোন জন্তু এতৎপ্রভাবে পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইলে যদ্যপি কোন পেশীর উপর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে উহা বেগে সংকুচিত হয়, সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্ত বিষপ্রভাবে পেশীদিগের বিকৃতিবশতঃ পক্ষাঘাত ঘটে না। উহা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) বিকৃতিদ্বারাও সংঘটিত হয় না। ইহার প্রমাণ এই যে যদ্যপি কোন জন্তুর দক্ষিণ পদের প্রধান ধমনী ও শিরা বন্ধন করতঃ উহাকে কোনায়াম্ (Conium) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহার দক্ষিণ পদ ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গের পেশীর পক্ষাঘাত ঘটে। অধিকন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের কোন স্থানে যদ্যপি উল্লিখিত প্রবাহ সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে উহা সেন্সারি স্নায়ুদ্বারা (Sensory Nerve) স্পাইনাল্ কর্ডমধ্যে (Spinal Cord) নীত হইয়া তত্রস্থ কেন্দ্রদ্বারা (Centre) মোটার্ স্নায়ুগুলিতে (Motor Nerves) সঞ্চালিত হয়, এবং উহাদের মধ্যদিয়া দক্ষিণ পদস্থ পেশীতে গমন করিলে উক্ত পেশীদিগের সংকোচনক্রিয়া প্রকটিত হয়। এবম্বিধ সংকোচন রিফ্লেক্স্ ক্রিয়াদ্বারাই (Reflex Action) সাধিত হয়, সুতরাং সেন্সারি স্নায়ু (Sensory Nerves), স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) এবং দক্ষিণপদস্থ মোটার্ স্নায়ু (Motor Nerves) ও পেশীসকল যদ্যপি বিকৃতভাবাপন্ন হইত তাহা হইলে এতাদৃশ ঘটনা সংঘটিত হইত না। আরও দেখা যাইতেছে যে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পক্ষাঘাত বশতঃ যদি পেশীদিগের পক্ষাঘাত ঘটিত তাহা হইলে দক্ষিণ পদের প্রধান

ধমনী ও শিরা বন্ধন করিলেও উক্ত পদ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইত, যেহেতু উহার ধমনী ও শিরা বন্ধন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) সহিত উহার স্নায়বীয় সম্বন্ধ নষ্ট অথবা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। মস্তিষ্কের বিকৃতি হইতেও ইহা উৎপন্ন হয় না। ইহার প্রমাণ এই যে কি স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord), কি মস্তিষ্ক উহাদের উভয়ের মধ্যেই বিষাক্ত রক্ত প্রবাহিত হইতেছে এবং এতদুভয়ের সহিতও বামপদের ন্যায় দক্ষিণ পদস্থ পেশীসমূহের স্নায়বীয় সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি উক্ত পেশীদিগের পক্ষাঘাত জন্মে নাই। এক্ষণে এই পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে মস্তিষ্ক অথবা স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) কিম্বা পেশীদিগের বিকৃতি এই পক্ষাঘাতের কারণ নহে, ইহার অন্য কোন কারণ আছে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কারণ মোটার স্নায়ুর (Motor Nerves) বিকৃতি অর্থাৎ পক্ষাঘাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার কারণ এই যে দক্ষিণ পদের প্রধান ধমনী ও শিরা বন্ধন করাতে উহার মধ্যে বিষাক্ত রক্ত প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; সুতরাং যদিও উহার মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) সহিত স্নায়বীয় সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে, তথাপি এই ঔষধ শোণিতসহ পদমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারাতে তত্রস্থ পেশীদিগের পক্ষাঘাত ঘটে নাই। অতএব ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে উক্ত ঔষধ স্বকীয় বিষক্রিয়াপ্রভাবে উক্ত পদস্থিত কোন একটী টিস্থর (Tissue) বিকৃতি উৎপাদন করাতে এই লক্ষণ আবির্ভূত হয়। ইতি-পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে মস্তিষ্ক, স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord), মোটার্ স্নায়ু (Motor Nerves) এবং পেশী এই চারিটীর কোন একটী টিস্থর (Tissue) বিকৃতি হইতেই পক্ষাঘাত ঘটে, কিন্তু উক্ত পদমধ্যে শেষোক্ত দুইটী টিস্থ (Tissue) ব্যতীত অন্য এমত কোন টিস্থ নাই যদ্দ্বারা উহা ঘটিতে পারে, সুতরাং এতদ্দ্বারা ঐ দুইটী টিস্থর একটী নষ্ট হয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত পেশীর উপর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করিলে উহা সংকুচিত হয়, অতএব উহা নষ্ট হয় না, সুতরাং এতদ্দ্বারা মোটার স্নায়ু (Motor Nerves) নষ্ট হওয়াতে যে পক্ষাঘাত ঘটে ইহাই নিশ্চিত। ইহার আরও প্রমাণ এই যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কোন অঙ্গের

মোটার স্নায়ুর (Motor Nerves) উপর যদ্যপি বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে পেশীসকল সংকুচিত হয় না।

কোনায়াম্ (Conium) দ্বারা মোটার স্নায়ুদিগের (Motor Nerves) যে পক্ষাঘাত ঘটে উহা উহাদিগের শেষ সীমা (Periphery) হইতে আরম্ভ হয়। ইহার প্রমাণ এই যে কোনায়াম্ (Conium) প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে যদ্যপি কোন একটী জন্তুর দক্ষিণ হস্তের ধমনী ও শিরা বন্ধন করতঃ কেবল মাত্র প্রধান প্রধান স্নায়ুগুলি রক্ষা করিয়া উক্ত হস্ত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহা হইলে বাম হস্তের ন্যায় দক্ষিণ হস্তের পেশীসমূহ সত্বর পক্ষাঘাতগ্রস্ত না হইয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে উগ্রি'বতাবস্থা প্রাপ্ত হয়; যে হেতু দেখা যায় যে বাম ও দক্ষিণ এতদুভয় হস্তস্থিত মোটার্ স্নায়ুর (Motor Nerves) উপর যদ্যপি বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে বাম হস্তের পেশী-সকল সংকুচিত হয় না, কিন্তু দক্ষিণ করস্থ পেশীসমূহের সংকোচন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে যদিও উভয় করস্থিত মোটার স্নায়ুর (Motor Nerve) দেহ (Trunk) উক্ত বিষপ্রভাবে জর্জ্জরিত হইতেছে, তথাপি দক্ষিণ হস্তের ধমনী বন্ধন করাতে উক্ত বিষময় ঔষধি বাম হস্তের ন্যায় দক্ষিণ হস্তের স্নায়ুসীমার উপর বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সুতরাং বাম হস্তের যত শীঘ্র পক্ষাঘাত সংঘটিত হইতেছে দক্ষিণ হস্তের তত শীঘ্র হইতেছে না। এইরূপে উল্লিখিত বিষদ্বারা প্রথমতঃ মোটার স্নায়ুর (Motor Nerve) সীমা (Periphery) আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ উহার দেহ পর্য্যন্ত (Trunk) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে উহার উত্তেজনাতে দক্ষিণ করস্থ পেশীসকল আর উত্তেজিত হয় না। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোনায়াম্ (Conium) প্রথমতঃ মোটার স্নায়ুর (Motor Nerve) শেষ সীমার পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, অতঃপর সমস্ত স্নায়ু তদবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কোনায়াম্ (Conium) যে সেন্সারি স্নায়ুর (Sensory Nerves) উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না ইহা যৎকালে পৈশিক পক্ষাঘাতের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে তৎকালে স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন জন্তুর পদ-দ্বয়ের প্রধান ধমনী ও শিরা বন্ধন করতঃ যদ্যপি উহাকে উক্ত বিষময় ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে যৎকালে উহার পদদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ

প্রত্যঙ্গাদির পক্ষাঘাত ঘটে, তৎকালে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কোন অঙ্গের উত্তেজনা সাধন করিলে পদদ্বয়ের পেশীসমূহ সংকুচিত হয়। এই ঘটনা কেবল বিশুদ্ধ রিফ্লেক্স্ ক্রিয়াদ্বারাই (Reflex Action) সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব কোনায়াম্ (Conium) বিষে দেহ জর্জ্জরিত হইলেও যখন রিফ্লেক্স্ ক্রিয়ার (Reflex Action) লোপ হয় না, এবং সেন্সারি স্নায়ু (Sensory Nerve), স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord), মোটার্ স্নায়ু (Motor Nerves) ও পেশীসকল সুস্থাবস্থায় না থাকিলে যখন উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তখন কোনায়াম্ (Conium) যে সেন্সারি স্নায়ুর (Sensory Nerves) ক্রিয়া নষ্ট করে না ইহা নিশ্চিত। অধিকন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে আঘাত অথবা সূচিকা বিদ্ধ করিলে উক্ত জন্তুর মুখের বিকৃতি ও বেদনাসূচক ধ্বনিতে আমরা বুঝিতে পারি যে উহার দেহে আঘাত অথবা সূচিকাপ্রবেশজনিত উত্তেজনা সেন্সারি স্নায়ুদ্বারা (Sensory Nerves) বাহিত হইয়া মস্তিষ্কমধ্যে নীত হওয়াতে উহার যন্ত্রণা-বোধ হইতেছে। অতএব এতদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোনায়াম্ (Conium) সেন্সারি স্নায়ুর (Sensory Nerves) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে না।

শরীরের স্থানবিশেষের ভ্যাসোমোটার্ স্নায়ুসকলও (Vaso-Motor Nerves) এতদ্দ্বারা বিকৃতভাবাপন্ন হয়; যেহেতু আমরা দেখিতে পাই যে উক্ত বিষে বিষাক্ত হইলে ভেকের পদস্থিত ধমনীনিচয় কোনরূপ উত্তেজনা দ্বারাই সংকুচিত হয় না। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কোনায়াম্ (Conium) মোটার্ স্নায়ুর (Motor Nerves) পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, কিন্তু উহা ইন্‌ভলাণ্টারি পেশীদিগের (Involuntary Muscles) ঈদৃশী বিকৃতি উৎপাদনে অসমর্থ। যেহেতু উক্ত বিষপ্রয়োগে যদ্যপি একটী ইন্দুরের প্রাণসংহার করা যায় তাহা হইলে মৃত্যুর পরেও উঁহার অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক্ ক্রিয়া (Peristaltic Action) পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে।

কোন স্নায়ুর উপর কোনায়াম্ (Conium) স্থানিক প্রয়োগ করিলে উহার প্রবাহবহনশক্তি (Power of Conductivity) অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু রোগী কোনরূপ যন্ত্রণা অনুভব করে না।

এতদ্দ্বারা মস্তিষ্কের বিশেষ বিকৃতি উপস্থিত হয় না; যে হেতু উক্ত

বিষপ্রভাবে যাবৎ রোগীর মুখমণ্ডলস্থ পেশীসমূহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত না হয় তাবৎ উহা মুখবিকারে শারীরিক যন্ত্রণার পরিচয় প্রদান করে। অতএব যদ্যপি কোনায়াম্ (Conium) দ্বারা মস্তিষ্কের এককালীন ক্রিয়ারাহিত্য ঘটিত তাহা হইলে রোগী কোনরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতে সমর্থ হইত না। যাহা হউক এতৎপ্রভাবে মস্তিষ্ক যদিও কথঞ্চিৎ বিকৃতভাবাপন্ন হয়, তথাপি রোগীর সংজ্ঞা লোপ হয় না। উক্ত বিষ দেহমধ্যে শোষিত হইলে মস্তক ভারি বলিয়া বোধ হয়, এবং শিরোঘূর্ণন, চিন্তাশক্তির লোপ, মানসিক অবসন্নতা, আস্বাদন ও দর্শনশক্তির হ্রাস প্রভৃতি লক্ষণনিচয় আবির্ভূত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এতদ্দ্বারা মানসিক প্রবৃত্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না।

কোনায়াম্ দ্বারা (Conium) যে কনীনিকা প্রসারিত হয় তাহার কারণ এই যে উহা তৃতীয় স্নায়ুর (Third Nerve) পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, সিম্পাথেটিক্ স্নায়ুর (Sympathetic Nerves) উত্তেজনাবশতঃ এই ঘটনা সংঘটিত হয় না। এই তৃতীয় স্নায়ুর (Third Nerve) পক্ষাঘাত উপস্থিত হওয়াতে নেত্রদ্বয়ের ঊর্দ্ধপত্র ঝুলিয়া পড়ে।

জন্তুবিশেষে কোনায়াম্ (Conium) সেবনে কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) উপস্থিত হয়। ইন্দুরজাতির ইহা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ভেকজাতির ঘটে না। মানবজাতিতে এই লক্ষণ সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ পৈশিক আক্ষেপ দৃষ্টিগোচর হয়। লক্ষণের এতাদৃশী বিভিন্নতার কারণ এই যে কোনায়ামের (Conium) রূপ বহুবিধ, যথা হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ কোনায়াম্ (Hydrochlorate of Conium), হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ মিথিল্ কোনায়াম্ (Hydrochlorate of Methyl Conium) এবং আইওডাইড্ অব্ ডাইমিথিল্ কোনায়াম্ (Iodide of Dimethyl Conium)। এই ত্রিবিধ কোনায়ামের (Conium) ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন। হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ কোনায়াম্ (Hydrochlorate of Conium) কেবল মোটার স্নায়ুর (Motor Nerves) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ পেশী-সমূহের পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ মিথিল্ কোনায়াম্ (Hydrochlorate of Methyl Conium) মোটার স্নায়ু ও স্পাইনাল্ কর্ডের

(Motor Nerve and Spinal Cord) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া উল্লিখিত লক্ষণের সৃষ্টি করে, এবং আইওডাইড্ অব্ ডাইমিথিল্ কোনায়াম্দ্বারা (Iodide of Dimethyl Conium) মোটার স্নায়ুর সীমা (Periphery of the Motor Nerves) আক্রান্ত হওয়াতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। সাধারণতঃ বাজারে যে কোনায়াম্ (Conium) পাওয়া যায় উহাতে উক্ত ত্রিবিধ কোনায়াম্ (Conium) ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকাতে উহার ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডোপরি কোনায়ামের (Conium) ক্রিয়াসম্বন্ধে ভিষগ্‌বিৎ পণ্ডিতেরা বিবিধ মত প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বলেন যে কোন পীড়াবশতঃ হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া অতিশয় দ্রুত হইলে এতদ্দ্বারা দ্রুততার হ্রাস হয় বটে, কিন্তু উহা সুস্থাবস্থায় এতৎক্রিয়া সাধন করে না। অপরে বলেন যে উক্ত যন্ত্রোপরি ইহার কোন ক্রিয়া নাই, যেহেতু কোন জন্তুকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কোনায়াম্ (Conium) প্রয়োগ করিলে উহার কোন ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য নয়নগোচর হয় না, এমন কি মাত্রাধিক্যবশতঃ পেশীসমূহের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলেও হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে না। অনেকে বলেন যে উক্ত বিষে দেহ বিষাক্ত হইলে শ্বাসক্রিয়ার সহিত হৃৎপিণ্ডক্রিয়াও সংরুদ্ধ হয়। যদিও ইহা যথার্থ বটে, তথাপি ইহা যে উক্ত ঔষধের বিষক্রিয়াদ্বারা সংঘটিত হয় তাহা নহে। শ্বাসক্রিয়ার সহিত হৃৎপিণ্ডের এরূপ সম্বন্ধ যে প্রথমটী রহিত হইলেই দ্বিতীয়টী উহার অনুসরণ করে, কিন্তু এবম্বিধাবস্থায় যদ্যপি আর্টিফিসিয়াল্ রেস্পিরেসনে (Artificial Respiration) যত্নবান্ হওয়া যায় তাহা হইলে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইলেও হৃৎপিণ্ড স্বকীয় ক্রিয়াসাধনে বিরত হয় না। অতএব এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে কোনায়াম্ (Conium) হৃৎপিণ্ডোপরি কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না।

অধিক মাত্রায় দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলেও কোনায়াম্ (Conium) দেহের পুষ্টিসাধনের কোনরূপ ব্যাঘাত উৎপাদন করে না।

উহার ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে উত্তেজক ও বেদনানিবারক; আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কনীনিকাপ্রসারক, বেদনানিবারক, স্নায়বীয় অবসাদক ও আক্ষেপনিবারক।

থিরা। ক্ষত অথবা অর্ব্বুদের বেদনানিবারণার্থ উহা পুলটিসের সহিত ব্যবহৃত হয়। কোনিয়া (Conia) এল্‌কোহল্‌ (Alcohol) দ্বারা দ্রবীভূত করতঃ দন্তগহ্বরে প্রয়োগ করিলে উহার বেদনা দূরীভূত হয়। কণীনিকা-প্রসারক গুণ থাকাতে অনেকে উহা নয়নমধ্যে প্রয়োগকরতঃ উহার অভ্যন্তর প্রদেশ পরীক্ষা করেন। উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য উহা অস্বাস্থ্যকর ক্ষতে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

পাকস্থলীর সাধারণ অথবা দূষিত ক্ষতে উদরমধ্যে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে কোনায়াম্‌ (Conium) সেবনে উহা নিবারিত হয়। হুপিং কফ্‌ (Whooping Cough) অথবা অন্যবিধ কাশি নিবারণেও ইহা বিশেষ তৎপর। কোরিয়ারোগে (Chorea) ইহা ফলদায়ক বলিয়া পরিচিত। উল্লিখিত পীড়ায় সাকাস্‌ কোনিয়াই (Succus Conii) এক হইতে চারিড্রাম মাত্রায় তিন ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে কম্পন নিবারিত হয় বটে, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল ব্যবধানে সেবন করিলে উপকারের সম্ভাবনা থাকে না। উহা সেবনে দুই একটী রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে মাত্র, অধিকাংশেরই কথঞ্চিৎ রোগের উপশম হয়, এবং ঔষধসেবন রহিত করিলেই পুনরায় পীড়া প্রবল ভাব ধারণ করে। এই ঔষধ সেবন করিলে রোগী স্বল্পকালমধ্যেই উহাতে এতাদৃশ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে মধ্যে মধ্যে মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে আশানুরূপ ফল প্রত্যাশা করা যায় না। বাত, স্নায়ুশূল (Neuralgia), ক্যান্‌সার্‌ (Cancer) প্রভৃতি রোগের বেদনানিবারণেও ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা সেবনে রোগীর নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে যে যন্ত্রণা দূর হয় তাহা নহে, যে হেতু ইহার নিদ্রাকারক ক্রিয়া নাই। এতদ্দারা কোমা (Coma) অথবা ডিলিরিয়ম্‌ (Delirium) জন্মে না।

অনেকে বলেন যে ধনুষ্টঙ্কাররোগে অথবা ষ্ট্রিক্‌নিয়া (Strychnia) বিষজনিত পৈশিক আক্ষেপে কোনায়াম্‌ (Conium) প্রয়োগ করিলে পীড়ার শান্তি হয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা উহার গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে উহা মানবদেহে এমন কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না যদ্দারা উল্লিখিত পীড়ার প্রতিকার হইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক এই রোগে উহা বিষমাত্রায় প্রয়োগ করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক কেহ কেহ

বলেন যে উক্ত রোগে যদ্যপি কোনিয়ার দ্রব (Solution of Conia) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদর্থে তাঁহারা দুই বিন্দু কোনিয়া (Conia) ১৫ বিন্দু ডাইলিউট্ সল্‌ফিউ-রিক্ এসিড্ (Dilute Sulphuric Acid) ও একড্রাম জলে দ্রবীভূত করিয়া উহার ১৫ বিন্দু দুইঘণ্টাকালব্যবধানে প্রয়োগ করতঃ ফললাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অন্য একটী রোগীকে ঐ দ্রব ২০ বিন্দু মাত্রায় তিন ঘণ্টাব্যবধানে প্রয়োগ করতঃ ফল না পাইয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছেন ; এমন কি প্রতি ঘণ্টায় এক বিন্দু কোনিয়া (Conia) অথবা তদধিক মাত্রায় যৎকালে ব্যবহার করিয়াছেন তৎকালে পীড়ার প্রতিকার লক্ষিত হইয়াছে। উহা এতাদৃশ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে স্থলবিশেষে রোগের কথঞ্চিৎ শান্তি হয় বটে, কিন্তু মাত্রার ন্যূনতা ঘটিলেই পুনরায় পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোনিয়াদ্রব (Solution of Conia) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে ধনুষ্টঙ্কার রোগের লক্ষণাদি কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু উহা এককালীন দূরীভূত হয় না।

কেহ কেহ তরুণ উন্মাদরোগে ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। উক্ত রোগে এতদ্দ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা বটে, যেহেতু ইহা মোটার স্নায়ুমণ্ডলীর (Motor Nerves) অস্বাভাবিক ক্রিয়া ও উত্তেজনা দূর করিয়া থাকে।

কোনিয়ার (Conia) ক্রিয়া কিউরেরির (Curare) ন্যায়, তবে প্রভেদ এই যে আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কোনিয়ার (Conia) ন্যায় কিউরেরি (Curare) বিষক্রিয়া প্রকাশ করে না। চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে উভয়ের ক্রিয়াই একরূপ দেখা যায়.

কোনায়ামের (Conium) যতপ্রকার প্রয়োগরূপ আছে তন্মধ্যে সাকাস্ কোনিয়াই (Succus Conii) ব্যতীত অন্য কোনটীর ক্রিয়ার উপর নির্ভর করা যায় না, যেহেতু উহাদের ক্রিয়ার স্থিরতা নাই। অতএব কোনায়াম্ (Conium) ব্যবহার করিতে হইলে উহার যুসই (Juice) ব্যবহার করা উচিত।

কেহ কেহ সাধারণ জ্বরে অথবা বাতজ্বরে (Rheumatic Fever) নাড়ীর

দ্রুতত্ব কমাইবার জন্য উহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে হৃৎপিণ্ডোপরি উহার কোন ক্রিয়া না থাকাতে উহা আশানুরূপ ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না।

এক্‌ট্রাক্ট্‌ অব্‌ কোনায়াম্‌ (Extract of Conium) কর্পূরসহযোগে প্রয়োগ করিলে প্রমেহজনিত কর্ডি (Cordee) দূরীভূত হয়। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাবশতঃ হস্তপদাদির কম্পন উপস্থিত হইলে এতৎসেবনে উপকার দর্শে। হেমিপ্লিজিয়া (Hemiplegia) অথবা প্যারাপ্লিজিয়া (Paraplegia) পীড়াসম্ভূত সাতিশয় যন্ত্রণাদায়ক পৈশিক আক্ষেপনিবারণেও ইহা অতীব উপযোগী।

ANISI, FŒNICULI, CORIANDRI, CARUI, ANETHI OIL &.

এনিসি, ফিনিকিউলাই, কোরিয়াণ্ড্রি, ক্যারুই, এনিথাই অয়েল ইত্যাদি।

থিরা। উপরোল্লিখিত তৈলসকল কোন পাত্রে রক্ষা করিলে উহারা ক্রমশঃ বাষ্পাকারে উড্ডীয়মান হয়। উহাদের সকলেরই সুগন্ধ আছে। উহারা আগ্নেয়, উত্তেজক ও বায়ুনাশক, এবং স্থানিক প্রয়োগে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উদরাধ্মানসংযুক্ত ডিস্‌পেপ্‌সিয়ারোগে (Flatulent Dyspepsia) এবং বিরেচক ঔষধের সহিত উহারা সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

SUMBUL RADIX.

সাম্বাল্‌ রেডিক্স্‌।

থিরা। ইহা স্নায়বীয় উত্তেজক বলিয়া পরিচিত, এবং তজ্জন্য অনেকে ইহা বিসূচিকারোগে এবং জ্বররোগের টাইফয়েড্‌ (Typhoid) অবস্থাতে ব্যবহার করেন। এপিলেপ্‌সি (Epilepsy), কোরিয়া (Chorea) এবং অপরাপর স্নায়বীয় পীড়াতে ইহা প্রয়োজিত হয়, এবং কেহ কেহ বলেন যে ডিলিরিয়ম্‌ ট্রেমেন্স্‌ (Delirium Tremens) রোগেও ইহা ফলদায়ক।

SAMBUCI

স্যাম্বুসাই।

থিরা। উহার পুষ্প স্থানিক প্রয়োগে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং উক্ত ক্রিয়ার জন্য উহা মলমাকারে ব্যবহৃত হয়। উক্ত বৃক্ষের ত্বকের অভ্যন্তরপ্রদেশ সেবন করিলে জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। এই বিরেচক ক্রিয়ার জন্য ড্রপ্‌সি (Dropsy) রোগে উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

CATECHU

ক্যাটিকিউ—খদির।

ফিজি। উহা একটী তেজস্কর সংকোচক ঔষধি। এই ঔষধমধ্যে ক্যাটিকিন্ (Catechin) এবং ক্যাটিকিউ ট্যানিক্ এসিড্ (Catechu Tannic Acid) বর্ত্তমান থাকাতে উহার সংকোচক ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। ক্যাটিকিন্ (Catechin) সহজে দ্রবীভূত হয় না বলিয়া উহা স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু উক্ত ঔষধমধ্যে যে ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) বর্ত্তমান থাকে উহা দ্রবণীয় বলিয়া দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির উপর সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। স্বল্পমাত্রায় উহা অগ্নেয় বলিয়া পরিচিত।

থিরা। সংকোচক ক্রিয়ার জন্য ক্যাটিকিউ (Catechu) তরুণ ও পুরাতন উদরাময়রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়াবশতঃ যদ্যপি বমন হয় উহা তন্নিবারণেও সমর্থ। আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি হইতে শোণিতস্রাব অথবা শ্লেষ্মাস্রাব হইলে তদপনয়নার্থ অনেকে উহা প্রয়োগ করেন। কখন কখন উহা মলমাকারেও ক্ষতস্থানে প্রয়োজিত হয়। স্বরভঙ্গ, সোর্ থ্রোট্ (Sore Throat), মুখাভ্যন্তরস্থ ক্ষত প্রভৃতিতে উহার কুল্লী বিশেষ উপকারী।

VALERIAN AND ITS SALTS.

ভ্যালিরিয়ন্ এবং উহার লবণসকল।

ফিজি। ভ্যালিরিয়ন্ (Valerian) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মানসিক উত্তেজনা, নাড়ীর দ্রুতত্ব, ডিলিরিয়ম্ (Delirium) প্রভৃতি লক্ষণ-রাজি আবির্ভূত হয়। উহা সেবন করিবামাত্র রোগী পাকস্থলীমধ্যে উত্তাপ অনুভব করে। স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা স্নায়বীয় বলকারক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে উহার কৃমিনাশক গুণও আছে।

উহার ক্রিয়া—স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপনিবারক ও কৃমিনাশক।

থিরা। স্নায়বীয় বলকারক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য ভ্যালি-রিয়ন্ (Valerian) হিষ্টিরিয়া (Hysteria) এবং হিষ্টিরিয়াসম্ভূত এপিলেপ্সি (Hysterical Epilepsy) রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকদিগের রজোরাহিত্যসময়ে (Menopause) হিষ্টিরিয়া (Hysteria) পীড়ার ন্যায় যে সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয় তন্নিবারণেও উহা বিশেষ পারদর্শী। নিম্ন-লিখিত *লক্ষণাদিতে উহার কার্য্যকারিতা অধিক, যথা*—মুখমণ্ডলের আরক্তি-মতা, সময়ে সময়ে অঙ্গের শীতলতা ও উত্তাপ এবং তজ্জন্য স্বেদক্ষরণ, অস্থিরতা, ভীতি, মানসিক অবসন্নতা, মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের লক্ষণ, শিরঃপীড়া অর্থাৎ ললাটের উভয় পার্শ্বে বেদনা, হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার চাঞ্চল্য ও পাল্পিটেসন্ (Palpitation), মস্তকোপরি উত্তাপ ও গুরুত্ববোধ ইত্যাদি। রজোরাহিত্য ব্যতীত কোষ্ঠবদ্ধতা, ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia), অর্শ এবং জরায়ুপীড়াতেও এই সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু কারণানুসন্ধানে যদ্যপি এই সকল পীড়ার অস্তিত্ব না দেখা যায় তাহা হইলে উহারা যে রজোরাহিত্যবশতঃই সংঘটিত হইতেছে ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে। এরূপ স্থলে ভ্যালিরিয়ন্ (Valerian) প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু যদ্যপি উহারা পূর্ব্বোল্লিখিত পীড়া হইতে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে উহাদের উৎপত্তিকারণ দূরীভূত করাই ন্যায়সঙ্গত চিকিৎসা। অক্সাইড্ অব্ জিঙ্ক্ (Oxide of Zinc)

প্রথমেই ঐ সকল লক্ষণ অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু উহাপেক্ষা ভ্যালিরিয়ন্ (Valerian) অধিকতর ফলপ্রদ। স্থলবিশেষে ভ্যালিরিয়ন্ (Valerian) প্রয়োগেও কোন উপকার দর্শে না। উহা তিন হইতে পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় বটিকাকারে ব্যবহার্য্য। মুখমণ্ডল ও মস্তকের স্নায়ুশূলপীড়ায় (Neuralgia) ভ্যালিরিয়ানেট্ অব্ জিঙ্ক্ অথবা এমোনিয়া (Valerianate of Zinc or Ammonia) বিশেষ উপকারী। এতদর্থে উহা ২০ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে বারত্রয় প্রযোজ্য। কোন কোন চিকিৎসক উহা ২ হইতে ৫ গ্রেণ মাত্রায় মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগে ব্যবহার করেন। উহা কোরিয়া (Chorea) এবং এপিলেপ্সি (Epilepsy) রোগেও ফলদায়ক, এবং কেহ কেহ বলেন যে এতদ্দ্বারা হুপিংকফ্ (Whooping Cough) রোগের কাশির বেগ নিবারিত হয়। কথিত আছে যে ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করতঃ প্রয়োগ করিলে ভ্যালিরিয়ন্ (Valerian) ডায়াবিটিস্ ইন্সিপিডাস্ (Diabetes Insipidus) রোগনিবারণে সমর্থ। কোন কোন চিকিৎসক উহা হাইপোকণ্ড্রায়েসিস (Hypochondriasis) রোগেও ব্যবহার করেন। বলকারক ক্রিয়ার জন্য উহা সবিরাম জ্বরে ব্যবহৃত হয়, এবং সবিরাম ও আক্ষেপজনক স্নায়ুশূলরোগেও (Neuralgia) উপকারী। এতদুদ্দেশে ভ্যালিরিয়ানেট্ অব্ কুইনাইন্ (Valerianate of Quinine) প্রচলিত।

PYRETHRI RADIX

পাইরেথ্রি রেডিক্স্।

ক্রিয়া। ইহা বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। ইহা একটী তেজস্কর স্থানিক উগ্রতাসাধক ঔষধি। উহা বদনগহ্বরে প্রবিষ্ট হইলে জ্বলন এবং প্রভূত লালাক্ষরণ হয়। মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত অথবা দন্তশূল হইলে উহা চর্ব্বণ করিলে স্থানিক উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ পীড়ার প্রতিকার সাধন করে। স্বরভঙ্গ হইলেও উহা চর্ব্বণে উপকার দর্শে। পুরাতন পীড়াবশতঃ গলাভ্যন্তর, টন্সিল্ (Tonsils), উভুলা (Uvula)

প্রভৃতিস্থানের শিথিলতা জন্মিলে উহার টিংচার (Tincture) জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ কুল্লীস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যবহারে ঐ সকল স্থানের শিথিলতা দূরীভূত হইয়া থাকে।

CINCHONA CORTEX.

সিঙ্কোনা কর্টেক্স্।

ফিজি। সিঙ্কোনার (Cinchona) ত্বকের মধ্যে যে এল্‌কালয়েড্‌ (Alkaloid) বর্ত্তমান থাকে তদুপরি সিঙ্কোনার (Cinchona) ক্রিয়া নির্ভর করে। উহাতে সিঙ্কনিক্‌ (Cinchonic) ও ট্যানিক্‌ এসিড্‌ (Tannic Acid) থাকাতে উহার সংকোচক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা এরূপ কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করে যাহাকে সিঙ্কনিজ্‌ম্‌ (Cinchonism) অথবা কুইনিজ্‌ম্‌ (Quinism) কহে, যথা বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, শ্রবণবিবরে কীটপতঙ্গধ্বনি, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস, মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা, শ্রবণদ্বয়ের লোহিতবর্ণ ও উত্তাপ, মুখশোষ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কখন কখন বমন ইত্যাদি।

স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে সিঙ্কোনা (Cinchona) আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি এবং শরীরস্থ যাবতীয় পেশীসূত্রের বলবৃদ্ধি হয়। কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় উহা উত্তাপনাশক অর্থাৎ জরঘ্ন বলিয়া পরিচিত। উহার পর্য্যায়নিবারক ক্রিয়াও আছে, কিন্তু এতদুদ্দেশ্যসাধনার্থ এতাদৃশ অধিক মাত্রার প্রয়োজন যে তাহা সেবন করিলে সচরাচর পাকাশয়ের উগ্রতা সাধিত হওয়াতে বিবমিষা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য শিরঃপীড়া প্রভৃতি সিঙ্কনিজ্‌মের (Cinchonism) লক্ষণসকল আবির্ভূত হয়। অতএব উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য এতৎপরিবর্ত্তে কুইনাইন্‌ (Quinine) ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। সুস্থাবস্থায় সেবন করিলে কিঞ্চিৎ ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ব্যতীত এতদ্দ্বারা অন্য কোন ক্রিয়া সাধিত হয় না।

বাহ্যপ্রয়োগে সিঙ্কোনা (Cinchona) উত্তেজক, সংকোচক এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে পচননিবারক। উহা ম্যালেরিয়াবিষনাশক বলিয়াও পরিচিত।

উহার ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে পচননিবারক, উত্তেজক ও সঙ্কোচক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আগ্নেয়, বলকারক, উত্তাপনাশক, পর্য্যায়নিবারক, সংকোচক ও পচননিবারক।

থিরা। আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়ার জন্য সিঙ্কোনা (Cinchona) দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে অতীব হিতকর ঔষধি। কোন কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভসময়ে রোগী যৎকালে অতিশয় ক্ষীণ ও হীনবল থাকে, তৎকালে উহা সেবন করিলে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হওয়াতে সত্বর শরীরে বলাধান হয়। যে সকল পীড়ায় দেহ হইতে অপরিমিত পরিমাণে স্রাব নির্গত হয় এবং তজ্জন্য রোগী দিন দিন বিশীর্ণ হইতে থাকে, সেই সকল পীড়ায় উহা অতীব উপকারী। উহা সেবনে যেমন রোগীর শারীরিক বলের ও তেজের বৃদ্ধি হইতে থাকে তেমনি স্রাবেরও হ্রাস হয়। এতজ্জন্য উহা যক্ষ্মা, প্রমেহ, প্রদর, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) প্রভৃতি রোগে অতিশয় ফলপ্রদ। সিফিলিস্ (Syphilis) প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ার বিষপ্রভাবে রক্ত দূষিত হইলে শরীর উত্তরোত্তর শীর্ণ হইতে থাকে, বিশেষতঃ উল্লিখিত রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থায় উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহাতেও সিঙ্কোনা (Cinchona) মহোপকারী বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। উত্তাপনাশক ক্রিয়ার জন্য অপরাপর ঔষধসহযোগে জ্বররোগে উহা ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা যে কেবল জ্বরোত্তাপের লাঘব হয় এমত নহে, উহার আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়া থাকাতে রোগীর বলক্ষয়েরও তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। প্লীহাসংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে (Malarious Fever) উহা মহোপকারী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। উহা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) রোগেও ফলদায়ক বটে, কিন্তু উহার সকল অবস্থাতে উহা ব্যবহার্য্য নহে। উক্ত পীড়ার সহিত যদ্যপি পাকস্থলীর উগ্রতাবশতঃ বিবমিষা ও বমন বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে উহা প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে স্থলে কেবল ক্ষুধামান্দ্য এবং পরিপাকশক্তিহীনতা দৃষ্টিগোচর হয় সেই স্থলেই উহা প্রযোজ্য।

পর্য্যায়নিবারক ক্রিয়ার জন্য সিঙ্কোনার ত্বকচূর্ণ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত উদ্দেশ্যসাধনার্থ এতাদৃশ অধিক মাত্রার প্রয়োজন যে তাহা সেবন করিলেই পাকাশয়ের উগ্রতাবশতঃ অসহ্য বিবমিষা ও বমন হইতে থাকে।

অতএব পর্য্যায়নিবারিক ক্রিয়ার জন্য এতৎপরিবর্ত্তে কুইনাইন (Quinine) প্রয়োগ করিলে উহার মাত্রার স্বল্পতানিবন্ধন এতাদৃশ কষ্টকর লক্ষণাদি আবির্ভূত হয় না, এবং জ্বরনিবারণে সিঙ্কোনাপেক্ষা (Cinchona) ইহার ক্ষমতা অধিক বলিয়া পীড়াও সত্বর প্রশমিত হয়। পচননিবারক ক্রিয়ার জন্য সেপ্টিসিমিয়া (Septicœmia), পাইয়িমিয়া (Pyœmia) প্রভৃতি বিবিধ সেপ্টিক্ ফিবারে (Septic Fever) উহা ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

উত্তেজক, পচননিবারক ও সংকোচক ক্রিয়ার জন্য দুর্গন্ধযুক্ত অথবা অস্বাস্থ্যকর ক্ষতে উহা স্থানিক রূপে ব্যবহৃত হয়।

QUININE.

কুইনাইন্।

ফিজি। অক্ষত চর্ম্মোপরি কুইনাইনের (Quinine) কোন ক্রিয়া নাই। ক্ষতস্থানে অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর প্রয়োগ করিলে উহা সেই স্থানের উগ্রতাসাধন করে। স্থানিক প্রয়োগে উহার পচননিবারক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়।

কুইনাইন্ (Quinine) অধিক মাত্রায় সেবন অথবা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে উহা পাকাশয়, অন্ত্র, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতাসাধন করাতে বিবমিষা, বমন, উদরাময়, রক্তামাশয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ প্রভৃতি লক্ষণরাজি আবির্ভূত হয়। অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা যে সকল লক্ষণ উৎপাদন করে তাহাকে কুইনিজম্ (Quinism) কহে। কুইনিজম্ (Quinism) হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়, যথা—শ্রবণশক্তির হ্রাস ও কর্ণকুহরে কীটপতঙ্গের ধ্বনির ন্যায় শব্দ হইতে থাকে। এই লক্ষণ সময়ে সময়ে কয়েক দিন অথবা কয়েক মাস যাবৎ বর্ত্তমান থাকে, এমন কি কোন কোন রোগী যাবজ্জীবন বধির হইয়া থাকে। রোগীর নয়নমধ্যে বেদনা উপস্থিত হয় এবং অকস্মাৎ নয়নোন্মীলন করিলে আলোক দৃষ্টিগোচর হয়। পাকস্থলীর উগ্রতাবশতঃ বিবমিষা ও বমন হইতে থাকে ; শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কমধ্যে যন্ত্রণা এবং নয়নদ্বয় ও বদনমণ্ডলের আরক্তিমতা জন্মে। রোগীর

চলৎশক্তির ব্যাঘাত ঘটে, এবং শোণিতপ্রবাহ বেগবান্ ও নাড়ী দ্রুতত্ব ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। মুখমণ্ডল, মস্তিষ্ক ও নাসিকাভ্যন্তরে রক্তাধিক্য হওয়াতে কখন কখন অকস্মাৎ নাসারন্ধ্র হইতে শোণিতস্রাব হয়। যদ্যপি এতাদৃশাবস্থায় এবম্বিধ রক্তস্রাব না হয় তাহা হইলে ডিলিরিয়ম্ (Delirium), কোমা (Coma) অথবা কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) ঘটে, এবং কখন কখন এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) ও তজ্জনিত পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়াও রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গের কিউটিক্‌ল্ (Cuticle) স্খলিত হয়। উল্লিখিত লক্ষণরাজি কুইনাইনের (Quinine) প্রাথমিক উত্তেজক ক্রিয়াবশতঃই সংঘটিত হয়; অতঃপর উহার অবসাদক ক্রিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। এই সময়ে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল হওয়াতে শোণিতপ্রবাহের লাঘব হয়, নাড়ী দুর্ব্বল, কোমল ও দ্রুতভাব ধারণ করে, এবং উহা চাপিয়া ধরিলে আর অঙ্গুলিতে অনুভূত হয় না। প্রভূত স্বেদক্ষরণ হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়, রোগী মৃদুস্বরে প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে মস্তিষ্কের ক্রিয়ারাহিত্য ঘটে, সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় ও রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) নষ্ট হয়, এবং উত্তরোত্তর হৃৎপিণ্ডক্রিয়া নিস্তেজ, শোণিতপ্রবাহ মন্দগতি ও ধমনীপ্রাচীর বিস্ফারিত হওয়াতে রোগী কলাপ্‌স্ (Collapse) অবস্থায় পতিত হয়। উল্লিখিত লক্ষণাবলী কুইনিজ্‌মের (Quinism) লক্ষণ বলিয়া পরিচিত।

কুইনাইন্ (Quinine) কি উদ্ভিজ্জ কি জান্তব এই উভয়বিধ আনুবীক্ষণিক কীটাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ বলিয়া ইহা পচননিবারক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা ম্যালেরিয়াবিষ (Malarial Poison) নষ্ট করিতেও বিশেষ তৎপর।

স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে কুইনাইন্ (Quinine) পাকযন্ত্রের উপর আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদর্থে উহার মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই গ্রেণ মাত্র। এতদ্দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি এবং পাকাশয় ও অন্ত্র-প্রাচীরস্থ পেশীসূত্রের বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যদ্যপি অধিক মাত্রায় সেবন করা যায় তাহা হইলে উহা উল্লিখিত স্থানের উগ্রতাসাধনকরতঃ বিবমিষা, বমন, উদরাময়, রক্তামাশয়, ক্ষুধামান্দ্য, উদরমধ্যে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসকল উৎপাদন করিয়া থাকে।

কুইনাইন্ (Quinine) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল হয়। এতদ্দ্বারা উহার সংকোচনশক্তির হ্রাস ও পেশীসূত্রের দুর্ব্বলতা জন্মে, এবং নাড়ী বলহীন, কোমল ও মৃদুভাব ধারণ করে। এতৎপ্রভাবে ধমনীনিচয় বিস্ফারিত হওয়াতে আর্টিরিয়াল্ টেন্সন (Arterial Tension) ও ব্লাড্ প্রেস্যরের (Blood Pressure) লাঘব হয়। কিন্তু যদ্যপি উহা স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহার বলকারক গুণে হৃৎপিণ্ডস্থিত ও ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্রদিগের বলাধান হওয়াতে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া বলবতী, নাড়ী দ্রুত, বেগবতী ও কঠিন, এবং ধমনীপ্রাচীরের সংকোচনবশতঃ আর্টিরিয়াল্ টেন্সন্ ও ব্লাড্প্রেসারের (Arterial Tension and Blood Pressure) বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুইনাইনের (Quinine) মাত্রাধিক্যপ্রভাবে শোণিতস্থ শ্বেতকণিকাগুলির এমিবার স্থায় চলৎশক্তি (Amœboid Movement), (অর্থাৎ এমিবা নামক (Amœba) যে একপ্রকার কীটানু আছে তাহারা যেরূপে চলাচল করে) রহিত হয়, এবং রুধিরপ্রবাহে যদ্যপি প্রোটোজোয়া (Protozoa) অথবা ইন্‌ফিউসোরিয়া (Infusoria) বর্ত্তমান থাকে উহা তাহাদেরও বিনাশসাধন করে, এতজ্জন্য উহা পচননিবারক ও সংক্রমণনাশক বলিয়া পরিচিত। এতদ্দ্বারা রুধিরস্থিত লোহিত কণিকাদিগের হইতে অম্লজানবাষ্পাকর্ষণশক্তির লাঘব হওয়াতে কেমিকেল্ কম্বাশ্চন্ নিশ্বাসবায়ু (Chemical Combustion) ক্রিয়ারও হ্রাস হয়, সুতরাং উক্ত কম্বাশ্চন্দ্বারা (Combustion) দেহমধ্যে স্বাভাবিকাবস্থায় যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাহারও ন্যূনতা জন্মে। এইরূপে উহা উত্তাপনাশক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্লীহার আকার বৃদ্ধি হইলে উহা কুইনাইন্দ্বারা (Quinine) খর্ব্বীভূত হয়। উহা জরায়ুর উপর উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা উক্ত যন্ত্রের সংকোচনশক্তির বৃদ্ধি হওয়াতে সন্তান সত্বর ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

কুইনাইন্ (Quinine) সেবনে ইউরিক্ এসিড্ (Uric Acid), ইউরিয়া (Urea) এবং অপরাপর নাইট্রজিনাস্ (Nitrogenous) পদার্থের স্রাবের পরিমাণের হ্রাস হয় এবং উহা লোহিতবর্ণ ধারণ করে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা মূত্রাশয় প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতাসাধন করাতে

প্রস্রাবত্যাগকালে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন ইউরিথ্রাইটিস্ (Urethritis) পীড়া জন্মে। এতাদৃশ মাত্রায় উহাদ্বারা স্ত্রীসম্ভোগবাসনার হ্রাস হয় বটে, কিন্তু স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে উহার বলকারক গুণে বরং উহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অধিক মাত্রায় উহা রিফ্লেক্স্ ইন্‌হিবিটারি কেন্দ্রের (Reflex Inhibitory Centre) উত্তেজনাসাধন করাতে মস্তিষ্কের রিফ্লেক্স্ (Reflex) ও অন্যান্য ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়। স্বল্পমাত্রায় উহা স্নায়বীয় বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

চর্ম্মোপরি উহার ক্রিয়া এই যে অধিক মাত্রায় উহা চর্ম্মস্থিত ক্যাপিল্যারি গুলিকে (Capillaries) বিস্ফারিত করাতে প্রভূত স্বেদক্ষরণ হয়, কিন্তু স্বল্প মাত্রায় এতদ্দ্বারা উহাদের সংকোচনশক্তির বৃদ্ধি হওয়াতে ঘর্ম্মস্রাবের লাঘব হইয়া থাকে। উহা অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিলে কিউটিকল্ (Cuticle) স্খলিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে উহা চর্ম্মোপরি ইরিথিমা (Erythema) অথবা আর্টিকেরিয়ার ন্যায় (Urticaria) র‍্যাশ্ (Rash) উৎপাদন করাতে চর্ম্মের এপিডার্মিস্ (Epidermis) বিচ্যুত হয়।

অধিক মাত্রায় শ্রবণ, দর্শন ও আস্বাদনশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে, কিন্তু অল্পমাত্রায় কুইনাইন্ (Quinine) উল্লিখিত ক্রিয়ার কোন বিরুদ্ধাচরণ করে না। কখন কখন মাত্রাধিক্যবশতঃ কণীনিকার প্রসবণ, কিয়ৎকালের জন্য দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, যাবজ্জীবনের জন্য বধিরতা, এবং ললাটপ্রদেশে শিরঃপীড়া জন্মে।

উহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শরীরস্থ পেশীসমূহের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হওয়াতে উহাদের সংকোচনশক্তির হ্রাস হয় এবং চলৎশক্তিরও ব্যাঘাত জন্মে, কিন্তু অল্প মাত্রায় এতদ্দ্বারা পেশীদিগের বলাধান ও উহাদের সংকোচনশক্তির আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পাকাশয়ে প্রবেশকরতঃ কুইনাইন (Quinine) তত্রস্থ অম্লরসদ্বারা দ্রবীভূত হয়। উহার কিয়দংশ যদ্যপি দ্রবীভূত না হয় তাহা হইলে উহা মলের সহিত অন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া যায়। এতাদৃশ কুইনাইনদ্রব (Quinine) শোষিত হইয়া শোণিতসহ মিলিত হইলে রক্তের ক্ষারত্বনিবন্ধন এসিড্ (Acid) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় স্বকীয় পূর্ব্বতন রূপ ধারণ করিতে পারে বটে,

কিন্তু তথায় কার্ব্বনিক্‌ এসিড্‌ বাষ্প (Carbonic Acid Gas) বর্ত্তমান থাকাতে এবম্বিধ রূপান্তর সম্ভবিত হয় না। বিবিধ স্রাবের সহিত উহা দেহ হইতে বহির্গমন করে। যকৃতের উপর উহার কোন ক্রিয়া নাই।

কুইনাইনের (Quinine) মাত্রাধিক্যবশতঃ হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল ও দ্রুতভাব ধারণ করে এবং উক্তক্রিয়া ডায়াষ্টোলে (Diastole) সংরুদ্ধ হয়। হৃৎপিণ্ডোপরি উহা যে এতাদৃশ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহার কারণ এই যে এতদ্দ্বারা উক্ত যন্ত্রসম্বন্ধীয় একসিলারেটর্‌ স্নায়ুশাখাসকল (Accelerator Fibres) অবসাদিত হয়, নতুবা উহার ইন্‌হিবিটারি স্নায়ুর (Inhibitory Nerves) উত্তেজনাবশতঃ এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় না। উহা ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রের (Vasomotor Centre) উপর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে আর্টিরিয়াল্‌ টেন্‌সনের (Arterial Tension) হ্রাস হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে কুইনাইনদ্বারা (Quinine) শোণিতস্থ শ্বেত কণিকার সংখ্যার ন্যূনতা জন্মে।

কুইনাইন (Quinine) তেজস্কর পর্য্যায়নিবারক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। উহার এবম্ভুত ক্রিয়ার কারণ অদ্যাবধি অবধারিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে উহা প্লীহার উপর ক্রিয়া প্রকাশকরতঃ উক্ত কার্য্য সাধন করে, কিন্তু প্লীহার উপর উহার এরূপ ক্রিয়া কি তাহার স্থিরতা নাই। বিরামকালে ব্যবহার করিবামাত্রই যদিও স্থলবিশেষে এতদ্দ্বারা জ্বরনিবারণ না হয়, তথাপি উহা পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও কুইনাইন (Quinine) নাড়ীর দ্রুততা, ঘর্ম্মস্রাব, কম্পনপ্রভৃতি উহার আনুসঙ্গিক লক্ষণরাজি দূরীকরণে সমর্থ। এতদ্দ্বারা কেবল মূত্রের জলীয়াংশ ও তত্রস্থ ইউরিয়ার (Urea) পরিমাণের হ্রাস হয় না। দীর্ঘকাল সেবন করিলে কুইনাইন (Quinine) পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করে।

উহার ক্রিয়া—স্থানিকপ্রয়োগে পচননিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উহা অধিক মাত্রায় প্রথমতঃ উত্তেজক, পরে অবসাদক, ঘর্ম্মকারক ও উত্তাপনাশক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ঔষধমাত্রায় পচননিবারক, সংক্রমণহারক, জরায়ু-সংকোচক, পর্য্যায়নিবারক। স্বল্পমাত্রায় আগ্নেয়, বলকারক, কৃমিনাশক ও ম্যালেরিয়া (Malaria) বিষনাশক।

থিরা। পচননিবারক ক্রিয়ার জন্য কুইনাইনের দ্রব দুর্গন্ধযুক্ত গলিত ক্ষত ধৌতির জন্য ব্যবহৃত হয়। উহার দ্রব প্রস্তুতার্থ এক আউন্স জলে দুই গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করা আবশ্যক। কোন কোন চিকিৎসক ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) রোগে উহার দ্রব স্প্রেদ্বারা (Spray) গলাভ্যন্তরে প্রয়োগ করেন। যক্ষারোগে অপরিমিত ঘর্ম্মস্রাব হইলে এল্‌কোহল্‌দ্বারা (Alcohol) উহার দ্রব প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রযোগ করিলে ঘর্ম্মনিবারণ হয়। এতদর্থে এক ড্রাম কুইনাইন এক পাইণ্ট (Pint) এল্‌কোহলে (Alcohol) দ্রবীভূত করিতে হয়।

বলকারক ক্রিয়ার জন্য বহুবিধ ব্যাধিতে কুইনাইন অতীব ফলদায়ক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। কোন কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভকালে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির অভাব থাকিলে উহা অর্দ্ধ হইতে দুই গ্রেণ মাত্রায় অন্যান্য তিক্ত বলকারক ও লৌহঘটিত ঔষধসহযোগে প্রত্যহ বারত্রয় সেবন করিলে স্বল্পকালমধ্যেই ক্ষুধার সঞ্চার ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। অন্ত্রমধ্যে কৃমি থাকিলেও উহা সেবনে ফল দর্শে। কৃমির অবস্থানবশতঃ অন্ত্রস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে অপরিমিত শ্লেষ্মাস্রাব হয় এবং উহাদ্বারা উক্ত কীটদিগের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। কুইনাইনের বলকারক গুণে আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উন্নতিসাধন হওয়াতে শ্লেষ্মাস্রাব নিবারিত হয়, সুতরাং অন্ত্রমধ্যে শ্লেষ্মার অভাববশতঃ উহাদিগের পরিপোষণেরও ব্যাঘাত ঘটে। এইরূপে উহা কৃমি-নাশক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা ও পুরাতন পীড়াপ্রযুক্ত; কিম্বা প্রদর, প্রমেহ, সাইনাস্ (Sinus), কেরিজ্ (Caries), নেক্রোসিস্ (Necrosis), বৃহদাকার স্ফোটক ক্ষত, ব্রঙ্কোরিয়া (Bronchorrhœa), ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), যক্ষাপ্রভৃতি রোগে অপরিমিত শ্লেষ্মা অথবা পূয়স্রাব-বশতঃ; অথবা সময়ে সময়ে বহুল শোণিতক্ষরণনিবন্ধন রোগী দিন দিন বলহীন, বিবর্ণ ও বিশীর্ণ হইলে ডাইলিউট্ নাইট্রোমিউরিয়াটিক্ এসিড্ (Dilute Nitro-muriatic Acid) এবং লৌহঘটিত ঔষধসহযোগে কুইনাইন স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত ব্যাধিসমূহে উহা স্বকীয় বলকারক ও আগ্নেয় ক্রিয়া প্রকাশকরতঃ অসীম হিতসাধন করিয়া থাকে।

পচননিবারক ক্রিয়ার জন্যও কুইনাইনের ব্যবহার চিরপ্রচলিত। এতদর্থে

উহা পাইয়িমিয়া (Pyœmia), সেপ্টিসিমিয়া (Septicœmia), ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas), পিয়ার্পের্ল্ ফিবার্ (Puerperal Fever), হস্পিটাল্ গ্যাংগ্রিণ্ (Hospital Gangrene) ইত্যাদি পীড়াতে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে (Malarious Fever) প্লীহার বিবর্দ্ধন থাকুক বা না থাকুক এতদ্ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

উত্তাপনাশক ক্রিয়ার জন্য কুইনাইন (Quinine) কম্পজ্বরে অতীব ফলদায়ক। উল্লিখিত পীড়ায় উহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রযোজিত হয়। কেহবা আভ্যন্তরিক, কেহবা রেক্টাম্মধ্যে (Rectum) পিচকারীদ্বারা এবং কেহবা চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা উহা প্রয়োগ করেন। কুইনাইন সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তির বিবমিষা, বমন প্রভৃতি কতকগুলি কষ্টকর লক্ষণ আবির্ভূত হয়, এমন কি অতি স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও উহা ব্যক্তি-বিশেষে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে ; তজ্জন্য স্থলবিশেষে উহা রেক্টাম্মধ্যে (Rectum) অথবা চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিতে হয়। যৎকালে উহা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় তৎকালে উহাকে ইথারদ্বারা (Ether) দ্রবীভূত করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা হইলে উহা চর্ম্মের তাদৃশ উগ্রতা সাধন করে না। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য বিবিধ সংক্রামক ও প্রাদাহিক জ্বরেও উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে, যথা ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), নিউমোনিয়া (Pneumonia), যক্ষা টাইফাস (Typhus), টাইফয়েড্ (Typhoid), স্কার্লেট্ (Scarlet), বাতজ্বর ইত্যাদি। স্বল্পবিরাম জ্বরেও (Remittent Fever) উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পালাজ্বরে এতদ্দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয় না। স্থলবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে এতদ্দ্বারা জ্বরোত্তাপের লাঘব হয় না ; সে স্থলে উহা আর্সেনিক্ (Arsenic) সহযোগে প্রয়োগ করিলে উহার উত্তাপনাশক ও পর্য্যায়নিবারক এই উভয় ক্রিয়াই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উহার মাত্রাসম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ; কেহ কেহ উহা অল্প মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টা কালব্যবধানে প্রয়োগ করেন, কেহবা অধিক মাত্রায় এক অথবা দুইবার মাত্র প্রয়োগ করেন। সাধারণ কম্পজ্বরে উহা অল্প মাত্রায় সেবন করিলেই পীড়ার প্রতিকার হয়, কিন্তু প্রবল জ্বরে অধিক মাত্রায় ব্যবহার না করিলে উহা আশানুরূপ

ফল প্রসব করে না। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় অর্থাৎ যৎকালে কম্পন আরম্ভ হয় তৎকালে কুইনাইন প্রয়োগ করিলে উত্তাপ তাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ; বস্তুতঃ উহার এতাদৃশ গুণ নাই, যেহেতু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে এরূপাবস্থায় উহা প্রয়োগ করিলে বরং উত্তাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই রূপে ব্যবহার করিলে এতদ্দ্বারা পরদিনের জ্বরের প্রকোপ কথঞ্চিৎ খর্ব্বীভূত হয় বটে, কিন্তু যে দিবস প্রয়োগ করা যায় সে দিবস জ্বরের প্রকোপনিবারণে উহা কদাপি সমর্থ হয় না। জ্বরোত্তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ ১০৪, ১০৫ কিম্বা ১০৬ ডিগ্রী হইলে অনেকে উত্তাপহরণলালসায় উহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করেন। এতদ্দ্বারা যে জ্বরের লাঘব হয় তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা বিশেষ সাবধানতা সহকারে ব্যবহার না করিলে সময়ে সময়ে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রবল জ্বরে উহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব ও অকস্মাৎ উত্তাপের হ্রাস হওয়াতে হৃৎপিণ্ড এতাদৃশ নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে রোগী সহসা কলাপ্স্ (Collapse) অবস্থায় নিপতিত হয়। এতদ্দ্বারা এতাদৃশ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে অনেকে উত্তাপনাশার্থ এতদ্ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। যাহা হউক যদ্যপি উহা উল্লিখিত উদ্দেশে একান্তই প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে উহার সহিত ক্লোরিক্ ইথার (Chloric Ether), সল্‌ফিউরিক্ ইথার (Sulphuric Ether), ব্রাণ্ডি (Brandy), এমোনিয়া (Ammonia) প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধসকলের ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদিও উহা স্থলবিশেষে এবম্ভূত অহিতসাধন করে, তথাপি শিরোদেশে শৈত্যপ্রয়োগের সহিত উহা ব্যবহার করিলে যে আশ্চর্য্য ফল প্রসবিত হয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন কোন চিকিৎসক বাতজ্বরে উহা অত্যধিক মাত্রায় এমন কি ৩০, ৪০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করেন। কেহ কেহ রোগের প্রারম্ভে, কেহবা শেষাবস্থায় উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে বাতজ্বরের প্রথমাবস্থায় উহা উল্লিখিত মাত্রায় সেবন করিলে পীড়ার প্রাখর্য্য খর্ব্বীভূত হয়, এবং শেষাবস্থায় ব্যবহার করিলে উক্ত ব্যাধিজনিত এনিমিয়ার (Anæmia) আবির্ভাব হয় না। যাহা হউক এই পীড়ায় এই রূপে কুইনাইন

(Quinine) প্রয়োগ করিলে উহা পূর্ব্বোল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধন করে কি না তাহার স্থিরতা নাই।

পর্য্যায়নিবারক ক্রিয়ার জন্য সবিরাম জ্বরের (Intermittent Fever) বিরামাবস্থায় উহার ব্যবহার চিরপ্রচলিত। উহা চারি, পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টা কালব্যবধানে দিবসৈকদ্বয় প্রয়োগ করিলে পর্য্যায় নিবারিত হয়। উল্লিখিত উদ্দেশে উহা যে কেবল বিরামকালেই ব্যবহৃত হয় এমত নহে, স্থলবিশেষে নাড়ী এককালীন বিজ্বর না হইলেও উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বল্পবিরাম জ্বরে (Remittent Fever) অথবা সবিরাম জ্বরে (Intermittent Fever) যদ্যপি বিরামকাল ক্ষণস্থায়ী হয় তাহা হইলে উহা সচরাচর স্বল্পবিরামাবস্থায়ও ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যৎকালে জ্বর ৯৯ কিম্বা ১০০ ডিগ্রী হয় তৎকালেও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বরকালে উহা প্রয়োগ করিতে হইলে রোগীর সার্ব্বাঙ্গিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে হেতু রোগীর অবস্থা ও রোগের লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে উহার ব্যবহার অপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কখন কখন দেখা যায় যে কুইনাইন দুই চারি দিবস যাবৎ প্রয়োগ করিলেও পর্য্যায়নিবারণ হয় না, সে স্থলে উহা আর্সেনিক্ (Arsenic) সহযোগে প্রযোজ্য। কোন কোন স্থলে এতদ্দ্বারাও বিশেষ ফললাভ হয় না, সেরূপ স্থলে উহা অহিফেনের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন যে যৎকালে কুইনাইন প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজিত হইলেও পর্য্যায়নিবারণে অসমর্থ হয় তৎকালে রোগীকে প্রত্যহ এক বার এক মাত্রা বমনকারক ঔষধপ্রয়োগে বমন করাইলে কুইনাইন সত্বর জ্বর নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

পর্য্যায়নিবারক ক্রিয়ার জন্য উহা সচরাচর ইণ্টার্মিটেণ্ট্ নিউরাল্জিয়া রোগেও (Intermittent Neuralgia) ব্যবহৃত হয়। এই পীড়া ম্যালেরিয়া (Malaria) সম্ভূত হউক বা না হউক এতদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। যে স্থলে উক্ত পীড়া ম্যালেরিয়া (Malaria) হইতে উৎপন্ন হয় সে স্থলে কুইনাইন-দ্বারা উপকার দর্শে বটে, কিন্তু পীড়া এককালীন আরোগ্য হয় না; কিন্তু উহা ম্যালেরিয়াবিষ (Malarial Poison) হইতে জন্মগ্রহণ না করিলে এতদ্দ্বারা এককালীন দূরীভূত হয়। অতীব স্বল্প মাত্রায় অর্থাৎ $\frac{1}{2}$ হইতে $\frac{1}{2}$ গ্রেণ মাত্রায়

পাঁচ অথবা দশমিনিটকালব্যবধানে প্রয়োগ করিলে উহা মুখমণ্ডলের নিউর‍্যাল্‌জিয়া (Neuralgia) পীড়া দূরীকরণে সমর্থ হইয়া থাকে। উহা পঞ্চম স্নায়ুর (Fifth Nerve) সুপ্রাঅর্বিটাল্ শাখার (Supraorbital Branch) নিউর‍্যাল্‌জিয়াতেও (Neuralgia) বিশেষ উপকারী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এই পীড়াও কখন কখন ম্যালেরিয়া (Malaria) হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ব্যক্তি বিশেষে নির্দ্দিষ্টকালব্যবধানে আবির্ভূত হইয়া থাকে। যাহা হউক উহার উৎপত্তির কারণ এবং আক্রমণকালের স্থিরতা থাকুক বা না থাকুক উহা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই কুইনাইনদ্বারা নিবার্য্য।

কুইনাইন শোণিতস্থ শ্বেত কণিকার বিচরণশক্তি অপহরণ করাতে কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস যে উহা প্রদাহনিবারণে সমর্থ। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা প্রদাহপ্রশমনার্থ উহা ব্যবহার করেন, কিন্তু উহা কতদূর কার্য্য পরিণত হয় তৎপক্ষে স্থিরতা নাই।

কোন পুরাতন সংঘাতিক পীড়ায় প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব হইলে অনেকে কুইনাইন প্রয়োগ করেন। উহা ৮ অথবা ১০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিবামাত্রই স্বেদক্ষরণ নিবারিত হয়। যদ্যপি এবম্বিধ মাত্রা অভীষ্টসাধনে পরাংমুখ হয় তাহা হইলে উহা স্বল্প মাত্রায় ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে অভিলষিত সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে সকল পীড়ায় অপরিমিত পরিমাণে স্বেদস্রাব হয় তাহাতে রজনীযোগে উহা সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ (Sulphate of Zinc) ও ডাইলিউট্ সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (Dilute Sulphuric Acid) সহযোগে ব্যবহার করিলে এরূপ সন্তোসজনক ফলপ্রসবিত হয় যে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

কুইনাইনের ম্যালেরিয়াবিষনাশক (Malarial Poison) গুণ থাকাতে অনেকে উহা উক্ত বিষের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সুস্থাবস্থায় সেবন করেন। উহা ৩।৪ গ্রেণ মাত্রায় স্বল্পপরিমিত ব্রাণ্ডির (Brandy) সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে ম্যালেরিয়াবিষ (Malarial Poison) দেহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

কুইনাইন কখন কখন স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় বমননিবারণে উপযোগী বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। জরায়ুসংকোচক ক্রিয়ার জন্যও প্রসবকালে উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে এতৎসময়ে আর্গট্ (Ergot)

অপেক্ষা ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। কোন কোন স্ত্রীলোকের প্রসবান্তে একপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, কুইনাইন উহা নিবারণেও বিশেষ পারদর্শী। এই বেদনাকে আফ্টার পেন্ (After Pain) কহে। এতদুদ্দেশে ইহা ৮।১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই বেদনা নিবারণার্থ কোন কোন চিকিৎসক অহিফেনও ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা কুইনাইনের কার্য্যকারিতা অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এতাদৃশ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইলে কুইনাইন ডাইলিউট্ হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড্দ্বারা (Dilute Hydrobromic Acid) দ্রবীভূত করা কর্ত্তব্য, যেহেতু এতদ্দ্বারা কুইনাইন-জনিত শিরঃপীড়া প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণসকল সম্ভবিত হয় না।

একৃথিমা (Ecthyma), ইম্পেটাইগো (Impetygo) প্রভৃতি চর্ম্মরোগ-বশতঃ অথবা শোণিত, শুক্র, দুগ্ধ, পূয প্রভৃতির অপরিমিত ক্ষরণপ্রযুক্ত দেহের পোষণক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে কুইনাইন্ সেবনে উপকার দর্শে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সবিরাম জ্বরের বিরামকালে কুইনাইন প্রয়োগ করিলে পর্য্যায় নিবারিত হয়। উল্লিখিত জ্বরে ইহা উপকারী বটে; কিন্তু পালাজ্বরে অর্থাৎ এক অথবা দুই দিন ব্যবধানে যে জ্বর হয় সেই জ্বরে ইহা এককালীন অকর্ম্মণ্য। এই জ্বরনিবারণে কুইনাইনসহযোগে অহিফেন বিশেষ উপযোগী। তিন অথবা চারি গ্রেণ কুইনাইন অর্দ্ধগ্রেণ আফিমের সহিত মিশ্রিত করতঃ দুইটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া জ্বরের দিন প্রাতঃকালে দুইঘণ্টাব্যবধানে প্রয়োগ করিলে উহা বন্ধ হয়। এই বটিকা প্রথম দিন ব্যবহারেও যদি জ্বরনিবারণ না হয়, দ্বিতীয় জ্বরের দিন প্রয়োগ করিলে উহা কদাপি অভিলষিতসাধনে পরাঙ্মুখ হয় না। ইণ্টার্মিটেণ্ট্ হিমাটিউরিয়া রোগে (Intermittent Hœmaturia) অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে রক্ত প্রস্রাব হইলে কুইনাইন্ কখন কখন ফলপ্রদান করিয়া থাকে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহা ৫ গ্রেণ মাত্রায় লাম্বেগো (Lumbago) রোগে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

নিম্নলিখিত কতিপয় স্থলে কুইনাইন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

১। জ্বররোগাক্রান্ত রোগীর জ্বরবিচ্ছেদ হইলেও যদ্যপি শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে উহা অব্যবহার্য্য।

২। স্বল্পবিরাম জ্বর অথবা অন্য কোন পীড়ায় রোগীর নাড়ী অতীব ক্ষীণ, দ্রুত, কোমল, সূত্রবৎ, কম্প্রেসিবল্ (Compressible), অথবা ইণ্টার্মিটেণ্ট্ (Intermittent) ও ইরেগুলার (Irregular) হইলে উহা নিষিদ্ধ।

৩। জ্বরবিচ্ছেদে যদ্যপি শারীরিক উত্তাপের এককালীন হ্রাস হয় অর্থাৎ ৯৫ কি ৯৬ ডিগ্রী হয় এবং উহার আনুসঙ্গিক হস্তপদাদির শীতলতা, প্রভূত স্বেদক্ষরণ, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইলে উহা অপ্রযোজ্য।

৪। জ্বরবিচ্ছেদে কিম্বা জ্বরাবস্থায় রোগীর টাইফয়েড্ লক্ষণাদি (Typhoid Symptoms) বর্ত্তমান থাকিলে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

৫। কোন প্রবল পীড়াবশতঃ রোগীর ষ্টুপার্ (Stuper) অথবা কোমা (Coma) উপস্থিত হইলে কিম্বা হইবার উপক্রম হইলে উহা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

৬। পাকাশয় কিম্বা অন্ত্রের উগ্রতা অথবা প্রদাহবশতঃ বিবমিষা, বমন প্রভৃতি লক্ষণসকল দৃষ্টিগোচর হইলে এতৎপ্রয়োগ অবিধেয়।

৭। উদরাময় অথবা রক্তামাশয় রোগে উহা অব্যবহার্য্য।

৮। গর্ভাবস্থায় উহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে।

৯। কঞ্জেষ্টিভ্ ফিবারে (Congestive Fever) অর্থাৎ মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যবশতঃ জ্বর হইলে এবং লো রেমিটেণ্ট্ ফিবারে (Low Remittent Fever) সহসা উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

১০। স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের যকৃতের বিবর্দ্ধনে (Infantile Liver) উহা অহিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন।

SANTONINE.

স্যাণ্টোনিন্।

ফিজি। বাহ্যপ্রয়োগে স্যাণ্টোনিনের (Santonine) কোন ক্রিয়া নাই। অত্যাধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা পাকাশয়ের উগ্রতাসাধন করাতে বিবমিষা ও বমন হয় এবং উহার আনুসঙ্গিক শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন,

এবং অবশেষে কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) উপস্থিত হওয়াতে রোগীর মৃত্যু হয়। উহা সেবনে সকল দ্রব্য হরিদ্রাবর্ণ লক্ষিত হয়, প্রস্রাবের বর্ণ কমলা-লেবুর ন্যায় অথবা হরিদ্রাবর্ণ হয়, এবং উহাতে এমোনিয়াদ্রব (Solution of Ammonia) নিক্ষেপ করিলে উহা লোহিতবর্ণ ধারণ করে। উহা স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলেও নয়নে সকল দ্রব্য পীত অথবা হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়। এই লক্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্যাণ্টোনিন্ (Santonine) রেটিনা (Retina) অথবা মস্তিষ্কমধ্যে দর্শনক্রিয়াপরিচালক কেন্দ্রের (Visual Centre) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। অধিক মাত্রায় এতদ্দ্বারা ব্লাডারেরও (Bladder) উগ্রতা সাধিত হওয়াতে রোগীর ক্ষণে ক্ষণে মূত্রত্যাগে বাসনা হয়, এবং বালকেরা অগোচরে শয্যোপরি প্রস্রাবত্যাগ করে। যদিও উহা এইরূপে মূত্রাশয় ও মূত্রস্রাবের বিকৃতি উৎপাদন করে, তথাপি ধারণাশক্তির ন্যূনতাবশতঃ বালকেরা অজ্ঞানতঃ মূত্রত্যাগ করিলে এতদ্দ্বারা উহা নিবারিত হয়। উল্লিখিত ক্রিয়াসাধনে স্থলবিশেষে বেলেডনাপেক্ষা (Belladonna) উহা অধিকতর উপযোগী। উহার গন্ধ ও আস্বাদ না থাকাতে বালকেরা অনায়াসেই উহা উদরস্থ করিতে পারে।

স্যাণ্টোনিন্ (Santonine) অতীব তেজস্কর কৃমিনাশক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। উহার গোলাকৃতি কৃমিব্যতীত (Round Worms) অন্যবিধ কৃমি বিনাশ করিবার শক্তি নাই। কোন কোন চিকিৎসক সূত্রবৎ কৃমিনাশার্থ উহা ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা উহাদের ধ্বংসসাধন হয় না; স্যাণ্টোনিনের (Santonine) পর যে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা যায় উহারা তদ্দ্বারাই নিঃসারিত হয় মাত্র। ফিতার ন্যায় কৃমি (Tape Worms) নষ্ট করিবার ইহার সামর্থ্য নাই। স্যাণ্টোনিন্ (Santonine) বিরেচক নহে।

কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে স্যাণ্টোনিন্ (Santonine) রজোনিঃসারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদুদ্দেশে উহা ৮।১০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। উহা ইথারদ্বারা (Ether) দ্রবীভূত হইয়া থাকে।

উহার ক্রিয়া—কৃমিনাশক ও অধিক মাত্রায় রজোনিঃসারক।

থিরা। কৃমিনাশক ক্রিয়ার জন্য স্যাণ্টোনিন্ (Santonine) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা গোলাকার কৃমি (Round Worms) বিনষ্ট হইয়া

থাকে, কিন্তু বিরেচক গুণের অভাববশতঃ উহা সেবনান্তে ক্যাষ্টর্ অয়েল্ (Castor Oil) অথবা অন্য কোন বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক, নতুবা অন্ত্রাভ্যন্তর হইতে বিনষ্ট কৃমি নিঃসারিত হয় না। চিকিৎসকেরা বিবিধ প্রকারে উহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ উহাকে ইথারদ্বারা (Ether) দ্রবীভূত করতঃ মিশ্রাকারে ব্যবহার করেন, কেহবা উহা দুই অথবা তিন গ্রেণ্ মাত্রায় এক কিম্বা দুই ড্রাম ক্যাষ্টর অয়েল্ (Castor Oil) সহযোগে প্রত্যহ প্রাতে প্রয়োগ করেন, এবং কোন কোন চিকিৎসক উহা ৩, ৪, কিম্বা ৫ গ্রেণ মাত্রায় শয়নকালে প্রয়োগ করতঃ পরদিন প্রাতঃসময়ে বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করেন। সূত্রবৎ কৃমিবিনাশার্থে কখন কখন উহা ক্যাষ্টর্ অয়েল্ (Castor Oil) সহযোগে রেক্টাম্‌মধ্যে (Rectum) পিচকারীদ্বারা প্রযোজিত হয়। কোন কোন চিকিৎসকের ধারণা এই যে ক্যাষ্টর অয়েলের (Castor Oil) সহিত প্রয়োগ না করিলে স্যাণ্টোনিন্ (Santonine) কৃমিবিনাশে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য তাঁহারা উহা এক আউন্স পরিমিত উক্ত তৈলের সহিত ৫ গ্রেণ মাত্রায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ উহা শর্করা, শর্করারস অথবা মধুর সহিতও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উহা শর্করাসহ মিশ্রিতকরতঃ একপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে বন্ বন্ (Bon bon) কহে। এই বন্ বন্ (Bonbon) বালকদিগের পক্ষে ব্যবস্থেয়। স্যাণ্টোনিন্ (Santonine) প্রয়োগ করিতে হইলে উহার সহিত অথবা পরে বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কেহ কেহ বলেন যে রেক্টাম্ মধ্যে (Rectum) সূত্রবৎ কৃমির অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইলে উহার স্যাপোজিটরি (Suppository) প্রয়োগে উপকার দর্শে।

কোন কোন চিকিৎসক দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যাধিবিশেষে উহা ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যে রেটিনা (Retina) এবং অপ্‌টিক্ স্নায়ুর (Optic Nerve) ক্ষয় (Atrophy) অথবা প্রদাহবশতঃ দর্শনশক্তির হ্রাস হইলে এতৎ সেবনে উপকার দর্শে।

রজোনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য আমেনোরিয়া (Amenorrhœa) পীড়ায় উহা প্রযোজ্য, কিন্তু উল্লিখিত রোগের কারণভেদে উহার কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত পীড়া এনিমিয়া (Anœmia) রোগসম্ভূত হইলে এতদ্দ্বারা কোন

উপকার দর্শে না। যে সকল স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, অথচ যৌবনাবস্থায় অকস্মাৎ শৈত্যপ্রভাবে অথবা মানসিক চঞ্চলতানিবন্ধন কিম্বা কারণান্তরপ্রযুক্ত রজোলোপ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই উহা অতীব ফলদায়ক। এতদুদ্দেশে উহা ৮ গ্রেণ মাত্রায় শয়নকালে প্রয়োগ করিলে তৎপর দিবসেই কিম্বা তৃতীয়াহ্নে রজঃস্রাব হইয়া থাকে।

TARAXACUM.

টারাক্সেকাম্।

ফিজি। টারাক্সেকামের (Taraxacum) ক্রিয়া অদ্যাবধি বিশেষরূপে স্থিরাকৃত হয় নাই। ইহা একটী তেজস্কর পিত্তনিঃসারক ঔষধ বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। ইহা যেমন পিত্তস্রাব বৃদ্ধি করে তদ্রূপ মৃদু বিরেচক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে। স্থলবিশেষে ইহার মূত্রকারক ক্রিয়াও লক্ষিত হয়। দীর্ঘকাল সেবন করিলে ইহা যকৃৎসম্বন্ধে পরিবর্ত্তক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

উহার ক্রিয়া—পিত্তনিঃসারক, মৃদুবিরেচক এবং যকৃৎসম্বন্ধে পরিবর্ত্তক।

থিরা। সচরাচর যকৃতের পীড়াতে বিশেষতঃ উহার রক্তাধিক্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। পোর্টাল্ ভেন্মধ্যে (Portal Vein) রক্তাধিক্য এবং উহাতে অথবা যকৃৎমধ্যে রুধিরপ্রবাহের ব্যাঘাতবশতঃ ড্রপ্সি (Dropsy) হইলে অন্যান্য বিরেচক ঔষধসহযোগে টারাক্সেকাম্ (Taraxacum) ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। যকৃদ্রোগেও (Jaundice) ইহা অতীব ফলদায়ক। পিত্তস্রাবের লাঘববশতঃ উদরাধ্মান ও অজীর্ণতা জন্মিলে ইহা প্রয়োজিত হয়।

ANTHEMIDIS FLORES AND OLEUM.

আন্থেমিডিসের পুষ্প এবং তৈল।

ফিজি। অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা দেহমধ্যে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা বিবমিষা, বমন, ভেদ, জিহ্বার শুষ্কতা ও অপরিচ্ছন্নতা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কমধ্যে গুরুত্ব প্রভৃতি লক্ষণরাজি আবির্ভূত হয়। উহা অধিক মাত্রায় বমনকারক এবং অল্প মাত্রায় আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহার গন্ধ অতি মনোহর।

থিরা। উহার ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) বমনকারক ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়ার জন্য ডিস্‌পেপ্‌সিয়ারোগে (Dyspepsia) উহা ফলদায়ক বলিয়া পরিচিত। দন্তোদ্গমকালে স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের এক প্রকার উদরাময় জন্মে, উহাতে যে ভেদ হয় তাহার বর্ণ পীত এবং উহাতে মিউকাস্ (Mucus) বর্ত্তমান থাকে। এই উদরাময়ে আন্থেমিডিসের ইন্‌ফিউসন্ (Infusion of Anthemidis) অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ফললাভ হয়। সামার্ ডায়েরিয়াতেও (Summer Diarrhæa) উহা ফলপ্রদ। কোন কারণবশতঃ রোগী অস্থির অথবা কোপন স্বভাব হইলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। কোন কোন চিকিৎসক সবিরাম জ্বরে এবং পঞ্চমস্নায়ুর (Fifth Nerve) নিউরাল্‌জিয়াতে (Neuralgia) উহা ব্যবহার করেন। উহা মাইগ্রেণ্ (Migraine) রোগেও সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উহার তৈল বিরেচক ঔষধসহ রোগে অনেকে ব্যবহার করেন।

ARNICA.

আর্ণিকা।

ফিজি। আর্ণিকার (Arnica) বাষ্প নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতা সাধিত হওয়াতে তথা হইতে মিউকাস্ (Mucus) স্রাব হয় এবং উপর্য্যুপরি হাঁচি হইতে থাকে। বাহ্যপ্রয়োগে আর্ণিকা (Arnica) স্নিগ্ধকারক ও বেদনানিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

অধিক মাত্রায় সেবন করিলে এতদ্দ্বারা বিবমিষা, বমন, ভেদ, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়। স্বল্প মাত্রায় উহার উত্তেজক ক্রিয়া স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) এবং স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রকটিত হওয়াতে উহা স্নায়বীয় উত্তেজক বলিয়া পরিচিত। এতদ্ব্যতীত উহার ঘর্ম্মকারক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়। আর্ণিকা (Arnica) এরোম্যাটিক্ (Aromatic) ঔষধমধ্যে পরিগণিত।

উহার ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে স্নিগ্ধকারক ও বেদনানিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে এরোম্যাটিক্ (Aromatic), ঘর্ম্মকারক ও স্নায়বীয় উত্তেজক।

থিরা। স্নিগ্ধকারক ও বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য বাহ্যপ্রয়োগেই আর্ণিকার (Arnica) ব্যবহার প্রচলিত। গ্রন্থি অথবা শরীরের অন্য কোন স্থানে গুরুতর আঘাতবশতঃ স্ফীতি, বেদনা অথবা প্রদাহ জন্মিলে উহার দ্রবদ্বারা আহত স্থান কিয়ৎকাল অভিষিক্ত করা আবশ্যক। এইরূপে ঐ স্থানের প্রদাহলক্ষণাদি দূরীভূত হয়। উল্লিখিতাবস্থায় উহার বাহ্যপ্রয়োগের সহিত আভ্যন্তরিক ব্যবহারও অতীব ফলদায়ক। উহা কখন কখন স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, পুরাতন বাত, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির রক্তাধিক্য প্রভৃতি পীড়াতে আভ্যন্তরিকরূপেও ব্যবহৃত হয়।

LOBELIA
লোবিলিয়া।

ফিজি। অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিলে লোবিলিয়া (Lobelia) দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইয়া থাকে। উহা পাকাশয়মধ্যে প্রবেশকরতঃ প্রথমতঃ উহার ও অন্ত্রের উগ্রতাসাধন করাতে বিবমিষা, বমন, এবং কখন কখন ভেদ হয়। অতঃপর শিরোঘূর্ণন, প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব, ও হৃৎপিণ্ডের অবসাদবশতঃ হস্তপদাদির শীতলতা জন্মে এবং রোগী উত্তরোত্তর হতবল হওয়াতে মুহুর্মুহুঃ মোহ প্রাপ্ত হয়। অবশেষে সর্ব্বাঙ্গের পেশীসমূহ কম্পিত হইয়া কিয়ৎকাল পরে কন্ভালসন্ (Convulsion) উপস্থিত হইলে রোগী মানবলীলা সম্বরণ করে। অধিক, অথচ সাংঘাতিক অপেক্ষা অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে

এতদ্দ্বারা রোগীর মৃত্যু ঘটে না বটে, কিন্তু বিবমিষা, বমন ও ভেদ হইতে থাকে, এবং উহা হৃৎপিণ্ডোপরি অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে। স্বল্প মাত্রায় উহা স্বেদজনক ও কফনিঃসারক এবং অধিক মাত্রায় আক্ষেপনিবারক ও হৃৎপিণ্ডাবসাদক বলিয়া পরিচিত।

থিরা। কফনিঃসারক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য উহা ব্রঙ্কিয়াল্ এবং স্পাজ্‌মডিক্ এজ্‌মা রোগে (Bronchial and Spasmodic Asthma) ব্যবহৃত হয়। এতদুদ্দেশে কোন কোন চিকিৎসক উহা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টান্তর কখন কখন প্রতিঘণ্টায় প্রয়োগ করেন, কেহ বা দশ বিন্দু মাত্রায় ১৫ মিনিট কালব্যবধানে উক্ত পীড়ার ফিটের (Fit) সময় সেবনের ব্যবস্থা করেন। যে স্থলে উক্ত পীড়া অবিরতভাবে অবস্থিতি করে সেই স্থলেই ইহার কার্য্যকারিতা অধিক, কিন্তু যে স্থলে উহা সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয় সে স্থলে এতদ্দ্বারা তাদৃশ সন্তোষজনক ফললাভ হয় না। স্থল বিশেষে এতদ্দ্বারা কিছুমাত্র উপকার দর্শে না। এজ্‌মা (Asthma) ব্যতীত অন্যবিধ পীড়াজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবারণে লোবিলিয়া (Lobelia) সমর্থ নহে, যেহেতু পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহা নিরতিশয় পরিশ্রম, কাশ-প্রকোপ, হৃৎপিণ্ডপীড়া প্রভৃতি অন্য কোন কারণসম্ভূত হইলে এতদ্ব্যবহারে কিছুমাত্র প্রশমিত হয় না। যদিও কোন কোন চিকিৎসক এজ্‌মারোগে (Asthma) উহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করতঃ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি উহা সময়ে সময়ে মোহ, বমন, এবং হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উৎপাদন করে বলিয়া এতাদৃশ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। উল্লিখিত পীড়ায় যাবৎ শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবারিত না হয় তাবৎ উহা দশ বিন্দু মাত্রায় অর্দ্ধঘণ্টান্তর ব্যবস্থেয়। এইরূপে সেবন করিলে এতদ্দ্বারা পীড়ার প্রতিকারসাধন হয়, অথচ রোগীর পক্ষে কোনরূপ বিপৎপাতের আশঙ্কা থাকে না। এবম্বিধ প্রণালী অনুসারে উহা কেবলমাত্র ফিটের (Fit) সময় অথবা উহার প্রারম্ভাবস্থায় ব্যবহার্য্য; ফিট (Fit) আরোগ্য হইলে উহা প্রত্যহ বারত্রয় প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট। কোন কোন চিকিৎসক ইহাকে অতীব তেজস্কর বিষাক্ত পদার্থ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ততদূর বিষাক্ত দ্রব্য নহে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উৎপাদন করে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ

বিষক্রিয়া প্রকাশ করে না। পুর্ণবয়স্ক অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বালকেরা উহার ক্রিয়া সহনশীল অধিক, যে হেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ষৈকবয়স্ক বালককে উহা প্রতিঘণ্টায় দশ বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও তাহার পক্ষে কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। এজ্‌মা (Asthma) রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডপীড়া থাকিলে উহা অতিশয় সাবধানতাসহকারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস্ (Capillary Bronchitis) এবং এম্ফিজিমা (Emphysema) রোগে যে শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে তাহাও এতদ্দ্বারা নিবারিত হয়।

কখন কখন কোন কোন স্থলে দেশব্যাপক হুপিংকফ্‌রোগে (Whooping Cough) লোবিলিয়া (Lobelia) প্রয়োগ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদর্শিত হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে উহাদ্বারা কিছুমাত্র রোগের প্রতিকার দৃষ্টিগোচর হয় না। উক্ত পীড়ার আক্ষেপাবস্থায় উহা অতীব ফলদায়ক বটে, কিন্তু উহা কৃমি প্রভৃতি অন্য কোন কারণসম্ভূত হইলে লোবিলিয়া (Lobelia) পীড়ার প্রকোপনিবারণে অসমর্থ হইয়া থাকে। অন্যান্য আক্ষেপসংযুক্ত কাশি, লেরিঞ্জিস্‌মাস্ ষ্ট্রিডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus), ক্রুপ (Croup) প্রভৃতি পীড়াতেও উহা ফলপ্রদ।

কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য লোবিলিয়া (Lobelia) ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), যক্ষ্মা, এম্ফিজিমা (Emphysema) প্রভৃতি পীড়ায়, এবং অন্যান্য ফুস্‌ফুসের পীড়াজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্রতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

IPECACUANHA.

ইপিকাকুয়ানা।

ফিজি। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অথবা চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে ইপিকাকুয়ানা (Ipecacuanha) ঐ স্থানের উগ্রতাসাধনকরতঃ উত্তাপ, লোহিতবর্ণ, বেদনা প্রভৃতি প্রদাহচিহ্ন এবং কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার কিম্বা বিস্ফোটকের ন্যায় ব্রণ উৎপাদন করে। ঐ সকল ব্রণাদি আরোগ্য হইলে চর্ম্মোপরি উহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে অথবা চূর্ণ নাসিকামধ্যে

প্রবেশ করিলে নাসাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও কঞ্জাংটাইভার (Conjunctiva) উগ্রতা সাধিত হওয়াতে অবিরত হাঁচি হইতে থাকে, নয়নদ্বয় লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং উহা হইতে সলিলবর্ষণ হয়, নয়নের চতুষ্পার্শ্বস্থ টিসু (Tissue) স্ফীত হয়, নাসিকা হইতে অবিরলধারায় সলিলস্রাব হইতে থাকে, ললাটদেশে বেদনা উপস্থিত হয়, বক্ষঃপ্রাচীর সঞ্চাপিত বলিয়া বোধ হয়, এবং বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগে বেদনা, ও তদভ্যন্তরে জ্বলন, কাশি, কফস্রাব প্রভৃতি ব্রঙ্কাইটিসের (Bronchitis) লক্ষণসকল আবির্ভূত হয়। ফলতঃ উহা ব্রঙ্কিয়াল্ টিউবের (Bronchial Tube) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্যাটার (Catarrh) উৎপাদন করে।

ইপিকাকের (Ipecac) আস্বাদ তিক্ত। বদনগহ্বরে প্রবেশ করিলে এতদ্দ্বারা প্রভূত লালক্ষরণ হয়। স্বল্প মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে ইপিকাক্ (Ipecac) উদরস্থ হইয়া পাকাশয়স্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্লেষ্মাস্রাব বৃদ্ধি করে। যদ্যপি উহার মাত্রা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে পাকস্থলীর উগ্রতাবশতঃ বিবমিষা জন্মে ও শ্লেষ্মাস্রাবও অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, এবং অধিকমাত্রায় সেবন করিলে এতদ্দ্বারা মুহুর্মুহুঃ বমন হইতে থাকে। বমনকারক ঔষধমাত্রেই পাকাশয়মধ্যে শ্লেষ্মাস্রাব বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু ইপিকাক্ (Ipecac) বমনকারক মাত্রায় ব্যবহার না করিলেও উহাদ্বারা শ্লেষ্মাক্ষরণের আধিক্য হইয়া থাকে।

অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ইপিকাকুয়ানা (Ipecacuanha) প্রথমতঃ বিবমিষা ও বমন উৎপাদন করে। অতঃপর প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব হয় এবং পাকাশয় ও অন্ত্রমধ্যে অপরিমিত পরিমাণে শ্লেষ্মাক্ষরণ হওয়াতে জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। শরীরস্থ পেশীসমূহের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, মানসিক স্ফূর্ত্তিহীনতা ও অবসন্নতা জন্মে এবং হৃৎপিণ্ডক্রিয়া উত্তরোত্তর নিস্তেজ ও বলহীন হইয়া পড়ে। বমনকারক মাত্রায় ইপিকাক্ (Ipecac) হৃৎপিণ্ডাবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে বটে, কিন্তু উহা টার্টার এমেটিকের ন্যায় (Tartar Emetic) তাদৃশ অধিক নহে। ইপিকাকের (Ipecac) এবম্বিধ অবসাদক ক্রিয়াবশতঃ কখন কখন রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্তও সংঘটিত হয়।

ইপিকাকের (Ipecac) বীর্য্যের নাম এমেটিন্ (Emetin)। উহা পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে অথবা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে অবিশ্রান্ত বমন ও

স্বেদস্রাব হয়, এবং যদ্যপি উহার মাত্রা বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে উল্লিখিত লক্ষণদ্বয় অধিকতর প্রবল রূপ ধারণ করে এবং উহার আনুসঙ্গিক হৃৎপিণ্ডের এতাদৃশ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় যে রোগী সহসা কলাপ্স্ (Collapse) অবস্থায় উপনীত হইয়া অবশেষে কালগ্রাসে নিপতিত হয়।

বিবমিষাজনক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ইপিকাক্ (Ipecac) ঘর্ম্মকারক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং এতদ্দ্বারা পেশীসমূহের শিথিলতা জন্মে। উহার বমনকারক ক্রিয়া কিঞ্চিৎ কালবিলম্বে আবির্ভূত হয়।

ইপিকাক্দ্বারা (Ipecac) ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) অন্তপ্রদেশের উগ্রতা সাধিত হওয়াতে বিবমিষা জন্মে ও বমন হয়, নতুবা বমনকারক স্নায়ু-কেন্দ্রের (Vomiting Centre) উত্তেজনাবশতঃ এই লক্ষণ আবির্ভূত হয় না। ইহার প্রমাণ এই যে যদ্যপি কোন জন্তুর উক্ত স্নায়ু কর্ত্তনকরতঃ এমেটিন্ (Emetin) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহার বমন হয় না কিম্বা বিবমিষা জন্মে না; কিন্তু যদ্যপি টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) অথবা আপো-মর্ফিয়া (Apomorphia) শিরামধ্যে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উল্লিখিত দ্বিবিধ লক্ষণই প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে শেষোক্ত ঔষধদ্বয় বমনোৎপাদক কেন্দ্রের (Vomiting Centre) উপর এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধ অর্থাৎ এমেটিন্ (Emetin) ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) সীমার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করাতে বমন ও বিবমিষা জন্মে।

সাধারণ ঔষধমাত্রায় ইপিকাক্ (Ipecac) পাকাশয়, অন্ত্র ও শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনাসাধন করাতে ঐ সকল স্থানের শ্লেষ্মাস্রাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা যকৃৎস্থ সেল্ সকলও (Cells) উত্তেজিত হইয়া থাকে, সুতরাং উহা কফনিঃসারক ও পিত্তনিঃসারক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। বিরেচক ঔষধের সহিত স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে ইপিকাক্ (Ipecac) উহাদের ক্রিয়া বর্দ্ধন করে, এবং যদ্যপি উহা অতীব অল্পমাত্রায় সেবন করা যায় তাহা হইলে উহাদ্বারা বিবমিষা ও বমন নিবারিত হয়।

স্থানিক প্রয়োগে ইপিকাক্ (Ipecac) মধুমক্ষিকা, বোল্তা প্রভৃতি কীট পতঙ্গদিগের বিষ নষ্ট করে।

উহার ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে উগ্রতাসাধক এবং কীটপতঙ্গাদির

বিষনাশক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে লালানিঃসারক, স্বেদজনক, কফনিঃসারক পিত্তনিঃসারক ও মূত্রবিরেচক। অধিক মাত্রায় বমনকারক, আক্ষেপনিবারক বিবমিষাজনক ও হৃৎপিণ্ডাবসাদক। অতীব স্বল্প মাত্রায় বমননিবারক।

থিরা। বমনকারক ক্রিয়ার জন্য ইপিকাক্ (Ipecac) অধিক মাত্রায় অর্থাৎ ১০।১৫ ২০ গ্রেণ মাত্রায়, অথবা উত্তপ্ত সলিলসহযোগে স্বল্প মাত্রায় স্বল্পকালব্যবধানে ব্যবহৃত হয়। উহার এবম্বিধ ক্রিয়া বালকাপেক্ষা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে আশু প্রকাশিত হয়। ৮।১০।১৫ অথবা ২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও কোন কোন বালক অনায়াসে উহা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু এতাদৃশ মাত্রায় যুবা অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অনতিকালমধ্যেই বমন হইতে থাকে। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহা সচরাচর ফুস্‌ফুসের পীড়াতেই ব্যবহৃত হয়, যথা ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস্ (Capillary Bronchitis) ইত্যাদি, ফলতঃ যে সকল ব্যাধিতে শ্বাসপ্রণালী মিউকাস্ (Mucus) দ্বারা সংরুদ্ধ হওয়াতে শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে সেই সকল রোগেই এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। এতদ্ব্যবহারে বমন হইলে তাহার বেগে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বহির্নিঃসৃত হওয়াতে শ্বাসকৃচ্ছ্রের হ্রাস হয় এবং উহার কফনিঃসারক গুণে পীড়াও প্রশমিত হইয়া থাকে। ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়ায় বমনোৎপাদনার্থ বালক ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই উহা বিশেষ উপযোগী। পাকস্থলী হইতে বিষোত্তোলনার্থও উহা প্রয়োজিত হয় বটে, কিন্তু এতৎক্রিয়াসাধনে উহা কিঞ্চিৎ দীর্ঘসূত্রী এবং অধিক মাত্রায় হৃৎপিণ্ডাবসাদক বলিয়া উহার পরিবর্ত্তে সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ (Sulphate of Zinc) অথবা উষ্ণ সলিলসংযোগে লবণ কিম্বা মাষ্টার্ড (Mustard) অনেকে ব্যবহার করেন।

বিবমিষাজনক ও বমনকারক ক্রিয়ার জন্য উহা প্রসবকালেও ব্যবহৃত হয়। কোন কারণবশতঃ প্রসববেদনার লাঘব অথবা উহা অন্তর্হিত হইলে ইপিকাক্ (Ipecac) উক্ত বেদনা সংবর্দ্ধন করে। যদিও এই সময়ে উহদ্দারা ফললাভ হয় বটে, কিন্তু জরায়ুর সংকোচনশক্তি বৃদ্ধিকরণে উহার সামর্থ্য নাই। এতদ্দ্বারা যখন বমন হয় তৎকালে উদরপ্রাচীরস্থ পেশীসমূহ বলপূর্ব্বক আকুঞ্চিত হওয়াতে উহাদের দ্বারা জরায়ু সঞ্চালিত হয়, সুতরাং গর্ভস্থ শিশু অনায়াসেই নিঃসারিত হইয়া থাকে।

বিবমিষাজনক ও বমনকারক মাত্রায় ইপিকাক্ (Ipecac) হৃৎপিণ্ডোপরি অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহা নাসিকা, ফুস্ফুস্, জরায়ু প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রের শোণিতস্রাবনিবারণে উপযোগী। প্রসবান্তে অপর্য্যাপ্ত রক্তস্রাব হইলে তাহাও এতদ্দ্বারা নিবারিত হয়, কিন্তু এতদুদ্দেশে উহা অতিশয় অধিকমাত্রায় এমন কি এক ড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহার কারণ এই যে অন্তবিধ শোণিতস্রাব কেবল বিবমিষাজনক মাত্রাদ্বারাই সংরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু শেষোক্ত স্রাব অর্থাৎ পোষ্ট্ পার্টেম্ হিমরেজ্ (Post Partem Hœmorrhage) উহা সেবনে মূহুর্মুহুঃ বমন না করিলে নিবারিত হয় না বলিয়া উহা অত্যধিক মাত্রায় ব্যবস্থেয়। ইপিকাক্ (Ipecac) যে জরায়ুর উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ এই কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা নহে, উহার বমনকারক গুণেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইহার কারণ এই যে প্রসবান্তে যে প্রভূত রুধিরক্ষরণ হয় উহা জরায়ুর শিথিলতানিবন্ধনই সংঘটিত হইয়া থাকে, যেহেতু ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে সন্তান ও প্লাসেণ্টা (Placenta) ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই স্বভাবের নিয়মানুসারে জরায়ু সংকুচিতাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়, এবং যে স্থলে এই নিয়মের লঙ্ঘন ঘটে সেই স্থলেই অপরিমিত পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ইপিকাক্ (Ipecac) সেবনে যৎকালে বমন হইতে থাকে তৎকালে উদরপ্রাচীরস্থ সংকুচিত পেশীসমূহদ্বারা জরায়ু পুনঃপুনঃ সঙ্কাপিত হওয়াতে উহা শিথিল ও বিস্ফারিত হইতে পারে না, সুতরাং উহার অভ্যন্তরস্থ শোণিতপ্রণালীসকল রুদ্ধমুখ হওয়াতে শোণিতস্রাবও নিবারিত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে প্রসবান্তে উহা সেবন করিলে জরায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার উন্নতিসাধন হইয়া থাকে।

ইপিকাক্ (Ipecac) গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রক্তামাশয় রোগের মহৌষধি। এতদুদ্দেশেও উহা অধিক মাত্রায় এমন কি ৩০।৪০ অথবা ৬০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। এতাদৃশ মাত্রায় উহা এক অথবা দুইবার মাত্র প্রয়োগ করিলে এক দিবসের মধ্যেই পীড়ার শান্তি হইতে দেখা যায়। এতদ্দ্বারা উদরাভ্যন্তরের বেদনা ও শূল দূরীভূত হয়, রক্ত ও মিউকাস্ (Mucus) স্রাব ও বিরেচনের সংখ্যার হ্রাস হয়, এবং মল কঠিন ও স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে। ইপিকাক্ (Ipecac) এবম্বিধ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে অবিশ্রান্ত বমন

হয় বলিয়া উহা প্রয়োগ করিবার অর্দ্ধঘণ্টাকাল পূর্ব্বে রোগীকে ২০ অথবা ৩০ বিন্দু মাত্রায় টিংচার অব্ ওপিয়ম্ (Tincture of Opium), কিম্বা ১৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় বিস্মাথ্ (Bismuth) সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক, এবং উহা প্রয়োগান্তর ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগীকে অনাহারে শয়ানাবস্থায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে ইপিকাকের (Ipecac) মাত্রাধিক্যজনিত বমনোদ্বেগ প্রবল রূপ ধারণ করিতে পাবে না এবং রোগী স্বল্পকালমধ্যেই সুস্থতা লাভ করে। উল্লিখিত রোগে ইপিকাক্ (Ipecac) অহিফেনসহযোগে স্বল্প মাত্রায় স্বল্পকালব্যবধানে প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। উদরাময় পীড়ার সহিত আমাশয় মিশ্রিত থাকিলেও এতদ্দ্বারা ফললাভ হয়। পুরাতন রক্তামাশয়নিবারণেও উহা পরাংমুখ নহে। এতদর্থে উহা অধিক মাত্রায় কিয়দ্দিন যাবৎ শয়নকালে প্রয়োগ করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি কোন ক্রমেই ইপিকাক্ (Ipecac) সহ্য করিতে পারেন না; তাঁহাদের জন্য উহার পিচকারী ব্যবস্থেয়। পিচকারী প্রয়োগ করিতে হইলে পল্ভ ইপিকাক্ (Pulv Ipecac) অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় কিঞ্চিৎ মিউসিলেজ্ (Mucilage) ও টিংচার অব্ ওপিয়ম্ (Tincture of Opium) সহ মিশ্রিতকরতঃ প্রতিদিন তিন চারিবার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

স্বল্পবয়স্ক বালকেরা উদরাময় রোগাক্রান্ত হইলে কখন কখন পীতবর্ণ ও তরল মলত্যাগ করে, এবং উহার সহিত মিউকাস্ (Mucus) অথবা শোণিত-বিন্দু বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ উদরাময়ের সহিত সচরাচর রোগীর বমনও হইয়া থাকে। ইহাতেও ইপিকাক্ (Ipecac) বিশেষ ফলপ্রদ। এক বিন্দু ভাইনাম্ ইপিকাক্ (Vinum Ipecac) কিঞ্চিৎ জলের সহিত দুই অথবা তিন ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ বমন ও তৎপরে উদরাময় নিবারিত হয়।

আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য উহা বিবমিষাজনক মাত্রায় এজ্‌মা (Asthma), হুপিংকফ্ (Whooping Cough), ক্রুপ্ (Croup) লেরিঞ্জিস্‌মাস্ ষ্ট্রিডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus), হে ফিবার্ (Hay Fever) ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে অনেকে ব্যবহার করেন। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে যদ্যপি এতদ্দ্বারা বমনের উদ্রেক হয় তাহা হইলে স্বল্পকালমধ্যেই পীড়ার

প্রতিকার হইয়া থাকে। ঘর্ম্মকারক ক্রিয়ার জন্য জ্বর অথবা অন্যান্য রোগে উহার ব্যবহার চিরপ্রচলিত। অহিফেনসহযোগে উহার উক্ত ক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হয় বলিয়া ফার্মাকোপিয়াতে (Pharmacopœia) উহার একটী প্রয়োগরূপ আছে যাহাকে ডোভার্স্ পাউডার (Dover's Powder) কহে। স্বেদজনক ক্রিয়ার জন্য ইহাই সচরাচর শয়নকালে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু স্থলবিশেষে ইহা ঘর্ম্মনিবারক ক্রিয়াও প্রকাশ করে। যক্ষা অথবা অন্যান্য বলক্ষয়কারক পীড়াতে অপরিমিত ঘর্ম্মস্রাব হইলে অনেকে ইহা শয়নকালে প্রয়োগকরতঃ সন্তোষজনক ফললাভ করিয়াছেন।

কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য উহা সচরাচর তরুণ ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়াতে ব্যবহৃত হয়। ইহা বালকদিগের পক্ষেই অধিকতর উপকারী। শ্বাসপ্রণালীর অন্তর্বিধ ক্যাটারেও (Catarrh) অনেকে উহা প্রয়োগ করেন। যে স্থলে শ্বাসনালীমধ্যে বহুল ঘনীভূত শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে সেই স্থলেই উহার কার্য্যকারিতা অধিক। পূর্ব্বোক্ত ব্যাধিসমূহে উহার চূর্ণ অথবা ওয়াইন্ (Wine) ব্যবহৃত হয়। শিশুসন্তানদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) অথবা ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস্ (Capillary Bronchitis) রোগে শ্বাসনালীসকল গাঢ় শ্লেষ্মাদ্বারা সংরুদ্ধ হওয়াতে কখন কখন রোগীর এতাদৃশ শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে যে উহার নাসিকাগ্রভাগ, ওষ্ঠাধর প্রভৃতি নীলবর্ণ ধারণ করে এবং উহার মৃত্যুকাল উপস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। এবম্বিধ শোচনীয়াবস্থায় ইপিকাক্ চূর্ণ (Pulv Ipecac) অধিকমাত্রায় অর্থাৎ ৮।১০ গ্রেণ মাত্রার প্রয়োগ করিলে পুনঃপুনঃ বমন হওয়াতে সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, এবং রোগী অনতিকালমধ্যেই সুস্থতালাভকরতঃ সুখে নিদ্রা যায়। যুবা অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বালকেরা ইপিকাকের (Ipecac) ক্রিয়া অধিকতর সহনশীল বলিয়া এক অথবা দুইগ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহাদের সহসা বমন হয় না, সুতরাং উহাদিগকে ইপিকাক্ (Ipecac) অধিক মাত্রায় ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

পিত্তনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য ইপিকাক্ (Ipecac) যকৃতের পীড়ায় মহোপকারী। উক্ত যন্ত্রের বিবর্দ্ধন, রক্তাধিক্য এবং ক্রিয়ারাহিত্য ঘটিলে এতৎ সেবনে ফললাভ হয়। যণ্ডিস্‌রোগে (Jaundice) অথবা পোর্টাল্ ভেনের

(Portal Vein) রক্তাধিক্যেও উহা ফলদায়ক। অনেকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়াতে উহা ব্যবহার করেন। যাহারা উক্তরোগে আক্রান্ত হয় তাহাদের যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে, সুতরাং উহা সেবন করিলে পিত্তস্রাবের বৃদ্ধি হওয়াতে পীড়ার উপশম হয়। কোন কোন চিকিৎসক উল্লিখিত রোগে উহা বমনকারক মাত্রায় প্রয়োগ করেন।

মৃদুবিরেচক ক্রিয়ার জন্য উহা অর্দ্ধ হইতে এক গ্রেণ মাত্রায় অপরাপর বিরেচক ঔষধের সহিত সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উহা পিত্তস্রাব এবং আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মিউকাস্ (Mucus) স্রাব বৃদ্ধিকরতঃ উহাদের বিরেচক ক্রিয়ার সহায়তা করে। এবম্বিধ ক্রিয়ার জন্য উহা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া পীড়ায় (Dyspepsia) অতীব ফলদায়ক, বিশেষতঃ এই রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাধ্মান, যকৃতের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য, মানসিক স্ফূর্ত্তিহীনতা ও অবসন্নতা, হস্তপদাদির শীতলতা, পাকাশয়মধ্যে নিরন্তর গুরুত্ববোধ প্রভৃতি লক্ষণনিচয় বর্ত্তমান থাকিলে এতদ্দ্বারা আশু প্রতিকার প্রত্যাশা করা যায়।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অতীব স্বল্প মাত্রায় ইপিকাক্ (Ipecac) বমন নিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদুদ্দেশে উহা পীড়ার প্রকোপানুসারে এক বিন্দু মাত্রায় ঘণ্টান্তর অথবা দিবসে বারত্রয় প্রযোজিত হইয়া থাকে। নিম্ন লিখিত স্থলে উহার ব্যবহার প্রচলিত।

১। গর্ভাবস্থার বমননিবারণে উহা বিশেষ উপযোগী। ব্যক্তিবিশেষে এই বমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্রই বমন আরম্ভ হয়, কাহারও বা উহা ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রায় তাবদ্দিনই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু আহার্য্য দ্রব্য উদরস্থ হইলেই উহার প্রকোপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই দ্বিবিধ বমনই ইপিকাক্ (Ipecac) দূরীকরণে সমর্থ। যাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র বমন আরম্ভ হয়, তাহাদিগকে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাদের তাবদ্দিনই উহা বর্ত্তমান থাকে তাহাদের পক্ষে উহা এক অথবা দুইঘণ্টাব্যবধানে ব্যবস্থেয়। অন্তর্ব্বত্নী স্ত্রীলোকদিগের আর এক প্রকার বমন দৃষ্টিগোচর হয়, উহা প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া যত বেলা অধিক ও শেষ হইতে থাকে ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং অপরাহ্নে এতাদৃশ ভীষণাকার ধারণ

করে যে রোগী মুহূর্ত্ত মাত্রও সুস্থতালাভ করিতে পারে না। এবম্বিধ বমনও ইপিকাক্‌দ্বারা (Ipecac) প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু যে স্থলে উহা পরাংমুখ হয় সে স্থলে নক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) উহা নিবারণ করিয়া থাকে। আরও এক প্রকার বমন দেখিতে পাওয়া যায়, উহার সহিত বক্ষঃস্থলের জ্বলন ও উদরাধ্মান বিরাজ করে। এতন্নিবারণেও ইপিকাক্ (Ipecac) এবং নক্স্-ভমিকা (Nux Vomica) বিশেষ পারদর্শী। কখন কখন গর্ভাবস্থায় উদরাধ্মানের সহিত বমন থাকে না, সুতরাং এরূপ স্থলে ইপিকাক্‌দ্বারা (Ipecac) ফললাভ হয় না। ইহাতে নক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) চার্ কোল্ (Char Coal), সল্‌ফিউরাস্ এসিড্ (Sulphurous Acid), অথবা সোডা সল্‌ফো কার্ব্বলাস্ (*Soda Sulpho Carbolas*) বিশেষ উপকারী। এই চতুর্ব্বিধ ঔষধের মধ্যে শেষোক্ত ঔষধটী ৫ হইতে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় কিঞ্চিৎ জলে দ্রবীভূত করতঃ আহারান্তে প্রয়োগ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। সচরাচর দৃষ্ট হয় যে গর্ভাবস্থার বমননিবারণে কখন ইপিকাক্ (Ipecac) কখন বা নক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) কৃতকার্য্য হইয়া থাকে; ইহার কারণ এই যে যেস্থলে রসনা শুভ্রবর্ণ ফার্ (Fur) দ্বারা আবৃত থাকে এবং ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা, পাকাশয়মধ্যে অম্লাধিক্য, বক্ষঃস্থলে জ্বলন প্রভৃতি লক্ষণ নিচয় আবির্ভূত হয় সেই স্থলেই নক্স্ ভমিকার (Nux Vomica) প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপাবস্থায় কোন কোন চিকিৎসক ইপিকাক্ (Ipecac) ও নক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করেন। স্থলবিশেষে কি ইপিকাক্ (Ipecac) কি নক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) কাহার ও দ্বারা বমন নিবারিত হয় না। এতাদৃশ অনিবার্য্য বমনের কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে জরায়ুর স্থানচ্যুতি (Displacement) অথবা উহার কিম্বা উহার গ্রীবাদেশের (Cervix) পুরাতন প্রদাহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং যথোপযুক্ত উপায়াবলম্বনে তদ্দূরীকরণে যত্নবান্ না হইলে বমনের শান্তি হয় না।

২। কখন কখন কোন কোন স্ত্রীলোক যাবৎ সন্তান স্তন্যপান করে তাবৎ বিবমিষা, বমন ও উদরাধ্মান প্রভৃতিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া কষ্টভোগ করে। সময়ে সময়ে ঐ সকল লক্ষণ এতাদৃশ ভীষণাকার ধারণ করে এবং

প্রসূতি স্বল্পকালমধ্যেই এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে অগত্যা তাহাকে স্তন্যদানে বিরত হইতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ বমনও ইপিকাক্ (Ipecac) দ্বারা নিবার্য্য। উহা এক বিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন বারত্রয় প্রয়োগ করা আবশ্যক।

৩। উল্লিখিত লক্ষণাদি কোন কোন স্ত্রীলোকের ঋতুকালে কিম্বা উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা পরে আবির্ভূত হয়। ইহাও ইপিকাক্ (Ipecac) দূরীকরণে সমর্থ।

৪। সুরাপায়ীদিগের প্রাতঃসময়ে বিবমিষা ও বমন হয়। ইহা ইপিকাক্ দ্বারা (Ipecac) নিবারিত হয় বটে, কিন্তু উহাপেক্ষা আর্সেনিক্ (Arsenic) অধিকতর ফলপ্রদ।

৫। কোন কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভকালে কোন কোন ব্যক্তির প্রাতঃকালে বমন হয়। এতন্নিবারণেও ইপিকাক্ (Ipecac) পরাংমুখ নহে।

৬। শিশুসন্তানদিগের পাকাশয়ের ক্যাটারবশতঃ (Catarrh) কখন কখন বমন হয়। ইপিকাক্ (Ipecac) উহা নিবারণে তৎপর বটে, কিন্তু আর্সেনিক্ও (Arsenic) অসমর্থ নহে। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ইপিকাক্ (Ipecac) যেরূপ ফলদায়ক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে সেরূপ নহে, তজ্জন্য উহা উহাদের পীড়াতেই অধিক ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত অবস্থার সহিত বালকদিগের সচরাচর জ্বর বর্ত্তমান থাকে, তজ্জন্য ইপিকাক্ (Ipecac) কিম্বা আর্সেনিকের (Arsenic) সহিত একোনাইট্ (Aconite) প্রয়োগ করিলে জ্বর ও পাকাশয়ের প্রদাহ একতুভয়ই দূরীভূত হয়।

৭। হুপিংকফ্ রোগে (Whooping Cough) কাশের প্রকোপ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে যে বমন হয় ইপিকাক্ (Ipecac) তন্নিবারণেও সমর্থ বটে, কিন্তু কখন কখন এতদ্দ্বারা ফললাভ হয় না। যে স্থলে উহা পরাংমুখ হয় সেস্থলে এলাম্ (Alum) প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

৮। কোন কোন ব্যক্তির আহার করিবামাত্রই বমন হয়, কিন্তু বমনের পূর্ব্বে বিবমিষা, উদরমধ্যে বেদনা প্রভৃতি কোন লক্ষণ আবির্ভূত হয় না। ইহাতেও ইপিকাক্ (Ipecac) ফলদায়ক বটে, কিন্তু যে

স্থলে. উহা অসমর্থ হয় সে স্থলে আর্সেনিক্ (Arsenic) প্রতিকারসাধন করে।

৯। পাকাশয়মধ্যে ক্যান্সারের (Cancer) অবস্থানবশতঃ বমন হইলে উহা ইপিকাক্দ্বারা (Ipecac) নিবারিত হয়।

১০। কোন কোন ব্যক্তি রোমন্থক জন্তুর ন্যায় গিলিতচর্ব্বণ করে। ইহা সচরাচর পরিপাকযন্ত্রের বৈলক্ষণ্যনিবন্ধনই সংঘটিত হয়। ইহা ইপিকাক্ (Ipecac) ও আর্সেনিক্ (Arsenic) এতদুভয়দ্বারাই দূরীভূত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত স্থলে ইপিকাক্ (Ipecac) অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১। নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অর্থাৎ ৪।৫।৬ মাস বয়সে কোন কোন বালক দুগ্ধপানকরতঃ কিয়ৎকাল পরে বমন করে এবং দুগ্ধ সংযত হইয়া ছেনকের ন্যায় বহির্গত হয়। এই বমনের সহিত যদ্যপি বালকের উদরাময় থাকে তাহা হইলে চূণের জল দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে ভেদ ও বমন উভয়ই নিবারিত হয়, কিন্তু যদ্যপি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তাহা হইলে বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা (Bicarbonate of Soda) প্রয়োগে উপকার দর্শে। যদ্যপি উপরোক্ত ঔষধদ্বারা পীড়ার প্রতিকার না হয় তাহা হইলে দুগ্ধ এককালীন বন্ধ করিয়া অন্য আহার্য্য দ্রব্য ব্যবস্থেয়। উল্লিখিত বমননিবারণে ইপিকাক্ (Ipecac) সমর্থ নহে।

২। হিষ্টিরিয়া (Hysteria) রোগের আনুসঙ্গিক যে বমন হয় ইপিকাক্ দ্বারা (Ipecac) তাহা নিবারিত হয় না।

৩। ৫।৬ মাস বয়সে কোন কোন বালক দুগ্ধপান করিবামাত্রই বমন করিয়া ফেলে। বমনকালে পীতদুগ্ধ এতাদৃশ বেগে নির্গত হয় যে উহা বালকের বদনগহ্বর ও নাসিকা হইতে বহির্গত হইতে থাকে। উদ্গীরিত দুগ্ধের কিছুমাত্র রূপান্তর দৃষ্টিগোচর হয় না। পানকালে উহা যেরূপ তরলাবস্থায় অবস্থিতি করে, বমনকালেও তদ্রূপ তরলভাবে বহিস্কৃত হয়। এই বমন ইপিকাক্দ্বারা (Ipecac) নিবারিত হয় না; উহা গ্রে পাউডার (Grey Powder) অথবা কেলোমেল্দ্বারা (Calomel) দূরীভূত হইয়া থাকে।

এতদুদ্দেশে গ্রে পাউডার (Grey Powder) ½ গ্রেণ মাত্রায় এবং কেলোমেল্ (Calomel) $\frac{1}{10}$ গ্রেণ মাত্রায় প্রতিঘণ্টায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যুগ্রতাসাধক ক্রিয়ার জন্য বাহ্যপ্রয়োগে ইপিকাক্ (Ipecac) ব্যবহার্য্য। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে উহা বোল্‌তা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি পতঙ্গের বিষ নষ্ট করে, অতএব ঐ সকল পতঙ্গদ্বারা শরীরের কোন স্থান দষ্ট হইলে এতদ্ব্যবহারে জ্বলন, প্রদাহ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। রক্তামাশয়রোগে ইপিকাক চূর্ণ (Pulv Ipecac) অহিফেন ও মিউসিলেজ্ (Mucilage) সহযোগে রেক্‌টাম্‌মধ্যে (Rectum) পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কেহ কেহ কোন কোন চক্ষুঃরোগে ইহা ব্যবহার করেন।

শীত ঋতুতে কোন কোন ব্যক্তির এক প্রকার কাশি হয় তাহাকে উইণ্টার্ কফ্ (Winter Cough) কহে। গ্রীষ্মকালে ইহার প্রাদুর্ভাব থাকে না, কিন্তু শীতের প্রারম্ভ হইতেই এতদ্দ্বারা রোগী এতাদৃশ প্রপীড়িত হয় যে ক্ষণ-কালের জন্য সুস্থতালাভ করিতে পারে না। এই রোগে প্রথমতঃ সামান্য সর্দ্দির আবির্ভাব হয়, অতঃপর বক্ষঃস্থল এরূপ সঙ্কাপিত বলিয়া বোধ হয় যে রোগী শ্বাসক্রিয়াসম্পাদনে নিরতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে। মধ্যে মধ্যে কাশির প্রকোপ সাতিশয় বৃদ্ধি হয় এবং উহার সহিত কখন অধিক কখন বা অত্যল্পমাত্র কফ নিঃসৃত হইয়া থাকে। আকর্ণনপ্রণালীতে (Auscultation) বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিলে রাল্‌স্ (Rales) কিম্বা রঙ্কাস্ (Rhonchus) কিছু মাত্র শ্রুতিগোচর হয় না। কাশির প্রকোপ রজনীযোগে অথবা প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করে। ইহাতে রোগীর স্বরভঙ্গ হয়, এবং স্বল্প পরিশ্রমে অথবা অঙ্গসঞ্চালনে কাশি ও শ্বাসকৃচ্ছ্র এতাদৃশ বৃদ্ধি হয় যে উহার ভয়ে রোগী সতত শশঙ্কিত থাকে। এই কাশি ও উহার আনুসঙ্গিক লক্ষণাদি ইপিকাক্ (Ipecac) দূরীকরণে সমর্থ। এতদুদ্দেশে উহার ওয়াইন্ (Wine) অর্থাৎ ভাইনাম্ ইপিকাক্ (Vinum Ipecac) স্প্রে দ্বারা (Spray) গলাভ্যন্তরে প্রযোজিত হয়। উক্ত স্প্রে (Spray) পীড়ার প্রাথর্য্যানুসারে প্রথমতঃ প্রত্যহ এক, দুই অথবা তিনবার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, অতঃপর পীড়া কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে উহা এক দিন কিম্বা দুই দিন অন্তর ব্যবহার করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ দিবসৈকদ্বয়মধ্যেই শ্বাসকৃচ্ছ্র

দূরীভূত হয় এবং স্বরভঙ্গ, কাশি ও কফস্রাবেরও লাঘব হইয়া থাকে। স্প্রে (Spray) ব্যবহারকালে চিকিৎসকের সাবধান হওয়া উচিত যেন উহা ব্রঙ্কিয়াল্ টিউব (Bronchial Tube) ও ফুস্‌ফুস্‌মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। যৎকালে মুখমধ্যে স্প্রে (Spray) প্রয়োগ করা হয় তৎকালে রোগীকে রসনার পশ্চাদ্ভাগ অবনতকরতঃ মুখদ্বারা নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করিতে বলিলেই অভিলষিত সিদ্ধ হয়। আর একটী বিষয়ে সতর্ক হওয়াও চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। স্প্রে (Spray) প্রয়োগসময়ে বদনগহ্বরমধ্যে যে ভাইনাম্ ইপিকাক্ (Vinum Ipecac) সঞ্চিত হয় উহা গলাধঃকরণ করিলে বমন হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য রোগীর মধ্যে মধ্যে মুখগহ্বর পরিস্কার করা আবশ্যক। ভাইনাম্ ইপিকাক্ (Vinum Ipecac) জলের সহিত মিশ্রিত না করিয়া স্প্রে (Spray) প্রয়োগ করিলে কোন কোন ব্যক্তির শ্বাসকৃচ্ছ্র অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য প্রথম ব্যবহার করিতে হইলে উহা তুল্যাংশে জলের সহিত মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। ব্রঙ্কিটিক্ এজ্‌মা (Bronchitic Asthma), হে এজ্‌মা (Hay Asthma), সোর্‌থ্রোট্ (Sorethroat), ভোকাল্ কর্ডের (Vocal Cord) রক্তাধিক্য প্রভৃতিতেও উক্ত স্প্রে (Spray) ফলদায়ক, কিন্তু প্রকৃত এজ্‌মারোগে (Asthma) প্রয়োগ করিলে এতদ্দ্বারা কিছুমাত্র উপকার দর্শে না।

UVI URSI FOLIA.

উভি আর্সি ফোলিয়া।

ফিজি। উল্লিখিত ঔষধে ট্যানিক্ ও গ্যালিক্ এসিড্ (Tannic and Gallic Acid) বর্ত্তমান থাকাতে উহার আস্বাদন কসায়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা পাকস্থলীর উগ্রতাসাধন করাতে বিবমিষা ও বমন হইয়া থাকে। স্বল্প মাত্রায় সেবন করিলে উহা সংকোচক ও মূত্রকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ব্লাডার (Bladder) ও ইউরিথ্রার (Urethra) উগ্রতা অথবা পুরাতন প্রদাহনিবারণে উহার শক্তি আছে।

থিরা। সিষ্টাইটিস্ (Cystitis) ও গ্লিট্ (Gleet) রোগে উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য অনেকে উহা নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) পীড়াতেও প্রয়োগ করেন। ব্রঙ্কোরিয়া (Bronchorrhœa) পীড়াতে যে অপরিমিত শ্লেষ্মাস্রাব হয় তন্নিবারণার্থ উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

MANNA

ম্যানা।

থিরা। ম্যানার (Manna) একটী সুগন্ধ আছে। উহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উদরাধ্মান, পেটের কামড়ানি প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয়। স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা মৃদু বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং তজ্জন্য উহা বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধতাতে বিশেষ উপকারী। উহা অন্যান্য বিরেচক ঔষধসংযোগেও ব্যবহৃত হয়।

OLIVE OIL AND GLYCERINE

ওলিভ্ অয়েল এবং গ্লিসিরিণ্।

থিরা। ওলিভ্ অয়েল (Olive Oil) অথবা গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু এতদুদ্দেশে উহার ব্যবহার প্রচলিত নহে। উহাদের অম্লনাশক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়, এবং তজ্জন্য অম্লনাশক ঔষধের সহিত অনেকে উহা ব্যবহার করেন। উহাদের দ্বারা বহুবিধ ঔষধি যথা কার্বলিক্ এবং অন্যান্য এসিড্ (Carbolic and other Acids), আর্সেনিক্ (Arsenic), ক্ষারৌষধিসকল (Alkalies), পার্-ক্লোরাইড্ অব্ আইরন্ (Perchloride of Iron), ব্রোমাইড্ ও আইও-ডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide and Iodide of Potassium), ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্ এবং পটাসিয়ম্ (Chloride of Sodium and Potassium) প্রভৃতি সহজে দ্রবীভূত হয় বলিয়া উহা সচরাচর বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। এক ড্রাম কার্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid) দুই আউন্স গ্লিসিরিণের

(Glycerine) সহিত মিশ্রিত করিলে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) বহুমূত্ররোগে (Diabetes) শর্করার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। অনেকের বিশ্বাস আছে যে উহা কডলিভার্ অয়েলের ন্যায় (Cod Liver-Oil) পুষ্টিসাধক, তজ্জন্য তাঁহারা উহা উক্ত তৈলের পরিবর্ত্তেও ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা তাদৃশ ফললাভ হয় না। উহা পাকাশয়াধ্মানে এবং অম্লরোগে এক অথবা দুই ড্রাম মাত্রায় চা, কফি (Coffee), কিম্বা জলের সহিত আহারান্তে প্রযোজিত হয়। অনেকে উহা স্বল্পসলিলসহযোগে এক ড্রাম মাত্রায় যক্ষা অথবা অন্যান্য রোগের কাশপ্রকোপনিবারণার্থ ব্যবহার করেন। কেহ কেহ বলেন যে উহার সহিত কিঞ্চিৎ লেবুর রস মিশ্রিত করিলে উহার কার্য্যকারিতার আধিক্য হইয়া থাকে।

বিবিধ ব্যাধিতে গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। একজেমা (Eczema) প্রভৃতি পীড়াবসানে চর্ম্মের রুক্ষতা উপস্থিত হইলে উহা প্রযোজ্য। তদ্রূপ ওষ্ঠাধর ও হস্তপদাদির চর্ম্ম ফাটিয়া গেলে এতৎপ্রয়োগে উপকার দর্শে। উহা চর্ম্মরোগের জ্বলন ও যন্ত্রণাদি দূরীকরণে সমর্থ, কিন্তু উহা গোলাপজল অথবা ইউডিকলোনের (Eau-de-Cologne) সহিত তুল্যাংশে মিশ্রিত না করিলে চর্ম্মের প্রদাহ জন্মে। চর্ম্মের কোমলতাসম্পাদনার্থ গ্লিসিরিণ্ অব্ ষ্টার্চ (Glycerine of Starch) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। টিম্পেনাম্ (Tympanum) আহত হইলে অথবা শ্রবণবিবরের শুষ্কতা জন্মিলে উহা প্রযোজ্য। কর্ণকুহর কিম্বা নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধময় স্রাব নির্গত হইলে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) গ্লিসিরিণ্ অব্ কার্বলিক্ এসিড্ (Glycerine of Carbolic Acid) সহযোগে ব্যবহার্য্য। এতদ্দ্বারা অনতিকালমধ্যেই দুর্গন্ধ ও স্রাব নিবারিত হয়। উল্লিখিত মিশ্র ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria), টন্‌সিলাইটিস্ (Tonsillitis), ষ্টমাটাইটিস্ (Stomatitis) প্রভৃতি রোগের ক্ষতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতে গ্লিসিরিণ্ অব কার্বলিক্ এসিড্ (Glycerine of Carbolic Acid) অতীব উপকারী। উহা জরায়ু অথবা অন্যান্য স্থানের ক্যান্সারক্ষতেও (Cancerous Sore) ব্যবহৃত হয়। মূত্রগ্রন্থের ক্ষতে এবং একজেমা (Eczema),

সোরাইসিস্ (Psoriasis), লেপ্রা (Lepra), পিটিরাইসিস্ (Pityriasis) প্রভৃতি চর্ম্মরোগে গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) বোরাসিক্ এসিডের (Boracic Acid) সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে ফললাভ হইয়া থাকে। ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas), কার্ব্বাঙ্কল্ (Carbuncle) প্রভৃতি পীড়াতে প্রদাহ উত্তরোত্তর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকিলে প্রদাহযুক্ত স্থানে এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে গ্লিসিরিণ্ অব্ কার্বলিক্ এসিড্ (Glycerine of Carbolic Acid) প্রাতিদিনত প্রয়োগে প্রদাহের গতিরোধ হইয়া থাকে।

জরায়ুপীড়ায় গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) অতীব উপকারী। উক্ত যন্ত্রের অথবা উহার গ্রীবাদেশের রক্তাধিক্য কিম্বা প্রদাহ জন্মিলে কিঞ্চিৎ তুলা গ্লিসিরিণ্দ্বারা (Glycerine) অভিষিক্ত করতঃ জরায়ুমুখে স্থানিক প্রয়োগ করিলে অপরিমিত সলিলক্ষরণ হওয়াতে রোগী এতাদৃশ সুস্থতালাভ করে যে জলৌকাপ্রয়োগেও তাহা আশা করা যায় না। উক্ত তুলা যোনিগহ্বরে সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে উহা এক ফুট পরিমিত একটী সূত্রখণ্ডে বন্ধন করা আবশ্যক, যে হেতু ঐ সূত্রের অপর সীমা যোনিদ্বারের বহির্ভাগে থাকায় রোগী উহা ধারণ করতঃ স্বেচ্ছাক্রমে অনায়াসেই তুলা বাহির করিতে পারে। এইরূপ প্রণালীতে গ্লিসিরিণ্সিক্ত (Glycerine) তুলা দুই তিন দিন ব্যবহার করিলেই প্রদাহ ও যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া থাকে। যক্ষা অথবা অন্য কোন সংঘাতিক পীড়ার চরমাবস্থায় জিহ্বা শুষ্ক এবং ফার্দ্বারা (Fur) আবৃত হইলে তদুপরি মধ্যে মধ্যে গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) প্রয়োগে রসনার শুষ্কতাজনিত অসুস্থতা হইতে রোগী অনেক শান্তিলাভ করে। চর্ম্মনিম্নে পিচকারীপ্রয়োগার্থে অনেক এল্কালয়েড্ (Alkaloid) গ্লিসিরিণ্দ্বারা (Glycerine) দ্রবীভূত করা যায়। এক ড্রাম গ্লিসিরিণে (Glycerine) ২০ গ্রেণ হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ মর্ফিয়া (Hydrochlorate of Morphia), ২০ গ্রেণ সল্‌ফেট্ অব্ কুইনাইন (Sulphate of Quinine) এবং একগ্রেণ কিউরেরি (Curare) দ্রবীভূত হইয়া থাকে। ঔষধের পেসারি (Pessary) প্রস্তুতার্থেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত। পীড়াপ্রভাবে দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকাতে বেড্ সোরের (Bed Sore) উপক্রম হইলে গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) প্রয়োগে উহা নিবারিত হয়। যেস্থানে উক্ত সোরের (Sore) পূর্ব্বলক্ষণাদি পরিলক্ষিত হয় সেই স্থান প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যায়

ঈষদুষ্ণ সলিলদ্বারা ধৌতকরতঃ পরে অতি কোমল বস্ত্রখণ্ডদ্বারা একান্ত সাবধানতাসহকারে নির্জ্জল করিয়া তদুপরি গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলেই যে বেড্ সোরের (Bed Sore) আশঙ্কা দূরীভূত হয় এমত নহে, উক্ত স্থান নিরন্তর তুলাদ্বারা আবৃত রাখা এবং রোগীর কোমল শয্যায় শয়ন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।

BENZOIC ACID AND BENZOIN

বেঞ্জোয়িক্ এসিড্ এবং বেঞ্জোয়িন্।

ফিজি। বাহ্যপ্রয়োগে উহারা উভয়েই উত্তেজক ও উগ্রতাসাধক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে উহারা বদনগহ্বর ও পাকাশয়মধ্যে উত্তাপ এবং গলাভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ জ্বলন উৎপাদন করে। দেহমধ্যে শোষিত হইয়া শোণিত প্রবাহে মিলিত হইলে উহারা রূপান্তরিত হইয়া হিপিউরিক্ এসিডে (Hippuric Acid) পরিণত হয় এবং এই রূপেই প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা মূত্রের অম্লত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উহাদের ক্রিয়াবশতঃ শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাববৃদ্ধি হওয়াতে উহারা কফনিঃসারক বলিয়া পরিচিত। উহারা পাকাশয় ও অন্ত্রের উপর উত্তেজক এবং ব্লাডার (Bladder) ও ইউরিথ্রার (Urethra) উপর উত্তেজক ও পরিবর্ত্তক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহাদের মূত্রকারক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

উহাদের ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে উত্তেজক ও উগ্রতাসাধক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কফনিঃসারক, উত্তেজক, পরিবর্ত্তক ও মূত্রকারক।

থিরা। টিংচার বেঞ্জোয়িন্ কম্পাউণ্ড (Tincture Benzoin Compound) উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। উহা পচনশীল ও দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিলে দুর্গন্ধ দূরীভূত এবং ক্ষতের অবস্থার উন্নতিসাধন হইয়া থাকে। ফুস্ফুসের কোন পীড়ায় কাশির প্রকোপ অত্যন্ত অধিক হইলে উল্লিখিত ঔষধের বাষ্পাঘ্রাণে উহা প্রশমিত এবং কফস্রাবের বৃদ্ধি হওয়াতে রোগী সত্বর সুস্থতালাভ করে। উক্ত টিংচার (Tincture) জলের সহিত মিশ্রিত করিলে যে লোসান্ (Lotion) প্রস্তুত

হয় উহা আর্টিকেরিয়া (Urticaria), এক্‌জেমা (Eczema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগের কণ্ডূয়ননিবারণে বিশেষ পারদর্শী। স্পিরিট্‌ (Spirit) অথবা ইউডিকলোন্‌-দ্বারা (Eau-de-cologne) বেঞ্জোয়িক্‌ এসিড্‌ (Benzoic Acid) দ্রবীভূত করতঃ আর্টিকেরিয়ারোগে (Urticaria) প্রয়োগ করিলে আশু ফললাভ হয়।

কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য উহারা তরুণ ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Bronchitis), যক্ষা প্রভৃতি পীড়াতে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পাকযন্ত্রের উপর উহাদের উত্তেজক ক্রিয়া থাকাতে অনেকে পুরাতন উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে উহা প্রয়োগ করেন। পরিবর্ত্তক ও উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য উহারা মূত্রযন্ত্রের পীড়াতে ব্যবহার্য্য। ব্লাডার (Bladder) এবং ইউরিথ্রার (Urethra) পুরাতন প্রদাহে উহারা অতীব ফলদায়ক; বিশেষতঃ যে স্থলে প্রস্রাবের সহিত অপরিমিত পরিমাণে ফস্‌ফেটস্‌ (Phosphates) নির্গত হয় এবং মূত্রের প্রতিক্রিয়া (Reaction) ক্ষাররসাত্মক (Alkaline) হয় সেই স্থলেই উহাদের কার্য্যকারিতা অধিক। প্রস্রাবে দুর্গন্ধ থাকিলে এতৎসেবনে উহা দূরীভূত হয়। মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য অনেকে উহা কিড্‌নির (Kidney) পীড়াতে ব্যবহার করেন। উহা কখন কখন কাইলিউরিয়ারোগেও (Chyluria) প্রযোজিত হয়।

HEMIDISMUS,

হেমিডিস্‌ম্যাস্‌ বা অনন্তমূল।

ক্রিয়া। অনন্তমূল এতদ্দেশীয় সার্‌সা প্যারিলা (Sarsa Parilla)। সার্‌সার (Sarsa) ন্যায় উহা আগ্নেয়, বলকারক, পরিবর্ত্তক, ঘর্ম্মকারক প্রভৃতি ক্রিয়া প্রকাশ করে। যে স্থলে সার্‌সা (Sarsa) ব্যবস্থেয়, সেই স্থলেই উহার ব্যবহার প্রচলিত; অর্থাৎ সার্‌সার (Sarsa) পরিবর্ত্তে উহা ব্যবহৃত হয়। সিফিলিস্‌ (Syphilis), চর্ম্মরোগ, পুরাতন বাত, সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা, কিড্‌নি-পীড়া (Diseases of the K dney) প্রভৃতিতে উহা অতীব ফলদায়ক।

GENTIAN AND CHIRATTA.

জেন্‌সিয়ান্ এবং চিরেতা।

থিরা। উল্লিখিত ঔষধদ্বয় আগ্নেয় ও তিক্ত বলকারক। উহাদের সংকোচক ক্রিয়া নাই। উহা সেবন করিলে পাকস্থলীর অবস্থার উন্নতিসাধন ও পুষ্টিসাধন হওয়াতে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। উহারা ক্রিমিনাশক বলিয়াও পরিচিত। অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) প্রভৃতি পীড়াতে এবং শারীরিক দুর্ব্বলতায় উহারা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ক্রিমিনাশার্থও উহাদের ব্যবহার প্রচলিত।

JALAP AND SCAMONY.

জালাপ্ এবং স্ক্যামনি।

ফিজি। জালাপ্ (Jalap) এবং স্ক্যামনি (Scamony) আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে আন্ত্রিক স্রাবের বৃদ্ধি হওয়াতে জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। উহারা পাকাশয় ও অন্ত্রের উগ্রতাসাধন করাতে বিবমিষা, বমন ও উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত হয়। জালাপ্ (Jalap) ক্ষুদ্রান্ত্র ও যকৃতের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহার বিরেচক ও পিত্তনিঃসারক ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা যে কেবল পিত্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি করে এমত নহে, এতদ্দ্বারা উহার কঠিন পদার্থও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। স্ক্যামনি (Scamony) জালাপের (Jalap) ন্যায় বলবৎ পিত্তনিঃসারক নহে। উহাদের উভয়েরই ক্রিমিনাশক ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু ক্রিমি ধ্বংস করিবার উহাদের সামর্থ্য নাই, কেবলমাত্র উহাদের বিরেচক ক্রিয়াপ্রভাবেই অন্ত্রাভ্যন্তর হইতে উক্ত কীট নিঃসারিত হইয়া থাকে।

উহাদের ক্রিয়া—জলবৎ বিরেচক ও ক্রিমিনাশক। জালাপ্ (Jalap) অধিকন্তু পিত্তনিঃসারক।

থিরা। জ্বর অথবা অন্যান্য রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে কিম্বা স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতারোগে উহারা কেলোমেল্ (Calomel) সহযোগে ব্যবহৃত

হয়, কিন্তু আন্ত্রিক প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে উহাদিগকে প্রয়োগ করা উচিত নহে। যকৃতের ক্রিয়াভাববশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মিলে জালাপ্‌ (Jalap) সেবনে উপকার দর্শে। শোথরোগে এবং মস্তিষ্ক অথবা প্লুরাগহ্বরমধ্যে জল সঞ্চিত হইলে এসিড্‌ টার্ট্রেট্‌ অব্‌ পটাসের (Acid Tartrate of Potash) সহিত উহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেক্‌টাম্‌মধ্যে (Rectum) সূত্রবৎ ক্রিমির অবস্থানে উহাদের জোলাপ অতীব ফলদায়ক। হৃৎপিণ্ডপীড়ায় উহাদের জোলাপ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উক্ত যন্ত্রের যান্ত্রিক পীড়াবশতঃ ব্রঙ্কাইটিস্‌ (Bronchitis) রোগ জন্মিলে এবং হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গহ্বরদ্বয়ে ও সর্ব্বাঙ্গের শিরামধ্যে রক্তাধিক্য হইলে সাতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র, প্রভূত কফস্রাব, হস্তপদাদির শীতলতা, শারীরিক নিস্তেজতা, মুখমণ্ডলের নীলিমাবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণনিচয় আবির্ভূত হয়। এতাদৃশাবস্থায় জালাপ্‌ (Jalap) অথবা স্ক্যামনি (Scamony) সেবনে চারি পাঁচ বার জলবৎ ভেদ হইলে শিরার রক্তাধিক্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি স্বল্পকালমধ্যেই দূরীভূত হওয়াতে রোগী অসহ্য যন্ত্রণা হইতে আশু মুক্তিলাভ করে। এইরূপে উক্ত ঔষধি বারৈকদ্বয় প্রয়োগ করিলেই পীড়াপ্রকোপ এককালীন খর্ব্বীভূত হয়।

DULCAMARA

ডাল্‌কামারা।

থিরা। ইহা ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক ও পরিবর্ত্তক। সিফিলিস্‌ (Syphilis) এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

CAPSICUM.

ক্যাপ্‌সিকাম্‌।

ফিজি। বাহ্যপ্রয়োগে ক্যাপ্‌সিকাম্‌ (Capsicum) রুবিফেসিয়েন্ট্‌ (Rubifacient)। চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উহা প্রথমতঃ উহার আরক্তিমতা, উত্তাপ ও জ্বলন এবং পরে ফোস্কা উৎপাদন করে। উহার আস্বাদন

অতীব ঝাল। মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে উহা তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতা-সাধন করে এবং নিরতিশয় জ্বলন উপস্থিত হয়। এতদ্দ্বারা প্রভূত লালক্ষরণ হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ উৎপাদন করে, কিন্তু অল্প মাত্রায় উহা আগ্নেয় বলিয়া পরিচিত। উহা কখন কখন নিদ্রাকারক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে।

উহার ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে রুবিফেসিয়েন্ট্ (Rubifacient), প্রত্যু-গ্রতাসাধক, ফোস্কাকারক, ও বেদনানিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে লাল-নিঃসারক, আগ্নেয় ও বলকারক এবং নিদ্রাকারক।

থিরা। রুবিফেসিয়েন্ট্ (Rubifacient) ক্রিয়ার জন্য উহা সচরাচর স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয় না। কেহ কেহ টিংচার অব্ ক্যাপ্সিকাম্ (Tincture of Capsicum) চিল্‌ব্লেন্ নামক চর্ম্মরোগের (Chilblains) প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ উক্ত রোগে যে সকল ব্রণ নির্গত হয় উহা ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রয়োগ করেন। এতদ্দ্বারা পীড়ার প্রতিকারসাধন হয় বটে, কিন্তু উল্লিখিত রোগে এতদপেক্ষা আইওডিন্ অয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ (Iodine Ointment) অধিকতর ফলদায়ক। উহা উক্ত রোগে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ব্যবহেয়। রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্‌দ্বারা (Rectified Spirit) ক্যাপ্সিকামের (Capsicum) টিংচার (Tincture) প্রস্তুত করতঃ উহাকে গাম্ আরাবিক্ (Gum Arabic) ও জলের সহিত এরূপে মিশ্রিত করিবে যেন উহা কর্দ্দমা-কারে পরিণত হয়। এইরূপে ঐ তিনটী পদার্থ সুন্দররূপে মিলিত হইলে উহা বুরুষদ্বারা এক খণ্ড রেশমী বস্ত্রে প্রলেপাকারে সংস্থাপন করতঃ আতপ-তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। অতঃপর উক্ত বস্ত্রখণ্ড যাবৎ চিক্কণ না হইবে তাবৎ পূর্ব্বোল্লিখিত মিশ্র উপর্যুপরি প্রয়োগ করতঃ শুষ্ক করিতে হইবেক। এই বস্ত্রখণ্ড কেবল যে চিল্‌ব্লেনরোগে (Chilblains) চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে এমত নহে, দগ্ধীভূত স্থানে ফোস্কা উত্থিত হইবার পূর্ব্বে, অথবা বাতগ্রস্ত গ্রন্থিতে উহা প্রয়োগ করিলেও বেদনা, জ্বলন প্রভৃতি আশু নিবারিত হয়।

ক্যাপ্সিকাম্ (Capsicum) অপরাপর বেদনাজনক পীড়াতেও অতীব ফলদায়ক। লাম্বেগো (Lumbago), টর্টিকলিস্ (Torticollis), প্লুরো-

ডিনিয়া (Pleurodynia) প্রভৃতি বাতব্যাধিতে এবং দন্তশূল, স্নায়ুশূল (Neuralgia) প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক পীড়াতে অনেকে উহার ইন্‌ফিউসন্‌ (Infusion) ব্যবহার করেন। উহা নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়। একমুষ্টিপরিমিত ক্যাপ্‌সিকাম্‌ (Capsicum) এক পাইণ্ট (Pint) উষ্ণ অথবা শীতল জলে নিক্ষেপ করতঃ ৩৬ ঘণ্টা কাল রক্ষা করিয়া পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে যে ইন্‌ফিউসন্‌ (Infusion) প্রস্তুত হইবে উহাতে এক খণ্ড লিণ্ট্‌ (Lint) অভিষিক্ত করতঃ বেদনাস্থানে প্রয়োগ করিলে উহা অনতিকালমধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে। উক্ত ইন্‌ফিউসন্‌ (Infusion) এক ড্রাম পরিমাণে এক পাইণ্ট্‌ (Pint) জলে মিশ্রিত করিয়া সোর্‌থ্রোট্‌ (Sorethroat), টন্‌সিলাইটিস্‌ (Tonsillitis), ফেরিঞ্জাইটিস্‌ (Pharyngitis) প্রভৃতি পীড়াতে কুল্লী করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। শেষোল্লিখিত এই তিনটী পীড়ায় উহা প্রদাহনিবারণে সমর্থ বটে, কিন্তু প্রদাহ নিম্নস্থিত টিসুমধ্যে বিস্তৃত হইলে উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। গলাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও শিথিলতানিবন্ধন বহুল পূয় ও শ্লেষ্মাস্রাব হইলেও উহা উপকারী বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা গ্লিসরিণ্‌ অব্‌ ট্যানিন্‌ (Glycerine of Tannin) অধিকতর ফলপ্রদ।

আমরা সচরাচর আহার্য্য পদার্থের সহিত ক্যাপ্‌সিকাম্‌ (Capsicum) ভক্ষণ করিয়া থাকি। আগ্নেয় ক্রিয়ার জন্য উহা অজীর্ণতারোগে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উহা কিয়দ্দিন সেবন করিলেই রোগী উহাতে এতাদৃশ অভ্যস্ত হইয়া থাকে যে ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি না করিলে অবশেষে কোন ফললাভ হয় না। ডিপ্‌সোমেনিয়া (Dipsomania) রোগে টিংচার অব্‌ ক্যাপ্‌সিকাম্‌ (Tincture of Capsicum) অতীব ফলদায়ক। এই পীড়ায় সুরাপানেচ্ছা অতিশয় প্রবল হয়, এবং কিছুতেই রোগীর মদ্যপানলালসা প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এই রোগে উক্ত টিংচার (Tincture) দশ বিন্দু মাত্রায় আহারের অনতিপূর্ব্বে প্রযোজ্য। পানেচ্ছা প্রবল হইলে অথবা অত্যধিক সুরাপান বশতঃ মানসিক নিস্তেজতা উপস্থিত হইলেও উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা মদ্যপায়ীদিগের প্রাতঃকালীয় বিবমিষা, বমন, আলস্য, স্ফূর্ত্তিহীনতা, পিপাসা, সুরাপানেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণসকল দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ ক্ষুধা ও

পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ডিলিরিয়াম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) রোগে নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। এতদুদ্দেশে ক্যাপ্সিকাম্ চূর্ণ (Pulv Capsicum) ২০ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় মধুসহযোগে সেবনীয়। যদ্যপি একবার মাত্র ব্যবহারে নিদ্রাকর্ষণ না হয় তাহা হইলে তিন ঘণ্টা পরে পুনঃপ্রয়োগ করা বিধেয়। এতাদৃশ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে পাকাশয়ের কিছুমাত্র বিকৃতি উপস্থিত হয় না। ডিপ্সোমেনিয়া (Dipsomania) রোগে নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে; যথা টিংচার অব্ ক্যাপ্সিকাম্ (Tincture of Capsicum) দশ বিন্দু, পটাস্ ব্রোমাইড্ (Potash Bromide) দশ গ্রেণ, স্পিরিট্ এমন্ এরোম্যাটিক্ (Spirit Ammon Aromatic) এক ড্রাম এবং জল এক আউন্স। ইহা প্রত্যহ চারি পাঁচ বার সেবনীয়। কেহ কেহ পটাস্ ব্রোমাইডের (Potash Bromide) পরিবর্ত্তে দুই বিন্দু লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ (Liquor Arsenicalis) অথবা তিন চারি বিন্দু টিংচার নাক্স্ ভমিকা (Tincture Nux Vomica) প্রয়োগ করেন।

সামারডায়ারিয়ারোগে (Summer Diarrhœa) ক্যাপ্সিকাম্ (Capsicum) মহোপকারী। অন্নমধ্যে অপাচ্য পদার্থের অবস্থানবশতঃ উদরাময় হইলে কখন কখন ঐ পদার্থ নির্গত হইয়া গেলেও কিয়দ্দিন যাবৎ উদরাময় বর্ত্তমান থাকে, এই উদরাময়নিবারণেও উহা বিশেষ উপযোগী। উদরাধ্মানে ও উহা উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়ার জন্য উহা ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) রোগেও ব্যবহৃত হয়।

NUX VOMICA

নাক্স্ ভমিকা।

ফিজি। নাক্স্ ভমিকার (Nux Vomica) বীর্য্যের নাম ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia)। উহাতে আরও দুইটী এল্কালয়েড্ (Alkaloid) পাওয়া যায় তাহাদের নাম ব্রুসিয়া ও থিবেয়া (Brucia and Thebaia)। এই ত্রিবিধ এল্কালয়েডের (Alkaloid) উপর নাক্স্ ভমিকার (Nux Vomica) ক্রিয়া

নির্ভর করে। মানবদেহের উপর উল্লিখিত তিনটী পদার্থেরই ক্রিয়া প্রায় একরূপ, তবে প্রভেদ এই যে থিবেয়ার (Thebaia) ক্রিয়াপেক্ষা ব্রুসিয়ার (Brucia) ক্রিয়া বলবতী, এবং ব্রুসিয়ার (Brucia) ক্রিয়াপেক্ষা ষ্ট্রিক্নিয়ার (Strychnia) ক্রিয়া আরও বলবতী।

নাক্স ভমিকা (Nux Vomica) অথবা ষ্ট্রিক্নিয়ার (Strychnia) আস্বাদ অতিশয় তিক্ত। উহারা মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে অন্যান্য তিক্তৌষধির ন্যায় লালাক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

অধিক মাত্রায় সেবন করিলে নাক্স ভমিকা (Nux Vomica) অথবা ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) অনতিকালমধ্যেই শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিলিত হয় এবং মানবদেহোপরি বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) বিষে দেহ বিষাক্ত হইলে ধনুষ্টঙ্কাররোগের লক্ষণনিচয় আবির্ভূত হয়। উক্ত বিষময় ঔষধ সেবনান্তে অর্দ্ধ অথবা একঘণ্টাকাল মধ্যেই উহার বিষলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। প্রথমতঃ রোগী শারীরিক অসুস্থতা ও অস্থিরতা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে ঈষৎ বেদনা অনুভব করে, অতঃপর উক্ত বেদনা দেহের একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়। উহা প্রথমতঃ পৃষ্ঠদেশে আবির্ভূত হইয়া পরে হস্তপদাদিতে ভ্রমণ করিতে থাকে। এই বেদনা অনুভূত হইবার কিয়ৎকাল পরেই পৈশিক আক্ষেপ আরম্ভ হয়, এবং যৎকালে সর্ব্বশরীরের পেশীসমূহ আক্ষিপ্ত হয় তৎকালে সর্ব্বাঙ্গ এককালীন কঠিন হইয়া যায়, শ্বাসক্রিয়া সংরুদ্ধ হওয়াতে মুখমণ্ডল নীলিমাবর্ণ ধারণ করে, গ্রীবাদেশের উভয়পার্শ্বস্থ যুগুলার্ ভেন্ (Jugular Vein) স্ফীত ও স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হয়, নয়নদ্বয় স্থির, নির্নিমেষ ও বিস্ফারিত এবং কণীনিকা প্রসারিত হয়, এবং ম্যাসিটার্ (Massiter) প্রভৃতি পেশীর আক্ষেপবশতঃ রোগীর মুখব্যাদন করিবার শক্তি থাকে না। প্রত্যেক ফিট্ (Fit) একমুহূর্ত্ত হইতে এক মিনিট অথবা তদধিক কাল অবস্থিতি করে। যৎকালে ফিট্ (Fit) উপস্থিত হয় তৎকালে রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু উহার চৈতন্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না। যে সময়ে ফিট্ (Fit) না থাকে সে সময়ে রোগী অনেক সুস্থতালাভ করে। নিতান্ত সামান্য কারণে এই ফিটের (Fit) আবির্ভাব হয়। অসাবধানতাবশতঃ

কোন ব্যক্তি অথবা আকাশবায়ু কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রশ্বাসবায়ু রোগীর গাত্র স্পর্শ করিলে, রোগীর শয়নগৃহে কিম্বা শয্যোপরি হস্তপদাদিসঞ্চালনের শব্দ হইলে, এমন কি নয়নোন্মীলনমাত্রেই যদ্যপি রোগী কোন ব্যক্তিকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখে তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ ফিট্ (Fit) উপস্থিত হইয়া থাকে। ষ্ট্রিক্‌নিয়া (Strychnia) বিষে দেহ জর্জ্জরিত ও উপরোক্ত লক্ষণাদি আবির্ভূত হইলে প্রায় তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই রোগী মানবলীলা সম্বরণ করে, কিন্তু যদ্যপি উল্লিখিত কাল উত্তীর্ণ হয় তাহা হইলে রোগীর আরোগ্যসম্ভাবনা প্রত্যাশা করা যায়। এতদ্দ্বারা যে মৃত্যু ঘটে তাহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, প্রথম কারণ এই যে কোন কোন স্থলে পুনঃ পুনঃ কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) উপস্থিত হওয়াতে রোগী নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্যই রোগীর মৃত্যু হয়; দ্বিতীয় কারণ এই যে যে সকল পেশীদ্বারা শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই সকল পেশী ফিটের (Fit) সময় এরূপে আক্ষিপ্ত হয় যে উক্ত ক্রিয়া এককালীন সংরুদ্ধ হওয়াতে রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ষ্ট্রিক্‌নিয়া (Strychnia) বিষপ্রভাবে যে সকল রোগীর মৃত্যু হয় তাহাদের শারীরিক উত্তাপ ১০৪, ১০৫, ১০৬ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ষ্ট্রিক্‌নিয়াদ্বারা (Strychnia) যে পৈশিক আক্ষেপ সম্ভবিত হয় উহার কারণনির্দ্দেশ করাই এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য। ইহা বিদিত আছে যে উক্ত বিষে দেহ বিষাক্ত হইলে রোগীর জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মস্তিষ্কের উপর উহার কোন ক্রিয়া নাই। এতদ্দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলী ও পেশীসমূহের বিকৃতি উপস্থিত হওয়াতে যে এই লক্ষণের আবির্ভাব হয় তাহাও বিবেচনাসিদ্ধ নহে; যে হেতু যদ্যপি কোন জন্তুর দক্ষিণ পদের সায়েটিক্ স্নায়ু (Sciatic Nerve) কর্ত্তন করতঃ উহাকে ষ্ট্রিক্‌নিয়া (Strychnia) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ পদের পেশী ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গের পেশী আক্ষিপ্ত হয়, এবং ঐ পদের কোন রূপ উত্তেজনা সাধন করিলেই রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) সংঘটিত হইতে থাকে। এই রূপ হইবার কারণ এই যে বাম পদের ন্যায় দক্ষিণ পদস্থিত পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীমধ্যে বিষাক্ত রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ পদের সায়েটিক্ স্নায়ু (Sciatic Nerve)

কর্ত্তন করাতে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) সহিত উহার সম্বন্ধ রহিত হইযাছে, যাহা বাম পদের হয় নাই। যদ্যপি পেশী অথবা স্নায়ুদিগের বিকৃতি হইতে পৈশিক আক্ষেপের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে যখন উভয় পদমধ্যেই উক্ত বিষময ঔষধি প্রবেশকরতঃ স্নায়ু ও পেশীদিগের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে তখন দক্ষিণ পদের সায়েটিক্ স্নায়ু (Sciatic Nerve) বিভক্ত হইলেও উভয় পদেরই আক্ষেপ ঘটিত, কিন্তু যে পদের সায়েটিক্ স্নায়ু (Sciatic Nerve) দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে সে পদের অক্ষেপ উপস্থিত না হওয়াতে এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে দক্ষিণ পদের স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) সহিত সম্বন্ধ রহিত হওযাতে উহার আক্ষেপ জন্মে নাই। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্ত বিষময় ঔষধি স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) বিকৃতি উৎপাদন করিযাই এই লক্ষণের সৃষ্টি করে। ইহার আরও প্রমাণ এই যে যদ্যপি কোন জন্তুর স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) নিম্নভাগে ধমনী বন্ধন করিয়া বিষাক্ত শোণিতের গতিরোধ করতঃ পরে উহাকে ষ্ট্রিক্নিযা (Srychnia) প্রযোগ করা যায তাহা হইলে দেহের উর্দ্ধাংশের পেশীসমূহ আক্ষিপ্ত হয, কিন্তু পদদ্বযের পৈশিক আক্ষেপ দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার কারণ এই যে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) উর্দ্ধাংশে বিষাক্ত রক্ত প্রবেশকরতঃ উহার বিকৃতি উৎপাদন করাতে তৎস্থানজাত স্নায়ুনিচয় যে সকল পেশীকে পোষণ করে সেই সকল পেশীর আক্ষেপ ঘটে, এবং উক্ত কর্ডের (Cord) নিম্নাংশে ঐ বিষ প্রবেশ করিতে না পারাতে উক্ত স্থল নির্গত স্নায়ুসকলদ্বারা যে সকল পেশী পোষিত হয তাহাদের আক্ষেপ সংঘটিত হয় না। অতএব এতদ্দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে ষ্ট্রিক্নিযা (Strychnia) স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) উপর ক্রিয়া প্রকাশকরতঃ এই লক্ষণের সৃষ্টি করে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে ষ্ট্রিক্নিযা (Strychnia) সেন্সারি ও মোটার্ স্নায়ুর (Sensory and Motor Nerves) কোনরূপ বিকৃতি উৎপাদন করে না, কিন্তু এ প্রস্তাব নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কোনরূপ আঘাত কিম্বা ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) সেবন যে কোন কারণেই ধনুষ্টঙ্কাররোগের উৎপত্তি হউক না কেন উক্ত পীড়ায় মোটার্ স্নায়ুসকলের (Motor Nerves)

প্রবাহবহনশক্তির হ্রাস হয়, যে হেতু যদ্যপি উহাদের উপর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে পেশীসমূহ তাদৃশ বলপূর্ব্বক সংকুচিত হয় না। ইহার আরও প্রমাণ এই যে ষ্ট্রিক্‌নিয়া (Strychnia) প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে যদ্যপি কোন জন্তুর দক্ষিণ পদের কেবলমাত্র সায়েটিক্ স্নায়ু (Sciatic Nerve) ব্যতীত ধমনী, শিরা প্রভৃতি অন্যান্য সকল টিসু (Tissue) বন্ধন করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে উহার দেহস্থ সমস্ত পেশীই প্রথমতঃ আক্ষিপ্ত হয় কিন্তু কিয়ৎকালমধ্যেই বাম পদের পৈশিক আক্ষেপ নিবারিত হয়, দক্ষিণ পদে উহা দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে ধমনী, শিরা প্রভৃতির বন্ধনহেতু দক্ষিণ পদমধ্যে বিষাক্ত রক্তরাশি প্রবেশ করিতে না পারায় উহা তত্রস্থ স্নায়ুবর্গের উপর কোনরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং উক্ত পদে পৈশিক আক্ষেপ সহসা অন্তর্হিত হয় না; কিন্তু বাম পদে এবম্ভূত শোণিতরাশির গতিবিধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটাতে উহা তত্রস্থ স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ক্রিয়াপ্রকাশ করতঃ ক্রমশঃ উহাদের পক্ষাঘাত উৎপাদন করাতে স্বল্পকালমধ্যেই আক্ষিপ্ত পেশীসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে উক্ত বিষপ্রভাবে দেহস্থ মোটার্ স্নায়ুসমূহ (Motor Nerves) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়।

স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) উপর ষ্ট্রিক্‌নিয়ার (Strychnia) ক্রিয়া দ্বিবিধ। এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ কর্ডস্থিত (Cord) ধমনীগুলি বিস্ফারিত হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) স্বাভাবিক ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উহাদ্বারা কর্ডের (Cord) এরূপ বিকৃতি জন্মে যে সেন্সারি স্নায়ুদ্বারা (Sensory Nerve) অতি সামান্য মাত্র উত্তেজনা উহার কোন স্থানে নীত হইলে উহা তৎক্ষণাৎ কর্ডমধ্যে (Cord) এক কেন্দ্র (Centre) হইতে অন্য কেন্দ্রে সঞ্চালিত হয় এবং ক্ষণকালমধ্যেই উহার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফলতঃ এতদ্দ্বারা কর্ডস্থিত (Cord) কেন্দ্রসমূহের *উত্তেজনাপ্রতিরোধশক্তির (Power of Resistance)* হ্রাস এবং উত্তেজনাসঞ্চালনশক্তির (Power of Diffusion) বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

স্বল্পমাত্রায় ষ্ট্রিক্‌নিয়া (Strychnia) ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রের (Vaso Motor Centre) উত্তেজনাসাধনকরতঃ আর্টিরিয়াল্ টেন্সনের (Arterial

Tension) বৃদ্ধি এবং আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্বারা ক্ষুধা, পরিপাকশক্তি, এবং শরীরের সর্ব্বত্রের পেশীসূত্রের বল বৃদ্ধি হওয়াতে উহা বলকারক নামে অভিহিত। উহাদ্বারা অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত ও উহার স্রাব বর্দ্ধিত হয়। উহা উদরস্থ সঞ্চিত বায়ু দূরীকরণে সমর্থ, তজ্জন্য বায়ুনাশক বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু যকৃতের উপর কোন ক্রিয়া না থাকাতে উহা পিত্তনিঃসারক নহে।

ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) হৃৎপিণ্ডস্থিত পেশীসমূহের সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করাতে হৃৎপিণ্ডোত্তেজক ও বলকারক বলিয়া চিকিৎসকসমাজে অতীব আদরণীয়। এতৎপ্রভাবে ক্যাপিলারিমধ্যে (Capillary) শোণিতপ্রবাহ বেগে প্রধাবিত হয়। উহা মূত্রকারক বলিয়াও অনেকের বিশ্বাস। জননেন্দ্রিয়ের উপর উহার বলকারক ও উত্তেজক ক্রিয়া থাকাতে উহা একটী উৎকৃষ্ট কামোদ্দীপক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। উহা সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তির স্ত্রীসহবাসেচ্ছা এতাদৃশ প্রবল হয় যে নিরন্তর জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইতে থাকে। মূত্রাধারের (Bladder) উপরও উহা বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে জরায়ুর উপরও উহার উত্তেজক ক্রিয়া আছে। এতদ্বারা অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক্ ক্রিয়া (Peristaltic Action) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে উহা বিরেচক ঔষধের সহায়তা করে, এবং অতিশয় অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বমননিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

কথিত আছে যে ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) সেবন করিলে শোণিতস্থ লোহিত কণিকাগুলির অম্লজানবাষ্পাহরণ এবং কার্বনিক্ এসিড্ (Carbonic Acid) বাষ্পনিঃসারণশক্তির হ্রাস হয়।

মানবদেহোপরি ব্রুসিয়া ও থিবেয়ার (Brucia and Thebaia) ক্রিয়া ষ্ট্রিক্নিয়ার (Strychnia) ন্যায় বটে, কিন্তু উহারা এতদপেক্ষা হীনবীর্য্য।

উল্লিখিত ত্রিবিধ এল্‌কালয়েডের (Alkaloid) ক্রিয়া ইতিপূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইল, উহাদের মিথিল্ ও ইথিল্ কম্পাউণ্ডের (Methyl and Ethyl Compounds) ক্রিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদের দ্বারা ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণাদি আবির্ভূত না হইয়া বরং পক্ষাঘাত ঘটে, যে হেতু ইহারা মোটার-

স্নায়ুর (Motor Nerves) অন্তপ্রদেশের পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। ইহাদের প্রভাবে মৃত্যু ঘটিলেও হৃৎপিণ্ডক্রিয়া কিয়ৎকালযাবৎ বিলুপ্ত হয় না।

নাক্স্ ভমিকার (Nux Vomica) ক্রিয়া—আগ্নেয়, সার্ব্বাঙ্গিক বলকারক, স্নায়বীয় উত্তেজক, হৃৎপিণ্ডোত্তেজক, জরায়ু উত্তেজক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক, এবং কামোদ্দীপক। অল্প মাত্রায় বমননিবারক এবং অধিক মাত্রায় আক্ষেপ-জনক। অত্যধিক মাত্রায় বিষক্রিয়াজনক।

থিরা। পূর্ব্বকালে চিকিৎসকেরা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে ব্লিষ্টার (Blister) প্রয়োগদ্বারা ক্ষতোৎপাদন করিয়া তদুপরি ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু ইদানীন্তন উহা অপ্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে উহা এরূপ প্রণালীতে ব্যবহৃত না হইয়া চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োজিত হয়। এই রূপে অনেক চিকিৎসক উহা কার্ডিয়াল্জিয়া (Cardialgia), গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া (Gastralgia) প্রভৃতি রোগে $\frac{1}{120}$ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে এতাদৃশ বেদনাদায়ক পীড়ার যন্ত্রণানিবারণে উহা যেমন তৎপর, অন্য কোন ঔষধ সেরূপ নহে। কেহ কেহ বলেন যে স্থানিক পক্ষাঘাতে এবং মস্তিষ্ক অথবা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পীড়াবশতঃ যে পক্ষাঘাত জন্মে তাহাতে সপ্তাহমধ্যে দুই তিনবার ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) $\frac{1}{16}$ হইতে $\frac{1}{8}$ গ্রেণ মাত্রায় চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। এতদ্দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের গুরুত্ব, শীতলতা ও পৈশিক আক্ষেপ সত্বর দূরীভূত হয়। মস্তিষ্ক কিম্বা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পীড়া-সম্ভূত পক্ষাঘাতে পিচকারীদ্বারা ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) প্রয়োগ করা অনেকের অভিমত নহে। তাঁহারা বলেন যে স্থানিক পক্ষাঘাতে ও বালক-দিগের পক্ষাঘাতে, অথবা দেহমধ্যে কোন স্নায়ু অর্ব্বুদাদিদ্বারা সঙ্কাপিত হইলে যে পক্ষাঘাত ঘটে তাহাতে, কিম্বা ডিপ্থিরিয়া (Diphtheria), স্কার্লেটিনা (Scarletina) প্রভৃতি বলক্ষয়কারক পীড়াবশতঃ যে পক্ষাঘাত অথবা পৈশিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় উহাতে, এবং শীসবিষসম্ভূত অথবা গাউট (Gout) রোগজনিত পক্ষাঘাতে উহার কার্য্যকারিতা অধিক। কোন কোন চিকিৎসক কর্ণ অথবা চক্ষুঃরোগেও উহার পিচকারী ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু এতদুদ্দেশে উহা অতিশয় অধিকমাত্রায় প্রয়োগ না করিলে বিশেষ ফল-

লাভ হয় না। যাহা হউক উহা প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমতঃ স্বল্প মাত্রায় আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

কঠিন পীড়াবসানে অথবা শারীরিক দুর্ব্বলতায় নাক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) এবং ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) উভয়েই আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত স্থলে উহারা পাকস্থলীর শৈষ্মিক ঝিল্লীর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর করতঃ ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়া, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), যকৃতের সিরোসিস্ (Cirrhosis of the Liver) প্রভৃতি দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়াপ্রভাবে পাকাশয়ের বিকৃতি উপস্থিত হইলে এবং উহার আনুসঙ্গিক ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা, রসনার মলিনত্ব প্রভৃতি লক্ষণরাজি বর্ত্তমান থাকিলে নাক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদুদ্দেশে উহা এক অথবা দুই বিন্দু মাত্রায় স্বল্পপরিমিত সলিলসহযোগে দুইঘণ্টাকালব্যবধানে প্রয়োগ করিলে সচরাচর দিবসৈকদ্বয়মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাদি দূরীভূত এবং ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উহা উদরাধ্মাননিবারণে অতীব উপযোগী। সুস্থ অথবা পীড়িত যে কোন অবস্থাতে উদর স্ফীত হউক না কেন উহা তদ্দূরীকরণে সমর্থ। স্বল্প মাত্রায় প্রতিদিন তিন চারি বার সেবন করিলে এতদ্দ্বারা অম্লরোগজনিত উদরের ও বক্ষঃস্থলের জ্বলন নিবারিত হয়।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ারোগে (Dyspepsia) নাক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) অতীব উপকারী; বিশেষতঃ উহাতে বুকজ্বালা, অম্লোদ্গার, উদরাধ্মান, উদরমধ্যে জ্বলন, উত্তাপ ও গুরুত্ববোধ, মস্তকোপরি গুরুত্ববোধ প্রভৃতি লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকিলে উহা অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। উল্লিখিতাবস্থায় টিংচার অব্ নাক্স্ ভমিকা (Tincture of Nux Vomica) পাঁচ বিন্দু মাত্রায় আহারের ১৫ মিনিট পূর্ব্বে প্রত্যহ বারত্রয় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কখন কখন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) না থাকিলেও জরায়ু অথবা অন্য কোন যান্ত্রিক পীড়াবশতঃ মস্তকোপরি গুরুত্ববোধ হয়, সেস্থলেও উহা ঐ লক্ষণ দূরীকরণে পরাঙ্মুখ হয় না।

তরুণ গ্যাষ্ট্রাইটিস্ (Acute Gastritis) অর্থাৎ পাকাশয়ের তরুণ প্রদাহে শিরঃপীড়া ও বমন বর্ত্তমান থাকিলে উহার টিংচার (Tincture) এক বিন্দু

মাত্রায় কিঞ্চিৎ জলের সহিত ১০ অথবা ১৫ মিনিট কালব্যবধানে ৮.১০ বার, এবং তৎপরে প্রতিঘণ্টায় অথবা দুই ঘণ্টান্তর সেবন করিলে কিয়ৎকালমধ্যেই শিরঃপীড়া দূরীভূত হয়।

স্বাভাবিক অথবা সাময়িক (Temporary) কোষ্ঠবদ্ধতারোগে টিংচার কিম্বা এক্স্ট্রাক্ট্ অব্ নাক্স্ ভমিকা (Tincture or Extract of Nux Vomica) রুবার্ব (Rhubarb), কলসিন্থ্ (Colocynth), ক্যালোমেল্ (Calomel) প্রভৃতি বিরেচক ঔষধসহযোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে, কিন্তু উহা আহারের প্রাক্কালে সেবন করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত পীড়ায় উহার টিংচার (Tincture) এক অথবা দুই বিন্দু মাত্রায় প্রত্যহ দুই তিন বার প্রয়োগ করিলেও তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত রোগে ইহার ক্রিয়া তাদৃশ নিশ্চিত নহে। যে স্থলে যকৃতের ক্রিয়ারাহিত্যবশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে সে স্থলে উহা অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

নাক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) এবং ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) এতদুভয়ই পক্ষাঘাতরোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পীড়াবশতঃ যে পক্ষাঘাত ঘটে তাহাতেই উহাদের কার্য্যকারিতা অধিক। সীসধাতু অথবা গাউট্ (Gout) জনিত পক্ষাঘাত কিম্বা অন্যান্য স্থানিক পক্ষাঘাতে উহারা অতীব উপকারী। স্ফিংটার এনাই (Sphincter Ani) পেশীর পক্ষাঘাতে অনেকে উহা চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করেন। কখন কখন হেমিপ্লিজিয়া (Hemiplegia) পীড়াতেও উহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহাতে উহা তাদৃশ সুফল প্রসব করে না।

প্রোলাপ্সাস্ এনাই রোগে (Prolapsus Ani) ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। উহা সচরাচর উদরাময় অথবা রক্তামাশয় পীড়া হইতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং উক্ত কারণ দূর করিলেই রোগের শান্তি হইয়া থাকে। যদ্যপি উহার সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) বিরেচক ঔষধসহযোগে ব্যবস্থেয়। বহির্নিঃসৃত রেক্টাম্ (Rectum) যথাস্থানে প্রস্থান করিলেও কিয়ৎকাল যাবৎ উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যে হেতু তাহা হইলে উহাদ্বারা পীড়িত স্থানের শিথিলতা দূরীভূত হওয়াতে রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না।

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকদিগের হিষ্টিরিয়া (Hysteria) রোগে টিংচার অব্ নাক্স্ ভমিকা (Tincture of Nux Vomica) মহোপকারী। এই পীড়ায় উদরাধ্মান, মস্তকোপরি উত্তাপ ও গুরুত্ববোধ, মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা প্রভৃতি লক্ষণসকল বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে নক্স্ ভমিকার (Nux Vomica) সহিত টিংচার অব্ ওপিয়ম্ (Tincture of Opium) স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে আশাতীত ফললাভ হয়।

শীতঋতুতে কোন কোন ব্যক্তির হস্তপদাদি স্বভাবতঃ শীতল থাকে। নাক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) উহা নিবারণে সমর্থ। উহা সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হওয়াতে ক্যাপিলারিমধ্যে (Capillary) শোণিতরাশি বেগে ধাবমান হয় বলিয়া এবম্ভূত শীতলতা দূরীভূত হয়।

স্ত্রীসহবাসশক্তির অভাব হইলে এবং স্পার্মাটোরিয়ারোগে (Spermatorrhœa) কামোদ্দীপক ক্রিয়ার জন্য ষ্ট্রিকনিয়া (Strychnia) ব্যবহৃত হয়। এই পীড়ায় উহা অতীব ফলদায়ক। কখন কখন অধিক মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে উহা আশানুরূপ ফল প্রসব করে না। উহা লৌহ, ডাইলিউট্ ফস্ফরিক্ এসিড্ (Acid Phosphoric Dilute), এবং টিংচার অব্ ক্যান্থারাইডিস্ (Tincture of Cantharides) সহযোগে ব্যবহার করিলে স্বল্পকাল মধ্যেই বিশেষ উপকার দৃষ্টিগোচর হয়, যথা—ডাইলিউট্ ফস্ফরিক্ এসিড্ (Dilute Phosphoric Acid) দশ বিন্দু, লাইকর ফেরি ডায়ালাইজেটা (Liquor Ferri Dialysata) ১৫ বিন্দু, লাইকর্ ষ্ট্রিকনিয়া (Liquor Strychnia) ৫ বিন্দু, টিংচার ক্যান্থারাইডিস্ (Tincture Cantharides) ১০ বিন্দু এবং জল এক আউন্স প্রত্যহ তিনবার সেবনীয়।

স্বল্পবয়স্ক বালকেরা কখন কখন ব্লাডারের (Bladder) ধারণাশক্তির অভাববশতঃ অগোচরে পরিধেয় বস্ত্রে অথবা শয্যায় প্রস্রাবত্যাগ করে। বার্দ্ধক্যেও উক্ত যন্ত্রের পক্ষাঘাতপ্রযুক্ত মুহুর্মুহুঃ বিন্দু বিন্দু মূত্রক্ষরণ হয়। এই দ্বিবিধাবস্থাতেই ষ্ট্রিকনিয়া (Strychnia) ফলদায়ক।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে সবিরাম জ্বরের বিরামকালে কুইনাইন (Quinine) প্রয়োগে পর্য্যায়নিবারণ না হইলে নাক্স্ ভমিকা (Nux Vomica)

সেবনে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তরুণ রক্তামাশয়রোগাবসানে উহা লৌহসহযোগে প্রয়োগ করিলে রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করে।

অতিশয় অল্প মাত্রায় সেবন করিলে নাক্স্ ভমিকা (Nux Vomica) বমননিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহা গর্ভাবস্থার বমননিবারণে ব্যবহৃত হয়। টিংচার অব্ নাক্স্ ভমিকা (Tincture of Nux Vomica) এক বিন্দু মাত্রায় অল্প জলের সহিত প্রতিদিন তিন চারি বার অথবা দুই ঘণ্টান্তর সেবনীয়। যে স্থলে এতাদৃশ বমনের সহিত উদরাধ্মান, বক্ষঃস্থলে জ্বলন, অম্লোদ্গার, জিহ্বার মলিনত্ব প্রভৃতি লক্ষণনিচয় বর্ত্তমান থাকে সেই স্থলেই এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে, নতুবা উহার পরিবর্ত্তে ইপিকাক্ (Ipecac) ব্যবহেয়।

RHUBARB

রুবার্ব।

ফিজি। স্বল্প মাত্রায় সেবন করিলে রুবার্ব (Rhubarb) আগ্নেয়, বলকারক ও সঙ্কোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি এবং দেহস্থ টিস্থ (Tissue) ও যন্ত্রাদির বলাধান হয়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করে বটে, কিন্তু পাকাশয় ও অন্ত্রের উগ্রতাসাধন করে না। উহার সংকোচক গুণে বিরেচনান্তে কোষ্ঠ-বদ্ধতা জন্মে এবং তজ্জন্য বালকদিগের পক্ষে উহা অতীব উপকারী। উহা সেবন করিলে দাস্ত, ঘর্ম্ম এবং স্তনদুগ্ধ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে. এবং উহা প্রসূতির স্তন্যের সহিত সন্তানোদরে প্রবেশ করতঃ বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিলে এতদ্দ্বারা কেবল মাত্র অন্ত্রমধ্যে কলিক্ বেদনা (Colic Pain) উৎপাদিত হয়, নতুবা উহার বিষ-ক্রিয়া প্রকটিত হয় না।

উহার ক্রিয়া—মৃদুবিরেচক। অল্প মাত্রায় আগ্নেয়, বলকারক ও সংকোচক।

থিরা। আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়ার জন্য রুবার্ব (Rhubarb) অল্প

মাত্রায় অপরাপর বলকারক ঔষধসহযোগে ব্যবহৃত হয়। মৃদু বিরেচক গুণ থাকাতে অনেকে উহা লৌহঘটিত ঔষধের সহিতও ব্যবহার করেন। বিরেচনান্তে সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহা উদরাময়রোগে অতীব ফলপ্রদ। অন্ত্রাভ্যন্তরে কোন রূপ উগ্রতাসাধক পদার্থের অবস্থানবশতঃ উদরাময় জন্মিলে উহার প্রারম্ভাবস্থায় রুবার্ব (Rhubarb) ব্যবহার্য্য। এতৎসেবনে যে ভেদ হয় তদ্দ্বারা উক্ত পদার্থ বহির্নিঃসারিত হইলে ইহার সংকোচক গুণে কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়, সুতরাং রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করে। ইহা সচরাচর সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্‌নিসিয়া (Sulphate of Magnesia) এবং বাইকার্ব্বনেট্‌ অব্‌ সোডার (Bicarbonate of Soda) সহিত ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধদ্বয় ইহার বিরেচক ক্রিয়া সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

পাল্‌ভিস্‌ রিয়াই কম্পাউণ্ড (Pulvis Rhei Compound) নামে রুবার্বের (Rhubarb) যে প্রয়োগরূপ আছে উহা স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে অতিশয় উপকারী। উহা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়াসম্ভূত অথবা স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতাতেও অন্যান্য বিরেচক ঔষধের সহিত প্রয়োজিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায়, অথবা অর্শরোগে, কিম্বা হিমরয়েড্‌স (Hœmorrhoids) পীড়াতে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মিলে উহা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। পরিবর্ত্তক ক্রিয়ার জন্য অনেকে উহা পারদাদি ঔষধের সহিত ব্যবহার করেন।

KAMALA.

ক্যামেলা।

থিরা। ইহা একটী অতীব তেজস্কর কৃমিনাশক ঔষধি। ইহার বিরেচক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়। ফিতার ন্যায় কৃমিতেই (Tape Worm) ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

CUBEB

কিউবেব্।

ক্রিয়া। কিউবেব্ (Cubeb) কেবলমাত্র ব্লাডার (Bladder) এবং ইউরিথ্রার (Urethra) মিউকাস্‌স্রাব (Mucous Secretion) নিবারণে সমর্থ; তজ্জন্য উহা প্রমেহ এবং সিষ্টাইটিস্ (Cystitis) রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা যে কেবল উল্লিখিত স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রভৃত স্রাব নিবারিত হয় এমত নহে, উহা উক্ত ঝিল্লীর উপর বলকারক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে। এতৎসেবনে শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীরও স্রাবের লাঘব হওয়াতে উহা ব্রঙ্কিয়াল্ ক্যাটারে (Bronchial Catarrh) অতীব ফলদায়ক। তরুণ ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়াবসানে কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির কিয়ৎকাল ব্রঙ্কিয়াল্ টিউবের (Bronchial Tube) ক্যাটার (Catarrh) বর্ত্তমান থাকে। ইহার লক্ষণ এই যে কাশবেগে রোগী সময়ে সময়ে একান্ত অস্থির হইয়া পড়ে, কিন্তু কাশির সহিত অধিক পরিমাণে কফস্রাব হয় না। এতাদৃশাবস্থায় এক ড্রাম টিংচার অব্ কিউবেব্ (Tincture of Cubeb) চারি আউন্স পরিমিত উত্তপ্ত তিসির জল ও কিঞ্চিৎ শর্করার সহিত প্রাতঃসন্ধ্যায় সেবন করিলে স্বল্পকালমধ্যেই কাশির শান্তি হয়।

MATICO.

ম্যাটিকো।

ক্রিয়া। প্রমেহরোগে ম্যাটিকোর (Matico) ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) পিচকারীদ্বারা ইউরিথ্রামধ্যে (Urethra) প্রয়োগ করিলে আশু যন্ত্রণা ও পূয়স্রাব নিবারিত হয়। ম্যাটিকো ইঞ্জেক্‌সন্ (Matico Injection) নামে এক প্রকার পেটেণ্ট (Patent) ঔষধ আছে উহার পিচকারী গ্রহণ করিলে উক্ত পীড়ায় বিশেষ ফল দর্শে। কিউবেব্ (Cubeb) এবং কোপেবার (Copaiba) ন্যায় উহা প্রমেহপীড়ায় আভ্যন্তরিক রূপেও ব্যবহৃত হয়।

অনেকে রেক্‌টামের (Rectum) ক্যাটারেও (Catarrh) উহা প্রয়োগ করতঃ ফললাভ করিয়াছেন। স্থানিক প্রয়োগে ম্যাটিকো (Matico) সংকোচক ও রক্তরোধক বলিয়া সামান্য শোণিতস্রাবনিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়, যথা জলৌকাদষ্ট স্থানের অথবা নাসিকার রক্তস্রাব ইত্যাদি।

BELLADONNA.

বেলেডনা।

ফিজি। বেলেডনার (Belladonna) বীর্য্যের নাম এট্রোপিয়া (Atropia)। মানবদেহোপরি উহার যাবতীয় ক্রিয়া এই এট্রোপিয়াদ্বারাই (Atropia) সাধিত হয়। বাহ্য প্রয়োগে বেলেডনা (Belladonna) বেদনা-নিবারক ও সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। কোন কারণে স্পর্শানুভবশক্তির বৃদ্ধি হইলে এতদ্দ্বারা উহার লাঘব হয়, এবং পৈশিক উত্তেজনারও হ্রাস হইয়া থাকে। স্থানিক প্রয়োগে উহা বেদনানিবারণে, এবং পয়োধর, ঘর্ম্মগ্রন্থি (Sweat Glands), স্যালিভারি গ্লাণ্ড (Salivary Gland) প্রভৃতি বহুবিধ গ্লাণ্ডের (Glands) স্রাবনিবারণে বিশেষ পারদর্শী। উহার বীর্য্য পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে পৈশিক আক্ষেপ নিবারিত হয় বলিয়া উহা আক্ষেপ-নিবারক নামে অভিহিত। উহার দ্রব নয়নমধ্যে প্রয়োগ করিলে কণীনিকা প্রসারিত হইয়া থাকে।

বেলেডনা (Belladonna) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে রসনা, বদন-গহ্বর, গলাভ্যন্তর, লেরিংস্ (Larynx) প্রভৃতি প্রদেশের শুষ্কতা জন্মে, এবং কোন দ্রব্য গলাধঃকরণে রোগীর যন্ত্রণাবোধ হয়। অতঃপর ক্রমশঃ স্বরভঙ্গ, উৎকাশি, এবং নাসারন্ধ্রের শুষ্কতা জন্মে এবং কণীনিক প্রসারিত হইতে থাকে।

এতাদৃশ মুখশোষ প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ বর্ত্তমান থাকিয়া পরে জিহ্বা প্রভৃতি গাঢ়তর মিউকাসদ্বারা (Mucus) আবৃত হয়। অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বেলেডনা (Belladonna) পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণাবলী প্রকাশ করে; এবং উহাদের আনুসঙ্গিক বদনমণ্ডল ও নয়নদ্বয়ের আরক্তিমতা জন্মে, দর্শনশক্তির হ্রাস হয় এবং দৃষ্টিসঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটে। এতদ্দ্বারা মানসিক প্রবৃত্তিরও

বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ মনোমধ্যে নানারূপ চিন্তার উদয় হয়, পরে উহা এরূপ অসম্বদ্ধ ভাব ধারণ করে যে একটীর সহিত অপরটীর কোন সংশ্রব থাকে না। ক্রমশঃ ডিলিরিয়াম্ (Delirium) উপস্থিত হয়, রোগী কখন কখন অস্পষ্টভাবে মৃদু মৃদু প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে, কখন বা ভীষণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। সময়ে সময়ে রোগী এতাদৃশ অস্থির হইয়া পড়ে যে কোনরূপে উহার স্থৈর্য্যসম্পাদন করা যায় না। কখন কখন রোগী নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় (Like Somnambulist) ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। রোগীর চর্ম্ম এককালীন নীরস হয়, এবং তদুপরি স্থানে স্থানে যে এক প্রকার লোহিত বর্ণ র‍্যাস (Rash) নির্গত হয় উহা স্কার্লেট্ জ্বরের (Scarlet Fever) র‍্যাসের (Rash) ন্যায়। কখন কখন কোন কোন রোগীর মূত্রকৃচ্ছ জন্মে, কখনবা মূত্রস্রাব এককালীন সংরুদ্ধ হয়। মুহুর্মুহুঃ অল্প অল্প ভেদ হইতে থাকে এবং উদরমধ্যে কলিক্ বেদনা (Colic Pain) উপস্থিত হওয়াতে রোগী নিরতিশয় অস্থির হইয়া পড়ে। দেহস্থ সমস্ত পেশীর দুর্ব্বলতা জন্মে, চলচ্ছক্তির হ্রাস হয়, প্রতি পদবিক্ষেপে পদদ্বয় এতাদৃশ কম্পিত হয় যে রোগী পতনোন্মুখ হইতে থাকে, রোগী স্থিরভাবে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, এবং ভ্রমণকালে সেচ্ছাপূর্ব্বক পদসঞ্চালনে অসমর্থ হওয়াতে সম্মুখে যে কোন পদার্থ অবস্থিতি করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তদুপরি পতিত হয়। অতঃপর সমস্ত পেশীর পক্ষাঘাত ঘটে, এবং যদ্যপি রোগী দুই তিন দিবস জীবিত থাকে তাহা হইলে পৈশিক পক্ষাঘাত তিরোহিত হইয়া কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) হইতে আরম্ভ হয়। শ্বাসক্রিয়া উত্তরোত্তর দ্রুত হইতে থাকে, এবং রোগী উক্ত ক্রিয়াসম্পাদনে নিরতিশয় কষ্টানুভব করে। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্রমশঃ দ্রুত ও দুর্ব্বল হয়, নাড়ী সূক্ষ্ম, দ্রুত ও ইন্টারমিটেণ্ট্ (Intermittent) হয়, রোগী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে এবং অবশেষে ষ্টুপার (Stuper) এবং কোমা (Coma) প্রাপ্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করে।

ঔষধমাত্রায় প্রয়োগ করিলে বেলেডনা (Belladonna) দেহস্থ সমস্ত স্রাব নিবারণ করে, কেবল এতদ্দ্বারা অন্ত্রস্থ গ্রাণ্ডের (Glands) স্রাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঔষধমাত্রায় উহা যে যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

১। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে বেলেডনা (Belladonna) মস্তিষ্কের উত্তেজনাসাধন করাতে রোগীর জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং মত্ততা জন্মে। ক্রমশঃ এই অবস্থা ষ্টুপার (Stuper) এবং কোমাতে (Coma) পরিণত হইলে রোগী এককালীন সংজ্ঞাশূন্য হয়। এতদ্ব্যতীত প্রথমতঃ শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণসকলও আবির্ভূত হইয়া থাকে। অল্প মাত্রায় উহা মস্তিষ্কোপরি বিশেষ কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না।

২। অল্প মাত্রায় উহা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) অবসাদ উৎপাদন ও বক্রাবিক্য নিবারণ করে, এবং পূর্ণ মাত্রায় কর্ডের (Cord) রিফ্লেক্স্ ক্রিয়ার (Reflex Action) লাঘব হয়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা প্রথমতঃ উক্ত যন্ত্রোপরি অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ পরে উহার রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) সংবর্দ্ধন করে, এবং উহাকে এরূপে উত্তেজিত করে যে সর্ব্বাবয়বস্থ পেশীসকল আক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

৩। অল্প মাত্রায় এতদ্দ্বারা মোটারস্নায়ুবর্গ (Motor Nerves) অবসন্ন হয়, অধিক মাত্রায় ক্রমে উহাদের পক্ষাঘাত ঘটে। এই পক্ষাঘাত উক্ত স্নায়ুদিগের মূলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ সীমাপর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

৪। ভলাণ্টারি পেশীসমূহের (Voluntary Muscles) উপর উহার কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু এতদ্দ্বারা ইন্ভলাণ্টারি পেশীসকলের (Involuntary Muscles) বিকৃতি উপস্থিত হয়। উহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অন্ত্রপ্রাচীরস্থ পেশীসকল, গুহ্যদ্বারের ও ব্লাডারের (Bladder) গ্রীবাপ্রদেশস্থ স্ফিংটার পেশী (Sphincter Muscle), এবং শিরা ও ধমনীপ্রাচীরস্থিত পেশীসূত্রসকল উত্তেজিত হওয়াতে সংকুচিত হয় বটে, কিন্তু জরায়ু এবং স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীসমূহ এতদ্দ্বারা সংকুচিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় না; উহারা আর্গটদ্বারা (Ergot) উত্তেজিত ও সংকুচিত হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় বেলেডনা (Belladonna) সেবন করিলে যে পৈশিক অবসাদ ও পক্ষাঘাত উপস্থিত হয় তাহার কারণ এই যে উক্ত ঔষধ স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) এবং মোটার স্নায়ুর (Motor Nerve) উপর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে, নতুবা পেশীদিগের উপর উহার

এমত কোন ক্রিয়া নাই যদ্দারা উহাদের অবসন্নতা সংঘটিত হইতে পারে।

৫। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে উহা আফারেণ্ট স্নায়ুদিগের (Afferent Nerves) বিকৃতি উৎপাদন করে না।

৬। অন্ত্রস্থিত গ্লাণ্ড (Glands) ব্যতীত উহা দেহস্থ অপরাপর সকল গ্লাণ্ডের (Glands) উপর সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে, সুতরাং তাহাদের স্রাবের লাঘব হয়। এতদ্দারা আন্ত্রিক গ্লাণ্ডসমূহের (Glands) স্রাব এবং অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক্ ক্রিয়া (Peristaltic Action) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে উহার মৃদু বিরেচক ক্রিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।

৭। চর্ম্মোপরি বেলেডনা (Belladonna) সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দারা ঘর্ম্মস্রাব নিবারিত এবং চর্ম্মোপরি এক প্রকার র‍্যাস্ (Rash) উৎপাদিত হয়।

৮। স্বল্পমাত্রায় এতদ্দারা শ্বাসক্রিয়ার কোন রূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না বটে, কিন্তু অধিক মাত্রায় উহার দ্রুতত্ব জন্মে। ইহার কারণ এই যে অধিক পরিমাণে সেবন করিলে বেলেডনা (Belladonna) মেডালা অবলংঙ্গেটাস্থিত (Medulla Oblongata) শ্বাসক্রিয়াপরিচালক কেন্দ্রের (Respiratory Centre) উত্তেজনাসাধন এবং উক্ত ক্রিয়াসম্বন্ধীয় ইন্‌হিবিটোরি স্নায়ুদিগের (Inhibitory Nerves) পক্ষাঘাত উৎপাদন করে।

৯। স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে এতদ্দারা হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হয়, কিন্তু অধিক মাত্রায় উত্তরোত্তর উহা দুর্ব্বল ও দ্রুত হইতে থাকে। অল্প মাত্রায় উহা হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধীয় ইন্‌হিবিটোরি কেন্দ্রের (Cardiac Inhibitory Centre) উত্তেজনাসাধন করাতে উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়া মৃদু ভাব ধারণ করে, কিন্তু অধিক মাত্রায় উল্লিখিত কেন্দ্রের (Centre) পক্ষাঘাত ঘটাতে এবং উক্ত যন্ত্রসম্বন্ধীয় এক্সিলারেটর্ স্নায়ু ও কেন্দ্র (Accelerator Nerves and Centre) উত্তেজিত হওয়াতে হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার দ্রুতত্ব ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়।

১০। বেলেডনা (Belladonna) অল্প মাত্রায় ভ্যাসো মোটার কেন্দ্রের (Vasomotor Centre) উত্তেজনা সম্পাদন করাতে ব্লাড্ প্রেসারের (Blood

Pressure) বৃদ্ধি হয়, কিন্তু অধিকমাত্রায় উক্ত কেন্দ্রের (Centre) পক্ষাঘাত ঘটাতে ধমনীসকল বিস্ফারিত হয় এবং ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) লাঘব হইয়া থাকে।

১১। শ্বাসক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ডক্রিয়াসম্বন্ধীয় ইন্‌হিবিটারি স্নায়ুসকল (Inhibitory Nerves) এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়।

১২। উহা অকিউলো মোটার্ স্নায়ুদিগের (Oculo-Motor Nerves) সীমাপ্রদেশের (Terminations) পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, এবং আইরিস্ (Iris) সম্বন্ধীয় সিম্পাথেটিক্ স্নায়ুকে (Sympathetic Nerve) উত্তেজিত করিয়া থাকে।

১৩। অন্ত্রপ্রাচীরে স্প্লাঙ্ক্‌নিক্ স্নায়ুদিগের (Splanchnic Nerves) যে সকল ইন্‌হিবিটারি সূত্র (Inhibitory Fibres) গমন করিতেছে, এতদ্দ্বারা উহাদের সীমাপ্রদেশের পক্ষাঘাত উপস্থিত হওয়াতে অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক্ ক্রিয়া (Peristaltic Action) পরিবর্দ্ধিত হয়।

১৪। এতদ্দ্বারা প্রস্রাবের সলিলাংশের হ্রাস হয় বটে, কিন্তু মূত্রের সহিত ইউরিয়া (Urea), ফস্‌ফেটস্ (Phosphates), সল্‌ফেটস্ (Sulphates), ক্লোরাইড্‌স্ (Chlorides) প্রভৃতি যে সকল কঠিন পদার্থ (Solids) স্বভাবতঃ নির্গত হয় তাহাদের পরিমাণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে উহা মূত্রকারক বলিয়া পরিচিত। যদিও মূত্রকারক ঔষধ বলিলে যাহাদের দ্বারা মূত্রের জলীয়াংশের বৃদ্ধি হয় তাহাদিগকেই বুঝায় যেমন ডিজিটেলিস্ (Digitalis), এসিটেট্ অব্ পটাস (Acetate of Potash) ইত্যাদি, তথাপি প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে যে সকল ঔষধদ্বারা প্রস্রাবের কি জলীয়াংশ কি কঠিন পদার্থ অধিক পরিমাণে দেহ হইতে নিঃসারিত হয় তাহারাই মূত্রকারক।

১৫। এতদ্দ্বারা প্রায় দেহস্থ যাবতীয় গ্লাণ্ড (Glands) এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবের লাঘব হয় কেবল আন্ত্রিক গ্লাণ্ডের (Intestinal Glands) স্রাববৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহা স্যালিভারি গ্লাণ্ড (Salivary Gland), যকৃৎ, পাকাশয়, ম্যামারি গ্লাণ্ড (Mammary Gland), শ্বাসপ্রণালী ও নাসারন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রভৃতির উপর সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহাদের স্রাবের হ্রাস হয়।

১৬। উহা কিড্নিদ্বারা (Kidney) দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়; এমন কি যদ্যপি কোন রোগীকে $\frac{1}{60}$ গ্রেণ মাত্র এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগ করা যায় তাহাও প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অধিক মাত্রায় বেলেডনা অথবা এট্রোপিয়া (Belladonna or Atropia) সেবন করিলে প্রথমতঃ পেশীসকল অবসন্ন হয়, এবং পরে উহাদের পক্ষাঘাত ঘটে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে মোটার স্নায়ুদিগের (Motor Nerves) পক্ষাঘাতই পৈশিক পক্ষাঘাতের কারণ। ইহা যদিও সম্পূর্ণ যথার্থ নহে, তথাপি উহা যে কথঞ্চিৎ কারণীভূত হয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বেলেডনাদ্বারা (Belladonna) স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পক্ষাঘাতসংঘটনই উহার প্রকৃত কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এই যে বেলেডনা (Belladonna) সেবনে কোন জন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে যদ্যপি উহার কোন অঙ্গের মোটার স্নায়ু (Motor Nerve) অথবা পেশীর উপর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পৈশিক সংকোচন দৃষ্টিগোচর হয়। যদ্যপি উক্ত বিষদ্রব্য ঔষধ মোটার স্নায়ু (Motor Nerves) অথবা পেশীদিগের বিকৃতি উৎপাদন করিত তাহা হইলে উহাদিগের উপর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালনে পেশীসমূহ সংকুচিত হইত না। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মোটার স্নায়ু (Motor Nerve) কিম্বা পেশীদিগের উপর বেলেডনার (Belladonna) ক্রিয়াবশতঃ পক্ষাঘাত ঘটে না। স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পক্ষাঘাতই যে উহার কারণ তাহার অপর প্রমাণ এই যে যদ্যপি একটী ভেকের দক্ষিণ পদস্থ ফেমোরাল্ ধমনী ও শিরা (Femoral Artery and Vein) বন্ধনকরতঃ উহাকে উক্ত বিষ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে দুই তিন মিনিট্কালমধ্যেই উভয় পদেরই পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। এই পরীক্ষাদ্বারা দেখা যাইতেছে যে ধমনী ও শিরা বন্ধন করাতে ভেকের দক্ষিণ পদমধ্যে বিষাক্ত শোণিতরাশি প্রবেশ করিতে না পারাতে তত্রস্থ স্নায়ুমণ্ডলী ও পেশীসমূহের উপর উক্ত ঔষধি যদিও স্বকীয় বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, তথাপি ঐ পদের পক্ষাঘাত সংঘটিত হইতেছে; সুতরাং এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে উক্ত বিষপ্রভাবে স্নায়ুবর্গ অথবা পেশীদিগের বিকৃতি উৎপাদন এই পক্ষাঘাতের কারণ নহে, ইহার অন্য

কোন কারণ আছে, এবং সেই কারণ স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পক্ষাঘাত। এতৎসম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ এই যে প্রধান ধমনী ও শিরা বন্ধন করতঃ যদ্যপি কোন জন্তুর স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) নিম্নাংশে রক্তের গতিরোধ করা যায় তাহা হইলে উক্ত বিষপ্রয়োগে স্বল্পকালমধ্যেই হস্তদ্বয় প্রভৃতি উহার উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত ঘটে, কিন্তু পদদ্বয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় না। ইহার কারণ এই যে শোণিতসহ মিলিত হইয়া উল্লিখিত বিষৌষধি কর্ডের (Cord) যে স্থানে ধমনী বন্ধন করা হইয়াছে তাহার উর্দ্ধাংশে প্রবেশ করতঃ উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করাতে দেহের উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে, এবং ধমনীবন্ধনহেতু উহা কর্ডের (Cord) নিম্নাংশে প্রবেশ করিতে না পারাতে সেই স্থানের পক্ষাঘাত সংঘটিত হয় না, সুতরাং দেহের নিম্নাংশের অর্থাৎ পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত জন্মে না। অতএব এতদ্দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে কর্ডের (Cord) পক্ষাঘাতই পৈশিক পক্ষাঘাতের কারণ।

এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) যে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পক্ষাঘাত ঘটে, অনেক চিকিৎসক উক্ত ঔষধের হৃৎপিণ্ডাবসাদক ক্রিয়াকেই উহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে উহাদ্বারা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) ধমনীসকল সংকুচিত হওয়াতেও উক্ত কর্ডের (Cord) পক্ষাঘাত জন্মে। যাহা হউক এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; যে হেতু পরীক্ষাদ্বারা দেখা যায় যে একটা ভেকের হৃৎপিণ্ড স্থানান্তরিত করতঃ এট্রোপিয়া (Atropia) আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টা অথবা ৪০ মিনিটের মধ্যে উহার পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, কিন্তু যদ্যপি উক্ত ঔষধ শিরা মধ্যে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে চারি পাঁচ মিনিটমধ্যেই উহা সংঘটিত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে এট্রোপিয়ার (Atropia) হৃৎপিণ্ডাবসাদক ক্রিয়া এবং স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) ধমনীসংকোচক ক্রিয়া এতদুভয়ের সহিত পক্ষাঘাতের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পক্ষাঘাত হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে এট্রোপিয়া (Atropia) দ্বারা পক্ষাঘাত ঘটিবার পর যদ্যপি রোগী দুই তিন দিবস জীবিত থাকে তাহা হইলে ক্রমশঃ পৈশিক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। এতদ্দ্বারা এইরূপ কালবিলম্বে যে টঙ্কারের

আবির্ভাব হয় তাহার কারণ এই যে উক্ত বিষৌষধি প্রথমতঃ স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) পক্ষাঘাত উৎপাদন করতঃ পরে উহাকে উত্তেজিত করে। কোন কোন চিকিৎসক ইহাকে প্রকৃত কারণ বলিয়া গণনা করেন না। তাঁহারা বলেন যে এট্রোপিয়া (Atropia) সেবনমাত্রেই স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) উত্তেজিত হয়, কিন্তু মোটার স্নায়ুবর্গের (Motor Nerves) পক্ষাঘাত ঘটাতে কর্ডের (Cord) উত্তেজনা সত্বেও পৈশিক আক্ষেপ সংঘটিত হয় না। অতঃপর যাবৎ স্নায়ুদিগের পক্ষাঘাত বর্ত্তমান থাকে তাবৎ পেশী সকলও পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু দুই তিন দিবস পরে যৎকালে স্নায়ুমণ্ডলী পুনরায় প্রকৃতিস্থ হয় তৎকালে টঙ্কারের লক্ষণ পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্নায়ুসকলের উত্তেজনা বহনশক্তি অন্তর্হিত হওয়াতে কর্ডের (Cord) উত্তেজনা পেশীপর্য্যন্ত গমন করিতে পারে না, সুতরাং উহারা আক্ষিপ্ত হয় না, কিন্তু বস্তুতঃ এ বিশ্বাস একান্ত অমূলক; যে হেতু এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) স্নায়ুসকল পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইলে উহাদের উপর যদ্যপি বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে পেশীসমূহ সংকুচিত হইতে থাকে। অতএব এতদ্দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে স্নায়ুবর্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেও উহাদের উত্তেজনাবহনশক্তি এককালীন বিলুপ্ত হয় না। আরও দেখা যায় যে যে উত্তেজনাদ্বারা স্বাভাবিক রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) সংঘটিত হয়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্নায়ুদিগের সে উত্তেজনা বহশক্তিও বিনষ্ট হয় না, অতএব স্নায়ুদিগের পক্ষাঘাতই যে কালবিলম্বে টঙ্কার ঘটিবার কারণ তাহা নহে। এট্রোপিয়া (Atropia) সেবনমাত্রেই যে স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) উত্তেজিত হয় তাহাও যথার্থ নহে, যে হেতু মোটার স্নায়ুদিগের (Motor Nerves) যখন উত্তেজনাবহনশক্তির বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না তখন কর্ড (Cord) উত্তেজিত হইলেই পৈশিক আক্ষেপ সংঘটিত হইত, কিন্তু তাহা যখন দেখিতে পাওয়া যায় না তখন উক্ত বিষদ্বারা কর্ডও (Cord) প্রথমতঃ উত্তেজিত হয় না। ইহার আরও প্রমাণ এই যে এট্রোপিয়া (Atropia) সেবনে সর্ব্বাঙ্গের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইবার পর এবং টঙ্কারের লক্ষণাদি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কখন কখন রিফ্লেক্স্ ক্রিয়া (Reflex Action) এবং পৈশিক ক্রিয়া কথঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদ্বারাও

স্থির করা যাইতে পারে যে টঙ্কারলক্ষণ বিলম্বে প্রকাশিত হইবার কারণ মোটার স্নায়ুর (Motor Nerve) পক্ষাঘাত নহে, স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) উক্ত বিষপ্রভাবে ক্রমশঃ উত্তেজিত হওয়াতেই বিলম্বে টঙ্কার উপস্থিত হয়।

কোন কোন চিকিৎসকের ধারণা এই যে এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) টঙ্কার সম্ভবিত হয় না, উহা উদরস্থ হইলে ক্রমশঃ উহার রূপান্তর হইয়া একটি নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং তদ্দ্বারাই টঙ্কার উৎপাদিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এরূপ সিদ্ধান্তও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু যে সকল আল্কা-লয়েড্ (Alkaloid) দ্বারা টঙ্কারের সৃষ্টি হয়, যদ্যপি তাহারা ইথিল্ এবং মিথিল্ (Ethyl and Methyl) রূপ ধারণ করে তাহা হইলে তাহাদের টঙ্কা-রোৎপাদনের শক্তি দূরীভূত হয়, এবং তাহারা মোটার স্নায়ুদিগের (Motor Nerves) সীমাপ্রদেশের পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। মিথিল্ এবং ইথিল্ এট্রোপিয়া (Methyl and Ethyl Atropia) মোটার স্নায়ুদিগের (Motor Nerves) টঙ্কারজনক নহে, বরং এট্রোপিয়াপেক্ষা (Atropia) অধিকতর তেজস্কর পক্ষাঘাতকারক।

স্থানিক অথবা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে এট্রোপিয়া (Atropia) অকিউলো মোটার স্নায়ুবর্গের (Oculo-motor Nerves) সীমাপ্রদেশের পক্ষাঘাত উৎপাদন করাতে কণীনিকা প্রসারিত হয়। সম্ভবতঃ এতদ্দ্বারা সিম্পাথেটিক্ স্নায়ুর (Sympathetic Nerve) সীমারও উত্তেজনাসাধন হওয়াতে উল্লিখিত লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে বেলেডনা (Belladonna) নিম্নলিখিত ঔষধগুলির বিরুদ্ধক্রিয়াসাধক (Antagonistic), যথা :—অহিফেন, ফাইজষ্টিগ্মা (Physostigma), মাস্কেরিণ্ (Muscarine), যাবোরাণ্ডি (Jaborandi), ব্রোমাল্ (Bromal), একোনাইট্ (Aconite) এবং হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ (Hydrocyanic Acid)।

বেলেডনা (Belladonna) যে অহিফেনের বিরুদ্ধক্রিয়াসাধক তাহার প্রমাণ এই যে উহাদ্বারা কণীনিকা প্রসারিত হয়, অহিফেনদ্বারা উহা সংকুচিত হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় প্রয়োজিত হইলে অহিফেন ইুপার্

এবং কোমা (Stuper and Coma) উৎপাদন করে বটে, কিন্তু যদ্যপি উহা এট্রোপিয়া (Atropia) সহযোগে সেবন করা যায় তাহা হইলে উল্লিখিত লক্ষণদ্বয় আবির্ভূত হয় না। অতএব এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এট্রোপিয়া (Atropia) অহিফেনের উক্ত লক্ষণসম্বন্ধে বিরুদ্ধ ক্রিয়া সাধন করে। বেলেডনাদ্বারা (Belladonna) ঘর্ম্মস্রাব নিবারিত হয়, অহিফেনদ্বারা উহা সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বেলেডনা (Belladonna) অন্ত্রের পেরিষ্টলটিক্ ক্রিয়া (Peristaltic Action) এবং স্রাব বৃদ্ধি করে, অহিফেন দ্বারা উহা নিবারিত হয়। বেলেডনা (Belladonna) অনিদ্রাজনক, অহিফেন তন্দ্রা ও নিদ্রাকারক। এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) ধমনীপ্রাচীর সংকুচিত হওয়াতে ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) বৃদ্ধি হয়, অহিফেন ধমনীপ্রাচীর বিস্ফারিত করাতে উহার হ্রাস হইয়া থাকে। এট্রোপিয়া (Atropia) সেবনে শ্বাসক্রিয়া দ্রুতভাব ধারণ করে, অহিফেনদ্বারা ক্রমশঃ উহা মৃদুভাবাপন্ন হইতে থাকে। যদিও পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণাবলীসম্বন্ধে উভয়ের বিরুদ্ধতা নয়নগোচর হয়, তথাপি এমত কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা উভয়েরই একরূপ। সেন্সারি স্নায়ুর (Sensory Nerves) উপর উভয়েরই ক্রিয়া তুল্য, যেহেতু উহারা উভয়েই বেদনানিবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং এতদুদ্দেশে উহারা উভয়ই একত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আন্ত্রিক গ্লাণ্ড (Intestinal Glands) এবং সিউডোরিফিক্ গ্লাণ্ড ব্যতীত (Seudorific Glands) দেহাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য সকল গ্লাণ্ড (Glands) এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর উহাদের উভয়ের ক্রিয়া সমান; যেহেতু আমরা দেখিতে পাই যে কি অহিফেন কি বেলেডনা (Belladonna) আমরা যাহাই সেবন করি না কেন আমাদের স্যালিভারি গ্লাণ্ড (Salivary Gland), ম্যামারি গ্লাণ্ড (Mammary Gland), শ্বাস-প্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রভৃতির স্রাবের হ্রাস হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এট্রোপিয়া (Atropia) অহিফেনজনিত কোমা (Coma) বৃদ্ধি করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে অহিফেনবিষে দেহ জর্জ্জরিত হইলে যৎকালে কোমার (Coma) আবির্ভাব হয় তৎকালে এট্রোপিয়া (Atropia) পিচ্‌কারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে উত্তরোত্তর রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হইতে থাকে, এবং অনেক স্থলে এতদ্দ্বারা

রোগীর মৃত্যুনিবারণ হয়। কেহ কেহ অহিফেন এবং এট্রোপিয়ার (Atropia) বিরুদ্ধতাসম্বন্ধে সন্দেহ করেন, কিন্তু মানবদেহোপরি উহাদের পরস্পরের ক্রিয়া আলোচনা করিলে এরূপ সন্দেহ কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।

এট্রোপিয়া (Atropia) ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) বিরুদ্ধক্রিয়া সাধক (Antagonistic) বলিয়া পরিচিত। ইহা পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন জন্তুকে ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) সহিত অথবা ফাইজষ্টিগ্মা (Physostigma) প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে কিম্বা পরে এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগ করতঃ দেখা গিয়াছে যে এই ত্রিবিধ পরীক্ষাতেই এট্রোপিয়া (Atropia) ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) প্রাণনাশক ক্রিয়া নিবারণ করে। এতাদৃশ পরীক্ষাদ্বারা আরও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে যে মাত্রায় ফাইজষ্টিগ্মা (Physostigma) সেবন করতঃ এট্রোপিয়াদ্বারা Atropia) মৃত্যুনিবারণ হইয়াছে, এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগ না করাতে ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) সেই মাত্রাদ্বারা রোগীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। যদিও উহাদের এবম্বিধ বিরুদ্ধ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তথাপি ফাইজষ্টিগ্মাদ্বারা (Physostigma) দেহ বিষাক্ত হইলে এট্রোপিয়া (Atropia) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ না করিলে ইহা উক্ত বিষোবিবি বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হয় না. নিম্নলিখিত লক্ষণাবলীসম্বন্ধে উহাদের পরস্পরের বিরুদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। ফাইজষ্টিগ্মা (Physostigma) ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) উত্তেজনাসাধন করে, এট্রোপিয়া (Atropia) ইহা দূর করে এবং উহার অবসাদ উৎপাদন করে। ফাইজষ্টিগ্মাদ্বারা (Physostigma) ধামনিক ব্লাড্ প্রেসারের (Arterial Blood Pressure) হ্রাস হয়, এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) উহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফাইজষ্টিগ্মা (Physostigma) স্যালিভারি (Salivary), ব্রঙ্কিয়াল্ (Bronchial) এবং ল্যাক্রিমাল্ গ্লাণ্ডের (Lachrymal) Glands) স্রাববর্দ্ধন করে, এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) উহা এককালীন সংরুদ্ধ হয়, এবং ফাইজষ্টিগ্মা (Physostigma) কনীনিকাসংকোচক, এট্রোপিয়া (Atropia) কনীনিকাপ্রসারক। এতদ্ব্যতীত উহাদের আরও এমত দুই একটী ক্রিয়া আছে যাহা যদিও প্রকৃত বিরুদ্ধ ক্রিয়া নহে, তথাপি

বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, যেমন ফাইজষ্টিগ্মা দ্বারা (Physostigma) শিরা সকল সংকুচিত হয়, এট্রোপিয়া (Atropia) দ্বারা ধমনীপ্রাচীর উক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিও এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) প্রধান প্রধান বিষলক্ষণাদি দূরীভূত হয়, তথাপি সম্ভবতঃ এই উভয় বিষৌষধিরই কতকগুলি ক্রিয়া একরূপ আছে, যেহেতু এট্রোপিয়া (Atropia) ফাইজষ্টিগ্মাজনিত (Physostigma) মৃত্যু নিবারণ করিলেও স্থলবিশেষে উহাদ্বারা কোন উপকার দর্শে না। পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কোন জন্তুকে প্রথম সাংঘাতিক মাত্রায় (Minimum Fatal Dose) ফাইজষ্টিগমা (Physostigma) প্রয়োগ করতঃ যদ্যপি এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) চিকিৎসা করা যায় তাহা হইলে উহার মৃত্যু ঘটে না, কিন্তু ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) মাত্রা যদ্যপি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে মৃত্যুনিবারণার্থ এট্রোপিয়ার (Atropia) মাত্রারও উত্তরোত্তর লাঘব করা আবশ্যক, যে হেতু ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) প্রথম সাংঘাতিক মাত্রার (Minimum Fatal Dose) বিষক্রিয়া দূরীকরণার্থ যে পরিমাণে এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগের প্রয়োজন, উহার মাত্রা বৃদ্ধি করিলে যদ্যপি সেই পরিমাণে বা তদধিক পরিমাণে এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে মৃত্যু নিবারিত না হইয়া বরং সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ফাইজষ্টিগ্মা এবং এট্রোপিয়া (Physostigma and Atropia) এতদুভয়ের কতকগুলি ক্রিয়া একরূপ আছে, সুতরাং ফাইজষ্টিগ্মা (Physostigma) প্রথম সাংঘাতিক মাত্রাপেক্ষা (Minimum Fatal Dose) অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করতঃ মৃত্যুনিবারণলালসায় তদ্রূপ অধিক পরিমাণে এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগ করিলে উভয়ের যে সকল ক্রিয়া একরূপ আছে সেই সকল ক্রিয়া অতীব প্রবলভাবে প্রকাশিত হইয়া রোগীর প্রাণসংহার করে। ইহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তদ্বারা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। কোন জন্তুকে প্রথম সাংঘাতিক মাত্রায় (Minimum Fatal Dose) ফাইজষ্টিগ্মা (Physostigma) প্রয়োগ করিলে যদ্যপি উহার মৃত্যুনিবারণার্থ ৫ গ্রেণ এট্রোপিয়ার (Atropia) প্রয়োজন হয়, ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) উক্ত সাংঘাতিক

মাত্রা (That Minimum Fatal Dose) দেড় গুণ বৃদ্ধি করিলে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ৪ গ্রেণ এট্রোপিয়া (Atropia) আবশ্যক হইয়া থাকে। এইরূপে ফাইজষ্টিগ্‌মার (Physostigma) সাংঘাতিক মাত্রা (Fatal Dose) যত বৃদ্ধি করিবে এট্রোপিয়ার (Atropia) মাত্রারও তত লাঘব করিতে হইবে; নতুবা ইহা উহার বিরুদ্ধক্রিয়াসাধনে সমর্থ হইবে না। অতঃপর উত্তরোত্তর ফাইজষ্টিগ্‌মার (Physostigma) প্রথম সাংঘাতিক মাত্রা (Minimum Fatal Dose) চারিগুণ বৃদ্ধি করিলে এট্রোপিয়ার (Atropia) মাত্রারও এতদূর হ্রাস করিতে হইবে যে তদ্দ্বারা মৃত্যুনিবারণ হওয়া অসম্ভব। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে এট্রোপিয়া (Atropia) ফাইজষ্টিগ্‌মার (Physostigma) বিরুদ্ধক্রিয়াসাধক হইলেও উহা উহার সকল সাংঘাতিক মাত্রায় (Fatal Dose) মৃত্যুনিবারণে সমর্থ নহে। অতএব কোন নির্দ্ধারিত সাংঘাতিক মাত্রায় ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma) প্রযোজিত হইলে এট্রোপিয়া সেবনে (Atropia) রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। এই নির্দ্দিষ্ট মাত্রার আধিক্য হইলে যদ্যপি এট্রোপিয়ার (Atropia) মাত্রার বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করা যায় তাহা হইলে উহা ফাইজষ্টিগ্‌মার (Physostigma) প্রধান প্রধান কতিপয় বিষক্রিয়া নিবারণ করে বটে, কিন্তু উহাদের উভয়ের যে সকল ক্রিয়া একরূপ আছে সেই সকল ক্রিয়া অতীব প্রবল ভাব ধারণ করতঃ রোগীর প্রাণসংহারে সমর্থ হইয়া থাকে। ফাইজষ্টিগ্‌মার (Physostigma) প্রথম সাংঘাতিক মাত্রা (Minimum Fatal Dose) ১$\frac{1}{2}$ গ্রেণ এবং এট্রোপিয়ার (Atropia) ২$\frac{1}{2}$ গ্রেণ। ফাইজষ্টিগ্‌মার (Physostigma) প্রথম সাংঘাতিক মাত্রাদ্বারা কোন জন্তুকে বিষাক্ত করিলে $\frac{1}{200}$ গ্রেণ মাত্রায় এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগে উহার মৃত্যুনিবারণ হয় বটে, কিন্তু এতাদৃশ স্বল্প মাত্রায় সুস্থ শরীরে সেবন করিলে দেহমধ্যে এট্রোপিয়ার (Atropia) কোন ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। ফাইজষ্টিগ্‌মাদ্বারা (Physostigma) যে মৃত্যু হয় এট্রোপিয়া (Atropia) উহা নিবারণ করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু এট্রোপিয়া (Atropia) বিষমাত্রায় সেবন করিলে যে মৃত্যুসম্ভাবনা, ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma) উহা নিবারণ করিতে পারে কি না তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই।

এট্রোপিয়া (Atropia) এবং মাস্কেরিণ্ (Muscarine) এতদুভয়েরও পর-

স্পরের ক্রিয়া ঠিক বিপরীত। এট্রোপিয়া (Atropia) হৃৎপিণ্ডোপরি স্থানিক প্রয়োগ করিলে উহার ক্রিয়াবাহিত্য সংঘটিত হয়, কিন্তু হৃৎপিণ্ডক্রিয়া চারি ঘণ্টা যাবৎ বন্ধ থাকিলেও মাস্কেরিণ্ (Muscarine) স্থানিক প্রয়োগে উহা পুনরারব্ধ হইয়া থাকে। এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) হৃৎপিণ্ডের বামপার্শ্বস্থ গহ্বরদ্বয় ও ফুস্‌ফুস্‌স্থিত ধমনীনিচয় শোণিতপূর্ণ হয়, এবং উহা উক্ত যন্ত্রের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গহ্বরদ্বয় ও ভেনা কেভার (Vena Cava) রক্তাধিক্য এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবারণ করে; মাস্কেরিণ্‌দ্বারা (Muscarine) হৃৎপিণ্ডের বাম অরিকল্ ও ভেণ্ট্রিকল্ (Auricle and Ventricle) এবং ফুস্‌ফুস্‌মধ্যস্থ ধমনীসমূহে শোণিতের স্বল্পতা জন্মে, এবং উহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গহ্বরদ্বয় ও ভেনা কেভা (Vena Cava) রুধিররাশিদ্বারা পরিপূর্ণ হয় এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এট্রোপিয়া (Atropia) লাল ও ঘর্ম্মস্রাব নিবারণ করে, মাস্কেরিণ্ (Muscarine) দ্বারা উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এট্রোপিয়া (Atropia) যাবোরাণ্ডির (Jaborandi) বিরুদ্ধক্রিয়া সাধক। যাবোরাণ্ডিদ্বারা (Jaborandi) লাল ও ঘর্ম্মস্রাবের বৃদ্ধি হয়, এট্রোপিয়া (Atropia) উহা নিবারণ করে। যাবোরাণ্ডি (Jaborandi) নয়নমধ্যে প্রয়োগ করিলে কণীনিকা সংকুচিত হয়, এট্রোপিয়াদ্বারা (Atropia) উহা প্রসারিত হইয়া থাকে। যাবোরাণ্ডি (Jaborandi) সেবনে নয়নদ্বয় ও পিউবিক্ অস্থিতে (Pubic Bone) বেদনা, শিরোঘূর্ণন, মুহুর্মুহুঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণনিচয় আবির্ভূত হয়, কিন্তু এট্রোপিয়া (Atropia) $\frac{1}{200}$ গ্রেণ মাত্রায় চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে উহারা সত্বর অন্তর্ধান করে। যাবোরাণ্ডি (Jaborandi) ডায়াষ্টোলে (Diastole) হৃৎপিণ্ডক্রিয়া বন্ধ করে, কিন্তু উহা কিয়ৎকাল বন্ধ থাকিলেও যদ্যপি এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহা পুনরারব্ধ হয়। যাবোরাণ্ডিদ্বারা (Jaborandi) ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) সীমাপ্রদেশ প্রথমতঃ উত্তেজিত ও পরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, এট্রোপিয়া (Atropia) উহাকে উত্তেজিত না করিয়া এককালীন উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। উল্লিখিত ক্রিয়াসকল যদিও বিপরীত, তথাপি উহাদের দুইটী ক্রিয়া একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের উভয়ের দ্বারাই মুখবর্ণের আরক্তিমতা জন্মে, এবং উহাদের উভয়ের

ক্রিয়াই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বালকেরা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে।

এট্রোপিয়া (Atropia) ব্রোমালের (Bromal) বিরুদ্ধাচারী; যেহেতু ব্রোমাল্ (Bromal) সেবনে অপরিমিত পরিমাণে কফ ও লালাক্ষরণ হওয়াতে শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়, কিন্তু এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগ করিলে উক্ত স্রাব নিবারিত হওয়াতে রোগীর প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে। যদিও এট্রোপিয়া (Atropia) ব্রোমালের (Bromal) বিরুদ্ধক্রিয়াসাধক বটে, তথাপি ব্রোমাল্ (Bromal) এট্রোপিয়ার (Atropia) নহে, যে হেতু এট্রোপিয়া (Atropia) সেবনে কফস্রাব ও লালাক্ষরণ বন্ধ হইয়া কদাচ কাহারও মৃত্যু হয় না।

এট্রোপিয়া (Atropia) একোনাইটেরও (Aconite) বিরোধী; যেহেতু একোনাইট্ দ্বারা (Aconite) হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে উহা ডায়াষ্টোলে (Diastole) সংরুদ্ধ হয়, এট্রোপিয়া (Atropia) সেবনে উক্ত ক্রিয়া বলবতী হয় এবং উহা দ্রুত ভাব ধারণ করে।

কোন কোন চিকিৎসক এট্রোপিয়াকে (Atropia) হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিডের (Hydrocyanic Acid) বিরুদ্ধক্রিয়াসাধক বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহার কারণ এই যে তাঁহারা বলেন যে এট্রোপিয়া (Atropia) ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) প্রান্তভাগস্থিত ইন্‌হিবিটারি শাখাসকলের (Periphral Inhibitory Branches) পক্ষাঘাত উৎপাদন করাতে হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ দ্বারা (Hydrocyanic Acid) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারাহিত্য সংঘটিত হয় না।

ফিক্সড্ আল্‌কালিদিগের দ্বারা (Fixed Alkalies) এট্রোপিয়ার ক্রিয়া নষ্ট হয়, তজ্জন্য এট্রোপিয়া (Atropia) দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে ঐ সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা, লাইম্ ওয়াটার্ (Lime Water), লাইকর্ এমোনিয়া (Liquor Ammonia) ইত্যাদি, কিন্তু বাইকার্বনেট্ অব্ পটাস্ কিম্বা সোডার (Bicarbonate of Potash or Soda) এতাদৃশ গুণ নাই।

উহার ক্রিয়া।—বাহ্য প্রয়োগে বেদনানিবারক, সংকোচক, স্নায়বীয় উগ্রতাহারক, আক্ষেপনিবারক ও কণীনিকাপ্রসারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কণীনিকাপ্রসারক, সংকোচক, বেদনানিবারক, মৃদু বিরেচক, স্নায়বীয়

অবসাদক, আক্ষেপনিবারক ও হৃৎপিণ্ডোত্তেজক। অধিক মাত্রায় হৃৎপিণ্ডা-বসাদক ও বিষক্রিয়াজনক।

থিরা। বেদনানিবারক ও স্নায়বীয় উগ্রতাহারক ক্রিয়ার জন্য বাহ্য প্রয়োগে বেলেডনা (Belladonna) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দেহের কোন স্থানে বেদনা অথবা চর্ম্মের স্পর্শানুভবশক্তির আধিক্য হইলে, এবং যক্ষা রোগ কিম্বা শৈত্যপ্রভাবে বক্ষঃপ্রাচীরে বেদনা অথবা পৈশিক উগ্রতা উপস্থিত হইলে বেলেডনার (Belladonna) লিনিমেণ্ট্ অথবা পলস্তারা (Liniment or Plaster) প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। বেলেডনার লিনিমেণ্ট্ (Liniment Belladonna) কিম্বা এট্রোপিয়ার (Atropia) মলম মুখমণ্ডলের নিউরালজিয়াতে (Neuralgia) অতীব ফলপ্রদ। মাইআল্জিয়া (Myalgia) রোগেও উহারা ফলদায়ক বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে উহাদের অপেক্ষা অহিফেন অধিকতর উপকারী। লাম্বেগো (Lumbago) রোগে বেলেডনার পলস্তারা (Belladonna Plaster) প্রয়োগ করিলে এত শীঘ্র বেদনার শান্তি হয় যে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়; বিশেষতঃ যখন উক্ত পীড়া আরোগ্যপ্রায় হয় তখন মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেদনা অবশিষ্ট থাকিলে উহা প্রায় কোন ঔষধই দূরীকরণে সমর্থ হয় না, কেবল একমাত্র বেলেডনার পলস্তারাদ্বারাই (Belladonna Plaster) উহা প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বেলেডনা (Belladonna) দেহস্থ কতিপয় গ্রাণ্ড (Glands) এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব নিবারণ করাতে উহা সংকোচক বলিয়া পরিচিত। উহা ম্যামারি, স্যালিভারি এবং স্বেদক্ষরণকারী গ্রাণ্ড সমূহের (Mammary, Salivary and Sweat Glands) ও শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবনিবারণে সবিশেষ তৎপর। এতদ্দ্বারা দুগ্ধক্ষরণ নিবারিত হয় বলিয়া ম্যামারি এব্‌সেস্ (Mammary Abscess) উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হইলে এতৎপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। উল্লিখিত পীড়ার প্রারম্ভাবস্থায় অর্থাৎ যৎকালে পয়োধরে প্রদাহের সূত্রপাত হয় এবং উহা স্ফীত, লোহিতবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে, তৎকালে বেলেডনা (Belladonna) প্রয়োগ করিলে কতিপয় ঘণ্টার মধ্যেই বেদনা ও

কাঠিন্য দূরীভূত, স্ফীতি ও লোহিতবর্ণ অন্তর্হিত এবং প্রদাহ প্রশমিত হয়। যদ্যপি প্রদাহ কিয়ৎকাল স্থায়ী হয় এবং প্রদাহিত স্তন স্ফীত, অতীব বেদনাযুক্ত ও কঠিন হয় তাহা হইলে উহা দীর্ঘকাল প্রয়োগ না করিলে পীড়ার প্রতিকার প্রত্যাশা করা যায় না। এতাদৃশাবস্থায় উহা দিবসৈকদ্বয় ব্যবহার করিলে প্রদাহের শান্তি হইতে দেখা যায় এবং উহা আর বিস্তৃত হইতে পারে না। এতদুদ্দেশে লিনিমেণ্ট্ বেলেডনা (Liniment Belladonna) অথবা তুল্যাংশে এক্‌ট্রাক্ট্ বেলেডনা ও গ্লিসরিণ্ (Extract Belladonna and Glycerine) স্তনবৃন্তের চতুষ্পার্শ্বস্থ কৃষ্ণবর্ণ স্থানে মর্দ্দন কিম্বা প্রলেপস্বরূপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদুভয়ের মধ্যে লিনিমেণ্ট্ দ্বারা (Liniment) অধিক উপকার সম্ভবে। উক্ত পীড়ায় লিনিমেণ্ট্ (Liniment) মর্দ্দন করিবার পর যদ্যপি উষ্ণ সলিলের সেক দেওয়া যায় তাহা হইলে আশাতীত ফললাভ হইয়া থাকে।

বেলেডনার (Belladonna) ঘর্ম্মনিবারণের শক্তিও অসাধারণ। কোন কোন ব্যক্তির হস্তপদাদি হইতে স্বভাবতঃ এতাদৃশ ঘর্ম্মস্রাব হয় যে হস্তদ্বারা কাগজবস্ত্রাদি ধারণ কিম্বা পদদ্বয়ে চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিলে উহা স্বল্পকাল মধ্যেই অভিষিক্ত হয়। যাহাদের পদদ্বয় হইতে নিরন্তর স্বেদক্ষরণ হয় তাহাদিগকে পাদুকোন্মোচন করতঃ কোন স্থানে উপবেশন করিতে হইলে এতাদৃশ দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় যে জনসমাজে গমন করা তাহাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে। কাহারও বা নিদ্রিতাবস্থার সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব হওয়াতে শয্যা ও উপাধানাদি সিক্ত হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তির কেবলমাত্র বদনমণ্ডল, কাহারও বা অর্দ্ধাঙ্গমাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক যেরূপ ঘর্ম্মস্রাব হউক না কেন বেলেডনা (Belladonna) উহা দূরীকরণে সমর্থ। এতদুদ্দেশে উহার লিনিমেণ্ট্ (Liniment) কিয়দ্দিন মর্দ্দন করা আবশ্যক। উহার পরিবর্ত্তে এট্রোপিয়া (Atropia) $\frac{১}{১২০}$ হইতে $\frac{১}{৬০}$ গ্রেণ মাত্রায় চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলেও ঘর্ম্মস্রাব নিবারিত হয়। যক্ষ্মা অথবা অপরাপর বলক্ষয়কারক পীড়ায় অপরিমিত স্বেদক্ষরণ হইলেও উহার আশ্রয়গ্রহণে সফলমনোরথ হওয়া যায় বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়া চিরস্থায়ী নহে। সাধারণতঃ ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উহার ফল বর্ত্তমান

থাকে। কদাচিৎ উহার চিরস্থায়ী ফলও দৃষ্টিগোচর হয়। ঘর্ম্মনিবারণার্থ এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগের আপত্তি এই যে উহা মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তরের শুষ্কতা উৎপাদন করে এবং তজ্জন্য রোগীর কিঞ্চিৎ কষ্টানুভব করিতে হয়।

স্যালিভারি গ্লাণ্ডের (Salivary Gland) উপরও বেলেডনার (Belladonna) সংকোচক ক্রিয়া থাকাতে উহা প্রভূত লালক্ষরণনিবারণে অতীব তৎপর। এতদুদ্দেশে উহা স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয়। স্কার্ভিরোগে (Scurvy) অথবা পারদসেবনে অপর্য্যাপ্ত লালস্রাব হইলে এট্রোপিয়া (Atropia) চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বেলেডনা (Belladonna) স্থানিক প্রয়োগ করিলে সিবেসাস্ গ্লাণ্ডের (Sebacious Gland) স্রাব রহিত হয় বলিয়া উহা একনি (Acne) নামক চর্ম্মরোগেও ফলদায়ক।

বেলেডনা (Belladonna) যে কেবল ম্যামারি এবসেস্ নামক (Mammary Abscess) রোগে দুগ্ধক্ষরণ নিবারণ করতঃ পীড়ার প্রতিকারসাধন করে এমত নহে, অন্যান্য স্ফোটক, বিস্ফোটক, কার্ব্বাঙ্কল্ (Carbuncle) প্রভৃতির প্রদাহও এতদ্দ্বারা প্রশমিত হয়। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে এক্স্‌ট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna) গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) সহযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোন স্থান বিভক্ত হওয়াতে নিরতিশয় যন্ত্রণাবোধ হইলে উক্ত মিশ্রপ্রয়োগে উপকার দর্শে। এতদুদ্দেশে উহা ফিসার্ অব্ দি এনাস্ (Fissures of the Anus) নামক পীড়াতে প্রয়োজিত হয়।

লিউকোরিয়ারোগে (Leucorrhœa) এক্স্‌ট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna) ট্যানিক্ এসিডের (Tannic Acid) সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। জরায়ুমুখে ক্ষতোৎপন্ন হইলে সচরাচর উক্ত পীড়া জন্মে এবং উহাতে অপরিমিত পূযস্রাব হইয়া থাকে। উক্ত মিশ্রপ্রয়োগে বেদনা ও স্রাবের লাঘব হয় এবং ক্ষত সত্বর আরোগ্য লাভ করে। উহা জরায়ুর শূলবেদনা (Neuralgia) নিবারণেও সবিশেষ তৎপর। উল্লিখিত পীড়াতে উক্ত মিশ্র কিঞ্চিৎ তুলাদ্বারা জরায়ুমুখে সংলগ্ন করিয়া কিয়ৎকাল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ জরায়ুমুখ ও যোনিগহ্বর

কণ্ডিজ্ ফ্লুইডের (Condy's Fluid) লোসান্ দ্বারা (Lotion) সুচারুরূপে ধৌত করিয়া উহা প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে উহা ব্যবহার করিলে বেদনা, স্রাব এবং ক্ষত অতি স্বল্পকালমধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। উক্ত মিশ্র প্রস্তুত করিতে হইলে অষ্ট ভাগ এক্স্‌ট্রাক্ট্ বেলেডনাতে (Extract Belladonna) দুই ভাগ ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) মিশ্রিত করা আবশ্যক। ক্ষতের অবর্ত্তমানে কেবলমাত্র জরায়ুমুখস্থিত মিউকাস্ গ্ল্যাণ্ড সকলের (Mucous Glands) ক্ষরণাধিক্য বশতঃ যে লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) পীড়ার উৎপত্তি হয় তাহাতে নিম্নলিখিত ঔষধ সলিলসহযোগে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে উহা আশাতীত ফলপ্রসব করে। একড্রাম বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডা (Bicarbonate of Soda) ও দুই আউন্স টিংচার বেলেডনা (Tincture Belladonna) এক পাইন্ট (Pint) জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ উহা পিচকারীদ্বারা যোনিগহ্বরমধ্যে প্রয়োগ করিয়া দুই তিন মিনিট কাল তথায় রক্ষা করিতে হয়। এইরূপে উহা ব্যবহার করিলে অতি স্বল্পকালমধ্যেই স্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

পৈশিক আক্ষেপ ও বেদনানিবারণে এট্রোপিয়া (Atropia) অতীব উপযোগী। উহা আক্ষিপ্ত অথবা বেদনাযুক্ত স্থানে চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে আক্ষেপ ও বেদনা সত্বর দূরীভূত হয়। কোন কোন ব্যক্তি এট্রোপিয়ার (Atropia) পরিবর্ত্তে মর্ফিয়া (Morphia), কেহবা মর্ফিয়ার (Morphia) পরিবর্ত্তে এট্রোপিয়া (Atropia) অনায়াসে সহ্য করেন, সুতরাং তাঁহাদের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে রোগী যেটীতে অভ্যস্ত সেইটীই প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত। নিউরালজিয়া (Neuralgia),, সায়েটিকা (Sciatica), লাম্বেগো (Lumbago), প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) প্রভৃতি বেদনাদায়ক পীড়াতে এট্রোপিয়ার (Atropia) পিচকারী ফলপ্রদ বটে, কিন্তু উহাতে মর্ফিয়া (Morphia) অধিকতর উপকারী। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে এট্রোপিয়া (Atropia) $\frac{1}{১২০}$ হইতে $\frac{1}{৬০}$ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আইরাইটিস্ (Iritis) রোগে আইরিসের (Iris) প্রদাহনিবারণে এট্রোপিয়া (Atropia) বিশেষ পারদর্শী। এই পীড়ায় নয়নমধ্যে স্থানিক প্রয়োগ করিলে উহা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে। উহা যে কেবল প্রদাহ

ও বেদনা দূর করে এমত নহে, এতদ্দ্বারা কণীনিকা প্রসারিত হওয়াতে আইরিস্ (Iris) সম্বদ্ধ হইতে পারে না। কণীনিকাপ্রসারক গুণ থাকাতে উহা নয়নের অভ্যন্তরপ্রদেশ পরীক্ষা করিবার জন্য স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং কঞ্জাংটিভাইটিস (Conjunctivitis) অথবা অন্যান্য চক্ষুঃপ্রদাহেও উহার স্থানিক ব্যবহার প্রচলিত আছে। চক্ষুঃরোগে নয়নমধ্যে নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে ২ গ্রেণ এট্রোপিয়া (Atropia) এবং দুই গ্রেণ ইসিরিণ্ (Eserine) এক আউন্স্ জলে দ্রবীভূত করতঃ মধ্যে মধ্যে তন্মধ্যে প্রয়োগ করিলে আশু যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে। পঞ্চম স্নায়ু (Fifth Nerve) অথবা ভ্রূদেশের শূলবেদনাতে (Neuralgia) রোগমধ্যে অসহ্য যন্ত্রণার উদয় হইলে উহার চতুষ্পার্শ্বে লিনিমেণ্ট্ বেলেডনা (Liniment Belladonna) প্রয়োগ করিলে সত্বর বেদনার শান্তি হয় এবং রোগী আলোকদর্শনে বিশেষ কষ্টানুভব করে না। সায়েটিকারোগে (Sciatica) বেদনাযুক্ত স্থানে উক্ত লিনিমেণ্ট (Liniment) মর্দ্দন করিলে স্থলবিশেষে উপকার দর্শে।

বাতরোগপ্রভাবে অথবা গুরুতর আঘাতবশতঃ কোন গ্রন্থির প্রদাহ জন্মিলে বেলেডনা (Belladonna) স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয়। স্ফোটক বিস্ফোটক, কার্বাঙ্কল্ (Carbuncle) প্রভৃতি অন্যবিধ চর্ম্মপ্রদাহনিবারণেও উহা পরাঙ্মুখ নহে। এতদ্দ্বারা বেদনা, উত্তাপ, আরক্তমতা প্রভৃতি প্রদাহের লক্ষণসকল সত্বর দূরীভূত হয়। বিশেষতঃ প্রদাহের প্রথমাবস্থায় উহা প্রয়োগ করিলে উহা সচরাচর বিস্তৃত হইতে পারে না। উল্লিখিত উদ্দেশে উহার এক্‌ট্রাক্ট (Extract) গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) সহযোগে ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্র হাইড্রোসিল প্রদাহে (Inflamed Hydrocele) অথবা পেরটিড্ (Parotid), সবম্যাগ্জিলারি (Submaxillary) প্রভৃতি বিবিধ গ্লাণ্ডের (Glands) প্রদাহে প্রয়োগ করিলে অল্পক্ষণমধ্যে উহার শান্তি হইতে দেখা যায়। আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির প্রদাহেও উহা অতীব ফলদায়ক। টিফলাইটিস্ (Typhlitis), কলাইটিস্ (Colitis), ওভেরাইটিস্ (Ovaritis), মিট্রাইটিস (Metritis), পেরিমিট্রাইটিস্ (Perimetritis) প্রভৃতি প্রাদাহিক পীড়াতে উদরপ্রাচীরোপরি পূর্ব্বোক্ত মিশ্র সচরাচর সকল চিকিৎসকই

প্রয়োগ করেন। এতদ্দ্বারা যে আশু রোগের প্রতিকার হয় তৎপক্ষেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উল্লিখিত ব্যাধিতে বেলেডনার প্লাষ্টার (Belladonna Plaster) ব্যবহার করিলেও ফললাভ হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের কোন রূপ ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য অথবা যান্ত্রিক পীড়াবশতঃ অর্থাৎ মাইট্রাল্ (Mitral) কিম্বা এওর্টিক্ (Aortic) রিগার্জিটেসন্ অথবা অবস্‌ট্রাক্সন্ (Regurgitation or Obstruction) বশতঃ উক্ত যন্ত্রের প্যাল্‌পিটেসন্ (Palpitation) উপস্থিত হইলে অথবা উগ্রতা জন্মিলে তদুপরি বেলেডনা প্লাষ্টার (Belladonna Plaster) প্রয়োগে অনতিবিলম্বেই উল্লিখিত লক্ষণসকল দূরীভূত হয় এবং উহার ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে। এবম্বিধাবস্থায় বেলেডনা (Belladonna) সেবন করিলেও বিশেষ ফল দর্শে।

বিবিধ প্রাদাহিক রোগে বাহ্যপ্রয়োগের ন্যায় বেলেডনার (Belladonna) আভ্যন্তরিক ব্যবহারও প্রচলিত। গলাভ্যন্তর ও টন্‌সিলের (Tonsil) প্রদাহে উহা একোনাইটের (Aconite) সহিত সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু নাড়ী দুর্ব্বল এবং চর্ম্ম ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল থাকিলে একোনাইট্ (Aconite) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ কিম্বা কোনরূপ বেদনা দায়ক পীড়াতে এবং আভ্যন্তরিক গ্লাণ্ড (Gland) ও গ্রন্থিসকলের প্রদাহে অনেকে উহা ব্যবহার করেন। এতদ্ব্যতীত স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের আন্ত্রিক কলিক্ (Intestinal Colic), মাম্পস্ (Mumps), টন্‌সিলাইটিস্ (Tonsillitis), স্প্রেণ্ (Sprain), বাতব্যাধি, মাস্কুলার্ রিউম্যাটিজম্ (Muscular (Rheumatism), দন্তশূল, চক্ষুর বাহিক ও আভ্যন্তরিক প্রদাহ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বেদনাদায়ক পীড়াতেই উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে টাইফাস্‌জ্বরাক্রান্ত (Typhus Fever) রোগীর রসনা নীরস হইলে এতৎপ্রয়োগে উহা সরস হইয়া থাকে। কথিত আছে যে টিংচার বেলেডনা (Tincture Belladonna) অধিক মাত্রায় অর্থাৎ ২০ হইতে ৩০ বিন্দু মাত্রায় গর্ভাবস্থার দুর্নিবার্য্য বমননিবারণে সমর্থ।

মৃদুবিরেচক গুণ থাকাতে কোষ্ঠবদ্ধতা পীড়ায়, বিশেষতঃ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়াজনিত দুবপণেয় কোষ্ঠবদ্ধতাতে এক্সট্রাক্ট্ বেলেডনা

(Extract Belladonna) অতীব ফলদায়ক বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। উহা ¼ কিম্বা ½ গ্রেণ মাত্রায় বটিকাকারে শয়নকালে সেবন করিলে প্রাতঃসময়ে স্বাভাবিক একটী দাস্ত হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হয়; কিন্তু উহার দোষ এই যে উহা দুই অথবা তিন সপ্তাহকাল প্রত্যহ প্রযোগ না করিলে উপকার দর্শে না। এইরূপ নিয়মানুসারে উহা সেবন করিলে যৎকালে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে দাস্ত হইতে থাকে তৎকালে উহা রহিত করিলেও বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহা লৌহঘটিত ঔষধের সহিত সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এইরূপে প্রয়োগ করিলে উহা লৌহজনিত কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিয়া থাকে। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির এতাদৃশ কোষ্ঠবদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায় যে ৫।৬ দিন যাবৎ একবার মাত্রও দাস্ত হয না, এবং নানারূপ তেজস্কর বিরেচক ঔষধ সেবনেও কোন ফল দর্শে না। এবম্বিধাবস্থায় এক অথবা দুই গ্রেণ এক্স্‌ট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna) দ্বারা সাপোজিটরি (Suppository) প্রস্তুত করতঃ গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলে অভিলষিত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এক্স্‌অপ্‌থাল্‌মিক্ গইটাররোগে (Exophthalmic Goitre) টিংচার বেলেডনা (Tincture Belladonna) ৫ বিন্দু মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্দ্বারা উক্ত ব্যাধিজনিত স্ফীতি স্বল্পকাল মধ্যেই অপসারিত হয়।

নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia), সায়েটিকা (Sciatica), লাম্বেগো (Lumbago) প্রভৃতি পীড়াতেও উহা বিশেষ উপকারী বটে, কিন্তু পঞ্চম স্নায়ুর (Fifth Nerve) শূলবেদনাতে (Neuralgia) উহা যতদূর ফলদায়ক অন্য কোন স্নায়ুর নিউরাল্‌জিক্ বেদনাতে (Neuralgic Pain) ততদূর নহে।

কোন কোন চিকিৎসক এপিলেপ্সি (Epilepsy) রোগে উহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা বলেন যে ½ গ্রেণ এক্স্‌ট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna) ½ গ্রেণ চূর্ণীকৃত বেলেডনার পত্রের (Belladonna Leaf) সহিত মিশ্রিত করতঃ বটিকাকারে প্রত্যহ এক একটী সেবনীয়।

যে সকল রোগীর রজনীযোগে ফিট্ (Fit) হয় তাহাদিগকে উহা সন্ধ্যাকালে এবং যাহাদের ফিট্ (Fit) দিবাভাগে হয় তাহাদিগকে প্রাতঃকালে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রণালীতে মাসৈক যাবৎ ঔষধ ব্যবহার করতঃ পরে প্রতিমাসে এক একটী করিয়া বটিকা বৃদ্ধি করিতে হয়, অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসে প্রত্যহ দুইটী, তৃতীয় মাসে তিনটী, চতুর্থ মাসে চারিটী ইত্যাদি। এইরূপে মাত্রা বৃদ্ধি করিতে করিতে যৎকালে রোগী প্রত্যহ ২০টী অথবা তদধিক বটিকা সেবন করে তৎকালে পীড়া এককালীন সমূলে নির্ম্মূল হয়, অথবা উহার অনেক উপশম হইয়া থাকে।

বেলেডনা (Belladonna) এজ্‌মারোগের (Asthma) কাশি ও শ্বাস কৃচ্ছ্র নিবারণে বিশেষ তৎপর বলিয়া অনেকে উহা উক্ত রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ফললাভের প্রত্যাশা করিতে হইলে উহা দশ বিন্দু অথবা তদধিক মাত্রায় দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা ব্যবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতাদৃশ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা কখন কখন উক্ত পীড়ার আক্রমণ কখন বা উহার প্রকোপ নিবারণ করে।

বেলেডনা (Belladonna) হুপিংকফ্ রোগের (Whooping Cough) একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতেও উহা ৮ অথবা ১০ বিন্দু মাত্রায় দুই ঘণ্টা ব্যবধানে প্রয়োগ না করিলে আশু উপকারের সম্ভাবনা নাই। যদিও উল্লিখিত মাত্রা দুই তিন বৎসরের বালকদিগের পক্ষে নিতান্ত অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়, তথাপি উহারা উহা অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে পারে। উহা সেবনে যদ্যপি কদাচিৎ কোন বালকের তন্দ্রা অথবা ডিলিরিয়ম্ (Delirium) উপস্থিত হয় কিম্বা কণীনিকা প্রসারিত হয় তাহা হইলে মাত্রার লাঘব করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ ব্যবহারকালে রোগী সতত শীতল সমীরণ সেবন করিলে কিম্বা সুশীতল সলিলে অভিষিক্ত হইলে কিছুমাত্র ফললাভ হয় না। স্থলবিশেষে বেলেডনা (Belladonna) পীড়ার প্রতিকারসাধনে অসমর্থ হইয়া থাকে। যে স্থলে উহার সহিত ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়া বর্ত্তমান থাকে, অথবা অন্ত্রমধ্যে কৃমির অবস্থান, দন্তোদ্গম প্রভৃতি স্নায়বীয় উগ্রতাজনক কারণ হইতে উহা উৎপন্ন হয় সে স্থলে বেলেডনা (Belladonna) রোগাপনয়নে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। উল্লিখিত

কারণাদির অস্তিত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলে যথোপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারা তদ্দূরী করণে যত্নবান্ হওয়া চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা কেবল মাত্র বেলেড নার (Belladonna) আশ্রয় গ্রহণ করতঃ শান্তি অন্বেষণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। হুপিংকফ্‌রোগের (Whooping Cough) জরাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে বেলেডনা (Belladonna) প্রযোগ করা বিধেয়। অন্যান্য কাশরোগেও উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ যে স্থলে কাশির সহিত অপরিমিত কফস্রাব হয় সে স্থলে উহা শ্বাসপ্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ আশানুরূপ ফল প্রদান করে।

মস্তক, নয়নদ্বয় ও ভ্রূযুগলে বেদনা অনুভূত হইলে টিংচার বেলেডনা (Tincture Belladonna) তিনবিন্দু মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। এবম্বিধ বেদনা সচরাচর ঋতুর বিশৃঙ্খলতা, জরায়ু কিম্বা পাকাশয়ের পীড়া, নিরতিশয় পরিশ্রম অথবা দুর্ব্বলতা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং যুবতী স্ত্রীলোক দিগেরই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে উহার উৎপত্তি কারণ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া উঠে। যাহা হউক যে কোন কারণে উহা সমুদ্ভূত হউক না কেন, উহা বেলেডনাদ্বারা (Belladonna) দূরীভূত হইয়া থাকে।

ধারণাশক্তির অভাববশতঃ বালক অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অতর্কিত ভাবে মূত্রক্ষরণ হইলে বেলেডনা (Belladonna) সেবনে উহা নিবারিত হয়। এতদুদ্দেশে উহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার না করিলে পীড়ার শান্তি হয় না, এমন কি ব্যক্তিবিশেষে ১০, ২০, কিম্বা ৩০ বিন্দু মাত্রায়ও প্রত্যহ বারত্রয় প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্যারাপ্লিজিয়া (Paraplegia) পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি-দিগের এবং প্রষ্টেট্ গ্লাণ্ড্ (Prostate Gland) বিবৃদ্ধিবশতঃ বৃদ্ধব্যক্তি-দিগের এবম্ভূত ব্যাধিতেও উহা ফলদায়ক। যাহারা রজনীযোগে শয্যায় মূত্রত্যাগ করে তাহাদিগের পক্ষে উহা শয়নকালে ব্যবস্থেয়।

ইরিসিপেলাস্ রোগে (Erysipelas) একোনাইটের (Aconite) সহিত বেলেডনা (Belladonna) ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত পীড়ায় এতদপেক্ষা একোনাইট্ (Aconite) অধিকতর ফলদায়ক বটে, কিন্তু রোগীর নাড়ী স্থূল এবং বলবতী না থাকিলে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন কোন

চিকিৎসক বলেন যে বেলেডনা (Belladonna) সেবন করিলে স্কার্লেট্ জ্বরের (Scarlet Fever) আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদর্শনে শুক্রক্ষরণ হইলে অনেকে উহা ব্যবস্থা করেন। এতদুদ্দেশে উহা সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্কের (Sulphate of Zinc) সহিত ব্যবহৃত হয়, এবং সচরাচর পীড়ার প্রতিকারসাধন করিয়া থাকে। ⅙ গ্রেণ এক্সট্রাক্ট্ বেলেডনা (Extract Belladonna) এবং দেড় গ্রেণ সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ (Sulphate of Zinc) একত্র মিশ্রিত করতঃ বটিকাকারে প্রত্যহ বারত্রয় সেবনীয়।

HYOSCYAMUS.

হাইওসায়েমাস্।

ফিজি। হাইওসায়েমাসের (Hyoscyamus) বীর্য্যের নাম হাইওসায়েমিয়া (Hyoscyamia)। উহার বীর্য্যের উপর উহার ক্রিয়া নির্ভর করে। হাইওসায়েমাস্ (Hyoscyamus) ও বেলেডনা (Belladonna) একজাতীয় ঔষধ, তজ্জন্য হাইওসায়েমাসের (Hyoscyamus) ক্রিয়া বেলেডনার (Belladonna) ক্রিয়ার প্রায় সমতুল, তবে উহার ন্যায় তাদৃশ বলবতী নহে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে এতদ্দ্বারা কণীনিকা প্রসারিত হয়, এবং পাকাশয় ও অন্ত্রের উগ্রতা সাধিত হওয়াতে বিবমিষা, বমন ও ভেদ হইতে থাকে। অতঃপর পেশীসমূহের দুর্ব্বলতা এবং কখন কখন পক্ষাঘাত জন্মে, মানসিক বৃত্তির বিশৃঙ্খলতা, ডিলিরিয়ম্ (Delirium), কোমা (Coma), প্রভৃতি লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় এবং অবশেষে রোগী মানবলীলা সম্বরণ করে।

বেলেডনার (Belladonna) ন্যায় হাইওসায়েমাস্ (Hyoscyamus) সেবন করিলে চর্ম্মোপরি এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ র‍্যাস্ (Rash) নির্গত হয়। উহা কখন কখন প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ঔষধমাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অবসাদক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। স্বল্প মাত্রায় সেবন করিলে উহাদ্বারা হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দ্রুত ও বলবতী হয় বটে, কিন্তু অধিক মাত্রায় উহা উক্ত যন্ত্রের উপর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ

করাতে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। উহার নিদ্রাকারক এবং শ্রান্তিহারক গুণও দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বেলেডনার (Belladonna) ন্যায় ব্লাডার এবং ইউরিথ্রার (Bladder and Urethra) উগ্রতা পহরণে, কাশবেগপ্রশমনে, এবং আক্ষেপনিবারণে সমর্থ বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়া বেলেডনাপেক্ষা (Belladonna) অনেকাংশে নিকৃষ্ট। উহা বেলেডনার (Belladonna) ন্যায় বেদনানিবারণেও তৎপর। কোন কেন চিকিৎসক বলেন যে বেলেডনার (Belladonna) সহিত উহার প্রভেদ এই যে উহা তদপেক্ষা অধিকতর হৃৎপিণ্ডাবসাদক। অহিফেনের সহিত উহার প্রভেদ এই যে এতদ্দ্বারা কণীনিকা প্রসারিত হয়, অহিফেন উহাকে সংকুচিত করে, এবং অহিফেনের ন্যায় উহার সংকোচক ক্রিয়া নাই।

উহার ক্রিয়া।—স্নায়বীয় ও হৃৎপিণ্ডাবসাদক, আক্ষেপনিবারক, বেদনানিবারক, শ্রান্তিহারক, নিদ্রাকারক, কদাচিৎ মূত্রকারক, কণীনিকা প্রসারক ও উগ্রতাহারক।

থিরা। হাইওসায়েমিয়া (Hyoscyamia) সচরাচর ভীষণ উন্মাদ রোগে এবং ভয়ানক দুর্নিবার্য্য ডিলিরিয়মে (Delirium) ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা সত্বর নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে রোগী অনেক সুস্থতালাভ করে। সচরাচর $\frac{1}{8}$ হইতে $\frac{1}{2}$ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলেই উন্মাদগ্রস্ত রোগীর নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) রোগেও ইহা ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু উল্লিখিত পীড়াতে ইহার ক্রিয়া তাদৃশ সন্তোষজনক নহে। নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য অহিফেন প্রয়োগ করিলে যদ্যপি রোগীর উহা সহ্য না হয় তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে হাইওসায়েমিয়া (Hyoscyamia) ব্যবহৃত হয়। কোন কোন চিকিৎসক নিউরাল্জিয়ারোগে (Neuralgia) উহা প্রয়োগ করেন।

সমুদ্রযাত্রাকালে যে বমন হয় তন্নিবারণে হাইওসায়েমিয়া (Hyoscyamia) বিশেষ উপযোগী। এতদুদ্দেশে উহা ও ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) উভয়েই $\frac{1}{1000}$ গ্রেণ মাত্রায় একত্র ১০ মিনিট কালব্যবধানে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে প্যারালিসিস্ এজিটান্স্ (Paralysis Agitans) এবং কোরিয়া (Chorea) রোগে উহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। তাঁহারা

উহা ১/২ গ্রেণমাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সেবন করিতে উপদেশ দেন অথবা প্রত্যহ একবার চর্ম্মনিম্নে পিচ্‌কারীদ্বারা প্রয়োগ করেন।

যক্ষা, এজ্‌মা (Asthma), ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) প্রভৃতি বহুবিধ ফুস্‌ফুসের পীড়াতে সচরাচর উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। এতদ্দ্বারা উল্লিখিত ব্যাধিজনিত কাশি ও শ্বাসকচ্ছ্র সত্বর প্রশমিত হয়। গলাভ্যন্তরের আক্ষেপ জনক পীড়াতেও উহা অতীব উপকারী; যেমন লেরিঞ্জিস্‌মাস্ ষ্ট্রিডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus), ক্রুপ (Croup) ইত্যাদি। হাইওসায়েমাস্ (Hyoscyamus) ব্লাডার এবং ইউরিথ্রার (Bladder and Urethra) উগ্রতাহারক বলিয়া ব্লাডারের পুরাতন ক্যাটারে (Chronic Catarrh of the Bladder) অথবা সিষ্টাইটিস্ (Cystitis) কিম্বা প্রমেহরোগে অতিশয় ফলদায়ক। হৃৎপিণ্ডাবসাদক ও বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য অবরোগে এবং বিবিধ বেদনাদায়ক পীড়াতে উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পেটের কামড়ানি নিবারণ করে বলিয়া উহা বিরেচক ঔষধের সহিত প্রযোজ্য। বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য উহার এক্‌ট্রাক্ট (Extract) অথবা চূর্ণীকৃত পত্র (Powdered Leaf) পুলটীসের সহিত স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

STRAMONIUM.

ষ্ট্রামোনিয়াম্।

ফিজি। ষ্ট্রামোনিয়ামের (Stramonium) ক্রিয়া বেলেডনা এবং হাইওসায়েমাসের (Bella onna and Hyoscyamus) ক্রিয়ার ন্যায়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা বিষক্রিয়া প্রকাশ করে এবং উহা দ্বারা বেলেডনার (Belladonna) বিষলক্ষণাদি আবির্ভূত হয়। ঔষধমাত্রায় সেবন করিলে উহার প্রবল আক্ষেপনিবারক ক্রিয়া লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত উহা নিদ্রাকারক এবং বেদনানিবারক।

উহার ক্রিয়া—আক্ষেপনিবারক, নিদ্রাকারক ও বেদনানিবারক। অধিক মাত্রায় হৃৎপিণ্ডাবসাদক।

ফিজি। ষ্ট্রামোনিয়াম্ (Stramonium) সচরাচর আক্ষেপজনক এজ্মা রোগে (Asthma) ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে ইহা অতীব ফলদায়ক বলিয়া পরিচিত। উক্ত রোগে ইহার এক্স্ট্রাক্ট্ (Extract) অন্যান্য ঔষধসহযোগে আভ্যন্তরিকরূপে অথবা উহার শুষ্কপত্রনির্ম্মিত চুরুট ধূমপানার্থ চিকিৎসকেরা প্রয়োগ করেন। যাহা হউক এই ঔষধ পীড়ার প্রথমাবস্থায় সেবন করিলে আশ্চর্য্য ফল লক্ষিত হয়। উহা এজ্মা পীড়ার (Asthma) শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবারণে বিশেষ পারদর্শী বটে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডপীড়াজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র দূরীকরণে উহার সামর্থ্য নাই। ফুস্ফুসের গঠনগত বিকৃতিবশতঃ (Structural Disease of the Lung) এই রোগের উৎপত্তি হইলেও ষ্ট্রামোনিয়াম্ দ্বারা (Stramonium) কোনরূপ উপকার দর্শে না। আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য উহা বহুবিধ আক্ষেপসংযুক্ত পীড়াতেও ব্যবহৃত হয়; যথা আক্ষেপসংযুক্ত কাশি, কোরিয়া (Chorea), মৃগী, লেরিঞ্জিস্মাস্ ষ্ট্রিডিউলাস্ (Laryngismus Stridulus) ইত্যাদি। কিন্তু আক্ষেপজনক এজ্মা রোগে (Spasmodic Asthma) ইহার ক্রিয়া যেরূপ সন্তোষজনক এই সকল পীড়াতে সেরূপ নহে। বেদনানিবারক গুণের জন্য উহা নিউরাল্‌জিয়া (Neuralgia), রিউম্যাটিজ্‌ম্ (Rheumatism), গ্যাষ্ট্রোডিনিয়া (Gastrodynia) প্রভৃতি বিবিধ বেদনাদায়ক পীড়াতে ব্যবহৃত হয়। নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য উহার ব্যবহার তাদৃশ প্রচলিত নহে।

স্থানিক প্রয়োগেও উহা বেদনানিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহার পত্র পুলটীসের সহিত অনেকে প্রয়োগ করেন। উহার চূর্ণীকৃত পত্রের সহিত বসা মিশ্রিতকরতঃ অগ্ন্যুত্তাপে গলিত করিয়া উহা এক খণ্ড লিণ্টদ্বারা (Lint) ছাঁকিয়া লইতে হয়। এইরূপে যে মলম প্রস্তুত হয় উহা স্ফোটক প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মপ্রদাহে স্থানিক প্রয়োগ করিলে বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে।

CAMPHOR

কর্পূর।

ফিজি। অতীব নিম্নশ্রেণীভুক্ত আনুবীক্ষণিক কীটানু এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপর কর্পূর বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রোটোপ্লাজমের (Proto-plasm) উপরও উহার ধ্বংসকারিণী শক্তি থাকাতে উহা পচননিবারক বলিয়া পরিচিত। এতদ্দ্বারা প্রোটোপ্লাজমের (Protoplasm) সঞ্চলনশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। ছারপোকা, ঊর্ণনাভ প্রভৃতি কীটপতঙ্গাদির উপর উহা নার্কটিক্ বিষের (Narcotic Poison) ন্যায় কার্য্য করে।

ক্ষত অথবা অক্ষত চর্ম্ম কিম্বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর প্রয়োগ করিলে উহা উক্ত স্থানের উগ্রতাসাধন এবং প্রদাহোৎপাদন করাতে উত্তাপ, আরক্তিমতা, বেদনা প্রভৃতি প্রদাহলক্ষণসকল আবির্ভূত হয়। উহা কখন কখন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এতাদৃশ প্রবল প্রদাহের সৃষ্টি করে যে উহা সময়ে সময়ে পচনশীল গলিত ক্ষতে পরিণত হইয়া থাকে। অহিফেন প্রভৃতি অপরাপর বেদনা নিবারক ঔষধসহযোগে প্রয়োগ করিলে কর্পূর বেদনানিবারক এবং উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

অধিক মাত্রায় আভ্যন্তরিক সেবন করিলে এতদ্দ্বারা পাকাশয় ও অন্ত্রের উগ্রতা সাধিত হওয়াতে বিবমিষা, বমন, ভেদ, পাকস্থলীমধ্যে বেদনা, অন্ত্রের কলিক্ বেদনা (Colc Pain) এবং কখন কখন এতদুভয়েরই প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন হয়। এতৎপ্রভাবে নাড়ী ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও কোমল ভাব ধারণ করে, উহা অনিয়মিতরূপে গমন করিতে থাকে (Becomes Irregular), এবং কিঞ্চিৎ সঞ্চাপিত হইলেই উহা এককালীন বিলুপ্ত হয় (Becomes Com-pressible)। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু স্বেদক্ষরণ হইতে থাকে এবং হস্তপদাদি অতীব শীতল ভাবধারণ করে, কর্ণকুহরে কীটপতঙ্গধ্বনিবৎ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, শিরঃপীড়া জন্মে, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশঃ মৃদু হইতে থাকে, মানসিক প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়াতে রোগী কোন বিষয় চিন্তা অথবা উহাতে মনঃসংযোগ করিতে অসমর্থ হয়, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা

জন্মে, হস্তপদাদি উর্দ্ধাঙ্গের অবসন্ন হইতে থাকে এবং অবশেষে পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়; অতঃপর ষ্টুপার (Stuper), কোমা (Coma) এবং কখন কখন কন্‌ভাল্‌সনের (Convulsion) আবির্ভাব হওয়াতে রোগী মানবলীলা সম্বরণ করে।

স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে কর্পূর দেহমধ্যে শোষিত হইয়া শোণিত প্রবাহে মিলিত হয় এবং কিয়ৎকালমধ্যেই ঘর্ম্ম, প্রস্রাব ও প্রশ্বাসবায়ুর সহিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। শোষিত হইয়া রুধিররাশিতে নীত হইলে উহা হৃৎপিণ্ডোপরি উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে নাড়ী বলবতী হয়, কিন্তু অধিক মাত্রায় উহা উক্ত যন্ত্রের অবসাদ উৎপাদন করিয়া থাকে। স্বল্প পরিমাণে সেবন করিলে উহা মূত্রকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং উহাদ্বারা দৈহিক উত্তাপের হ্রাস হয়। নাতিস্বল্পাধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা আক্ষেপনিবারক, বেদনানিবারক এবং নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

অধিক মাত্রায় অথবা নিরন্তর কর্পূর সেবন করিলে স্ত্রীসম্ভোগবাসনার হ্রাস হওয়াতে উহা চিকিৎসকসমাজে কামনাশক বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু স্বল্প মাত্রায় উহার বিপরীত ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। স্বল্প মাত্রায় উহা কামোদ্দীপক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে এতদ্দারা ব্লাডার (Bladder) এবং ইউরিথ্রার (Urethra) উগ্রতা সাধিত হওয়াতে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাব ত্যাগে বাসনা হয়, এবং মূত্রনালীমধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; কিন্তু স্বল্প মাত্রায় উহা মূত্রকারক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ করিয়া থাকে। অতীব অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে উহার সংকোচক ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

উহার ক্রিয়া—উগ্রতাসাধক, উত্তেজক, বেদনানিবারক ও আক্ষেপ নিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আক্ষেপনিবারক, নিদ্রাকারক ও বেদনা নিবারক, এবং অতীব স্বল্প মাত্রায় হৃৎপিণ্ডোত্তেজক, কামোদ্দীপক, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক, উত্তাপনাশক, পচননিবারক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক এবং সংকোচক। অধিক মাত্রায় কামনাশক, ও হৃৎপিণ্ডাবসাদক এবং অন্ত্র-

ধিক মাত্রায় নার্কটিকো ইরিটান্ট্ (Narcotico Irritant) বিষক্রিয়া-জনক।

থিরা। উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য কর্পূর বাহ্যপ্রয়োগে পচনশীল, দুর্গন্ধ, গলিত অথবা অস্বাস্থ্যকর ক্ষতে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সব্নাইট্রেট্ অব্ বিস্মাথ্ (Subnitrate of Bismuth), অক্সাইড্ অব্ জিঙ্ক্ (Oxide of Zinc) প্রভৃতি চূর্ণীকৃতঔষধসহযোগে ব্যবহার করিলে উহা একজেমা রোগের (Eczema) কণ্ডূয়ন নিবারণ করে। দন্তমাজ্জন প্রস্তুত করিবার জন্য সচরা-চর ইহার প্রয়োজন হয়।

কর্পূর এল্কোহলে (Alcohol) দ্রবীভূত করিয়া নবজাত ব্রণ অথবা বিস্ফোটকোপরি প্রত্যহ বারত্রয় অর্দ্ধমিনিটকাল যাবৎ প্রয়োগ করতঃ যদ্যপি উক্ত স্থান কর্পূরমিশ্রিত তৈলদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে উক্ত ব্রণ বিস্ফোটকাদি সত্বর লুক্কায়িত হয়। শৈত্যপ্রভাবে মুহুর্মুহুঃ হাঁচি, নাসিকা হইতে সলিলবর্ষণ প্রভৃতি তরুণ সর্দ্দির লক্ষণ আবির্ভূত হইলে উহা আভ্যন্তরিক সেবনে অথবা উহার ঘ্রাণগ্রহণে বিশেষ উপকার দর্শে। উহা এইরূপ প্রণালীতে উল্লিখিত পীড়ার প্রথমাবস্থায় ব্যবহার না করিলে ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই। এবম্বিধ উপায়াবলম্বনে যদিও সর্দ্দি এককালীন দূরীভূত হয় বটে, তথাপি যদ্যপি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ না হয় তাহা হইলে শিরঃপীড়া, হাঁচি, নাসিকা হইতে সলিলবর্ষণ প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণরাজি অন্তর্হিত হওয়াতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এতদ্দ্বারা উহার প্রকোপ অপসারিত হইয়াছে। কর্পূরের লিনিমেণ্ট্ (Liniment Camphor) উত্তে-জক ও বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য বিবিধ বেদনাদায়ক পীড়াতে ব্যবহৃত হয়।

কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির একপ্রকার পীড়া জন্মে তাহাতে নিম্ন-লিখিত লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়; যথা মুহুর্মুহুঃ হাঁচি, ললাটপ্রদেশের পীড়া, নাসারন্ধ্র হইতে সলিলস্রাব ইত্যাদি। উল্লিখিত লক্ষণাদি কদাপি প্রাতঃ সময়ে, কখন বা সন্ধ্যাকালে প্রাদুর্ভূত হয়, এবং স্থলবিশেষে উহা তাবদ্দিন বর্ত্তমান থাকে। এই রোগে কর্পূরাঘ্রাণে সন্তোষজনক ফললাভ করা যায়। এতদ্দ্বারা চক্ষুঃ ও নাসিকার স্রাব, ললাটের পীড়া, হাঁচি প্রভৃতি সত্বর অন্তর্হিত হয়। এতদাঘ্রাণের নিয়ম এই যে কিঞ্চিৎ কর্পূর এল্কোহলে (Alcohol)

দ্রবীভূত করিয়া উহা অত্যুষ্ণ সলিলোপরি অথবা বস্ত্রখণ্ডোপরি নিক্ষেপ করতঃ আঘ্রাণ করিতে হয়। উল্লিখিত চিকিৎসার আনুসঙ্গিক রোগীকে উক্ত দ্রব ১৫ মিনিট কাল ব্যবধানে ৫ বিন্দু মাত্রায় বারচতুষ্টয় প্রয়োগ করিয়া পরে ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিলে অধিকতর ফল দর্শে। স্ত্রীলোকদিগের রজোরাহিত্যসময়ে অথবা কোন রূপ জরায়ুপীড়াবশতঃ আলস্য, তন্দ্রা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হইলে ইউ ডি কলোনে (Eau-de-cologne) কর্পূর দ্রবীভূত করতঃ মস্তকে মর্দ্দন করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। ললাটদেশের নিউর্যাল্জিক্ বেদনা (Neuralgic Pain) এবং বৃশ্চিকাদি দংশনের জ্বলন নিবারণেও উহা বিশেষ উপযোগী। এতদুদ্দেশে উহা হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরোলের (Hydrate of Chloral) সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল্ (Hydrate of Chloral) ও কর্পূর সমভাগে মিশ্রিত করিলে একপ্রকার গাঢ় তৈলবৎ পদার্থের সৃষ্টি হয়, উহা পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে কিয়ৎকালমধ্যেই যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া থাকে।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে স্পিরিট্স্ ক্যাম্ফর (Spirits Camphor) সামার ডায়ারিয়া (Summer Diarrhœa) এবং বিসূচিকা রোগে অতীব ফলপ্রদ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এতদ্দ্বারা যে কেবল উদরাময় নিবারিত হয় এমত নহে, উহা বিবমিষা, বমন ও পৈশিক আক্ষেপ দূর করে এবং হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা সাধন করতঃ দেহমধ্যে উত্তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। উহা উল্লিখিত পীড়ার প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ না করিলে ফল দর্শে না। ৫ বিন্দু স্পিরিট্স্ ক্যাম্ফর (Spirits Camphor) স্বল্প শর্করাসহযোগে যাবৎ ভেদ ও বমনের লাঘব না হয় তাবৎ ১০ মিনিট কালব্যবধানে ব্যবহার করতঃ পরে প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর নাড়ী নিতান্ত ক্ষীণ এবং হস্তপদাদি শীতল হইলে উহার সহিত ব্রাণ্ডি (Brandy) মিশ্রিত করা আবশ্যক।

স্বল্পবয়স্ক শিশুদিগের উদরাময়রোগেও ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহা বালকদিগকে দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। শৈত্যপ্রভাবে কোন কোন ব্যক্তির উদরাময় পীড়া জন্মে এবং উহার সহিত উদরমধ্যে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়। স্পিরিট্স্ ক্যাম্ফর (Spirits Camphor) এবম্বিধ উদরাময় ও বেদনানিবারণেও সমর্থ।

জ্বররোগে টাইফয়েড্ (Typhoid) লক্ষণ আবিভূর্ত হইলে কর্পূরপ্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। এতদ্দ্বারা চর্ম্ম ও রসনা সরস, জ্বরোত্তাপের হ্রাস এবং ডিলিরিয়ম্ (Delirium) দূরীভূত হয় এবং উহা হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাসাধন করাতে নাড়ীও বলবতী হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশে উহা সচরাচর মৃগনাভি সহযোগে প্রয়োজিত হয়। যদ্যপি রোগীর জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে তাহা হইলে কোন কোন চিকিৎসক উহা মৃগনাভির সহিত ২০ গ্রেণ মাত্রায় দুই অথবা তিন ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করেন। হিক্কাপ্ (Hiccup), পৈশিক আক্ষেপ, হৃৎপিণ্ডের স্নায়বীয় প্যালপিটেসন্ (Nervous Palpitation) এবং মেলাঙ্কোলিয়া (Melancholia) রোগে উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

অধিক মাত্রায় সেবন করিলে যেমন উহা কামনাশক ক্রিয়া প্রকাশ করে, তদ্রূপ উক্ত রিপুর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে উহা স্বল্পমাত্রায় প্রয়োজিত হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণার্থও উহার মাত্রাধিক্যের প্রয়োজন। স্পিরিট্স্ ক্যাম্ফর (Spirits Camphor) একড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করিলে প্রমেহপীড়াজনিত কর্ডি (Cordee) দূরীভূত হয়।

SERPENTARY.

সার্পেণ্টারি।

ফিজি। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সার্পেণ্টারি (Serpentary) আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দেহমধ্যে শোষিত হইলে উহা শরীরাভ্যন্তরস্থ সমস্ত ধমনী ও ক্যাপিলারিতে (Capillary) শোণিতচলাচলের বেগ বৃদ্ধি করে, এবং নাড়ীর স্থূলত্ব ও চর্ম্মের উত্তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। উহা কিড্নি (Kidney) এবং চর্ম্মোপরি ক্রিয়া প্রকাশ করাতে মূত্রকারক ও ঘর্ম্মকারক বলিয়া পরিচিত।

অধিক মাত্রায় সার্পেণ্টারি (Serpentary) সেবন করিলে উত্তমাঙ্গে রুধিরপ্রবাহের আধিক্যবশতঃ শিরঃপীড়া এবং নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে।

এতদ্দ্বারা বিবমিষা, বমন, ভেদ, উদরমধ্যে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণনিচয়ও আবির্ভূত হয়।

উহার ক্রিয়া—আগ্নেয়, বলকারক, হৃৎপিণ্ডোত্তেজক, মূত্রকারক এবং স্বেদজনক।

থিরা। আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়ার জন্য সার্পেন্টারি (Serpentary) অন্যান্য তিক্ত বলকারক ঔষধের সহিত এটনিক্ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে (Atonic Dyspepsia) এবং কঠিন পীড়াবসানে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ডোত্তেজক গুণ থাকাতে টাইফাস্ (Typhus), টাইফয়েড্ (Typhoid) প্রভৃতি সংক্রামক জ্বরে, স্বল্পবিরাম জ্বরে (Remittent Fever) অথবা কোন কঠিন পীড়ায় টাইফয়েড্ লক্ষণ (Typhoid Symptoms) প্রকাশিত হইলে অনেকে উহা প্রয়োগ করেন। ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য জ্বর, বাতজ্বর, পুরাতন বাত এবং গাউট্ (Gout) রোগেও উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

CROTON OIL.

ক্রোটন্ অয়েল্।

ফিজি। উগ্রাবস্থায় চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে ক্রোটন্ অয়েল্ (Croton Oil) প্রত্যুগ্রতাসাধক এবং রুবিফেসিয়েণ্ট্ (Rubifacient) ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা উৎপাদিত হয়। অতঃপর তন্মধ্যে পূযোৎপত্তি হইয়া থাকে। এতৎপ্রয়োগে যদ্যপি দীর্ঘকাল চর্ম্মের উগ্রতাসাধন করা যায় তাহা হইলে কখন কখন ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) পীড়া জন্মে। অনুগ্র তৈল স্থানিক প্রয়োগে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

ক্রোটন্ অয়েল্ (Croton Oil) আভ্যন্তরিক সেবন করিলে মুহুর্মুহুঃ জলবৎ ভেদ হইতে থাকে এবং বিবমিষা, বমন ও উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত হয়। স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা পাকাশয় ও অন্ত্রের অতিশয় উগ্রতা-সাধন করাতে বিসূচিকা পীড়ার ন্যায় অত্যন্ত ভেদ ও বমন হইতে থাকে।

এইরূপে উত্তরোত্তর বলক্ষয় হওয়াতে অবশেষে রোগী কলাপস্ (Collapse) অবস্থায় উপনীত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করে।

উহার ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে রুবিফেসিয়েণ্ট্ (Rubifaceint), প্রত্যুগ্রঃসাধক ও উত্তেজক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে জলবৎ বিরেচক। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়াজনক।

থিরা। বাহ্য প্রয়োগে ক্রোটন্ অয়েলের (Croton Oil) লিনিমেণ্ট্ (Liniment) পুরাতন গ্রন্থিপ্রদাহে, গ্লাণ্ডের (Glands) স্ফীতিতে, বাতব্যাধিতে এবং স্নায়ুশূলরোগে (Neuralgia) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদ্বারা উল্লিখিত পীড়ার বেদনা ও স্ফীতি ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া থাকে। প্রত্যুগ্রতা সাধক ক্রিয়ার জন্য অনেকে উহা পুরাতন নিউমোনিয়া (Pneumonia), যক্ষা, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), প্রভৃতি ফুস্ফুসের পীড়াতে বক্ষঃপ্রাচীরে মর্দ্দন করিবার জন্য ব্যবস্থা করেন।

বিরেচক ক্রিয়ার জন্য ক্রোটন্ অয়েল্ (Croton Oil) সচরাচর সন্যাস রোগে (Apoplexy) ব্যবহৃত হয়। এই রোগে অন্যান্য বিরেচক ঔষধের পরিবর্ত্তে এতদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে প্রথমতঃ উহা স্বকার্য্যসাধনে অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত, দ্বিতীয়তঃ মাত্রার স্বল্পতানিবন্ধন উল্লিখিত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উহা প্রয়োগ করিবার বিশেষ সুবিধা, এবং তৃতীয়তঃ উহার ক্রিয়া নিশ্চিত ও বলবতী। যে সকল রোগী কোন কারণবশতঃ কঠিনাকার (Solid) অথবা অধিক পরিমিত ঔষধ গলাধঃকরণে অসমর্থ তাহাদের পক্ষেও উহা ব্যবস্থেয়। বিরেচক ক্রিয়ার জন্য উহা শোথরোগে এবং শিশুসন্তানদিগের হাইড্রোকেফেলাস্ রোগে (Hydrocephalus) বিশেষ উপকারী। উহা হীনবল ব্যক্তিকে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। সায়েটিকা (Sciatica), প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) এবং দুরপণেয় কোষ্ঠবদ্ধতাতেও উহা অনেকে প্রয়োগ করেন। উহার মাত্রাধিক্যবশতঃ দেহমধ্যে বিষক্রিয়া প্রকাশিত হইলে সল্ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ অথবা কপার্ দ্বারা (Sulphate of Zinc or Copper) বমনোৎপাদন করতঃ হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার জন্য এল্‌কোহল্ (Alcohol), ইথার (Ether) প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধসকল এবং উদরাময়নিবারণার্থ অহিফেন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

STORAX

ষ্টোরাক্স্।

থিরা। কম্পাউণ্ড টিংচার অব্ বেঞ্জোয়িন্ মধ্যে (Compound Tincture of Benzoin) ষ্টোরাক্স্ (Storax) থাকে, তজ্জন্য ব্রঙ্কিয়াল্ ক্যাটার (Bronchial Catarrh) এবং ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে (Bronchitis) বাল্সাম্ টলু এবং পিরুর (Balsam Tolu and Peru) ন্যায় উক্ত টিংচার (Tincture) ব্যবহৃত হয়।

ষ্টোরাক্স্ (Storax) ভ্যাসেলিন্ (Vaseline) এবং আইওডোফর্মের (Iodoform) সহিত মিশ্রিত করতঃ পুরাতন একজেমা রোগে (Eczema) প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উক্ত পীড়ায় রসস্রাবের হ্রাস হইলে উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। চুলকানি, স্কেবিজ্ (Scabies) প্রভৃতি চর্ম্মরোগেও উহা অতীব ফলপ্রদ। এতদুদ্দেশে উহা রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্ (Rectified Spirit) এবং অলিভ্ অয়েল্ (Olive Oil) সহযোগে প্রয়োজিত হয়। এই ঔষধ এক অথবা দুই দিবস ব্যবধানে দুই কিম্বা তিনবার মাত্র প্রয়োগ করিলেই উল্লিখিত পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। উহা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিতে হয়। এক আউন্স ষ্টোরাক্স্ (Storax) প্রথমতঃ দুই ড্রাম রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটের (Rectified Spirit) সহিত মিশিত করতঃ পরে উহাতে এক ড্রাম অলিভ্ অয়েল্ (Olive Oil) মিশ্রিত করা আবশ্যক। এই মলম কিয়ৎকাল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া ঈষদুষ্ণ সলিল ও সাবানদ্বারা উহা ধৌত করিলে স্বল্পকালমধ্যেই পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

CASCARILLA

ক্যাস্কারিলা।

থিরা। ইহা একটী সুগন্ধ, আগ্নেয় ও বলকারক ঔষধি। সম্ভবতঃ ইহার কফনিঃসারক গুণেরও অসদ্ভাব নাই। কঠিন পীড়াবসানে এবং এটনিক্ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Atonic Dyspepsia) রোগে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

কফনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়াতেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ যে স্থলে শ্লেষ্মার গাঢ়ত্ববশতঃ উহা অনায়াসে নিঃসৃত না হয় সেই স্থলেই ইহা প্রযোজ্য। ইতিপূর্ব্বে পর্য্যায় নিবারক ক্রিয়ার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু অধুনা তাহা অপ্রচলিত হইয়াছে।

PEPPER NIGRUM

পেপার নাইগ্রাম্—গোলমরিচ।

থিরা। আমরা সচরাচর আহার্য্য পদার্থের সহিত উহা ভক্ষণ করিয়া থাকি। উহার ক্রিয়া আগ্নেয় ও উত্তেজক এবং উহা রেক্টামের (Rectum) শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর উপর উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহা কিউবেবের (Cubeb) ন্যায় ইউরিথ্রার (Urethra) শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর উগ্রতা ও প্রদাহ নিবারণ করাতে প্রমেহরোগে ব্যবহৃত হয়। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) এবং হিমরয়েড্‌স্ (Hœmorrhoids) রোগেও উহার ব্যবহার প্রচলিত। বাহ্যপ্রয়োগে উহা রুবিফেসিয়েণ্ট্ (Rubifacient) ক্রিয়া প্রকাশ করে।

CASTOR OIL.

ক্যাষ্টর অয়েল্।

থিরা। ক্যাষ্টর অয়েল্ (Castor Oil) মৃদুবিরেচক বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়া নিশ্চিত এবং স্বল্পকালমধ্যেই প্রকাশিত হয়। বিরেচক ক্রিয়ার জন্য উহা সচরাচর অর্শ, ফিসার্স্ অব্ দি এনাস্ (Fissures of the Anus), জ্বর প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তি এবং অন্তর্ব্বত্নী স্ত্রীলোকদিগের জন্য উহা ব্যবস্থেয়। অজীর্ণতাবশতঃ অথবা অন্ত্রমধ্যে কোন রূপ অপাচ্য পদার্থের অবস্থাননিবন্ধন অল্পবয়স্ক বালকদিগের উদরাময় পীড়া জন্মিলে উহার প্রারম্ভাবস্থায় উক্ত তৈল প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্দ্বারা বিরেচক ক্রিয়া সাধিত হওয়াতে অন্ত্রস্থ অজীর্ণ পদার্থ নিঃসারিত

হয় এবং অনতিবিলম্বেই পীড়ার শান্তি হয়। কোন কোন চিকিৎসক শিশু সন্তানদিগের উদরাময়রোগে উহা ৮ অথবা ১০ বিন্দু মাত্রায় কিঞ্চিৎ মিউসিলেজ্ (Mucilage) সহযোগে দুই কিম্বা তিন ঘণ্টাব্যবধানে প্রয়োগ করেন। এতদ্দ্বারাও বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তির এক প্রকার উদরাময় জন্মে উহাতে মল এককালীন তরল ভাব ধারণ করে না, কিন্তু উহার সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং মধ্যে মধ্যে উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত হওয়াতে রোগীর সর্ব্বদা মলত্যাগে বাসনা হয়, অথচ কখনই কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হয় না। এতাদৃশ উদরাময় অথবা আমাশয় পীড়াতেও উক্ত তৈল অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় শর্করা, মিউসিলেজ্ (Mucilage), লেমন্ অয়েল্ (Lemon Oil) এবং অহিফেনসহযোগে প্রয়োগ করিলে উদরবেদনার হ্রাস এবং কোষ্ঠপরিষ্কার হওয়াতে রোগী স্বচ্ছন্দতা লাভ করে।

বালুকাকণা অথবা তৎসদৃশ কোন রূপ ক্ষুদ্র পদার্থ নয়নমধ্যে পতিত হইলে উহার প্রদাহ জন্মে, সুতরাং রোগী উহাতে বেদনা অনুভব করে এবং সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারে না। এতাদৃশ চক্ষুঃপ্রদাহে এক বিন্দু ক্যাষ্টর অয়েল্ (Castor Oil) নয়নাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হয়। উহার অতিশয় দুর্গন্ধ থাকাতে অনেকে উহা গলাধঃকরণ করিতে ঘৃণা বোধ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির উহা উদরস্থ হইবামাত্র বিবমিষা ও বমন হইতে থাকে। এতদ্ধেতু উহার দুর্গন্ধদূরীকরণার্থ ইদানীন্তন চিকিৎসকেরা বিফ্ টি (Beaf Tea), পোর্টার (Porter), মিউসিলেজ্ (Mucilage), লেমন্ অয়েল্ (Lemon Oil), পরিস্রুত জল, নারিকেলোদক, প্রভৃতি উহার সহিত ব্যবহার করেন। অর্দ্ধ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল্ (Castor Oil) তিন ড্রাম মিউসিলেজ্ (Mucilage), পাঁচ ড্রাম পরিস্রুত জল এবং তিন বিন্দু লেমন্ অয়েল (Lemon Oil) একত্র মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে উহার দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। যাহারা উহা উদরস্থ করিতে অসমর্থ তাঁহাদের শরীরের কোন স্থানে মর্দ্দন করিলে উহা দেহমধ্যে শোষিত হইয়া বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

GALL, TANNIC AND GALLIC ACID.

গল্, ট্যানিক্ এবং গ্যালিক্ এসিড্।

ফিজি। গল্নাটের (Gall Nut) মধ্যে ট্যানিক্ ও গ্যালিক্ এসিড্ (Tannic and Gallic Acid) বর্ত্তমান থাকাতে উহার ক্রিয়া দেহমধ্যে প্রকটিত হয়। উক্ত এসিড্দ্বয়ের (Acids) যে ক্রিয়া গল্নাটেরও (Gall Nut) সেই ক্রিয়া, অতএব উহাদের গুণাগুণ বর্ণন করিলে কেবল যে গলের (Gall) বিষয় আলোচনা করিবার আবশ্যকতা থাকে না এমত নহে, অন্যান্য যাবতীয় উদ্ভিজ্জ এসিড্ (Vegitable Acids), যাহারা সংকোচক ক্রিয়ার জন্য চিকিৎসকসমাজে পরিচিত, তাহাদের বিষয়ও বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় না।

অক্ষত চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উল্লিখিত অম্লদ্বয় উহার কোন রূপ বিকৃতি উৎপাদন করে না; কিন্তু ক্ষতস্থানে অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর সংলগ্ন হইলে উহা উক্তস্থানের শোণিতপ্রণালী এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী টিসুগুলিকে (Tissues) আকুঞ্চিত করাতে ঐ স্থানের স্রাব নিবারিত হয়, সুতরাং উহারা উহাদিগের উপর সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহাদের দ্বারা এল্বিউমেন্ (Albumen) সংযত হয় বলিয়া ক্ষতস্থানে সংলগ্ন হইলে উহারা তদুপরি একটী আবরণ উৎপাদন করে এবং উদরস্থ হইলে পাকাশয়স্থিত এল্বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া একটী অদ্রবণীয় পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদ্যপি ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) অধিক পরিমাণে সেবন করা যায় তাহা হইলে এল্বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইবার পর উহার যে কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে উহা পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহার স্রাবের হ্রাস হয়। ট্যানিক্ এসিড্ দ্বারা (Tannic Acid) গ্যাষ্ট্রিক্ রসের (Gastric Juice) পাচিকা শক্তির লাঘব হওয়াতে উহা আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা পরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। এল্বিউমেনের (Albumen) উপর উহার এতাদৃশ ক্রিয়া থাকাতে উহা রক্তরোধক বলিয়াও পরিচিত।

ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) ও গ্যালিক্ এসিড্ (Gallic Acid) এতদুভয়ই অন্ত্রের উপর সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহাদের দ্বারা আন্ত্রিক রসস্রাবের হ্রাস এবং সম্ভবতঃ পেরিষ্টল্টিক্ ক্রিয়ারও (Peristaltic Action) লাঘব হওয়াতে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। উহারা সূত্রবৎকৃমিবিনাশে সমর্থ।

উল্লিখিত অম্লদ্বয়ের বিস্তারশীলতাগুণ তাদৃশ অধিক না থাকাতে উহারা ধীরে ধীরে অন্ত্রাভ্যন্তর হইতে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিলিত হয়। রুধিররাশিতে নীত হইলে উহারা তত্রস্থ এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিশ্রিত হইয়া রূপান্তর ধারণ করে, বস্তুতঃ ট্যানিক্ এসিডেরই (Tannic Acid) এতাদৃশ রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, গ্যালিক্ এসিডের (Gallic Acid) উহা ঘটে না, যে হেতু আমরা দেখিতে পাই যে কোন রোগীকে ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) প্রয়োগ করিয়া কিয়ৎকাল পরে উহার প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে উহাতে গ্যালিক্ এসিড (Gallic Acid) এবং পাইরোগ্যালিক্ এসিড্ (Pyrogallic Acid) পাওয়া যায়, কিন্তু গ্যালিক্ এসিড্ (Gallic Acid) প্রয়োগ করিলে মূত্রে গ্যালিক্ এসিড্ (Gallic Acid) ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) দেহমধ্যে শোষিত হইলে রূপান্তরিত হইয়া গ্যালিক্ ও পাইরোগ্যালিক্ এসিডে (Gallic and Pyrogallic Acid) পরিণত হয়। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে শোণিতস্থ এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইলে ট্যানিক্ এসিডের (Tannic Acid) রূপান্তর ঘটে, তজ্জন্য কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উক্ত এসিড্ (Acid) অন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য যন্ত্রের উপর অর্থাৎ দূরবর্ত্তী যন্ত্রের উপর সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে না। ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) দেহমধ্যে গ্যালিক্ ও পাইরোগ্যালিক্ এসিডে (Gallic and Pyrogallic Acid) পরিণত হয় বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস এই যে ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) স্থানিক সংকোচক এবং গ্যালিক্ এসিড্ (Gallic acid) দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদি সম্বন্ধে সংকোচক।

উহার ক্রিয়া—সংকোচক ও রক্তরোধক।

থিরা। ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) কখন কখন ক্ষতস্থানের প্রভৃত স্রাবনিবারণার্থ স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা যে কেবল স্রাবের লাঘব হয় এমত নহে, এল্‌বিউমেন্ (Albumen) সংযত হওয়াতে ক্ষত এরূপে আবৃত হয় যে উহার মধ্যে জল অথবা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। আরোগ্যোন্মুখ ক্ষতোপরি অতিবৃদ্ধ গ্রাণুলেসন্ (Granulations) জন্মিলে উহা নষ্ট করিবার জন্যও ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। কোন স্থান হইতে শোণিতস্রাব হইলে এতৎপ্রয়োগে উক্ত স্রাব নিবারিত হয়।

গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) নামে ফার্ম্মাকোপিয়াতে (Pharmacopœia) ট্যানিক্ এসিডের (Tannic Acid) একটী প্রয়োগরূপ আছে উহা বহুবিধ ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। হামজ্বর, স্কার্লেট্ জ্বর (Scarlet Fever) এবং অন্যান্য কঠিন পীড়াবসানে নাসিকাভ্যন্তরে ক্ষতোৎপন্ন হওয়াতে নাসারন্ধ্র হইতে তরল অথবা গাঢ় দুর্গন্ধযুক্ত পূযস্রাব হয়, উহাকে ওজিনা (Ozœna) কহে। এই ওজিনা (Ozœna) রোগে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) অতীব উপকারী। বস্ত্রখণ্ডদ্বারা নাসারন্ধ্র পরিস্কৃত করতঃ একটী তুলিকাদ্বারা উক্ত ঔষধি নাসিকাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে দিবসৈকদ্বয়মধ্যেই স্রাব অন্তর্হিত হয়। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের সিফিলিস্ (Syphilis) জনিত ওজিনাতেও (Ozœna) ইহা ফলদায়ক। এতদ্দ্বারা যে কেবল পূযস্রাব নিবারিত হয় এমত নহে, অনতিকাল মধ্যেই নাসাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও স্ফীতিও প্রশমিত হইয়া থাকে।

কখন কখন কোন কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নাসিকামধ্যে এক প্রকার ব্রণ নির্গত হয়, উহা সচরাচর নাসিকার যে স্থানে কেশোদ্গম হয় সেই স্থানেই আবির্ভূত হইয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে; বিশেষতঃ নাসিকার ছিদ্রমুখে এবং এলির (Alæ) উপরেই উহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ব্রণ হইতে যে রসস্রাব হয় উহা সর্ব্বদা শুষ্ক হওয়াতে নাসারন্ধ্র এরূপে সংরুদ্ধ হয় যে রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে, এবং কখন কখন কাহাকেও বা মুখদ্বারা শ্বাসকার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। উহাদের আবির্ভাববশতঃ যে প্রদাহ জন্মে তদ্দ্বারা সমস্ত নাসিকা লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত হয়, এবং কদাচিৎ

উক্ত প্রদাহ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া মুখমণ্ডলের ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) উৎপাদন করে। এতাদৃশ ব্রণ ও নাসিকাপ্রদাহনিবারণেও গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) পারদর্শী। এতদ্দ্বারা নাসিকার উপরি-ভাগস্থ ব্রণাদি ও প্রদাহ সত্বর প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু নাসারন্ধ্রের কেশযুক্ত স্থানে যে সকল ব্রণ নির্গত হয় তাহারা সহজে তিরোহিত হয় না এবং একবার হইলেও পুনর্বার আবির্ভূত হইতে থাকে। উহাদিগকে নিঃশেষিত করিবার জন্য গ্লিসিরিণ্ অব্ ষ্টার্চ (Glycerine of Starch) অথবা জিঙ্ক্ অয়েণ্ট্মেণ্ট্ (Zinc Ointment) প্রয়োগ করা আবশ্যক। অন্যান্য কারণসম্ভূত ওজিনা (Ozœna) রোগে, অথবা ওজিনা (Ozœna) না হইলেও কেবল মাত্র নাসিকা হইতে দুর্গন্ধময় স্রাব নির্গত হইলেও গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) দ্বারা ফল দর্শে। যদ্যপি উক্ত পীড়াদ্বারা নাসাভ্যন্তরের পশ্চাদ্ভাগ কিম্বা মিয়েটাস্ সকল (Meatus) আক্রান্ত হয় তাহা হইলে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) এবং গ্লিসিরিণ্ অব্ কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Glycerine of Carbolic Acid) তুল্যাংশে জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ লোসন্ (Lotion) প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধৌত করিলে সত্বর আরোগ্য লাভ হয়।

কোনরূপ কঠিন পীড়াবসানে অথবা শৈশবে কোন কারণবশতঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে অটোরিয়ারোগ (Otorrhœa) জন্মিলে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে। ঈষদুষ্ণ এলাম্ লোসান্ দ্বারা (Alum Lotion) কর্ণকুহর সুচারুরূপে ধৌত করতঃ উক্ত ঔষধদ্বারা উহা এককালীন পরিপূর্ণ করিয়া তুলাদ্বারা শ্রবণবিবরমুখ সংরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রণালীতে উহা প্রয়োগ করিলে কখন কখন একবার মাত্র ব্যবহারেই পীড়ার শান্তি হয়, কিন্তু যাবৎ কর্ণকুহরমধ্যে প্রখর প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে তাবৎ উহা প্রয়োগ করা উচিত নহে। যদ্যপি উল্লিখিত পীড়াদ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্রাস্থিসকল আক্রান্ত হয় তাহা হইলে এতদ্দ্বারা ক্ষণিক প্রতিকার সাধিত হয় বটে, কিন্তু পীড়ার এককালীন শান্তি হয় না। বালিকাদিগের পুরাতন ভ্যাজিনাইটিস্ (Vaginitis) রোগেও ইহা মহোপকারী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ।

একজেমা (Eczema) রোগের অবস্থাবিশেষে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) অতীব ফলদায়ক। উহাতে চর্ম্মোপরি যে সকল ব্রণ নির্গত হয় ঐ সকল ব্রণের মুখ পরিষ্কৃত করতঃ স্ফীত, লোহিত এবং রসক্ষরণশীল পীড়িত স্থানে উহা প্রয়োগ করিলে স্ফীতি, কণ্ডুয়ন, রসস্রাব, আরক্তিমতা প্রভৃতি প্রদাহলক্ষণনিচয় অতি স্বল্পকালমধ্যেই প্রশমিত হয়। এই চিকিৎসার আনুসঙ্গিক রজনীযোগে উক্ত স্থানোপরি পুলটীস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) প্রয়োগে যদ্যপি পীড়িত স্থানে বেদনার আধিক্য হয় তাহা হইলে উক্ত স্থান দিবাযামিনী পুলটীস দ্বারা আবৃত রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; যে হেতু এতদ্দারা সত্বর বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। একজেমারোগে (Eczema) পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) প্রয়োগ করিলে রসস্রাব, জ্বলন, কণ্ডুয়ন প্রভৃতি পীড়ার কষ্টকর লক্ষণরাজি দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু কখন কখন পীড়ার এককালীন শান্তি হয় না; সুতরাং উহার অবশিষ্টাংশ সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য টার (Tar) অথবা কার্ব্বলিক্ এসিড্ অয়েণ্টমেণ্টের (Carbolic Acid Ointment) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের একজেমারোগে (Eczema) কিম্বা দন্তোদ্গমকালে শিশুসন্তানদিগের শ্রবণের পশ্চাদ্ভাগে যে একজেমা (Eczema) হয় উহাতেও গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) বিশেষ ফলপ্রদ। এই সময়ে দন্তমাড়ী স্ফীত হইলে এবং উহার উগ্রতা জন্মিলে উহা ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

বেড্সোর্ (Bedsore) নিবারণেও ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) পরাংমুখ নহে। এতদর্থে উহা টিংচার অব্ ক্যাটিকিউ (Tincture of Catechu) আকারে লাইকর্ প্লাম্বাই (Liquor Plumbi) সহযোগে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ টিংচার অব্ ক্যাটিকিউ (Tincture of Catechu) এবং লাইকর প্লাম্বাই (Liquor Plumbi) তুল্যাংশে মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে বেড্সোরের (Bedsore) আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া থাকে।

গলাভ্যন্তরের বিবিধ ব্যাধিতে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) অতীব উপকারী। গলাভ্যন্তর এবং টন্সিলের (Tonsil)

প্রদাহে উহা ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু যাবৎ প্রদাহের প্রাখর্য্য বর্ত্তমান থাকে তাবৎ উহা প্রযোগ করা কর্ত্তব্য নহে। প্রদাহ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে যৎকালে প্রদাহিত স্থান গাঢ় পূয অথবা মিউকাস্‌দ্বারা (Mucus) আবৃত হয় তৎকালে উহা প্রযোজ্য। এতদ্দ্বারা মিউকাস্ (Mucus) অথবা পূয়স্রাব স্বল্পকালমধ্যেই নিবারিত হয, এবং স্বরভঙ্গ কিম্বা গলাভ্যন্তরে ক্ষত বর্ত্তমান থাকিলে উহাও সত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে। উক্ত স্থানে অস্বাস্থ্যকর ক্ষতের আবির্ভাববশতঃ গাঢ় মিউকাস্ (Mucus) কিম্বা পূযস্রাব হইলে, অথবা উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত, লোহিতবর্ণ এবং তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ পরিদৃশ্যমান হইলে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) ব্যবহারে শীঘ্র আরোগ্যলাভ হয়। গলাভ্যন্তরের এতাদৃশ অবস্থার সহিত কখন কখন টন্‌সিলের (Tonsil) বিবৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকাতে রোগীর উৎকাশি এবং কথঞ্চিৎ বধিরতা জন্মে। উহা সচরাচর স্বল্পবয়স্ক বালকদিগেরই দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা সহজে দূরীভূত হয় না। শিশুসন্তানদিগের বধিরতার কারণ অনুসন্ধান করিলে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা টন্‌সিলের (Tonsil) পুরাতন প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধিবশতঃই সংঘটিত হয়, এবং যৎকালে টন্‌সিলের (Tonsil) কোনরূপ পীড়া লক্ষিত না হয় তৎকালে গলাভ্যন্তরের পূর্ব্বোল্লিখিত পীড়িতাবস্থাই উহার কারণ বলিয়া অবধারিত হয়। এবম্ভূত টন্‌সিলের (Tonsil) বিবৃদ্ধি দূরীকরণেও গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) সমর্থ। এতদ্দ্বারা কাশি এবং বধিরতা অনতিকালমধ্যেই প্রশমিত হয়।

কেবল যে বালকদিগের এমত নহে, পূর্ণবয়স্ক ও বৃদ্ধব্যক্তিদিগেরও গলাভ্যন্তর ও টন্‌সিলের (Tonsil) পূর্ব্বোল্লিখিত পীড়িতাবস্থাপ্রযুক্ত এবং কখন কখন ক্ষুদ্র জিহ্বার বিবৃদ্ধিবশতঃ সময়ে সময়ে অতীব কষ্টকর উৎকাশি উপস্থিত হয়। গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) এতাদৃশ কাশিনিবারণেও বিশেষ পারদর্শী। ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর সচরাচর গলাভ্যন্তরের রক্তাধিক্য, প্রদাহ অথবা ক্ষতবশতঃ যে উৎকাশি জন্মে উহাও এতদ্দ্বারা নিবারিত হয়। অনেকে বলেন যে হুপিংকফ্ (Whooping Cough) রোগে ফেরিংস্ (Pharynx) এবং এপিগ্লটিসের (Epiglottis) উপর গ্লিসিরিণ্

অব ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) প্রয়োগ করিলে কাশি প্রশমিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত পীড়ায় যদ্যপি উক্ত ঔষধের সহিত তিন চারি গ্রেণ মর্ফিয়া (Morphia) মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে উহা অধিকতর সন্তোষজনক ফল প্রসব করে। যদিও হুপিংকফ্‌রোগে (Whooping Cough) এই ঔষধ অতীব ফলপ্রদ বটে, তথাপি যে স্থলে অন্ত্রমধ্যে ক্রিমির অবস্থান, দন্তোদ্গম নিবন্ধন দন্তমাড়ীর উগ্রতা, অথবা ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) প্রভৃতি ফুস্‌ফুসের পীড়া উহার কারণীভূত হয় সে স্থলে এতদ্দ্বারা কোন উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। স্থলবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত পীড়ার প্রাথর্য্য প্রশমিত হইলেও কখন কখন কিঞ্চিৎ কাশি বর্ত্তমান থাকে, এবং উহা রোগীর অসাবধানতাপ্রযুক্ত শৈত্যপ্রভাবে পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাও গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ দ্বারা (Glycerine of Tannin) শাম্য। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত পীড়ার বিবর উল্লিখিত হইল উহাতে নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার্ লোসান্‌ও (Nitrate of Silver Lotion) ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু ইহাপেক্ষা গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন (Glycerine of Tannin) অধিকতর উপকারী।

বদনগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষতে, বিশেষতঃ দন্তমাড়ীর প্রান্তভাগে ক্ষতোৎপন্ন হইলে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) প্রয়োগে ফল দর্শে। ইহাতেও কষ্টিক্ লোসান্ (Caustic Lotion) ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু এতদুভয়াপেক্ষা এলাম্ (Alum) অধিকতর ফলপ্রদ।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) এবং ক্রুপ্‌রোগে (Croup) শত ভাগ জলে পাঁচ ভাগ ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) মিশ্রিত করতঃ লোসান্ (Lotion) প্রস্তুত করিয়া গলাভ্যন্তরে প্রত্যহ তিন চারি বার স্প্রে (Spray) দ্বারা প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। উহা প্রতিবার ১৫ হইতে ২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রমেহরোগের শেষাবস্থায় ট্যানিক্ এসিডের (Tannic Acid) পিচকারী অতীব ফলপ্রদ। এতদুদ্দেশে উহা মিউসিলেজের (Mucilage) সহিত মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য, নতুবা পিচকারী প্রয়োগমাত্রেই ইউরিথ্রা (Urethra) মধ্যে নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) ও মিউসিলেজ্ দ্বারা (Mucilage) যে মিশ্র প্রস্তুত হয় উহার দুই ড্রামের অধিক

প্রত্তিবার ব্যবহার করা উচিত নহে, যে হেতু এককালীন অধিক ব্যবহার করিলে রোগীর মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। উক্ত ঔষধের পিচকারী প্রয়োগে পূয়স্রাব এককালীন নিবারিত হইলেও উহা ৮।১০ দিবস যাবৎ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নতুবা পীড়ার পুনরাবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা। উক্ত মিশ্রের পিচকারী ব্যবহার করিলে কখন কখন কোন কোন রোগীর স্বপ্নদোষ হয়, তজ্জন্য উহা শয়নকালে ব্যবহার করা ব্যবস্থেয় নহে।

প্রমেহপীড়ার ন্যায় লিউকোরিয়ারোগেও (Leucorrhœa) ট্যানিক্ এসিডের (Tannic Acid) পিচকারী অতিশয় ফলদায়ক। এতদুদ্দেশে উহা কখন কখন অন্যান্য সংকোচকঔষধসহযোগেও ব্যবহৃত হয়। উক্ত পীড়া অপরাপর ঔষধদ্বারা প্রশমিত না হইলে, বিশেষতঃ জরায়ুমুখ ক্ষতসংযুক্ত হইলে উল্লিখিত এসিড্ (Acid) অয়েল্ থিওব্রোমার (Oil Theobroma) সহিত মিশ্রিত করতঃ সাপোজিটরি (Suppository) প্রস্তুত করিয়া উক্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে স্রাবের লাঘব এবং ক্ষতেরও উন্নতিসাধন হইয়া থাকে। এতদর্থে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিনের (Glycerine of Tannin) লোসান্ (Lotion) পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলেও পীড়ার প্রতিকার হইতে দেখা যায়। জরায়ুর ক্যান্সাররোগে (Cancer) উক্ত স্থান হইতে প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধময় পূয়স্রাব হইলে গ্লিসিরিণ্ অব্ ট্যানিন্ (Glycerine of Tannin) ও গ্লিসিরিণ্ অব্ কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Glycerine of Carbolic Acid) তুল্যাংশে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পীড়িত স্থান ধৌত করিলে দুর্গন্ধ ও স্রাব এতদুভয়েরই হ্রাস হয়। এই মিশ্র ফেরিংস্ (Pharynx), মুখ, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের দুর্গন্ধযুক্ত স্রাবনিবারণেও সমর্থ।

ট্যানিক্ ও গ্যালিক্ এসিড্ (Tannic and Gallic Acid) আভ্যন্তরিক রূপেও সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ডিস্পেপ্সিয়ারোগে (Dyspepsia) পাকস্থলীর উগ্রতা বর্ত্তমান থাকিলে, অথবা উক্ত স্থানের ক্যাটার (Catarrh) জন্মিলে অনেকে ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) প্রয়োগ করেন। পাইরোসিস্ (Pyrosis) রোগেও উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। অধিক মাত্রায় মর্ফিয়া (Morphia) কিম্বা ষ্ট্রিক্নিয়া (Strychnia) সেবনে দেহ বিষাক্ত হইলে এতদ্ব্যবহারে উহাদের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে ট্যানিক্

এসিড্ (Tannic Acid) পাকাশয়মধ্যে প্রবেশকরতঃ প্রথমতঃ তত্রস্থ এল্‌বিউমেনের (Albumen) সহিত মিলিত হইয়া উহাকে একটী অদ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করে, দ্বিতীয়তঃ এতদ্দ্বারা গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) দ্রব কারিণী শক্তির (Solvent Power) হ্রাস হয়, সুতরাং উল্লিখিত বিষদ্বয় সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হওয়াতে দেহমধ্যে স্বকীয় বিষক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

উপরোক্ত এসিড্‌দ্বয় (Acids) পাকাশয় ও অন্ত্রের রক্তস্রাবে এবং তরুণ অথবা পুরাতন উদরাময় ও রক্তামাশয়রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে গ্যালিক্ এসিড্ (Gallic Acid) অপেক্ষা ট্যানিক্ এসিডের (Tannic Acid) ব্যবহারই অধিকতর প্রচলিত, যে হেতু উহারই স্থানিক সংকোচক ক্রিয়া অধিক। উদরাময় ও রক্তামাশয়পীড়াতে কাইনো (Kino), ক্যাটিকিউ (Catechu), র‍্যাটানি (Rhatany), হিমাটক্সিলাই (Hœmatoxyli) প্রভৃতি অপরাপর সংকোচক ঔষধও প্রয়োজিত হইয়া থাকে। এই সকল ঔষধে ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) বর্ত্তমান থাকাতে উক্ত পীড়াদ্বয়ে উপকার দর্শে। ফুস্‌ফুস্, জরায়ু, কিড্‌নি (Kidney) প্রভৃতি দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির শোণিতস্রাবেও এই দ্বিবিধ এসিড্ (Acid) প্রযোজ্য বটে, কিন্তু ইহাতে ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) অপেক্ষা গ্যালিক্ এসিড্ই (Gallic Acid) অধিকতর উপকারী। প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব অথবা দুগ্ধস্রাব নিবারণার্থও এই দুইটী এসিড্ (Acid) অনেকে ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু রক্তস্রাবনিবারণে উহারা যাদৃশ ক্ষিপ্রহস্ত ইহাতে তাদৃশ নহে। নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) রোগে প্রস্রাবের সহিত যে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) নির্গত হয় ট্যানিক্ এসিড্ (Tannic Acid) সেবনে উহার পরিমাণের হ্রাস হয়। এতদ্দ্বারা মূত্রের পরিমাণেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহা বিবিধ স্থানের মিউকাস্ (Mucus) অথবা পূযস্রাবনিবারণেও বিশেষ উপযোগী। এতদর্থে উহা ব্রঙ্কোরিয়া (Bronchorrhœa), ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) যক্ষা, প্রদর, প্রমেহ প্রভৃতি পীড়াতেও ব্যবহৃত হয়।

JUNIPER.

যুনিপার।

ফিজি। যুনিপার (Juniper) কিডনির (Kidney) উপর উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। পীড়িতাবস্থায় উহা মূত্রস্রাব বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু সুস্থশরীরে সেবন করিলে এতদ্দ্বারা ইউরিয়া (Urea) ও কঠিন পদার্থের (Solids) বৃদ্ধি এবং মূত্রের জলীয়াংশের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইতে দেখা যায়।

উহার ক্রিয়া—মূত্রকারক।

থিরা। মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য ড্রপ্সি (Dropsy) রোগেই সচরাচর উহার ব্যবহার প্রচলিত। জিন্ (Jin), হলাণ্ড্স্ (Hollands) প্রভৃতিতে উহার অস্তিত্ববশতঃ উহাদেরও মূত্রকারক ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহারাও উক্ত রোগে ব্যবহৃত হয়।

SAVINE.

সেভিন্।

ফিজি। বাহ্যপ্রয়োগে সেভিন্ (Savine) একটী তেজস্কর উগ্রতাসাধক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। ক্ষতস্থানে সংলগ্ন হইলে উহা উহার স্রাব বৃদ্ধি করে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও উহার এতাদৃশ ক্রিয়া লক্ষিত হয়। দেহমধ্যে শোষিত হইলে উহা জরায়ুর উত্তেজনাসাধনবশতঃ রজোনিঃসারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। গর্ভাবস্থায় অধিক মাত্রায় সেভিন্ (Savine) সেবন করিলে গর্ভস্রাব হয় এবং রোগিণীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে।

উহার ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে উগ্রতাসাধক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উগ্রতাসাধক ও রজোনিঃসারক।

থিরা। কোন স্থানের প্রদাহনিবারণার্থ ব্লিষ্টার (Blister) দ্বারা ক্ষতোৎপাদন করিয়া সেভিনের মলম (Savine Ointment) তদুপরি

প্রয়োগ করিলে উক্ত ক্ষত স্থান হইতে প্রভূত রসস্রাব হওয়াতে প্রদাহ সত্বর প্রশমিত হয়। রজঃকৃচ্ছ্র রোগেই উহার আভ্যন্তরিক ব্যবহার প্রচলিত। এই রোগে যদ্যপি জরায়ু, ওভারি (Ovary) প্রভৃতি জননেন্দ্রিয়ের রক্তাধিক্য বর্ত্তমান না থাকে, কেবল মাত্র জরায়ুর বলাভাববশতঃ (Want of Tone) উক্ত পীড়ার উৎপত্তি হয় তাহা হইলে সেভিন্ (Savine) সেবনে ফল দর্শে, নতুবা এতদ্বারা উপকার সম্ভাবনা নাই। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উহা অব্যবহেয়।

ZINGEBERIS.

আদ্রক।

ফিজি। উহা সুগন্ধদায়ক (Aromatic), বায়ুনাশক, এবং উত্তেজক। উহা সেবন করিলে এপিগ্যাষ্ট্রিক্ প্রদেশে (Epigastric Region) উত্তাপ অনুভূত হয়। উহার আস্বাদন অতিশয় ঝাল। উহা পাকাশয়ের উপর বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়। উহার লাল নিঃসারক ক্রিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়। শুষ্ক আদ্রক বাহ্যপ্রয়োগে বেদনা নিবারক ও উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

উহার ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে উত্তেজক ও বেদনানিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে এরোম্যাটিক্ (Aromatic), উত্তেজক, বায়ুনাশক, লাল-নিঃসারক, আগ্নেয় ও বলকারক।

থিরা। এটনিক্ ডিস্পেপ্সিয়ারোগে (Atonic Dyspepsia), বিশেষতঃ উহার সহিত উদরাধ্মান বর্ত্তমান থাকিলে জিঞ্জার (Zingeberis) সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। পেটের কামড়ানি নিবারণ করাতে উহা বিবিধ বিরেচক ঔষধসহযোগে ব্যবহৃত হয়। আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়ার জন্য অজীর্ণতারোগে অথবা কোন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভকালে উহার ব্যবহার প্রচলিত। পুরাতন পীড়াবশতঃ টন্সিল্ (Tonsils), উভুলা (Uvula) অথবা গলাভ্যন্তরস্থ টিসুর (Tissue) শিথিলতা জন্মিলে অনেকে উহা চর্ব্বণ

করিবার ব্যবস্থা করেন। উত্তেজক ও বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য শুষ্ক আদ্রকচূর্ণ বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। উক্ত চূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিলে অপরিমিত স্বেদক্ষরণ নিবারিত হয়, এবং উহার উত্তেজকগুণে চর্ম্মনিম্নস্থ ক্যাপিলারি (Capillary) মধ্যে শোণিতগতির বৃদ্ধি হওয়াতে হস্তপদাদির শীতলতা ও দুরীভূত হইয়া থাকে। বেদনানিবারক গুণের জন্য অনেকে উহা স্থানিক বেদনায় মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থাদান করেন।

CARDAMOM.

ছোট এলাইচ বা কার্ড্যেমম্‌।

থিরা। কার্ড্যেমমের (Cardamom) একটী সুগন্ধ আছে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উহা উত্তেজক, আগ্নেয় ও বায়ুনাশক ক্রিয়া প্রকাশ করে। আমরা সচরাচর উহা আহার্য্য পদার্থের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকি। এতদ্দ্বারা পেটের কামড়ানি নিবারিত হয় বলিয়া উহা বিরেচক এবং অপরাপর ঔষধের সহিত প্রয়োজিত হয়। আগ্নেয় ও বায়ুনাশক ক্রিয়ার জন্য অজীর্ণতা ও উদরাধ্মানে উহার ব্যবহার প্রচলিত। সুগন্ধ থাকাতে উহা দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধসহযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

SARSAPARILLA.

সারসা প্যারিলা।

ফিজি। সারসা (Sarsa) বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয় না। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উহা চর্ম্মোপরি ঘর্ম্মকারক, কিড্‌নির (Kidney) উপর মূত্রকারক এবং দেহস্থ যাবতীয় যন্ত্রের উপর বলকারক ও পরিবর্ত্তক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

উহার ক্রিয়া—ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, বলকারক ও পরিবর্ত্তক।

থিরা। উহা বিবিধ চর্ম্মরোগে এবং পুরাতন বাত, গাউট (Gout), সিফিলিস্‌ (Syphilis), স্ক্রফিউলা (Scrofula), প্রভৃতি পীড়াতে ব্যবহৃত হয়।

সচরাচর চিকিৎসকেরা আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium), পারদ, এবং বহুবিধ তিক্ত বলকারক ঔষধসহযোগে উহা প্রয়োগ করেন।

SCILLÆ.

সিলি।

ফিজি। অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিলে সিলি (Scilloe) পাকস্থলী ও অন্ত্রের উগ্রতাসাধন করতঃ বিবমিষা, বমন ও উদরাময় উৎপাদন করে। কখন কখন এতদ্দ্বারা রক্তভেদও হইতে দেখা যায়। স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে কফস্রাবের বৃদ্ধি হয়। উহা একটী উৎকৃষ্ট মূত্রকারক বলিয়াও চিকিৎসক সমাজে পরিচিত।

উহার ক্রিয়া—উত্তেজক, কফনিঃসারক এবং মূত্রকারক।

থিরা। বমনকারক ও বিরেচক ক্রিয়ার জন্য কদাচিৎ উহার ব্যবহার প্রচলিত নহে। পাকাশয় অথবা অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে উহা প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য। তরুণ অথবা পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ কাশরোগে ঘনীভূত কফ শ্বাসনালীমধ্যে সঞ্চিত থাকিলে ইপিকাক্ (Ipecac), এমোনায়েকাম্ (Ammoniacum) প্রভৃতি কফনিঃসারক ঔষধসহযোগে উহা সেবন করিলে শ্লেষ্মা তরল হইয়া সহজেই নির্গত হয় এবং রোগীও সুস্থতালাভ করে। মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য উহা সর্ব্বপ্রকার ড্রপ্সি রোগে (Dropsy) ব্যবহৃত হয়। এতদুদ্দেশে এসিটাম্ সিলিই (Acetum Scilloe) সচরাচর প্রচলিত।

CANNABIS INDICA.

ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা বা গাঁজা।

ফিজি। ইহাকে এতদ্দেশীয় গাঁজা কহে। ব্যক্তি, জাতি এবং দেশ ভেদে ইহার ক্রিয়ার ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মাদকতাশক্তি থাকাতে প্রায় সকল দেশেই ইহার ব্যবহার প্রচলিত, তবে প্রভেদ এই যে কোন স্থানে ইহার টিংচার ব্যবহৃত হয়, কোন কোন দেশের লোক ইহার ধূমপান করে। এতদ্দেশে ইহার ধূমপান করার প্রথাই প্রচলিত।

অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ক্যানাবিসের (Cannabis) ক্রিয়া মস্তিষ্কোপরি প্রকটিত হয়। এতদ্দ্বারা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে। উহা সেবনে রোগীর মত্ততা জন্মে এবং মনোমধ্যে বহুবিধ আনন্দদায়ক চিন্তার উদয় হয়। রোগী সদাসর্ব্বদা কথা কহিতে অথবা গান করিতে ভালবাসে, যে সকল বস্তু সম্মুখে দর্শন করে তাহা অতীব মনোহর বলিয়া বোধ হওয়াতে অসীম আনন্দ অনুভব করে, মনোমধ্যে এতদূর স্ফূর্ত্তি জন্মে যে চিত্তে কোন রূপ দ্বিধা বা বিকার স্থান পায় না, রোগীর সতত আমোদজনক আলাপ অথবা সঙ্গীতে কালাতিপাত করিতে অভিলাষ হয়, ফলতঃ উহার চিত্ত এককালীন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। মানসক্ষেত্রে চিন্তাস্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু উহারা কখন কখন সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ। রোগীর কোন বিষয়ে গাঢ়রূপে মনঃসংযোগ করিবার শক্তি থাকে না, এবং মত্ততা অধিক হইলে স্মরণশক্তির এতাদৃশ হ্রাস হয় যে পূর্ব্বঘটনা কিছুমাত্র স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় না। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠে যে উন্মাদগ্রস্ত রোগীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপবাক্য উচ্চারণ এবং হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে থাকে। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে ক্রমশঃ নিদ্রাকর্ষণ হয় এবং নিদ্রিতাবস্থায় রোগী নানাবিধ সুখকর স্বপ্নদর্শন করে। ক্যানাবিসের (Cannabis) মাদকতাশক্তিপ্রভাবে কোন কোন ব্যক্তির শিরঃপীড়া জন্মে এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক ও সময়ে সময়ে সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত

হইয়া উঠে। কর্ণকুহরে বিবিধ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, হস্তপদাদি ও মস্তকে গুরুত্ব বোধ হয়, লোচনদ্বয় ঔজ্জ্বল্য, ক্ষুদ্রাকার ও লোহিত বর্ণ ধারণ করে, মুখগহ্বরের শুষ্কতা জন্মে, স্পর্শানুভবশক্তির লাঘব হয়, কখন কখন সর্ব্বাঙ্গে সূচিকাপ্রবেশবৎ যন্ত্রণা কখন বা উহাদের অবসন্নতা অনুভূত হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল পরে সর্ব্বাবয়ব এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়ে যে রোগী কোনরূপ শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা এতাদৃশ ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় যে আহার্য্য দ্রব্যদ্বারা সহসা উহার নিবৃত্তি হয় না। উহা সেবনে প্রথমতঃ নাড়ী দ্রুতগামিনী হয় বটে, কিন্তু উহার অন্য কোনরূপ বিকৃতি জন্মে না এবং শ্বাসক্রিয়ারও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না। কণীনিকা আলোক-সংযোগে সংকুচিত হয়, এবং কোন কোন ব্যক্তির কামরিপু সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠে।

অধিক মাত্রায় ক্যানাবিস্ (Cannabis) সেবনে পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণনিচয় আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু কখন কখন ব্যক্তিবিশেষে বিবমিষা, বমন, পিপাসা, নাড়ীর দ্রুতত্ব, দুর্ব্বলতা ও ইণ্টার্মিটেন্‌সি (Intermittency), ভয়ঙ্কর চিত্ত বিকার প্রভৃতি বহুবিধ কষ্টকর ও ভয়াবহ লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া রোগী ক্রমশঃ সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং অবশেষে ষ্টুপার (Stuper) ও কোমার (Coma) আবির্ভাব হওয়াতে ধরাতলে নিপতিত হইয়া মৃতবৎ কালযাপন করে। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) হইতে দেখা যায়। এতাদৃশাবস্থা উপস্থিত হইলে রোগী নাসিকাধ্বনি করতঃ শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে, যাহাকে ষ্টার্টারাস্ ব্রিদিং (Sterterous Breathing) কহে। নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল, ইরেগুলার (Irregular) ও ইণ্টার্মিটেণ্ট্ (Intermittent) ভাব ধারণ করে, কণীনিকা প্রসারিত হয়, এবং অবশেষে রোগীর প্রাণবায়ু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

দীর্ঘকাল ক্যানাবিস্ (Cannabis) সেবন করিলে ক্ষুধামান্দ্য, শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা, এবং হস্তপদাদির কম্পন উপস্থিত হয়।

স্বল্প মাত্রায় ক্যানাবিস্ (Cannabis) প্রদাহনিবারক ও বেদনানিবারক বলিয়া পরিচিত। উহার আক্ষেপনিবারক ও কামোদ্দীপক ক্রিয়াও পরি-

লক্ষিত হয়। উহা জরায়ুর শোণিতস্রাবনিবারণে বিশেষ পারদর্শী, এবং কেহ কেহ বলেন যে উহার মূত্রকারক ক্রিয়ারও অসদ্ভাব নাই। অহিফেনের ন্যায় উহা নিদ্রাকারক ক্রিয়াও প্রকাশ করে বটে, কিন্তু এতদুদ্দেশ্যসাধনার্থ নিতান্ত অধিক মাত্রার প্রয়োজন। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য অহিফেন ব্যবহার করিলে যে শিরঃপীড়া, বিবমিষা ও কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে এতদ্দ্বারা তাহা সংঘটিত হয় না।

উহার ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে প্রদাহনিবারক ও বেদনানিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে স্বল্প মাত্রায় প্রদাহনিবারক, বেদনানিবারক, আক্ষেপ-নিবারক, কামোদ্দীপক, রক্তরোধক, ও মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় স্নায়বীয় অবসাদক, স্পর্শহারক, নিদ্রাকারক ও হৃৎপিণ্ডাবসাদক। অত্যধিক মাত্রায় মাদক ও বিষক্রিয়াজনক।

থিরা। মাইগ্রেণ্‌রোগে (Migraine) ক্যানাবিস্ (Cannabis) অতীব হিতকর ঔষধ বলিয়া পরিচিত। অনেকের বিশ্বাস এই যে উক্ত পীড়া যে স্নায়ুকেন্দ্রের (Nerve Centre) বিকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় উহা সেই কেন্দ্রের (Centre) উপর ক্রিয়াপ্রকাশকরতঃ পীড়ার প্রতিকারসাধন করে। উল্লিখিত ব্যাধিতে বিবমিষা ও বমন বর্ত্তমান থাকুক বা না থাকুক এতদ্ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে, এবং যে স্থলে পীড়াপ্রভাবে রোগী নয়নে বহুবিধ আলোক সন্দর্শন করে সে স্থলেও উহা সন্তোষজনক ফলপ্রসব করিতে পরাংমুখ হয় না। উহা পীড়ার প্রারম্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিলে উহার প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে পারে না, এবং যৎকালে রোগী সুস্থতালাভ করে তৎকালে উহা ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত না হইলে পুনরাক্রমণের অধিক আশঙ্কা থাকে না। এতদ্দ্বারা এককালীন পীড়ার শান্তি হয় না বটে, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল সেবন করিলে রোগীকে পুনঃ পুনঃ উহাদ্বারা প্রপীড়িত হইতে হয় না। কোন কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়া কখন সপ্তাহকাল কখন বা দশদিন যাবৎ অবস্থিতি করে; বিশেষতঃ কোন কার্য্যানুরোধে অধিক পরিশ্রম অথবা চিন্তা করিতে হইলে কিম্বা রজোরাহিত্যসময় উপনীত হইলে উহা পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত এবং উহার প্রকোপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতেও ক্যানাবিস্

(Cannabis) ফলপ্রদ। এবম্ভূত শিরঃপীড়ার সহিত সচরাচর এনিমিয়া (Anœmia) অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং উহা দূরীকরণার্থ লৌহ কিম্বা এলোজ্ (Aloes) উক্ত ঔষধের সহিত মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশে ক্যানাবিস্ (Cannabis) প্রথমতঃ ½ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থেয়, অতঃপর রোগী ক্রমশঃ উহাতে অভ্যস্ত হইলে উত্তরোত্তর উহার মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। স্ত্রীলোকাপেক্ষা পুরুষের পক্ষে উহা অধিক মাত্রায় প্রযোজ্য।

কোন কোন চিকিৎসক উন্মাদরোগে ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) সহযোগে ক্যানাবিস্ (Cannabis) ব্যবহার করেন। তাঁহারা উল্লিখিত দ্বিবিধ ঔষধই এক ড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য উহা স্নায়ুশূল, বাত, রজঃকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ বেদনাদায়ক ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। তদ্রূপ আক্ষেপনিবারক বলিয়া হুপিংকফ (Whooping Cough), এজ্‌মা (Asthma), হিষ্টিরিয়া (Hysteria) প্রভৃতি আক্ষেপজনক পীড়ায় উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। উক্ত ক্রিয়ার জন্য উহা ধনুষ্টঙ্কাররোগের একটী মহৌষধি। এই শেষোক্ত পীড়ায় উহা সচরাচর ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) এবং হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল্ (Hydrate of Chloral) সহযোগে ব্যবহৃত হয়। মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য কেহ কেহ উহা তরুণ ও পুরাতন নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) পীড়ায় ব্যবহার করেন, বিশেষতঃ এই রোগে যৎকালে প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব হয় তৎকালেই উহার কার্য্যকারিতা অধিক। মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণেও উহা বিশেষ তৎপর, এবং কেহ কেহ বলেন যে প্যারাপ্লিজিয়া (Paraplegia) পীড়ায় মূত্ররোধ হইলে এতৎসেবনে ফললাভ হয়। তরুণ প্রমেহ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে উহা অনতিকালমধ্যেই পূয়স্রাব, জ্বলন প্রভৃতি পীড়ার যন্ত্রণা দূরীকরণে সমর্থ। কামোদ্দীপক ক্রিয়ার জন্য ধ্বজভঙ্গ রোগে উহা অতীব উপকারী। এতদর্থে উহা ষ্ট্রিক্‌নিয়া (Strychnia), ডামিয়ানা (Damiana), ক্যান্থারাইডিস্ (Cantharides) প্রভৃতি অন্যান্য কামোদ্দীপক ঔষধসহযোগে ব্যবহৃত হয়। জরায়ুর রক্তস্রাবনিবারণে উহা

অতীব তৎপর বলিয়া মেনোরাজিয়ারোগে (Menorrhagia) চিকিৎসকেরা সচরাচর উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডিস্‌মেনোরিয়াপীড়াতেও (Dysmenorrhœa) উহা অপ্রচলিত নহে, কিন্তু এই রোগে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে উহা সাধারণতঃ সুফল প্রসব করে না। এতদুদ্দেশে উহার এক্স্‌ট্রাক্ট্‌ (Extract) ½ কিম্বা ¼ গ্রেণ মাত্রায় তিন অথবা চারি ঘণ্টা ব্যবধানে সেবন করিলে আশু যন্ত্রণার লাঘব হয়। উল্লিখিত রোগে উহার টিংচার (Tincture) ব্যবহার করিতে হইলে ১০ হইতে ১৫ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্যও উহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা বিধেয় বটে, কিন্তু উহার মাদকতাশক্তি সকলে সহ্য করিতে না পারাতে উহা সাতিশয় সাবধানতাসহকারে ব্যবহার করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

TURPENTINE

টার্পেণ্টাইন বা টার্পিণ তৈল।

ফিজি। চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে টার্পেণ্টাইন (Turpentine) উহার আরক্তিমতা ও উত্তাপ উৎপাদন করে। যদ্যপি উহা দীর্ঘকাল প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ফোস্কাও সমুত্থিত হইতে পারে। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহা প্রত্যুগ্রতাসাধক এবং রুবিফেসিয়েণ্ট্‌ (Rubifacient) বলিয়া পরিচিত।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উহা পাকাশয়ের উগ্রতাসাধন করাতে বিবমিষা জন্মে ও বমন হয়। উহা কখন কখন বিরেচক ক্রিয়ারও পরিচয় প্রদান করে। উহা সেবনে যদ্যপি ভেদ না হয় তাহা হইলে উহা দেহমধ্যে শোষিত হইয়া দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। শোণিতসহ মিলিত হইলে উহা প্রশ্বাসবায়ু, ঘর্ম্ম এবং রূপান্তরিতাবস্থায় প্রস্রাবের সহিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

অধিক মাত্রায় সেবন করিলে টার্পেণ্টাইন (Turpentine) মানসিক

উত্তেজনাসাধন করে, এবং উহার আনুসঙ্গিক শিরোঘূর্ণন, দর্শনশক্তির হ্রাস, নাড়ীর দ্রুতত্ব, কণীনিকার প্রসরণ এবং কখন কখন সংজ্ঞালোপ প্রভৃতি ভয়াবহ লক্ষণনিচয় আবির্ভূত হয়। উল্লিখিত মাত্রায় উহা সচরাচর মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদন করিয়া থাকে। রোগীর মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবত্যাগে বাসনা হয় বটে, কিন্তু এককালীন উহা অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হয় না এবং মূত্রত্যাগের চেষ্টা করিলে ইউরিথ্রামধ্যে (Urethra) অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সচরাচর প্রস্রাবের সহিত শোণিত নির্গত হয় এবং কখন কখন কোন কোন রোগীর এককালীন মূত্ররোধ হইয়া থাকে।

স্বল্প মাত্রায় টার্পেণ্টাইন (Turpentine) অতীব তেজস্কর সংকোচক ও রক্তরোধক বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। এতদ্দ্বারা দেহস্থ ক্যাপিলারিসকল (Capillaries) সংকুচিত হওয়াতে ফুস্ফুস্, নাসিকা, অন্ত্র, পাকাশয়, জরায়ু, কিড্‌নি (Kidney) প্রভৃতি বিবিধ স্থানের রুধিরস্রাব নিবারিত হয়। সূত্রবৎ ও ফিতার ন্যায় কৃমিবিনাশেও উহার সামর্থ্য আছে, বিশেষতঃ স্থানিক প্রয়োগে উহার এবম্বিধ ক্রিয়া অতীব বলবতী। এতদ্ব্যতীত উহা বলবৎ আক্ষেপনিবারক বলিয়াও চিরপ্রসিদ্ধ। উহার উত্তেজক ক্রিয়ারও অসদ্ভাব নাই, কিন্তু অন্যান্য যন্ত্রাপেক্ষা জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের উপরই এই ক্রিয়া অধিকতর প্রতিভাত হয়। উহা অন্ত্রস্থ সঞ্চিত বায়ু দূরীকরণে সমর্থ এবং অনেকে বলেন যে স্বল্প মাত্রায় উহা মূত্রকারক ক্রিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে।

উহার ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে প্রত্যুগ্রতাসাধক, রুবিফেসিয়েণ্ট্ (Rubifacient) ও কৃমিনাশক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উত্তেজক, বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয়ের ও মূত্রযন্ত্রের), আক্ষেপনিবারক, সংকোচক, রক্তরোধক, মূত্রকারক, বায়ুনাশক ও বিরেচক।

থিরা। প্রত্যুগ্রতাসাধক ক্রিয়ার জন্য টার্পিণ তৈল অথবা উহার লিনিমেণ্ট্ (Liniment) তরুণ কিম্বা পুরাতন বাত, গাউট্ (Gout), আঘাতজনিত গ্রন্থিপ্রদাহ (Sprain), সাইনোভাইটিস্ (Synovitis), ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), নিউমোনিয়া (Pneumonia), প্রভৃতি বিবিধ বেদনাদায়ক ও প্রাদাহিক পীড়ায় বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। পৈশিক বাত (Muscular

Rheumatism) অথবা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) রোগের বেদনানিবারণার্থ উহা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে প্রযোজ্য। এক খণ্ড ফ্লানেল্ (Flannel) উষ্ণ সলিলে অভিষিক্ত করতঃ তৎক্ষণাৎ সঙ্কাপিত করিবে; অতঃপর উহার উপর কিঞ্চিৎ টার্পিণ তৈল অথবা উহার লিনিমেণ্ট্ (Liniment) ছড়াইয়া দিয়া উহা বেদনাযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করতঃ বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিবে এবং যাবৎ অসহ্য জ্বলন উপস্থিত না হইবে তাবৎ উহা উত্তোলন করিবে না। এইরূপ নিয়মে প্রয়োগ করিলে উহা স্বল্পকালমধ্যেই বেদনানিবারণে সমর্থ হইয়া থাকে। উল্লিখিত প্রকারে লিনিমেণ্ট্ ক্লোরোফর্ম (Liniment Chloroform) প্রয়োগ করিলেও আশু বেদনার শান্তি হয়। সূত্রবৎ কৃমিবিনাশার্থ কোন কোন চিকিৎসক টার্পিণ তৈল পিচকারীদ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করেন। উদরাধ্মানে উহা উষ্ণ সলিল ও সাবানের সহিত উদর প্রাচীরে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদর্থে এবং কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) রোগে উহা পিচকারীদ্বারা রেক্‌টাম্ (Rectum) মধ্যেও প্রয়োজিত হয়। উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য চিকিৎসকেরা উহা ঈষদুষ্ণ জল ও ক্যাষ্টর অয়েলের (Castor Oil) সহিত এনিমাদ্বারা (Enema) গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করেন।

বিবিধ ব্যাধিতে টার্পিণ তৈল আভ্যন্তরিক রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংকোচক ও রক্তরোধক ক্রিয়ার জন্য উহা পাকস্থলী, অন্ত্র, নাসিকা, ফুস্‌ফুস্, কিড্‌নি (Kidney) প্রভৃতি যন্ত্রদিগের রক্তস্রাবে অতীব ফলপ্রদ। পাকাশয়ের ক্যান্‌সার (Cancer) পীড়াবশতঃ তথা হইতে রুধিরস্রাব হইলে উহা তন্নিবারণে বিশেষ উপযোগী। টাইফয়েড্ জ্বরের (Typhoid Fever) রক্তভেদনিবারণেও উহা কদাপি পরাংমুখ নহে। উপরোক্ত দ্বিবিধ পীড়াতে উহা সচরাচর স্বল্প মাত্রায় অর্থাৎ ৫ হইতে ১০ বিন্দু মাত্রায় তিন চারি ঘণ্টাব্যবধানে ব্যবহৃত হয়। কিড্‌নির (Kidney) শোণিতস্রাবেও উহা এতাদৃশ স্বল্প মাত্রায় দীর্ঘকালব্যবধানে প্রযোজ্য। কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলেন যে পার্পুরারোগের (Purpura) রক্তস্রাবনিবারণেও উহার সামর্থ্য আছে। উপরোক্ত যন্ত্রাদি ব্যতীত নাসিকা, জরায়ু, ফুস্‌ফুস্, ব্লাডার (Bladder) প্রভৃতি অন্যান্য যন্ত্রের শোণিতস্রাবে উহা অধিক মাত্রায় অর্থাৎ অৰ্দ্ধ হইতে

এক ড্রাম মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংকোচক ক্রিয়ার জন্য কাই লিউরিয়ারোগেও (Chyluria) অনেকে উহার ব্যবস্থা করেন।

ফিতার ন্যায় কৃমি (Tape Worms) বিনাশের জন্য ইতিপূর্ব্বে উহার আভ্যন্তরিক ব্যবহার প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু ইদানীন্তন উহার পরিবর্ত্তে মেল্ ফার্ণ্ (Male Fern) অথবা দাড়িম্বের মূলের ত্বক্ (Granati Radicis Cortex) সচরাচর প্রয়োজিত হয়। আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্য অনেকে উহা কন্ভাল্সন্‌রোগে (Convulsion) ব্যবহার করেন। এই পীড়ার কেবল যে উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রচলিত তাহা নহে, পিচকারীদ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলেও উহা অভিলষিত ফলপ্রদানে পরাংমুখ হয় না। মূত্রকারক ক্রিয়ার জন্য উহা নিফ্রাইটিস্‌রোগে (Nephritis) স্বল্প মাত্রায় সেবনীয়।

বিরেচক ক্রিয়ার জন্য টার্পেণ্টাইন (Turpentine) চিকিৎসকসমাজে পরিচিত বলিয়া তাঁহারা উহা সচরাচর ক্যাষ্টর অয়েলের (Castor Oil) সহিত আভ্যন্তরিকরূপে প্রয়োগ করেন। এবম্বিধ সম্মিলনে কেবল যে এতদ্দ্বারা ক্যাষ্টর অয়েলের (Castor Oil) বিরেচক গুণ পরিবর্দ্ধিত হয় এমত নহে, টার্পিণের উত্তেজক ক্রিয়াও দেহমধ্যে প্রকটিত হইয়া থাকে। এই উত্তেজক ক্রিয়ার জন্য টার্পিণ টাইফয়েড্‌জ্বরের (Typhoid Fever) অবস্থাবিশেষে অতীব উপকারী। উক্ত পীড়ার শেষাবস্থায়, অর্থাৎ যৎকালে দন্ত, দন্তমাড়ী, ওষ্ঠাধর প্রভৃতি সোর্ডিস্‌দ্বারা (Sordes) আবৃত থাকে, রসনা রসহীন এবং ফার্‌দ্বারা (Fur) আবৃত থাকাতে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়, নাড়ী নিরতিশয় ক্ষীণ, দ্রুত, কম্প্রেসিব্‌ল্ (Compressible) এবং কোমল ভাব ধারণ করে, উদরাধ্মানের আতিশয্যবশতঃ রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, এবং রোগী মৃদু মৃদু প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে, তৎকালে উক্ত তৈল ১০ বিন্দু মাত্রায় দুই ঘণ্টাব্যবধানে প্রয়োগ করিলে দিবসৈকদ্বয়মধ্যেই জিহ্বা সরস, নাড়ী বলবতী, প্রলাপ ও উদরাধ্মান অন্তর্হিত, এবং রোগী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে থাকে। এইরূপে এতদ্দ্বারা পীড়াপ্রকোপ খর্ব্বীভূত হইলে উত্তরোত্তর উহার মাত্রার লাঘব করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উহা এককালীন রহিত করা বিধেয় নহে। উল্লিখিত পীড়ার এবং স্বল্পবিরামজ্বরের (Remittent Fever)

উদরাধ্মাননিবারণেও উহা বিশেষ উপযোগী। এতদুদ্দেশে উহা এক ড্রাম মাত্রায় ছয়ঘণ্টান্তর ব্যবস্থেয়। কিন্তু যদ্যপি উদরাধ্মান হইবার পূর্ব্বে অথবা উহার সহিত উদরাময় বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে এসিটেট্ অব্ লেড্ (Acetate of Lead) মহোপকারী। কোন কোন চিকিৎসক পিয়ার্প্রাল্ ফিবারে (Puerpral Fever) উহা ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এতদ্দ্বারা সর্ব্বত্র সমফল লাভ করা যায় না।

অনেকে সায়েটিকারোগে (Sciatica) টার্পিণ তৈল প্রয়োগ করেন। এই পীড়ায় উহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অর্দ্ধ আউন্স টার্পিণ ৭।৮ দিবস যাবৎ প্রত্যহ রজনীযোগে শয়নকালে সেবন না করিলে উপকার দর্শে না। যে স্থলে উহা উল্লিখিত সময়মধ্যে পীড়ার কিছুমাত্র প্রতিকার সাধনে সমর্থ না হয়, সে স্থলে উহা অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। লাম্বেগো (Lumbago) রোগেও উহা অতীব ফলদায়ক। এতদর্থে উহা ২০ বিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন বারত্রয় সেবনীয়। কোরয়ডাইটিস্ (Choroiditis) পীড়া সিফিলিস্ (Syphilis) অথবা অন্য কোন বিষ হইতে উৎপন্ন না হইলে স্পিরিট্ অব্ টার্পেণ্টাইন (Spirit of Turpentine) অর্দ্ধ ড্রাম মাত্রায় প্রয়োগে পীড়ার শান্তি হয়। মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়ের উপর টার্পিণের উত্তেজক ক্রিয়া থাকাতে অনেকে উহা পুরাতন সিষ্টাইটিস্ (Cystitis) এবং তরুণ ও পুরাতন প্রমেহপীড়ায় ব্যবহার করেন। হিপাটিক্ কলিক্ (Hepatic Colic) নামক রোগের যন্ত্রণানিবারণেও উহা বিশেষ পারদর্শী।

টার্পেণ্টাইন (Turpentine) ফস্ফরাসের (Phosphorus) বিষক্রিয়ানাশক (Antidote) বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু সকল প্রকার টার্পিণ তৈল তাহা নহে, যে হেতু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে বিশুদ্ধ টার্পিণ ফস্ফরাসের (Phosphorus) বিরুদ্ধাচারী নহে, কিন্তু ফ্রান্স্ দেশীয় টার্পিণ (French Turpentine) বটে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে ফস্ফরাস্ (Phosphorus) দেহমধ্যে শোষিত হইয়া রুধিররাশি হইতে অম্লজান বাষ্প আকর্ষণ করতঃ রোগীর প্রাণসংহার করে, কিন্তু টার্পেণ্টাইন (Turpentine) উহার এবম্বিধ ক্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ বলিয়া উহার আণ্টিডোট্ (Antidote) নামে অভিহিত। বস্তুতঃ উল্লিখিত বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। টার্পিণ তৈল ফস্ফরাসের (Phosphorus)

সহিত রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইয়া একটী নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে, উহা মানবদেহের কোনরূপ অনিষ্টসাধন না করিয়া অপরিবর্ত্তিত ভাবে কিড্‌নিদ্বারা (Kidney) দেহ হইতে নিঃসাবিত হয়। এই পদার্থের নাম টার্পেণ্টাইন ও ফস্ফরিক্ এসিড্ (Turpentine and Phosphoric Acid)।

ALOES.

এলোজ্ বা মোসব্বর।

ফিজি। অক্ষত চর্ম্মোপবি সংলগ্ন হইলে এলোজ্ (Aloes) কোন রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে না, কিন্তু ক্ষতোপবি প্রয়োজিত হইলে উহা উক্ত স্থানের উগ্রতাসাধন না কবিযা দেহমধ্যে শোষিত হয় এবং দেহস্থ যন্ত্রাদির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহার বীর্য্যের নাম এলোয়িন্ (Aloin)।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ কবিলে উহা শোষিত হইয়া বৃহদন্ত্র ও রেক্টামের (Rectum) উপব বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বাবা জলবৎ ভেদ হয় না বটে, কিন্তু অন্ত্রস্থিত কঠিন মল তবলীভূত হইয়া নিঃসাবিত হয়। অন্যান্য বিরেচক ঔষধেব ন্যায উহাদ্বাবা পেটেব কামড়ানি উপস্থিত হইয়া থাকে।

সেবনান্তে এলোজ্ (Aloes) কিয়ৎকালমধ্যেই শোষিত হইযা শোণিত প্রবাহে মিলিত হয়। এতদ্দ্বাবা যকৃতেব সেল্‌সকল (Liver Cells) উত্তেজিত হওয়াতে পিত্তস্রাবেব বৃদ্ধি হয, এবং উহা পোর্টাল্ ভেনের (Portal Vein) রক্তাধিক্য নিবাবণ করে। এই পিত্তনিঃসাবকগুণে উহাব বিরেচক ক্রিয়াও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয। পডফিলিন্ (Podophyllin) প্রভৃতিব ন্যায় এলোজের (Aloes) বিবেচক ক্রিয়া অনিশ্চিত নহে বটে, কিন্তু সময়সাপেক্ষ। উহা সেবন করিলে সচবাচর ৮।১০ ঘণ্টা, এমন কি স্থলবিশেষে ২৪ ঘণ্টাকাল উত্তীর্ণ না হইলে উক্ত ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। অনেকে বলেন যে সল্‌ফেট্ অব্ আইবন্ (Sulphate of Iron) উহাব বিরেচক ক্রিয়া সংবর্দ্ধন করে। দীর্ঘকাল সেবনে অন্যান্য বিরেচক ঔষধের ন্যায় উত্তরোত্তর উহাব ক্রিয়ার হ্রাস না হইয়া বরং উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং ক্রমশঃ উহার মাত্রার লাঘব করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য এলোয়িন্ (Aloin)

আভ্যন্তরিকরূপে এবং চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারাও চিকিৎসকেরা প্রয়োগ করেন। উহা স্বকীয় পরিমাণের ২৫ গুণ জলে দ্রবীভূত হয়।

এলোজ্ (Aloes) বৃহদন্ত্র এবং রেক্‌টামের (Rectum) উপর ক্রিয়া-প্রকাশ করে বলিয়া উহাদের সন্নিকটবর্ত্তী পেল্‌ভিক্ যন্ত্রাদি (Pelvic Organs), বিশেষতঃ জরায়ু এতদ্দ্বারা উত্তেজিত হয়। উহা উক্ত যন্ত্রের উত্তেজনাসাধন এবং রক্তাধিক্য উৎপাদন করতঃ উহার স্বকীয় স্বাভাবিক ক্রিয়া সংবর্দ্ধন করে, এবং তজ্জন্য উহা রজোনিঃসারক বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। উহার এই রজোনিঃসারক ক্রিয়া লৌহ এবং মার্হ (Myrrh) সহযোগে পরিবর্দ্ধিত হয়। স্বল্প মাত্রায় এলোজ্ (Aloes) আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। অনেকে বলেন যে উহা দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হিমরয়েড্‌স্ (Hœmorrhoids) পীড়া জন্মে।

উহার ক্রিয়া—বিরেচক, পিত্তনিঃসারক ও রজোনিঃসারক। স্বল্প মাত্রায় আগ্নেয় ও বলকারক।

থিরা। বিরেচক ক্রিয়ার জন্য এলোজ্ (Aloes) কি বাহ্য কি আভ্যন্তরিক এতদুভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। বাহ্যপ্রয়োগার্থ উহার বীর্য্য এলোয়িন্‌ই (Aloin) সচরাচর চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রযোজ্য। উহার আভ্যন্তরিক ব্যবহারও অপ্রচলিত নহে। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য এলোজ্ (Aloes) প্রকারান্তরেও স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষত স্থানে অথবা ব্লিষ্টারক্ষতোপরি (Bliseterd Surface) ১০ গ্রেণ এলোজ্ (Aloes) প্রয়োগ করিলে উহা দেহমধ্যে শোষিত হইয়া অন্ত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ বিরেচক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহা সচরাচর কলসিন্থ (Colocynth), স্কামনি (Scamony), রুবার্ব (Rhubarb) প্রভৃতি অপরাপর বিরেচক ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। যকৃতের ক্রিয়ারাহিত্যবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিলে এলোজ্ (Aoes) অতীব ফলপ্রদ। স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতাতেও উহা ব্যবস্থেয়, বিশেষতঃ উহার সহিত যকৃতের ক্রিয়াভাব বর্ত্তমান থাকিলে উহার উপযোগিতা অধিক। এতদুদ্দেশে উহা লৌহ, নাক্স্ ভমিকা (Nux Vomica), ইপিকাক্ (Ipecac), জেন্‌সিয়ান্ (Gentian) প্রভৃতি ঔষধসহযোগে সেবন করা

কর্ত্তব্য। উহাদ্বারা যে পেটের কামড়ানি উপস্থিত হয় তন্নিবারণার্থ উহার সহিত এক্স্‌ট্রাক্ট্ হাইওসায়েমাস্ (Extract Hyoscyamus) প্রয়োগ করা বিধেয়।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে এলোজ্ (Aloes) সচরাচর আগ্নেয় ও বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহা জেন্‌সিয়ান্ (Gentian), সিঙ্কোনা (Cinchona) ও নাক্স্ ভমিকার (Nux Vomica) সহিত ব্যবহৃত হয় এবং এতদ্দ্বারা লৌহঘটিত ঔষধের গুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রজোনিঃসারক ক্রিয়ার জন্য আমেনোরিয়া (Amenorrhœa) রোগে উহার ব্যবহার প্রচলিত, কিন্তু উক্ত পীড়ার সহিত সাধারণতঃ এনিমিয়া (Anœmia) বর্ত্তমান থাকাতে উহা লৌহ এবং মার্ই Myrrh) সহযোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি রোগীর শারীরিক ও যান্ত্রিক দুর্ব্বলতানিবন্ধন আমেনোরিয়ার (Amenorrhœa) আবির্ভাব হয় তাহা হইলে দুইটী ঋতুকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বলকারক ঔষধাদি বিধেয়, এবং উহার আনুসঙ্গিক নির্দ্ধারিত ঋতুকালের ছয় দিবস পূর্ব্ব হইতে অন্যান্য কতিপয় প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাও অতীব প্রয়োজনীয়; যথা (১) দিবসৈকব্যবধানে বারত্রয় জননেন্দ্রিয়ের নিকটস্থ জানুপ্রদেশে জলৌকাপ্রয়োগদ্বারা রক্তমোক্ষণ, (২) নিতম্ব, নিম্নোদর, ও জানুপ্রদেশে উত্তাপপ্রয়োগদ্বারা জননেন্দ্রিয়ের রক্তাধিক্য উৎপাদন, (৩) উল্লিখিত স্থানে টার্পেণ্টাইন ষ্টুপ্ (Turpentine Stupe) প্রয়োগ, (৪) পদদ্বয়, জানু ও কক্ষপ্রদেশ হস্তদ্বারা ঘর্ষণ অথবা উহাতে উত্তেজক লিনিমেণ্ট্ (Stimulating Liniment) মর্দ্দন, এবং (৫) যে দিবস জলৌকা প্রয়োজিত না হইবে সেই দিবস এলোজ্ (Aloes) সংঘটিত বটিকা-দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কারকরণ ইত্যাদি। টনিকের সহিত এই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে সচরাচর নির্দ্দিষ্ট ঋতুকালে রজঃক্ষরণ হইয়া থাকে। যদ্যপি উল্লিখিত উপায়াবলম্বনেও ঋতুর পুনরাবির্ভাব না হয় তাহা হইলে ঋতুকাল অতীত হইলে পুনরায় টনিক্ (Tonics) ঔষধি প্রয়োগ, ব্যায়াম, শারীরিক পরিশ্রম, সুশীতলসলিলাবগাহন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা এবং উহার সহিত সম্মুখীন ঋতুকালের ছয় দিবস পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং এলোজ্ (Aloes) প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে চিকিৎসিত

হইলে রোগিণী কদাচিৎ আশানুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এলোজ্ (Aloes) স্তনদুগ্ধের সহিত সন্তানোদরে প্রবেশ করে বলিয়া স্তন্যপায়ী শিশু-দিগের কোষ্ঠবদ্ধতাতে উহা প্রসূতিকে প্রয়োগ করা যায়। গর্ভাবস্থায় অথবা অন্ত্রের প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে উহা সেবন করা অকর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে অনেক চিকিৎসক বিরেচক ক্রিয়ার জন্য ডিকক্টাম্ এলোজ্ কম্পাউণ্ড (*Decoctum Aloes Co*) আহারান্তে ব্যবস্থা করিতেন।

DIGITALIS

ডিজিটেলিস্।

ফিজি। ডিজিটেলিসের (Digitalis) বীর্য্যের নাম ডিজিটেলিন্ (Digitaline)। ইহার উপর ডিজিটেলিসের (Digitalis) ক্রিয়া নির্ভর করে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা সত্বর শোষিত হইয়া শোণিত প্রবাহে নীত হইলে বিবমিষা, বমন, ভেদ, মোহ এবং সিন্‌কপি (Syncope) প্রভৃতি লক্ষণরাজি আবির্ভূত হয়। যে ভেদ ও বমন হয় উহা সবুজ বর্ণ। সম্ভবতঃ ডিজিটেলিস্ (Digitalis) মধ্যে এমন কোন পদার্থ আছে যাহা গ্যাষ্ট্রিক্ যুসের (Gastric Juice) সহিত মিলিত হইয়া উল্লিখিত বর্ণ উৎপাদন করে। এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে, নাড়ীর গতি অনিয়মিত (*Irregular*) এবং সবিরাম (*Intermittent*) ভাব ধারণ করে, এবং উহার দ্রুততার (Frequency) এতদূর হ্রাস হয় যে এক মিনিটকাল মধ্যে ২০, ২৫, কিম্বা ৩০ বারের অধিক উহার স্পন্দন অনুভূত হয় না। অতঃপর উত্তরোত্তর ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) হ্রাস হইতে থাকে এবং হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্রমশঃ দ্রুত হইতে হইতে উহার ভেণ্ট্রিক্‌ল্‌দ্বয় (Ventricle) সম্পূর্ণরূপে সংকুচিত হওয়াতে উক্ত ক্রিয়া এককালীন সিষ্টোলে (Systole) সংরুদ্ধ হইয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডোপরি ডিজিটেলিসের (Digitalis) একটী আশ্চর্য্য ক্রিয়া আছে। উক্ত যন্ত্রোপরি উহা স্থানিক প্রয়োগ করিলে ভেণ্ট্রিক্‌ল্‌দ্বয় (Ventricle) সংকুচিতাবস্থায় অবস্থিতি করে; সুতরাং ডায়েষ্টোল (Diastole) কালে

উহারা সম্পূর্ণরূপে বিস্ফারিত হয় না। এই কারণবশতঃ ভেণ্ট্রিক্লের (Ventricle) গহ্বর ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে থাকে, অর্থাৎ স্বাভাবিকাবস্থায় প্রত্যেক ভেণ্ট্রিক্ল্ (Ventricle) যে পরিমাণে শোণিত ধারণ করিতে পারে উক্ত ঔষধ প্রয়োগে উহার সংকোচনপ্রযুক্ত গহ্বর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়াতে উহা সে পরিমাণে রুধিরধারণে সমর্থ হয় না। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হয়; অতএব যদিও উহার এই গুণের অসদ্ভাব নাই, তথাপি ভেণ্ট্রিক্লের (Ventricle) গহ্বরের সংকীর্ণতাবশতঃ প্রতি সিষ্টোলে (Systole) সুস্থাবস্থায় যে পরিমাণে রক্তরাশি দেহস্থ ধমনীমধ্যে তাড়িত হওয়া উচিত এক্ষণে সে পরিমাণে হইতে পারে না। যদ্যপি উক্ত ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে উহার আনুসঙ্গিক হৃৎপিণ্ডের সংকোচনও এতাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে ভেণ্ট্রিক্ল্ (Ventricle) আর বিস্ফারিত না হইয়া চিরকালের জন্য সংকুচিতাবস্থায় অবস্থিতি করে এবং হৃৎপিণ্ডক্রিয়াও তদবস্থায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) হৃৎপিণ্ডস্থিত ভেণ্ট্রিক্লদ্বয়ের (Ventricles) অনিয়মিত ক্রিয়া (Irregular Action) উৎপাদন করে। এইরূপ ক্রিয়া ভেণ্ট্রিক্লের (Ventricle) এক অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়। সচরাচর উহা উহার শিরোদেশে (Apex) দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থান নিরন্তর সংকুচিত থাকাতে কঠিন ও বিবর্ণ হয়, কিন্তু ভেণ্ট্রিক্লের (Venricle) অপরাপর সকল স্থান নিয়মিতরূপে একবার বিস্ফারিত ও একবার সংকুচিত হইতে থাকে। ডিজিটেলিস্ দ্বারা (Digitalis) ভেণ্ট্রিক্লস্থিত (Ventricle) পেশীসমূহও বিকৃতভাবাপন্ন হয়, যেহেতু উহা ভেণ্ট্রিকল্মধ্যে (Ventricle) কোন স্থানে স্থানিক প্রয়োগ করিলে ঐ স্থান অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংকুচিত হইয়া থাকে, এবং ভেণ্ট্রিক্লের (Ventricle) বিস্ফারণকালে অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঐ স্থান সম্পূর্ণরূপে বিস্ফারিত হয় না। যদ্যপি ডিজিটেলিসের (Digitalis) অতীব উগ্র দ্রব হৃৎপিণ্ডের কোন স্থানে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ স্থান এরূপে সংকুচিত হয় যে অন্যান্য স্থানের ন্যায় উহা আদৌ বিস্ফারিত হয় না।

ডিজিটেলিস্ দ্বারা (Digitalis) যে হৃৎপিণ্ডাভ্যন্তরস্থ পেশীদিগের এবম্বিধ

কুঞ্চিতাবস্থা উপস্থিত হয় উহাকে কণ্ট্রাক্চার্ (Contracture) অথবা টনিসিটি (Tonicity) কহে। উহার আনুসঙ্গিক এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তিও বলবতী হয় বলিয়া আধুনিক চিকিৎসকদিগের স্থির বিশ্বাস। কোন পীড়াপ্রভাবে ভেণ্ট্রিকল্ (Ventricle) বিস্ফারিত ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ডিজিটেলিস্ দ্বারা (Digitalis) যে কেবল উহার বলবৃদ্ধি হয় এমত নহে, উহা উহার সংকোচনশক্তিও বৃদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা সংঘটিত হইতে দেখা যায়। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য ডিজিটেলিস্ (Digitalis) হৃৎপিণ্ডোত্তেজক এবং হৃৎপিণ্ডবলকারক বলিয়া পরিচিত।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চিতাবস্থা (Contracture) উৎপাদন করে বলিয়া এবং উহাদ্বারা হৃৎপিণ্ডক্রিয়া সিষ্টোলে (Systole) বন্ধ হয় বলিয়াই যে উহা উক্ত যন্ত্রের সংকোচনশক্তিবর্দ্ধক তাহা বিবেচনা করা উচিত নহে, যে হেতু কুঞ্চিতাবস্থা (Contracture) উৎপাদন করা এবং সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করা এই দুইটী ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার প্রমাণ এই যে একোনাইট্ (Aconite) এবং পটাসিয়ম্ লবণসকল (Potash Salts) হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চিতাবস্থা (Contracture) উৎপাদন করে বটে, কিন্তু উহারা কদাপি উহার সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করে না, বরং উহাদের দ্বারা উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উল্লিখিত ক্রিয়া দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্। এতদ্ব্যতীত আরও দেখা যায় যে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও দ্রুতত্ব (Frequency) জন্মে। এতদ্দর্শনে প্রথমতঃ মনোমধ্যে ধারণা হইতে পারে যে উক্ত ঔষধদ্বারা হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তির হ্রাস হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; যে হেতু নাড়ীর এতাদৃশাবস্থা উপস্থিত হইলেও হৃৎপিণ্ড যে বলপূর্ব্বক স্বকীয় সংকোচনক্রিয়া সাধন করিতেছে তাহা স্পষ্টই প্রত্যক্ষীভূত হয়। অতএব ডিজিটেলিসের (Digitalis) মাত্রাধিক্যবশতঃ যে নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও দ্রুতত্ব জন্মে তাহার কারণ হৃৎপিণ্ডের পৈশিক দুর্ব্বলতা নহে, আর্টিরিয়োল্‌সদিগের (Arterioles) বিস্ফারণ হইতেই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত ঔষধপ্রভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীসকল বিস্ফারিত হইলে

রুধিররাশি তন্মধ্য হইতে অনায়াসে, অবিলম্বে ও অপ্রতিহতভাবে শিরা মধ্যে প্রবেশ করে, সুতরাং ধমনীমধ্যে শোণিতরাশির পরিমাণের ন্যূনতা ঘটাতে নাড়ীর ক্ষীণতা জন্মে। ধমনীমধ্যে রুধিরপ্রবাহের স্বল্পতানিবন্ধন নাড়ীর ক্ষীণত্বপ্রাপ্তির আরও একটী কারণ এই যে ডিজিটেলিসের (Digitalis) মাত্রাধিক্যপ্রযুক্ত হৃৎপিণ্ডস্থিত পেশীসকল সংকুচিতাবস্থায় অবস্থিতি করাতে ভেণ্ট্রিকল্দ্বয় (Ventricles) সম্পূর্ণরূপে বিস্ফারিত হইতে পারে না, সুতরাং সুস্থাবস্থায় ডায়াষ্টোলকালে (Diastole) তন্মধ্যে যে পরিমাণে শোণিতরাশি প্রবেশ করে তৎক্ষণে উহাদের গহ্বরের সংকীর্ণতাবশতঃ উহা সেই পরিমাণে প্রবেশ করিতে না পারাতে প্রতি সিষ্টোলের (Systole) সহিত রক্তরাশি অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণে ভেণ্ট্রিকল (Ventricle) হইতে ধমনীমধ্যে সঞ্চালিত হয়, সুতরাং উহারা সম্যক্ প্রকারে পরিপূর্ণ হয় না। এইরূপে ধমনীনিচয় বিস্ফারিত ও অর্দ্ধ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) আর্টিরিয়াল্ টেন্সন্ (Arterial Tension) সংবর্দ্ধন করে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এতৎসেবনে আর্টিরিয়োল্স (Arterioles) সংকুচিত হওয়াতে উল্লিখিত ক্রিয়া সাধিত হয়, কিন্তু অপরে তাহার প্রতিবাদ করতঃ বলেন যে উহা আভ্যন্তরিক, এমন কি ধমনী প্রাচীরোপরি স্থানিক প্রয়োগ করিলেও উহারা আকুঞ্চিত হয় না। কেহ কেহ বলেন যে ডিজিটেলিস্ দ্বারা (Digitalis) হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তির বৃদ্ধি হওয়াতে প্রতি সিষ্টোলের (Systole) সহিত সমধিক পরিমাণে শোণিতরাশি ধমনীমধ্যে সঞ্চালিত হয়, সুতরাং আর্টিরিয়াল্ টেন্সন্ও (Arterial Tension) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভিষগ্বিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে যদিও এতাদৃশ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সেবনে ধমনীপ্রাচীরের সংকোচনবশতঃই যে আর্টিরিয়াল্ টেন্সনের (Arterial Tension) বৃদ্ধি হয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ধমনীপ্রাচীরের এতাদৃশ সংকোচন ডিজিটেলিস্দ্বারা (Digitalis) সংঘটিত হইতে পারে, অথবা ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রে (Vasomotor Centre) উত্তেজনাদ্বারাও সাধিত হইতে পারে; কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে কোন জন্তুর গ্রীবা

দেশে স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) বিভক্ত করতঃ ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগ করিলে ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রের (Vasomotor Centre) সহিত উহার ধমনীনিচয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আর্টিরিয়াল্ টেন্সন্ (Arterial Tension) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অতএব যদিও এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রের (Vasomotor Centre) উত্তেজনা বশতঃ ধমনীসকল সংকুচিত হওয়াতে আর্টিরিয়াল্ টেন্সনের (Arterial Tension) বৃদ্ধি হয়, তথাপি অনেকে বলেন যে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) উহার সমশ্রেণীভুক্ত সোডিয়ম্ হাইড্রেট্ (Sodium Hydrate), বেরিয়াম্ Barium) প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্রসমূহের সংকোচন শক্তি সংবর্দ্ধন করতঃ আর্টিরিয়াল্ টেন্সন্ (Arterial Tension) বৃদ্ধি করে, এবং অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা উল্লিখিত পেশীসূত্রের পক্ষাঘাত উৎপাদন করাতে আর্টিরিয়াল্ টেন্সনের (Arterial Tension) লাঘব হয়।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে নাতিস্বল্পাধিক মাত্রায় সেবন করিলে ডিজিটেলিস্ দ্বারা (Digitalis) প্রথমতঃ নাড়ীর দ্রুতত্ব জন্মে, অতঃপর উহার গতি মন্দা হইতে থাকে। যাহা হউক উল্লিখিত মাত্রায় যে নাড়ী মন্দগতি হয় তৎপক্ষে কাহারও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ডিজিটেলিসের (Digitalis) এতাদৃশ মাত্রা যদ্যপি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যায়, অথবা উহা উক্ত মাত্রায় দীর্ঘকাল প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে নাড়ী ইরেগুলার (Irregular) দ্রুতগতি ও দুর্ব্বলভাব ধারণ করে। নাড়ী ইরেগুলার (Irregular) ও দ্রুতগতি হইবার কারণ কোন কোন চিকিৎসক এই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন যে ডিজিটেলিসের (Digitalis) মাত্রাধিক্যপ্রযুক্ত প্রথমতঃ ভেগাস্ স্নায়ু (Vagus Nerve) উত্তেজিত হওয়াতে নাড়ী মৃদুগামিনী হয়, অতঃপর উক্ত স্নায়ুর পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে নাড়ীর অবস্থাও পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহাদের মতানুসারে নাড়ীর দুর্ব্বলতার কারণ এই যে ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্রের পক্ষাঘাত সংঘটিত হওয়াতে ধমনীনিচয় বিস্ফারিত হয়, সুতরাং শোণিতরাশি অনায়াসে অপ্রতিহতভাবে আর্টিরিয়োল্স্ (Arterioles) হইতে শিরামধ্যে প্রবেশ করাতে নাড়ীর দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইতে থাকে। ডিজিটেলিস্ (Digitalis) হৃৎপিণ্ডের অরিক্ল্ (Auricle) ও ভেণ্ট্রিক্ল্ (Ventricle)

এতদুভয়েরই সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু অরিকল্ (Auricle) অপেক্ষা ভেণ্ট্রিকলের (Ventricle) উপরই উহার ক্রিয়া অধিক।

হৃৎপিণ্ডোপরি ডিজিটেলিসের (Digitalis) ক্রিয়াসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইল.তাহার সমষ্টি এই যে (১) ঔষধ মাত্রায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হয়।

(২) নাড়ী মৃদুগামিনী হয়।

(৩) আর্টিরিয়াল্ টেন্সন্ (Arterial Tension) এবং ব্লাড্ প্রেসার (Blood Pressure) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(৪) অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে নাড়ী দ্রুতগামিনী ও দুর্ব্বল হয়।

(৫) আর্টিরিয়াল টেন্সন্ (Arterial Tension) এবং ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) হ্রাস হয়।

হৃৎপিণ্ডোপরি ডিজিটেলিসের (Digitalis) উল্লিখিত ক্রিয়াসমূহের কারণনির্ণয় করা এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য।

(১) ডিজিটেলিস্ দ্বারা (Digitalis) হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হইবার কারণ এই যে উহা ঔষধমাত্রায় উক্ত যন্ত্রস্থিত গ্যাংলিয়া (Ganglia) ও স্নায়ুবর্গের উত্তেজনাসাধন করে, সুতরাং হৃৎপিণ্ডস্থ পেশীসকল বলপূর্ব্বক সংকুচিত হয়। ডিজিটেলিস্ (Digitalis) যে কেবল হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শক্তি বৃদ্ধি করে এমত নহে, উহা অধিক মাত্রায় উক্ত যন্ত্রের কুঞ্চিতাবস্থাও (Contracture) উৎপাদন করিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করা এবং কুঞ্চিতাবস্থা উৎপাদন করা এই দুইটী কার্য্য সম্পূর্ণ প্রভেদ এবং উহাদের কারণও ভিন্ন ভিন্ন। সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার যে কারণ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, কুঞ্চিতাবস্থা উৎপন্ন হইবার কারণ তাহা নহে। ইহা হৃৎপিণ্ডের পেশীসূত্রের উপর ডিজিটেলিসের (Digitalis) ক্রিয়া দ্বারাই সংঘটিত হয়। ইহার প্রমাণ এই যে ডিজিটেলিনের দ্রব (Solution of Digitaline) যদ্যপি হৃৎপিণ্ডের কোন স্থানে স্থানিক প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ডায়াষ্টোল্কালে (Diastole) উক্ত যন্ত্রের সকল স্থানই বিস্ফারিত হয়, কেবল ঐ স্থান সংকুচিতাবস্থায় অবস্থিতি করে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে হৃৎপিণ্ডস্থ পেশীদিগের উপর ডিজিটেলিসের (Digitalis)

ক্রিয়াবশতঃ হৃৎপিণ্ড কুঞ্চিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কিয়ৎকাল তদবস্থায় অবস্থিতি করে।

২। ঔষধমাত্রায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সেবন করিলে নাড়ী মৃদু-গামিনী হয়। ইহার কারণ এই যে উক্ত ঔষধি ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) উত্তেজনাসাধন করাতে নাড়ী মন্দগতি ধারণ করে।

৩। ঔষধমাত্রায় প্রয়োগ করিলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) আর্টিরিয়াল্ টেন্সন্ (Arterial Tension) এবং ব্লাড্ প্রেসার (Blood Pressure) সংবর্দ্ধন করে। আর্টিরিয়োল্সদিগের (Arterioles) সংকোচনই ইহার কারণ বলিয়া পরিগণিত। উক্ত ঔষধি ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রের (Vasomotor Centre) এবং কিয়ৎপরিমাণে ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্রের উত্তেজনাসাধন করাতে ধমনীসকল সংকুচিত হইয়া থাকে।

৪। অধিক মাত্রায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সেবনে নাড়ী দ্রুতগামিনী ও দুর্ব্বল হয়। নাড়ী দ্রুতগামিনী হইবার কারণ এই যে অধিক মাত্রায় উহা ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। নাড়ীর দুর্ব্বলতার কারণ তিনটী। প্রথমতঃ ডিজিটেলিসের (Digitalis) মাত্রাধিক্যপ্রযুক্ত হৃৎপিণ্ডস্থিত গ্যাংলিয়া (Glanglia) ও স্নায়ুবর্গের পক্ষাঘাত জন্মে, সুতরাং উক্ত যন্ত্রের পেশীসমূহ হীনবল হওয়াতে সিষ্টোলকালেও (Systole) হৃৎপিণ্ড বলপূর্ব্বক সংকুচিত হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ অধিক মাত্রায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহের উপর স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহারা কুঞ্চিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ডায়াষ্টোলকালে (Diastole) ভেণ্ট্রিক্‌ল্‌দ্বয় (Ventricles) যে রূপ বিস্ফারিত হওয়া উচিত সেরূপ না হওয়াতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রুধিররাশি তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং প্রতি সিষ্টোলদ্বারাও (Systole) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শোণিতরাশি ধমনীমধ্যে সঞ্চালিত হয় না; তৃতীয়তঃ উক্ত ঔষধের মাত্রাধিক্যবশতঃ ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীসকলের পক্ষাঘাত উপস্থিত হওয়াতে ধমনীনিচয় বিস্ফারিত হইয়া পড়ে। উল্লিখিত তিনটী কারণে নাড়ীর দুর্ব্বলতা ঘটে।

৫। ডিজিটেলিসের (Digitalis) মাত্রাধিক্য হইলে যে আর্টিরিয়াল্ টেন্সন্ (Arterial Tension) এবং ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure)

হ্রাস হয় তাহার কারণ এই যে এতৎপ্রভাবে ভ্যাসোমোটার কেন্দ্র (Vasomotor Centre) এবং ধমনীপ্রাচীরস্থ পেশীসূত্রসকলের পক্ষাঘাত উপস্থিত হওয়াতে ধমনীসমূহ বিস্ফারিত হয়, অধিকন্তু হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শক্তির হ্রাস হওয়াতে ধমনীমধ্যে রুধিরপ্রবাহের লাঘব হয়, এবং ভেণ্ট্রিকল্ দ্বয়ের (Ventricles) অর্দ্ধকুঞ্চিতাবস্থায় অবস্থানবশতঃ উহারা ডায়াষ্টোলকালে (Diastole) সম্পূর্ণরূপে বিস্ফারিত না হওয়াতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শোণিতরাশি তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং প্রতি সিষ্টোলের (Systole) সহিত অতি স্বল্পমাত্র রক্ত ধমনীমধ্যে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে আর্টিরিয়াল্ টেন্সন্ (Arterial Tension) এবং ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) লাঘব হয়।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) একটী তেজস্কর মূত্রকারক ঔষধ বলিয়া পরিচিত। সুস্থাবস্থায় সেবন করিলে উহার এতাদৃশ ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। ড্রপ্সি (Dropsy) রোগেই উহার মূত্রকারক ক্রিয়া অতীব বলবতী। উহার কিড্নির (Kidney) উপর এমত কোন ক্রিয়া নাই যদ্দ্বারা মূত্রস্রাব বৃদ্ধি হইতে পারে, যেহেতু তাহা থাকিলে কি সুস্থ কি পীড়িত সকল অবস্থাতেই উহা সেবন করিলে প্রস্রাবের পরিমাণবৃদ্ধি হইত। কিন্তু ড্রপ্সি (Dropsy) রোগে আমরা ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ব্যবহার করিয়া দেখিতে পাই যে যাবৎ উক্ত পীড়া বর্ত্তমান থাকে তাবৎ উহা মূত্রকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং ড্রপ্সি (Dropsy) অন্তর্হিত হইলেই উহাও উক্ত ক্রিয়াসাধনে বিরত হয়। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কিড্নির (Kidney) উপর ডিজিটেলিসের (Digitalis) কোন ক্রিয়া নাই, উহার হৃৎপিণ্ডোত্তেজক এবং হৃৎপিণ্ডবলকারক ক্রিয়াদ্বারাই মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে হৃৎপিণ্ডপীড়ায় এবং অপরাপর কতিপয় যান্ত্রিক পীড়ায় ড্রপ্সির (Dropsy) উৎপত্তিকারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রক্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ হাইড্রিমিয়া (Hydrœmia) না হইলে উহা সম্ভবে না। সুতরাং হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্, যকৃৎ প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রের পীড়াতে রুধিররাশির জলীয়াংশের বৃদ্ধি হয় সেই সকল পীড়াতেই শোথ জন্মে। হাইড্রিমিয়া (Hydrœmia) না হইলে যেমন শোথের আবির্ভাব হয়

না, তদ্রূপ ধমনীমধ্যে রক্তাভাব ও শিরামধ্যে রক্তাধিক্য না হইলে হাইড্রিমিয়ার (Hydrœmia) উৎপত্তি হয় না, এবং হৃৎপিণ্ড হীনবল ও উহার সংকোচন শক্তির হ্রাস না হইলে অথবা হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রাদির যান্ত্রিক পীড়াপ্রযুক্ত উহাদিগের মধ্যে রক্তচলাচলের ব্যাঘাত না ঘটিলে শিরামধ্যে রক্তাধিক্য সম্ভবে না; সুতরাং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা অথবা উক্ত যন্ত্রাদিমধ্যে রক্তচলাচলের ব্যাঘাতই (Obstruction to the Circulation) শোথের মূলকারণ বলিতে হইবেক। ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সেবনে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে উক্ত যন্ত্রের দুর্ব্বলতা দূরীভূত হয়, ধমনী মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রধাবিত ও উহার গতি বেগবতী হয়, এবং দেহস্থ শিরাসমূহের রক্তাধিক্যের লাঘব হইতে থাকে। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে কিড্নির (Kidney) ম্যাল্পিগিয়ান্ বডিসকল (Malpighian Bodies) রুধিররাশি হইতে উহার জলীয়াংশ আকর্ষণ করে, কিন্তু যাবৎ শোণিত প্রবাহের গতিমান্দ্য, ধমনীমধ্যে রক্তের স্বল্পতা, এবং শিরামধ্যে রক্তাধিক্য বর্ত্তমান থাকে তাবৎ কিড্নি (Kidney) উক্ত ক্রিয়াসাধনে সমর্থ হয় না; যে হেতু মূত্রচয়নক্রিয়া সম্পাদনার্থ আর্টিরিয়াল্ টেন্সনের (Arterial Tension) আধিক্য এবং ধমনীমধ্যে রুধিরপ্রবাহের দ্রুতগতি হওয়া আবশ্যক, সুতরাং হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে কিড্নি (Kidney) স্বকার্য্যসাধনে সক্ষম হইতে পারে না। অধিকন্তু হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রাদির পীড়ায় শোথরোগ জন্মিলে রুধিররাশি স্বকীয় জলীয়াংশ বিরহিত হইয়া এতাদৃশ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় যে উক্ত ঘনীভূত রক্ত যৎকালে ম্যাল্পিগিয়ান্ বডিমধ্যে (Malpighian Bodies) প্রবেশ করে তৎকালে কিড্নি (*Kidney*) উহা হইতে অতি স্বল্পমাত্রই সলিলাকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং শোথগ্রস্ত রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণের এতাদৃশ হ্রাস হইতে দেখা যায়। ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সেবনে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বলবতী হওয়াতে মূত্রচয়নক্রিয়ার জন্য যে যে অবস্থার প্রয়োজন তৎসমুদয়ই সংঘটিত হয়, অর্থাৎ আর্টিরিয়াল্ টেন্সনের (Arterial Tension) বৃদ্ধি এবং ধমনীমধ্যে শোণিতপ্রবাহের দ্রুত ও বেগবতী গতি। উল্লিখিত অবস্থাদ্বয় উৎপন্ন হওয়াতে শিরাসমূহের রক্তাধিক্য দূরীভূত হইতে থাকে, সুতরাং

রক্ত হইতে উহার সলিলাংশ আর বিচ্ছিন্ন হইতে না পারাতে রুধিররাশি অপেক্ষাকৃত তরলাবস্থায় ম্যালপিগিয়ান্ বডিমধ্যে (Malpighian Bodies) প্রবেশ করে এবং তথায় সলিলচ্যুত হইয়া কথঞ্চিৎ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ঘনীভূত রুধিররাশি যৎকালে দেহমধ্যে সঞ্চলন করে তৎকালে উহা পেরিটোনিয়মের (Peritonœum) গহ্বর ও অন্যান্য টিস্থ (Tissue) স্থিত সঞ্চিত রস আকর্ষণ করতঃ পুনরায় তরল ভাব ধারণ করে এবং পুনরায় কিড্‌নিদ্বারা (Kidney) অপসৃতসলিল হইয়া গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রভাবে শিরার রক্তাধিক্যের লাঘব ও শোণিতগতি বেগবতী হওয়াতে মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি এবং শোথরোগসম্ভূত সলিলরাশি ক্রমশঃ শোষিত হইতে থাকে, সুতরাং যাবৎ উক্ত পীড়া বর্ত্তমান থাকে তাবৎ ডিজিটেলিস্ (Digitalis) মূত্রকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে।

অনেকে বলেন যে অধিক মাত্রায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) উত্তাপনাশক ও প্রদাহনিবারক। অধিক মাত্রায় উহার সংকোচক ও রক্তরোধক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়, যে হেতু এতদ্দ্বারা নাড়ীর গতি মৃদুভাবাপন্ন ও আর্টিরিয়াল্ টেন্‌সন্ (Arterial Tension) পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে শোণিতস্রাব সহজেই নিবারিত হইয়া থাকে।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সেবনে কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। রোগীর মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবত্যাগে বাসনা হয় এবং মূত্রত্যাগকালে অসহ্য জ্বলন ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের এই যন্ত্রণা এতাদৃশ প্রবল হয় যে অনেকে ইহাকে প্রসববেদনার সমতুল্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) কিয়ৎকাল সেবন করিলে উহা ক্রমশঃ দেহমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং অবশেষে অকস্মাৎ বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

উহার ক্রিয়া—হৃৎপিণ্ডোত্তেজক, হৃৎপিণ্ডবলকারক, মূত্রকারক, প্রদাহনিবারক এবং সংকোচক ও রক্তরোধক।

থিরা। হৃৎপিণ্ডের কি যান্ত্রিক কি ক্রিয়াসম্বন্ধীয় পীড়া এতদুভয়েই ডিজিটেলিস্ (Digitalis) মহৌষধি বলিয়া পরিচিত। উহার নিম্নলিখিত চারিটী ক্রিয়ার জন্য হৃৎপিণ্ডপীড়ায় উহা দ্বারা ফললাভ হইয়া থাকে, যথা,—

(১) হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে উহা উহার সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করে।

(২) হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অস্বাভাবিকরূপে বলবতী হইলে উহাদ্বারা উহার সংকোচনশক্তির লাঘব হয়।

(৩) হৃৎপিণ্ডক্রিয়া নিরতিশয় দ্রুত হইলে এতদ্দ্বারা দ্রুতত্ত্বের হ্রাস হয়।

(৪) হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ইর্‌রেগুলার (Irregular) হইলে উহা উক্ত ক্রিয়াকে রেগুলার (Regular) করে।

নিম্নলিখিত ক্রিয়াসম্বন্ধীয় হৃৎপিণ্ডের এই দ্বিবিধ পীড়াতেই, ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু উহার যে সকল ক্রিয়ার বিষয় উপরে উল্লিখিত হইল ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারাই উক্ত যন্ত্রের ব্যাধিবিশেষে উপকার অথবা অপকার সংঘটিত হয়। মাইট্রাল্ রিগার্জিটেসন্ (Mitral Regurgitation), মাইট্রাল্ অব্‌ষ্ট্রাক্‌সন্ (Mitral Obstruction), এওর্টিক্ রিগার্জিটেস্‌ন্ (Aortic Regurgitation) এবং এওর্টিক্ অবষ্ট্রাক্‌সন্ (Aortic Obstruction) হৃৎপিণ্ডের এই চতুর্ব্বিধ যান্ত্রিক পীড়াসম্বন্ধে ডিজিটেলিসের (Digitalis) উপরোল্লিখিত ক্রিয়াচতুষ্টয়ের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই ঔষধ উক্ত যন্ত্রের পীড়াবিশেষে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধন করে। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া নিরতিশয় দ্রুত হইলে ডিজিটেলিস্‌দ্বারা (Digitalis) উহার দ্রুতত্ত্বের হ্রাস হয়। মাইট্রাল্ রিগার্জিটেসন্ (Mitral Regurgitation) অথবা মাইট্রাল্ অব্‌ষ্ট্রাক্‌সন্ (Mitral Obstruction) নামক পীড়ায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগ করিলে উহা পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া প্রকাশ করাতে প্রত্যেক হৃৎপিণ্ডক্রিয়ামধ্যে, [প্রত্যেক হৃৎপিণ্ডক্রিয়া-সিষ্টোল (Systole), সিষ্টলিক্ পজ্ (Systolic Pause), ডায়াষ্টোল (Diastole) এবং ডায়াষ্টলিক্ পজ্ (Diastolic Pause)] সিষ্টলিক্ ও ডায়াষ্টলিক্ পজ্ নামক (Systolic and Diastolic Pause) যে দুইটী বিরামকাল আছে উহা কথঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং বামদিকস্থ অরিকল্ (Auricle) মধ্যে যে শোণিতরাশি সঞ্চিত থাকে উহা ভেণ্ট্রিক্‌লমধ্যে (Ventricle) প্রবেশ করিবার যথেষ্ট অবসর পাওয়াতে উক্ত অরিক্‌লমধ্যে (Auricle) অতি স্বল্পমাত্রই রক্ত অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে বাম অরিকল (Auricle) শোণিতশূন্য হওয়াতে

ফুস্‌ফুস্‌ হইতে পাল্‌মোনারি ভেন্‌দ্বারা (Pulmonary Vein) রক্ত অধিক পরিমাণে অরিকল্‌ মধ্যে (Auricle) প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং ফুসফুসের রক্তাধিক্যের লাঘব হয়। ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্যের লাঘব হইলেই দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকল্‌ (Ventricle) স্বকীয় সংকোচনশক্তিপ্রভাবে স্বগর্ভস্থ সঞ্চিত শোণিতরাশি ফুস্‌ফুস্‌মধ্যে সঞ্চালন করতঃ দক্ষিণ অরিকল্‌ (Auricle) হইতে প্রচুর পরিমাণে রুধিরাকর্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপে উল্লিখিত দ্বিবিধ ব্যাধিতেই যে রুধিররাশির পশ্চাদ্গতি (Backward Pressure) উপস্থিত হয় এবং বাম দিকস্থ অরিকল্‌ (Auricle) ও ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যে যে রক্তচলাচলের ব্যাঘাত জন্মে উহার অধিকাংশই ডিজিটেলিস্‌ দ্বারা (Digitalis) দূরীভূত হওয়াতে পীড়ার অনেক শান্তি হইতে দেখা যায়, সুতরাং উল্লিখিত পীড়াদ্বয়ে ডিজিটেলিস্‌দ্বারা (Digitalis) অর্থাৎ উহার তৃতীয় ক্রিয়া দ্বারা উপকার দর্শে। কিন্তু এঅর্টিক্‌ রিগার্জিটেশন্‌ (Aortic Regurgitation) এবং এঅর্টিক্‌ অবষ্ট্রাক্‌সন্‌ (Aortic Obstruction) নামক পীড়াতে ডিজিটেলিস্‌দ্বারা (Digitalis) উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সংঘটিত হয়। ইহার কারণ এই যে মাইট্রাল্‌ পীড়ার (Mitral Disease) ন্যায় এঅর্টিক্‌ পীড়াতেও (Aortic Disease) ডিজিটেলিস্‌ (Digitalis) সেবনে হৃৎপিণ্ডক্রিয়ানন্তর বিরামকালের (Pause) বৃদ্ধি হওয়াতে এঅর্টিক্‌ রিগার্জিটেশন্‌ (Aortic Regurgitation) নামক পীড়ায় এঅর্টা (Aorta) হইতে রুধিরধারা বামদিকস্থ ভেণ্ট্রিকল্‌মধ্যে (Left Ventricle) পুনঃ পতিত হইবার অধিক অবসর পায়, সুতরাং উক্ত ভেণ্ট্রিকল্‌ (Ventricle) এককালীন এঅর্টা (Aorta) এবং বাম অরিকল্‌ (Left Auricle) এতদুভয় স্থান হইতে এরূপে পরিপূরিত হয় যে এই প্রচুর পরিমিত শোণিতরাশি নিঃসারণার্থ উহাকে অসামান্য বেগের সহিত সংকোচনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, সুতরাং উহার ক্রিয়াধিক্যবশতঃ ক্রমশঃ উহার হাইপার্ট্রফি (Hypertrophy) ঘটে, এবং প্রতি সিষ্টোলের (Systole) পর উহার মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চিত হওয়াতে উহা ক্রমশঃ বিস্ফারিত (Dilated) হইতে থাকে। কেবল যে এই দুইটী ঘটনা সংঘটিত হয় এমত নহে, উহার ক্রিয়াধিক্যবশতঃ প্যাল্‌পিটেশন্‌ও (Palpitation) অধিক হয়।

এইরূপে এঅর্টিক্ অবষ্ট্রাক্সনেও (Aortic Obstruction) ডিজিটেলিস্ (Digitalis) দ্বারা বিরামকালের (Pause) বৃদ্ধি হওয়াতে বাম অরিকল্ (Left Auricle) হইতে সমধিক পরিমাণে রক্ত বাম ভেণ্ট্রিকল্ মধ্যে (Left Ventricle) প্রবেশ করে, কিন্তু এঅর্টিক্ ছিদ্রের (Aortic Orifice) সংকীর্ণতাবশতঃ ভেণ্ট্রিকল্ (Ventricle) স্থিত তাবৎ রক্ত এঅর্টামধ্যে (Aorta) প্রবেশ করিতে পারে না, কিয়দংশ উহার মধ্যেই অবস্থিতি করে; সুতরাং পুনরায় বাম অরিকল্ (Left Auricle) হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত উহার মধ্যে নিপতিত হওয়াতে উহা এরূপে পরিপূর্ণ হয় যে ক্রমশঃ উহার বিস্ফারণ (Dilatation) হইতে থাকে। এতাদৃশ রক্তাধিক্যবশতঃ উহাকে এরূপ বেগে ক্রিয়া করিতে হয় যে ক্রমশঃ উহার হাইপার্ট্রফি (Hypertrophy) এবং প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation) উপস্থিত হয়। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে এঅর্টিক্ পীড়াতে (Aortic Diseases) ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগ করিলে উহার তৃতীয় ক্রিয়া দ্বারা পীড়ার উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে থাকে। এতদ্দ্বারা কেবল যে প্যাল্পিটেসনের (Palpitation) বৃদ্ধি এবং বাম ভেণ্ট্রিকলের (Left Ventricle) বিস্ফারণ (Dilatation) ও হাইপার্ট্রফি (Hypertrophy) উপস্থিত হয় এমত নহে, এঅর্টিক্ রিগার্জিটেসন (Aortic Regurgitation) উক্ত ভেণ্ট্রিকল্ মধ্যে (Ventricle) এঅর্টা (Aorta) হইতে রুধির পুনঃ প্রবেশ করাতে, এবং এঅর্টিক্ অবষ্ট্রাক্সনে (Aortic Obstruction) প্রতি সিষ্টোলের (Systole) পর উহার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে শোণিত সঞ্চিত থাকাতে বাম অরিকল্ (Left Auricle) স্থিত তাবৎ রুধিররাশি উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং উক্ত অরিকল্ (Auricle) মধ্যেও রক্তাধিক্য হয়। এই রূপে বাম অরিকল্ (Left Auricle) অর্দ্ধপূর্ণ থাকাতে ফুস্ফুস্ হইতে যে পরিমাণে শোণিতরাশি উহার মধ্যে প্রবেশ করিত তাহা না করায় ফুস্ফুস্ মধ্যেও রক্তাধিক্য হয়, সুতরাং ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য হইলেই দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকলের (Right Ventricle) তাবৎ রক্ত ফুস্ফুস্ মধ্যে সঞ্চালিত হয় না। এই রূপে রক্তচলাচলের ব্যাঘাত ঘটাতে এবং উহার পশ্চাদ্গতি (Backward Pressure) হওয়াতে পীড়ার বৃদ্ধি ব্যতীত লাঘব হয় না।

ডিজিটেলিস্ দ্বারা (Digitalis) হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার দ্রুতত্বের হ্রাস হওয়াতে উহা যেমন উক্ত যন্ত্রের মাইট্রাল্ পীড়ায় (Mitral Diseases) উপকার এবং এওর্টিক্ পীড়ায় (Aortic Diseases) অপকার সাধন করে, তদ্রূপ উহা হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করাতে মাইট্রাল পীড়ায় (Mitral Diseases) উপকারী এবং এওর্টিক্ পীড়ায় (Aortic Diseases) অপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে বিরামকালের (Time of Pause) বৃদ্ধি হওয়াতে কি মাইট্রাল্ (Mitral) কি এওর্টিক্ (Aortic) এই উভয়বিধ হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়াতেই বাম ভেণ্ট্রিকল (Left Ventricle) সমধিক পরিমিত শোণিতদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া সঙ্কোচনশক্তির আধিক্যবশতঃ প্রত্যেক সিষ্টোলকালে (Systole) স্বগর্ভস্থ তাবৎ রুধিররাশি অতিশয় বেগের সহিত এওর্টামধ্যে (Aorta) সঞ্চালন করে, সুতরাং মাইট্রাল্ রিগার্জিটেসনে (Mitral Regurgitation) প্রতি সিষ্টোলের (Systole) সহিত পূর্ব্বে যে পরিমাণে রক্ত বাম অরিকল্ মধ্যে (Auricle) প্রবেশ করিত এখনও সেই পরিমাণে প্রবেশ করে, তদ্ব্যতীত তাবৎ রক্তই এওর্টা মধ্যে (Aorta) সঞ্চালিত হওয়াতে দেহস্থ সমস্ত ধমনীমধ্যে শোণিতের পরিমাণের বৃদ্ধি এবং উহার গতি বেগবতী হয়, সুতরাং বাম অরিকল (Left Auricle), ফুস্ফুস্, দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকল্ ও অরিকল (Right Ventricle and Auricle) এবং শিরাসকলের রক্তাধিক্যের হ্রাস হইয়া থাকে। এই রূপে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করতঃ মাইট্রাল্ রিগার্জিটেসনে (Mitral Regurgitation) উপকার সাধন করে। মাইট্রাল্ অব্‌ষ্ট্রাক্সন্ (Mitral Obstruction) নামক পীড়াতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতি সিষ্টোলের (Systole) সহিত অধিক পরিমাণে রক্ত এওর্টামধ্যে (Aorta) সঞ্চালিত হওয়াতে সমস্ত শিরার রক্তাধিক্যের লাঘব হয় এবং ধমনীমধ্যে রুধিরের পরিমাণ ও উহার গতির বৃদ্ধি হয়, সুতরাং ডিজিটেলিস্ (Digitalis) হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করতঃ মাইট্রাল্ অব্‌ষ্ট্রাক্সনেও (Mitral Obstruction) উপকারী। ডিজিটেলিসের (Digitalis) উল্লিখিত ক্রিয়াদ্বারা এওর্টিক্ রিগার্জিটেসনে (Aortic Regurgitation) বিশেষ কোন ফললাভ হয় বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু বিরামকালের (Time of Pause) বৃদ্ধি

হওয়াতে যেমন বাম ভেণ্টি্রকল্ (Left Ventricle) মধ্যে সমধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চিত হয় এবং সংকোচনশক্তির আধিক্যবশতঃ উহা বেগসহকারে এঅর্টামধ্যে (Aorta) প্রবেশ করে, তদ্রূপ ডায়াষ্টোল (Diastole) ও বিরাম কালের বৃদ্ধি হওয়াতে উহা এঅর্টা (Aorta) হইতে ভেণ্টি্রকল্ মধ্যে (Ventricle) পুনঃ প্রবেশ করিবার যথেষ্ট অবসর পায়, সুতরাং বাম আরকল্ (Auricle) স্থিত তাবৎ শোণিত বাম ভেণ্টি্রকল্মধ্যে (Ventricle) প্রবেশ করিতে পারে না। এই রূপে বাম অরিকল্ (Auricle) নিরন্তর রুধিরপূর্ণ থাকাতে উহাতে ফুসফুস্ হইতে শোণিতসমাগমের ব্যাঘাত জন্মে এবং ক্রমশঃ রক্তের পশ্চাদ্গতি (Backward Pressure) হওয়াতে দেহস্থ যাবতীয় শিরার রক্তাধিক্য ঘটে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ডিজিটেলিসের (Digitalis) উক্ত ক্রিয়াদ্বারা এঅর্টিক্ রিগার্জিটেসনে (Aortic Regurgitation) কোন ফল দর্শে না। এঅর্টিক্ অবষ্ট্রাক্সনে (Aortic Obstruction) এতদ্দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে বিশেষ অপকার সাধিত হয়। ইহার কারণ এই যে এঅর্টিক্ ছিদ্রের (Aortic Orifice) পীড়াবশতঃ উহার সংকীর্ণতা উপস্থিত হওয়াতে একেই সিষ্টোলকালে (Systole) ভেণ্টি্রকল (Ventricle) স্থিত সমস্ত রক্ত এঅর্টামধ্যে (Aorta) গমন করিতে পারে না, তাহাতে আবার ডিজিটেলিস্ (Digitalis) বিরামকাল ও সংকোচনশক্তি বৃদ্ধি করাতে প্রথমতঃ ভেণ্টি্রকল্ মধ্যে (Ventricle) শোণিতাধিক্য জন্মে, দ্বিতীয়তঃ উক্ত রুধিররাশি সিষ্টোল (Systole) কালে অধিকতর বলপূর্ব্বক সঞ্চালিত হওয়াতে সংকীর্ণ এঅর্টিক্ ছিদ্রমধ্যদিয়া (Aortic Orifice) অপ্রতিহত ভাবে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া মাইট্রাল্ ছিদ্র (Mitral Orifice) দিয়া বাম অরিকল্মধ্যে (Left Auricle) প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মাইট্রাল্ ভাল্ভ্ (Mitral Valve) উক্ত ছিদ্রদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া শোণিতের গতিরোধ করাতে প্রতি সিষ্টোল (Systole) কালে উহাকে উহার বেগধারণ করিতে হয়। এইরূপে মাইট্রাল্ ভাল্ভ্ (Mitral Valve) পুনঃ পুনঃ ভেণ্টি্রকল্ (Ventricle) স্থিত রুধিররাশিদ্বারা সঞ্চালিত হওয়াতে ক্রমশঃ উহাতে প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং মাইট্রাল্ রিগার্জিটেসন্ (Mitral Regurgitation) পীড়ার সূত্রপাত হইয়া থাকে। অপিচ ডায়াষ্টোল্ (Diastole) এবং বিরামকালে ভেণ্টি্রকল্

(Ventricle) মধ্যে যে পরিমাণে শোণিত সঞ্চিত হয় উহা সিষ্টোল (Systole) কালে নিঃশেষিতরূপে নির্গত না হওয়াতে উত্তরোত্তর তন্মধ্যে রক্তাধিক্য ঘটে, সুতরাং উত্তরোত্তর উহা বিস্ফারিত হইতে থাকে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে এঅর্টিক্ অবষ্টম্ভকগনে (Aortic Obstruction) ডিজিটেলিসের (Digitalis) উল্লিখিত ক্রিয়াদ্বারা বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তির লাঘব করতঃ হৃৎপিণ্ডপীড়ার প্রতিকারসাধন করে, কিন্তু উহাদ্বারা কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় ইহাই এক্ষণে আমাদের বিবেচ্য। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে হৃৎপিণ্ডপীড়ামাত্রেই প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation) হয়। কখন কখন উহার এতাদৃশ আধিক্য দেখা যায় যে প্রতি সিষ্টোল কালে (Systole) রোগীর বক্ষঃস্থলের উল্লম্ফন, এমন কি সর্ব্বশরীরের কম্পন দূর হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ায় উহার এতাদৃশী বলবতী ক্রিয়ার কারণ এই যে পীড়াপ্রভাবে ভেণ্ট্রিকল্দ্বয়ের (Ventricles) বিস্ফারণ (Dilatation) ও বিবৃদ্ধি (Hypertrophy) ঘটে। কেবল যে হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়াতেই এবম্বিধ প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation) উপস্থিত হয় এমত নহে, উহার ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য হইতেও ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক যে রূপেই ইহার উদ্ভব হউক না কেন ডিজিটেলিস্ (Digitalis) তাহার শান্তিসাধন করে। যে স্থলে হৃৎপিণ্ডের কোনরূপ যান্ত্রিক পীড়া বর্ত্তমান না থাকে, কেবল মাত্র উহা উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়াগত বিকৃতিবশতঃ ভেণ্ট্রিকলের (Ventricle) বিস্ফারণ (Dilatation) ও বিবৃদ্ধি (Hypertrophy) হইতে জন্মগ্রহণ করে, সেস্থলে ডিজিটেলিস্দ্বারা (Digitalis) উহা এককালীন সমূলে নির্ম্মূল হয়, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের কোনরূপ যান্ত্রিক পীড়া উহার কারণীভূত হইলে উক্ত ঔষধি উহা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণে অসমর্থ হইয়া কেবল মাত্র কথঞ্চিৎ উহার লাঘব করিয়া থাকে। ঈদৃশাবস্থায় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকরূপে প্রয়োগ করিলে উহাপেক্ষা বেলেডনা দ্বারা (Belladonna) অধিকতর ফল দর্শে।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis) যে হৃৎপিণ্ডের ইরেগুলার (Irregular) ক্রিয়াকে রেগুলার (Regular) করে উহাই এক্ষণে আমাদের আলোচ্য।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়াতে উহার ক্রিয়া ইরেগুলার (Irregular) হয়, অর্থাৎ উহার কলাম্নি কার্ণি (Columnæ Carnæ) নামক পেশীসকল অনিয়মিতরূপে সংকুঞ্চিত হয়, এবং উহার এক একটী ক্রিয়া যে সিষ্টোল্ (Systole), সিষ্টলিক্ পজ্ (Systolic Pause), ডায়াষ্টোল্ (Diastole) এবং ডায়াষ্টলিক্ পজ্ (Diastolic Pause) এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের নিরূপিত সময়েরও ন্যূনাধিক্য ঘটে। কেবল যে হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়াতেই উহার ক্রিয়া এইরূপ ইরেগুলার (Irregular) হয় তাহা নহে, উহার কোনরূপ যান্ত্রিক পীড়া বর্ত্তমান না থাকিলেও কেবল মাত্র ইরেগুলার (Irregular) ক্রিয়াবশতঃ শোথ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎপিণ্ডের চূড়াপ্রদেশের কম্পন (Apex Thrill), যান্ত্রিক পীড়ার ন্যায় অস্বাভাবিক শব্দের (Cardiac Murmur) উৎপত্তি, প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation) প্রভৃতি লক্ষণনিচয় আবির্ভূত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণসকল প্রকাশিত হইলে মনে হইতে পারে যে নিশ্চয়ই হৃৎপিণ্ডের কোনরূপ যান্ত্রিক পীড়া বিদ্যমান আছে, কিন্তু কখন কখন রোগীর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করতঃ দেখা গিয়াছে যে উহার মধ্যে উহার চিহ্নমাত্রও নাই। ডিজিটেলিস্ (Digitalis) হৃৎপিণ্ডের এতাদৃশ ইরেগুলার (Irregular) ক্রিয়া সংশোধন করাতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাদি অনতিবিলম্বেই অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উক্ত যন্ত্রের যান্ত্রিক পীড়াবশতঃ ইরেগুলার (Irregular) ক্রিয়া জন্মিলে উহা ডিজিটেলিস্ দ্বারা (Digitalis) দূরীভূত হয় কি না সন্দেহ। এক্ষণে আমাদের বিবেচ্য এই যে কিরূপে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) হৃৎপিণ্ডের ইরেগুলার ক্রিয়া (Irregular Action) সংশোধন করতঃ উপকার সাধন করে। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সংকালে হৃৎপিণ্ডস্থিত পেশীসকল অনিয়মিতরূপে সংকুচিত হয় অথবা উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়াবিভাগের যে সময় নির্দ্ধারিত আছে তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটে তৎকালেই উহার ক্রিয়া ইরেগুলার (Irregular) বলা যায়। এই ইরেগুলার ক্রিয়া (Irregular Action) কোনরূপ যান্ত্রিক পীড়ার সহিত বর্ত্তমান থাকুক বা না থাকুক, উহাই শোণিতরাশির পশ্চাদ্গতির (Backward Pressure) কারণীভূত হওয়াতে শোথ, শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণ আবির্ভূত হয়। যে হেতু পেশীসকল অনিয়মিতরূপে

সংকোচনক্রিয়া সম্পন্ন করাতে ভেণ্টি্রকলের (Ventricle) একাংশ এক সময়ে এবং অপরাংশ অপর সময়ে সংকুচিত হয়, সুতরাং সমস্ত ভেণ্ট্রিকল্ (Ventricle) এককালীন সংকুচিত না হওয়াতে অরিকল্ (Auricle) প্রদত্ত রুধির ধারায় উহার গহ্বর সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ হইবার প্রচুর সময় প্রাপ্ত হয় না, এবং অরিকল্ও (Auricle) স্বগর্ভস্থ সঞ্চিত শোণিতরাশি নিঃশেষিতরূপে ভেণ্ট্রিকল্ মধ্যে (Ventricle) সঞ্চালন করিবার উপযুক্ত অবসর পায় না। এইরূপে অরিকল্ মধ্যে (Auricle) সতত শোণিতাধিক্য বর্ত্তমান থাকাতে ফুস্ফুস্ হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত অরিকল্মধ্যে (Auricle) প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং ক্রমশঃই রক্তের পশ্চাদ্গতি (Backward Pressure) বৃদ্ধি হইতে থাকে। তদ্রূপ হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক ক্রিয়াবিভাগের জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত আছে তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটিলে দুইটী সিষ্টোলের (Systole) মধ্যবর্ত্তী সময়ের অর্থাৎ বিরামকালের (Time of Pause) কখন হ্রাস কখন বা বৃদ্ধি হয়, এবং কখন বা একটী সিষ্টোলের (Systole) সময় অপর সিষ্টোলের (Systole) সময়াপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। এতদ্ধেতু ভেণ্ট্রিকল্ (Ventricle) ও অরিকল্ (Auricle) গহ্বর এককালীন শোণিতশূন্য না হওয়াতে ফুস্ফুস্ হইতে অরিকল্ (Auricle) মধ্যে শোণিতসমাগমের ব্যাঘাত ঘটে এবং ফুস্ফুসমধ্যে রক্তাধিক্য জন্মে। এই রূপে এতদ্দ্বারাও রুধিরের পশ্চাদ্গতি (Backward Pressure) উপস্থিত হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া যেরূপেই ইরেগুলার (Irregular) হউক না কেন উহাতে উক্ত যন্ত্র ও ফুস্ফুস্মধ্যে শোণিতচলাচলের ব্যাঘাত ঘটাতে দেহস্থ যাবতীয় শিরার রক্তাধিক্য হয় এবং ক্রমশঃ শোথ, শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ার সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকল হৃৎপিণ্ডের ইরেগুলার ক্রিয়া (Irregular Action) বশতঃ রুধিরের পশ্চাদ্গতি (Backward Pressure) হইতে উৎপন্ন হয় সে স্থলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) উহার ইরেগুলার ক্রিয়া (Irregular Action) সংশোধন করতঃ শোণিতের পশ্চাদ্গতি (Backward Pressure) নিবারণ করাতে রোগীর স্বচ্ছন্দতা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডপীড়ায় ডিজিটেলিসের (Digitalis) ক্রিয়াসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে

আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে মাইট্রাল্ পীড়ায় (Mitral Disease), এবং ইরেগুলার ক্রিয়া (Irregular Action), প্যাল্‌পিটেসন্ (Palpitation) প্রভৃতি উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়াসম্বন্ধীয় পীড়ায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগ করিলে ফললাভ হয়, কিন্তু এওর্টিক্ পীড়ায় (Aortic Diseases) উহা অপকার সাধন করে। যদিও এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক নহে, তথাপি ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কেবলমাত্র পীড়ার অভিধেয়ানুসারে উক্ত ঔষধ ব্যবস্থেয় অথবা অব্যবস্থেয় তাহা স্থির করা উচিত নহে, ব্যাধির বিশেষ বিশেষ লক্ষণসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার প্রয়োগাপ্রয়োগনিরূপণে যত্নবান্ হওয়া চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। নিম্ন লিখিত লক্ষণাবলী বর্ত্তমান থাকিলে উহা প্রযোজ্য যথা—শোথ, অবিরাম অথবা সবিরাম শ্বাসকৃচ্ছ্র, বিশেষতঃ রজনীযোগে উহার আধিক্যবশতঃ রোগীর অনিদ্রা ও শয়নে সামর্থ্যহীনতা, গ্রীবাদেশের উভয়পার্শ্বস্থ যুগুলার ভেনের (Jugular Vein) স্ফীতি, মুখবর্ণের মলিনত্ব, নাড়ীর দ্রুতত্ব, ক্ষীণতা ও অনিয়মিত গতি (Irregularity), প্রস্রাবের পরিমাণের স্বল্পতা এবং শীতল হইলে তন্নিম্নে কঠিন পদার্থের (Solids) স্থিতি, হৃৎপিণ্ডের ইরেগুলার (Irregular) ও ইণ্টার্মিটেণ্ট্ (Intermittent) ক্রিয়া, সংকোচনকালে হৃৎপিণ্ডের চূড়া বক্ষঃপ্রাচীরে আঘাত করাতে যে শব্দ সমুত্থিত হয় উহার চতুর্দ্দিকে বিস্তার, বাম ভেণ্ট্রিক্লের (Left Ventricle) বিস্ফারণ ও বিবর্দ্ধনের (Dilatation and Hypertrophy) লক্ষণসমূহের আবির্ভাব এবং আকর্ণনপ্রণালীদ্বারা (By Auscultation) মাইট্রাল্ রিগার্জিটেসন্ (Mitral Regurgitation) পীড়ার অস্বাভাবিক ধ্বনিশ্রবণ। এই সকল লক্ষণ যে স্থলে বর্ত্তমান থাকে সে স্থলে ডিজিটেলিস (Digitalis) প্রয়োগ করিলে আশাতীত ফললাভ হয়। প্রথমতঃ প্রস্রাবের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াতে শোথের তিরোভাব হইতে থাকে, অতঃপর শ্বাসকৃচ্ছ্রের লাঘব হয় এবং রোগী রাত্রিকালে শয়নে সমর্থ হইয়া সুনিদ্রায় যামিনীযাপন করে। নাড়ী ক্রমশঃ বলবতী ও রেগুলার (Regular) হয় এবং অন্যান্য লক্ষণসকলও দূরীভূত হইতে থাকে। উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত রোগীর মৃত্যু হইলে মৃত দেহ ব্যবচ্ছেদকরতঃ হৃৎপিণ্ডাভ্যন্তর পরীক্ষা করিলে বাম ভেণ্ট্রিক্লের (Left Ventricle) প্রচুর বিস্ফারণ ও বিবর্দ্ধন

(Dilatation and Hypertrophy) এবং কখন কখন মাইট্রাল্ (Mitral) অথবা এঅর্টিক্ ভাল্‌ভের (Aortic Valve) কখন বা উভয় ভাল্‌ভেরই (Valve) পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে কোন ভাল্‌ভেরই (Valve) পীড়া দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, তথাপি জীবিতাবস্থায় আকর্ণনপ্রণালীতে (By Auscultation) রোগীর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিলে মাইট্রাল্ রিগার্জি-টেসন্ (Mitral Regurgitation) পীড়ার অস্বাভাবিক ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মাইট্রাল্ (Mitral) পীড়ার অস্বাভাবিক ধ্বনি বর্ত্তমান থাকুক বা না থাকুক, হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ার অবর্ত্তমানেও বাম ভেণ্ট্রিকলের (Left Ventricle) বিস্ফারণ ও বিবর্দ্ধন (Dilatation and Hypertrophy) হইলে ডিজেটেলিস্ (Digitalis) মহোপকার সাধন করে, এবং উহার সহিত কোনরূপ যান্ত্রিক পীড়া থাকিলেও প্রতিকারসাধনে বিরত হয় না। হৃৎপিণ্ডপীড়ায় যে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও অনিদ্রা উপস্থিত হয় উহা মর্ফিয়াদ্বারা (Morphia) অনায়াসে ও অনতিবিলম্বেই নিবারিত হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশে উহা $\frac{1}{১২}$ হইতে $\frac{1}{৮}$ গ্রেণ মাত্রায় পিচকারী দ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে রোগী সত্বর সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং নিদ্রা-ভঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে।

যদিও ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি এবং যদিও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন যে এঅর্টিক্ পীড়ায় (Aortic Disease) ডিজিটেলিস্ (Digitalis) উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধন করে, তথাপি কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে তাঁহারা উক্ত পীড়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণরাজি প্রকাশমান দেখিয়া ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ব্যবহার করতঃ আশানুরূপ ফললাভ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, স্বল্পবয়স্ক বালকেরা বাতজ্বরে আক্রান্ত হইলে পর কখন কখন ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। আকর্ণনে (By Auscultation) সিষ্টোলের (Systole) সহিত অস্বাভাবিক ধ্বনি (Systolic Murmur) শ্রুতিগোচর হয়, হৃৎপিণ্ডের চূড়াপ্রদেশের কম্পন (Apex Thrill), প্যাল্‌পিটেসন্ (Palpitation), বাম ভেণ্ট্রিকলের (Left Ventricle) বিস্ফারণ ও বিবর্দ্ধন (Dilatation and Hypertrophy),

অবিরাম অথবা সবিরাম শ্বাসকৃচ্ছ্র, কদাচিৎ শোথের আবির্ভাব, নাড়ীর ক্ষীণতা, দ্রুতত্ব এবং কখন কখন অনিয়মিত গতি (Irregularity) প্রভৃতি লক্ষণসকল বিরাজমান থাকে। এতাদৃশাবস্থায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগ করিলে অসীম ফললাভ হয় এবং কখন কখন রোগী এককালীন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

স্থলবিশেষে বৃদ্ধব্যক্তিদিগেরও এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ঐ সকল লক্ষণের কিছু ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। তাহাদিগের নাড়ী দ্রুত না হইয়া বরং ইরেগুলার (Irregular) এবং ইণ্টার্মিটেণ্ট্ (Intermittent) হয়, হৃৎপিণ্ডের আকারের পরিবর্ত্তন হয় না বটে, কিন্তু উহার চূড়াদেশের কম্পন (Apex Thrill) ও সিষ্টোল্‌কালে (Systole) অস্বাভাবিক ধ্বনি (Systolic Murmur) বর্ত্তমান থাকে, নিরন্তর শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং প্যাল্‌পিটেসন্ (Palpitation) হওয়াতে রোগী একান্ত অস্থির হইয়া পড়ে, এবং প্রস্রাবের পরিমাণের হ্রাস না হওয়াতে শোথের আবির্ভাব হয় না। এ স্থলেও ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সেবনে পীড়ার উপশম হয় বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল ঔষধসেবন রহিত করিলেই ঐ সকল লক্ষণ পুনঃপ্রকাশিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের কি যান্ত্রিক কি ক্রিয়াসম্বন্ধীয় (Functional) এই দ্বিবিধ পীড়াতেই উহার ক্রিয়া কখন কখন অতিশয় বলবতী ও দ্রুত হয়। ডিজিটেলিস্ (Digitalis) এতদুভয়ই নিবারণ করে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে হৃৎপিণ্ডপীড়ায় উহার ক্রিয়া এতাদৃশী বলবতী হয় যে প্রতি সিষ্টোলে (Systole) উহার চূড়া বক্ষঃপ্রাচীরে বলপূর্ব্বক আঘাত করাতে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠে, কিন্তু উহার নাড়ী অতীব ক্ষীণ ও দুর্ব্বল থাকে। অতএব নাড়ীর ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার সহিত নাড়ীর এবম্বিধ সাদৃশ্যহীনতাও ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সংশোধন করে। উহা সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তির হ্রাস হয় এবং উহার আনুষঙ্গিক নাড়ীর দ্রুতত্বের লাঘব ও উহা বলবতী হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডপীড়ায় ডিজিটেলিস (Digitalis) প্রয়োগ করিতে হইলে উহা

প্রথমতঃ স্বল্প মাত্রায় আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, যে হেতু উহার মাত্রাধিক্য হইলে অনেক সময়ে উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়ার এতাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটে যে রোগী সুস্থতা লাভ না করিয়া বরং অধিকতর অসুস্থ হইয়া পড়ে। স্বল্প মাত্রায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগ করিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে হৃৎপিণ্ডপীড়ায় সচরাচর উহা দীর্ঘকাল সেবন করিবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং প্রারম্ভ হইতে অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে অনতিকালমধ্যেই উহা দেহমধ্যে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া অকস্মাৎ বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। উহার তৃতীয় কারণ এই যে কিয়ৎকাল উহা সেবন করিলেই রোগী উহাতে এতাদৃশ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে মধ্যে মধ্যে মাত্রাবৃদ্ধি না করিলে কিছুমাত্র ফললাভ হয় না। এই সকল কারণে এবং উহা দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া উহা অল্প মাত্রায় আরম্ভ করা উচিত। উহার প্রয়োগরূপের মধ্যে ইন্‌ফিউসন্‌ই (Infusion) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী। এই ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) সদ্য প্রস্তুত করতঃ এক ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ বারত্রয় সেবনীয়। যদ্যপি এতদ্দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ না হয় তাহা হইলে মাত্রাবৃদ্ধি না করিয়া প্রতিদিন তিন বারের পরিবর্ত্তে চারি, পাঁচ কিম্বা ছয় বার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি ইহাতেও অভিলষিত সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাহা হউক উহার প্রয়োগকাল অথবা মাত্রাবৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে রোগীর নাড়ী ও প্রস্রাবের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা চিকিৎসকের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদ্যপি উহা সেবনে ক্ষীণ ও ইরেগুলার (Irregular) নাড়ী বলবতী ও রেগুলার (Regular) হয় এবং যদ্যপি প্রস্রাবের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে তাহা হইলে উহার প্রয়োগকাল বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয় না, নতুবা উহা বৃদ্ধি করা আবশ্যক এবং উহাতে ফললাভ না হইলে মাত্রাধিক্যেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। কেহ কেহ ডিজিটেলিসের (Digitalis) টিংচার (Tincture) কেহ বা উহার চূর্ণীকৃত পত্র ব্যবহার করেন।

হৃৎপিণ্ডপীড়ায় ডিজিটেলিসের (Digitalis) ক্রিয়াসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে নাড়ীর অনিয়মিত গতি (Irregularity) হইলেই উক্ত ঔষধপ্রয়োগের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিতে

হইবে। নাড়ী যে কেবল ইরেগুলার (Irregular) হইলেই ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ব্যবস্থেয় এমত নহে, উহার আনুসঙ্গিক উহার দ্রুতত্ব থাকিলে, উহা ক্ষীণ কিম্বা ইণ্টার্মিটেণ্ট (Intermittent) হইলে, শোথ শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং চর্ম্ম ও মুখের নীলবর্ণ বর্ত্তমান থাকিলে, গ্রীবাদেশের উভয়পার্শ্বস্থ যুগুলার ভেন্ (Jugular Vein) স্ফীত এবং বাম ভেণ্ট্রিক্ল্ (Left Ventricle) বিস্ফারিত ও বিবর্দ্ধিত (Dilated and Hypertrophied) হইলে, প্রস্রাবের পরিমাণের ন্যূনতা ঘটিলে এবং হৃৎপিণ্ডের চূড়াপ্রদেশের কম্পন (Apex Thrill) ও মাইট্রাল্ (Mitral) অথবা এঅর্টিক্ (Aortic) পীড়াসম্ভূত অস্বাভাবিক ধ্বনি (Murmur) শ্রুতিগোচর হইলেও উহা প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্থলবিশেষে পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণসমূহ একত্র বর্ত্তমান না থাকিয়া যদ্যপি উহার কিয়দংশ বিরাজমান থাকে তাহা হইলেও ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রযোজ্য। উপরোক্ত লক্ষণরাজি হৃৎপিণ্ডের কি যান্ত্রিক কি ক্রিয়াসম্বন্ধীয় (Functional) এতদুভয়বিধ পীড়াতেই দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে স্থলে উহারা যান্ত্রিক পীড়া হইতে উৎপন্ন হয় সে স্থলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) উহাদিগকে এককালীন দূরীকরণে সমর্থ হয় না, এবং যে স্থলে উহারা ক্রিয়াসম্বন্ধীয় (Functional) পীড়া হইতে সমুদ্ভূত হয় সে স্থলে উক্ত ঔষধ উহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারে। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) দ্বারা ঐ সকল লক্ষণের কথঞ্চিৎ উপশম হওয়া এবং ক্রিয়া সম্বন্ধীয় পীড়া (Functional Disease) বিরাজমান থাকিলে উহাদ্বারা উহাদিগের এককালীন দূরীভূত হওয়ার কারণ এই যে উক্ত যন্ত্রের যান্ত্রিক পীড়ায় প্রায় পূর্ব্বোক্ত তাবৎ লক্ষণই আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়া সম্বন্ধীয় পীড়াতেও (Functional Disease) কলাম্নি কার্ণি (Columnæ Carnæ) নামক পেশীদিগের অনিয়মিত সংকোচনবশতঃ (Irregular Contractions) হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ইরেগুলার (Irregular) হওয়াতে নাড়ী ক্ষীণ, ইরেগুলার (Irregular) ও ইণ্টার্মিটেণ্ট (Intermittent) হয়, সুতরাং শোথ, শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি অপরাপর লক্ষণও পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে হৃৎপিণ্ডমধ্যে শোণিতসমাগমের ব্যাঘাত

ঘটিলেই রক্তের পশ্চাদ্গতি (Backward Pressure) হয় এবং উহা হইতেই উল্লিখিত লক্ষণাদি জন্মগ্রহণ করে; অতএব কি যান্ত্রিক কি ক্রিয়াসম্বন্ধীয় এতদুভয়বিধ হৃৎপিণ্ডপীড়াতেই রুধিরের পশ্চাদ্গতি (Backward Pressure) হওয়াতে শোথ, শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক্ষণে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ব্যবহারে যে ফলের তারতম্য ঘটে তাহার কারণ এই যে উক্ত যন্ত্রের যান্ত্রিক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে ক্রমশঃ উহার ক্রিয়া ইরেগুলার (Irregular) হয়, সুতরাং সে স্থলে শোণিতের পশ্চাদ্গতির (Backward Pressure) দুইটী কারণ উপস্থিত থাকে, একটী যান্ত্রিক পীড়া ও অপরটী হৃৎপিণ্ডের ইরেগুলার (Irregular) ক্রিয়া। ঈদৃশাবস্থায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগ করিলে উহাদ্বারা হার্টের (Heart) ইরেগুলার (Irregular) ক্রিয়া রেগুলার (Regular) হওয়াতে রুধিরের পশ্চাদ্গতির (Backward Pressure) একটী কারণ দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু উহা যান্ত্রিক পীড়া এককালীন দূরীকরণে সমর্থ না হওয়াতে উহার অপর কারণ বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণরাজি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত না হইয়া কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয় মাত্র। কিন্তু যে স্থলে ঐ সকল লক্ষণ কেবলমাত্র হার্টের (Heart) ইরেগুলার ক্রিয়া (Irregular Action) হইতে উৎপন্ন হয়, সে স্থলে উহাদ্বারা উক্ত ক্রিয়া রেগুলার (Regular) হওয়াতে উল্লিখিত লক্ষণাদির কারণ এককালীন নির্ম্মূল হয়, সুতরাং রোগীও সচরাচর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

যদিও অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা বলেন যে হৃৎপিণ্ডের এঅর্টিক্ পীড়াতে (Aortic Disease, ডিজিটেলিস্ (Digitalis) উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধন করে, তথাপি কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। ফলতঃ এঅর্টিক্ পীড়ায় (Aortic Disease) যে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) নিষিদ্ধ তাহা নহে। চিকিৎসকেরা বহুদর্শিতাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে উক্ত পীড়ায় অত্যধিক প্যাল্‌পিটেসন্ (Palpitation) এবং নাড়ী ক্ষীণ, ইরেগুলার (Irregular) ও ইণ্টার্মিটেণ্ট্ (Intermittent) থাকিলে উহা সেবনে উপকার দর্শে। এক্ষণে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে মাইট্রাল্ (Mitral) অথবা এঅর্টিক্ (Aortic) যে পীড়াই থাকুক না কেন, উহার সহিত হৃৎপিণ্ড

ক্রিয়া ও নাড়ী ইরেগুলার (Irregular) হইবে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণসকল বর্ত্তমান থাকিলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ব্যবস্থেয় ও উহা প্রতিকারসাধনে সমর্থ।

হৃৎপিণ্ডপীড়ায় ডিজিটেলিসের (Digitalis) যে চারিটী ক্রিয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রিয়াদ্বারাই সাধারণতঃ ফললাভ হয়, প্রথম ক্রিয়া সচরাচর আশানুরূপ ফল প্রদান করে না। কোন কোন চিকিৎসক বলেন বটে যে প্রথম ক্রিয়াদ্বারাও উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র নহে। যে স্থলে নিরতিশয় পরিশ্রম অথবা কারণান্তরপ্রযুক্ত রোগীর হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্ট্রিকল্ (Left Ventricle) একান্ত হীনবল হইয়া পড়ে, কিম্বা অত্যধিক পরিমিত রুধির রাশিদ্বারা অতিশয় পরিপূর্ণ হয়, এবং তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি কষ্টদায়ক লক্ষণসকল আবির্ভূত হয় সে স্থলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) স্বকীয় প্রথম ক্রিয়া দ্বারা রোগীর কথঞ্চিৎ কষ্টনিবারণে সমর্থ হইয়া থাকে। যাহা হউক ডিজিটেলিসের (Digitalis) এই হৃৎপিণ্ডবলকারক ক্রিয়া সর্ব্বত্র উপকারী নহে, বরং নিম্নলিখিত স্থলে অপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। (১) এঅর্টিক্ পীড়ায় (Aortic Diseases), বিশেষতঃ এঅর্টিক্ অবষ্ট্রাক্সনে (Aortic Obstruction) বাম ভেণ্ট্রিকল্ (Left Ventricle) যদ্যপি সাতিশয় দুর্ব্বল থাকে, এবং এঅর্টিক্ ছিদ্রের (Aortic Orifice) সংকীর্ণতাবশতঃ সিষ্টোল (Systole) কালে ভেণ্ট্রিকল্ (Ventricle) স্থিত সঞ্চিত শোণিতরাশি এঅর্টা (Aorta) মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় উক্ত ছিদ্রমুখে নিরতিশয় বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ডিজিটেলিসের (Digitalis) প্রথম ক্রিয়া দ্বারা অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তি পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে অপকার হইবার সম্ভাবনা। (২) যে স্থলে হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্ট্রিকলের (Left Ventricle) ফ্যাটি (Fatty) অথবা অন্যবিধ ডিজেনারেসন্ (Degeneration) বর্ত্তমান থাকে। (৩) যে স্থলে প্লুরিসি (Pleurisy) পীড়াপ্রভাবে ফুস্ফুসের কোন অংশ বক্ষঃপ্রাচীরের সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হওয়াতে, অথবা এম্ফিজিমা নামক (Emphysema) ব্যাধি বর্ত্তমান থাকাতে ফুস্ফুস্মধ্যে অপ্রতিহত ভাবে শোণিতচলাচলের ব্যাঘাত জন্মে, এবং তজ্জন্য ট্রাইকাস্পিড্ রিগার্জিটেসন্

(Tricuspid Regurgitation) পীড়ার উদ্ভব হয় সেস্থলেও ডিজিটেলিসের (Digitalis) প্রথম ক্রিয়া অহিতকারী। ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগে যেস্থলে পীড়ার কথঞ্চিৎ শান্তি হয় সেই স্থলেই দেখা যায় যে রোগীর হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল না থাকিয়া বরং উহার সংকোচনশক্তি পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় বলবতী থাকে এবং মৃত্যুর পর রোগীর শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করতঃ পরীক্ষা করিলে হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্ট্রিকলের (Left Ventricle) অতিশয় বিস্ফারণ ও বিবর্দ্ধন (Dilatation and Hypertrophy) দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকন্তু যেস্থলে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ও নাড়ী নিরতিশয় ইরেগুলার (Irregular) থাকে সেই স্থলেই উহার কার্য্যকারিতা অধিক, নতুবা যেস্থলে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া হীনবল থাকে সেস্থলে উহা ফলদায়ক বলিয়া বোধ হয় না।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়াই (Irregular Action) উক্ত যন্ত্রের দুর্ব্বলতার চিহ্ন, সুতরাং ঈদৃশাবস্থায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগ করিলে উহা উহার প্রথম ক্রিয়াদ্বারা অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডবলকারক ক্রিয়াদ্বারা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ উহার ইরেগুলার ক্রিয়া (Irregular Action) সংশোধন করে। যাহাহউক এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে উহা ইরেগুলার (Irregular) হয় না; দ্বিতীয়তঃ উহার ক্রিয়া ইরেগুলার (Irregular) হইলেই যে হীনবল হয় এমত নহে, কারণ এরূপ প্রায়ই দেখা যায় যে যদিও উহার ক্রিয়া ইরেগুলার (Irregular) হয়, তথাপি উহা এতাদৃশী বলবতী থাকে যে প্রতি সিষ্টোলে (Systole) হৃৎপিণ্ডদ্বারা বক্ষঃপ্রাচীর আহত হওয়াতে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকে; এবং তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই যে যেস্থলে ইরেগুলার (Irregular) ক্রিয়াব্যতীত হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার অন্য কোন চিহ্ন বিরাজমান না থাকে, বরং পোষণক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হওয়াতে উক্ত যন্ত্রের বিবর্দ্ধন (Hypertrophy) হয়, সেই স্থলেই ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সমধিক ফল প্রদান করে।

এঅর্টিক্ পীড়ায় (Aortic Disease) নাড়ী ইরেগুলার (Irregular) এবং শোথের আবির্ভাব না হইলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ব্যবস্থেয় নহে,

কিন্তু মাইট্রাল্ পীড়ার (Mitral Diseases) উহাদের অস্তিত্বাভাবেও উহা প্রযোজ্য। হৃৎপিণ্ডপীড়াজনিত ড্রপ্সিতে (Dropsy) উক্ত ঔষধ সেবনে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে উহা অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্ব প্রকার ড্রপ্সিতে (Dropsy) উহা ফলদায়ক নহে। উক্ত যন্ত্রের যান্ত্রিক অথবা ক্রিয়াসম্বন্ধীয় পীড়া (Functional Disease) হইতে যে শোথ জন্মে তন্নিবারণেই ডিজিটেলিস্ (Digitalis) উপযোগী ; কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), প্লুরিটিক্ এফিউসন্ (Pleuritic Effusion), এম্ফিজিমা (Emphysema) প্রভৃতি ব্যাধিবশতঃ ফুস্ফুস্মধ্যে শোণিত চলাচলের যে ব্যাঘাত ঘটে যদ্যপি তাহা হইতে উহার উৎপত্তি হয় তাহা হইলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) দ্বারা সুফলের তাদৃশ প্রত্যাশা থাকে না। কিন্তু যেস্থলে হৃৎপিণ্ডের ইরেগুলার (Irregular) ক্রিয়া এবং ফুস্ফুস্মধ্যে শোণিতচলাচলের ব্যাঘাত এতদুভয়ই উহার কারণীভূত হয়, সেস্থলে উক্ত ঔষধ উক্ত যন্ত্রের ইরেগুলার (Irregular) ক্রিয়া হইতে যে পরিমাণে শোথের উৎপত্তি হয় তাহাই [illegible] রোগী [illegible] করে, [illegible] তদংশতঃ যে পরিমাণে শোথের [illegible] হইয়া থাকে।

এঅর্টিক্ পীড়ায় (Aortic Disease) বাম ভেণ্টিকল্ (Left Ventricle) যে পরিমাণে বিস্ফারিত ও বিবর্দ্ধিত (Dilated and Hypertrophied) হয়, যদ্যপি সেই পরিমাণে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনশক্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, কিন্তু যদ্যপি ঈদৃশাবস্থায় উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়া ইরেগুলার (Irregular) কিম্বা অত্যধিক পরিমাণে বলবতী হয়, অর্থাৎ প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation) হইতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত ঔষধ ব্যবস্থেয়। বাম ভেণ্টি্কলের (Left Ventricle) এতাদৃশ বিবর্দ্ধনকে কম্পেন্সেটরি হাইপার্ট্রফি (Compensatory Hypertrophy) কহে। এঅর্টিক্ পীড়ায় (Aortic Diseases), বিশেষতঃ এঅর্টিক্ অব্‌ষ্ট্রাক্সনে (Aortic Obstruction) এঅর্টিক্ ছিদ্রের (Aortic Orifice) সংকীর্ণতাবশতঃ রক্তচলাচলের যে ব্যাঘাত জন্মে তাহা অতিক্রম করিবার জন্য বাম ভেণ্টি্কল্‌কে (Left Ventricle) অধিকতর বলপূর্ব্বক

সংকোচনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, সুতরাং ক্রমশঃ উহার বিবৃদ্ধি (Hypertrohy) হইতে থাকে। কিন্তু উক্ত বাধা অতিক্রম করিবার জন্য নিরন্তর অধিকতর বলপূর্ব্বক্ কার্য্য করাতে হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্ট্রিকলের (Left Ventricle) যে পরিমাণে বিবৃদ্ধি (Hypertrophy) হওয়া উচিত যদ্যপি উহা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation), নাড়ীর স্থূলত্ব, কাঠিন্য ও বল, চর্ম্মনিম্নস্থ ধমনীসকলের উল্লম্ফন, শিরঃপীড়া, মুখবর্ণের আরক্তিমতা, কর্ণকুহরে ধ্বনিশ্রবণ প্রভৃতি লক্ষণনিচয় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। এবম্বিধাবস্থায় কোন কোন চিকিৎসক ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ব্যবহার করেন। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অথবা ক্রিয়াসম্বন্ধীয় পীড়া (Functional Disease) বর্ত্তমান না থাকিলেও যদ্যপি নিফ্রাইটিস্ (Nephritis) কিম্বা শারীরিক শ্রমাধিক্যনিবন্ধন বাম ভেণ্ট্রিকলের (Ventricle) বিস্ফারণ ও বিবর্দ্ধন (Dilatation and Hypertrophy) উপস্থিত হয় তাহাতেও ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রযোজ্য।

ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) রোগে শ্বাসকৃচ্ছ্র, প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation), হৃৎপিণ্ডের ইরেগুলার ক্রিয়া (Irregular Action) প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দারা উল্লিখিত লক্ষণসকল দূরীভূত হওয়াতে রোগী সুস্থতা লাভ করে বটে, কিন্ত ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) পীড়া নিবারণে উহা কদাচ সমর্থ হয় না।

কার্য্যানুরোধে নিরন্তর গুরুতর পরিশ্রম করাতে কোন কোন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের চূড়াদেশে সময়ে সময়ে এক প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। শ্রমাধিক্যের সহিত উহারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহার আনুসঙ্গিক হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগস্থ বক্ষঃপ্রাচীরে স্পর্শানুভবশক্তির আধিক্য ও ঈষৎ বেদনা, সাময়িক প্যাল্পিটেসন্ (Periodical Palpitation), বিশেষতঃ পরিশ্রম করিলেই উহার বৃদ্ধি, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, দর্শনশক্তির হ্রাস, অনিদ্রা, অথবা নিদ্রা হইলেও সুপ্তাবস্থায় স্বপ্নদর্শন, নাড়ীর ক্ষীণতা, কোমলতা, অনিয়মিত গতি (Irregularity) ও দ্রুতত্ব অর্থাৎ প্রতি মিনিটে এক শত ত্রিশ কিম্বা এক শত চল্লিশবার স্পন্দন, প্যালপিটেসনের (Palpitation) সহিত নাড়ীর দ্রুতত্বের আধিক্য, শ্বাসকার্য্যসম্পাদনে স্বভাবতঃ

কিঞ্চিৎ কষ্টবোধ এবং প্যালপিটেসন্ (Palpitation) উপস্থিত হইলেই উহার বৃদ্ধি এই সকল লক্ষণ সচরাচর বর্ত্তমান থাকে ; কিন্তু হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার সহিত কোন রূপ অস্বাভাবিক ধ্বনি (Murmur) শ্রুতিগোচর হয় না। এইরূপ অবস্থা হইতেও ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি (Hypertrophy) হইতে থাকে। এই পীড়াকে ইরিটেবল্ হার্ট (Irritable Heart) কহে। এই রোগে যেস্থলে হৃৎপিণ্ডের হাইপার্ট্রফি (Hypertrophy) না থাকে সেই স্থলে টিংচার ডিজিটেলিস্ (Tincture Digitalis) দশ বিন্দু মাত্রায় প্রত্যহ বারত্রয় ব্যবস্থেয়। এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার লাঘব, এবং উহার ইরেগুলার ক্রিয়া (Irregular Action) সংশোধিত হয়। যে স্থলে হাইপার্ট্রফি (Hypertrophy) অধিক থাকে সে স্থলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) অপেক্ষা একোনাইট্ (Aconite) তিন হইতে ছয় বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফল দর্শে। কিন্তু যে স্থলে হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক উগ্রতার (Irritability) সহিত কিঞ্চিৎ হাইপার্ট্রফি (Hypertrophy) বর্ত্তমান থাকে সে স্থলে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ও একোনাইট (Aconite) একত্রিত করতঃ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণাবলীর সহিত যদ্যপি ড্রপ্সির (Dropsy) আবির্ভাব হয় তাহাও ডিজিটেলিস্ (Digitalis) দ্বারা সত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

কোন কোন চিকিৎসক তরুণ প্রদাহ নিবারণার্থ ডিজিটেলিস্ (Digitalis) ব্যবহার করেন। এতদুদ্দেশে উহা প্রদাহের প্রথমাবস্থায় এবং অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ উহা অর্দ্ধ হইতে এক আউন্স মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করেন। যদ্যপি ইতিমধ্যে নাড়ী ইরেগুলার (Irregular) অথবা উহার দ্রুতত্বের হ্রাস না হয় তাহা হইলে উহা পুনর্ব্বার প্রযোজ্য। কোন কোন চিকিৎসক উহা নয়মাসবয়স্ক বালককে ২ ড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহা হউক যদিও উহা এতাদৃশ অধিক মাত্রায় প্রদাহনিবারণে সমর্থ, তথাপি উহাপেক্ষা একোনাইট (Aconite) অধিকতর ফলপ্রদ, এবং উহা সেবনে রোগীর কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা নাই। কোন কোন চিকিৎসক উহা গ্রন্থি, পয়োধর প্রভৃতি বিবিধ স্থানের প্রদাহে এবং ইরিসিপেলাস্

(Erysipelas) রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এতদুভয় প্রকারেই ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যে এতদ্দারা যত শীঘ্র প্রদাহ প্রশমিত হয় অন্য কোন ঔষধদ্বারাই সেরূপ হয় না। বাহ্যপ্রয়োগার্থ নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডিজিটেলিসের (Digitalis) শুষ্ক পত্র এক ড্রাম অর্দ্ধ পাইণ্ট (Pint) অত্যুত্তপ্ত সলিলে অথবা উহার এক ড্রাম টিংচার (Tincture) এক পাইণ্ট (Pint) অত্যুষ্ণ জলে মিশ্রিত করতঃ তদ্দারা প্রদাহিত স্থানে সেক দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ প্রদাহিত স্থানে উষ্ণ সলিলের সেক দিয়া উহার টিংচার (Tincture) মর্দ্দন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

উত্তাপনাশক ক্রিয়ার জন্যও উহা সচবাচর জ্বররোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার জন্যও উহার মাত্রাধিক্যের প্রয়োজন। টাইফয়েড্ জ্বরেই (Typhoid Fever) সচরাচব উহার ব্যবহাব প্রচলিত।

রক্তরোধক ক্রিয়ার জন্য নাসিকা, জরায়ু, ফুস্ফুস্ প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রের রক্তস্রাবে কেহ কেহ উহা প্রয়োগ করেন। মেনোবাজিয়ারোগে (Menorrhagia) জরায়ুর যান্ত্রিক পীড়া বর্ত্তমান না থাকিলে উহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়, এমন কি উক্ত যন্ত্রের যান্ত্রিক পীড়া বিবাজমান থাকিলেও উহা শোণিতস্রাবনিবারণে পরাংমুখ হয় না; কিন্তু শেষোক্তাবস্থায় উহার ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী মাত্র। ফুস্ফুসের রক্তস্রাবেও এতদ্দারা নাড়ীর দ্রুতত্বের হ্রাস হওয়াতে স্রাব নিবারণ হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশে ডিজিটেলিসের (Digitalis) পত্রদ্বারা সদ্য ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) প্রস্তুত করতঃ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফললাভ হয়। ডিজিটেলিস্ (Digitalis) এতাদৃশ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির মূত্রকৃচ্ছ্র ঘটে। রোগীর মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবত্যাগ বাসনা হয় এবং মূত্রনির্গমনকালে ইউরিথ্রা মধ্যে (Urethra) সাতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা হইয়া থাকে।

স্পার্মাটোরিয়ারোগে (Spermatorrhæa) ডিজিটেলিস্ (Digitalis) অতীব ফলপ্রদ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এই পীড়ায় উহার ইন্‌ফিউসন্ (Infusion) এক কিম্বা দুই ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ বারত্রয় ব্যবহার্য্য। এই চিকিৎসার আনুসঙ্গিক যদ্যপি রোগী প্রতিদিন শয়নকালে শীতল জলে

বীজকোষ ও পেরিনিয়াম্ (Perinœum) প্রক্ষালন করে, অথবা প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যায় পাঁচ হইতে দশ মিনিটকাল শীতল জলে বীজকোষ নিমগ্ন রাখে, এবং রজনীযোগে কঠিন শয্যায় শয়ন ও নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র মূত্রত্যাগ করতঃ পুনরায় শয়ন না করে তাহা হইলে অধিকতর উপকারের সম্ভাবনা।

ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) রোগে ডিজিটেলিস্ (Digitalis) একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। এই পীড়ায় উহা অতিশয় অধিক মাত্রায়, এমন কি অর্দ্ধ আউন্স মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা স্বল্পকালমধ্যেই নাড়ী স্থূল, মৃদুগামিনী, বলবতী ও রেগুলার (Regular) হয়, ঘর্ম্মস্রাব নিবারিত হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গের শীতলতা দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ হস্তপদাদি উষ্ণ হইতে থাকে, এবং অনতিবিলম্বেই রোগী সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি একবারমাত্র সেবনে নিদ্রাকর্ষণ না হয় তাহা হইলে এক, দুই অথবা চারি ঘণ্টা পরে পুনরায় অর্দ্ধ আউন্স মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, এবং অতঃপর দুই ড্রাম মাত্রায় প্রযোজ্য। এতৎপ্রভাবে রোগী সচরাচর পাঁচ ছয় ঘণ্টাকাল সুখে নিদ্রা যায়, এবং যখন জাগরিত হয় তখন পীড়ার চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান থাকে না। উক্ত পীড়ায় এতাদৃশ অধিক মাত্রায় ডিজিটেলিস্ (Digitalis) সেবন করিলেও প্রস্রাবের পরিমাণের কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু কখন কখন রোগীর বারেকদ্বয় ভেদ হইয়া থাকে। এই রোগে উহা এতদূর ফলদায়ক যে উহাদ্বারা রোগীর আসন্ন মৃত্যু নিবারণ করা যায়।

VERATRUM VIRIDE, VERATRUM ALBUM AND VERATRIA.

ভিরাট্রাম্ ভিরিডি, ভিরাট্রাম্ এল্বাম্ এবং ভিরাট্রিয়া।

ফিজি। ভিরাট্রাম্ ভিরিডিতে (Veratrum Viride) ভিরিডিয়া (Veridia) এবং ভিরাট্রয়ডিয়া নামক (Veratroidia) দুইটী এল্কালয়েড্ (Alkaloid) পাওয়া যায়। ভিরাট্রিয়া (Veratria) স্যাবাডিলাবীজ (Sabadilla Seed) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভিরিডিয়ার (Veridia) ক্রিয়া ভিরাট্রিয়ার (Veratria) ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। ভিরিডিয়া (Veridia) নাসিকামধ্যে প্রবেশ করিলে হাঁচি হয় না এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ভেদ কিম্বা বমন উপস্থিত হয় না। উহা সেবনে ভেকজাতির পৈশিক দুর্ব্বলতা ও কম্পন, কন্ভাল্সন্ (Convulsion), নাড়ীর মৃদুগতি, আর্টিরিয়াল্ প্রেসারের (Arterial Pressure) হ্রাস, এবং রিফ্লেক্স্ ক্রিয়ার (Reflex Action) লাঘব ও পরে উহার লোপ হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা নাড়ীর মৃদুগতি এবং আর্টিরিয়াল্ প্রেসারের (Arterial Pressure) লাঘব হইবার কারণ এই যে উহা হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহ এবং উহার গ্যাংলিয়ার (Ganglia) উপর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার প্রমাণ এই যে কোন জন্তুর ভেগাস্ স্নায়ু (Vagus Nerve) দ্বিখণ্ডিত করতঃ উহাকে ভিরিডিয়া (Veridia) আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, অথবা উহা হৃৎপিণ্ডোপরি স্থানিক প্রয়োগ করিলে উক্ত যন্ত্রোপরি উহার পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াই দৃষ্টিগোচর হয়। উহা কেবল যে হৃৎপিণ্ডের উপর ক্রিয়াপ্রকাশ করাতেই আর্টিরিয়াল্ প্রেসারের (Arterial Pressure) লাঘব হয় এমত নহে, অতদ্ব্যতীত ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রের (Vasomotor Centre) অবসাদ উপস্থিত হওয়াতেও উহা সংঘটিত হইয়া থাকে। উহা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) উপর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে রিফ্লেক্স্ ক্রিয়ার (Reflex Action) লাঘব হইতে দেখা যায়। ভিরাট্রয়ডিয়া (Viratroidia) আঘ্রাণ করিলে হাঁচি হয়, এবং উদরস্থ হইলে উহা ভেদ, বমন, পৈশিক কম্পন, কন্ভাল্সন্ (Convulsion) প্রভৃতি লক্ষণ

উৎপাদন করে। ভিরিডিয়ার (Veridia) ন্যায় এতদ্বারা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) অবসাদ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু উহা হৃৎপিণ্ডের উপর তাদৃশ অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে না। ভিরাট্রিয়া (Veratria) আঘ্রাণ করিলে হাঁচি হইতে থাকে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা বিবমিষা, বমন ভেদ ও পৈশিক দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে, বৈদ্যুতিকপ্রবাহসঞ্চালনে পেশী সমূহের তাদৃশ উত্তেজনা দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং অবশেষে উহাদের পক্ষাঘাত ঘটে। এতদ্বারা প্রথমতঃ নাড়ী বলবতী হয় ও উহার দ্রুতত্ব জন্মে, অতঃপর উহার গতি মন্দ হয় এবং অবশেষে উহা পুনবায় দ্রুত, দুর্ব্বল ও ইরেগুলার (Irregular) হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গে স্বেদক্ষরণ হওয়াতে রোগীর হস্তপদাদি শীতল ভাব ধারণ করে, শ্বাসক্রিয়া উত্তরোত্তর মৃদুভাবাপন্ন হইতে থাকে, ক্রমশঃ চৈতন্যের লোপ হয় এবং অবশেষে রোগী মানবলীলা সম্বরণ করে। শীতলশোণিতবিশিষ্ট জীবদিগকে উহা প্রয়োগ করিলে পৈশিক দুর্ব্বলতা ও পক্ষাঘাত সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে রিফ্লেক্স্ ক্রিয়ার (Reflex Action) আধিক্য এবং কন্ভাল্সন্ (Convulsion) দৃষ্টিগোচর হয়। ভিরাট্রিয়া (Veratria) পেশীসমূহ ও স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) উপর ক্রিয়াপ্রকাশ করতঃ কন্ভাল্সন্ (Convulsion) উৎপাদন করে, নতুবা মস্তিষ্কের উপর উহার এমত কোন ক্রিয়া নাই যদ্দ্বারা উহা সংঘটিত হইতে পারে। ইহার প্রমাণ এই যে যদ্যপি কোন একটী ভেকের স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) দ্বিখণ্ডিত অথবা কোনরূপে বিনষ্ট করতঃ কিম্বা কিউরেরিদ্বারা (Curare) উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করতঃ উহাকে ভিরাট্রিয়া (Veratria) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেও উল্লিখিত লক্ষণ আবির্ভূত হয়। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্ত ঔষধ মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়াপ্রকাশ করতঃ এই লক্ষণ উৎপাদন করে না, যেহেতু তাহা হইলে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) বিনাশে অথবা পক্ষাঘাতে এই লক্ষণের আবির্ভাব হইত না। উহা যে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) উপর ভিরাট্রিয়ার (Veratria) ক্রিয়াদ্বারাই উৎপাদিত হয় তাহাও নিম্নলিখিত পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদ্যপি কোন একটী ভেকের দক্ষিণ পদস্থ ফেমোরাল্ ধমনী (Femoral Artery) বন্ধন করতঃ উহাকে ভিরাট্রিয়া (Vera-

tria) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে কিয়ৎকালমধ্যেই উহার বাম পদের ন্যায় দক্ষিণ পদস্থ পেশীসকল আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে দক্ষিণ পদস্থ ফেমোরাল্ ধমনীর (Femoral Artery) বন্ধন হেতু উক্ত পদমধ্যে বিষৌষধি প্রবেশ করিতে অসমর্থ হওয়াতে তত্রস্থ স্নায়ু ও পেশীসকলের উপর উহার কোনরূপ ক্রিয়া প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও দক্ষিণ পদের কন্ভালসন (Convulsion) উপস্থিত হইতেছে, অতএব স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) উপর উল্লিখিত ঔষধের ক্রিয়া ব্যতীত এই ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা স্পাইনাল্ কর্ড (Spinal Cord) উত্তেজিত হওয়াতে সর্ব্বাবয়বের রিফ্লেক্স্ ক্রিয়াও (Reflex Action) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ভিরাট্রিয়াদ্বারা (Veratria) যে পৈশিক পক্ষাঘাত সংঘটিত হয় তাহার কারণসম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন যে উক্ত ঔষধদ্বারা পেশীসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, কিন্তু কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে ভিরাট্রিয়া (Veratria) সেবনে প্রথমতঃ কন্ভাল্সন্ (Convulsion) হওয়াতে পেশীসকলের যে বলক্ষয় হয় উহাই পক্ষাঘাতের কারণ। বস্তুতঃ এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, যেহেতু ভিরাট্রিয়া (Veratria) উষ্ণশোণিত বিশিষ্ট জীবদিগের দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে কন্ভাল্সনের (Convulsion) আবির্ভাব না হইয়া এককালীন পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব কন্ভাল্সন্ দ্বারা (Convulsion) পৈশিক বলক্ষয়ই যদ্যপি পক্ষাঘাতের কারণ হইত তাহা হইলে উক্ত ঔষধ সেবনে উষ্ণশোণিতবিশিষ্ট প্রাণীদিগের স্বল্পকালমধ্যেই কদাচ পক্ষাঘাত ঘটিত না। পৈশিক বলক্ষয়ই যে উহার প্রকৃত কারণ নহে তাহার অপর প্রমাণ এই যে, যদ্যপি কোন একটী ভেকের উদরমধ্যস্থ এওর্টার (Abdominal Aorta) নিম্নাংশ বন্ধন করতঃ উহাকে ভিরাট্রিয়া (Veratria) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহার পাশ্চাতিক পদদ্বয়ের পেশীসমূহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত না হইয়া দীর্ঘকালযাবৎ স্বাভাবিকাবস্থায় অবস্থিতি করে, এবং সম্মুখবর্ত্তী পদদ্বয় অনতিবিলম্বেই অবশ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে ধমনীবন্ধন হেতু পশ্চাদ্দিকস্থ পদদ্বয়ে বিষৌষধি প্রবেশ

করিতে অসমর্থ হওয়াতে ঐ দুইটী পদের পক্ষাঘাত ঘটে না, কিন্তু স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) সহিত উহাদের স্নায়বীয় সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকাতে কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে কন্‌ভাল্‌সন্‌দ্বারা (Convulsion) পেশীদিগের যে দুর্ব্বলতা জন্মে উহা পক্ষাঘাতের কারণ নহে। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভিরাট্রিয়া (Veratria) সেবনে পেশীসকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিই পক্ষাঘাতের কারণ। উহা যে স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) বিকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না তাহার প্রমাণ এই যে, যদ্যপি কোন একটী জন্তুর বাম পদের ফেমোরাল্ স্নায়ু (Femoral Nerve) কর্ত্তন এবং দক্ষিণ পদের ফেমোরাল্ ধমনী (Femoral Artery) বন্ধন করতঃ উহাকে উক্ত বিষৌষধি প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ফেমোরাল্ স্নায়ুর (Femoral Nerve) খণ্ডনবশতঃ স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) সহিত বাম পদের স্নায়বীয় সম্বন্ধ কথঞ্চিৎ রহিত হওয়াতে উহাতে কিঞ্চিন্মাত্র কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু উক্ত পদমধ্যে বিষাক্ত শোণিত প্রবাহিত হওয়াতে উহার পক্ষাঘাত জন্মে; তদ্রূপ ফেমোরাল্ ধমনীর (Femoral Artery) বন্ধন হেতু দক্ষিণ পদমধ্যে বিষৌষধি প্রবেশ করিতে অসমর্থ হওয়াতে উক্ত পদের পক্ষাঘাত ঘটে না বটে, কিন্তু স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) সহিত উহার স্নায়বীয় সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকাতে উহাতে গুরুতর কন্‌ভাল্‌সনের (Convulsion) আবির্ভাব হয়। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্ত ঔষধ পেশীদিগের বিনাশসাধন করাতে পৈশিক পক্ষাঘাত জন্মে, নতুবা স্পাইনাল্ কর্ডের (Spinal Cord) বিকৃতি হইতে উহা উৎপন্ন হয় না; যেহেতু তাহা হইলে উক্ত কর্ডের (Cord) সহিত বামপদের স্নায়বীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাতে উহার পক্ষাঘাত ঘটিত না, এবং উক্ত কর্ডের (Cord) সহিত দক্ষিণ পদের স্নায়বীয় সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকাতে উহার পক্ষাঘাত ঘটিত। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ভিরাট্রিয়া (Veratria) সেবন করিলে শীতলশোণিতবিশিষ্ট (Cold Blooded) জীবদিগের প্রথমতঃ যেরূপ কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) উপস্থিত হইয়া পরে পক্ষাঘাত ঘটে, উষ্ণশোণিতবিশিষ্ট (Warm Blooded) প্রাণীদিগের তদ্রূপ হয় না, উহাদিগের কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) না

হইয়া এককালীনই পক্ষাঘাত জন্মে; সুতরাং মানবজাতিরও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

ভিরাট্রিয়া (Veratria) দ্বারা যে পৈশিক পক্ষাঘাতের সৃষ্টি হয় উহা মোটার স্নায়ুদিগের (Motor Nerves) বিকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না; যে হেতু যাবৎ বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালনে পেশীসকল সংকুচিত হয় তাবৎ মোটার স্নায়ুসমূহও (Motor Nerves) উক্ত প্রবাহ পেশীর নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। ভিরাট্রিয়াদ্বারা (Veratria) যে পেশীসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহার অপর প্রমাণ এই যে মৃত্যুর পর অনতিকালমধ্যেই রাইগর্ মর্টিস্ (Rigor Mortis) আবির্ভূত হয় এবং পেশীদিগের প্রতিক্রিয়া (Reaction) অম্লরসাত্মক (Acid) হইয়া থাকে। বিষপ্রভাবে যদ্যপি স্নায়ুসকল নষ্ট হইত তাহা হইলে মৃত্যুর পর এত সত্বর ঐ দুইটী চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইত না, যেহেতু স্নায়ু নষ্ট হইলে উহারা বিলম্বে প্রকাশিত হয়।

পেশীদিগের ন্যায় ভিরাট্রিয়া (Veratria) মোটার স্নায়ুবর্গের (Motor Nerves) সীমাপ্রদেশেরও (End Organs) পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। ইহার প্রমাণ এই যে উহাদ্বারা কোন জন্তুকে বিষাক্ত করতঃ যদ্যপি উহার একটী মোটার স্নায়ুর (Motor Nerve) উপর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে উহা যে সকল পেশীকে পোষণ করে ঐ সকল পেশী সংকুচিত হইতে থাকে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে উক্ত প্রবাহ ঐরূপে সঞ্চালন করিলে ঐ সকল পেশীর সংকোচন দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ভিরাট্রিয়া (Veratria) দ্বারা ক্রমশঃ মোটার স্নায়ুদিগের (Motor Nerves) সীমাপ্রদেশের (End Organs) পক্ষাঘাত জন্মে। সেন্সরি স্নায়ু (Sensory Nerves) সম্বন্ধে উহার ক্রিয়া যদিও অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই, তথাপি দেখা যায় যে উহা উহাদিগেরও পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। যেহেতু চর্ম্মের কোনস্থানে ভিরাট্রিয়া (Veratria) প্রয়োগ করিলে ঐ স্থান অবশ হয় ও উহার স্পর্শানুভবশক্তির লোপ হইয়া থাকে।

ভিরাট্রিয়া (Veratria) ভলাণ্টারি পেশীদিগের (Voluntary Muscles) যেরূপ পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, তদ্রূপ উহাদ্বারা হৃৎপিণ্ডের পেশীসকলও

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ইহার প্রমাণ এই যে যদ্যপি কোন জন্তুর ভেগাস্ স্নায়ু (Vagus Nerve) বিখণ্ডিত করতঃ কিম্বা কিউরেরি (Curare) দ্বারা উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করতঃ উহাকে ভিরাট্রিয়া (Veratria) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডোপরি বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালনেও উহা সংকুচিত হয় না। উক্ত ঔষধ প্রথমতঃ ভেগাস্ স্নায়ুর (Vagus Nerve) নিউক্লিয়াস্ (Neucleus) অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান ও সীমাপ্রদেশের উত্তেজনাসাধন এবং পরে উহাদিগের পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। এতদ্দ্বারা ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রের (Vasomotor Centre) পক্ষাঘাত উপস্থিত হওয়াতে ধমনীপ্রাচীর বিস্ফারিত ও তজ্জন্য ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) লাঘব হয় এবং শ্বাসক্রিয়া-পরিচালক কেন্দ্রের (Respiratory Centre) অবসাদ উৎপাদিত হওয়াতে উক্ত ক্রিয়া মৃতভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

উহার ক্রিয়া—হৃৎপিণ্ড ও স্নায়বীয় অবসাদক, স্পর্শহারক এবং বেদনা নিবারক।

থিরা। বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য ভিরাট্রিয়ার (Veratria) মলম অন্যান্য শূলবেদনাপেক্ষা পঞ্চম স্নায়ুর (Fifth Nerve) শূল বেদনাতে (Neuralgia) অত্যন্ত উপকারী। উক্ত পীড়ায় কখন কখন এতদ্দ্বারা একোনাইট্ (Aconite) অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ হয়। ফেসিয়াল্ নিউরাল্জিয়াতেও (Facial Neuralgia) উহা ফলদায়ক বটে, কিন্তু অন্যান্য স্নায়ুর শূলবেদনাতে (Neuralgia) যেরূপ উহার উগ্র মলম ব্যবহৃত হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না, ইহাতে উহার অনুগ্র মলম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত পীড়ায় উক্ত মলম প্রত্যহ দুই অথবা তিন বার বেদনাস্থানে মর্দ্দন করিলে চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ ব্রণ নির্গত হয় এবং বেদনা সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। সায়েটিকা-রোগে (Sciatica) উহার উগ্র মলম ব্যবহার্য্য। এক আউন্স সিম্পল্ অয়েণ্ট্-মেণ্টের (Simple Ointment) সহিত ২০ হইতে ৪০ গ্রেণ ভিরাট্রিয়া (Veratria) মিশ্রিত করিয়া মলম্ প্রস্তুত করতঃ ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বেদনাস্থানে মর্দ্দন করা আবশ্যক। ব্যক্তিবিশেষে উহার ফল শীঘ্র অথবা বিলম্বে প্রকাশিত হয়, যেহেতু উহা ব্যবহার করিলে কোন কোন ব্যক্তির স্বল্পকালমধ্যেই পীড়িত স্থানের এতাদৃশ আরক্ত ও শাতাতঃ জন্মে যে উহা সত্বর দূরীভূত হয় না।

একোনিসিয়ার (Aconitia) মলমের ন্যায় ভিরাট্রিয়ার (Veratria) মলমও মাইগ্রেণ্ রোগে (Migraine) অতীব ফলপ্রদ, বিশেষতঃ যেস্থলে যন্ত্রণার সহিত চর্ম্মে বেদনা থাকে সেই স্থলেই উহার কার্য্যকারিতা অধিক। বেদনার সূত্রপাত হইলেই উহা সুন্দররূপে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা বেদনা, বিবমিষা ও বমন এত শীঘ্র নিবারিত হয় যে কখন কখন একোনাইট দ্বারা (Aconite) সেরূপ হয় না। বাতব্যাধিতে কোন কোন চিকিৎসক উহা প্রদাহিত গ্রন্থির উপর মর্দ্দন করিতে বলেন। স্থলবিশেষে এতদ্দ্বারা বেদনার লাঘব হয় বটে, কিন্তু কোন কোন স্থলে কিছুমাত্র উপকার দর্শে না। গাউটরোগেও (Gout) উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

হৃৎপিণ্ডপীড়ায় নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুত ও ইরেগুলার (Irregular) এবং শোথ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, প্যাল্পিটেসন্ (Palpitation), মুখের নীলিমা বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ নিচয় বর্ত্তমান থাকাতে রোগী শয্যায় শয়নে অসমর্থ হইলে কেহ কেহ উক্ত মলম হৃৎপিণ্ডোপরি মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করেন। কখন কখন এতদ্দ্বারা উক্ত যন্ত্রের উত্তেজনার হ্রাস এবং প্রস্রাবের পরিমাণের বৃদ্ধি হওয়াতে শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি কষ্টকর লক্ষণসকল দূরীভূত হয়, সুতরাং রোগী কিয়ৎকালমধ্যেই সুস্থতা লাভ করে।

ব্যাধিবিশেষে ভিরাট্রাম্ (Veratrum) সচরাচর আভ্যন্তরিকরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্নায়বীয় ও পৈশিক অবসাদক ক্রিয়ার জন্য স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) এবং কোরিয়ারোগে (Chorea) অনেকে উহা ব্যবহার করেন। নিউমোনিয়া (Pneumonia), প্লুরিসি (Pleurisy), আমজ্বর প্রভৃতিতে এবং টাইফয়েড্ (Typhoid) ও স্কার্লেট্ জ্বরে (Scarlet Fever) জ্বরোত্তাপ ও নাড়ীর দ্রুতত্ব নিবারণার্থ উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা যে অভিলষিত সিদ্ধ হয় তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উহা সেবনে বিরত হইলেই পুনরায় নাড়ীর গতি দ্রুত হইয়া উঠে। কেহ কেহ উহা টাইফয়েড্ জ্বরে (Typhoid Fever) ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন, অপরে উহাকে নিউমোনিয়া (Pneumonia) এবং প্লুরিসির (Pleurisy) অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। শেষোক্ত পীড়াদ্বয়ে উহা সেবন করিলে উত্তাপের হ্রাস এবং নাড়ী

মৃত্যুগামিনী হয় বটে, কিন্তু ফুস্‌ফুস্‌ অথবা প্লুরার (Pleura) প্রদাহনিবারণে উহা কদাচ সমর্থ নহে, বরং কেহ কেহ বলেন যে উহাদ্বারা উক্ত প্রদাহের বৃদ্ধি এবং আরোগ্যলাভের বিলম্ব হইয়া থাকে। যাহা হউক উল্লিখিত পীড়ার প্রারম্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিলে উহা একোনাইট্‌ (Aconite) ও এণ্টিমণির (Antimony) ন্যায় ফল প্রদান করে। নিউমোনিয়ারোগে (Pneumonia) রোগীর সবল অথবা দুর্ব্বল সর্ব্বাবস্থাতেই উহা কেহ কেহ ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যে উহাদ্বারা উত্তাপের লাঘব এবং কফস্রাব, শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ীর দ্রুতত্বের হ্রাস হয় এবং কফ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। কখন কখন উহা ভেদ ও বমনও উৎপাদন করিয়া থাকে। উহা প্রথমতঃ স্বল্প মাত্রায় অর্থাৎ এক অথবা দুই বিন্দু মাত্রায় এক কিম্বা দুই ঘণ্টাকাল ব্যবধানে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; অতঃপর উত্তাপ ও নাড়ীর দ্রুতত্ব দমন রাখিবার জন্য উত্তরোত্তর মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহে ভিরাট্রিয়ার (Veratria) পরিবর্ত্তে ভিরাট্রাম্‌ ভিরিডির (Veratrum Viride) টিংচার (Tincture) ব্যবহার করা উচিত, যেহেতু অনেকের বিশ্বাস এই যে ভিরাট্রাম্‌ (Veratrum) দ্বারা নিউমোনিয়া (Pneumonia) রোগে জ্বরোত্তাপ ও নাড়ীর গতি সম্বন্ধে যে ফললাভ হয় উহা ভিরাট্রিয়া (Veratria) দ্বারা সাধিত হয় না; বোধ হয় উক্ত ঔষধে অন্য এমত কোন পদার্থ আছে যদ্দ্বারা আমাদিগের আশানুরূপ ফল প্রসবিত হইয়া থাকে।

বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য গাউট (Gout), বাত, স্নায়ুশূল (Neuralgia), সায়েটিকা (Sciatica), লাম্বেগো (Lumbago) প্রভৃতি বিবিধ বেদনাদায়ক পীড়াতে উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকদিগের রজোবাহিত্য কালে যে শিরঃপীড়া জন্মে তাহাতেও উহা উপকারী।

ভিরাট্রাম এলবাম্‌ (Veratrum Album) সামার ডায়ারিয়ারোগের (Summer Diarrhœa) ভেদ ও বমন নিবারণে বিশেষ উপযোগী।

COLCHICUM.

কল্‌চিকাম্।

ফিজি। ক্রিয়াসম্বন্ধে যদিও কল্‌চিকাম্ (Colchicum) ভিরাট্রামের (Veratrum) সদৃশ বটে, তথাপি একের পরিবর্ত্তে অপরটী ব্যবহৃত হয় না। উগ্রাবস্থায় কল্‌চিকাম্ (Colchicum) চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে উহা চর্ম্মের উগ্রতাসাধন করে, এবং উহাতে আরক্তিমতা, জ্বলন, বেদনা প্রভৃতি প্রদাহচিহ্ন প্রকাশিত হয়। উহা আঘ্রাণ করিলে নয়নদ্বয় ও নাসারন্ধ্র হইতে প্রভূত সলিলবর্ষণ এবং মুহুর্মুহুঃ হাঁচি হইতে থাকে।

কল্‌চিকামের (Colchicum) আস্বাদন ঝাল। মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে উহাদ্বারা গলাভ্যন্তরের উগ্রতা সাধিত হয় এবং লালক্ষরণ এতাদৃশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে উহাকে প্রকৃত স্যালিভেসন্ (Salivation) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উদরস্থ হইয়া কল্‌চিকাম্ (Colchicum) পাকস্থলী ও অন্ত্রের উগ্রতাসাধন করে। শিরামধ্যে পিচকারীদ্বারা প্রয়োজিত হইলেও উহাদ্বারা উল্লিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উহা বিবমিষা, বমন ও উদরাময় উৎপাদন করে। এতদ্দ্বারা যে বমন হয় তাহার সহিত পিত্ত এবং যে ভেদ হয় তাহার সহিত কথন কথন আম ও রক্ত নির্গত হইতে থাকে। রক্তামাশয়রোগে রোগীর উদরমধ্যে যেরূপ অসীম যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং মলত্যাগকালে সাতিশয় বেগ হয় ইহাতেও সেইরূপ হইতে দেখা যায়। উক্ত ঔষধ পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলেও ঐরূপ ভেদ ও বমন হইয়া থাকে। অতঃপর ভেদ ও বমনপ্রভাবে রোগী উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্রমশঃ শীরঃপীড়া, প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব, সর্ব্বাঙ্গের শীতলতা, নাড়ীর ক্ষীণতা, দ্রুতত্ব, দুর্ব্বলতা ও অনিয়মিত গতি (Irregularity), কথন কথন কষ্টদায়ক পৈশিক আক্ষেপ, কদাচিৎ হস্তপদাদিতে কথন বা গ্রন্থিপ্রদেশে এবং কথন বা মুত্রত্যাগকালে ইউরিথ্রা (Urethra) ও ব্লাডার (Bladder) মধ্যে নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এবং সময়ে সময়ে পাকাশয় ও অন্ত্রের

প্রখর প্রদাহ জন্মে। এইরূপে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে অবশেষে রোগী কলাপ্স্ (Collapse) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করে।

স্বল্প মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবন করিলে উহা জিহ্বোপরি আবরণ (Coating), মুখমধ্যে কদাস্বাদ, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা, এপিগ্যাষ্ট্রিক্ প্রদেশে (Epigastric Region) বেদনা, পাকস্থলীমধ্যে গড়গড়ধ্বনি এবং উদরাময় উৎপাদন করে।

ঔষধমাত্রায় ব্যবহার করিলে কল্‌চিকাম্ (Colchicum) যকৃতের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করাতে পিত্তস্রাবের বৃদ্ধি হয়। কিড্‌নির (Kidney) উপরও উহার ক্রিয়া থাকাতে উহা মূত্রকারক বলিয়া পরিচিত। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহাদ্বারা মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে ইউরিক্ এসিড্ (Uric Acid) নির্গত হয়, কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বস্তুতঃ তাহা নহে। উহা হৃৎপিণ্ডোপরি অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে উহার সংকোচনশক্তির হ্রাস হয় এবং নাড়ী মৃদুগামিনী ও ব্লাড্‌প্রেসারের (Blood Pressure) লাঘব হইয়া থাকে। উহার ঘর্ম্মকারক ক্রিয়ারও অসদ্ভাব নাই।

উহার ক্রিয়া—স্বল্প মাত্রায় হৃৎপিণ্ডাবসাদক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক, ও পিত্তনিঃসারক। অধিক মাত্রায় পাকাশয় ও অন্ত্রের উগ্রতাসাধক, লাল নিঃসারক এবং বিরেচক ও বমনকারক।

থিরা। গাউট্‌রোগে (Gout) কল্‌চিকাম্ (Colchicum) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উক্ত পীড়ায় ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। এক ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে উহাদ্বারা গ্রন্থির প্রদাহ ও বেদনা অনতিকালমধ্যেই অন্তর্হিত হয়; কিন্তু যদ্যপি স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রদাহের শান্তি হইয়া থাকে। উহা কিরূপে উল্লিখিত পীড়ার প্রতিকারসাধন করে তাহা অদ্যাবধি বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহা পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে গাউটরোগে (Gout) শোণিতপ্রবাহে প্রভূত পরিমাণে ইউরিক্ এসিড্ (Uric Acid) বর্ত্তমান থাকে। অনেকে বলেন যে এই ইউরিক্ এসিড্ (Uric Acid) যৎকালে শোণিতসহ দেহমধ্যে ভ্রমণ করে তৎকালে উহা ধমনী হইতে বহির্গত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে, বিশেষতঃ গ্রন্থিমধ্যে সঞ্চিত হয় এবং উহাদিগের প্রখর প্রদাহ উৎপাদন করে। অপরাপর চিকিৎসকেরা বলেন যে রুধিরস্থিত ইউরিক্‌ এসিড্‌ (Uric Acid) গ্রন্থিমধ্যে অথবা অন্যান্য স্থানে সঞ্চিত হয় না, গাউটপীড়ায় (Gout) দেহের পোষণক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাতে ভিন্ন ভিন্ন টিস্থতে (Tissues) অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উহার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে টিস্থ (Tissue) মধ্যে যে ইউরিক্‌ এসিড্‌ (Uric Acid) জন্মে উহা শোণিতপ্রণালীর সন্নিকটে অবস্থিতি করিলে তদ্দ্বারা উহা শোষিত হয়, কিন্তু যদ্যপি উহা উহা হইতে সুদূরে অবস্থিতি করে তাহা হইলে উহাদ্বারা শোষিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন টিস্থ (Tissue) এবং গ্রন্থিমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। যাহা হউক উক্ত পীড়া সম্বন্ধে যে দুইটী মতের বিষয় উল্লিখিত হইল তাহার প্রথমটীদ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে শোণিতমধ্যে উক্ত এসিডের (Acid) অস্তিত্ব এবং গ্রন্থিমধ্যে উহার সঞ্চয়ই গাউটরোগের (Gout) কারণ, এবং দ্বিতীয়টীদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্ত পীড়াই উক্ত এসিডের (Acid) উদ্ভবের কারণ, সুতরাং ঐ দুইটী মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহা হউক যে কোন কারণ হইতে গাউটপীড়ার (Gout) উৎপত্তি হউক না কেন উহাতে যে দেহস্থ টিস্থ (Tissues) এবং শোণিতমধ্যে ইউরিক্‌ এসিড (Uric Acid) অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিরাজ করে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গাউটরোগে (Gout) কল্‌চিকাম্‌ (Colchicum) প্রয়োগ করিলে যে পীড়ার শান্তি হয় ইহার কারণসম্বন্ধে অনেকে এই বলেন যে উহাদ্বারা দেহ হইতে ইউরিক্‌ এসিড্‌ (Uric Acid) প্রস্রাবের সহিত নিঃসারিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; যে হেতু পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে উক্ত পীড়ায় কল্‌চিকাম্‌ (Colchicum) সেবন করিলে প্রস্রাবে ইউরিক্‌ এসিডের (Uric Acid) পরিমাণের বৃদ্ধি হয় না। যাহা হউক কিরূপে যে উহাদ্বারা প্রদাহ প্রশমিত হয় তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তবে ইহা নিশ্চিত যে উহা প্রয়োগ করিলে অসহ্য যন্ত্রণা দূরীভূত হওয়াতে রোগী কিয়ৎকালের জন্য সুস্থতা লাভ করে বটে, কিন্তু উহা রোগের পুনরাক্রমণনিবারণে কদাচ সমর্থ হয় না। কেহ কেহ বলেন যে বরং এতদ্দ্বারা সত্বর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা অধিক হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহার হৃৎপিণ্ডাবসাদক

শুণে প্রদাহ সম্বর প্রশমিত হয়, কিন্তু ইহাও যথার্থ নহে; যে হেতু উহা কেবল গাউট (Gout) জনিত প্রদাহ নিবারণ করে, কিন্তু অন্যবিধ প্রদাহ দূরীকরণে উহার সামর্থ্য নাই। উক্ত পীড়ায় কেহ কেহ উহা স্বল্পমাত্রায় কেহবা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করেন।

পুরাতন গাউট (Chronic Gout) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), এজ্মা, (Asthma), পুরাতন আর্টিকেরিয়া (Chronic Urticaria) অথবা অন্যবিধ চর্ম্মপীড়া, ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) প্রভৃতি পীড়াতেও এতদ্ব্যবহারে ফললাভ হয়। কখন কখন বাতরোগেও উহা সুফল প্রদান করে বটে, কিন্তু উহা গাউটরোগে (Gout) যেমন অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ ইহাতে সেরূপ নহে।

ERGOT.

আর্গট্।

ফিজি। আর্গটের (Ergot) বীর্য্যের নাম আর্গটিন্ (Ergotine)। উহার আস্বাদ অতিশয় তিক্ত। মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে উহা লালাক্ষরণ বৃদ্ধি করে। আর্গট্ (Ergot) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের উগ্রতা সাধিত হওয়াতে বিবমিষা, বমন ও ভেদ হয় এবং ক্রমশঃ শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, কণীনিকার প্রসরণ, দর্শনশক্তির ব্যাঘাত, নাড়ীর দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশিত হইতে থাকে; অতঃপর রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করে।

আর্গট্ (Ergot) ঔষধমাত্রায় সেবন করিলে অথবা আর্গটিন্ (Ergotine) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে দেহস্থিত যাবতীয় শিরা ও ধমনী সংকুচিত হয়। উহা সিম্পাথেটিক্ স্নায়ুর (Sympathetic Nerves) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ উক্ত ক্রিয়া সাধন করে, নতুবা ভ্যাসোমোটার কেন্দ্রের (Vasomotor Centre) উত্তেজনাদ্বারা উক্ত ক্রিয়া সাধিত হয় না। ইহার প্রমাণ এই যে যদ্যপি কোন জন্তুর ভ্যাসোমোটার স্নায়ু (Vasomotor

Nerve) কর্ত্তন করতঃ উহাকে আর্গট্ (Ergot) প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেও ধমনী ও শিরা সংকুচিত হয়। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সিম্পাথেটিক্ স্নায়ুর (Sympathetic Nerve) উপর আর্গটের (Ergot) ক্রিয়াদ্বারাই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে ধমনী সংকুচিত হওয়াতে ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) বৃদ্ধি হয়। উহা সেবনে হৃৎপিণ্ডক্রিয়াও মৃদুভাবাপন্ন হইতে দেখা যায়।

আর্গট্ (Ergot) অতীব বলবৎ সংকোচক বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। এই সংকোচকগুণের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, প্রথম কারণ উহাদ্বারা ধমনিগুলি সংকুচিত হওয়া এবং দ্বিতীয় কারণ হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার দ্রুতত্বের হ্রাস হওয়া। এতাদৃশ সংকোচকগুণ বর্ত্তমান থাকাতে আর্গট্ (Ergot) রক্তস্রাবনিবারণে বিশেষ পারদর্শী।

আর্গট্ (Ergot) জরায়ুসংকোচক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ; বিশেষতঃ সসত্ত্বাবস্থায় উক্ত যন্ত্রের উপর উহার কার্য্যকরিতা অধিক। উহা সেবনে জরায়ুর অবিরাম ও বলবৎ সংকোচন উপস্থিত হয়। উহা কখন কখন রজোনিঃসারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। দীর্ঘকাল সেবন করিলে উহাদ্বারা পৈশিক আক্ষেপ জন্মে, এবং সিনাইল্ গ্যাংগ্রিণের (Senile Gangrene) ন্যায় পদদ্বয়ের অঙ্গুলি হইতে পচন আরম্ভ হয়।

উহার ক্রিয়া—সংকোচক, রক্তরোধক, জরায়ুসংকোচক এবং রজোনিঃসারক।

থিরা। সংকোচক ও রক্তরোধক ক্রিয়ার জন্য আর্গট্ (Ergot) ফুস্ফুস্, নাসিকা, পাকস্থলী, জরায়ু প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রের শোণিতস্রাবনিবারণে মহোপযোগী। উল্লিখিত উদ্দেশে উহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এতদুভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ উহার চূর্ণ ও লিকুইড্ এক্স্‌ট্রাক্ট্ (Liquid Extract) এবং বাহ্যপ্রয়োগার্থ উহার বীর্য্য আর্গটিন্ (Ergotine) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রযোজ্য। যে স্থলে অত্যধিক রক্তস্রাব বশতঃ রোগীর মৃত্যুসম্ভাবনা সেই স্থলেই আর্গটিন্ (Ergotine) পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, নতুবা অন্যত্র এক্স্‌ট্রাক্ট্ আর্গট্ লিকুইড্ (Extract Ergot Liquid) অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম অথবা তদধিক মাত্রায় তিন কিম্বা

চারিঘণ্টাব্যবধানে অথবা স্থলবিশেষে প্রতি ঘণ্টায় ব্যবস্থেয়। পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে আর্গটিন্ (Ergotine) প্রয়োগ করিলে যে স্থানে উক্ত ঔষধ প্রবেশ করে কোন কোন ব্যক্তির সেই স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয়, কিন্তু উহাতে পুয়োদ্ভব না হইয়া ক্রমশঃ প্রদাহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্ত্রীলোকের প্রসবের অব্যবহিত পরেই অপরিমিত পরিমাণে রুধিরস্রাব হয়, ইহাতেও আর্গট্ (Ergot) মহোপকারী। এতদ্দ্বারা জরায়ু ও ধমনী বলপূর্ব্বক সংকুচিত হওয়াতে উক্ত স্রাব স্বল্পকালমধ্যেই নিবারিত হয়। বহুবিধ মেনোরাজিয়া (Menorrhagia) রোগেও উহা অতীব ফলদায়ক, এমন কি জরায়ুমধ্যে অর্ব্বুদের অবস্থানবশতঃ যে রক্তস্রাব হয় তন্নিবারণেও উহা পরাঙ্মুখ নহে। কারণান্তরসম্ভূত জরায়ুর শোণিতস্রাবও এতদ্দ্বারা সত্বর নিবারিত হয়, এমন কি জীবনের আশা কিছুমাত্র না থাকিলেও কোন কোন রোগী এতদ্ব্যবহারে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। এরূপ স্থলে আর্গট্ (Ergot) পূর্ণ মাত্রায়, অথবা চর্ম্মনিম্নে আর্গটিনের (Ergotine) পিচকারী প্রযোজ্য। কখন কখন স্থলবিশেষে এক্স্ট্রাক্ট্ আর্গট্ লিকুইড্ (Extract Ergot Liquid) অর্দ্ধ আউন্স মাত্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল অথবা ১৫ মিনিট অন্তর ব্যবহৃত হয়।

কোন কোন চিকিৎসক প্রভূত ঘর্ম্মস্রাবনিবারণার্থ আর্গট্ (Ergot) প্রয়োগ করেন। উহা মূত্রাধিক্যপীড়ার (Diabetes Insipidus) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু এতদর্থে অধিক মাত্রায় স্বল্পকাল ব্যবধানে সেবন না করিলে উহা প্রতিকারসাধনে সমর্থ হয় না। ধারণাশক্তির অভাববশতঃ যে মূত্রস্রাব হয় উহা তাহাতেও ফলপ্রদ।

জরায়ুমধ্যে ফাইব্রয়েড্ টিউমার (Fibroid Tumour) নামক অর্ব্বুদের উদ্ভব হইলে মধ্যে মধ্যে চর্ম্মনিম্নে ৫ অথবা ৬ গ্রেণ পরিমিত আর্গটিনের (Ergotine) পিচকারী প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ উহার আকারের হ্রাস হইতে থাকে। পার্পিউরারোগেও (Purpura) উহা মহোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জরায়ুসংকোচক ক্রিয়ার জন্য প্রসবসময়ে আর্গট্ (Ergot) সচরাচর ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় উহা ব্যবস্থেয় নহে। যে স্থলে সন্তান

নির্গমনপথে কোনরূপ বাধা না থাকে,* কেবলমাত্র জরায়ুর সংকোচনশক্তির অভাববশতঃ প্রসববেদনার লাঘব হয় সেই স্থলেই উহা প্রযোজ্য, এবং যাবৎ লাইকর এম্‌নিয়া (Liquor Amnia) জরায়ু হইতে বহির্নিঃসৃত না হয় তাবৎ উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উল্লিখিতাবস্থায় উহা স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নতুবা জরায়ুর অবিরাম সংকোচন (Continuous Contraction) উপস্থিত হওয়াতে গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা; যে হেতু মাত্রাধিক্যবশতঃ জরায়ুর অবিরাম সংকোচন উপস্থিত হইলে সন্তান এরূপে সঞ্চাপিত হয় যে উহার হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকে এবং অবশেষে উহা জরায়ুমধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রসবকালে প্রসূতিকে আর্গট্‌ (Ergot) প্রয়োগ করিলে মধ্যে মধ্যে সন্তানের হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদ্যপি উহার হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া প্রতি মিনিটে ১১০ বারের ন্যূন হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উক্ত ঔষধ প্রয়োগে বিরত হওয়া অথবা যন্ত্রদ্বারা প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে স্থলে সন্তাননির্গমনপথে কোনরূপ বাধা বর্ত্তমান থাকে সেস্থলে আর্গট্‌ (Ergot) ব্যবহারে সন্তান ও প্রসূতি এতদুভয়েরই অহিতসাধন হয়; যে হেতু এতদ্দ্বারা জরায়ুর সংকোচনশক্তির বৃদ্ধি হওয়াতে উক্ত যন্ত্রদ্বারা সন্তান দৃঢ়রূপে সঞ্চাপিত হইয়া বহির্গমনের চেষ্টা করে, কিন্তু পথিমধ্যে বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে না; সুতরাং সন্তান যেমন জরায়ুদ্বারা সঞ্চাপিত হয় তদ্রূপ প্রসূতির জরায়ু ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কোমল টিসুসকলও (Soft Tissues) সন্তানের মস্তকদ্বারা সঞ্চাপিত হইতে থাকে। এইরূপে জরায়ুসঞ্চাপনে সন্তান নষ্ট হয় এবং সন্তানের মস্তকসঞ্চাপনে প্রসূতির পেল্‌ভিস (Pelvis) মধ্যস্থ জরায়ু ও অন্যান্য কোমল টিসু (Tissues) বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব সন্তাননির্গমনপথে বাধা বর্ত্তমান থাকিলে অথবা লাইকর এম্‌নিয়া (Liquor Amnia) বহির্নিঃসৃত হইলে আর্গট্‌ (Ergot) ব্যবহার করা উচিত নহে; এবং যে স্থলে উহা প্রয়োগ করিবার কোনরূপ বাধা না থাকে সে স্থলেও উহা অধিক মাত্রায় ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে।

কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস এই যে আর্গট (Ergot) উত্তাপনাশক,

সুতরাং তাঁহারা উল্লিখিত উদ্দেশে উহা ব্যবহার করেন, কিন্তু অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। ফলতঃ ইহাদ্বারা উত্তাপের হ্রাস হয় না।

নিউরাল্জিয়া (Neuralgia), প্যারাপ্লিজিয়া (Paraplegia), হুপিংকফ্ (Whooping Cough) এবং লিউকোরিয়া (Leucorrhæa) রোগেও উহা ফলদায়ক বলিয়া কেহ কেহ ব্যবহার করেন। রজোনিঃসারক বলিয়া আমেনোরিয়ারোগে (Amenorrhœa) উহা ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু উক্ত পীড়া যদ্যপি এনিমিয়া (Anœmia) হইতে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে এতদ্দ্বারা ফললাভ হয় না। আমেনোরিয়ার (Amenorrhœa) সহিত এনিমিয়া (Anœmia) বর্ত্তমান থাকিলে প্রথমতঃ রোগীকে কিয়ৎকাল যাবৎ লৌহঘটিত ঔষধ সেবন করাইয়া পরে উহা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। প্রোলাপ্সাস্ এনাই রোগে (Prolapsus Ani) কোন কোন চিকিৎসক আর্গটিন্ (Ergotine) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা বলেন যে এতদ্দ্বারা অসীম ফললাভ হইয়া থাকে।

SALICINE, SALICYLIC ACID AND SALICYLATES.

স্যালিসিন্, স্যালিসিলিক্ এসিড্ এবং স্যালিসিলেট্স্।

ফিজি। বাহ্যপ্রয়োগে স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic Acid) অতীব তেজস্কর পচননিবারক ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার ক্রিয়া কার্ব্বলিক্ এসিডের (Carbolic Acid) ন্যায়, কিন্তু কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid) অপেক্ষা উহা অধিকতর তেজস্কর। দুর্গন্ধযুক্ত গলিত ক্ষতে প্রয়োগ করিলে উহা উহার দুর্গন্ধ দূর করে। এতদ্দ্বারা শোণিতস্থ শ্বেত কণিকাগুলির এমিবয়েড্ গতি (Amœboid Movement) সংরুদ্ধ হওয়াতে উহারা শোণিত প্রণালী (Blood Vessels) হইতে বহির্গমনে অসমর্থ হয়। কার্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid) যেমন শ্বেত কণিকার ধ্বংসসাধন করে, স্যালিসিলিক্ এসিডের (Salicylic Acid) উগ্রদ্রবসংযোগেও তদ্রূপ উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কার্ব্বলিক্ এসিডের (Carbolic Acid) ন্যায় উক্ত এসিড্ (Acid)

রুধিরের গতিরোধ করে। উহা ফার্মেণ্টেসন্ (Fermentation) নিবারণে কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid) অপেক্ষা অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত। পচন-নিবারক এবং উত্তাপনাশকগুণে উহা কুইনাইনের (Quinine) সমতুল বটে কিন্তু তথাপি একের পরিবর্ত্তে অপরটীর ব্যবহার প্রচলিত নহে।

পূর্ণ মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic Acid) মাদক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে বিবমিষা ও বমন হয়, মুখবর্ণের আরক্তিমতা জন্মে, শ্রবণবিবরে বিবিধ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়; অর্থাৎ অধিক পরিমাণে কুইনাইন (Quinine) সেবন করিলে কুইনিজ্‌মের (Quinism) যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় এতদ্দ্বারা তাহাই হইয়া থাকে। রোগীর মুখাকৃতি বিবর্ণ এবং লোচনদ্বয় স্ফীত ও জলে ভাসমান বলিয়া বোধ হয়; শিরঃপীড়া জন্মে, শ্বাসক্রিয়া সুদীর্ঘ ও দ্রুত ভাব ধারণ করে, পেশীদিগের কম্পন ও মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, উহাদিগের উগ্রতা জন্মে, হস্তপদাদি ঝিন্‌ঝিন্ করিতে থাকে, হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল ও দ্রুত হয়, এবং কখন কখন রোগী প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে। স্থলবিশেষে উহাদ্বারা কিড্‌নির (Kidney) প্রদাহ জন্মে। যদিও এতদ্দ্বারা উল্লিখিত লক্ষণাদির আবির্ভাব হয়, তথাপি কিয়ৎকাল সেবন করিলেই রোগী উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। স্যালিসিলিক্ এসিড্ বা স্যালিসিন্ (Salicylic Acid or Salicine) স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব ও হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল হওয়াতে জ্বরোত্তাপের হ্রাস হয়। জ্বররোগেই উহার এতাদৃশ ক্রিয়া লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সুস্থ শরীরে সেবন করিলে উহা কদাচ উত্তাপনাশে সমর্থ হয় না। ফার্মেণ্টেশন্ (Frmentation) নিবারণে উহার সামর্থ্য থাকাতে উদরস্থ আহার্য্য পদার্থের উপরও উহা উল্লিখিত ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহা সেবন করিলে কখন কখন চর্ম্মোপরি আঘাত অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় র‍্যাস্ (Rash) নির্গত হয়, এবং কখন বা গলাভ্যন্তরে অসহ্য জ্বলন উপস্থিত হইয়া থাকে। উহা ভ্যাসোমোটার গ্যাংগ্লিয়া (Vasomotor Ganglia) এবং হৃৎপিণ্ডের উপর অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করাতে ব্লাড্ প্রেসারের (Blood Pressure) হ্রাস হয়। উহারা প্রস্রাব, ঘর্ম্ম, লাল এবং কফের সহিত চারি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই দেহাভ্যন্তর হইতে বহির্গমন করে বটে, কিন্তু উহা

সেবনে বিরত হইলেও চারি দিবস যাবৎ মূত্রমধ্যে উহার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়।

উহাদের ক্রিয়া—বাহ্যপ্রয়োগে পচননিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ঘর্ম্মকারক, হৃৎপিণ্ডাবসাদক, উত্তাপনাশক ও পচননিবারক।

থিরা। পচননিবারক ক্রিয়ার জন্য স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic Acid) দুর্গন্ধযুক্ত গলিত ক্ষতে স্থানিকরূপে ব্যবহৃত হয়। স্বল্পবয়স্ক বালকদিগের উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগেও উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। এতদুদ্দেশে একাংশ স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic Acid) তিনশতাংশ জলে দ্রবীভূত করতঃ লোসান্ (Lotion) প্রস্তুত করিয়া উহা গুহ্যদ্বারে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেকে বাতরোগেও উক্ত লোসান্ (Lotion) প্রদাহিত গ্রন্থির উপর প্রয়োগ করেন। উহা একজেমা (Eczema) নামক চর্ম্মপীড়াতেও ফলদায়ক। সার্দ্ধদ্বিশতাংশ সলিলে একাংশ স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic Acid) দ্রবীভূত করিয়া ষ্টমাটাইটিস্ রোগে (Stomatitis) কুল্লী স্বরূপ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

পচননিবারক ক্রিয়ার জন্য উক্ত এসিডের (Acid) আভ্যন্তরিক প্রয়োগও প্রচলিত আছে। যক্ষারোগে অতীব দুর্গন্ধযুক্ত কফ নির্গত হইলে অনেকে উহা পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা বলেন যে যে স্থলে কুইনাইন (Quinine) সেবনে অথবা টার্পিণাঘ্রাণে দুর্গন্ধ দূরীভূত না হয় সে স্থলেও এতদ্দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হয়। সেপ্টিসিমিয়ারোগেও (Septicæmia) উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উত্তাপনাশক ক্রিয়ার জন্য চিকিৎসকমাত্রেই উহা প্রবল জ্বরে প্রয়োগ করেন, *যথা নিউমোনিয়া (Pneumonia), টাইফয়েড্ জ্বর (Typhoid Fever),* স্কার্লেট জ্বর (Scarlet Fever), ডিপ্থিরিয়া (Diphtheria) ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন যে উল্লিখিত উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে উহা কুইনাইনের (Quinine) ন্যায় ফল প্রদান করে বটে, কিন্তু উহা কুইনাইনের (Quinine) দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জ্বরপ্রকোপপ্রশমনার্থ কোন কোন চিকিৎসক যেমন কুইনাইন (Quinine) স্বল্প মাত্রায় স্বল্পকালব্যবধানে, এবং কোন কোন চিকিৎসক অধিক মাত্রায় অর্থাৎ এক হইতে দুই ড্রাম মাত্রায়

একবার মাত্র রজনীযোগে প্রয়োগ করেন, তদ্রূপ উত্তাপনাশার্থ স্যালিসিলেট্ও (Salicylates) কখন কখন অল্প মাত্রায় কখন বা অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক উল্লিখিত উদ্দেশ্যসাধনার্থ সকলে উহা সচরাচর অধিক মাত্রায় ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ টাইফয়েড্ জ্বরে (Typhoid Fever) উহার ব্যবহার প্রচলিত বটে এবং উহাদ্বারা জ্বরোত্তাপও এককালীন প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু উহা রোগীর মৃত্যুনিবারণে কদাচ সমর্থ হয় না। রোগীর হৃৎপিণ্ডক্রিয়া নিরতিশয় দুর্ব্বল থাকিলে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

ইদানীন্তন বাতজ্বরেই উহাদের ব্যবহার অধিক। ইতিপূর্ব্বে উক্ত পীড়ায় স্যালিসিন্ এবং স্যালিসিলিক্ এসিডই (Salicine and Salicylic Acid) প্রয়োজিত হইত, কিন্তু এক্ষণে উহাদের পরিবর্ত্তে স্যালিসিলেট্ অব্ সোডার (Salicylate of Soda) ব্যবহারই অধিকতর প্রচলিত। উক্ত রোগে উহাদিগকে অধিক মাত্রায় অর্থাৎ ৩০ হইতে ৬০ গ্রেণ মাত্রায় দুই অথবা তিন-ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন যে উহা প্রথমতঃ দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় সেবন করতঃ যদ্যপি আশানুরূপ ফললাভ না হয় তাহা হইলে উত্তরোত্তর মাত্রা বৃদ্ধি করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়মে ব্যবহার করিলে সচরাচর দুই তিন দিবসমধ্যেই জ্বর, বেদনা ও প্রদাহের হ্রাস হইতে দেখা যায় এবং শারীরিক অবস্থাসম্বন্ধে রোগীও অনেক উন্নতিলাভ করে। বাতজ্বরে স্যালিসিন্ (Salicine), স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic Acid), এবং স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা (Salicylate of Soda) সকলই ব্যবহার করা যায় বটে, কিন্তু শেষোক্ত ঔষধটী অনায়াসে জলে দ্রবণীয় বলিয়া অনেকে উহাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অনেকেরই বিশ্বাস এই যে বাতজ্বরে স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা (Salicylate of Soda) ব্যবহার করিলে হৃৎপিণ্ডপীড়ার তাদৃশ আশঙ্কা থাকে না। বস্তুতঃ বাতজ্বরে উহা সেবন করিলে যে হৃৎপিণ্ডপীড়া জন্মে না তাহা নহে, তবে উহাদ্বারা বাতজনিত গ্রন্থিপ্রদাহ এবং জ্বরোত্তাপ সত্বর প্রশমিত হওয়াতে হৃৎপিণ্ড সহসা আক্রান্ত হয় না। যাহা হউক স্যালিসিন্ (Salicine) প্রভৃতিদ্বারা তরুণ বাতের চিকিৎসা করিলে উহার পুনরাবির্ভাবের

সম্ভাবনা থাকাতে অনেকে বলেন যে জ্বর বিচ্ছেদ হইলেও অন্ততঃ দুই সপ্তাহ কাল উহা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

উত্তাপনাশে যদিও স্যালিসিলেট্ (Salicylates) অতীব উপযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি জ্বরের প্রাবল্যাবস্থায় জ্বরপ্রকোপ অস্বাভাবিক হইলে উহা তন্নিবারণে অসমর্থ। কম্পজ্বরে উহাদ্বারা ফললাভ হয় বটে, কিন্তু উহার পুরাতনাবস্থায় উহা তাদৃশ কার্য্যকারী নহে।

বহুমূত্ররোগে (Diabetes Mellitus) স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা (Salicylate of Soda) অতীব উপকারী বলিয়া অনেকানেক চিকিৎসক উহার কীর্ত্তি ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন যে যে স্থলে অন্যান্য কোন ঔষধদ্বারা ফল না দর্শে, সে স্থলেও উহা পীড়ার প্রতিকারসাধন করিয়া থাকে।

সায়েটিকা (Sciatica) ব্যতীত অপরাপর স্নায়ুশূল (Neuralgia) রোগে স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা (Salicylate of Soda) উপকারী বটে, কিন্তু অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা ইহা অনেক নিকৃষ্ট।

গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া (Gastralgia) এবং পাকস্থলীমধ্যে ভুক্ত পদার্থের ফার্ম্মেণ্টেসন্ (Fermentation) বশতঃ উদরাধ্মান হইলে স্যালিসিলেট্ (Salicylate) ব্যবহৃত হয়। গাউটরোগেও (Gout) অনেকে উহা প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা তাদৃশ উপকার দর্শে না। এণ্ডোমিট্রাইটিস্ (Endometritis) এবং সেপ্টিসিমিয়ারোগের (Septicœmia) উত্তাপনাশার্থও উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

OPIUM

অহিফেন।

ফিজি। অতীব নিম্নশ্রেণীভুক্ত জীবদিগকে অহিফেন অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে উহাদিগের নিদ্রাকর্ষণ হয় না। উচ্চশ্রেণীস্থিত জীবগণের উপর উহার নিদ্রাকারক ক্রিয়া অতীব বলবতী বটে, কিন্তু মানবজাতীর উপরই উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জাতিবিশেষে উহার ক্রিয়ার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে হেতু ম্যালেয়া ও যাভাদেশবাসী

ব্যক্তিগণ (Malayas and Javanese) উহা সেবন করিলে ক্ষণকালের জন্য উন্মত্তপ্রায় হয়, কিন্তু চিনদেশনিবাসীরা উহাতে এতাদৃশ অভ্যস্ত যে তাহারা উহা অনায়াসেই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উদরস্থ করিতে সমর্থ। পুরুষাপেক্ষা নারীজাতির উপর উহার উত্তেজক ক্রিয়া অধিক পরিমাণে প্রকটিত হওয়াতে তাহাদিগের সহসা নিদ্রাকর্ষণ হয় না। স্থলবিশেষে যদিও উহা নিদ্রোৎপাদনে এককালীন অসমর্থ হয়, তথাপি উহা রোগীর যন্ত্রণা দূর করে, এবং উহার মনোমধ্যে নানাবিধ আনন্দদায়ক চিন্তার সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহা সেবনে কোন কোন ব্যক্তির মানসিক উত্তেজনাবশতঃ অনিদ্রা এবং ডিলিরিয়ম্ (Delirium) উপস্থিত হয়।

পুলটীস অথবা মর্দ্দনদ্বারা অহিফেন অক্ষত চর্ম্মোপরি প্রযোজিত হইলে উহা স্বল্পকালমধ্যেই দেহমধ্যে শোষিত হইয়া উগ্রতা (Irritation) ও বেদনা দূর করে এবং তজ্জন্য উহা বেদনানিবারক বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য অহিফেনের বীর্য্য মর্ফিয়াও (Morphia) চিরপ্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত উহাদের নিদ্রাকারক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয়।

মর্ফিয়া (Morphia) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে উহা বেদনানিবারক, আক্ষেপনিবারক ও নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির প্রথমতঃ এতাদৃশ উত্তেজনাসাধন হয় যে মত্ততা, শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা ও বমন হইতে হইতে অবশেষে রোগী নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অসমর্থ হইয়া থাকে। এবম্ভূত কষ্টকর লক্ষণাদি দূরীকরণার্থ মর্ফিয়ার (Morphia) সহিত উহার বিষাংশের একাংশ এট্রোপিয়া (Atropia) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা, অথবা পিচকারী প্রয়োগ করিবার পর রোগীকে কিয়ৎকাল যাবৎ শয়ানাবস্থায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা কদাচিৎ কোন কোন রোগীর বদনমণ্ডলের আরক্তিমতা জন্মে, দন্তমাড়ী সঙ্কাপিত হয়, নাড়ী দ্রুতগামিনী ও বলবতী হয়, এবং পৈশিক আক্ষেপ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ পাঁচমিনিটকাল বর্ত্তমান থাকিয়া পরে অপরিমিত ঘর্ম্মস্রাব হইতে আরম্ভ হয়। অনেকে

বলেন যে পিচকারী প্রয়োগ করিবার সময় মর্ফিয়া (Morphia) শিরামধ্যে প্রবেশ করতঃ উল্লিখিত লক্ষণাদির সৃষ্টি করে। দীর্ঘকাল মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী ব্যবহার করিলে অথবা উহা সেবন করিলে রোগী উহাতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে কোন ফল দর্শে না, এবং উহা ব্যবহার করিতে বিরত হইলে উহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী প্রয়োগমাত্রেই সূচিকাবিদ্ধ স্থানে রোগীর নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং কিয়ৎকাল মাত্র উহা বর্ত্তমান থাকে। আর্টিকেরিয়া (Urticaria) অর্থাৎ আম্বাতরোগ হইলে চর্ম্ম যে রূপ স্ফীত হয় কোন কোন ব্যক্তির উক্ত স্থান কিয়ৎকালযাবৎ তদ্রূপ স্ফীত হইয়া থাকে। মর্ফিয়ার (Morphia) নিউট্রাল্ সোলিউসন্ (Neutral Solution) ব্যবহার করিলে এতাদৃশ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় না। যে স্থানে পিচকারী প্রয়োজিত হয় কখন কখন সেই স্থানের কোমলত্ব দূরীভূত হইয়া উহা কঠিন হইয়া যায়, এতজ্জন্য যে স্থান সদাসর্ব্বদা বস্ত্রদ্বারা আবৃত থাকে সেই স্থানে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি কোন একটী সেন্সরি স্নায়ুর (Sensory Nerve) শাখা পিচকারীর সূচিকাদ্বারা বিদ্ধ হয় তাহা হইলে উক্ত শাখা চর্ম্মমধ্যে যত দূর বিস্তৃত থাকে ততদূর পর্য্যন্ত চর্ম্মের স্পর্শানুভব শক্তির লোপ হয়।

টিংচার অব্ ওপিয়ম্ (Tincture of Opium) অথবা মর্ফিয়াদ্রব (Solution of Morphia) নয়নমধ্যে প্রয়োগ করিলে কঞ্জাংটাইভার (Conjunctiva) ঈষৎ প্রদাহ উপস্থিত হওয়াতে উহা লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং উহাতে জ্বলন ও বেদনা অনুভূত হয়। এতদ্দ্বারা কণীনিকাও সংকুচিত হয় বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে প্রয়োগ করিলে যতদূর হয় এরূপে ততদূর হয় না। তাহাহউক কণীনিকাসংকোচক ক্রিয়ার জন্য অহিফেনের স্থানিক ব্যবহার প্রচলিত নহে, এতদুদ্দেশে ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) বীর্য্য ইসিরিন্ই (Esserine) সচরাচর প্রয়োজিত হইয়া থাকে। পূর্ণমাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে যেমন বদনগহ্বর ও গলাভ্যন্তরের শুষ্কতা জন্মে, মর্ফিয়া (Morphia) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলেও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে।

চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিলে অহিফেন সেন্সরি স্নায়ুবর্গের (Sensory Nerves) শাখাপ্রশাখার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ স্থানিক বেদনা নিবারণ করে। তদ্রূপ উহার কোন প্রয়োগরূপ সাপোজিটরি (Suppository) অথবা পিচকারীদ্বারা রেক্টাম্ (Rectum) মধ্যে, চর্ম্মনিম্নে কিম্বা শ্রবণবিবরে প্রয়োগ করিলেও স্থানিক বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে।

উদরস্থ হইলে অহিফেন পাকাশয়মধ্যে স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা পাকস্থলীর স্রাব এবং সঞ্চলনের (Movements) লাঘব হওয়াতে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির হ্রাস হয়। উহার এবম্বিধ ক্রিয়ার প্রমাণ এই যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি অহিফেন সেবন করিবার অব্যবহিত পরে আহার করে এবং কিয়ৎকাল পরে বমন করে তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উদ্গীরিত ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহা অথবা উহার বীর্য্য মর্ফিয়া (Morphia) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলেও পাচিকা শক্তির ব্যতিক্রম ঘটে। এই দোষের জন্য আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা পরে অহিফেনসেবন নিষিদ্ধ। যে স্থলে পরিপাকশক্তির এবং পাকাশয়ের সঞ্চলনের (Movement) লাঘব করা চিকিৎসকের উদ্দেশ্য থাকে সে স্থলে উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রজনীযোগে অহিফেন সেবন করিলে সচরাচর প্রাতঃকালে যে রোগীর বিবমিষা, বমন, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণের আবির্ভাব হয় ইহাও উহার অপর একটী দোষ বলিয়া পরিগণিত। পাকাশয়োপরি অহিফেনের যে ক্রিয়া, অন্ত্রোপরিও উহার সেই ক্রিয়া পরিদৃশ্যমান হয়। উহাদ্বারা অন্ত্রের রসস্রাব এবং সঞ্চলন (Movement) এতদুভয়েরই হ্রাস হওয়াতে উহা উদরাময় নিবারণ করে এবং সুস্থাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা উৎপাদন করিয়া থাকে। মর্ফিয়া (Morphia) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে কোন কোন ব্যক্তির মলের মৃত্তিকার ন্যায় বর্ণ হয় এবং প্রস্রাবও অতিশয় লোহিত বর্ণ ধারণ করে, এবং কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ অথবা পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে কিম্বা রেক্টাম্ (Rectum) মধ্যে প্রয়োগ করিলে অহিফেন ও মর্ফিয়া (Morphia) নিদ্রা-

কারক, আক্ষেপনিবারক, বেদনানিবারক সংকোচক প্রভৃতি উহাদের তাবৎ ক্রিয়াই প্রকাশ করে। স্থলবিশেষে আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অহিফেনের নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকটিত হয় না বটে, কিন্তু রেক্টাম্ (Rec.um) মধ্যে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে উহা উক্ত ক্রিয়াসাধনে পরাঙ্মুখ হয় না।

উদরস্থ হইলে কিম্বা পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে অহিফেনের বীর্য্যগুলি অনতিবিলম্বেই শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিলিত হয়। শোষিত হইলে উহাদের কোনরূপ রূপান্তর ঘটে না, যে হেতু যেরূপ প্রণালীতে প্রয়োজিত হউক না কেন উহারা একরূপ লক্ষণই প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহারা অহিফেনসেবনে অনভ্যস্ত, স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে তাহারা প্রথমতঃ মনোমধ্যে বিশেষ আনন্দানুভব করে, অতঃপর কিয়ৎকালমধ্যেই সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহাদের এতাদৃশ অল্প মাত্রায় নিদ্রাকর্ষণ না হয় তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি দূরীভূত হয়। উহা সেবনে নাড়ী প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ সবল ও দ্রুত ভাব ধারণ করে, অতঃপর অর্দ্ধ হইতে একঘণ্টাকালমধ্যে ঐ দ্রুতত্বের হ্রাস হয়। এতদ্দ্বারা বদনগহ্বর ও ফেরিংসের (Pharynx) শুষ্কতা জন্মে এবং সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু স্বেদক্ষরণ হইতে থাকে। কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় অর্থাৎ দুই তিন গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অহিফেন মানসিক প্রবৃত্তির উত্তেজনা সাধন করে, এবং উহার আনুসঙ্গিক কণীনিকা প্রসারিত হয় এবং শ্রবণ বিবরে বিবিধ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। রোগীর মনোমধ্যে নানাবিধ অস্বাভাবিক ও অসম্বদ্ধ চিন্তার উদয় হয় এবং কখন কখন সম্পূর্ণ চিত্তবিকার উপস্থিত হওয়াতে রোগী প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে। অতঃপর শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, মস্তকমধ্যে গুরুত্ববোধ, স্পর্শানুভবশক্তির হ্রাস, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াভাব, তন্দ্রা অথবা প্রগাঢ় নিদ্রা, কখন কখন উহার সহিত নাসিকাধ্বনি, নিদ্রিতাবস্থায় বহুবিধ স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি লক্ষণনিচয় প্রকাশমান হয়। এতদবস্থায় নাড়ীর গতি ক্রমশঃ মৃদু ভাব ধারণ করে।

অহিফেন সকলে সমভাবে সহ্য করিতে পারে না। উহা সেবন করিলে যে সকল লক্ষণের আবির্ভাব হয় ব্যক্তিবিশেষে তাহার বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর

হইয়া থাকে। অতি স্বল্প পরিমাণে উদরস্থ করতঃ কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে অনিতিকালমধ্যেই তাহাদের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইযা উঠে। মনোমধ্যে বিবিধ সুখকরী চিন্তার উদয় হওয়াতে কেহ কেহ অসীম আনন্দ অনুভব করে, কাহারও বা চিত্ত এককালীন দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। স্থলবিশেষে অহিফেনের উত্তেজক ক্রিয়া অধিকতর প্রতিভাত হয়, এবং ব্যক্তিবিশেষে উহার অবসাদক ক্রিয়ারই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ সহনশীল যে নাতি-স্বল্পাধিক মাত্রায সেবন করিলেও তাহারা উহাদ্বারা কদাপি আচ্ছন্ন হয় না অথবা তন্দ্রাবোধ করে না, ফলতঃ তাহাদের এতদূর শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা ও স্ফূর্ত্তি জন্মে যে সেই প্রলোভনে চিরকালের জন্য তাহারা অহি-ফেনের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। কেহ কেহ অতি স্বল্প মাত্রায় সেবন করতঃ এতা-দৃশ অস্থির ও উন্মত্ত হয় যে এককালীন নিদ্রাবিরহিত হইযা নিরন্তর প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে।

বিষমাত্রায় সেবন করিলে অহিফেন প্রথমতঃ উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে বটে, কিন্তু কিয়ৎকালমধ্যেই রোগী নিদ্রাপরবশ হইয়া পড়ে। শিরো ঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, কখন কখন বিবমিষা, বমন প্রভৃতি লক্ষণের আবির্ভাব হয়; মস্তিষ্ক কোনএকটি গুরুপদার্থদ্বারা সঙ্কাপিত বলিয়া বোধ হয় এবং রোগী এতাদৃশ তন্দ্রাতুর হয় যে কিছুতেই নয়নোন্মীলনে সমর্থ হয় না। এই তন্দ্রা ক্রমশঃ প্রগাঢ় নিদ্রায পরিণত হয় এবং অবশেষে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা লাভ করে। এই সময় শ্বাসক্রিয়া উত্তরোত্তর মৃদু হইতে থাকে, শ্বাসকার্য্যসম্পাদনকালে নাসিকাধ্বনি হয় এবং দেহস্থ শিরাসকল স্ফীত হইয়া উটে, কণীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া সূচিকাগ্রবৎ সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করে, বদনগহ্বর হইতে ফেণা নির্গত হয়, ক্রমশঃ রোগীর গলাধঃকরণশক্তি অন্তর্হিত হয়, দেহস্থ পেশীসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে, এবং কখন কখন কোন কোনে রোগীর পৈশিক আক্ষেপও দৃষ্টিগোচর হয়। ঈদৃশ অজ্ঞানা-বস্থা হইতে কোন ক্রমেই রোগীর চৈতন্যসম্পাদন করা যায় না। প্রথমতঃ নাড়ী স্থূল ও বলবতী থাকে, অতঃপর ক্রমশঃ উহা সূক্ষ্ম, হীনবল, কোমল, কম্প্রেসিবল্ (Compressible) ও সূত্রবৎ অনুভূত হয় গলাভ্যন্তরে

মিউকাস্ (Mucus) সঞ্চিত হওয়াতে শ্বাসক্রিয়ার সহিত ঘর্ ঘর্ ধ্বনি হইতে থাকে এবং অবশেষে উক্ত ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়াতে রোগী মানবলীলা সম্বরণ করে। অহিফেন দেহমধ্যে প্রবেশ করতঃ বিষক্রিয়া প্রকাশ করিলে কখন কখন অন্যান্য কতিপয় লক্ষণ আবির্ভূত হয়, যথা উদরাময়, অপরিমিত মূত্রস্রাব, কন্ভাল্সন্ (Convulsion), টঙ্কার, কণীনিকার প্রসরণ, কখন বা একটীর প্রসরণ ও অপরটীর সংকোচন, চর্ম্মের শুষ্কতা ও কণ্ডূয়ন ইত্যাদি।

অহিফেন সেবনে যে অজ্ঞানতা উপস্থিত হয় উহা সুরাপানজনিত অজ্ঞানতা, এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) অথবা ইউরিমিক্ কোমা (Uræmic Coma) বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। সুরাপানজনিতঅজ্ঞানতা হইতে উহাকে পৃথক্ করিবার উপায় এই যে প্রথমতঃ উহাতে প্রশ্বাসবায়ু এবং উদ্গীরিতপদার্থের সহিত অহিফেনের গন্ধ নির্গত হয়, কিন্তু সুরাজনিত অজ্ঞানতায় সুরার গন্ধই নিঃসৃত হইতে থাকে; দ্বিতীয়তঃ উহাতে যদিও রোগী অতীব মৃদুস্বরে বাক্যোচ্চারণ করে বটে, তথাপি তাহাকে যে প্রশ্ন করা যায় সে তাহার যথোচিত ন্যায়সঙ্গত প্রত্যুত্তর প্রদান করে, কিন্তু সুরাজনিত অজ্ঞানতায় রোগী অস্পষ্ট প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে, তৃতীয়তঃ উহাতে কণীনিকাদ্বয় সংকুচিত হয়, কিন্তু সুরাজনিত অজ্ঞানতায় উহারা প্রসারিত থাকে; এবং চতুর্থতঃ রোগীর আত্মীয় স্বজনের নিকট রোগীর পূর্ব্বাপর অবস্থার বিষয় শ্রবণ করিলেই সুরা অথবা অহিফেনজনিত অজ্ঞানতা তাহা অনায়াসেই স্থির করা যাইতে পারে।

এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) হইতে উহাকে পৃথক্ করিবার উপায় এই যে প্রথমতঃ এই রোগে রোগী অকস্মাৎ অজ্ঞানতাপ্রাপ্ত হয় এবং কখন কখন রোগী হতজ্ঞান হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শিরঃপীড়া অনুভব করে, কিন্তু অহিফেনজনিত অজ্ঞানতা অকস্মাৎ উপস্থিত হয় না; দ্বিতীয়তঃ এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগেরই হইতে দেখা যায়; তৃতীয়তঃ এই রোগে কণীনিকা প্রসারিত হয়, কিন্তু অহিফেনদ্বারা উহা সংকুচিত হইয়া থাকে; এবং চতুর্থতঃ এই রোগে রোগীর প্রশ্বাসবায়ুর সহিত অহিফেনের গন্ধ নিঃসৃত হয় না, যাহা অহিফেনজনিত অজ্ঞানতায় হইয়া থাকে।

অহিফেনজনিত অজ্ঞানতা ইউরিমিক্ কোমা (Uræmic Coma) বলিয়াও ভ্রম হইতে পারে। সচরাচর কিড্নির (Kidney) পীড়াবশতঃ ইউরিমিক্ কোমা (Uræmic Coma) উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু উহার সহিত ড্রপ্সি (Dropsy) বর্ত্তমান থাকাতে উহা অহিফেনজনিত কোমা (Coma) বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে স্থানে ইউরিমিক্ কোমার (Uræmic Coma) সহিত ড্রপ্সি (Dropsy) না থাকে সেই স্থানেই উহা অহি-ফেন জনিত কোমা (Coma) অথবা ইউরিমিক্ কোমা (Uræmic Coma) তাহা চিকিৎসকের বিচার্য্য। যাহা হউক উহা অনায়াসেই স্থির করা যাইতে পারে; যে হেতু ইউরিমিক্ কোমা (Uræmic Coma) হইলে রোগীর প্রস্রাবে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) বর্ত্তমান থাকে এবং ইউরিয়া (Urea) দেখিতে পাওয়া যায় না, রোগীর কণীনিকা প্রসারিত হয়, এবং আর্টিরিয়াল্ টেন্‌সনের (Arterial Tension) বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ অহিফেন জনিত কোমাতে (Coma) বর্ত্তমান থাকে না।

পন্‌স্ ভেরোলিয়াই (Pons Varolii) মধ্যে শোণিতস্রাব হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় উহা অহিফেনের বিষলক্ষণের ন্যায়। এই দ্বিবিধা বস্থাতেই রোগীর চৈতন্যের লোপ হয়, কণীনিকা প্রসারিত হয়, শ্বাসক্রিয়া মৃদু ভাব ধারণ করে এবং উহার সহিত নাসিকাধ্বনি হইতে থাকে, যাহাকে ষ্টার্টারাস্ ব্রীদিং (Stertorous Breathing) কহে। অতএব লক্ষণদ্বারা এতদুভয়কে পৃথক্ করা নিতান্ত অসম্ভব, শবদেহ ব্যবচ্ছেদদ্বারা পরীক্ষা না করিলে মৃত্যুর যথার্থ কারণ নির্ণয় করা যায় না।

আত্মহত্যাভিলাষে কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে প্রথমতঃ উহাকে সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক (Sulphate of Zinc) অথবা লবণ ও উষ্ণোদক প্রয়োগ করতঃ বমন করাইয়া পাকস্থলী হইতে উক্ত বিষ উত্তোলন করা কর্ত্তব্য; অতঃপর রোগীর পাকাশয়মধ্যে ষ্টমাক্ পাম্প্ (Stomach Pump) প্রবেশ করাইয়া উক্ত স্থান ধৌত করা বিধেয়। রোগী নিতান্ত নিদ্রাতুর হইলে উহাকে ধারণ করতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করান এবং উগ্র কফি মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগীর শিরোদেশে সুশীতল সলিলধারা বর্ষণ করা এবং শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে কৃত্রিম উপায়াবলম্বনে শ্বাসক্রিয়া

সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনেকে ঈদৃশাবস্থায় রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালন এবং পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে এট্রোপিয়া (Atropia) প্রয়োগ করেন। কোন কোন চিকিৎসক উহাতে ব্রাণ্ডি (Brandy) প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু উহাদ্বারা সচরাচর অপকার সংঘটিত হইয়া থাকে।

স্বল্প মাত্রায় সেবন করিলে অহিফেন উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উহাদ্বারা হৃৎপিণ্ডক্রিয়া বলবতী হওয়াতে নাড়ী স্থূল ও সবল হয় এবং চর্ম্ম-নিম্নস্থ ধমনীশাখামধ্যে শোণিতগতি বেগবতী হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গ ঈষদুত্তপ্ত হইয়া থাকে। রোগীর প্রশ্বাসবায়ু উষ্ণ ভাব ধারণ করে, কর্ণকুহরমধ্যে ও বদনগহ্বরে উত্তাপ অনুভূত হয়, রোগীর গাত্র স্পর্শ করিলে হস্তদ্বারা শারীরিক উত্তাপ স্পষ্টই অনুভব করা যায়, বস্তুতঃ রোগীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের যে বৃদ্ধি হয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই হৃৎপিণ্ডোত্তেজক ক্রিয়ার সহিত অহিফেনের অপরাপর ক্রিয়াও পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। উদরস্থ হইলেই উহা পাকস্থলীমধ্যে স্থানিক সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং উক্ত স্থান হইতে অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিলে তথায়ও উহার উক্ত ক্রিয়া প্রকটিত হয়। ঈদৃশ স্থানিক সংকোচক ক্রিয়ার জন্য অহিফেন চিরপ্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির উপরও উহার ঐ ক্রিয়ার অসদ্ভাব নাই, যে হেতু আমরা দেখিতে পাই যে পাকযন্ত্র হইতে শোষিত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিলিত হইলে উহা-দ্বারা শ্লেষ্মা, মূত্র, লাল প্রভৃতির স্রাবের ন্যূনতা ঘটে। এইরূপে যদিও অহিফেন বলবৎ সংকোচক বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত, তথাপি উহার ঘর্ম্মস্রাবনিবারণে সামর্থ্য নাই, ফলতঃ এতদ্দ্বারা উহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অল্প মাত্রায় সেবনে অহিফেনের উত্তেজক গুণে কামরিপুর বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অধিক মাত্রায় অথবা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে উহা কামনাশক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা মোটার ও সেন্সরি স্নায়ুবর্গের (Motor And Sensory Nerves) উগ্রতা অপহৃত হওয়াতে উহা উগ্রতাহারক, আক্ষেপ-নিবারক ও বেদনানিবারক বলিয়া পরিচিত।

সুস্থাবস্থায় অহিফেনদ্বারা প্রস্রাবের সলিলাংশ এবং ইউরিয়ার (Urea)

পরিমাণের লাঘব হয়। সম্ভবতঃ অহিফেন ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বিকৃতি উৎপাদন করাতে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। কখন কখন এতদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র ঘটে, এবং কদাচিৎ বা এককালীন মূত্ররোধ হয়।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে দেশ ও জাতিভেদে এবং ব্যক্তিবিশেষে অহিফেনের ক্রিয়ার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের উপর যেমন উহার ক্রিয়া অধিকতর বলবতী, বৃদ্ধাপেক্ষা বালকদিগের উপরও তদ্রূপ। এতদ্ব্যতীত ব্যাধিবিশেষে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই উহা সহজে সহ্য করিতে পারে, যে হেতু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে কোন বেদনাদায়ক পীড়ায় উহা যে পরিমাণে সেবন করতঃ রোগী অনায়াসে সহ্য করে, অন্য কোন পীড়ায় সে পরিমাণে প্রয়োগ করিলে রোগী স্বল্পকালমধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অভ্যাস থাকিলে অহিফেন অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়।

অহিফেনের বীর্য্য স্তনদুগ্ধের সহিত সন্তানোদরে প্রবেশকরতঃ বিষক্রিয়া প্রকাশ করাতে কখন কখন কোন কোন বালকের প্রাণ নষ্ট হয়, এতজ্জন্য প্রসূতিকে সাতিশয় সাবধানতাসহকারে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অহিফেন মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত দেহাভ্যন্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

স্বল্প মাত্রায় অহিফেন যেরূপ উত্তেজক, উহার বীর্য্য মর্ফিয়া (Morphia) সেরূপ নহে। মর্ফিয়া (Morphia) অপেক্ষা অহিফেন অধিকতর সংকোচক এবং অধিকতর ঘর্ম্মকারক। অহিফেন সেবন করিলে যেরূপ শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা ও বিবমিষা জন্মে মর্ফিয়া (Morphia) দ্বারা সেরূপ জন্মে না।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে অহিফেন অপেক্ষা কোডিয়ার (Codeia) নিদ্রাকারক ক্রিয়া অধিক। অহিফেন সেবনেও নিদ্রাকর্ষণ হয় বটে, কিন্তু উহাদ্বারা বিবমিষা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরঃপীড়া এবং অজীর্ণতা ঘটে, কোডিয়া (Codeia) দ্বারা তাহা সংঘটিত হয় না। কেহ কেহ বলেন যে কোডিয়ার (Codeia) নিদ্রাকারক ক্রিয়া নাই।

নার্সিন্ (Narcein) নিদ্রাকারক ও অবসাদক বলিয়া পরিচিত। এতদ্বারা ক্ষুধামান্দ্য ও বিবমিষা জন্মে বটে, কিন্তু উহা বমন, শিরঃপীড়া, ঘর্ম্মস্রাব, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণের সৃষ্টি করে না, বরং অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে

রোগীর উদরাময় জন্মে। অনেকে বলেন যে উহা মর্ফিয়া (Morphia) অপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ক; কিন্তু কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। অহিফেনের যে সকল এল্‌কালয়েড্ (Alkaloid) আছে তন্মধ্যে কেবল নার্সিন্ (Narcein) দ্বারা পৈশিক আপেক্ষ সংঘটিত হয় না। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে যদিও নার্সিন্ (Narcein) নিদ্রাকারক বটে, তথাপি উহার উক্ত ক্রিয়া মর্ফিয়াপেক্ষা (Morphia) অনেকাংশে নিকৃষ্ট। উল্লিখিত ক্রিয়ার জন্য উহার ব্যবহারও তাদৃশ প্রচলিত নহে, যে হেতু উহা অদ্রবণীয় বলিয়া চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগোপযোগী নহে। অধিকন্তু আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও উহার উক্ত ক্রিয়া লক্ষিত হয় না, এমন কি ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলেও হৃৎপিণ্ড, নাড়ী, কণীনিকা, প্রস্রাব, শ্বাসক্রিয়া, ঘর্ম্মস্রাব, নিদ্রা প্রভৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

কথিত আছে যে এক হইতে তিন গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে নার্কটিন্ (Narcotine) পর্য্যায়নিবারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। কেহ কেহ বলেন যে উক্ত ক্রিয়ার জন্য উহা কুইনাইন (Quinine) অপেক্ষাও অধিকতর ফলপ্রদ। নার্কটিনের (Narcotine) অন্যান্য ক্রিয়াসম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহা যে নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে না তাহা স্থির, কিন্তু এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ নাড়ী দ্রুত ও বলবতী হয় এবং কিয়ৎকাল পরে উহা ইরেগুলার (Irregular) হইয়া থাকে, এবং উহা শারীরিক উত্তাপের বৃদ্ধি এবং শ্বাসক্রিয়ার দ্রুতত্ব উৎপাদন করে। কেহ কেহ বলেন যে স্বল্প মাত্রায় উহা প্রথমতঃ অহিফেনের ন্যায় উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে বটে, কিন্তু উহাদ্বারা কণীনিকা সংকুচিত হয় না এবং বিবমিষা জন্মে না। যাহা হউক উহার ক্রিয়া অদ্যাবধি বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই।

প্যাপেভারিন্ (Papaverine) বলবৎ নিদ্রাকারক বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু অহিফেনের ন্যায় প্রথমতঃ উহা উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করে না এবং পরেও শীরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন উৎপাদন করে না। এতদ্দ্বারা কণীনিকা সংকুচিত হয়, এবং যৎকালে রোগীর নিদ্রাকর্ষণ হয় তৎকালে নাড়ীর দ্রুতত্ব সাতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে উহা নিদ্রা-

কারক বটে, কিন্তু উহাদ্বারা কণীনিকা প্রসারিত হয়, এবং নাড়ী, শ্বাসক্রিয়া এবং শারীরিক উত্তাপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না।

অহিফেনের এল্‌কালয়েড্‌গুলির (Alkaloids) বিষয় ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা কথিত হইল তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, যে হেতু উহাদের ক্রিয়া সকল সময়ে একরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ হইবার কারণ এই যে প্রথমতঃ ঐ সকল এল্‌কালয়েড্ (Alkaloid) সচরাচর বিশুদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়তঃ অনেক সময়ে একটী এল্‌কালয়েড্ (Alkaloid) অপরটীর সহিত মিশ্রিত থাকে, এবং তৃতীয়তঃ জন্তুদিগের উপর উহারা যে রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে মানবজাতির উপর সেরূপ করে না, মনুষ্যের উপর উহাদের অন্যবিধ ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। মানবজাতিসম্বন্ধে মর্ফিয়া (Morphia) অতীব তেজস্কর বিষময় পদার্থ বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু জন্তুবর্গের উপর উহা সেরূপ নহে; তদ্রূপ জন্তুদিগের সম্বন্ধে থিবেয়া (Thebaia) যেরূপ বিষাক্ত পদার্থ মানবজাতির উপর সেরূপ নহে। অপিচ নার্সিন্ (Narcein) জন্তুদিগের উপর যেরূপ নিদ্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে মানবজাতির উপর তদ্রূপ করে না, ফলতঃ উক্ত ক্রিয়াসম্বন্ধে উহা মর্ফিয়া (Morphia) অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

মর্ফিয়া (Morphia) সেবন করিলে কখন কখন শরীরের স্থানে স্থানে হামরোগের ন্যায় একপ্রকার র‍্যাস্ (Rash) নির্গত হয় এবং সময়ে সময়ে উহার সহিত এতাদৃশ কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয় যে রোগী একান্ত অস্থির হইয়া পড়ে।

অহিফেনের ক্রিয়া—স্থানিক প্রয়োগে স্নায়বীয় উগ্রতাহারক, আক্ষেপ নিবারক, সংকোচক ও বেদনানিবারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সংকোচক, ঘর্ম্মকারক, বেদনানিবারক, নিদ্রাকারক, কণীনিকাসংকোচক, আক্ষেপ নিবারক ও স্নায়বীয় উগ্রতাহারক। স্বল্প মাত্রায় উত্তেজক, অধিকমাত্রায় অবসাদক এবং অত্যধিক মাত্রায় বিষক্রিয়াজনক।

থিরা। বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্য অহিফেন বিবিধ প্রকারে স্থানিক-রূপে ব্যবহৃত হয়। চর্ম্মোপরি অথবা দেহাভ্যন্তরে কোনস্থানে প্রদাহ জন্মিলে পপি হেড্ (Poppy Head) অর্থাৎ পোস্তের ঢেঁড়ির সহিত জল উত্তপ্ত করতঃ

সেই জলের সেক দিলে, কিম্বা অহিফেনের টিংচার (Tincture) পুলটীসের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে, অথবা উহার লিনিমেণ্ট্ (Liniment) মর্দ্দন করিলে অহিফেন দেহমধ্যে শোষিত হইয়া বেদনা নিবারণ করে। উল্লিখিত প্রকারে স্থানিক প্রয়োগ করিলে কখন কখন উহা এতাদৃশ অধিক পরিমাণে শরীরমধ্যে প্রবেশ করে যে তদ্দ্বারা রোগীর নিদ্রাকর্ষণ হয়। মর্দ্দন করিলে উহা যত শীঘ্র শোষিত হয় অন্য কোনরূপ স্থানিক প্রয়োগে উহা তত শীঘ্র শোষিত হয় না। তজ্জন্য মাইযাল্জিয়া (Myalgia), নিউরাল্জিয়া (Neuralgia), প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) প্রভৃতি বিবিধ বেদনাদায়ক পীড়াতে উহার লিনিমেণ্ট্ (Liniment) চিকিৎসকেরা সচরাচর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ক্ষতস্থানদ্বারা উহা অধিক পরিমাণে শোষিত হয় বলিয়া বেদনা নিবারক ক্রিয়ার জন্য ব্লিষ্টারক্ষতে (Blistered Surface) অথবা ক্যান্সার ক্ষতে (Cancerous Sore) অহিফেন কিম্বা মর্ফিয়া (Morphia) প্রয়োজিত হয়। মর্ফিয়া (Morphia) গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) দ্বারা দ্রবীভূত করতঃ ক্যান্সারের (Cancer) ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিলে বেদনার অনেক লাঘব হইয়া থাকে।

বেদনানিবারক ক্রিয়া এবং আক্ষেপনিবারক, নিদ্রাকারক প্রভৃতি অপরাপর ক্রিয়ার জন্যও অহিফেনের বীর্য্য মর্ফিয়া (Morphia) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োজিত হয়। আভ্যন্তরিক সেবনে অহিফেনদ্বারাও উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয় বটে, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা, ক্ষুধামান্দ্য, শিরঃপীড়া, বিবমিষা প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ উহা উৎপাদন করে মর্ফিয়া (Morphia) দ্বারা তাহা আবির্ভূত হয় না; অধিকন্তু পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে মর্ফিয়া (Morphia) যেরূপ আশু ফলপ্রদান করে আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সেরূপ করে না, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মর্ফিয়া (Morphia) সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিচকারীর জন্য সাধারণতঃ উহা $\frac{1}{6}$ হইতে $\frac{1}{4}$ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োজিত হয়।

বিবিধ বেদনাদায়ক ব্যাধিতে মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী বিশেষ উপকারী। সায়েটিকা (Sciatica), লাম্বেগো (Lumbago), গ্রন্থিবাত, বিবিধ স্থানের নিউরাল্জিয়া (Neuralgia), প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia),

বিলিয়ারি, ইণ্টেষ্টাইনাল্ অথবা রেনাল্ কলিক্ (Biliary, Intestinal or Renal Colic), দন্তশূল (Toothache), এমন কি প্লুরিসি (Pleurisy) ও নিউমোনিয়া (Pneumonia) পীড়ার বেদনাও এতদ্দ্বারা দূরীভূত হয়। সায়েটিকা (Sciatica), স্নায়ুশূল প্রভৃতি পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এক অথবা দুইবার উহার পিচকারী ব্যবহারে রোগ এককালীন অপসারিত হয় না, এরূপ স্থলে উহা সপ্তাহে দুই তিন দিবস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্যও মর্ফিয়া (Morphia) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত হয়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগাপেক্ষা চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে উহা অপেক্ষাকৃত সত্বর ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং উহা তাদৃশ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। তরুণ উন্মাদরোগে এবং ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens), কোরিয়া (Chorea) প্রভৃতি পীড়াতে উহার পিচকারী নিদ্রোৎপাদন করতঃ রোগীর স্বচ্ছন্দতাসম্পাদনে অতীব উপযোগী। ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) পীড়ায় হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল্ (Hydrate of Chloral), ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম্ (Bromide of Potassium) প্রভৃতি নিদ্রাকারক ঔষধ ব্যবহারে ফললাভ না হইলেও একবার মাত্র মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী ব্যবহারে রোগী সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ কোরিয়ারোগেও (Chorea) উহাদ্বারা তুল্য ফল লাভ করা যায়। ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) পীড়াজনিত অনিদ্রাও উহাদ্বারা দূরীভূত হয়। বহুবিধ বেদনাদায়ক পীড়ায় মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী প্রয়োগ করিলে যেমন বেদনা নিবারিত হয় তদ্রূপ নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে রোগী সুস্থতা লাভ করে।

হৃৎপিণ্ডপীড়ায় সাতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে কোন কোন চিকিৎসক মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী প্রয়োগ করতঃ বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে দেহস্থ প্রধান প্রধান শোণিতপ্রণালীর পীড়াবশতঃ যথা এনিউরিজ্‌ম্ (Aneurism), এবং এঞ্জাইনা পেক্টোরিস্ (Angina Pectoris), অথবা বক্ষঃগহ্বরমধ্যে অর্ব্বুদের উদ্ভববশতঃ নিরতিশয় যন্ত্রণা মর্ফিয়া (Morphia) দূরীকরণে সমর্থ। হৃৎপিণ্ডপীড়ায় যে শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে তদ্দ্বারা রোগী নিরন্তর অস্থির হওয়াতে এককালীন নিদ্রাবিরহিত হইয়া

দিন দিন হীনবল হইতে থাকে ; মর্ফিয়া (Morphia) উক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র দূর করাতে রোগী সুখে নিদ্রা যাইয়া স্বল্পকালমধ্যেই সুস্থতা লাভ করে। অধিকন্তু মর্ফিয়া (Morphia) দ্বারা হৃৎপিণ্ডক্রিয়া বলবতী হয় এবং বদনমণ্ডল ও ফুস্‌ফুসের (Lungs) রক্তাধিক্য দূরীভূত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে হৃৎপিণ্ডের এঅর্টিক্ (Aortic) পীড়াপেক্ষা মাইট্রাল্ (Mitral) পীড়াতেই উহা অধিকতর ফলপ্রদ। হৃৎপিণ্ডপীড়ায় যান্ত্রিক বিকৃতি ও রক্তচলাচলের ব্যাঘাতবশতঃই যে শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে এমত নহে, উহাতে সার্ব্বাঙ্গিক শোথের আবির্ভাব হওয়াতেও উক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ; কিন্তু উক্ত যন্ত্রের যান্ত্রিক পীড়াজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র সময়ে সময়ে, অর্থাৎ রোগী নিদ্রিতাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং শোথজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্র অহোরাত্র সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। এতদুভয়বিধ শ্বাসকৃচ্ছ্রমধ্যে প্রথমোক্তটী মর্ফিয়া (Morphia) দ্বারা দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু শেষোক্তটী উহা নিবারণ করিতে অসমর্থ। হস্তপদাদির স্থানে স্থানে ছুরিকাদ্বারা কিঞ্চিৎ কর্ত্তন করিলে সঞ্চিত রস নিঃসৃত হওয়াতে স্ফীতির লাঘব এবং শেষোক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রও কথঞ্চিৎ নিবারিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডপীড়ায় রোগী শোথগ্রস্ত হইলে, বিশেষতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রের আধিক্য, হস্তপদাদির স্ফীতি, মুখমণ্ডল, নাসিকা, কর্ণ, অঙ্গুলি-প্রভৃতির নীলিমাবর্ণ, গ্রীবাদেশে যুগুলার শিরাদ্বয়ের (Jugular Veins) স্ফীতি, নাড়ীর ক্ষীণত্ব, দ্রুতত্ব, ও ইরেগুলারিটি (Irregularity) প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে অনেকে শ্বাসকৃচ্ছ্রনিবারণার্থ মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী প্রয়োগ করিতে সাহস করেন না। তাঁহারা বলেন যে এতাদৃশা-বস্থায় উহা প্রয়োগ করিলে সহসা হৃৎপিণ্ডক্রিয়া নিস্তেজ হওয়াতে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই, ফলতঃ উল্লিখিতাবস্থাতেও মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী ব্যবহার করিলে রোগীর পক্ষে অনিষ্টসম্ভাবনা দূরে থাকুক, স্বল্পকালমধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে যন্ত্রণার এতাদৃশ লাঘব হয় যে রোগী এতদ্দ্বারা পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঈদৃশাবস্থায় মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী প্রয়োগ করিলে রোগীর নাড়ীর দ্রুতত্বের লাঘব ও উহা বলবতী হয়, শ্বাসকৃচ্ছ্র জনিত কষ্ট নিবারিত হয়, নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে রোগী সুস্থতা লাভ করে, ক্ষুধা

ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং রোগীর শরীরে ক্রমশঃ বলাধান হইতে থাকে। এতদুদ্দেশে মর্ফিয়া (Morphia) $\frac{১}{৬}$ গ্রেণ মাত্রায় সপ্তাহে দুই তিন বার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, পরে ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করতঃ $\frac{১}{৪}$ গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অন্যান্য বহুবিধ ব্যাধিতেও মর্ফিয়া (Morphia) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রয়োজিত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে গর্ভাবস্থায় অথবা অন্য কোন কারণে দুর্নিবার্য্য বমন হইলে মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারীদ্বারা উহা নিবারিত হইয়া থাকে। হিক্কাপ্ (Hiccup) নিবারণেও উহা বিশেষ উপযোগী। যে স্থলে অন্য কোন ঔষধদ্বারা ফললাভ না হয় সেস্থলে একবার মাত্র মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী প্রয়োগ করিলেই রোগী অনতিবিলম্বে সুস্থতা লাভ করে। কথন কথন প্রসবকালীন কন্‌ভাল্‌সনেও (Puerperal Convulsion) উহা প্রতিকারসাধন করিয়া থাকে। অনেকে বলেন যে জরায়ুমুখের (Os Uteri) কাঠিন্যবশতঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে বিলম্ব হইলেও এতদ্ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। বিসূচিকারোগে মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী অতীব ফলদায়ক বলিয়া চিকিৎসকসমাজে পরিচিত। দেশান্তরে অনেকে উহা উক্ত পীড়ার কলাপ্‌স্ (Collapse) অবস্থায় ব্যবস্থা করিয়াও ফললাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে এতদ্দ্বারা বমন ও পৈশিক আক্ষেপ নিবারিত হয়, চর্ম্ম উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হইতে থাকে, রোগী সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কিয়ৎকালমধ্যেই মণিবন্ধে নাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করে। এতদুদ্দেশে সচরাচর $\frac{১}{৮}$ হইতে $\frac{১}{৪}$ গ্রেণ মাত্রায় মর্ফিয়া (Morphia) এক অথবা দুই বার মাত্র পিচকারী স্বরূপ ব্যবহার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় বলিয়া তাঁহাদিগের বিশ্বাস। তাঁহারা আরও বলেন যে উহা উক্ত পীড়ার প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগীর সচরাচর স্বল্পকালমধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হয়, এবং নিদ্রাভঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে। কেহ কেহ বালকদিগের বিসূচিকারোগেও উল্লিখিত চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করেন।

মর্ফিয়া (Morphia) দ্বারা বিসূচিকার চিকিৎসাসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা কথিত হইল উহা যদিও শীতপ্রধান দেশের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে যথার্থ বটে, কিন্তু প্রকৃত ভারতবর্ষীয় বিসূচিকাপীড়ায় (True Asiatic Cholera)

মর্ফিয়া (Morphia) যে বাস্তবিক ফলপ্রদ তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে না। উদরাময় অথবা বিসূচিকাব্যঞ্জক উদরাময়রোগে (Choleraic Diarrhoea) অহিফেন কিম্বা মর্ফিয়া (Morphia) প্রয়োগে পীড়া প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় যথার্থ বিসূচিকারোগে উহা অপকারী বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। ক্লোরোডাইন (Chlorodyne) নামক ঔষধে মর্ফিয়া (Morphia) বর্ত্তমান থাকাতে অনেকে উহা উদরাময় এবং বিসূচিকাতেও ব্যবহার করেন। এতদ্দারা উদরাময় নিবারিত হয় বটে, কিন্তু উহা প্রকৃত বিসূচিকায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে উদরাধ্মান ও প্রভূত ঘর্ম্মস্রাব হওয়াতে রোগী অনতিবিলম্বেই শমনসদনে গমন করে। যাহাহউক অহিফেন, মর্ফিয়া (Morphia) অথবা উহাদিগের কোন প্রয়োগরূপ ভারতবর্ষীয় বিসূচিকাপীড়ায় যে অপকারী তাহা বহুদর্শিতাদ্বারা অনেকেই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

স্বল্প মাত্রায় মর্ফিয়া (Morphia) পিচকারীদ্বারা চর্ম্মনিম্নে প্রয়োগ করিলে রক্তোৎকাশরোগে (Hœmoptysis) উপকার দর্শে। মেলাঙ্কোলিয়াপীড়ায় (Melancholia) উহা অতীব ফলদায়ক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। বারৈকমাত্র উহার পিচকারী প্রয়োগ করিলে রোগীর বিষণ্ণতা এবং শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা এককালীন দূরীভূত হয়। উহার বদনমণ্ডলে হর্ষচিহ্ন প্রতিভাত হয়, রোগী সস্মিতমুখে সকলের সহিত সদালাপ করে, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে ভীত বা বিরক্ত হয় না, এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হওয়াতে নিয়মিতরূপে আহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। উক্ত পীড়ায় এই রূপে মর্ফিয়া (Morphia) প্রয়োগ করিলে রোগী ক্রমশঃ উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু উহা-দ্বারা যে পরিমাণে উপকার লাভ হয় তাহা বিবেচনা করিলে মর্ফিয়া (Morphia) সেবনে অভ্যস্ত হওয়া একটী দোষ বলিয়া গণনা করা যায় না।

স্ফোটক, বিস্ফোটক, কার্ব্বাঙ্কল্ (Carbuncle) প্রভৃতির প্রথমাবস্থায় অহিফেন স্থানিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদুদ্দেশে অহিফেনের এক্স্‌ট্রাক্ট (Extract) স্বল্পপরিমিত গ্লিসিরিণের (Glycerine) সহিত মিশ্রিত করতঃ নবজাত স্ফোটকাদির উপর প্রত্যহ তিন চারি বার প্রলেপস্বরূপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দারা প্রদাহজনিত স্ফীতি, বেদনা প্রভৃতি অনতিবিলম্বেই দূরীভূত হয় এবং রোগী স্বচ্ছন্দতা লাভ করে।

উল্লিখিত মিশ্র প্রয়োগ করিবার পর পারদ, অহিফেন ও সাবান তুল্যাংশে মিশ্রিত করতঃ একখণ্ড চর্ম্মোপরি (Leather) সংস্থাপন করিয়া প্লাষ্টার (Plaster) প্রস্তুত করিবে এবং ঐ প্লাষ্টার (Plaster) দ্বারা প্রদাহিত স্থান আবৃত করিয়া রাখিবে। যদ্যপি স্থলবিশেষে স্ফোটকাদিমধ্যে পূয়োৎপত্তি হয় তাহা হইলে উক্ত প্লাষ্টারের (Plaster) মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করতঃ অস্ত্রোপচারদ্বারা পূয় বহিষ্কৃত করিয়া তদুপরি ক্ষুদ্রাকার পুলটীস প্রয়োগ করিবে।

কণীনিকাসংকোচক ক্রিয়ার জন্য নয়নমধ্যে অহিফেনের স্থানিক প্রয়োগ প্রচলিত নহে। এতদুদ্দেশে ফাইজষ্টিগ্মার (Physostigma) বীর্য্য ইসিরিন্ই (Esserine) সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কঞ্জাংটিভাইটিস (Conjunctivitis) পীড়ায় কঞ্জাংটাইভার (Conjunctiva) প্রদাহবশতঃ যে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তদ্দূরীকরণার্থ অনেকে ভাইনাম্ ওপিয়াই (Vinum Opii) নয়নমধ্যে স্থানিক প্রয়োগ করেন। এতদ্দ্বারা যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু আধুনিক ফার্মাকোপিয়া (Pharmacopœia) অনুসারে উক্ত ঔষধি যে সকল মশলাসহযোগে প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা চক্ষুঃপ্রদাহের লাঘব না হইয়া বরং উহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; তজ্জন্য উহা একান্তই ব্যবহার করিতে হইলে ১৮৬৪ খৃষ্টীয় অব্দের ফার্মাকোপিয়ার (Pharmacopœia) প্রণালী অনুসারে উহা প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভগ্ন অথবা কেরিজ্ (Caries) বশতঃ দন্তের পাল্প (Pulp) বহির্গত হইয়া পড়িলে উহার প্রদাহ জন্মে এবং বায়ুসংস্পর্শে নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; অহিফেন, ট্যানিন্ (Tannin) কিম্বা ক্রিয়োজোট্ (Creosote) সহযোগে উক্ত যন্ত্রণা ও প্রদাহ নিবারণে সবিশেষ তৎপর।

ব্যাধিবিশেষে গলাভ্যন্তরের উগ্রতাবশতঃ কখন কখন কাশপ্রকোপ এতাদৃশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে রোগী তজ্জন্য একান্ত অস্থির হইয়া পড়ে। এবম্বিধ কাশি যক্ষারোগেই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন লেরিংস্ (Larynx), ফেরিংস্ (Pharynx), টন্সিল্ (Tonsil) প্রভৃতির প্রদাহ হইতেও উহার উদ্ভব হইয়া থাকে। যক্ষারোগে গলাভ্যন্তর লোহিতবর্ণ ধারণ করে, এবং উক্ত স্থান প্রদাহিত ও ক্ষতসংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত স্থানের এবম্ভূত বিকৃতিবশতঃ কাশি সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ রজনীযোগে উহা এতাদৃশ অসহ্য হইয়া উঠে যে রোগী উপাধানে মস্তক বিন্যস্ত

করতঃ শয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে। উক্ত কাশপ্রকোপ নিবারণে মর্ফিয়া (Morphia) বিশেষ উপযোগী। গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) অথবা মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ গলাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে উহা উক্ত মিশ্রের গাঢ়ত্ব বশতঃ উল্লিখিত স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করাতে তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উগ্রতা থর্ব্বীভূত হয় সুতরাং কাশিও সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশে মর্ফিয়াব (Morphia) লজেঞ্জও (Lozenges) অনেকে ব্যবস্থা করেন। যক্ষাব্যতীত অন্য কোন কারণে এবম্বিধ কাশি উপস্থিত হইলেও মর্ফিয়া (Morphia) তন্নিবারণে সমর্থ। উহা নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মর্ফিয়া (Morphia) $\frac{1}{40}$ গ্রেণ, ক্লোরিক্ ইথার (Chloric Ether) তিন বিন্দু এবং গ্লিসিরিণ্ (Glycerine), সিরাপ্ অব্ লেমন্ (Syrup of Lemon) অথবা মধু একড্রাম একত্রে মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার্য্য। যাবৎ কাশির প্রকোপ নিবারিত না হয় তাবৎ উক্ত মিশ্র মধ্যে মধ্যে সেবন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এতাবৎ আমরা অহিফেন ও উহার বীর্য্য মর্ফিয়ার (Morphia) বাহ্য-ব্যবহারের বিষয় বর্ণন করিলাম, এক্ষণে উহাদিগের আভ্যন্তরিক প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ করাই আমাদের মন্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে গলাভ্যন্তরের উগ্রতাবশতঃ কাশপ্রকোপের বৃদ্ধি হইলে মর্ফিয়া (Morphia) তন্নিবারণে সবিশেষ তৎপর। যদিও মর্ফিয়ার (Morphia) এইগুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি চিকিৎসকেরা সাধারণ কাশরোগে, বিশেষতঃ ক্যাটার (Catarrh) ও ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) রোগে উহা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। ব্রঙ্কাইটিস্পীড়ায় (Bronchitis) শ্বাসনালীমধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে গাঢ় মিউকাস্ (Mucus) সঞ্চিত হইলে কাশবেগদ্বারা উহা অনায়াসে নিঃসারিত হয় না এবং নিশ্বাস-বায়ুও অবলীলাক্রমে ফুস্ফুস্ (Lungs) মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে এবং অম্লজান বাষ্পাভাবে দূষিত রক্ত সংশোধিত না হওয়াতে চর্ম্ম, নাসিকা, ওষ্ঠাধর প্রভৃতি নীলবর্ণ ধারণ করে। ঈদৃশাবস্থায় অহিফেন অথবা অন্য কোন নিদ্রাকারক ঔষধ নিতান্ত সাবধানতাসহকারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; যে হেতু উল্লিখিত ঔষধ সেবনে রোগীর নিদ্রাকর্ষণ

হইলে ব্রঙ্কিয়াল্ টিউব্‌মধ্যে (Bronchial Tube) মিউকাস্ (Mucus) আরও অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হওয়াতে শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলে অহিফেন ব্যবহার্য্য নহে। যে স্থলে আকর্ণন প্রণালীদ্বারা (By Auscultation) ফুস্‌ফুস্ মধ্যে (Lungs) মিউকাসের (Mucus) অস্তিত্বসূচক বিবিধ ধ্বনি শ্রুতিগোচর না হয়, অত্যল্প কাশবেগেই তরল মিউকাস (Mucus) বহির্নিঃসৃত হয়, শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবন্ধন রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, অথচ প্রবল কাশপ্রকোপ বর্ত্তমান থাকে, সেই স্থলেই অহিফেন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদবস্থায় উহা সেবন করিলে স্বল্পকালমধ্যেই কাশবেগ প্রশমিত হয়, সুতরাং কফস্রাবেরও লাঘব হইয়া থাকে। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে কাশাধিক্যবশতঃ ব্রঙ্কিয়াল্ টিউবের (Bronchial Tube) মিউকাস্ (Mucus) স্রাব পরিবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং অহিফেনদ্বারা কাশির শান্তি হইলে কফস্রাবও নিবারিত হয়। উল্লিখিত স্থানে অহিফেন উগ্রতাহারক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

ব্রণ অথবা বিস্ফোটকের উদ্ভব কিম্বা প্রদাহবশতঃ শ্রবণবিবরে যে বেদনা উপস্থিত হয় উহাও অহিফেনদ্বারা শাম্য। এতদুদ্দেশে তুল্যাংশে লডেনাম্ (Laudanum) এবং গ্লিসিরিণ্ (Glycerine) কর্ণকুহরমধ্যে প্রয়োগ করা এবং উষ্ণোদকের সেক দেওয়া বিধেয়। পেরটাইটিস্ (Parotitis) রোগে অথবা অন্য কোন গ্লাণ্ডের (Glands) প্রদাহে অহিফেন, এলোজ্ (Aloes) এবং বেলেডেনা (Belladonna) সহযোগে গ্লিসিরিণের (Glycerine) সহিত প্রলেপ স্বরূপ প্রয়োগ করিলে আশু বেদনা ও স্ফীতি দূরীভূত হয়।

পাকস্থলীর বিবিধ পীড়ায় উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত এবং তদানুসঙ্গিক বিবমিষা ও বমন হইলে অহিফেন অথবা উহার বীর্য্য মর্ফিয়া (Morphia) ব্যবহৃত হয়। পাকাশয়মধ্যে ক্যান্‌সার (Cancer) অথবা পুরাতন ক্ষতের অবস্থানবশতঃ যে বেদনা জন্মে অহিফেন তন্নিবারণে বিশেষ উপযোগী। অত্যধিক সুরাপাননিবন্ধন কথন কথন কোন কোন ব্যক্তির পাকস্থলীর পুরাতন প্রদাহ উপস্থিত হওয়াতে উদরমধ্যে বেদনা, বিবমিষা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি বহুবিধ কষ্টকর লক্ষণের আবির্ভাব হয়, ইহাতেও স্বল্প মাত্রায় অহিফেন

বলকারকঔষধসহযোগে অতীব উপকারী। গ্যাষ্ট্রোডিনিয়ার (Gastrodynia) সহিত বুকজ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে অনেকে অল্প মাত্রায় মর্ফিয়ার (Morphia) সহিত বিস্‌মাথ্ (Bismuth) প্রয়োগ করেন।

বেদনানিবারক, আক্ষেপনিবারক ও উগ্রতাহারক বলিয়া পাকাশয়ের পীড়ায় অহিফেন যেমন ফলপ্রদ, তদ্রূপ ঐ সকল ক্রিয়া এবং সংকোচকক্রিয়ার জন্য অন্ত্রের বহুবিধ পীড়াতেও উহা অতীব ফলদায়ক। তরুণ ও পুরাতন উদরাময়রোগে অহিফেন এবং উহার বীর্য্য মর্ফিয়া (Morphia) সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উল্লিখিত পীড়া উপস্থিত হইলে যাবৎ উহার কারণীভূত উগ্রতাসাধক পদার্থ (Irritant Substancc) অন্ত্র হইতে বহির্গত না হয় তাবৎ অহিফেন ব্যবস্থেয় নহে, উক্ত পদার্থ অন্ত্র হইতে নির্গত হইলেই উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। টিউবার্কিউলোসিস্ (Tuberculosis), রক্তামাশয় প্রভৃতি অন্যান্য যান্ত্রিক পীড়াসম্ভূত পুরাতন উদরাময়েও উহা মহোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। টাইফয়েড্ জ্বরের (Typhoid Fever) উদরাময়নিবারণেও উহা বিশেষ উপযোগী। উক্ত পীড়ায় উহার ব্যবহার চিরপ্রচলিত এবং উহা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। এতদ্বারা যে কেবল উদরাময় নিবারিত হয় এমত নহে, উহা অনিদ্রা ও ডিলিরিয়ম্ (Delirium) দূর করতঃ রোগীর স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করে। এতদুদ্দেশে উহা স্বল্প মাত্রায় রজনীযোগে প্রযোজ্য। কোন কোন ব্যক্তির ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়ার সহিত এক প্রকার উদরাময় জন্মে উহাও অহিফেন দূরীকরণে সমর্থ। এই উদরাময়ের লক্ষণ এই যে রোগী আহারের অব্যবহিত পরেই, এমন কি ভোজন ক্রিয়া সমাপন হইতে না হইতেই মলত্যাগ করে, এবং উহার সহিত ভুক্ত পদার্থ অজীর্ণ অথবা অর্দ্ধজীর্ণাবস্থায় নির্গত হয়। বিরেচনান্তে রোগী পুনরায় ক্ষুধা বোধ করে, এবং উহার এপিগ্যাষ্ট্রিক্ প্রদেশে (Epigastric Region) নিম্নতা দৃষ্ট হয়। এই নিম্নতা আহার করিবামাত্র দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু ভেদ হইবামাত্র পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আহারকালে অথবা উহার অব্যবহিত পরে ভিন্ন অন্য কোন সময়ে উদরাময়ের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) জনিত উদরাময়পীড়ায় সচরাচর ৫। ৬ হইতে ১০। ১২ বৎসর বয়স্ক বালকেরাই প্রপীড়িত হয়। এইরূপ উদরাময়ের

পাকস্থলী ও অন্ত্রের পীড়ায় অহিফেন আভ্যন্তরিকরূপে প্রয়োজিত হইলে যেমন স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ ফলপ্রদান করে, তদ্রূপ রেক্‌টাম্ (Rectum) মধ্যে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করিলেও উহার স্থানিক ক্রিয়াদ্বারা ব্যাধিবিশেষে ফললাভ হইয়া থাকে। তরুণ ও পুরাতন উদরাময়রোগে অহিফেনের পিচকারী অতীব ফলপ্রদ। এতদর্থে ২০ হইতে ৩০ বিন্দু টিংচার অব্ ওপিয়ম্ (Tincture of Opium) এক আউন্স ঈষদুষ্ণ মিউসিলেজ্ (Mucilage) অথবা ডিককৃসান্ অব্ ষ্টার্চের (Decoction of Starch) সহিত মিশ্রিত করতঃ পিচকারীদ্বারা রেক্‌টাম্ (Rectum) মধ্যে প্রযোজ্য। অল্পবয়স্ক শিশুদিগের এক প্রকার উদরাময় পীড়া জন্মে উহা সচরাচর সাংঘাতিক হইয়া থাকে ; ইহাতেও লডেনামের (Laudanum) পিচকারী অতীব উপকারী। টাইফয়েড্ জ্বর (Typhoid Fever) অথবা রক্তামাশয়রোগে কিম্বা টিউবার্কলের (Tubercle) আবির্ভাববশতঃ অন্ত্রমধ্যে ক্ষতোৎপন্ন হইলে অন্যান্য ঔষধদ্বারা ফললাভের আশা না থাকিলেও অহিফেনের পিচকারী কদাচ প্রতিকারসাধনে পরাংমুখ হয় না। অন্ত্র, পেরিটোনিয়ম্ (Peritoneum) এবং পেল্‌ভিস্ (Pelvis) স্থিত যন্ত্রাদির প্রদাহবশতঃ উদরমধ্যে বেদনা উপস্থিত হইলেও উল্লিখিত পিচকারী তদ্দূরীকরণে বিশেষ উপযোগী। সিষ্টাইটিস্ (Cystitis) পীড়াবশতঃ যে মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবত্যাগে বাসনা হয় উহাও এতদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত পীড়াগুলিতে যদিও অহিফেন অথবা মর্ফিয়ার (Morphia) সাপোজিটরি (Suppository) উপযোগী, তথাপি রেক্‌টাম্ (Rectum) মধ্যে ষ্টার্চ (Starch) সহযোগে লডেনামের (Laudanum) পিচকারী যে অধিকতর ফলদায়ক তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ফিসার্স্ অব্ দি এনাস্ (Fissures of the Anus), অর্শবলীপ্রদাহ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় গল্‌নাটের (Gall Nut) মলমের সহিত অহিফেন মিশ্রিত করতঃ গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলে আশু যন্ত্রণার লাঘব হয়। উল্লিখিত রোগে বিরেচনকালে রোগীকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসার সহিত মৃদু বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করাও চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্যও অহিফেন রেক্‌টাম্ (Rectum) মধ্যে

পিচকারীদ্বারা প্রয়োজিত হয়। উহা তত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীদ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেহমধ্যে শোষিত হইয়া নিদ্রাকারক, বেদনানিবারক, আক্ষেপনিবারক প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়া প্রকাশ করে। উক্তোদ্দেশে অর্থাৎ নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia) পীড়াজনিত অনিদ্রায় লডেনাম্ (Laudanum) রেক্‌টাম্ (Rectum) মধ্যে পিচকারীদ্বারা প্রয়োজিত হয়। কোন কঠিন পীড়াবসানে রোগী নিতান্ত হীনবল থাকিলে যে অনিদ্রা উপস্থিত হয় তাহাতেও উহা উপকারী। আঘাতজনিত ডিলিরিয়ম্ (Traumatic Delirium), ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) প্রভৃতি রোগেও নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য উহার পিচকারী ব্যবস্থেয়। শেষোক্ত পীড়াদ্বয়ে উহার আভ্যন্তরিক ব্যবহারাপেক্ষা পিচকারী প্রয়োগই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আক্ষেপনিবারক ও বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্যও যে উহার পিচকারী প্রচলিত তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। স্থানিক বেদনানিবারণার্থ সচরাচর ৫ হইতে ১০ বিন্দু মাত্রায় উহার পিচকারী ব্যবহৃত হয়, কিন্তু নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ না করিলে অভিলষিত সিদ্ধ হয় না। যদ্যপি প্রথমতঃ এনিমা (Enema) দ্বারা রেক্‌টাম্ (Rectum) পরিষ্কৃত করতঃ পিচকারী প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার না করিলেও উল্লিখিত ক্রিয়া প্রকাশ করে।

নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য অহিফেন জ্বররোগের লক্ষণবিশেষেও ব্যবহৃত হয়। সচরাচর টাইফাস্ (Typhus), টাইফয়েড্ (Typhoid) প্রভৃতি সংক্রামক জ্বরে অথবা প্রাদাহিক জ্বরে অনিদ্রাবশতঃ স্নায়ুমণ্ডলী দিন দিন নিস্তেজ হওয়াতে রোগী অস্পষ্ট ও মৃদুস্বরে প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে, মধ্যে মধ্যে উপাধান, শয্যাস্তরণ অথবা পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তির বসন কিম্বা কেশধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে থাকে, হস্তপদাদি উত্তোলন করিলে উহা কম্পিত হয়, এবং ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ততই ঐ সকল ভয়াবহ বিকারলক্ষণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঈদৃশ শোচনীয়াবস্থায় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অহিফেন প্রয়োগ করিলে নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে রোগীর স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হয় এবং উহার আনুসঙ্গিক উল্লিখিত বিকারলক্ষণাদি ক্রমশঃ অন্তর্ধান করে। অনেক সময়ে এতদ্দ্বারা আসন্ন মৃত্যু হইতেও রোগীকে রক্ষা করা

যায়। ভীষণ ডিলিরিয়মেও (Furious Delirium) অহিফেন উপকারী বটে, কিন্তু ইহাতে অনেকে উহা টার্টার এমেটিকের (Tartar Emetic) সহিত প্রয়োগ করেন। তাঁহারা বলেন যে এই দুইটী ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে কেবল যে নিদ্রাকর্ষণ হয় এমত নহে, মানসিক উত্তেজনাও সত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশে ৩ অথবা ৪ বিন্দু লডেনাম্ (Laudanum) ½ কিম্বা ⅙ গ্রেণ টার্টার এমেটিকের (Tartar Emetic) সহিত দুই ঘণ্টাকালব্যবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি ডিলিরিয়ম্ (Delirium) অতীব ভীষণাকার ধারণ করে, তাহা হইলে টার্টার এমেটিকের (Tartar Emetic) মাত্রা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা উচিত। ইদানীন্তন ঈদৃশাবস্থায় অহিফেনের পরিবর্ত্তে মর্ফিয়া (Morphia) চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োজিত হয়। এতদ্দ্বারা অহিফেনের ন্যায় পাকাশয় ও অন্ত্রের বিকৃতি জন্মে না। মাটারিং ডিলিরিয়ম্ (Muttering Delirium) অর্থাৎ অস্পষ্ট মৃদু প্রলাপের সহিত পৈশিক কম্পন, চর্ম্মের শুষ্কতা এবং নিরতিশয় দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকিলে অনেকে কেবলমাত্র লডেনাম্ (Laudanum) ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা একগ্রেণ মর্ফিয়া (Morphia) অথবা এক ড্রাম লডেনাম্ (Laudanum) চারি আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ আন্দাজ একড্রাম মাত্রায় ৫ অথবা ১০ মিনিট কালব্যবধানে তিন চারিবার প্রয়োগ করেন। যদ্যপি উক্ত ঔষধ এইরূপে সেবন করতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টাকালমধ্যে রোগীর নিদ্রা উপস্থিত না হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে পুনর্ব্বার উহা কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে উহা সেবন করিলে অনতিবিলম্বেই রোগীর নিদ্রাকর্ষণ হয় এবং কিয়ৎকাল নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিতি করিলেই দুর্ব্বলতার লাঘব ও পৈশিক কম্পন দূরীভূত হয়, চর্ম্ম ও রসনা সরস হয়, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রোগী সর্ব্বপ্রকারে অনেক সুস্থতা লাভ করে। উল্লিখিতাবস্থায় কখন কখন লডেনাম্ (Laudanum) কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় একবার মাত্র প্রয়োগ করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এবম্বিধ অনিদ্রাজনিত স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা ও উহার আনুসঙ্গিক পূর্ব্বোক্ত বিকারলক্ষণাদি কেবল যে অহিফেনের নিদ্রাকারক গুণেই দূরীভূত হয় এমত নহে, ঈদৃশাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে ব্রাণ্ডি (Brandy) প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। যে স্থলে

অহিফেন ব্যবস্থা করা যায় সে স্থলে তাদৃশ অধিক পরিমাণে ব্রাণ্ডির (Brandy) প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে উহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ না করিলে রোগীর প্রাণরক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। যাহাহউক উক্ত রোগে অহিফেন সময়ে সময়ে যে অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদান করে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য অহিফেন ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ রোগে (Delirium Tremens) সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগাপেক্ষা চর্ম্মনিম্নে পিচকারীপ্রয়োগ অধিকতর ফলপ্রদ। যদ্যপি রোগী বলবান্, নাড়ী বলবতী, এবং ডিলিরিয়ম্ (Delirium) অতীব প্রবল হয় তাহা হইলে উহার সহিত টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) অথবা টিংচার অব্ একো-নাইট্ (Tincture of Aconite) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উক্ত পীড়ায় অহিফেন স্পিরিট্স্ (Spirits) অথবা পোর্টারের (Porter) সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে উহার কার্য্যকারিতার আধিক্য দৃষ্ট হয় এবং রোগীও উহা অনায়াসে গলাধঃকরণ করিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে রেক্-টাম্ (Rectum) মধ্যে অহিফেনের পিচকারী প্রয়োগ করিলে স্থলবিশেষে অধিকতর ফললাভ হয়, কিন্তু উহা চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োগ করাই অনেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগপ্রণালী বলিয়া বিবেচনা করেন। উল্লিখিত রোগে অহিফেন সাতিশয় সাবধানতাসহকারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কখন কখন উহার নাতিস্বল্পাধিক মাত্রায়ও রোগীর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে সুরাপায়ী ব্যক্তিদিগের সচরাচর কিড্নির (Kidney) পীড়া বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে অহিফেন অল্প মাত্রায়ও বিষবৎ কার্য্য করে। এতজ্জন্য ডিলিরিয়ম্ ট্রেমেন্স্ (Delirium Tremens) রোগে অহিফেন ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করতঃ উহাতে এল্‌বিউমেনের (Albumen) অস্তিত্ব নির্ণয় করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদ্যপি উহাতে এল্‌বিউমেন্ (Albumen) বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে অহিফেন স্বল্প মাত্রায় ব্যবস্থা করা বিধেয়, অথবা উহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন ঔষধ যথা অধিক মাত্রায় টিংচার অব্ ডিজিটেলিস্ (Tincture of Digitalis) কিম্বা ব্রোমাইড্ (Bromide), ক্লোরাল্ (Chloral) ইত্যাদি ব্যবস্থেয়। তরুণ উন্মাদরোগেও

টার্টার এমেটিক্ (Tartar Emetic) সহযোগে অহিফেন প্রয়োগ করিলে সন্তোষজনক ফললাভ হয়। কেহ কেহ বলেন যে ইউরিমিয়া (Uræmia) বশতঃ কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) উপস্থিত হইলে চর্ম্মনিম্নে অহিফেনর পিচকারী অতীব উপকারী।

কোন কোন চিকিৎসকের বিশ্বাস এই যে অহিফেন স্বকীয় উত্তেজক গুণে নিউরাল্‌জিয়াপীড়ার (Neuralgia) প্রতিকারসাধন করে, এবং তজ্জন্য তাঁহারা উহা উল্লিখিত রোগে নিদ্রাকারক মাত্রায় প্রয়োগ করেন না। এই মতের পোষকতা করিয়াও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে জ্বরবোগে নিরতিশয় দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, ও উহার আনুসঙ্গিক বিকারলক্ষণ আবির্ভূত হইলে অহিফেনদ্বারা যে ফললাভ হয় উহা কেবল উহার উত্তেজকগুণেই হইয়া থাকে, নতুবা নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য নহে। বস্তুতঃ জ্বররোগের উল্লিখিতাবস্থায় অহিফেন যে সন্তোষজনক ফলপ্রদান করে উহা উহার উত্তেজকগুণের পরিচয় বলিয়া বিবেচিত হয় না, যে হেতু যে স্থলে উহা সেবনকরতঃ রোগীর নিদ্রাকর্ষণ না হয় সেস্থলে পীড়ার উপদ্রবও কিছুমাত্র প্রশমিত হয় না। অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে উক্ত ঔষধগুণে যাবৎ কাল রোগী নিদ্রিতাবস্থায় যাপন করে তাবৎকালমধ্যে শারীরিক যন্ত্রাদি, বিশেষতঃ হীনবল ও নিস্তেজ স্নায়ুবর্গ বিশ্রামলাভ করতঃ কথঞ্চিৎ সতেজ ও সবল হওয়াতে এতাদৃশ উপকার সাধিত হয়।

স্বকীয় উত্তেজক গুণে অহিফেন যে নিউরাল্‌জিয়াপীড়ায় (Neuralgia) ফলপ্রদান করে ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে; যেহেতু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে যে সকল স্ত্রীলোক হিষ্টিরিয়ারোগের (Hysteria) বশবর্ত্তিনী, তাহারা নিরন্তর ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুর নিউরাল্‌জিক্ বেদনায় (Neuralgic Pain) প্রপীড়িত হয় এবং সতত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ভোগ করে বটে, কিন্তু একবার মাত্র চর্ম্মনিম্নে মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী গ্রহণ করিলেই উহাদের শারীরিক অবস্থা ও মানসিক প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, হস্তপদাদি উষ্ণ ভাব ধারণ করে এবং স্থানিক স্নায়বীয় বেদনা কিয়ৎকালের জন্য দূরীভূত হয়। অহিফেনের উত্তেজক গুণে মেলাঙ্কোলিয়া (Melancholia) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরাও মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারীগ্রহণে শান্তিলাভ করে।

এতদ্দ্বারা আলস্য, ঔদাস্য ও মানসিক অবসন্নতা প্রবলবাত্যাহত বারিদবৎ বিদূরীত হয়, বিলুপ্তবৎ ক্ষুৎপিপাসা পুনরাবির্ভূত হয়, মানসলতিকায় হর্ষকুসুম বিকসিত হওয়াতে সদালাপসৌরভে স্বজনগণ পরিতুষ্ট হয় এবং রোগী শ্রান্তি ব্যতিরেকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। উল্লিখিত পীড়ায় মর্ফিয়ার (Morphia) উত্তেজক গুণে যে এতাদৃশ সন্তোষজনক ফললাভ হয় তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু উক্ত ঔষধের ক্রিয়া রোগীর স্বভাবের উপরও কথঞ্চিৎ নির্ভর করে, যেহেতু ব্যক্তিবিশেষে উহা কেবলমাত্র বেদনা নিবারণ করে বটে, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দূরীকরণে কৃতকার্য্য হয় না, বরং তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনেকে বলেন যে নিদ্রাকারক ক্রিয়ার জন্য অহিফেন ব্যবস্থা করিতে হইলে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। রোগীর নির্দ্দিষ্ট শয়নকালে অথবা তন্দ্রা উপস্থিত হইলে যদ্যপি উহা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহা স্বভাবের সহায়তা করতঃ নিদ্রানয়ন করে এবং অতি স্বল্প মাত্রাতেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরাতন বলক্ষয়কারী রোগে উহা রজনীর শেষভাগে ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, যেহেতু উল্লিখিত সময়ে রোগী সাধারণতঃ তন্দ্রাপরবশ হইয়া পড়ে। এতদুদ্দেশে অহিফেন প্রয়োগ করিলে সচরাচর এক অথবা দুই ঘণ্টার মধ্যেই রোগী সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কোনরূপ বিশেষ ব্যাধি বর্ত্তমান না থাকিলেও কোন কোন ব্যক্তি অনিদ্রাবশতঃ নিরতিশয় কষ্টভোগ করে; ইহাতে অহিফেন ব্যবহার না করিয়া অপরাপর নিদ্রাকারক ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। জরায়ুপীড়া এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia), যাহাকে সচরাচর অনিদ্রার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, উহাতেও অহিফেনাপেক্ষা ক্লোরাল্ (Chloral) ও ব্রোমাইড্ (Bromide) দ্বারা অধিকতর ফল দর্শে।

অহিফেন একটী অত্যুৎকৃষ্ট বেদনানিবারক ঔষধ বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু তরুণ অথবা পুরাতন বেদনাদায়ক পীড়ায় সচরাচর উহা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যে স্থলে অন্য কোন ঔষধদ্বারা যন্ত্রণার কিছুমাত্র লাঘব না হয় সেই স্থলেই অগত্যা উহা ব্যবস্থেয়। ইহার কারণ এই যে প্রথমতঃ ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি না করিলে উহার গুণ চিরস্থায়ী হয় না, এবং দ্বিতীয়তঃ

কিয়ৎকাল সেবন করিলেই রোগী উহাতে এতাদৃশ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে পীড়াবসানেও উহার ব্যবহার রহিত করিলে তাহাকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

তরুণ বাতরোগে অহিফেন নিদ্রাকারক ও বেদনানিবারক ক্রিয়ার জন্ত আভ্যন্তরিকরূপে ও চর্ম্মনিম্নে পিচকারীদ্বারা প্রয়োজিত হয়। উহার নিদ্রাকারক ও আক্ষেপনিবারক ক্রিয়া ক্লোরোফর্ম (Chloroform), ইথার (Ether) এল্‌কোহল্ (Alcohol) প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধসহযোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

আক্ষেপনিবারক ক্রিয়ার জন্ম অহিফেন অথবা মর্ফিয়া (Morphia) হুপিংকফ্ (Whooping Cough) রোগের আক্ষেপাবস্থায় অতীব উপকারী। উল্লিখিত রোগে রোগীর বয়সোচিতাপেক্ষা অধিক মাত্রায় উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং উহার ফলের স্থায়িত্বের জন্ম তিন চারি ঘণ্টাব্যবধানে $\frac{1}{80}$ গ্রেণ মাত্রায় মর্ফিয়া (Morphia) ব্যবস্থা করা যায়। কখন কখন রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে $\frac{1}{2}$ হইতে ২ বিন্দু মাত্রায় লডেনাম্ (Laudanum) প্রতিঘণ্টায় কেহ কেহ ব্যবহার করেন। এইরূপে উহা সেবন করিলে অতি স্বল্পকালমধ্যেই হুপ্ (Whoop) এবং কাশপ্রকোপ নিবারিত হয় বটে, কিন্তু যদ্যপি অন্ত্রমধ্যে কৃমির অবস্থান, দন্তোদ্গম, টিউবার্কিউলোসিস্ (Tuberculosis), ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis) প্রভৃতি পীড়া উহার কারণীভূত হয় তাহা হইলে উহাদ্বারা কিছুমাত্র উপকার সম্ভবে না।

রেনাল্ (Renal) ও বিলিয়ারি কলিক্ (Biliary Colic) রোগে অহিফেন অতীব ফলপ্রদ। এতদ্দ্বারা ইউরিটার্ (Ureter) এবং পিত্তপ্রণালীর আক্ষেপ নিবারিত হওয়াতে রোগীর যন্ত্রণা দূর হয়। এতদর্থে ক্লোরিক্ ইথার (Chloric Ether) ও লডেনাম্ (Laudanum) একত্রে মিশ্রিত করতঃ ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল ব্যবধানে ব্যবহেয়, অথবা চর্ম্মনিম্নে মর্ফিয়ার (Morphia) পিচকারী প্রযোজ্য।

এজ্‌মারোগের (Asthma) আক্ষেপনিবারণেও অহিফেন পরাংমুখ নহে। এতদ্দ্বারা কষ্টকর শ্বাসকৃচ্ছ্রের লাঘব হওয়াতে রোগী এতদূর সুস্থতা লাভ করে যে অনেকে উহার গুণে বশীভূত হইয়া উহাতে অভ্যস্ত হইয়া

পড়ে। কিন্তু উহার দোষ এই যে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে পরে পূর্ব্ববৎ ফললাভ হয় না। কখন কখন ইহাও দেখা যায় যে মর্ফিয়া (Morphia) সেবনে কোন কোন রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রবল হইয়া উঠে। এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইলে উহা এককালীন রহিত করা কর্ত্তব্য।

অহিফেন ডায়াবিটিস্ (Diabetes) রোগে মহোপকারী বলিয়া চিকিৎসক সমাজে পরিচিত। এতদ্দ্বারা ক্ষুধার লাঘব হয় বলিয়া পূর্ব্বতন চিকিৎসকেরা এই রোগে উহা সচরাচর ব্যবহার করিতেন। উল্লিখিত রোগে ক্ষুধাধিক্য বশতঃ আহারের পরিমাণের যেমন বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ উহার আনুসঙ্গিক প্রস্রাবের পরিমাণ এবং পিপাসারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং অহিফেন ক্ষুন্নিবারণ করতঃ প্রস্রাব ও পিপাসা এতদুভয়ই দমন করে। পূর্ব্বকালে কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ বহুমূত্ররোগে অহিফেনের ব্যবহার প্রচলিত-ছিল বটে, কিন্তু ইদানীন্তন পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহা অধিক মাত্রায় প্রত্যহ দুই তিনবার প্রয়োগ করিলে প্রস্রাব ও শর্করা এতদুভয়েরই পরিমাণের হ্রাস হয়, এমন কি স্থলবিশেষে প্রস্রাবে শর্করার চিহ্ন মাত্রও বর্ত্তমান থাকে না, অথচ ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না। অধুনা উক্ত রোগে চিকিৎসক মাত্রেই দুই তিন গ্রেণ মাত্রায় কোডিয়া (Codeia) ব্যবস্থা করেন। স্পাজ্‌মডিক্ ষ্ট্রিক্‌চার (Spasmodic Stricture) অর্থাৎ ইউরিথ্রার (Urethra) আক্ষেপবশতঃ যে ষ্ট্রিক্‌চার (Stricture) জন্মে উহাতেও অহিফেন ফলদায়ক।

সংকোচক গুণে অহিফেন দেহাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব নিবারণ করে বলিয়া ব্রঙ্কাইটিস্‌রোগে (Bronchitis) ব্রঙ্কিয়াল্ টিউব (Bronchial Tube) হইতে প্রভূত কফস্রাব হইলে উহা সচরাচর প্রয়োজিত হয়।

ঘর্ম্মকারক ক্রিয়ার জন্যও অহিফেনের ব্যবহার অপ্রচলিত নহে। সর্দ্দির প্রাবস্থাবস্থায় স্বল্প পরিমাণে অহিফেন অথবা দুই কিম্বা তিন বিন্দু লডেনাম্ (Laudanum) শয়নকালে সেবন করিলে উহা দূরীভূত হয়। উল্লিখিতাবস্থায় ঘর্ম্মস্রাব বৃদ্ধি করিবার জন্য ৫ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় ডোভার্স পাউডারও (Dover's Powder) রজনীযোগে ব্যবস্থেয়। যদিও অহিফেন, বিশেষতঃ

ডোভার্স্‌ পাউডার (Dover's Powder) প্রবল স্বেদজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি যক্ষা প্রভৃতি বলক্ষয়কারক পীড়ায় নৈশিক ঘর্ম্মস্রাবনিবারণে উহার সমতুল্য ঔষধ নিতান্ত বিরল; এমন কি সল্‌ফেট্‌ অথবা অক্‌সাইড্‌ অব্‌ জিঙ্ক্‌ (Sulphate or Oxide of Zinc) যে স্থলে অভিলষিতসাধনে পরাংমুখ হয় সে স্থলেও উহা কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

রজোরাহিত্যকালে অথবা হিষ্টিরিয়া (Hysteria) পীড়ার বশবর্ত্তিনী হইলে কোন কোন স্ত্রীলোকের এক প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয়। ইহার লক্ষণ এই যে রোগী মস্তকের উপরিভাগে উত্তাপানুভব ও গুরুত্ব বোধ করে, মধ্যে মধ্যে মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা জন্মে, সময়ে সময়ে নয়নদ্বয় হইতে সলিলবর্ষণ হয়, সর্ব্বাঙ্গ কখন উষ্ণ কখন বা শীতল বোধ হয় এবং উহার সহিত স্বেদক্ষরণ হইতে থাকে, মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বেদনা অনুভূত হয় এবং উহা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করে, কোন কোন রোগীর একটী ভ্রূতে বেদনা অচলভাবে বিরাজ করে, আহারান্তে রোগীর নিরতিশয় আলস্য বোধ হয়, মস্তিষ্কমধ্যে বেদনা এবং উহা সঙ্কাপিত বলিয়া অনুমিত হয়, কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবার সামর্থ্য থাকে না, এবং সতত মানসিক বিষন্নতায় রোগী কালাতিপাত করে। এই সকল লক্ষণ যে কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই লক্ষিত হয় এমত নহে, নিরতিশয় পরিশ্রম ও চিন্তাবশতঃ অথবা একান্ত ভীরুস্বভাব হইলে পুরুষদিগেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। সচরাচর বহুবিধ জরায়ু পীড়া, অম্লরোগ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia), বিশেষতঃ উহার সহিত উদরাধ্মান, স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর প্রতি অনবধানতা, এই সকলও কখন কখন ঐ সকল লক্ষণের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহা হউক যে কোন পীড়া হইতে উহাদের উদ্ভব হউক না কেন, ঐ সকল লক্ষণ আবির্ভূত হইলেই এক বিন্দু লডেনাম্‌ (Laudanum) এবং দুই বিন্দু টিংচার অব্‌ নাক্স্‌ভমিকা (Tincture of Nux Vomica) একত্রে মিশ্রিত করতঃ প্রতিদিন তিন চারি বার প্রয়োগ করিলে মূল পীড়ার শান্তি হউক বা না হউক উহারা অন্তর্হিত হইয়া থাকে। জরায়ুর দৌর্ব্বল্যবশতঃ প্রসবান্তে প্রভূত শোণিতস্রাব হইলে অনেকে ব্রাণ্ডি (Brandy) সহযোগে এক ড্রাম মাত্রায় অহিফেনের টিংচার (Tincture) প্রয়োগ করা সুব্যবস্থা বলিয়া বিবেচনা করেন।

অহিফেন যদিও পর্য্যায়নিবারক ঔষধমধ্যে পরিগণিত নহে, তথাপি ইহা দ্বারা কুইনাইনের (Quinine) উক্ত ক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। পর্য্যায়নিবারণ মানসে জ্বররোগের বিরামাবস্থায় দুই তিন দিবস যাবৎ কুইনাইন (Quinine) ব্যবহার করতঃ যদ্যপি ফললাভ না হয় তাহা হইলে উহার সহিত অল্প মাত্রায় পল্ভ্ (Pulv) অথবা এক্সট্রাক্ট্ ওপিয়াই (Extract Opii) প্রয়োগ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। একাজ্বর অথবা পালাজ্বর কুইনাইন (Quinine) একাকী দূরীকরণে সমর্থ হয় না বটে, কিন্তু অহিফেনের সহায়তায় এত শীঘ্র কৃতকার্য্য হয় যে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

প্রসবান্তে কোন কোন স্ত্রীলোকের একপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয় উহা প্রসববেদনাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। এই বেদনাকে ভেদাল ব্যথা (After Pain) কহে। যাহারা একাধিকবার সন্তান প্রসব করিয়াছে তাহাদেরই উহা হইয়া থাকে। এই বেদনা নিবারণেও অহিফেন বিশেষ উপযোগী। লডেনাম্ (Laudanum) অথবা লাইকর ওপিয়াই সিডেটিভ (Liquor Opii Sedative), ৮ অথবা ১০ বিন্দু মাত্রায় তিন ঘণ্টা ব্যবধানে প্রয়োগ করিলে উহার লাঘব হয়। কেহ কেহ বলেন যে উহাতে অহিফেনাপেক্ষা অধিক মাত্রায় কুইনাইন (Quinine) অধিকতর উপকারী; বস্তুতঃ যদিও তাহা না হয় তথাপি অহিফেন ও কুইনাইন (Quinine) ডাইলিউট্ হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড্ (Dilute Hydrobromic Acid) সহ একত্রে মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে যে, আশু অসীম ফললাভ হয় তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সম্পূর্ণ।